আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি

দরসে তিরমিযী

(তৃতীয় খণ্ড)

সম্পাদনা

আল্লামা আবদুল কুদ্দুস (দা.বা.)

মুহ্‌তামিম ও শাইখুল হাদীসঃ ঢাকা নগরীর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী বিদ্যাপীঠ
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসা
খলীফাঃ ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য বুযুর্গ
আল্লামা আবরারুল হক সাহেব (রহ.) এবং
জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম,
মাওলানা শাহ্ আহ্‌মদ শফী সাহেব (দা.বা.)

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ ❐ মে ২০১১

দরসে তিরমিযী (তৃতীয় খণ্ড)

মূল ❐ আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি
অনুবাদ ❐ মুহসিন আল জাবির
(মুহাদ্দিস- বাঘারপাড়া মুহিউসসুন্নাহ্ কওমী মাদরাসা যশোর;
লেখক ও গবেষক- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।)

প্রকাশক ❐ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-33-3161-8

মূল্য ❐ ৫২০.০০ টাকা

অর্পণ

হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।
হে প্রিয় সাহাবি! তোমার ন্যায় বিচারের
জৌলুস আবার কখনো কি ফিরে আসবে!

বৈশিষ্ট্যাবলি

* দরসে তিরমিযীর সংগে পূর্ণ মিল রেখে ছাত্রবোধ অনুবাদ করা হয়েছে।
* ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য দেওয়া হয়েছে।
* ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য ভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে।
* দরসে তিরমিযী ভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে।
* পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে জটিল স্থানগুলোতে আপত্তি জবাব কিংবা প্রশ্নোত্তরে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।
* হাদিসের নম্বর দেওয়া হয়েছে।
* শিরোনামের নম্বর দেওয়া হয়েছে।
* অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদের সংগে সংগে মতনের পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়েছে।

باسمه تعالى

সম্পাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ؛ اَمَّا بَعْدُ-

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের জন্য দ্বীনের শিক্ষাকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এখন উলামায়ে কিরামের দ্বারা বাংলা ভাষার মাধ্যমেও দ্বীনের অনেক খেদমত নিচ্ছেন।

'তিরমিযী শরীফ' গ্রন্থখানা রচনা-কাল থেকেই অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহের সংগে সংগে তার অনন্যতাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। হাদীসের অন্যসব গ্রন্থগুলোর মতো তারও রয়েছে আলাদা গুণ- আলাদা বৈশিষ্ট। আল্লাহর রহমতে সেই গুণ আর বৈশিষ্টগুলোর জোরেই হয়তো কিতাবখানা আমাদের দরসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থগুলোর একটিও এই 'তিরমিযী শরীফ'।

কিতাবখানার গুণ আর বৈশিষ্টে মুগ্ধ হয়েই হয়তো পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা. বা. কিতাবখানার উপর লিখেছেন 'দরসে তিরমিযী'র মতো একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানা ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদরাসার ছাত্রদের অনেকেই উর্দু ভাষায় দূর্বল হওয়ার কারণে এই অমূল্য গ্রন্থখানা থেকে পূর্ণ উপকৃত হতে পারছেন না বলেই জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার হোসাইন এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে 'আনোয়ার লাইব্রেরী' নামে একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। সেখান থেকেই দরসে তিরমিযীর বাংলা বের করছেন। অনুবাদের কপিখানা আমি নিজে দেখেছি। আমি আশা করি দরসে তিরমিযীর এই বাংলা অনুবাদখানা সবার জন্য উপকারী হবে।

সবার উপকারার্থে আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থখানাকে কবুল করুন। আমীন।

১০/০৪/২০১১ইং

আবদুল কুদ্দুস
১০/০৪/২০১১ইং

আওলাদে রাসূল আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা,
বাংলাদেশের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়-এর মহা পরিচালক,
বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের চেয়ারম্যান,
জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম, হযরতুল আল্লাম,
মাওলানা শাহ্ আহ্মদ শফী সাহেব (দা.বা.)-এর

দোয়া ও বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلَّذِيْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْراً . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَلَّذِيْ أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالٰى رَحْمَةً لِّلنَّاسِ وَآتَاهُ الْحِكْمَةَ وَجَوَامِعَ الْكَلِمِ وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَظِيْمًا وَّعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ–

অস্থায়ী এ পৃথিবীতে মানুষ চিরদিন টিকে থাকার জন্য আসেনি। কারণ তাকে স্থায়ী বসবাসের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তাকে প্রেরণ করা হয়েছে অস্থায়ী বসবাসে শুধুই আল্লাহর উপাসনা করার জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা একেক যুগে একেকজন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানব জাতিকে তার উপাসনা রীতি জানিয়ে দেওয়ার জন্য। এই সিলসিলায় সর্বশেষ যিনি এসেছেন, তিনি হলেন- আখেরী নবী, সরদারে দু'জাহান হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছেন শান্তির বার্তা আল কোরআন এবং তাঁর সুন্নাত আল হাদীস। তাই কোরআনের সংগে সংগে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআনের সংগে সংগে মুসলিম জ্ঞানী-গুণীগণ তাই যুগ যুগ ধরে হাদীসের সেবাও করে আসছেন। কেউ মাদরাসা-মকতবে বসে দরস্ ও তাদরীসের মাধ্যমে আর কেউ বা লেখালেখির মাধ্যমে। হাদীসের প্রধান তাসনীফাতগুলোর মধ্যে 'তিরমিযী শরীফ' অন্যতম। এটি একটি جامع। এতে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত অনেক হাদীস রয়েছে যা হাদীসের অন্যসব গ্রন্থগুলোতে সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই হাদীসের ছাত্রদের কাছে গ্রন্থখানার গুরুত্ব রয়েছে অনেক বেশী। আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. সেই দিকেই লক্ষ্য করে তিরমিযী শরীফের ওপর 'দরসে তিরমিযী' নামক একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিরমিযী শরীফ حل করার জন্য গ্রন্থখানার গুরুত্ব অপরিসীম। সে দিকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী'র পক্ষ থেকে গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিখানা আমাকে দেখানো হয়। আমি তা দেখে আনন্দিত হই এবং দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা যেন বাংলা দরসে তিরমিযী নামক এ গ্রন্থখানা ছাত্র, আলেম সমাজ ও জনসাধারণসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন এবং এর সংগে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি যেন রহমত করেন আর বেশী বেশী দিনের খেদমত করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

আহ্মদ শফী
০১/০৪/২০১১ইং

পীরে কামেল, হযরতুল আল্লাম, মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.) এর সুযোগ্য সাহেবজাদা, কুমিল্লা বরুড়ার বিখ্যাত মাদরাসা 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম' এর শাইখুল হাদীস ও মোহ্তামীম হযরতুল আল্লাম, মাওলানা মো. নোমান (দা. বা.) এর

বাণী ও দোয়া

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ لِاَهْلِهَا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدْرَأُوا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.اَمَّا بَعْدُ-

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া- তিনি আমাদের প্রতি করুণা করে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এর মতো একটি দ্বীনী বিদ্যাপীঠ তৈরি করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন দরস ও তাদরীসের নতুন একটি পথ- 'দরসে নেযামী'। যে পথ ধরে ভারত উপমহাদেশে প্রতি বছর তৈরি হচ্ছে অগণিত আলেম-ওলামা এবং অসংখ্য রাহবারে দ্বীন। এখানে দরস ও তাদরীসের মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের সর্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্ব অর্জন করা যায়। এই দরসে নেযামীতে হাদীসের অনেক মূল্যবান কিতাবাদি দরস্ দেওয়া হয়। তার মধ্যে جامع الترمذي বা 'তিরমিযী শরীফ' অন্যতম। এটি একটি 'جامع'। এতে জমা করা হয়েছে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত অনেক আহাদীস ও আছারসমুহ। হাদীসে নববীর পাঠকদের জন্য হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোর মতো এই কিতাবখানাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও মুফতী আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. সেই দিকেই লক্ষ্য করে তিরমিযী শরীফের ওপর 'দরসে তিরমিযী' নামক একখানা মূল্যবাণ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিরমিযী শরীফ 'حل' করার জন্য গ্রন্থখানার গুরুত্ব অনেক। তাই বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী'র পক্ষ থেকে গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিখানা তৈরি করে আমাকে দেখানো হয়। আমি তা দেখে আনন্দিত হই এবং দোয়া করি- আল্লাহ তা'আলা যেন বাংলা দরসে তিরমিযী নামক এ গ্রন্থখানা ছাত্র ও আলেম সমাজসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন। আরো দোয়া করি- তিনি যেন এর সংগে সংশ্লিষ্ট লেখক, সংকলক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ অন্যান্য সকলের প্রতি রহমত করেন এবং অধিক পরিমাণে দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ দান করেন। আমীন।

শুরুর কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

হে আল্লাহ! হে রহমান! হে রহিম! হে রাব্বুল আলামিন! সমস্ত প্রশংসা শুধুই তোমার। তোমার জন্য আমার সকল উপাসনা। আমার দিবস-রজনীর স্তুতি বন্দনা। তুমি অনন্ত, তুমিই অনাদি। তোমার গুণগান গায় সমস্ত মাখলুক। তুমি তো মহান। পাখিদের কণ্ঠে শুনা যায় তোমারই গান।

হে রাসূলে আরাবি! শ্রেষ্ঠ মানব, আখেরি নবী! তোমার কদম মোবারকে আমার লাখোকোটি সালাম। আমি এক অধম। আমি পাপী। আমি বড় অবুঝ। ব্যর্থ চেষ্টা করেছি তোমার পবিত্র হাদিসের সেবায় নিজেকে জড়াতে। শুধু প্রভুর কাছে আমার জন্য কিঞ্চিৎ সুপারিশের আশায়। আমি তোমাকে ভালোবাসি। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি! বলতে পারো তুলনাহীন এক অনন্য ভালোবাসা।

হে রাসূলের প্রিয় সাহাবি আর তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িনগণ! তোমাদের জন্য তো এ-ই যথেষ্ট যে, তোমাদের বন্ধু রাসূলে আরাবি বলে গিয়েছেন, 'খায়রুল কুরুনি ক্বারনী, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ুনাহুম, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ালূনাহুম...।

হাদিসের বিশাল রত্নভাণ্ডার আমাদের সামনে আজও রয়েছে। কোরআনের পরেই তো হাদিসের স্থান। হাদিস হলো কোরআন বা ইসলামি শরিয়তের পূর্ণ ব্যাখ্যা-ভাণ্ডার। রাসূলের জীবনচরিত। সুতরাং যে বিদ্যা শিক্ষা করা ইসলামে ফরজ, তার মধ্যে হাদিস-বিদ্যাও রয়েছে। এটাও আমাদের জন্য শিক্ষা করা ফরজ। তাই আমরা হাদিস অধ্যয়ন করি। এ নিয়ে গবেষণা করি। হাদিসের অনেক কিতাবই তো রয়েছে। তিরমিযী শরিফ তার নিজস্ব মর্যাদা নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। চিরকাল থাকবে। দরসে তিরমিযী নামে তারই ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন পাকিস্তানের মুফতি আল্লামা তাকি উসমানি সাহেব। লেখকের এই কিতাবটি সাধারণ-অসাধারণ সবার কাছেই প্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কওমি মাদরাসার ছাত্রদের কাছে। তিরমিযী পড়া মানেই তো তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ দরসে তিরমিযী সংগে থাকবেই। কিতাবটি মূল ভাষা উর্দু হওয়ার কারণে অনেকে অনেক কিছুই তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন না। তাই আমরা চেষ্টা করেছি একে সহজ বাক্যে বাংলায় ভাষান্তর করতে। আল্লাহ যেটুকু তৌফিক দিয়েছেন তা-ই পেরেছি। অনুবাদ করার সময় গ্রন্থটিকে ছাত্রদের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। জটিল মাসয়ালা-মাসায়েলগুলো ছাত্ররা যেন সহজেই বুঝতে পারে। সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই অনুবাদের কাজের সংগে যারা জড়িত তাদের মধ্যে মাওলানা মুহসিন আল জাবির, মাওলানা ওসমান গণী, মাওলানা মুরশিদুল হাসান শামীম এবং মাওলানা শামসুদ্দিন সাদি সাহেব অন্যতম। প্রভুর কাছে তাদের কল্যাণ কামনা করছি। বিশেষ করে আমার স্নেহের ভাতিজা মোস্তফা কামাল তো এর ব্যবস্থাপনা কর্মে অনেক শ্রম দিয়েছে। আল্লাহ তার কল্যাণ করুন।

আমি আশা করি এই অনুবাদটি তিরমিযী শরিফ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে। আল্লাহ তায়ালা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ করুন। আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

সূচিপত্র

হজ্জ অধ্যায়-৭

জানাজা অধ্যায় (৮)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত

বিয়ে অধ্যায়
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে

দ্বাদশ অধ্যায়

শিশুর দুধপান সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা

তালাক ও লিআন অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ الْحَجِّ

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হজ অধ্যায়[১]-৭

হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে (মতন পৃ. ১৬৭)

দরসে তিরমিযী

হজ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

হজের আভিধানিক অর্থ, ইচ্ছা ও জিয়ারত করা।[২] সুনির্দিষ্ট কর্ম সহকারে সুনির্দিষ্ট সময়ে, সুনির্দিষ্ট স্থানের জিয়ারতকে শরিয়তের পরিভাষায় বলা হয় হজ।[৩]

হজ ফরজ হয়েছিলো কোন সনে?

এ ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে।[৪] অধিকাংশের মত, এটি ফরজ হয়েছিলো ৬ষ্ঠ হিজরিতে।[৫]

---

[১] حج শব্দটির ح এর মধ্যে আছে যবর এবং যের উভয়টি। কোরআনে কারিমের কেরাতে সাবআয় এই দুই ভাবে পাঠ করা হয়েছে। তাবারি রহ. বলেছেন, যের হলো নজদের ভাষা, আর যবর অন্যদের। আমালিল হিজরিতে আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আরব এটার 'হা'য়ের যের পড়েন। হুসাইন জু'ফি রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, যবর সহকারে ইসম, আর যের সহকারে মাসদার বা ক্রিয়ামূল। অন্যদের হতে বর্ণিত এর বিপরীত বর্ণিত আছে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৩৭-সংকলক।

[২] অভিধানে হজের মূল অর্থ ইচ্ছা করা। খলিল রহ. বলেছেন, এর অর্থ সম্মানিত জিনিসের দিকে বেশি বেশি (যাওয়ার) ইচ্ছা করা। শরিয়তে এর অর্থ হলো, সুনির্দিষ্ট কতোগুলো আমলসহ বাইতুল হারামের ইচ্ছা করা। -ফতহুল বারি : ৩/২৯৯, كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله। -সংকলক।

[৩] যেমন, কানজুদ দাকায়িকে (পৃষ্ঠা-৭২, কিতাবুল হজ) রয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজায়ম রহ. ওপরযুক্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন- 'জিয়ারত দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াফ এবং আরাফাতে অবস্থান। নির্দিষ্ট জায়গা দ্বারা উদ্দেশ্য বায়তুল্লাহ শরিফ এবং আরাফাত নামক পাহাড়। সুনির্দিষ্ট কালো দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াফের সময় কোরবানির দিন ফজর উদয় হতে নিয়ে শেষ ওমরা পর্যন্ত। আর উকুফে আরাফার দিন সূর্য হেলা হতে নিয়ে কোরবানির দিন ফজর উদয় পর্যন্ত।-আল বাহরুর রায়েক : ১/৩০৭। -সংকলক।

[৪] আইনি রহ. বলেছেন, আল্লামা কুরতুবি রহ. উল্লেখ করেছেন যে, হজ ফরজ হয়েছে পঞ্চম হিজরিতে। আর কেউ বলেছেন, নবম হিজরিতে। কুরতুবির উক্তি মতে এটাই বিশুদ্ধ। ইমাম বায়হাকি রহ. উল্লেখ করেছেন যে, এটি ষষ্ঠ হিজরিতে ফরজ হয়েছে। জিমাম ইবনে ছালাবা রা.-এর হাদিসে হজের উল্লেখ আছে। মুহাম্মদ ইবনে হাবিব রহ. উল্লেখ করেছেন যে, জিমামের আগমন ঘটেছে পঞ্চম হিজরিতে। আল্লামা ভারতুশি রহ. বলেছেন, এটাও বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁর আগমন ঘটেছে নবম হিজরিতে। আল্লামা মাওয়ারদি রহ. উল্লেখ করেছেন যে, হজ ফরজ হয়েছে অষ্টম হিজরিতে, ইমামুল হারামাইনের উক্তি মতে নবম বা দশম হিজরিতে। আর অনেকের মতে সপ্তম হিজরিতে। অনেকে বলেছেন হিজরতের আগে। তবে

হজ ফরজ হয়েছিলো তাৎক্ষণিক; না দীর্ঘ সময় ধরে?

এখানে মতপার্থক্য আছে, হজের ফরজিয়ত তাৎক্ষণিকভাবে, না দীর্ঘ সময় ধরে[৬]। আবু হানিফা, ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ রহ. এবং অন্যান্য ফকিহের মাজহাব হলো হজ তাৎক্ষণিকভাবে ফরজ হয়েছে। অথচ ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এটি বর্ণনা অনুরূপ। যদিও প্রথমটিই তাঁর আসাহ বর্ণনা। ইমাম আহমদ রহ. হতে একটি বর্ণনা তাৎক্ষণিক ফরজ হওয়ার, অপরটি দীর্ঘসময়ের ভিত্তিতে ফরজ হওয়ার।[৭] মতানৈক্যের ফলাফল প্রকাশিত হবে গোনাহের ক্ষেত্রে, কাজা কিংবা আদায়ের ক্ষেত্রে না।[৮]

আর যারা তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হওয়ার উক্তি করেছেন তাঁদের মতে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ দেরি করে আদায় করার কারণ ছিলো– এটি ওজরের ওপর নির্ভরশীল। কেনোনা, বর্বরতার যুগ হতে আরবের কাফেরদের মধ্যে হজে নাসি[৯] তথা দেরি করার প্রচলন ছিলো। যেহেতু ১০ হিজরিতে জিলহজ

এই উক্তিটি নগণ্য।-উমদাতুল কারি : ৯/১২২, كتاب الحج، باب الحج وفضله।-রশিদ আশরাফ।

[৬] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, হজ কোন বছর ফরজ হয়েছে, এই নিয়ে মতপার্থক্য আছে। অধিকাংশের মতে ৬ষ্ঠ হিজরিতে। কেনোনা, সে বছরই اتموا الحج والعمرة لله আয়াত নাজিল হয়েছে। এটা এর ওপর নির্ভরশীল যে, ইতমাম দ্বারা উদ্দেশ্য ফরজের সূচনা করা। এর সমর্থন করে আলকামা, মাসরূক ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর কেরাত واقيموا। এটি ইমাম তাবারি রহ. অনেক সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন। আর অনেকে বলেছেন, ইতমাম দ্বারা শুরু করার পর পূর্ণাঙ্গতা দান করা। এর দাবি হলো, এটি এর আগেই ফরজ হয়েছে। হজরত জিমাম রা.-এর ঘটনায় হজের নির্দেশের আলোচনা অনুযায়ি পঞ্চম হিজরিতে। এটা দলিল করছে যে, হজ এর আগেই ফরজ হয়েছে পঞ্চম হিজরিতে কিংবা এই বছরে।-ফাতহুল বারি : ৩/৩০০, باب وجوب الحج وفضله। হজের ফরজিয়ত এবং মদিনা তাইয়িবায় হজরত জিমাম ইবনে ছালাবা রা.-এর আগমন সম্পর্কে কিছু আলোচনা দরসে তিরমিযী উর্দু : ২/৪০৪ باب ماجاء أديت الزكوة فقد قضيت ما عليك অনুচ্ছেদেও এসেছে। -সংকলক।

[৭] ফাওর দ্বারা উদ্দেশ্য আদিষ্ট বিষয়ে সক্ষমতার প্রথম ওয়াক্তেই আবশ্যক হয়ে যাওয়া। সুতরাং তৎক্ষণাত হজ ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো ওয়াজিবের শর্ত-শরায়েত পরিপূর্ণরূপে হয়ে যাওয়ার সময় প্রথম বছরেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া।-আল বিনায়া শরহুল হিদায়া-আইনি : ৩/৪২৮ -সংকলক কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে।

[৭] মাজমু', কাওয়াইদে ইবনে রুশদ এবং শরহুল মাকনা'-এর সারসংক্ষেপ হলো এটি।-মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৩৮। -সংকলক।

[৮] ইমাম জায়লায়ি রহ.-তাবয়িনে (২/৩ কিতাবুল হজ) বলেছেন, মতপার্থক্যের ফল প্রকাশ পাবে গোনাহের ক্ষেত্রে। ফলে তাকে ফাসেক সাব্যস্ত করা এবং তার সাক্ষ্য রদ করে দেওয়া হবে তাঁদের উক্তি মতে, যারা বলেন যে, হজ তৎক্ষণাত ফরজ। যদি শেষ জীবনে হজ করে, তাহলে ইজমা অনুযায়ি তার ওপর কোনো গোনাহ নেই। আর যদি হজ না করে মারা যায়, তবে ইজমা অনুযায়ি পাপী হবে। -সংকলক।

[৯] نسي শব্দটি ক্রিয়ামূল। যার অর্থ হলো, পেছানো, দেরি করা। সাধারণ মুফাসসিরিনের উক্তি অনুযায়ি এর ব্যাখ্যা হলো, আরবদের যখন হারাম মাসগুলোর কোনোটিতে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হতো, তখন তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত করে নিতো যে, এ বছর এ মাসটি স্বীয় আসল স্থানে নয়, বরং অমুক মাসের স্থানে। যেমন, যদি তাদের মুহররমে যুদ্ধ করার দরকার হতো, তখন সিদ্ধান্ত করে ফেলতো যে, এ বছর সফর হবে মুহররমের সময়। আর মুহররম এসে যাবে সফরে। এটাকেই বলা হতো নাসি।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ি নাসির সুরতে কোনো মাস বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয় না।

তবে ইমাম রাজি রহ.-এর মতে নাসির তাফসিল হলো, আরবগণ প্রতি তৃতীয় বছরে একটি মাস বৃদ্ধি করতো। যাতে জিলহজ মাস এবং হজের মৌসুম তাদের চাহিদা অনুযায়ি সৌরবর্ষের নির্ধারিত মাস ও সুনির্দিষ্ট মৌসুমে হয়। এর ফলে একটি অসুবিধা এই হতো যে, প্রতি তৃতীয় বছর তের মাসের হয়ে যেতো। দ্বিতীয়তো হারাম মাসের হুরমত ও মানমর্যাদা বিলম্বিত হয়ে অন্য মাসের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যেতো, যা বাস্তবে হারাম মাস হতো না। والله اعلم।-কামুসুল কোরআন : ৬০২। -সংকলক কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে।

মাসে যথার্থ স্থানে এসেছিলো, আর এ হিসেব অনুযায়ি ছিলো যেটি আল্লাহ তা'আলার নিকট ধর্তব্য, এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ দেরি করে করেছিলেন এবং দশম হিজরির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এদিকেই তিনি الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ[১০] দ্বারা ইঙ্গিত[১১] করেছেন।

হজের শর্তগুলো

হজের আছে কয়েকটি শর্ত। আর সামগ্রিকভাবে এই শর্তগুলো দুই প্রকার।[১২] একটি হলো ওয়াজিব হওয়ার[১৩] শর্ত, অপরটি আদায়ের[১৪] শর্ত। ওয়াজিব হওয়ার শর্তের অনুপস্থিতিতে কারো দায়িত্বে হজ ওয়াজিব হয় না।[১৫] এ জন্যে মৃত্যুর সময় হজের ওসিয়তও ওয়াজিব হয় না। আর আদায়ের শর্তের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বে ওয়াজিব হতে যায়[১৬] এবং অনাদায়ের সুরতে ওয়াজিব হয় হজের ওসিয়ত করা। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-১ : মক্কার হুরমত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৭)

٨٠٩ -عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ : أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلٰى مَكَّةَ - إِئْذَنْ لِيْ أَيُّهَا الْأَمِيْرُ ! أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيْهَا دَمًا أَوْ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ

---

[১০] সহিহ বোখারি : ২/৬৩২, কিতাবুল মাগাজি, বাবু হাজ্জাতিল বিদা'। -সংকলক।

[১১] আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. বলেছেন, 'তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করেছেন অষ্টম হিজরিতে। তবে তিনি হজ বিলম্বিত করেছেন নবম হিজরি পর্যন্ত। হতে পারে তাঁর কোনো ওজর ছিলো। যেমন, হজের ব্যাপারে অক্ষমতা কিংবা বায়তুল্লাহ শরিফের পাশে মুশরিকদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় দর্শন। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ বিলম্বিত করেছেন। আবু বকর রা. কে পাঠিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে, আগামী বছর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কোনো বিবস্ত্র ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করতে পারবে না। হতে পারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ বিলম্বিত করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। যাতে বিদায়ি হজ সে বছরে হয়, যে বছর সাল ঘুরে সে অবস্থায় চলে আসে, যে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং জুমআর বিরতিও পেতে পারেন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেন।-আল-মুগনি : ৩/২৪২ تحت مسألة : فمن فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة। -সংকলক।

[১২] ফতহুল কাদিরে শায়খ ইবনুল হুমাম রহ. অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। ২/১২০, كتاب الحج। -সংকলক।

[১৩] যেমন, মুসলমান, বালেগ, জ্ঞানবান এবং স্বাধীন হওয়া। -সংকলক।

[১৪] যেমন, এহরাম, নির্দিষ্ট স্থান ইত্যাদি। -সংকলক।

[১৫] সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি কাফের অবস্থায় হজের ওপর সামর্থ্যবান হয়, তারপর গরিব হওয়ার পর মুসলমান হয়ে যায়, তবে আগের সামর্থ্যের কারণে তার ওপর হজ ওয়াজিব হবে না। এর বিপরীত যদি মুসলমান অবস্থায় হজের ওপর সামর্থ্যবান হয়, তারপর হজ না করে গরিব হয়ে যায়, তবে তার জিম্মায় হজ ঋণ হতে যাবে।-ফতহুল কাদির : ২/১২০, কিতাবুল হজ। -সংকলক।

[১৬] সুতরাং অন্যান্য শর্ত-শরায়েতের বর্তমানে এহরাম শর্ত ব্যতীতও হজ দায়িত্বে ওয়াজিব হয়ে যায়। -সংকলক।

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللهَ اَذِنَ لِرَسُوْلِهٖ صلى الله عليه و سلم وَلَمْ يَاذَنْ لَكَ وَاِنَّمَا اُذِنَ لِيْ فِيْ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِاَبِيْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو ؟ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ مِنْكَ بِذٰلِكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ ! اِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرِبَةٍ

৮০৯। **অর্থ :** আবু শুরাইহ আদাবি রহ. আমর ইবনে সায়িদকে বললেন, যখন তিনি মক্কাভিমুখে সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন, হে আমির! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে একটি হাদিস শোনাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, মক্কা বিজয়ের দিন সকালে। সেটি আমার কান শুনেছে, আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছে এবং দু'চোখ প্রত্যক্ষ করেছে, যখন তিনি এই বাণী বলেছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা করেছেন, তারপর বলেছেন, মক্কাকে আল্লাহ তা'আলা হেরেম তথা সম্মানস্থল বানিয়েছেন। লোকজন এটিকে হেরেম বানায়নি। এমন কোনো লোকের জন্য তাতে রক্তপাত করা কিংবা এর কোনো গাছ কাটা অবৈধ, যে আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যদি কেউ তাতে এটা বৈধ মনে করে এ অজুহাতে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে লড়াই করেছেন, তখন তোমরা তাকে বলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুমতি দিয়েছেন, তোমাকে অনুমতি দেননি। আমাকে কেবল দিনের কিছু অংশে অনুমতি দিয়েছেন। এর হুরমত আজকের দিবসে পুনরায় ফিরে এসেছে। যেমন গতকাল তার হুরমত ও সম্মান ছিলো। যে উপস্থিত সে যেনো অনুপস্থিতের নিকট সংবাদ পৌছে দেয়। তখন আবু শুরাইহকে বলা হয়, আপনাকে আমর ইবনে সায়িদ কি জবাব দিয়েছেন? (তিনি বললেন), তিনি আমাকে জবাব দিয়েছেন, আবু শুরাইহ! আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশি জ্ঞাত। নিশ্চয়ই হেরেম কোনো অপরাধী ও খুনি এবং ফাসাদিকে আশ্রয় দেয় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, আর ولا فارا بخربة ইবারতও বর্ণনা করা হয়। তিনি বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু শুরাইহের হাদিসটি حسن صحيح।

আবু শুরাইহ খুজায়ির নাম হলো, খুয়াইলিদ ইবনে আমর। তিনি হলেন, আদাবি কা'বি। ولافارا بخربة এর অর্থ হলো, অপরাধ। তিনি বলতে চান, যে কোনো অপরাধ করবে কিংবা খুন করবে তারপর হেরেমে আশ্রয় নেবে, তার ওপর দণ্ডবিধি কায়েম করা হবে।

দরসে তিরমিযী

عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمروبن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة[১৭]

হজরত আমর ইবনে সায়িদ ইবনুল আ'স রা. মদিনা তাইয়িবায় ইয়াজিদের গভর্নরও ছিলেন। যেহেতু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা.-এর খিলাফত মক্কা মুকাররমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেহেতু তিনি ইয়াজিদেও হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। ইয়াজিদ তাঁর মুকাবিলার জন্য বাহিনী

---

[১৭] সহিহ বোখারি ১/২১, كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغا ئب, মুসলিম ১/৩৩৮, باب تحريم مكة الخ। -সংকলক।

পাঠিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে আমর ইবনে সায়িদ মদিনার গভর্নরকে লিখেছিলেন যে, সেখান হতেও তিনি যেনো কিছু সৈন্য মক্কা মুকাররমায় পাঠিয়ে দেন। আমর ইবনে সায়িদ এই হুকুম তামিলার্থে সৈন্য বাহিনী পাঠাচ্ছিলেন।[১৮] এটা তখনকারই ঘটনা।

ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة–

হেরেমে মক্কার ঘাস বা উদ্ভিদ তিন প্রকার : ১. যেগুলো উৎপাদন করা হয়েছে মেহনত করে। এগুলো কাটা কিংবা উপড়ে ফেলা সর্বসম্মাতিক্রমে বৈধ।

২. এগুলো কেউ উৎপাদন করেনি। তবে এগুলো উদ্ভিদ জাতীয়ই। যেগুলো সাধারণত মানুষ জমিতে ফলিয়ে থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকার ঘাস বা উদ্ভিদ কাটা এবং উপড়ে ফেলা জায়েজ আছে।[১৯] নিজে নিজে উৎপন্ন ঘাস ইত্যাদি। এগুলো হতে শুধু ইজখির[২০] নামক ঘাস কাটা এবং উপড়ে ফেলা জায়েজ আছে। তাছাড়া নিজে নিজে উৎপন্ন উদ্ভিদ চারা হতে কোনোটি যদি শুকিয়ে যায় কিংবা জ্বলে যায়, কিংবা ভেঙে যায়, সেগুলোও কেটে ফেলা বৈধ।

সারকথা, ...او يعضد بها شجرة ইবারতে শাজারা দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব ঘাস এবং চারা ইত্যাদি যেগুলো প্রাকৃতিকভাবে নিজে নিজে জন্মে, এগুলো মানুষ কর্তৃক উৎপন্ন হয় এবং ভেঙে যাওয়া, জ্বলে যাওয়া এবং নষ্ট হয়ে যাওয়াও নয়, ইজখির ঘাসও নয়। এমন ঘাস, চারা ইত্যাদি কাটা অবৈধ। কাটলে এর জরিমানা আদায় করা ওয়াজিব।[২১]

فإن احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له : ان الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وانما اذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب ساعة من نهار.

দ্বারা উদ্দেশ্য সূর্যোদয় হতে নিয়ে আসর পর্যন্ত সময়। যা দ্বারা মুসলমানগণকে হেরেমে মক্কায় যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো এবং তুলে দেওয়া হয়েছিলো রক্তপাত ঘটানো হারাম হওয়ার হুকুম। ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর ওপর যে, এই হুরমত পুনরায় ফিরে এসেছে। কারো জন্য সেখানে রক্তপাত ঘটানো অবৈধ। এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত, وقد عادت حرمتها اليوم বাক্যটিও তাই দলিল করছে।

---

[১৮] মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৪১। -সংকলক।

[১৯] হিজাজিগণ, মালেক, শাফেয়ি, ইসহাক রহ. প্রমুখ বলেছেন, মদিনার হেরেম আছে মক্কার হেরেমের মতো। সুতরাং মদিনার গাছ কাটা যাবে না, শিকার করা যাবে না। ইবনে আবু জিব রহ.-এর মতে তাতে বদল রয়ে গেছে যেমন, মক্কায় অপরাধের ফলে বদল আসে। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর পুরনো উক্তি মতে বদল হলো, তার সলব তথা মালামাল নিয়ে নেওয়া। অন্যদের মতে বদল ওয়াজিব হবে না এবং তার সলব বা মালামাল নেওয়াও হালাল হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম সাওরি, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, মক্কার মতো মদিনার হেরেম নেই। সুতরাং তার শিকার জন্তু শিকার করা এবং এর গাছপালা কাটা হারাম হবে না। তবে মাকরূহ হবে। যেমন, মোল্লা আলি কারি রহ. মিরকাতে বলেছেন। কাফিতে বলা হয়েছে, 'কারণ, শিকার হালাল বলে জানা গেছে অকাট্য দলিলসমূহ দ্বারা। সুতরাং কেবল অনুরূপ অকাট্য দলিল ব্যতীত তা হারাম হতে পারে না। অথচ এখানে তা নেই। আর মক্কার হেরেমের ব্যাপারটি আল্লাহর কিতাবের সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. ফতহুল মুলহিম : ৩/৩৯৮, বাবু ফাজলিল মাদিনা, মা'আরিফুস সুনান-বিন্নৌরি (৬/২৩৮-৩৯)। -সংকলক।

[২০] এটি এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস। তার এক বচন إذخرة বহুবচন أذاخير সংকলক।

[২১] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৩৯-২৪০। -সংকলক

[22]ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا مبدم بخربة কেউ যদি কোনো অপরাধ করে হেরেমে আশ্রয় নেয়, তার এই অপরাধ যদি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে হেরেমে কিসাস নেওয়া যেতে পারে।[23] আর যদি অপরাধটি কতল হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে, এই অপরাধ সে করেছে কোথায়? যদি এ অপরাধ হেরেমে করে থাকে, তাহলেও সর্বসম্মতিক্রমে হেরেমেই তার হতে কিসাস নেওয়া যেতে পারে। আর যদি হেরেমের বাইরে করে থাকে তাহলে ইমাম শাফেয়ি ও মালেক রহ. তার সম্পর্কেও হত্যা বৈধ বলেন। তবে আবু হানিফা ও আহমদ রহ.-এর মতে তার হতে হেরেমে কিসাস নেওয়া যাবে না, বরং তার খানাপিনা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে সে হেরেম হতে বাইরে বেরিয়ে আসে। তার কাছ হতে কিসাস নেওয়া হবে তারপর।[24]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি হানাফি মাজহাবের সমর্থন করে। ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালেক রহ. পেশ করেন নিম্নেযুক্ত বাক্য–

ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا ؟بدم ولا فارا ؟بخربة

এর জবাবে হানাফিগণ বলেন, এটা কোনো হাদিস নয়। বরং আমর ইবনে সায়িদের উক্তি। যিনি সাহাবি নন।[25] বরং তিনি ছিলেন ইয়াজিদের গভর্নর। তার খ্যাতিও ভালো ছিলো না।[26] তার চেয়ে হজরত আবু শুরাইত[27] রা. অনেকগুণে ভালো এবং উঁচু পর্যায়ের ছিলেন। তিনি সাহাবি এবং ফকিহ ছিলেন।

---

[22] الخربة 'খা'য়ের ওপর যবর, 'রা'য়ের ওপর জযম, অর্থাৎ অপরাধ। যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন। মুসতামলির বর্ণনায় এর ব্যাখ্যা 'চুরি'ও প্রমাণিত আছে।-মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৪৪। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি خزية ও বর্ণিত হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে "ولا فارا ؟بجريمة يستحيي منها"। তথা এমন কোনো অপরাধ করে পলায়নকারিও নয়, যা হতে লজ্জা করা হবে।-মাজমাউল বিহার : ২/৩৬। -সংকলক।

[23] কারণ, হাত-পাগুলো সম্পদের স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং তার হতে কিসাস নেওয়া হবে। এর বিপরীত দণ্ডবিধিসমূহ। যেমন, কেউ চুরি করলো, তারপর, হেরেম শরিফে আশ্রয় নিলো।-মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৪০। -সংকলক।

[24] ফতহুল মুলহিম (৩/৩৬০, باب تحريم مكة وتحريم صيدها الخ أقوال العلماء فيمن جنى في غير الحرم ثم التجأ إليه), মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৪০। তাতে আরো আছে, ইবনে হাজম রহ. একদল সাহাবি হতে বর্ণনা করেছেন কিসাস নেওয়া নিষেধ। তারপর তিনি বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের কেউ এর বিরোধী ছিলেন না। তারপর একদল তাবেয়ি হতে তাঁদের অনুকূল বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর তিনি মালেক ও শাফেয়ি রহ.-এর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁরা দুইজন এই মাসআলায় এসব সাহাবায়ে কেরামের এবং কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধিতা করেছেন।-উমদাতুল কারি : ১/৫৪৪, বিস্তারিত বর্ণনার জন্য তা দ্র.। -সংকলক।

[25] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাকরিবুত তাহজিবে (২/৭০ নং ৫৮৯) লিখেন– 'আমর ইবনে সায়িদ ইবনে আস ইবনে সায়িদ ইবনে আস ইবনে উমাইয়া আল-কুরাশি আল-উমাবি। আশদাক নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তাবেয়ি। তিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. ও তাঁর ছেলের পক্ষ হতে মদিনার গভর্নর ছিলেন। ৭০ হিজরিতে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাকে হত্যা করেন। যিনি তাকে সাহাবি মনে করেছেন তিনি ভুল করেছেন। শুধুমাত্র তাঁর পিতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। তিনি ছিলেন নিজের ওপর জুলুমকারি। তৃতীয় শ্রেণির বর্ণনাকারি। মুসলিম শরিফে তার শুধু একটি হাদিস আছে। এ হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম আবু দাউদ (মারাসিলে), তিরমিযী, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[26] তাকে লাতিমুশ শয়তান (শয়তানের থাপ্পর খাওয়া ব্যক্তি) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইবনে হাজম রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি অপেক্ষা বড় জ্ঞানী হওয়া লাতিমুশ শয়তানের এটি কোনো কারামত নয় যে, সে হবেন।-ফতহুল মুলহিম : ৩/৩৯৪। -সংকলক।

[27] তার জীবনীর জন্য দ্র. তাকরিবুত তাহজিব : ২/৪৩৪, বাবুল কুনা, হরফ শীন, নং ৩। -সংকলক।

শাফেয়িদের মতানুযায়ীও আমর ইবনে সাঈদের এ বাক্যটি 'কথা সত্য মতলব খারাপ'-এর শামিল। কেনোনা, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. না অপরাধী ছিলেন, না হত্যা করে পলায়নকারি ছিলেন। আর না ছিলেন তিনি কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করে পলায়নকারি। বরং তিনি ছিলেন ন্যায়বান খলিফা। কেনোনা, মক্কা মুকাররমায় মুসলমানগণ প্রথমেই বাইয়াত হয়েছিলেন তাঁর হাতে[২৮]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ– ২ : হজ এবং ওমরার সওয়াব প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৭)

٨١٠ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

৮১০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরস্পর হজ ও ওমরা করো। কেনোনা, এ দুটি দরিদ্রতা ও গোনাহকে এভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন মিটিয়ে দেয় ধুকনি লোহা, স্বর্ণ ও রূপার জং। কবুলি হজের একমাত্র সাওয়াব হচ্ছে জান্নাত।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, আমির ইবনে রবি'আ, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে হুবশি, উম্মে সালামা ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

٨١١ –عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮১১। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে হজ করলো, তাতে কোনো অশ্লীল কথা বললো না এবং কোনো ফাসেকি কাজকর্ম করলো না, তার পূর্ববর্তী গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ফলে সে সদ্যপ্রসূত সন্তানের মতো ফিরে আসে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

আবু হাজেম বলেন, কুফি। তিনি আশজায়ি। তার নাম হলো, সালমান। তিনি আজযা আশজাইয়্যার আজাদকৃত গোলাম।

---

[২৮] মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৪৪। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

عن عبد[٢٩] الله بن مسعود رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث[٣٠] الحديد والذهب

হজ দ্বারা শুধু সগিরা গোনাহ মাফ হয়, নাকি কবিরা গোনাহও? এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য আছে। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. আল-বাহরুর রায়েকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন[৩১] এবং তাঁর ঝোঁকও এদিকেই মনে হচ্ছে যে, হজ দ্বারা কবিরা গোনাহও মাফ হয়ে যায়।[৩২] সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতেও এটাই প্রধান। এর সমর্থন হয় এ অনুচ্ছেদের হাদিস এবং من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه[৩৩] হাদিস দ্বারাও ।[৩৪]

---

[২৯] হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ি রহ. (২/৩), কিতাবু মানাসিকিল হজ, ফজলুল মুতাবা'আতি বাইনাল হাজ্জি ওয়াল ওমরা। -সংকলক।

[৩০] الكير কাফের নিচে যের। ধুকনি, যাতে ফুঁক দেওয়া হয়। তবে লোহার এবং কর্মকারের দোকানে যে স্থানে কয়লা জ্বালানো হয় সেটাকে বলে كور। আর অনেকে এর উল্টা বলেছেন। আবার অনেকে বলেছেন এতোদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রথম উক্তিটি হলো মুহকাম গ্রন্থকারের। সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিধানবিদের মতে, كير হলো লোহার এবং কামারের দোকান। এসব উক্তি উল্লেখ করেছেন আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. উমদাতে (৫/১৪২), হাফেজ রহ. ফতহুল বারিতে (৪/৭৬)।-মা'আরিফ : ৬/২৪৫। -সংকলক।

[৩১] দ্র., ২/২৩৮-৩৯ باب الإحرام تحت شرح قول صاحب الكنز : حامدا مكرا مهللا ملبيا مصليا داعيا। -সংকলক।

[৩২] শায়খ বিন্নৌরি রহ. যেমন বলেছেন, তাঁর ঝোঁক কাফের সাব্যস্ত করার দিকেই স্পষ্ট হচ্ছে।-মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৪৫। তবে আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. এটাও বলেন যে, বিষয়টি ধারণা নির্ভর। হজ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হকে যেসব কবিরা গোনাহ আছে, সেগুলো সুনিশ্চিতভাবে মাফ হয় বলে ধারণা করা যায় না। বান্দার হকের বিষয়টি তো তার চেয়ে উর্ধ্বে। আর যদি আমরা বলি, সবগুলোর জন্যই এটি কাফফারা, তাহলে এর অর্থ এটা নয়। যেমন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করেন যে, এর ফলে ঋণও তার হতে বাতিল হয়ে যায়। এমনিভাবে নামাজ, রোজা ও জাকাতের কাজাও। কেনোনা, এ উক্তি কেউ করেননি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঋণে তালবাহানা করার গোনাহ তার হতে বাদ পড়ে যায়। তারপর আরাফাতে অবস্থান করার পর যখন তালবাহানা করে তখন গোনাহগার হয়। খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩৮-৩৯। -সংকলক।

[৩৩] সহিহ বোখারি : ১/২০৬। কিতাবুল মানাসিক বাবু ফাজলিল হাজ্জিল মাবরুর, আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা। -সংকলক।

[৩৪] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর অধীনে লিখেছেন যে, স্পষ্টত বুঝা যায়, সগিরা গোনাহ, কবিরা গোনাহ ও অপরাধ ক্ষমা হয়ে যায়।-ফতহুল বারি : ৩/৩০৩, বাবু ফাজলিল হাজ্জিল মাবরুর।

তাছাড়া আরো অনেক হাদিস দ্বারা এর সমর্থন হয়।

১. ইসলাম তার পূর্ববর্তী সব গোনাহ ধ্বংস করে দেয় এবং হিজরত তার পূর্ববর্তী গোনাহ ধ্বংস করে দেয়। হজ তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ করে দেয়। এটি ইবনে শামাসা আল-মিহরি রহ.-এর বর্ণনায় আছে।-সহিহ মুসলিম : ১/৭৬ কিতাবুল ঈমান।

২. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে কুরাইজ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন ব্যতীত শয়তানকে আর কোনোদিন এর চেয়ে ছোট এবং বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ক্রুদ্ধ দেখা যায়নি, যেমন দেখা যায় আরাফার দিনে। এর কারণ, শুধু এটাই যে, সে আল্লাহর রহমত নাজিল হতে এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বড় বড় গোনাহ মাফ করতে দেখেছে। -মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৪৫৬-৫৭, কিতাবুল হজ, বাবু জামিইল হজ।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে কেনানা ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামি- তার পিতা সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য আরাফার দিন বিকেলে মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। তখন তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আমি শুধুমাত্র জালেম ব্যতীত তাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। কেনোনা, আমি মজলুমের জন্য জালেমকে পাকড়াও করবো। তথা তার হতে

وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة

হজে মাবরূর-এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি আছে। অনেকে বলেছেন, হজে মাবরূর সে হজকে বলে যেটি অপরাধমুক্ত। অনেকে বলেছেন, হজে মাবরূর হলো, যাতে কোনো গোনাহ হয় না। অনেকে বলেছেন, এটি এমন হজ যাতে কোনো প্রকার রিয়া এবং সুনাম সুখ্যাতি ও লৌকিকতা থাকবে না। অনেকে বলেছেন, হজে মাবরূর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর নিকট মাকবুল হজ। যার আলামত হলো, যখন সে হজ হতে ফিরে আসবে তখন তার তাকওয়া-পরহেজগারি আগেকার চেয়ে আরো ভালো হয়ে যাবে।[৩৫] والله اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيْظِ فِيْ تَرْكِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ–৩ : হজ বর্জনে কঠোরতা আরোপ (মতন পৃ. ১৬৭)

٨١٢ –عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلٰى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذٰلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ { وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا }.

৮১২। **অর্থ** : আলি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে পাথেয় এবং সওয়ারির মালেক হবে যা তাকে পৌঁছে দিতে পারবে বাইতুল্লাহ শরিফ পর্যন্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হজ করলো

তার প্রতিশোধ নেবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার প্রভু! আপনি ইচ্ছা করলে মজলুমকে জান্নাত দিতে পারেন এবং জালেমকে মাফ করে দিতে পারেন। তখন সেদিন বিকেলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেননি। তারপর মুজদালিফার দিন সকালে তিনি আবার এই দোয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এই দরখাস্ত কবুল করা হলো। বর্ণনাকারি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। কিংবা বলেছেন, মুচকি হাসলেন। তখন আবু বকর ও উমর রা. তাঁকে বললেন, আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন। এটি এমন একটি সময় যখন আপনি হাসতেন না। এখন আপনার এই হাসির কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা আপনার দাঁতে (চেহারায়) এই হাসি রাখুন।

জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলিস যখন জানতে পারলো যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মতকে মাফ করেছেন, তখন সে মাটি নিয়ে মাথায় রাখতে শুরু করলো এবং ধ্বংসের দোয়া করতে লাগলো। সুতরাং আমি যে তার এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার অবস্থা দেখলাম, তার ফলেই আমি হেসেছি। -সুনানে ইবনে মাজাহ পৃষ্ঠা-২১৬, বাবুদ দোয়া বি আরাফা।

এই বর্ণনার একটি অংশ সুনানে আবু দাউদে প্রায় ইবনে মাজার সনদে বর্ণিত আছে। দ্র., ২/৭১০- كتاب الأدب، باب في الرجل يقول للرجل: اضحك الله سنك। ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামির ওপরযুক্ত বর্ণনা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. ফতহুল মুলহিম : ৩/২৯০ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تكفير الكبائر بالحج والكلام على حديث ابن عباس بن مرداس -রশিদ আশরাফ সাইফি।

[৩৫] এসব উক্তির বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৪৫-৪৬। আল্লামা বিন্নৌরি রহ. এই আলোচনা শেষে লেখেন, আমার নিকট হজে মাবরূরের ব্যাখ্যা কোরআনের এই আয়াত (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যার হজের গুণ এমন হবে সেটিই মাবরূর। -সংকলক।

না, সে ইহুদি হয়ে মরুক কিংবা খ্রিস্টান হয়ে তাতে কিছু যায় আসে না। এর কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। এটি আমরা এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। এর সনদে কালাম আছে। হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ অজ্ঞাত। হারিসকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়।

দরসে তিরমিযী

عن علي[৩৬] رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهو ديا أونصرانيا

তথা এমন ব্যক্তি যেহেতু হজ বর্জন করে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হতে বিমুখ হয়েছে, তাই সে ইহুদি ও খ্রিস্টানের মতো হয়ে গেছে।

এমন লোককে ইহুদি-খ্রিস্টানের সংগে তুলনা করার মধ্যে এই হেকমত আছে যে, হজ মিল্লাতে ইবরাহিমিয়ার প্রতীকগুলো হতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইহুদি-নাসারারা নামাজ তো পড়তো কিন্তু হজ করতো না। এজন্য হজ বর্জনকারিদেরকে তাদের সংগে উপমা দেওয়া হয়েছে। তাদের বিপরীতে মুশরিকরা হজ করতো কিন্তু নামাজ পড়তো না। তাই অপর একটি বর্ণনায় নামাজ বর্জনকারিকে কাফের ও মুশরিকদের সংগে উপমা দেওয়া হয়েছে।[৩৭] বলা হয়েছে, بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ[৩৮]

'একজন ব্যক্তি ও শিরক-কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো নামাজ তরক করা।'

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি যদিও হারিসের দুর্বলতা ও হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ নামক বর্ণনাকারি অজ্ঞাত থাকার কারণে জয়িফ, [৩৯] কিন্তু একাধিক সাহাবির বর্ণনা এর শাহেদ আছে।[৪০]

---

[৩৬] তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি। আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি সুনানে তিরমিযীর টীকায় এই উক্তি করেছেন। (৩/১৭৬, ছাপা, দারু ইহইয়াততুরাসিল আরাবি)। -সংকলক।

[৩৭] দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৪৯, قبيل باب ماجاء في ايجاب الحج بالزاد والراحلة। -সংকলক।

[৩৮] কানজুল উম্মাল : ৭/২৩৩, নং ১৪১০ الترهيب عن ترك الصلاة। সংকেত মীম-মুসলিম, দাল-আবু দাউদ, তা-তিরমিযী, হা-ইবনে মাজাহ। জাবের রা. সূত্রে। -সংকলক।

[৩৯] এ অনুচ্ছেদে ইমাম তিরমিযী রহ. এ উক্তি করেছেন। -সংকলক।

[৪০] ইবনে সাবেত আবু উমামা রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণনা করেন যে, যার রোগ কিংবা সুস্পষ্ট হাজত কিংবা জালেম শাসক হজের প্রতিবন্ধক নেই, তা সত্ত্বেও সে হজ্জ করেনি, তবে সে চাই ইহুদি হয়ে মরুক কিংবা খ্রিস্টান হয়ে, (তাতে আমার কিছু যায়, আসে না)।-সুনানে কুবরা বায়হাকিতে (৪/৩৩৪, كتاب الحج باب امكان الحج), এই বর্ণনাটি সম্পর্কে বায়হাকি রহ. বলেন, এ হাদিসটির সনদ শক্তিশালী না হলেও হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর উক্তি এর শাহেদ আছে। এই শাহেদ আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করবো। ইমাম আহমদ রহ. কিতাবুল ঈমানে ওয়াকি'-সুফিয়ান-লাইছ-ইবনে সাবেত সূত্রে এই বর্ণনাটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গেলো অথচ তার প্রতিবন্ধক কোনো রোগ কিংবা জালেম শাসক কিংবা স্পষ্ট কোনো হাজত ছিলো না...। তাছাড়া ইবনে আবু শায়বা আবুল আহওয়াস-লাইছ সূত্রে এটা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। -আততালখিসুল হাবির : ২/২২২, কিতাবুল হজ্জ, হাদিস নং ৯৫৭।

তাছাড়া ইবনে আদি রহ. হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর মারফু' বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, من مات ولم يحج حجة الإسلام في

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِيْجَابِ الْحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ– ৪ : সামর্থ্য ও বাহন হলে তার ওপর হজ ফরজ (মতন পৃ. ১৬৮)

٨١٣ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

৮১৩। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিসে হজ ওয়াজিব করে? জবাবে তিনি বললেন, পাথেয় এবং সওয়ারি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। কোনো ব্যক্তি যখন পাথেয় এবং সওয়ারির মালেক হবে, তখন তার ওপর হজ ফরজ হবে। ইবরাহিম ইবনে ইয়াজিদ হলেন, খুজি মক্কি। তাঁর স্মরণশক্তি সম্পর্কে অনেক আলেম কালাম করেছেন।

দরসে তিরমিযী

عن [৪১] ابن عمر: قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এই হাদিসের ভিত্তিতে এর প্রবক্তা যে, হজ ফরজ হওয়ার জন্য পাথেয় এবং সওয়ারি আবশ্যক। তবে ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, যদি কেউ পায়দল যায় এবং বাইতুল্লাহ শরিফ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়, তবে সওয়ারি শর্ত নয়। এমনভাবে তাঁর মতে পাথেয় বর্তমান থাকাও শর্ত নয়। কেনোনা, তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি শক্তিশালী হয়, তাহলে পথিমধ্যেও জীবিকা উপার্জন করতে পারে।[৪২] তাঁর দলিল

غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة او سلطان جائر فليمت أي الميتتين شاء اما يهوديا او نصرانيا

আততালখিসুল হাবির : ২/২২৩। এতে আবদুর রহমান আল-কাতায়ি, আবুল মুহাজ্জাম পরিত্যক্ত।

বায়হাকিতে হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে,

ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها ثلاث مرات، رجل مات و لم يحج ووجد لذلك سمعة وخليت سبيلة

'সে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মরুক। একথাটি তিনি তিনবার বললেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য এবং তার রাস্তা মুক্ত থাকা সত্ত্বেও হজ না করে মারা গেলো'। (৪/৩৩৪, বাবু ইমকানিল হজ)।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আততালখিসুল হাবিরে এই মাওকুফ হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, যখন এই মাওকুফটি ইবনে সাবিতের মুরসাল হাদিসের সংগে মিলে তখন বুঝা যায় এ হাদিসটির ভিত্তি আছে। এটাকে প্রয়োগ করা হবে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে হজ তরক করা হালাল মনে করে। এর দ্বারা এমন ব্যক্তির ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেলো, যে এটিকে মাওজু তথা জাল দাবি করে। والله اعلم (২/২৩৪) রশিদ আশরাফ عفاه الله।

[৪১] ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। পৃ-২০৮, أبواب المناسك، باب ما يوجب الحج। -সংকলক।

[৪২] যদিও কামাই রোজগার সওয়ালের মাধ্যমে হোক না কেনো? যেমন, ইবনে রুশদের বিদায়াতুল মুজতাহিদে আছে, আর অন্যরা এটিকে শর্তায়িত করেছেন এমন লোকের সংগে যার অভ্যাসই হলো, সওয়াল করা। মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৫১। মাজহাবসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য- (পৃষ্ঠা-২৫১-৫২)। -সংকলক।

কোরআন করিমের নিম্নেযুক্ত আয়াত ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا"[৪৩] যাতে পাথেয় এবং সওয়ারির কোনো উল্লেখ নেই। বরং শুধুমাত্র উল্লেখ আছে পথের সামর্থ্যের কথা। পায়দল চলে যা হতে পারে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এর জবাবে বলেন, استطاع শব্দটির প্রয়োগ কুদরতে মুমাক্কিনার (সক্ষমকারি শক্তির) ওপর নয়, বরং কুদরতে মুইয়াসসিরার (সহজকারক শক্তির) ওপর হয়, এর দলিল হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস।[৪৪]

প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি ইবরাহিম[৪৫] ইবনে ইয়াজিদ আল খুজির কারণে জয়িফ। এ হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রহ. যে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, এর কারণে ইমাম তিরমিযী রহ.-এর ওপর এই প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি হাদিস হাসান এবং সহিহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নমনীয়।[৪৬]

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এর এই জবাব দেন যে, ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদিসটি সম্পর্কে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, এ জন্য যে, এর শাহেদ[৪৭] প্রচুর এবং উম্মত এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাই ইমাম দারাকুতনি রহ. স্বীয় সুনানে এ হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৪৮] যা দুর্বলতা সত্ত্বেও[৪৯] আরেকটি শক্তির কারণ হয়ে

---

[৪৩] সূরা আলে ইমরান আয়াত-৯৭, পারা-৪। -সংকলক।

[৪৪] তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা ও আছারে من استطاع اليه سبيلا এর ব্যাখ্যা زاد و راحلة দ্বারা করা হয়েছে। যার ফলে এ বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, সক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য কুদরতে মুমাক্কিনা নয়, বরং কুদরতে মুইয়াসসিরা। হজরত উমর, ইবনে আব্বাস রা. হাসান বসরি, সায়িদ ইবনে জুবাইর এবং মুজাহিদ রহ. হতে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে। দ্র., মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৪/৯৮, ৯০ متى يجب على الرجل الحج। -সংকলক।

[৪৫] হজরত ইবরাহিম ইবনে ইয়াজিদ আল-খুজি। খুজি খুজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এটি মক্কার একটি ঘাঁটির নাম। এর নামকরণ করা হয়, শি'বুল খুজ। এটি খুজিস্থানের দিকে সম্বন্ধযুক্ত নয়। আবু ইসমাইল মক্কি বনু উমাইয়ার আজাদকৃত গোলাম। তার হাদিস বর্জনীয়। সপ্তম শ্রেণির বর্ণনাকারি। (বড় তাবে তাবেঈ শ্রেণির) তাঁর ইনতেকাল হয়েছে ৫১ হিজরিতে। সংকেত, ت তিরমিযী, س নাসায়ি, -তাকরিবুত তাহজিব : ১/৪৬, নং ৩০৩। -সংকলক।

[৪৬] মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৫০। -সংকলক।

[৪৭] হাফেজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি রহ. এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর লেখেন, এ হাদিসটি হজরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আনাস, আয়েশা, জাবের, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস এবং ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে। পরবর্তীতে হাফেজ জায়লায়ি রহ. প্রতিটি হাদিস উল্লেখ করে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দ্র., নসবুর রায়া : ৩/৭-১০ احاديث الفور في الحج والتراخي، كتاب الحج رقم: ١٧-সংকলক।

[৪৮] সুনানে দারাকুতনিতে এর সমার্থক প্রায় সতেরটি বর্ণনা বিভিন্ন সাহাবি হতে বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনাও একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। দ্র.– ২/২১৫-২১৭ كتاب الحج নং ১-১৭।

[৪৯] এ সম্পর্কে যতোগুলো বর্ণনা বর্ণিত আছে, সবগুলো গরিষ্ঠসংখ্যক মুহাদ্দিসিনের মতে জয়িফ। শুধুমাত্র হাসান বসরি রহ.-এর মুরসাল বর্ণনাটি ব্যতিক্রম। এটি পরবর্তীতে মূলপাঠে আসছে। এজন্য হাফেজ জায়লায়ি রহ. ইবনুল মুনজির রহ.-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, 'জাদ ও রাহেলা সংশ্লিষ্ট হাদিসটি, মুসনাদ আকারে প্রমাণিত নয়। সহিহ হলো, হাসান রহ.-সূত্রে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুরসাল বর্ণনাটি। -নসবুর রায়া : ৩/৯। হাফেজ জায়লায়ি রহ. ইমাম বায়হাকি রহ.-এর উক্তিও বর্ণনা করেছেন, 'এটি এছাড়া আরো অনেক সূত্রে বর্ণিত আছে, তবে সবগুলো জয়িফ। (৩/৮)। স্বয়ং ইমাম বায়হাকি রহ. একস্থানে লিখেন– 'এ অনুচ্ছেদে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত আছে, তবে এর একটিও বিশুদ্ধ নয়। -বায়হাকি : ৪/৩৩০, باب الرجل يطيق المشيا। তবে মুস্তাদরাকে হাকিমে (৪/৪৪১-৪২ - اول كتاب المناسك) হজরত আনাস রা.-এর একটি মারফু' বর্ণনা বর্ণিত আছে। যেটিকে ইমাম হাকেম রহ. সহিহ বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা জাহাবি রহ. ও তালখিসুল মুসদাতরাকে

দাঁড়ায়। তাছাড়া এই বর্ণনাটি হজরত হাসান বসরি রহ. হতে সুনানে সায়িদ ইবনে মানসুর এবং সুনানে বায়হাকিতেও মুরসাল আকারে বর্ণিত আছে। وﷲ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال رجل: يا رسول الله! وما السبيل؟ زاد وراحلة[৫০]।

এ বর্ণনাটি সনদগতভাবে বিশুদ্ধ।

এর ওপর নিরবতা অবলম্বন করেছেন,

حدثنا أبو بكر محمد بن أبي حازم الحفظ بالكوفة وأبو سعيد إسمعيل بن احمد التاجر قالا ثنا علي بن العباس بن الوليد البجلي ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى : وﷲ علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : قيل : يا رسول الله! ما السبيل؟ قال : الزاد والراحلة، (قال الحاكم) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على روايته عن قتادة.

হাফেজে কুফা আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবু হাজেম ও আবু সায়িদ ইসমাইল ইবনে আহমদ আততাজির-আলি ইবনে আব্বাস আল ওয়ালিদ আল ওয়ালিদ আল বাজালি-আলি ইবনে সায়িদ-ইবনে মাসরূফ আল কিনদি-ইবনে আবু জাইদা-সাইব ইবনে আবু আরুবা-কাতাদা-আনাস রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী وﷲ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا সম্পর্কে বলেছেন, প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সাবিল কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, সফরের সামানপত্র ও সওয়ারি। হাকেম রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ। অবশ্য তারা দু'জন এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি। হাম্মাদ ইবনে সালামা কাতাদা হতে এ হাদিসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে সায়িদ রহ.-এর মুতাবাআ'ত করেছেন। ইমাম হাকেম রহ. পরবর্তীতে এ মুতাবি'ও উল্লেখ করেছেন। তবে এই মুতাবি' আবু কাতাদা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ হাররানির কারণে জয়িফ। তবে প্রথম বর্ণনাটি হয়ত সহিহ হতে পারে। যদিও ইমাম বায়হাকি রহ. এই দু'টি বর্ণনা সম্পর্কে লিখেছেন- 'সায়িদ ইবনে আবু আরুবা এবং হাম্মাদ ইবনে সালামা-কাতাদা-আনাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জাদ ও রাহেলা সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে আমি মওসুল বর্ণনাটিকে শুধু ভুলই মনে করি।' সুনানে কুবরা : ৪/৩৩০ باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة الخ।

আল জাওহারুল নাকিতে আল্লামা ইবনুত তারকুমানি রহ. লিখেন- 'আমি বলি, কাতাদা সূত্রে আনাস রা.-এর মারফু' হাদিসটি ইমাম দারাকুতনি বর্ণনা করেছেন তাঁর সূত্রে। (২/১১৬, কিতাবুল হজ, নং ৬, ৭)। -সংকলক। অনেক আলেম উল্লেখ করেছেন, এই হাদিসটি ইমাম হাকেম রহ. মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি সহিহ বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত। সুতরাং ইমাম বায়হাকি রহ.-এর ولا اراه الا وهما উক্তিতে হাদিসটিকে বিনা দলিলে জয়িফ সাব্যস্ত করা হলো। সুতরাং এখানে বলা হবে যে, কাতাদা রহ.-এর এ সম্পর্কে দু'টি সনদ আছে। অনেক সময় বায়হাকি প্রমুখ অনুরূপ করেন। (২/২১৬-১৭)। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা করে দ্র.।-রশিদ আশরাফ সাইফি।

[৫০] শব্দ সায়িদ ইবনে মানসুর রহ.-এর, বর্ণনাটির সনদ নিম্নরূপ- হিশাম-ইউনুস-হাসান। এই বর্ণনাটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে। দ্র., নসবুর রায়া : ৩/৮, ৯।

সুনানে বায়হাকিতে এই বর্ণনাটি এভাবে বর্ণিত আছে, আবু আলি রুজবারি-আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আহমদ ইবনে আলি ইবনে শাওজাব ওয়াসিতের মুকরি-শু'আইব ইবনে আইউব-আবু দাউদ অর্থাৎ, হাফরি-সুফিয়ান-সুফিয়ান-ইউনুস-হাসান। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে سبيل সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, জাদ এবং রাহেলা তথা পাথেয় ও সওয়ারি। ইমাম বায়হাকি রহ. এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর লিখেন, এটা ইবরাহিম ইবনে ইয়াজিদ আল খুজি র-এর হাদিসের শাহেদ। দ্র., ৪/৩২৭, باب بيان السبيل لذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعلة। -সংকলক।

আর হজরত উমর[৫১] রা. ও আবদুল্লাহ[৫২] ইবনে আব্বাস রা.-এর আছরও এরই অনুকূল বিদ্যমান আছে। সার সংক্ষেপ হলো, এই এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি একাধিক শাহেদ ও দলিল এবং উম্মত কর্তৃক গৃহীত হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য। والله اعلم

بَابُ مَا جَاءَ : كَمْ فُرِضَ الْحَجُّ

অনুচ্ছেদ– ৫ প্রসংগ : হজ ফরজ করা হয়েছে কতবার? (মতন পৃ. ১৬৮)

٨١٤ -عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَفِيْ كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فِيْ كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَأَنْزَلَ اللهُ { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }

৮১৪। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন, যখন وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا আয়াত নাজিল হলো, তখন লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতিবছর? তখন তিনি নীরব রইলেন। পুনরায় তাঁরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর? জবাবে তিনি বললেন, না। যদি আমি বলতাম হ্যাঁ, তবে তা ওয়াজিব হয়ে যেতো। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন নিম্নেযুক্ত আয়াত–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিকট জবাব প্রকাশ করা হলে, তোমাদের নিকট খারাপ লাগবে।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই সূত্রে আলি রা.-এর হাদিসটি গরিব। আবুল বাখতারির নাম হলো, সায়িদ ইবনে আবু ইমরান। তিনি হলেন, সায়িদ ইবনে ফিরোজ।

---

[৫১] যেমন, সুনানে সায়িদ ইবনে মনসুরে বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি, এসব শহরে কিছুসংখ্যক লোক পাঠাব। তারা দেখবে কার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করেনি। তখন তাদের আপর তারা জিজিয়া আরোপ করবে। তারা মুসলমান নয়। তারা মুসলমান নয়। আততালখিসুল হাবির : ২/২২৩, নং ৯৯৭ কিতাবুল হজ। বায়হাকিতে এ হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'সে চাই ইহুদি হয়ে মরুক কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মরুক। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। এক ব্যক্তি হজ না করে মারা গেলো, অথচ তার এর সামর্থ্য ছিলো, তার পথেও কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিলো না। রাস্তা ও ছিলো মুক্ত....।' ৪/৩৩৪, বাবু ইমকানিল হজ।

তবে এই দুটি আছর স্পষ্ট নয়। অবশ্য মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে একটি স্পষ্ট আছর বিদ্যমান আছে, আতা বলেন, উমর রা. বলেছেন, من استطاع إليه سبيلا। তিনি বললেন– زاد و راحلة। অর্থাৎ, তিনি سبيل এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাথেয় ও সওয়ারি দ্বারা। ৪/৯০, باب الرجل يطيق المشي। -সংকলক।

[৫২] ইবনে আব্বাস রা. হতে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর উক্তির মতো বর্ণিত আছে, সাবিলের অর্থ হলো, সফরের পাথেয় আসবাব উপকরণ এবং সওয়ারি। -সুনানে দারাকুতনি : ২/২১৮, কিতাবুল হজ, নং ১৬, সুনানে কুবরা, বায়হাকি : ৪/৩৩১, باب الرجل يطيق المشي। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

عن [৫৩] علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : لما نزلت : ولله على الناس حج البيت مـــن استطاع اليه سبيلا. قالو : يا رسول الله! أفي كل عام؟ فسكت فقالوا : يا رسول الله! في كل عام؟ قال : لا، ولو قلت: نعم لوجبت

ইজমা হয়েছে এ ব্যাপারে যে, জীবনে হজ ফরজ একবার[৫৪]। যেমন প্রমাণিত হয় হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি দ্বারা।[৫৫]

ফকিহগণ বলেছেন যে, আদিষ্ট বিষয়ের পুনরাবৃত্তি কারণের পুনরাবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে হজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো বাইতুল্লাহ। আর বাইতুল্লাহ তো একটিই। সুতরাং হজ বার বার ফরজ হবে না। এর বিপরীত নামাজ ও রোজা। কেনোনা, এগুলো ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাঁচ ওয়াক্ত এবং রমজান মাস। সুতরাং এগুলোর পুনরাবৃত্তির কারণে আদিষ্ট বিষয়েরও পুনরাবৃত্তি হবে।[৫৬]

بَابُ مَا جَاءَ : كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟

অনুচ্ছেদ– ৬ প্রসংগ : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করেছেন কতবার? (মতন পৃ. ১৬৮)

٨١٥ – عَنْ جَابِرِ [৫৭] بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُّهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرَةٌ فَسَاقَ ثَلَاثَةً وَّسِتِّيْنَ بَدَنَةً وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيْهَا جَمَلٌ لِأَبِيْ جَهْلٍ فِيْ أَنْفِهٖ بُرَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا.

---

[৫৩] এ হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহ.ও তাফসিরে তাফসিরু সূরাতিল মায়িদাতে (২/১৫৩) বর্ণনা করেছেন। আবার ইবনে মাজাহও তার সুনানে (২০৭) বর্ণনা করেছেন। ابواب المناسك، باب فرض الحج। -সংকলক।

[৫৪] ইমাম নববি রহ. বলেছেন উম্মত এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, হজ জীবনে শুধু একবার ফরজ হয়। এটাই হলো, শরিয়তের মূলনীতি। আবার কখনও এর বেশি ওয়াজিব হয় মানতের কারণে।

শরহে নববি আলা মুসলিম : ১/৪৩২, باب فرض الحج مرة في العمر। -সংকলক।

[৫৫] এর সমার্থবোধক বর্ণনা মুসলিম (১/৪৩২, باب فرض الحج مرة في العمر) রহ. হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে নাসায়ি (২/১) (كتاب المناسك باب وجوب الحج) এবং ইবনে আব্বাস রা. হতে সুনানে আবু দাউদ (১/২৪১, اول كتاب المناسك), নাসায়ি (২/১, باب وجوب الحج) এবং ইবনে মাজাহতে : (২০৭, باب فرض الحج) বর্ণিত আছে। -সংকলক।

[৫৬] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., নূরুল আনওয়ার : ৩১ مبحث الأمر، احتمال الأمر التكرار। ইউসুফি ছাপাখানা, লক্ষ্ণৌ, ভারত। -সংকলক।

[৫৭] ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. তার সুনানে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন : ২২২ باب حجة رسول الله صلي الله عليه وسلم। -সংকলক।

৮১৫। **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার হজ করেছেন। দুই হজ হিজরতের আগে, আর এক হজ হিজরতের পর। এর সংগে ছিলো ওমরা। সংগে নিয়েছেন ৬৩টি কোরবানির উটনি। আর অবশিষ্টগুলো নিয়েছেন হজরত আলি রা. হতে। এর মধ্যে ছিলো আবু জেহেলের একটি উট। এর নাকে রূপার বলয় ছিলো। তারপর তিনি এটি কোরবানি করেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি উটনির কিছু গোশতের টুকরা রান্না করার নির্দেশ দিলেন। তা তখন রান্না করা হলো। তারপর তিনি এর ঝোল পান করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি সুফিয়ান হতে غريب।

এটি আমরা কেবল জায়দ ইবনে হাব্বাবের সূত্রেই জানি। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে দেখেছি, এ হাদিসটি তিনি তার কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে আবু জিয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেছেন, আমি এ হাদিসটি সম্পর্কে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি এটি সাওরি-জাফর-তার পিতা-জাবের রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদিস বলে জানেননি। আমি তাঁকে দেখেছি, এ হাদিসটিকে তিনি সংরক্ষিত মনে করতেন না এবং বলেছেন, এটি বর্ণিত হয় সাওরি-আবু ইসহাক-মুজাহিদ সূত্রে কেবল মুরসাল আকারে।

٨١٦ -حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَةَ الْجِعِرَّانِ إِذْ قَسَّمَ غَنِيْمَةَ حُنَيْنٍ.

৮১৬। **অর্থ :** হজরত কাতাদা রহ. বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক'বার হজ করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, একবার এবং ওমরা করেছেন চারবার। এক ওমরা জিলকদে, আরেকটি ওমরায়ে হুদায়বিয়া, আরেকটি তার হজের সংগে, আরেকটি হলো, ওমরাতুল জি'রান– যখন তিনি হুনায়নের গণিমত বণ্টন করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

হাব্বান ইবনে হিলাল হলেন, আবু হাবিব বসরি। তিনি সুমহান সেকাহ মনীষী। ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল কাত্তান তাকে সেকাহ বলেছেন।

দরসে তিরমিযী

عن جابر[৫৮] بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها[৫৯] عمرة.

---

[৫৮] ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. তার সুনানে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন : ২২২ باب حجة رسول الله صلي الله عليه وسلم। - সংকলক।

[৫৯] শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, তারপর হজরত জাবের রা.-এর এ অনুচ্ছেদের হাদিসে তাঁর বাণী معها عمرة সুস্পষ্ট ভাষায়

বর্ণনাগুলো এ ব্যাপারে একরকম যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর হজ্ব করেছেন শুধু একবার।[৬০] আর তিনি নবুওয়াতের পর হিজরতের আগে হজ্ব করেছেন একাধিকবার।[৬১] প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো, তিনি হজ্বের মৌসুমে হাজিদের মজলিসে যেতেন এবং তাঁদেরকে দীন ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আরকানে হজ্ব আদায়ে তিনি হজরত ইবরাহিম আ.-এর আদর্শের অনুসরণ করতেন। এজন্য তিনি আরাফাতে অবস্থান করতেন। অন্যান্য কুরাইশির মতো শুধু মুজদালিফায় অবস্থান করতেন না।[৬২]

এ অনুচ্ছেদের বর্ণিত হয়েছে হাদিসে হিজরতের আগে তিনি শুধু দুইবার হজ্ব করেছেন বলে। তবে এই বর্ণনাটি প্রধান নয়[৬৩], কারণ অন্যান্য বর্ণনা এর দলিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের আগে হজ্বের মৌসুমে তিনবার মদিনার আনসারিদের সংগে তাঁর সাক্ষাত প্রমাণিত আছে।[৬৪] যা থেকে বুঝা গেলো যে, তিনি হিজরতের আগে হজ্ব করেছেন দুই এর অধিক। মূলকথা হলো যে, তাঁর হজ্বগুলোর বিশুদ্ধ সংখ্যা অজ্ঞাত।[৬৫]

فساق ثلاثة وستين بدنة وجاء علي رضـ من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة[৬৬] من فضه فنحرها

এ বর্ণনা হিসেবে প্রধান এটাই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬৩টি উট একাই কোরবানি করেছিলেন। যা ছিলো তাঁর এবং হজরত আলি রা.-এর বয়স সমান। এর আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সময়ে ৭টি উট কোরবানি করেছিলেন। এভাবে তাঁর কোরবানির উটের সংখ্যা হলো ৭০। তারপর অবশিষ্ট ৩০টি উট কোরবানি করেছেন হজরত আলি রা.। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানির সংখ্যা ১০০ উট পূর্ণ হলো। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ি সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।[৬৭]

দলিল করছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বে ছিলেন কেরান আদায়কারি। এ বিষয়টি হজ্বে কেরান আফজাল বলে আমরা যে মত পোষণ করি, এর ক্ষেত্রে সহায়ক। বিষয়টি শীঘ্রই আসছে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৫৫। -সংকলক।

[৬০] যেমন, এ অনুচ্ছেদের বর্ণনাও এটি দলিল করছে। -সংকলক।

[৬১] এজন্য আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে হাফেজ ইবনে কাসির রহ. (৫/১০৯) লিখেন, 'তবে হিজরতের আগে নবুওয়াতের আগে এবং পরে কয়েকবার হজ্ব করেছেন। মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৫৪। -সংকলক।

[৬২] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৪-৫৬। -সংকলক।

[৬৩] বরং ইমাম তিরমিযী রহ.ও এ সম্পর্কে বলেন, এ হাদিসটি গরিব। পরবর্তীতে লিখেন, আমি মুহম্মদ রহ. তথা ইমাম বোখারি রহ.কে এই হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি সাওরি-জাফর-তাঁর পিতা-জাবের- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে তিনি এটিকে চিনেননি। তারপর আমি তাকে দেখেছি, এ হাদিসটিকে তিনি মাহফুজ বা সংরক্ষিত মনে করতেন না। যদিও সুনানে ইবনে মাজাহতে (২২২, آخر حديث من باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم)। এর একটি মুতাবি আছে। যা থেকে এর দুর্বলতা খতম হয়ে যায়। তবে তা সত্ত্বেও অন্যান্য শক্তিশালী বর্ণনার আলোকে এর প্রাধান্য হবে না। -সংকলক।

[৬৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/১১০। দ্রষ্টব্য, মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৫৪। -সংকলক।

[৬৫] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. লিখেন, 'তবে নবুওয়াতের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেক হজ্ব প্রমাণিত আছে। অবশ্য এর সংখ্যা কত তা আমাদের জানা নেই। -মা'আরিফ : ৬/২৫৪। -সংকলক।

[৬৬] নাকের মাংসে রাখা এক ধরনের নোলক। এটি কোনো সময়ে হয় পশমের তৈরি। মূলত শব্দটি ছিলো برو ة। এর বহু বচন بري وبرات وبرين بضم الباء। -মাজমাউল বিহার : ১/১৬৮। -সংকলক।

[৬৭] নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানির বিস্তারিত বর্ণনা অনেক সাহাবি হতে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, যদি এই ধরনের বর্ণনাগুলোতে কোনো ব্যাখ্যা অকৃত্রিমভাবে হয়ে যায়, তবে তো ভালো। তা না হলে দূরবর্তী কোনো ব্যাখ্যা করে হাদিসসমূহের বাহ্যিক অর্থ পরিবর্তন করা কোনোক্রমে সঙ্গত নয়।

মূলত সাহাবায়ে কেরামের মনোযোগ বেশি থাকতো হাদিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়ের প্রতি। লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয় এমন জিনিস এবং অতিরিক্ত বিষয়াবলির প্রতি তাঁদের এতোটা মনোযোগ হতো না। এ কারণে কোনো সময় এমন বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বর্ণনাগুলোতে পার্থক্য হয়ে যায়। সব সাহাবি স্ব স্ব জ্ঞান অনুযায়ি বর্ণনা করে দেন। এখানেও হয়েছে তাই।

মুসলিম শরিফে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর সুদীর্ঘ বর্ণনা নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। 'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন কোরবানির স্থানে। সেখানে নিজ হাতে তিনি তেষট্টিটি পশু কোরবানি করলেন, তারপর দিলেন আলি রা. কে। তিনি অবশিষ্টগুলো কোরবানি করলেন। (১/২৯৯, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم)।

সুনানে আবু দাউদে হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত আছে, যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোরবানির পশু কোরবানি করলেন, তখন ত্রিশটি কোরবানি করলেন নিজ হাতে। আমাকে নির্দেশ দিলেন অবশিষ্টগুলো কোরবানি করার জন্য। ফলে আমি অবশিষ্টগুলো কোরবানি করলাম। (১/২৪৫, باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ)।

এমনভাবে উভয় বর্ণনায় মতপার্থক্য হয়ে যায়। কেনোনা, হজরত জাবের রা. এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টিটি নিজ হাতে কোরবানি করেছেন। অবশিষ্টগুলো কোরবানি করেছেন হজরত আলি রা.। অথচ স্বয়ং হজরত আলি রা. এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কোরবানি করেছিলেন ত্রিশটি উট। আর বাকিগুলো করেছিলেন হজরত আলি রা.।

বর্ণনার এই বিরোধ অবসানের জন্য হাফেজ ইবনে কাইয়িম রহ. মূলপাঠে বর্ণিত সে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যার সারনির্যাস হলো, আবু দাউদের বর্ণনায় কোনো বর্ণনাকারির ভুল হয়েছে। তা না হলে বাস্তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশটি উট কোরবানি করেননি। বরং হজরত আলি রা. কোরবানি করেছিলেন। এর পদ্ধতি এই হয়েছিলো যে, প্রথমতো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি উট নিজ হাতে কোরবানি করেছিলেন। যা হজরত আলি ও জাবের রা. দেখেননি। এ কারণে কোনো বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টিটি উট অতিরিক্ত কোরবানি করেছিলেন। যার উল্লেখ আছে হজরত জাবের রা.-এর হাদিসে। এমনভাবে সত্তরটি উট কোরবানি হলো। আর ত্রিশটি উট অবশিষ্ট রয়ে গেলো। যেগুলো হজরত আলি রা. কোরবানি করেছেন। فنحر ما غير এবং فنحرت سائرها এর মূল বাস্তবতাও এটাই। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৫৬।

সামঞ্জস্য বিধানের দ্বিতীয় পন্থা হলো, হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে (৩/৪৪৩ باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا) উমদাতুল কারিতে আল্লামা আইনি রহ. (১০/৫৩, باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا) বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশটি উট কোরবানি করেছেন। উট কোরবানি করেছেন। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত তেত্রিশটি উট কোরবানি করে তেষট্টি সংখ্যা পূর্ণ করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ও আল্লামা আইনি রহ. বলেন যে, সামঞ্জস্য বিধানের এই পন্থা অবলম্বন করা হবে। কিংবা মুসলিমের বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধতম হওয়ার কারণে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

আল্লামা বিন্নৌরি রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি উট কোরবানি করেছেন। -মা'আরিফ : ৬/২৫৬-৫৭। পরবর্তীতে আল্লামা বিন্নৌরি রহ. বলেন, মুহাদ্দিসিনে কেরাম এই বর্ণনাটি সম্পর্কে মা'লুল বলে মন্তব্য করেছেন। এবার যদি এটাকে মা'লুল বা ত্রুটিযুক্ত মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তো এই বর্ণনাটির সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। যদিও আল্লামা বিন্নৌরি রহ. পরবর্তীতে লিখেছেন, কে এই হাদিসটিকে মা'লুল বলেছেন সে সম্পর্কে আমি অবহিত হতে পারিনি।

পরবর্তীতে তিনি বলেন, আমাদের শায়খ কাশ্মীরি রহ. বলেছেন, এর প্রয়োগ ক্ষেত্র আমার মতে এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে তেষট্টিটি জন্তু কোরবানি করেছেন, অপরটিতে পাঁচটি। সুতরাং উভয় বর্ণনায় কোনো বৈপরিত্য নেই। যেনো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই মজলিসে মোট আটষট্টিটি উট কোরবানি করেছেন। অবশিষ্ট বত্রিশটি কোরবানি করেছেন আলি রা.। যেগুলোকে ভাংতি হিসেবে ধর্তব্যে না এনে 'ত্রিশটি' উক্তি করা যেতে পারে। والله اعلم -রশিদ আশরাফ সাইফি।

فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة[৬৮] ببضعة[৬৯] فطبخت فشرب من مرقها

এটা শাফেয়িদের বিপরীত হানাফি মাজহাবের প্রমাণ যে, কেরান এবং তামাত্তুর কোরবানি হয় শুকরিয়ার কোরবানি হিসেবে, ক্ষতিপূরণের কোরবানি হিসেবে নয়। অথচ ইমাম শাফেয়ি রা. এটাকে সাব্যস্ত করেন ক্ষতিপূরণের কোরবানি।[৭০]

আমাদের দলিল হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে স্বীয় কোরবানির গোশতের ঝোল পান করেছেন। অথচ ক্ষতিপূরণের কোরবানির গোশত স্বয়ং শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মাজহাব অনুসারে (নিজে) খাওয়া অবৈধ।[৭১]

بَابُ[৭২] مَا جَاءَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟

অনুচ্ছেদ−৭ : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা করেছেন কতবার? (মতন পৃ. ১৬৮)

৮١٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ الثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ.

৮১৭। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা করেছেন চারটি− ওমরাতুল হুদায়বিয়্যা, পরবর্তী বছর দ্বিতীয় ওমরা তথা, জিলকদে ওমরাতুল কাজা, জি'রানা হতে তৃতীয় ওমরা, চতুর্থটি হলো, তার হজের সংগে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن غريب।

ইবনে উয়াইনা রহ. এ হাদিসটি আমর ইবনে দিনার-ইকরিমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি ওমরা করেছেন। তবে তিনি তাতে 'ইবনে আব্বাস রা. হতে' উল্লেখ করেননি এ

---

[৬৮] البدنة بفتحتين এর বহুবচন بدن بالضم। এটি আমাদের মতে, উটের সংগে বিশেষিত নয়। যেমন, ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে। বরং এটি গরুকেও শামিল করে নেয়। -মা'আরিফ : ৬/২৫৮। -সংকলক।

[৬৯] البضعة بفتح الباء لا غير অর্থাৎ গোশতের টুকরা বা মাংসপিণ্ড। -শরহে নববি 'আলা মুসলিম : ১/৩৯৯। মাজমাউল বিহারে আছে, هو بالفتح القطعة من اللحم وقد تكسر তথা এটি যবর সহকারে হবে। অর্থাৎ, মাংসপিণ্ড। অনেক সময় এটিতে যেরও দেওয়া হয়। -সংকলক।

[৭০] কারণ, মিকাত ও আরো কিছু কিছু আমল কেরান ও তামাত্তু আদায়কারি হতে বাতিল হয়ে গেছে। মা'আরিফ : ৬/২৫৮। -সংকলক কর্তৃক পরিবর্ধিত।

[৭১] মা'আরিফ : ৬/২৫৭। -সংকলক।

[৭২] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

শব্দটি। আমাদেরকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সায়িদ ইবনে আবদুর রহমান মাখজুমি-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আমর ইবনে দিনার-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। তারপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন,

عــن ابــن عباس رضــ[৯৩] (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع[৯৪] عمر : عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذى القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة[৯৫] الرابعة التي مع حجته)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার এহরাম বেঁধেছেন সর্বমোট ৪ বার। সর্বপ্রথম সোমবার পহেলা জিলকদ ৬ হিজরিতে। তবে মক্কার পৌত্তলিকদের বাধার কারণে তিনি ওমরা আদায় করতে পারেননি। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা তখন ঘটেছিলো। ফলে তাঁকে কোরবানির পশু কোরবানি করে হালাল হতে হয়েছিলো।[৯৬] দ্বিতীয়বার জিলকদ ৭ হিজরিতে ওমরাতুল ক্বাজার[৯৭] সময়। তিনি তৃতীয়বার ওমরা করেছিলেন হুনায়নের যুদ্ধ ও তায়েফের যুদ্ধের পর গণিমতের মাল বন্টন করার পর। এর জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৮ জিলকদ ৮ হিজরিতে রাত্রি বেলায় জিইররানা (জি'রানা আসাহ) হতে এহরাম বেঁধেছিলেন। চতুর্থবার ওমরা করেছিলেন তিনি ১০ হিজরিতে বিদায় হজের সংগে। শনিবার ২৫ জিলকদ তিনি এহরাম বেঁধে মদিনা মুনাওয়ারা হতে রওয়ানা হয়েছেন। জিলহজের ৪ তারিখে রবিবার দিন তিনি মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন এবং কেরান আদায় করেছেন ওমরাকে হজের সংগে মিলিয়ে।[৯৮] -সংকলক কর্তৃক।

---

[৯৩] আবু দাউদ তার সুনানে এ হাদীসটি (১/২৭৩ باب العمرة) বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ সুনানে ইবনে মাজাহতে (২১৫, ২১৬, باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم) বর্ণনা করেছেন।

[৯৪] তার মধ্যে তিনটি হয়েছিলো জিলকদে। এহরাম এবং অন্যান্য কাজকর্ম সবই হয়েছে এ মাসে। তবে বিদায় হজের মধ্যে যে ওমরা হয়েছিলো তার এহরাম হয়েছিলো জিলকদে। আর এর কাজকর্মগুলো হয়েছিলো জিলহজে। যেমন, বিষয়টি পরবর্তীতে বিস্তারিত বর্ণনার ফলে স্পষ্ট হবে। -মা'আরিফ : ৬/২৬৯-৬০। -সংকলক।

[৯৫] الجعرانة শব্দটির জীমে যের আইন সাকিন। আবার অনেক সময় যের দেওয়া হয় এবং রায়ে তাশদিদ দেওয়া হয়। এমন দুটি লোগাত আছে। আল্লামা ইবনুল মাদিনি রহ. বলেছেন যে, মদিনাবাসী এটাকে তাশদিদ সহকারে পড়েন। আর ইরাকবাসী তাশদিদ ব্যতীত পড়েন। যারা মজবুত সংরক্ষণকারি সেসব হাফিজে হাদিস তাতে তাশদিদ ব্যতীতই লিখেছেন। খাত্তাবি রহ. তাসহিফুল মুহাদ্দিসিনে বলেছেন, এটাতে তাঁরা তাশদিদ দিয়েছেন। অথচ বাস্তবে এটি তাশদিদ ব্যতীত। আল্লামা তাবারি রহ. আল-কুরাতে একথাটি বলেছেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. উল্লেখ করেছেন যে, তাশদিদ না হওয়ারই মত পোষণ করেছেন ইমাম আসমায়ি রহ.। খাত্তাবি রহ. এটাকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। এই স্থানটি তায়িফ ও মক্কার মাঝে অবস্থিত। তবে মক্কার অধিক নিকটে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৭০। -সংকলক।

[৯৬] মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৬০। -সংকলক।

[৯৭] আওজাজুল মাসালিকে আছে, শায়খ আল্লামা জাকারিয়া কান্দলবি রহ. বলেছেন, 'এটাকে ওমরাতুল কাজিয়্যা, ওমরাতুল কাজা ও ওমরাতুল কিসাস নামকরণ করা হয়। আল্লামা জুলকানি রহ. অতিরিক্ত আরো বলেছেন যে, এটিকে ওমরাতুস সুলহও নামকরণ করা হয়।-হাকেম। খামিস গ্রন্থকার অতিরিক্ত গাজওয়াতুল আমও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটিকে ওমরাতুল কাজাও বলা হয়েছিলো। এটি তিনি কাজা করেছিলেন।

حجة الوداع وجزء عمرات النبي صلى الله عليه وسلم (ص ٢٨٧) الفصل الثالث في عمرة القضاء

শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেন, 'ইবনে হুমাম রহ. বলেন, ওমরাতুল কাজা হলো, হুদায়বিয়ার সময়কার ওমরার কাজা। এটা আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব। ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, এটি নতুন ওমরা। হুদায়বিয়ার কাজা নয়। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম ও সমস্ত সলফে সালেহিন কর্তৃক এটিকে ওমরাতুল কাজা বলা এর খেলাফ সুস্পষ্ট দলিল। ওমরাতুল কাজা নামকরণ এর বিপরীত নয়। কেনোনা, এটা ছিলো প্রথমবারের পারস্পরিক সিদ্ধান্তের ফলাফল। সুতরাং প্রত্যেকটি তাবির বা অভিব্যক্তি বিশুদ্ধ। তবে কাজা আখ্যাদান দ্বারা বিনা মতানৈক্যে কাজা বলে প্রমাণিত হয়। সংক্ষিপ্ত মা'আরিফ : ৬/২৬২। -সংকলক।

[৯৮] এসব ওমরা সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., হাজ্জাতুল বিদা' ও জুযউ ওমরাতিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَحْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ–৮ : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো স্থান হতে এহরাম বেঁধেছিলেন ? (মতন পৃ. ১৬৮)

٨١٨ -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوْا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ.

৮১৮। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের ইচ্ছা করলেন, তখন লোকজনের মাঝে ঘোষণা দিলেন। লোকজন একত্রিত হলো, তারপর তিনি বাইদাতে এলেন যখন, এহরাম বেঁধেছেন তখন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, আনাস ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

٨١٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اَلْبَيْدَاءُ الَّتِيْ يَكْذِبُوْنَ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ وَاللهِ ! مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ.

৮১৯। **অর্থ :** হজরত ইবনে ওমরা রা. বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে বাইদা সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করো, এটি সে বাইদা। শপথ আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পড়েছেন কেবল মসজিদের নিকট হতে গাছের নিকট হতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن جابر بن[৭৯] عبد الله قال : لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء[৮০] احرم

তাছাড়া দ্র., সিরাতুল মুস্তফা : ২/৩৪৯, ৪৪৫-৪৪৮, ৩/৬৭, ১৪৯। -সংকলক।

[৭৯] সিহাহ সিত্তা গ্রন্থকারগণের মধ্য হতে শুধু তিরমিযীই এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন, শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি তার সুনানে তিরমিযীর (৩/১৮১) টীকায় বলেছেন।

[৮০] ইবনুল আছির জাজরি রহ. বলেছেন, আলবায়দা এর অর্থ হলো, স্থলভাগ। হাদিসে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মক্কা ও মদিনার মাঝে অবস্থিত একটি বিশেষ স্থান। -জামিউল উসুল : ৩/৮৩ নং ১৩৬২। -সংকলক।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় বাহ্যত জুলহুলায়ফা[৮১] হতে এহরাম বেঁধেছিলেন এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। তবে এ ব্যাপারে বর্ণনা বিভিন্ন ধরনের আছে যে, তিনি তালবিয়া কখন পড়েছিলেন। অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি নামাজের তৎক্ষণাত পর মসজিদে তালবিয়া পড়েছিলেন।[৮২] অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদ হতে বেরিয়েই গাছের নিকট পড়েছিলেন।[৮৩] অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, যখন তিনি উটের ওপর ভালোরূপে সওয়ার হয়েছিলেন তখন পড়েছিলেন।[৮৪] আর কোনো কোনোটি দ্বারা বুঝা যায়, বাইদা নামক স্থানে পৌছে তা পড়েছিলেন।[৮৫] এভাবে বাহ্যত মতপার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা দ্বারা এ মতানৈক্যের অবসান হয়ে যায় এবং সমস্ত বর্ণনায় সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। তিনি বলেন, মূলত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব স্থানেই তালবিয়া পড়েছিলেন। সুতরাং যিনি যেখানে তাঁর তালবিয়া শুনেছিলেন, বর্ণনা করেছেন সেরূপভাবে।[৮৬]

---

[৮১] জুলহুলায়ফা তাসগির তথা ক্ষুদ্রার্থবোধক শব্দ। এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান। মক্কা এবং এর মাঝে দূরত্ব হলো, ১৯৮ মাইল। ইবনে হাজম রহ. এ উক্তি করেছেন। আবার অন্য কেউ বলেছেন, এ দুটি স্থানের মাঝে ব্যবধান দশ মনজিল। ইমাম নববি রহ. বলেছেন, এর মাঝে ও মদিনার মাঝে দূরত্ব হলো, ছয় মাইল। (আর অনেকে বলেছেন চার মাইল। আবার কেউ বলেছেন, সাত মাইল। -হাজ্জাতুল বিদা' : ২৯। ইবনুস সাব্বাগ রহ. বলেছেন, এ দুটি স্থানের মাঝে দূরত্ব এক মাইল। এটা তাঁর ভুল হয়েছে। সেখানে একটি মসজিদ আছে। মসজিদুশ শাজারা নামে এটি সুপরিচিত। তবে এটি উজাড় -বিরাণ মসজিদ। সেখানে একটি কূপও আছে। এটিকে বলা হয়, বীরে আলি। (এটি এক বেদুয়িন আলির দিকে সম্বন্ধযুক্ত, আলি রা. এর দিকে নয়।) -মা'আরিফ : ৬/২৬৯।-ফতহুল বারি : ৩/৩০৪-৩০৫, باب مهل اهل مكة للحج والعمرة।

মনে রাখবেন, জুলহুলায়ফাকে বর্তমানে বীরে আলি এবং আবইয়ারে আলিও নামকরণ করা হয়। এটি মদিনা হতে নয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। -মা'আরিফ : ৬/২৬৯, হাজ্জাতুল বিদা' : ২৯। -সংকলক।

[৮২] ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পর তালবিয়া পড়েছেন। সুনানে নাসায়ি : ২/১৭, كتاب المناسك، العمل فى الإهلال। সুনানে তিরমিযী : ১/১৩১-১৩২, باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم।

তাছাড়া সুনানে আবু দাউদে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলহুলায়ফা মসজিদে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন, তখন তিনি তাঁর মজলিসে নিজের ওপর হজ ওয়াজিব করেছেন। তারপর দু'রাকাত হতে অবসর হয়ে হজের তালবিয়া পড়েছেন। ১/২৪৬, باب وقت الإحرام। -সংকলক।

[৮৩] এজন্য ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এমন এসছে, তিনি বলেন, যে বাইদা সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যে কথা বলছো, আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট গাছের নিকট একটি মসজিদ হতেই তালবিয়া পড়েছেন। -সংকলক।

[৮৪] সহিহ বোখারিতে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারি রা. হতে একটি হাদিস আছে, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহরাম বা তালবিয়া ছিলো জুলহুলায়ফা হতে যখন তিনি সওয়ারির ওপর ঠিকমত বসেছেন, সওয়ারি ঠিকমত সোজা হয়েছে। ১/২০৫, كتاب المناسك باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر। -সংকলক।

[৮৫] যেমন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসে। এটাই উল্লিখিত হয়েছে, বর্ণনাটি মূলপাঠে উল্লেখ করা হয়েছে। -সংকলক।

[৮৬] ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি সুনানে আবু দাউদে (১/২৪৬, باب وقت الإحرام) এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'সায়িদ ইবনে জুবাইর বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.কে বললাম, আবুল আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহরাম বাঁধার সময় তালবিয়া পড়া নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্য দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হলাম। তিনি বললেন, এ সম্পর্কে আমি সবচেয়ে ভালো জানি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ ছিলো একটি। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। যখন তিনি মসজিদে জুলহুলায়ফায় দু'রাকাত নামাজ আদায় আদায় করেছেন, তখন সে মসজিদে এহরাম বেঁধেছেন।

এজন্য প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনাটি নির্ভরশীল খুসাইফ[৮৭] ইবনে আবদুর রহমানের ওপর, যিনি জয়িফ।

জবাব হলো খুসাইফ সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনের মতপার্থক্য আছে। যেখানে অনেকে তাঁকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন, সেখানে একাধিক মুহাদ্দিস তাঁকে সেকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন, আবু হাতেম এবং আবু জুর'আ রহ. প্রমুখ তাঁকে সেকাহ বলেছেন বলে বর্ণিত আছে।[৮৮] তারপর খুসাইফের এই হাদিসটি উল্লেখ করার পর ইমাম আবু দাউদ রহ. নীরবতা অবলম্বন করেছেন[৮৯] যা তাঁর মতে কমপক্ষে হাদিসটি حسن হওয়ার দলিল। তাছাড়া ইমাম হাকেম রহ. তার হাদিসটিকে মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা জাহাবি রহ. এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন[৯০]।

সুতরাং এ হাদিসটি কমপক্ষে হাসান হবে।[৯১]

তাছাড়া হজরত আবু দাউদ মাজনি রা. হতে আরেকটি সুস্পষ্ট হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتٰى مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ فَسَمِعَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالُوْا : اَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتٰى بِرَاحِلَتِهٖ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهٖ أَهَلَّ فَسَمِعَه الَّذِيْنَ كَانُوْا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْ: أَهَلَّ مِنْ فِنَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ مَضٰى فَلَمَّا عَلَا الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ فَسَمِعَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ فَقَالُوْا : أَهَلَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، وَصَدَقُوْا كُلُّهُمْ''

'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে আমরা বের হলাম। তিনি জুলহুলায়ফার মসজিদে এলেন। সেখানে চার রাকাত আদায় করলেন। তারপর হজের এহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়লেন। এই তালবিয়া মসজিদে যারা ছিলেন তাঁরা শুনলেন। তাঁরা বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ হতে

তারপর হজের তালবিয়া পড়েছেন, যখন এ দু'রাকাত হতে অবসর হয়েছেন। অনেক লোক তার হতে এটি শুনে তাই মনে রেখেছেন। তারপর তিনি আরোহণ করেছেন। যখন তাঁকে সওয়ারি আরোহণ করালো, তখন তিনি তালবিয়া পড়লেন। এটা অনেক লোক তার কাছ হতে জানতে পারলো। এর কারণ হলো, লোকজন তাঁর নিকট কতোক্ষণ পর পর দলে দলে আসতো। তারা তাকে তালবিয়া পড়তে শুনলো, যখন সওয়ারি তাঁকে বহন করলো। তারা বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তালবিয়া পড়েছেন, যখন উট তাঁকে বহন করেলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলতে লাগলেন। যখন বাইদার ওপরের অংশে আরোহণ করলেন, তখন তিনি তালবিয়া পড়লেন। এই অবস্থায় তাঁকে পেল অনেক সম্প্রদায়। তারা বললো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তালবিয়া তখন পড়েছেন, যখন বাইদার উঁচুস্থানে আরোহণ করেছেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুসল্লায় এহরাম বেঁধেছেন এবং তালবিয়া পড়েছেন যখন উট তাঁকে বহন করেছে। আর যখন বাইদার উঁচুস্থানে আরোহণ করেছেন, তখনও তালবিয়া পড়েন।'-সংকলক।

[৮৭] আল খুসাইফ তাসগির (ক্ষুদ্রার্থক বিশেষ্য) সহকারে। ইবনে আবদুর রহমান আল জাজরি, আবু আওন। তিনি মামুলি সত্যবাদী। স্মরণ শক্তি ভালো নয়, শেষ বয়সে স্মরণ শক্তিতে গড়বড় সৃষ্টি হয়েছে। তাকে মুরজিয়া বলা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির বর্ণনাকারি। ইনতেকাল করেছেন ৩৭ হিজরিতে। এতে আরো উক্তি আছে। (এ হাদিসটি বোখারি-মুসলিম ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অবশিষ্ট চার গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন।) তাকরিবুত তাহজিব : ১/২২৪, নং ১২৬। -সংকলক।

[৮৮] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৭০, باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم। -সংকলক।

[৮৯] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৪৬, باب وقت الإحرام। -সংকলক।

[৯০] মুসতাদরাক তালখিসুল মুসতাদরাকসহ : ১/৪৫১-৪৫২, تلبية الارض من يمين الملبي وشماله সংকলক।

[৯১] দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৬৮, ২৭০-২৭১, باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم। -সংকলক।

তালবিয়া পড়েছেন। তারপর তিনি বেরিয়ে সওয়ারি নিয়ে মসজিদের আঙিনায় চলে এলেন। তারপর এর ওপর সওয়ার হলেন। যখন সওয়ারি সোজা হলো তথা তিনি সওয়ারির ওপর ঠিকমত আরোহণ করলেন, তখন তালবিয়া পড়লেন। মসজিদের আঙিনায় অবস্থিত লোকজন তা শ্রবণ করলেন। তারা বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের আঙিনা হতে তালবিয়া পড়েছেন। তারপর তিনি চলতে লাগলেন। যখন তিনি বাইদায় আরোহণ করলেন, তখন তালবিয়া পড়লেন। ফলে সেখানে অবস্থিত লোকজন তা শুনলেন। তারা বললেন, বাইদা হতে তিনি তালবিয়া পড়েছেন। বস্তুত তাঁরা সবাই সত্য কথা বলেছেন।'[৯২]

সুতরাং হানাফিদের মতে তালবিয়া এহরামের পর নামাজ আদায়ের তৎক্ষণাত পর পড়ে নেওয়াই মুস্ত াহাব।[৯৩]

মনে রাখতে হবে এহরামের পাবন্দিগুলো এহরাম বাঁধা, দু'রাকাত নামাজ আদায় করা কিংবা শুধু নিয়ত করা দ্বারা শুরু হয়ে যায় না। যতোক্ষণ পর্যন্ত তালবিয়া না পড়বে কিংবা কোরবানির পশু নিয়ে না যাবে।[৯৪]

সুতরাং হানাফিদের মতে এহরামের উদ্দেশ্য দুই রাকাত নামাজ পড়ার পরই তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এহরামের নিয়ম-কানুন মেনে চলা শুধুমাত্র এহরাম বাঁধা বা দুই রাকাত পড়া তখন নিয়ত করার মাধ্যমেই শুরু হয়ে যায় না। বরং তা শুরু হয় তালবিয়া পাঠ করা অথবা কোরবানির পশু পাঠিয়ে দেওয়ার পর।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِفْرَادِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ–১০ : হজে ইফরাদ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৯)

٨٢١ -عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

৮২১। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজে ইফরাদ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত জাবের ও ইবনে উমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজে ইফরাদ করেছেন। আবু বকর, উমর ও উসমান রা.ও হজে ইফরাদ করেছেন। আমাদেরকে এ হাদিস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন কুতাইবা। আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর-নাফে'-ইবনে উমর রা. সূত্রে এ হাদিসটি আমাদের বর্ণনা করেছেন।

---

[৯২] কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা লিদদূলাবি : ২৭-২৮।

[৯৩] ইমাম শাফেয়ি, মালেক ও অধিকাংশের সহিহ মাজহাব হলো, সওয়ারি যখন রওয়ানা করবে, তখন এহরাম বাঁধা আফজাল। মা'আরিফ : ৬/২৬৮। -মাওয়াহিব ও এর শরাহ হতে উদ্ধৃত।

হজরত আবুদ দারদা ও ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা ব্যতীত হজরত সায়িদ ইবনে জুবাইর রা.-এর উক্তি গ্রহণ করেছে, সে দু'রাকাত হতে অবসর হয়ে তার মুসল্লায় তালবিয়া পড়েছে। -সুনানে আবু দাউদ : ১/২৪৬, باب وقت الإحرام। -সংকলক।

[৯৪] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৬৩। -সংকলক।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাওরি রহ. বলেছেন, তুমি যদি হজ্জে ইফরাদ করো, তবে সেটা ভালো। আর যদি হজ্জে কেরান করো তবে সেটাও ভালো। আর যদি তামাত্তু করো, তবে সেটাও ভালো।

অনুরূপ বলেছেন ইমাম শাফেয়ি রহ. এবং তিনি আরো বলেছেন, আমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো ইফরাদ, তারপর তামাত্তু, তারপর কেরান।

দরসে তিরমিযী

হজ্জের বিভিন্ন প্রকার ও আফজাল হজ বিষয়ে মতপার্থক্য

হজ তিন প্রকার। ১. ইফরাদ[৯৫] ২. তামাত্তু[৯৬] ৩. কেরান।[৯৭]

সকল ফুকাহায়ে কেরামের মতে এগুলোর মধ্য হতে সবক'টিই বৈধ। মতানৈক্য শুধু শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে।

আবু হানিফা রহ.-এর মতে সর্বোত্তম হলো কেরান, তারপর তামাত্তু, তারপর ইফরাদ। ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালেক রহ.-এর মতে সর্বোত্তম হলো ইফরাদ। তারপর, তামাত্তু, তারপর কেরান। ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে সর্বোত্তম হলো তামাত্তু, যাতে কোরবানির পশু নেওয়া হয়নি, তারপর ইফরাদ, তারপর কেরান।[৯৮]

---

[৯৫] হলেন, যিনি শুধু হজ্জের এহরাম বাঁধেন, অন্যকিছুর নয় তিনি হজ্জে ইফরাদকারি। -বাদায়িউস সানায়ে' ২/১৬৭ فصل وأما بيان ما يحرم।

[৯৬] তামাত্তুকারি হলেন, শরিয়তের পরিভাষায় যিনি একাকি হেরেমের বাহির হতে ওমরার এহরাম বাঁধেন এবং তাওয়াফের কাজ সায়ী এবং হজ্জের কাজ করেন কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ রুকন আদায় করে আসেন। সেটা হলো, চার বা ততোদিক চক্কর দেওয়া বা তাওয়াফ করা, হজ্জের মাসগুলোতে। তারপর হজ্জের মাসেই হজ্জের এহরাম বাঁধেন এ বছরই হজ করেন স্ত্রীর সঙ্গে এর মাঝে যথার্থরূপে সংগম করার আগে। সুতরাং একই সফরে তার দুটি হজ্জের কাজ আদায় হয়ে যাবে। চাই ওমরার এহরাম হতে তিনি হালাল হোন, মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট করার মাধ্যমে, কিংবা হালাল না হোন, যখন তিনি কোরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে যান হজ্জে তামাত্তুর জন্য। কেনোনা, এ দুটোর মাঝে হালাল হওয়া অবৈধ এবং হজ্জের এহরাম বাঁধবেন ওমরার এহরাম হতে হালাল হওয়ার আগে। এটা হলো, আমাদের মাজহাব। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, কোরবানির পশু সংগে নিয়ে যাওয়া হালাল হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হয় না। -বাদায়িউস সানায়ে' : ২/১৬৮। -সংকলক।

[৯৭] শরিয়তের পরিভাষায় কেরানকারি হলেন, হেরেমের বাহির হতে এমন হজ আদায়কারি যিনি ওমরা ও হজ্জের এহরাম একত্রে করেন ওমরার রুকন পাওয়া যাবার আগে। সেটা হলো, তাওয়াফ পূর্ণটি কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠটি। তারপর প্রথমে ওমরা করবেন, তারপর হজ করবেন, মাথা মুণ্ডিয়ে কিংবা চুল ছোট করে ওমরা হতে হালাল হওয়ার আগে। চাই দুই এহরাম সম্মিলিত বাক্যে কিংবা বিচ্ছিন্ন বাক্যে একত্রিত করুন না কেনো? সুতরাং যদি কেউ ওমরার এহরাম বাঁধেন, তারপর হজ্জের এহরাম বাঁধেন ওমরার তাওয়াফের আগে, কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাওয়াফের আগে, তাহলে তিনি কেরানকারি হবেন। কেনোনা, কেরানের এখানে অর্থ বিদ্যমান। সেটা হলো, দুই এহরাম একত্রে করা। -বাদায়িউস সানায়ে' ২/১৬৭। -সংকলক।

[৯৮] দ্র., মা'আরিফ-বিন্নৌরি : ৬/২৭৩। তাতে আছে যে, এখানে যেসব মাজহাব ও তারতিব উল্লেখ করা হলো, এগুলোই এসব মাজহাবপন্থিদের নিকট প্রসিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ি রহ. হতে তামাত্তু আফজাল হওয়ার একটি বর্ণনা আছে। -শরহুল মুহাজ্জাব। ইমাম মালেক রহ. হতে একটি উক্তি মতে কেরান আফজাল হওয়ার বর্ণনা আছে। -শরহে মুসলিম নববি। ইমাম মালেক রহ. হতে একটি বর্ণনা আছে যে, কেরান তামাত্তু অপেক্ষা আফজাল। বরং ইমাম জুরকানি রহ. উল্লেখ করেছেন যে, এটাই ইমাম মালেক রহ.-এর সেকাহ মাজহাব। ইমাম আহমদ রহ. হতে মারওয়াজির বর্ণনায় আছে যে, কেরান আফজাল যদি কোরবানির পশু সংগে নিয়ে যায়। আর যদি কোরবানির পশু সংগে নিয়ে না যায়, তবে তামাত্তু আফজাল। -মুগনি : ৩/২৩২।-আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি, ইসহাক, মুজানি, ইবনুল মুনজির ও ইবনে ইসহাক রহ.-এর মাজহাব একই। -শরহুল মুহাজ্জাব : ৭/১৬৯।

শায়খ বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, এখানে আরেকটি এ বিষয় আছে। সেটি হলো, যে ইফরাদ কেরান অপেক্ষা আফজাল ইমাম শাফেয়ি রহ. প্রমুখের মতে এটা কি শুধু হজ্জে মুফরাদ, নাকি এমন হজ যার পর ওমরা আছে। এটাকেও পরিভাষায় ইফরাদ বলা হয়। তাহকিকি বক্তব্য হলো যে, দ্বিতীয়টিই উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে শরহুল মুহাজ্জাবে ইমাম নববি রহ.ও দু'স্থানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, কেরান বিনা মতানৈক্যে এমন হজ্জে ইফরাদ অপেক্ষা আফজাল যেটির পরে ওমরা নেই।

হজরত ফুকাহায়ে কেরামের দলিলসমূহ

ইমাম শাফেয়ি ও মালেক রহ.-এর দলিল সেসব বর্ণনা যেগুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইফরাদের বর্ণনা আছে। যেমন, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج এবং হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج ولفرد أبو بكر وعمر وعثمان. তাছাড়া হজরত জাবের রা. হতে অনেক বর্ণনা অনুরূপ বর্ণিত আছে।[৯৯]

আহমদ রহ. এর দলিল হলো যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন তো হজ্জে কেরান। তবে কোরবানির পশু নেওয়া ব্যতীত তামাত্তুয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। যা এর শ্রেষ্ঠত্বের দলিল। এজন্য তিনি বলেছিলেন, لو استقبلت من امري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدى لا حللت[১০০] 'পরে যা জেনেছি, আগে যদি তা জানতাম, তবে কোরবানির পশু নিয়ে আসতাম না। আমার সংগে যদি কোরবানির জন্তু না থাকতো তবে আমি হালাল এর অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

তিনি বলেছেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজকে মুফরাদ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এতে এ বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পড়বে যে, তিনি সে বছর ওমরা করেননি। অথচ কেউ একথা বলেননি যে, শুধু (মুফরাদ) হজ কেরান অপেক্ষা আফজাল। দ্র., শরহুল মুহাজ্জাব : ৭/১৬০। অনুরূপ বক্তব্য আছে ফতহুল বারিতে : ৩/২৪০। মুহাক্কিক ইবনে হুমাম রহ. ফতহুল কাদিরে কেরান অনুচ্ছেদে বলেন যে, ইফরাদ দ্বারা খিলাফিয়াতে উদ্দেশ্য হলো, হজ-ওমরা প্রত্যেকটিকে ভিন্ন করা। তবে যদি হজ-ওমরা এ দুটির কোনো একটিই কেবল আদায় করা হয়, তবে বিনা মতানৈক্যে কেরান আফজাল। এতে কোনো সন্দেহ নেই। -মা'আরিফ : ৬/১৭৩-২৭৪। -সংকলক।

[৯৯] তাঁর হতে সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে মুফরাদ হজের এহরাম বেঁধে সামনে এগিয়েছি। তবে এতে হজ্জে ইফরাদের পদ্ধতি বাকি থাকে না। কেনোনা, এতে সামনে এ বিষয়টিও বর্ণিত আছে, 'তারপর আমরা যখন চলে এলাম, তখন কাবা শরিফ তাওয়াফ করলাম, সাফা-মারওয়ায় দৌড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যার সংগে কোরবানির পশু নেই সে যেনো হালাল হয়ে যায়। বর্ণনাকারি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম হালাল হওয়া মানে কি? তিনি জবাবে বললেন, সবকিছুই হালাল। তখন আমরা মহিলাদের সংগে মিলিত হলাম এবং সুগন্ধি ব্যবহার করলাম। আমরা আমাদের কাপড় পরিধান করলাম। অথচ আমাদের মাঝে ও আরাফার মাঝে শুধুমাত্র চার রাতের ব্যবধান ছিলো। তারপর আমরা তারবিয়ার দিনে (৮ই জিলহজে) এহরাম বাঁধলাম। (১/২৪৮, বাবুন ফি ইফরাদিল হাজ্জি)।

হজরত জাবের রা.-এর আরেকটি হাদিস সুনানে আবু দাউদেই বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে শুধু হজের এহ্‌রাম বেঁধেছি। এর সংগে অন্যকিছুর সংমিশ্রণ ছিলো না। তবে এতেও ইফরাদ অবশিষ্ট থাকে না। কেনোনা, পরবর্তীতে বর্ণিত আছে; তখন আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলাম জিলহজের চার রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর, তখন আমরা তাওয়াফ ও সায়ী করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যদি আমার কোরবানির পশু না থাকতো তাহলে আমিও হালাল হয়ে যেতাম। (১/২৪৯, বাবু ইফরাদিল হাজ)।

তবে ইবনে আসাকির রহ.-এর একটি বর্ণনা আছে, যেটি কিছুটা স্পষ্ট। হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের এহরাম বেঁধেছেন, এর সংগে ওমরা ছিলো না। -কানজুল উম্মাল : ৫/৮৩ নং ৬৭৬। -কিতাবুল হজ ওয়াল ওমরা মিন কিসমিল আফ'আল, আল ইফরাদ। -সংকলক।

[১০০] শব্দ বোখারির। সহিহ বোখারিতে হজরত জাবের রা.-এর এই হাদিসটি আছে। (১/২২৪, باب تقضي الحائض المناسك كلها, ১/২৪০, ابواب العمرة، بـاب عمرة التنعيم, সহিহ মুসলিম : ১/৩৯২, باب بيان وجوه الإحرام الخ। -সংকলক।)

হানাফিদের পক্ষ হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কেরান আদায়ের দলিলসমূহ

১. পেছনে باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم এর অধীনে হজরত জাবের রা.-এর হাদিস এসেছে,

ان النــبي صلي الله عليه حج ثلاث حجــج، حجــتين قــبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة[১০১]

এই শব্দগুলো যদিও কেরান তামাত্তু উভয়ের সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু এ ব্যাপারে উম্মত একমত যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু করেননি। সুতরাং কেরানই সুনির্দিষ্ট।

এই দলিলের ওপর প্রশ্ন ওঠে যে, এই বর্ণনাটি নির্ভরশীল জায়দ ইবনে হুবাবের[১০২] ওপর, যিনি ضعيف। এ হাদিসটিকে ইমাম বোখারি ও তিরমিযী রহ. সাব্যস্ত করেছেন অসংরক্ষিত।[১০৩]

এর জবাব হলো- এই বর্ণনায় জায়দ ইবনে হুবাব একক নন; বরং সুনানে ইবনে মাজাহতে আবদুল্লাহ[১০৪] ইবনে দাউদ খুরাইবি রহ. তাঁর মুতাবা'আত করেছেন।[১০৫] হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেন, এই মুতাবি' সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও বোখারির জানা ছিলো না। ফলে তাঁরা এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।[১০৬]

---

[১০১] সুনানে তিরমিযী : ১/১৩১। -সংকলক।

[১০২] জায়দ ইবনুল হুবাব। আবুল হুসাইন আল উক্লি। তাঁর বাড়ি খোরাসান। থাকতেন কুফায়। তিনি হাদিস সংগ্রহের জন্য প্রচুর সফর করেছেন। তিনি মামুলি পর্যায়ের সত্যবাদী। তবে সাওরির হাদিসে ভুল করেন। নবম শ্রেণির বর্ণনাকারি। (এমন শ্রেণি যাঁদের হতে একজনের বেশি বর্ণনাকারি বর্ণনা করেননি এবং তাঁকে সেকাহ বলে কেউ মন্তব্য করেননি।) তিনি ইনতেকাল করেছেন ২০৩ হিজরিতে। তাঁর হাদিস ইমাম-মুসলিম এবং শায়খাইন ব্যতীত ইমাম চতুষ্টয় বর্ণনা করেছেন। -তাকরিবুত তাহজিব : ১/২৭৩ নং ১৬৮।

প্রকাশ থাকে যে, এ বর্ণনাটিতেও জায়দ ইবনে হুবাব সুফিয়ান হতে হাদিস বর্ণনা করেন। -সংকলক।

[১০৩] এই বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযী রহ. সম্পর্কে বলেন, 'এ হাদিসটি গরিব'। তারপর সামনে যেয়ে বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (বোখারি) রহ. কে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তবে তিনি সাওরি-জাফর- তার পিতা-জাবের-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসরূপে এটিকে চিনতে পারেননি। আমি মনে করি, এটিকে সংরক্ষিত হাদিস মনে করা হয় না। (১/১৩১, بـــاب ما جاء كم حج النبي صلي الله عليه سلم। -সংকলক।

[১০৪] আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ ইবনে আমির আল হামদানি আবু আবদুল্লাহ আল কুরাইবি। তিনি মূলত কুফার অধিবাসী। সেকাহ আবিদ, নবম শ্রেণির বর্ণনাকারি। ২১৩ হিজরিতে ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইনতেকাল করেছেন। ইনতেকালের আগে তিনি হাদিস বর্ণনা হতে বিরত থেকেছেন। এ কারণেই ইমাম বোখারি রহ. তার কাছ হতে হাদিস শুনেননি। ইমাম বোখারি রহ. তাঁর হতে একটি হাদিস এবং শায়খাইন ব্যতীত ইমাম চতুষ্টয়ও তার হাদিস বর্ণনা করেছেন। -তাকরিবুত তাহজিব : ১/৪১২-৪১৩ নং ২৮০। -সংকলক।

[১০৫] কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে আব্বাদ আল মুহাল্লাবি-আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ-সুফিয়ান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার হজ্জ করেছেন। দু'বার করেছেন হিজরতের আগে। আর এক হজ্জ করেছেন মদিনায় হিজরতের পর। তিনি হজের সংগে ওমরাকে মিলিয়ে নিয়েছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবগুলো মিলিয়ে হলো, একশ উটনি। তার মধ্যে একটি ছিলো আবু জাহ্লের উট। তার নাকে ছিলো রূপার তৈরি একটি হালকা বা নোলক। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু কোরবানি করেছেন। অবশিষ্টগুলো কোরবানি করেছেন আলি রা.। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলো, একথা আপনাকে কে বলেছে? জবাবে তিনি বললেন, জাফর-তার পিতা-জাবের ও ইবনে আবু লায়লা-হাকাম-মিকসাম-ইবনে আব্বাস রা.। সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২২, এ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ অনুচ্ছেদের সর্বশেষ হাদিস। -সংকলক।

[১০৬] বিন্নৌরি রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে কাসির রহ. বিদায়া-নিহায়ায় : (৫/১৩৪) বলেন, এই সনদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী এবং

যদি বলা হয় যে, ومعها عمرة এর অর্থ তো এটাও হতে পারে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ হতে অবসর হওয়ার পর স্বতন্ত্র এহরামের মাধ্যমে ওমরা করেছেন। আর এটা ইফরাদের বিপরীত নয়। সুতরাং হাদিসটি কেরানের অর্থে অসুস্পষ্ট।

জবাব হলো, সুনানে তিরমিযী[১০৭] ও মুসনাদে আহমদে[১০৮] হজরত জাবের রা.-এর এ বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে নিম্নেযুক্ত ভাষায়, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا এতে قرن শব্দ কেরানের অর্থে সুস্পষ্ট।

২. সহিহ বোখারিতে[১০৯] হজরত জাবের রা. হতে হজরত আয়েশা রা.-এর উক্তি বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বললেন? انتطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة "আপনারা কি হজ ও ওমরার নিয়তে চলছেন। আর আমি হজের নিয়তে চলবো? এতে যদিও কেরান ও তামাত্তু দুটিরই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে তামাত্তু না হওয়ার কারণে কেরান সুনির্দিষ্ট। তাছাড়া এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবিও কেরান করেছেন।

৩. হজরত আনাস রা.-এর বর্ণনা আসছে পরবর্তী অনুচ্ছেদে[১১০]। তিনি বলেন, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك بعمرة وحجة. 'আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাব্বাইকা বিওমরাতিন

বায়হাকি অবগত হতে পারেননি। এমনকি বোখারি রহ.ও নন। কেনোনা, তিনি জায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে কালাম করেছেন। তিনি মনে করেছেন এই বর্ণনাকারি এ হাদিসটির ব্যাপারে একক বর্ণনাকারি। অথচ বাস্তবে তা নয়।-মা'আরিফ : ৬/১৮১। -সংকলক।

[১০৭] ৬/১৪৬, باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا। -সংকলক।

[১০৮] মা'আরিফুস সুনান : ১১/১৮১। -সংকলক।

[১০৯] ২/১০৭৪, كتاب التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت। ২/১৪০, لبواب العمرة باب عمرة التنعيم। ১/২২৪, كتاب المناسك باب تقضي الحائض المناسك। -সংকলক।

তাছাড়া মুসলিমে হজরত আয়েশা রা. হতেই বর্ণিত আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজন ফিরবে ওমরা ও হজ করে। আর আমি ফিরবো হজ করে? (১/৩৯০, باب بيان وجه الإحرام الخ। -সংকলক।)

[১১০] ১/১৩২। باب ما جاء في الجمع بالحج والعمرة। বোখারি-মুসলিমেও এই বর্ণনাটি বর্ণিত আছে। দ্র., সহিহ বোখারি : ১/২৩১-২৩২, كتاب الماسك باب نحر البدن قائمة। এই অনুচ্ছেদে হজরত আনাস রা.-এর দুটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। একটিতে لبى بهما جميعا তথা তিনি হজ-ওমরা উভয়টির তালবিয়া পড়েছেন– বাক্য আছে আর আরেকটিতে আছে, أهل بحجة وعمرة তথা হজ এবং ওমরার তালবিয়া পড়েছেন। তাছাড়া দ্র. : ২/৬২৪, كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلي اليمن قبل حجة الوداع। -সহিহ মুসলিম : ১/৪০৪-৪০৫, باب في الإفراد والقران।

এমনভাবে سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'লাব্বাইকা ওমরাতান ওয়াহাজ্জান') শব্দ বর্ণিত আছে। তাছাড়া দ্র. : ১/৪০৮, باب جواز التمتع في الحج والقران। যাতে নিম্নেযুক্ত শব্দগুলোও বর্ণিত আছে,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا

তথা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ-ওমরা উভয়টির তালবিয়া পড়তে শুনেছি– 'লাব্বাইকা ওমরাতান ওয়াহাজ্জান, লাব্বাইকা ওমরাতান ওয়াহাজ্জান'। -সংকলক।

ওয়া হাজ্জাতিন বলতে শুনেছি। শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বলেন, এই বর্ণনার অনেক সূত্রে বর্ণিত আছে,

كنت اخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها[১১১] ولعابها يسيل علي يدى وهو يقول : لبيك بحجة وعمرة معا[১১২].

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনির লাগাম ধরেছিলাম আমি। আর সেটি জাবর কাটছিলো। তার লালা আমার হাতের ওপর গড়িয়ে পড়ছিলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই সংগে বলছিলেন, লাব্বাইকা বিহাজ্জাতিন ওয়া ওমরাতিন।'

আর হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বাজ্জার সূত্রে এই বর্ণনায় হজরত আনাস রা.-এর বর্ণনা করেছেন নিম্নেযুক্ত শব্দ,

إني ردف أبي طلحة وأن ركبته لتمس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بالحج والعمرة[১১৩]

'আমি আরোহি ছিলাম আবু তালহা রা.-এর পেছনে। তাঁর হাঁটু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটু স্পর্শ করছিলো। আর তিনি হজ ও ওমরার তালবিয়া পড়ছিলেন।'

বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায়, হজরত আনাস রা. বিদায় হজের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই নিকটবর্তী ছিলেন এবং এই নিকটবর্তী অবস্থায় তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া শুনেছিলেন। সেই তালবিয়াটি ছিলো কেরানের।

আল্লামা ইবনুল জাওজি রা. আত-তাহকিকে এর ওপর প্রশ্ন উথাপন করেছেন যে, হজরত আনাস রা. তকন ছিলেন কম বয়স্ক। হয়ত তিনি বুঝতে পারেননি।[১১৪] তাছাড়া তাঁর এই বর্ণনা হজরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনার বিরোধী। তিনি বলেন,

واني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج[১১৫].

---

[১১১] الجـرة: যা উট তার পেট হতে বের করে চিবায় গিলে ফেলার জন্য।

قصعت الناقة بجرتها এর অর্থ হলো, উটনি খাদ্য মুখের দিকে ফিরিয়ে এনেছে চিবানোর উদ্দেশ্যে। -সংকলক।

[১১২] ফতহুল কাদির : ২/২০২, বাবুল কেরান। -সংকলক।

[১১৩] মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৮২, এবং তাহাবিতে নিম্নেযুক্ত বাক্য বর্ণিত হয়েছে, كنت ردف أبي طلحة وركبتي تمس ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزالوا يصرخون بهما جميعا بالحج والعمرة 'আমি আবু তালহা রা.-এর পেছনে আরোহি ছিলাম। আমার হাঁটু নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটু স্পর্শ করছিলো। তারা দু'জন জোরে জোরে হজ এবং ইমরার তালবিয়া পড়ছিলেন। (১/৩২১, باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع)। সহিহ বোখারির বর্ণনায় এসেছে নিম্নেযুক্ত শব্দাবলি– 'আমি আবু তালহা রা.-এর পেছনে সওয়ার ছিলাম, তারা হজ এবং ওমরা উভয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় আওয়াজ দিচ্ছিলেন (তালবিয়া পড়ছিলেন)।' (১/৪১৯, كتاب الجهاد، باب الارتداف بالغزو والحج) এবং মুসনাদে আহমদে নিম্নেযুক্ত ভাষা বর্ণিত হয়েছে। والله ان رجلي لتمس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ليهل بهما جميعا 'আল্লাহর শপথ, আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা স্পর্শ করছিলো। অথচ তিনি হজ এবং ওমরা উভয়টির তালবিয়া পড়ছিলেন। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৮২। -সংকলক।

[১১৪] নাসবুর রায়া : ৩/৯৯, বাবুল কেরান, ফতহুল কাদির : ৬/২০১, বাবুল কেরান। -সংকলক।

[১১৫] মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৮২-২৮৩। বায়হাকি সূত্রে। -সংকলক।

'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনির নিচে আমি ছিলাম। এর লালা আমার শরিরে স্পর্শ করছে। আমি শুনছিলাম তাঁকে হজের তালবিয়া পড়তে।'

যেনো তিনি শুনেছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু ইফরাদের তালবিয়া পড়তে।

এ প্রশ্নের জবাব হলো, হজরত আনাস রা.-এর বয়স বিদায় হজের সময় ছিলো ২০ বছর। হজরত ইবনে উমর রা. হতে তিনি ছিলেন মাত্র ১ বছরের ছোট। এজন্য শুধু কম বয়স হওয়ার কারণে তাঁর বর্ণনা বর্জন করা যায় না। বিশেষ করে তাঁর বর্ণনা যখন অতিরিক্ত বিষয় দলিল করে।[১১৬]

আর কেরানকারি তালবিয়াতে لبيك بحجة، لبيك بعمرة، لبيك بحجــة وعمرة[১১৭] এই তিনটির যে কোনো একটি পড়তে পারে। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের শব্দ পড়ে থাকতে পারেন। এটা সম্ভব। সুতরাং যে যা দেখেছেন তা বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া হজরত আনাস রা.-এর বর্ণনাটি এই হিসেবেও প্রধান যে, তাঁর বর্ণনাগুলোতে কোনো রকম বিরোধ নেই। তাঁর হতে কেরান ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি বর্ণিত নেই।[১১৮] এর বিপরীত হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনাগুলো বিভিন্ন রকমের। ওপরযুক্ত বর্ণনা ইফরাদের। তবে তাঁর হতে সুনানে নাসায়িতে[১১৯] বর্ণিত আছে,

"تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج"

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজে তামাত্তু করেছেন ওমরা ও হজ দ্বারা।'

---

[১১৬] মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৮৩। তাছাড়া এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তানকিহ গ্রন্থকার বলেন, বরং তিনি ছিলেন সর্বসম্মতিক্রমে বালেগ। তার বয়স ছিলো প্রায় ২০ বছর। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেছিলেন, তখন হজরত আনাস রা.-এর বয়স ছিলো ১০ বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন, যখন হজরত আনাস রা.-এর বয়স ২০ বছর। বোখারি-মুসলিমের বর্ণনা এর দলিল। শব্দ মুসলিমের : ১/৪০৪-৪০৫, باب الإفراد والقران।

হজরত বকর সূত্রে আনাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ ও ওমরা উভয়টির তালবিয়া পড়তে শুনেছি। বকর বলেন, তারপর এই হাদিস আমি ইবনে উমর রা.-এর নিকট বর্ণনা করেছি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজের তালবিয়া পড়েছেন। তারপর আমি আনাস রা.-এর সংগে সাক্ষাত করে ইবনে উমর রা.-এর কথা তার নিকট বর্ণনা করলাম। তখন আনাস রা. বললেন, আমাদের অতিক্রম করেছে শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক শিশু। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, লাব্বাইক ওমরাতান ওয়াহাজ্জান। -নসবুর রায়া : ৩/১০০, باب القران।

শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বলেন, ইবনুল জাওজি রহ. কর্তৃক 'ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনাটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশে একথা বলা যে, আনাস রা. তখন ছিলেন শিশু'- এটা ভুল। কেনোনা, বিদায় হজে হজরত আনাস রা.-এর বয়স ছিলো ২০ কিংবা ২১ কিংবা ২২ কিংবা ২৩ বছর। এর কারণ, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে যে, তিনি ওফাত লাভ করেছেন ৯০ হিজরিতে, না ৯১ হিজরিতে, না ৯২ হিজরিতে, না ৯৩ হিজরিতে। এ বিষয়টি আল্লামা জাহাবি রহ. কিতাবুল ইবারে উল্লেখ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার সময় তাঁর বয়স ছিলো ১০ বছর। সুতরাং আনাস রা. তখন শিশু ছিলেন– এ কথা বলা কিভাবে বৈধ হতে পারে? অথচ আনাস রা. ইবনে উমর রা. সুনানের একটি সুন্নত কিংবা কোনো সুন্নতের কোনো অংশ বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল কাদির : ২/২০১, বাবুল কেরান। -সংকলক।

[১১৭] মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৮৩। -সংকলক।

[১১৮] প্রায় ২০ জন মহান তাবেয়ি হজরত আনাস রা. হতে কেরানের হাদিস বর্ণনা করেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৯৩-২৮৪। -সংকলক।

[১১৯] ২/১৪, কিতাবু মানাসিকিল হাজ্জ, বাবুত তামাত্তু'। -সংকলক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু কারো মতেই তামাত্তুকারি ছিলেন না, সেহেতু এখানে তামাত্তু দ্বারা এর পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। যেটি কেরানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এখানে কেরানই উদ্দেশ্য। তিরমিযী[১২০] শরিফেও পরবর্তীতে অনুচ্ছেদে (باب ما جاء في التمتع) হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা আসছে যে, تمتع بالعمرة الى الحج সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তখন তিনি বললেন هي حلال। তারপর বললেন لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেছেন। তাছাড়া সহিহ বোখারি ও মুসলিমে[১২১] তাঁর হতে নিম্নেযুক্ত শব্দও বর্ণিত আছে, فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج যেটি কেরান দলিল করছে। তাছাড়া মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে[১২২] সাদাকা ইবনে ইয়াসার বলেন,

سمعت عبد الله بن عمر رضـ و دخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل ثائر الرأس فقال: يا أبا عبد الرحمن اني ضفرت رأسي وأحرمت بعمرة مفردة، فما ذا ترى؟ قال ابن عمر: لو كنت معك حين احرمت لَأَمَرْتُكَ أن تهل بهما جميعا

'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে আমি বলতে শুনেছি, আমরা তখন তারবিয়া দিবসের দুই বা তিনদিন আগে তাঁর নিকট প্রবেশ করেছিলাম। আরো অনেক লোক তাঁর নিকট প্রবেশ করেছিলো। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলো। তারপর তাঁর নিকট অগোছালো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো। সে বললো, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আমার মাথার চুল বেঁধে রেখেছি এবং ইফরাদ ওমরার এহরাম বেঁধেছি। এ বিষয়ে আপনার কি রায়? জবাবে ইবনে উমর রা. বললেন, তুমি যখন এহরাম বেঁধেছো, তখন যদি আমি তোমার সংগে থাকতাম, তাহলে আমি তোমাকে নির্দেশ দিতাম হজ্জ ও ওমরা দুটির এহরামের।'

৪. বোখারিতে[১২৩] হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق[১২৪] يقول : أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك، وقل : عمرة في حجة.

---

[১২০] ১/১৩২। -সংকলক।

[১২১] দ্র., সহিহ বোখারি : ১/২২৯, باب من سلق البدن معه। সহিহ মুসলিম : ১/৪০৩, باب وجوب الدم على المتمتع। -সংকলক।

[১২২] পৃ-১৯৮-১৯৯, باب القران بين الحج والعمرة। -সংকলক।

[১২৩] ১/২০৭-২০৮, كتاب المناسك، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق ودا مبارك। তাছাড়া দ্র. : ১/৩১৪, باب بلاترجمة بعد باب من أحيي أرضا مواتا، أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه। -সংকলক।

[১২৪] মাজমাউল বিহার গ্রন্থকার বলেছেন, উকাইক হলো মদিনার একটি উপত্যকার নাম। বর্ণনায় এসেছে, এটি একটি বরকতময় উপত্যকা। -কিরমানি। তাঁর হতে বর্ণিত আছে 'আমার নিকট উকাইক উপত্যকায় একজন আগন্তুক এলেন। সে আগন্তুক হলেন, জিবরাইল আ.। হয়ত صل দ্বারা উদ্দেশ্য এহরামের সুন্নত। আর وقل عمرة في এর অর্থ হলো, হজের মধ্যে ওমরা প্রবিষ্ট। অর্থাৎ কেরান, কিংবা في অর্থ مع। ৩/৬৪৪। -সংকলক।

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি উকাইক উপত্যকায় বলতে শুনেছি, আমার নিকট আমার প্রভুর কাছ হতে একজন আগন্তুক এলেন। তিনি বললেন, আপনি নামাজ পড়ুন এ মুবারক উপত্যকায় এবং বলুন, ওমরাতুন ফি হাজ্জাতিন।'

৫. সহিহ মুসলিমে[১২৫] হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত আছে, হজরত উসমান রা. কে তিনি বললেন,

لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اجل

'আপনি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে আমরা তামাত্তু করেছি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ।'

তামাত্তুয়ের পারিভাষিক অর্থ এখানেও উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্যআভিধানিক তামাত্তু তথা কেরান।

৬. তিরমিযীতে باب ما جاء في التمتع অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস রয়েছে,

تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات وعثمان حتى مات رضي الله عنهم[১২৬] الخ

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তামাত্তু করেই ওফাত লাভ করেছেন। আবু বকর রা. তাই করে ইনতেকাল করেছেন। উমর রা. ও উসমান রা.ও তাই করে ইনতেকাল করেছেন।'

এখানেও তামাত্তু দ্বারা কেরান উদ্দেশ্য।

এমনভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খলিফা চতুষ্টয় হতে কেরান প্রমাণিত হয়ে যায়।

৭. পেছনে হজরত আনাস রা. এর বর্ণনার আওতায় বোখারি ও মুসলিম সূত্রে[১২৭] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج

'তারপর ওমরার তালবিয়া পড়েছেন তারপর পড়েছেন হজের তালবিয়া।' এই শব্দগুলো কেরান সম্পর্কে দলিল করছে।

---

[১২৫] ১/৪০১-৪০২, باب جواز التمتع। বর্ণনায় اجل এর পর হজরত উসমান রা.-এর এই শব্দবলিও বর্ণিত আছে, ولكن كنا خائفين। তথা আমরা ছিলাম ভীতসন্ত্রস্ত। এর অর্থ ও ব্যাখ্যার জন্য দ্র., ফতহুল মুলহিম : ৩/২৯৯, باب جواز التمتع। -সংকলক।

[১২৬] মা'আরিফুস সুনানে : (৬/২৮৬) তিরমিযী, বাবুত তামাত্তু সূত্রে বর্ণনাটি এভাবে বর্ণিত আছে। তাছাড়া নসবুর রায়াতে (৩/১০২, احاديث القائلين بأفضلية التمتع) তিরমিযী সূত্রে বর্ণনাটি এই শব্দেই বর্ণিত আছে। তবে আমাদের নিকট বর্তমান জামে' তিরমিযীর তিনটি কপিতে বর্ণনাটি আছে নিম্নরূপ,

''تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضــ

وعمر رضــ وعثمان رضــ واول من نهى عنه معاوية رضــ''

কোনো কপিতেই চারটি স্থানের কোনো একটি স্থানে حتى مات শব্দ বিদ্যমান নেই। والله اعلم। অবশ্য তাহাবির (১/৩১৫, باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع) বর্ণনায় এসব শব্দ বর্ণিত আছে। সারকথা, উদ্দেশ্য উভয় ধরনের শব্দ দ্বারা অর্জিত হয়ে যায়। -সংকলক।

[১২৭] সহিহ বোখারি (১/২২৯, باب من ساق البدن معه), সহিহ মুসলিম (১/৪০৩, باب وجوب الدم على المتختع। -সংকলক।

৮. সহিহ বোখারি ও মুসলিমেও[১২৮] এ ধরনের শব্দ বর্ণিত আছে।

৯. সুনানে নাসায়িতে[১২৯] হজরত বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত আছে,

قال كنت مع علي بن أبي طالب حين امره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضـــ : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف صنعت؟ قال : أهللت بإهلالك، قال : فأني سقت الهدي وقرنت قال : وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، لكني سقت الهدي وقرنت''

'আমি আলি ইবনে আবু তালেব রা.-এর সংগে ছিলাম, যখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের আমির মনোনীত করেছিলেন। যখন তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলেন, তখন আলি রা. বললেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কিরূপ করেছ?। বললাম, আমি আপনার মতো এহরাম বেঁধেছি। তিনি বললেন, আমি তো কোরবানির পশু এনেছি এবং কেরান করেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদেরকে বললেন, আমি এখন যা জেনেছি যদি আগে তা জানতাম তবে তোমরা যেমন

---

[১২৮] বোখারি : ১/২২৯, মুসলিম : ১/৪০৪। তাছাড়া হজরত আয়েশা রা. হতেই বর্ণিত আছে, أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة في حجة। -কানজুল উম্মাল : ৫/৮৫, বাবুল কেরান, ৬৯১ সংকেত যা। -সংকলক।

[১২৯] ২/১৩, বাবুল কেরান, সুনানে নাসায়িতে باب الحج بغير نية يقصده المحرم এর অধীনে এই বর্ণনাটি বর্ণিত আছে এভাবে,

عن البراء رضـــ قال : كنت مع علي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم علي اليمن، فأصبت معه أواقي فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال على : وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، قال: فتخطيته، فقالت لي : ما لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا؟ قال : قلت : إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم' قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : كيف صنعت؟ قلت : إني أهللت بما أهللت، قال : فإني قد سقت الهدي وقرنت

(২/১৬) হজরত বারা ইবনে আজেব রা.-এর এই বর্ণনাটি বর্ণিত আছে সুনানে আবু দাউদে। এতেও فإني قد سقت الهدي وقرنت শব্দ বিদ্যমান আছে। দ্র. : ১/২৫০, বাবুন ফিল কেরান।

আর আল্লামা আলি আল মুত্তাকি আল বাওয়ারদি, ইবনে কানি' এবং আবু নু'আইম সূত্রে সুবাই ইবনে মা'বাদ রা.-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি কিছুদিন আগে খ্রিস্টান ছিলাম। তারপর আমি মুসলমান হয়েছি। তারপর হজ করার ইচ্ছা করেছি। ফলে আমি আমার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নিকট এলাম। তাকে বলা হতো, আদিম তাগলিবি তিনি আমাকে কেরান করার নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে সংবাদ দিলেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরান করেছেন। তারপর আমি ইয়াজিদ ইবনে সূহান ও সালমান ইবনে রবি'আ এ দু'জনের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন তারা দু'জন আমাকে বললেন, তুমি তো তোমার উটটির থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। একথাটি আমর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। তথা আমার মনে সন্দেহ জাগলো। তারপর আমি উমর রা.-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, আমি তাঁকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমাকে তোমার নবীর সুন্নতের প্রতি পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। কানজুল উম্মাল : ৫/৮৪-৮৫। কেরান। নং ৬৮৫।

সুবাই ইবনে মা'বাদের বর্ণনার শব্দগুলো পার্থক্য সহকারে সুনানে আবু দাউদ (১/২৫০, باب في الإقران), সুনানে নাসায়ি (২/১২-১৩. باب القران), সুনানে ইবনে মাজাহতেও (২১৩, باب من قرن الحج والعمرة) বর্ণিত আছে। -সংকলক।

করেছো, আমি অনুরূপ করতাম। তবে আমি কোরবানির পশু নিয়ে এসেছি এবং কেরান করেছি।' এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট বর্ণনা এ বিষয়ে হতে পারে না। যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমি কেরান করেছি'।

১০. মুসনাদে আহমদে হজরত আনাস রা.-এর বর্ণনায়ও নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো বর্ণিত আছে,

ولكني[১০০] سقت الهدي وقرنت الحج والعمرة

১১. সহিহ বোখারিতে[১০১] হজরত ইবনে উমর রা. উম্মুল মু'মিনিন হজরত হাফসা রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

انها قالت : يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك؟ قال : أني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا احل حتى انحر

'তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী হলো লোকজনের তারা ওমরা করে হালাল হয়ে গেছে আর আপনি তো আপনার ওমরা হতে হালাল হননি! তিনি বলেন, আমি তো আমার মাথায় প্রলেপ দিয়েছি এবং আমার কোরবানির পশুর গলায় হার বেঁধেছি। সুতরাং কোরবানি করার আগে আমি হালাল হতে পারি না।'

আরেক বর্ণনায়[১০২] বর্ণিত আছে,[১০৩] فلا احل حتى أحل من الحج

১২. মুসনাদে আহমদ ও তাহাবিতে হজরত উম্মে সালামা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة (اللفظ للطحاوي)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, হে মুহাম্মদ পরিবার! তোমরা হজ ও ওমরার এহরাম বাঁধো।' (শব্দ তাহাবির[১০৪]) এটিও কেরানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বাচনিক হাদিস।

---

[১০০] পূর্ণ বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত ''وعن أنس بن مالك قال : خرجنا نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت الحج والعمرة'' ।

মাজমাউজ জাওয়াইদে আল্লামা হাইছামি রহ. এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, আবু ইয়ালা, তাবারানি আওসাতে। এতে আছেন আবু আসমা সাইকিল নামক এক বর্ণনাকারি। আবু ইসহাক ব্যতীত তার সূত্রে কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। (৩/২৩৫, باب في القران وغيره وحجة النبي صلى الله عليه وسلم)। -সংকলক।

[১০১] (১/২১৩, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج), (১/২৩৩, باب من لبد رأسه عند الإحرام والحلق)। -সংকলক।

[১০২] দ্র., সহিহ বোখারি : ১/২২, باب فتل القلائد للبدن والبقر, সহিহ মুসলিম : ১/৪০৪, باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد। -সংকলক।

[১০৩] ইমাম নববি, হাফেজ প্রমুখ শাফেয়ি আলেম স্বীকার করেছেন যে, শাফেয়িগণ এ ধরনের হাদিসে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটি স্পষ্ট নয়। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., ই'লাউস সুনান : ১০/২৫৫-২৫৬। أبواب وجوه الإحرام، باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد -উস্তাদে মুহতারাম।

[১০৪] শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩২১, باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع। আল্লামা হায়ছামি রহ. এই বর্ণনাটি মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু ইয়ালা এবং মু'জামে তাবারানি কবির সূত্রে বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন এবং মু'জামে তাবারানির নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি উল্লেখ করেছেন, أهلو يا لمة محمد! بحج وعمرة অর্থাৎ, হে উম্মতে মুহাম্মদি!

এ কয়েকটি বর্ণনা দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে পেশ করা হলো। তা না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেরান বিশের অধিক সাহাবি হতে প্রমাণিত আছে।[১৩৫] শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এসব বর্ণনার এই ব্যাখ্যা দেন[১৩৬] যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে তো বেঁধেছিলেন ইফরাদের এহরাম। তবে পরবর্তীতে তিনি এর সংগে ওমরা শামিল করে কেরান করেছিলেন।[১৩৭] এ কারণে নয় যে, কেরান আফজাল ছিলো। বরং এ কারণে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো বর্বর যুগের লোকদের একটি ধর্মবিশ্বাস খণ্ডন। তারা হজের মাসে ওমরা জায়েজ মনে করতো না। বরং এটাকে সবচেয়ে বড় গোনাহের কাজ সাব্যস্ত করতো। তাদের এই উক্তি প্রসিদ্ধ আছে,

اذا[১৩৮] برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر،

তোমরা হজ ও ওমরার এহরাম বাঁধ বা তালবিয়া পড়ো। সর্বশেষে বলেছেন, আহমদের বর্ণনাকারিগণ সেকাহ। মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৩৫, باب في القران وغيره وحجة النبي صلى الله عليه وسلم। -সংকলক।

[১৩৫] হজরত উমর, উসমান, আলি, আয়েশা, উম্মে সালামা, হাফসা, আনাস, ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, বারা ইবনে আজেব, ইবনে উমর, সুবাই ইবনে সাদ রা.-এর বর্ণনাগুলো পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.-এর বর্ণনার জন্য দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/৪০২-৪০৩, باب جواز التمتع, হজরত আবু তালহা রা.-এর বর্ণনার জন্য দ্র., সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৩, باب من قرن الحج والعمرة, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর বর্ণনার জন্য দ্র., মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৩৫৪, باب ما جاء في التمتع, হজরত আবু কাতাদা রা. এবং আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর বর্ণনাগুলোর জন্য দ্র., সুনানে দারাকুতনি : ২/২৬১, باب المواقيت رقم: ١١٨، ١١٩ , হজরত হিরমাস, সুরাকা, ইবনে আবু আওফা এবং আবু দাউদ মাজনি রা.-এর বর্ণনাগুলোর জন্য দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৩৫, ২৩৬, باب في القران وغيره وحجة النبي صلى الله عليه وسلم। -সংকলক।

[১৩৬] শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪০৫, باب في الإفراد و القران। -মা'আরিফ বিন্নৌরি : ৬/২৭৫। -সংকলক।

[১৩৭] তারপর ওমরাকে হজে প্রবিষ্ট করার ব্যাপারে দুটি উক্তি আছে। একটি বৈধতার অপরটি অবৈধতার। আল্লামা নববি রহ. শরহুল মুহাজ্জাবে লিখেন, 'আসাহ উক্তি অনুযায়ি এটা আমাদের জন্য অবৈধ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সে বছর প্রয়োজনের খাতিরে বৈধ ছিলো।

বিন্নৌরি রহ. বলেন, শাফেয়িগণ এ ধরনের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেনোনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেরান সম্পর্কে এতো প্রচুর বর্ণনা আছে, যেগুলো অনস্বীকার্য। তারপর তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ওমরাকে হজে প্রবিষ্ট করার উক্তি করেছেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেরান সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বর্ণনাগুলো শুরু হতে তাঁদের এই ব্যাখ্যা পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর মতো মনীষীর ওপর তাজ্জব যে, তিনি শাফেয়িদের এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে ছিলেন এবং প্রচুর বর্ণনা হতে চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। এটা তাঁর মতো মনীষীর জন্য মানায় না। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৭৫। -সংকলক।

[১৩৮] জাহেলিয়াতের এই উক্তি সহিহ বোখারিতে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রা. জাহেলি যুগের লোকজনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'তারা মনে করতো যে, হজের মাসগুলোতে ওমরা করা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোনাহের কাজ। তারা মহররমকে সফর মাস বানিয়ে ফেলতো এবং বলতো, যখন যখম ভালো যায়, চিহ্ন মিটে যায় এবং সফর মাস শেষ হয়ে যায়, তখন ওমরাকারির জন্য ওমরা হালাল হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আগমন ঘটেছে চার তারিখ সকালে। তাঁরা এসেছিলেন হজের তালবিয়া পড়ে। তাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন এটিকে ওমরা বানিয়ে ফেলার জন্য। ফলে এটি তাদের নিকট মারাত্মক ব্যাপার মনে হলো। তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন হালাল? তিনি জবাবে বললেন, সব হালাল। (১/২১২, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج)।

ওপরযুক্ত বর্ণনায় জাহেলিয়াত যুগের এই উক্তির অর্থ হলো, হজের কষ্টের ফলে উটের পিঠগুলোতে যেসব হাওদার কারণে যখম

এজন্য তাদের আকিদা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ এবং ওমরা একত্রিত করেছিলেন।

এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনাসমূহের সংগে খাপ খায় না। কেনোনা, একাধিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু হতে কেরানের এহরাম বেঁধেছিলেন। যেমন– হজরত আনাস[১৩৯], বারা ইবনে আজেব[১৪০] ও হজরত আলি[১৪১] রা.-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। তাছাড়া হজরত উম্মে সালামা রা.-এর বর্ণনা,

اهلوا[১৪২] يا آل محمد بعمرة في حجة

-ও এর দলিল যে, তিনি শুরু হতেই কেরানের এহরাম বেঁধেছিলেন।[১৪৩]

শাফেয়িদের একটি দলিল এর দ্বারাও দেওয়া হয় যে, হজরত উমর রা. কেরান করতে নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে শীঘ্রই আলোচনা আসবে باب ما جاء في التمتع অনুচ্ছেদে।

জবাব হলো, হজরত উমর রা.-এর উদ্দেশ্য কেরান হতে নিষেধ করা ছিলো না। বরং নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো হজ্জ এবং ওমরা বাতিল করা হতে নিষেধ করা। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা باب ما جاء في التمتع অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এখন আছে শুধু হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তামাত্তু কামনা দ্বারা তাদের দলিল পেশ। জবাব হলো, এই কামনা এজন্য ছিলো না যে, তামাত্তু আফজাল ছিলো। বরং যেহেতু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে ওমরার পর এহরাম খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন বহুলোক পুরানো প্রথা অনুযায়ি এটাকে অপছন্দ করেছেন এবং এই অপছন্দের কথা প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়,

أنطلق[১৪৪] إلى منى وذكور نا تقطر

হয়ে গেছে, হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনের পর যখন সে জখম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সেখানে পশম গজাতে শুরু করবে এবং জখমের চিহ্নগুলো মিটে যাবে, সফর মাস খতম হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, সে মুহররম যেটাকে তারা সফর সাব্যস্ত করেছিলো, সেটা খতম হওয়ার পর মূল সফর মাস শুরু হয়ে যায়, তথা হারাম মাসগুলো শেষ হয়ে যায়), তখন ওমরা বৈধ হয়ে যায়। -সংকলক।

[১৩৯] মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৩৫, باب في القران وحجة النبي صلى الله عليه وسلم। -সংকলক।

[১৪০] সুনানে নাসায়ি : ২/১৩, বাবুল কেরান : ২/১৬, باب الحج بغير نية بقصدة المحرم। -সংকলক।

[১৪১] সুনানে নাসায়ি : ২/১৩, বাবুল কেরান : ২/১৬, باب الحج بغير نية بقصده المحرم। -সংকলক।

[১৪২] শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩২১, باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع। -সংকলক।

[১৪৩] শায়খ বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফে : (৬/২৯০) বলেছেন, 'ইমাম বায়হাকি রহ. তার সুনানে কেরান সংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলোর ব্যাখ্যায় যে কৃত্রিমতা প্রদর্শন করেছেন, স্বয়ং তাঁর মাজহাবের বড় বড় মনীষীগণ, যেমন নববি, তাকি সুবকি, ইবনে হাজার প্রমুখ এগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। বরং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এটাকে তা'আসসুফ (জুলুম বা বেঠিক) নামকরণ করেছেন। হাফেজ আলাউদ্দিন রহ. তাঁর তা'আসসুফের মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন।

তাঁর ইমামের মাজহাবের একটি দুর্বলতা হলো, এ মাসআলা হতে মত প্রত্যাহার করেছেন, ইমাম মুজানি, ইবনুল মুনজির ও আবু ইসহাক মারওয়াজি রহ. যারা ছিলেন ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর প্রাচীন অনুসারী। পরবর্তীদের মধ্যে আছেন তাকি সুবকি রহ.। ইমাম নববি রহ. ইবনে হাজার প্রমুখ শাফেয়ি এবং কাজি ইয়াজ মালেকি রহ.-এর মতো মনীষীগণ একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টি কেরান পর্যন্ত এসে পৌছেছে। -সংকলক।

[১৪৪] সুনানে আবু দাউদের বর্ণনা : ১/২৪৯, باب في إفراد الحج, সহিহ মুসলিম : ১/৩৯২, باب بيان وجوه الإحرام الخ তে

'তখন আমরা কি মিনার দিকে চলবো, যখন আমাদের পুরুষাঙ্গগুলো ফোঁটা ফোঁটা বীর্যপাত করবে?' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যদি আমি কোরবানির পশু না আনতাম এবং তামাত্তু করতাম তবে ভালো ছিলো।' যাতে খণ্ডিত হতে পারতো তাদের ভ্রান্ত ধারণা।[১৪৫]

কেরানের আফজালতার কারণগুলো

তারপর কেরানের আফজালতার প্রাধান্যের আরো কিছু কারণ আছে। সেগুলো নিম্নরূপ,

১. কেরানের বর্ণনাগুলোর সংখ্যা ইফরাদের বর্ণনা তুলনায় অধিক।

২. ইফরাদ যেসব সাহাবি হতে বর্ণিত আছে, তাদের হতে কেরানও বর্ণিত আছে। যেমন– হজরত ইবনে উমর, আয়েশা রা. প্রমুখ। তবে এমন সাহাবির সংখ্যা বহু, যাদের হতে শুধু কেরান বর্ণিত আছে, ইফরাদ নয়। যেমন– হজরত আনাস, ইমরান ইবনে হুসাইন ও উম্মে সালামা রা. প্রমুখ।

৩. ইফরাদের হাদিসগুলো সব কর্মবাচক। তবে কেরানের হাদিসগুলো বাচনিক ও কর্মবাচকও। আর বাচনিক হাদিস ক্রিয়াবাচক হাদিস অপেক্ষা প্রধান হয়ে থাকে।

৪. ইফরাদের বর্ণনাগুলোতে সহজে ব্যাখ্যা হতে পারে। সে ব্যাখ্যা হলো, কেরানকারির জন্য শুধু লাব্বাইকা বিহাজ্জাতিন বলাও বৈধ। সুতরাং যেসব সাহাবি শুধু এটা বলেছেন, তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহরামকে ইফরাদ মনে করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন সে অনুযায়ি। কেরান এর বিপরীত। এগুলোতে ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব।

৫. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোনো বর্ণনায় প্রমাণিত নেই যে, তিনি 'ইফরাদ করেছি' কিংবা 'তামাত্তু করেছি' বলেছেন। তবে হজরত বারা ইবনে আজেব ও আনাস রা. এর বর্ণনায় বিদ্যমান আছে 'কেরান করেছি' শব্দ স্পষ্ট ভাষায় । যেমন– আগে আমরা এর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছি।

৬. কেরানে কষ্ট বেশি। এজন্যও এটি আফজাল।[১৪৬] এর বিপরীত তামাত্তু ও ইফরাদ। এগুলোতে এতো কষ্ট নেই। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে,

---

নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে, فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني। -সংকলক।

[১৪৫] এই জবাবের সমর্থন হয় সুনানে আবু দাউদের বর্ণনার পরবর্তী শব্দাবলি দ্বারা। فبلغ ذلك (أي انكارهم للحل) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لواني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولو لأن معي الهدي لأحللت তথা হালাল হওয়ার প্রতি অস্বীকৃতির বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলো, তখন তিনি বললেন, যদি আমি এ ব্যাপারে আগে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তাহলে আমি কোরবানির পশু সংগে নিয়ে আসতাম না। আমার সংগে যদি কোরবানির পশু না থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম। (১/২৪৯, باب في إفراد الحج)। -সংকলক।

[১৪৬] এর সমর্থন হয় বোখারির বর্ণনা দ্বারা। হজরত আয়েশা রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজন ফিরবে দু'টি কোরবানি করে, আর আমি ফিরবো একটি কোরবানি করে! তখন তাঁকে বলা হলো, তুমি অপেক্ষা করো, যখন তুমি পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তানয়িম হতে বের হয়ে এহরাম বাঁধবে। তারপর অমুক স্থানে আসবে। তবে তা (অনেক কপিতে এখানে আছে- ولكنه على قدر نفقتك لو نصبك তথা তোমার ব্যয় কিংবা কষ্ট অনুপাতে সওয়াব হবে। (১/২৪০, ابوب العمرة، باب أجر العمرة على قدر النصب)। এতে বুঝা গেলো, হজ ও ওমরার ফজিলত হয় কষ্ট অনুপাতে। আর দীর্ঘ কষ্ট এহরামের কারণে সুনিশ্চিতরূপে কেরানেই বেশি হয়। তাছাড়া এক বর্ণনায় আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হজ কি জিনিস? তখন তিনি বললেন, الشعث التفل তথা এলোকেশ এবং ময়লা চুল (বিশিষ্ট হওয়া)। দ্র., ইবনে মাজাহ : ২০৮, باب ما يوجب الحج অর্থাৎ, আসল হাজি সে যে হজের কষ্ট সহ্য করে এলোকেশ এবং ময়লা চুলবিশিষ্ট হয়ে গেছে এবং দীর্ঘ এহরামের কারণে কেরানকারির ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা বেশি। -সংকলক।

أن النبي صلى الله[১৪৭] عليه وسلم سئل : أي الحج افضل؟ قال العج و الثج

'তালবিয়া এবং কোরবানি বেশি হয়, সেটি আফজাল। বাস্তবে কেরানে তালবিয়াও বেশি হয়, আবার কোরবানিও ওয়াজিব হয়। তামাত্তু এর বিপরীত। কেনোনা, তাতে তালবিয়া বেশি হয় না এবং ইফরাদও এর বিপরীত। কেনোনা, কোরবানি তাতে ওয়াজিব হয় না।[১৪৮]

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

অনুচ্ছেদ–১২ : তামাত্তু প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৯)

٨٢٤ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ لَا يَصْنَعُ ذٰلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِيْ ! فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.

৮২৪। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নাওফিল হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও জাহহাক ইবনে কায়স রা.কে হজের সংগে ওমরা মিলানোর কথা (যাকে তামাত্তু বলে) আলোচনা করার সময় বলতে শুনেছেন। জাহহাক ইবনে কায়স বলেছেন, এটা কেবল সেই করতে পারে, যে আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ। তখন সাদ রা. বললেন, ভাতিজা! তুমি খুব খারাপ কথা বললে। তখন হজরত জাহহাক রা. বললেন, কারণ, এ হতে উমর ইবনে খাত্তাব রা. নিষেধ করেছেন। তখন সাদ রা. বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তাঁর সংগে এটি করেছি আমরাও।

---

[১৪৭] সুনানে তিরমিযী : ১/১৩২, باب ما جاء في فضل التلبية والنحر। শব্দ তিরমিযীর। সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১০, باب رفع الصوت بالتلبية العج।
এর অর্থ হলো, জোরে তালবিয়া পড়া। আর والثج এর অর্থ হলো, কোরবানির পশুর রক্ত প্রবাহিত হওয়া। -সংকলক।

[১৪৮] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. কেরানের আফজালতার প্রাধান্যের একটি কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে, 'ওমরা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত হজে প্রবিষ্ট হয়েছে। -সুনানে তিরমিযী : ১/১৪৪, باب منه، بعد باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا। এর দাবি হলো, ওমরা হজের অংশ হয়ে যাওয়া। এটা তো কেবল হজে কেরানেই হয়ে থাকে। মা'আরিফ : ৬/২৯০।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. কেরান এবং কেরানের বর্ণনাগুলোর প্রাধান্যের একটি কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, ইফরাদের বর্ণনাকারি শুধু চারজন- হজরত আয়েশা, ইবনে উমর, জাবের ও ইবনে আব্বাস রা.। আর কেরান বর্ণনা করেছেন চারজন। এবার যদি আমরা তাঁদের বর্ণনা বাদ পড়েছে বলি, তাহলে তাঁদের ব্যতীত কেরানের অন্য বর্ণনাকারির বর্ণনা সাংঘর্ষিক বর্ণনা হতে নিরাপদ হতে যায়। আর যদি আমরা প্রাধান্যের দিকে যাই, তাহলে যার বর্ণনায় কোনো ইজতিরাব ও বর্ণনা নেই, যেমন, হজরত বারা, আনাস, উমর ইবনুল খাত্তাব, ইমরান ইবনে হুসাইন, হাফসা রা. এবং তাঁদের সাথি-সঙ্গী, যাঁদের কথা পেছনে এসেছে, তাঁদের বর্ণনা ধর্তব্যে আনাই আবশ্যক হবে। -জাদুল মা'আদ : ১/২২৭-২২৮, فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته। কেরান এবং কেরানের বর্ণনাগুলোর প্রাধান্যের আরো কিছু কারণের জন্য দ্র. মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৮৯-২৯০ এবং জাদুল মা'আদ : ১/২২৭-২২৮, فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি সহিহ।

٨٢٥ - عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلاَلٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِيْ نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عليه و سلم أَأَمْرَ أَبِيْ نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৮২৫। **অর্থ :** এক ব্যক্তিকে সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ শামি (সিরিয়াবাসী) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর নিকট হজের সংগে ওমরা মিলানো তথা তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, এটা হালাল। ফলে শামি লোকটি বললো, আপনার পিতা তো এ হতে নিষেধ করতেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, বলো দেখি, যদি আমার আব্বা তা হতে নিষেধ করে থাকেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করে থাকেন, তাহলে আমার বাপের বিষয়টি অনুসরণীয় হবে? না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টি? তা শুনে লোকটি বললো, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই এ কাজটি করেছেন। এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী বলেছেন, হজরত আলি, উসমান, জাবের, সাদ, আসমা বিনতে আবু বকর ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাসা রা.-এর হাদিসটি حسن।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি প্রমুখ একদল আলেম ওমরার সংগে তামাত্তু পছন্দ করেছেন। তামাত্তু হলো, হজের মাসগুলোতে ওমরা করা, তারপর সেখানে অবস্থান করে হজ করা। যে লোক তামাত্তুকারি, তার ওপর সহজসাধ্য কোরবানির দম ওয়াজিব। যদি তা না পায় তবে তিনদিন হজের সময় রোজা রাখবে। আর সাতদিন রোজা রাখবে যখন সে পরিবারের নিকট ফিরে আসে। তামাত্তুকারির জন্য মুস্তাহাব হলো, যখন সে হজের সময় তিনদিন রোজা রাখবে, তখন জিলহজের (প্রথম) দশদিন রোজা রাখা। সর্বশেষ দিন হবে আরাফাত দিবস। যদি এ দশদিন রোজা না রাখে, তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক আলেম সাহাবির কথা মতে আইয়ামে তাশরিকে (কোরবানি ঈদের পরের তিনদিন) রোজা রাখবে। তাঁদের শামিল আছেন– হজরত ইবনে উমর ও আয়েশা রা.। মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। অনেকে বলেছেন, আইয়ামে তাশরিকে রোজা রাখবে না। এটি কুফাবাসীর মত।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুহাদ্দেসিনে কেরাম হজে ওমরা মিলিয়ে তামাত্তু করা পছন্দ করেন। এটা শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মত।

দরসে তিরমিযী

عن[১৪৯] محمد بن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل انه سمع سعد بن أبي وقاص و الضحاك بن قيس رضـــ وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن اخي! فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب رضـــ قد نهى عن ذلك،

হজরত উমর ফারুক রা. এবং হজরত উসমান গনি রা. সম্পর্কে প্রমাণিত আছে যে, তাঁরা কেরান এবং তামাত্তু হতে নিষেধ করতেন।[১৫০]

এই নিষেধাজ্ঞাকে আল্লামা নববি রহ. মাহমূলে তানজিহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলেছেন যে, যেহেতু তাঁদের দুই জনের মতে ইফরাদ আফজাল ছিলো, সেহেতু কেরান এবং তামাত্তু হতে নিষেধ করতেন। যেনো তাঁদের মতে এটা হজে ইফরাদের শ্রেষ্ঠত্বের দলিল।[১৫১] কিন্তু হানাফিগণ হজরত উমর রা. প্রমুখের নিষেধাজ্ঞার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মূলত তাঁরা একই বছরে হজ এবং ওমরা উভয়টির জন্য স্বতন্ত্র সফর করাকে কেরানের তুলনায় আফজাল সাব্যস্ত করতেন এবং এই পদ্ধতিটি নিশ্চয় হানাফিদের মতেও আফজাল। এই ব্যাখ্যাটি তামাত্তু হতে নিষেধাজ্ঞা ও কেরান হতে নিষেধাজ্ঞা উভয়টির সংগে সম্পর্ক।[১৫২]

মুসলিমের[১৫৩] বর্ণনা দ্বারা এই ব্যাখ্যাটির সমর্থন হয়। তাতে হজরত উমর রা. বললেন, فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم و أتم لعمرتكم

'তোমাদের হজকে তোমরা ওমরা হতে পৃথক করো। কেনোনা, এটা তোমাদের হজ এবং ওমরা পরিপূর্ণ হওয়ার কারণ।'

মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বারটি এর চেয়েও অধিক স্পষ্ট বর্ণনা,

---

[১৪৯] ইমাম নাসায়ি সুনানে নাসায়িতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। (২/১৪, কিতাবু মানাসিকিল হাজ্জ, বাবুত তামাত্তু)। -সংকলক।

[১৫০] হজরত উমর রা. কর্তৃক নিষেধ এ অনুচ্ছেদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আর হজরত উসমান রা.-এর নিষেধ প্রমাণিত হয়, বোখারি-মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা। সহিহ বোখারির বর্ণনায় আছে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন, আমি হজরত উসমান ও আলি রা.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। উসমান রা. তামাত্তু হতে নিষেধ করছেন। হজ ও ওমরা একত্রে করতে নিষেধ করছেন। যখন, হজরত আলি রা.কে দেখলেন, তিনি হজ ও ওমরার তালবিয়া পড়ছেন– 'লাব্বাইক বিওমরাতিন ওয়াহাজ্জাতিন', তখন তিনি বললেন, আমি কারো কথায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তরফ করার মতো লোক নই। (১/৩১২, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج)। মুসলিমে হজরত সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হজরত আলি ও উসমান রা. ইসফান নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন। হজরত উসমান রা. মুত'আ তথা তামাত্তু হতে নিষেধ করছিলেন। (১/৪০২, باب جواز التمتع)। -সংকলক।

[১৫১] দ্র., শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪০২, باب جواز التمتع। -সংকলক।

[১৫২] মা'আরিফুস সুনান : ৩/২৯৮। -সংকলক।

[১৫৩] (১/৩৯৩, باب بيان وجوه الإحرام)। -সংকলক।

ان اتم[১৫৪] لحجكم وعمرتكم ان تنشئوا لكل منهما سفرا

'তোমাদের পূর্ণাঙ্গ হজ ও ওমরার পন্থা হলো, প্রত্যেকটির জন্য নতুন করে সফর করা।'

হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন যে, কেরান এবং তামাত্তু উভয়টি হতে নিষেধাজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে[১৫৫]। কেরান হতে নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিলো, হজরত উমর রা. এর মতে যদি একজন মানুষ একই বছরে দুইটি সফর করে-একটি স্বতন্ত্র হজের জন্য অপরটি স্বতন্ত্র ওমরার জন্য, তবে তাঁর মতে এই পদ্ধতিটি কেরান এবং তামাত্তু হতে আফজাল। স্পষ্টত এই পদ্ধতিটি হানাফিদের মতেও আফজাল।[১৫৬] কিন্তু যে ব্যক্তি বছরে দুই সফর করার সামর্থ্য না রাখে তার জন্য হজরত উমর রা.-এর মতে কেরানে কোনো মাকরূহের কারণ ছিলো না। বরং তিনি এটাকে আফজাল মনে করতেন তামাত্তু ও ইফরাদ হতে। যেমন– তাহাবিতে[১৫৭] বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন,

يقولون : ان عمر نهى عن المتعة، قال عمر : لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي[১৫৮]

'লোকজন বলে, উমর রা. তামাত্তু করতে নিষেধ করেছেন। উমর রা. বলেছেন, আমি যদি এক বছরে দুইবার ওমরা করতাম, তারপর হজ করতাম তবে এই ওমরা করতাম আমার হজের সংগেই।'

এ থেকে বুঝা যায়, হজরত উমর রা. কেরানের আকাঙ্ক্ষা করতেন। তাহলে এ হতে বাধা দেওয়া কিভাবে সম্ভব? সুতরাং তাঁর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এটাই যে, কেরান এমনিভাবেই তো তামাত্তু এবং ইফরাদ হতে আফজাল, কিন্তু এক সুরতে এর চেয়েও আফজাল। সুতরাং এর পরিবর্তে তা অবলম্বন করা উচিত।

অর্থাৎ, এক বছরে হজের জন্য ভিন্ন সফর করবে এবং উমরার জন্যও ভিন্ন সফর করবে। এতে কারো কোনো মতপার্থক্য নেই।

---

[১৫৪] ফতহুল বারি : ৩/৩৪০, باب بيان وجوه التمتع والقران والإفراد بالحج। -সংকলক।

[১৫৫] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/২৯৮-৩০২। -সংকলক।

[১৫৬] যেমন, ইমাম মুহম্মদ রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তির ওমরা করা, তারপর তার পরিবারে ফিরে এসে, তারপর হজ করা, আবার ফিরে আসা এবং এটা দুই সফরে করা, কেরান অপেক্ষা আফজাল। তবে কেরান আফজাল হলো, হজে ইফরাদ ও মক্কা হতে ওমরা হতে এবং তামাত্তু ও মক্কা হতে হজ অপেক্ষা। কেনোনা, কেউ যখন কেরান করবে তখন তার ওমরা এবং হজ তবে তার শহর হতে। আর যখন তামাত্তু করবে তখন তার হজ হবে মক্কা হতে। আর যখন হজে ইফরাদ করবে তখন তার ওমরা হবে মক্কা হতে। সুতরাং কেরান আফজাল। এটা আবু হানিফা ও আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মত। -মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ২০০, باب القران بين الحج والعمرة। -সংকলক।

[১৫৭] ১/৩১৮ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع। -সংকলক।

[১৫৮] ইমাম তাহাবি রহ. ওপরযুক্ত বর্ণনাটি দুই সনদে উল্লেখ করেছেন।

১. حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت طاؤسا يحدث عن ابن عباس رضـــ ...

২. حدثنا حسين بن نصر قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا ابو نعيم قال سفيان عن سلمة عن طاؤس عن ابن عباس رضـــ ...। -সংকলক।

তামাত্তু হতে নিষেধাজ্ঞার প্রসিদ্ধ কারণ হলো এটা যে, হজরত উমর রা. মক্কা মুকাররমায় হালাল হওয়ার পর হজের সময় এহরাম বাঁধা ভালো মনে করতেন না।[১৫৯] আর এটা এমনই ছিলো, যেমন– অনেক সাহাবি এটা মাকরূহ প্রকাশ করে বিদায় হজে বলতেন,

أنطلق[১৬০] الى منى ونكورنا تقطر

'এমন অবস্থায় আমরা কি মিনার দিকে চলবো, যখন আমাদের পুরুষাঙ্গগুলো বীর্যস্খলন করবে।'

তবে এর ওপর প্রশ্ন ওঠে হয় যে, হজরত উমর রা. শুধু নিজের রায় অনুযায়ি তামাত্তুকে মাকরূহ মনে করতেন কিভাবে। অথচ তিনি জানতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তুর হুকুম দিতেন?[১৬১]

আহকারের মতে সবচেয়ে আফজাল কারণ হলো, আল্লামা উসমানি রহ. কর্তৃক যেটি ইলাউস সুনানে[১৬২] বর্ণিত। সে কারণটি হলো, বস্তুত হজরত উমর রা. পারিভাষিক তামাত্তু হতে নিষেধ করতেন না। বরং তিনি হজকে বাতিল করে ওমরার দিকে যেতে বারণ করতেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, বিদায় হজে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব সাহাবায়ে কেরামকে যারা ইফরাদ করেছিলেন, কিংবা কোরবানির পশু না এনে কেরানের এহরাম বেঁধেছিলেন, তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেনো হজ বাতিল করে ওমরার ওপর আমল করে তাওয়াফ-সায়ীর পর হালাল হয়ে যান। যাতে হজের মাসগুলোতে ওমরা মাকরূহ হওয়া সংক্রান্ত জাহেলি আকিদা খণ্ডিত হয়ে যায়। এজন্য হজরত জাবের রা. হতে একটি সুদীর্ঘ বর্ণনায় বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة[১৬৩]

'কোরবানির পশু তোমাদের মধ্যে যার নিকট নেই, সে যেনো হালাল হয়ে যায় এবং এই হজকে যেনো ওমরায় পরিণত করে।'

---

[১৫৯] এর সমর্থন হয়, মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা– ''عن ابي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسألة، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكم كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الإراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم'' তথা আবু মুসা রা. মুত'আ তথা তামাত্তুর ফতওয়া দিতেন। তখন তাকে এক ব্যক্তি বললো, আপনি আপনার অনেক ফতওয়া স্থগিত করুন। কেনোনা, আপনি জানেন না, আমিরুল মুমিনিন রা. পরবর্তীতে হজের আহকাম সম্পর্কে কি নতুন হুকুম চালু করেছেন। তারপর তিনি উমর রা.-এর সংগে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, তখন উমর রা. বললেন, আমি জানি যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরান এ কাজ করেছেন। তবে আমি অপছন্দ করলাম, এ বিষয়টি যে, তারা পিলু গাছের নিচে রাত্রি যাপন করবে? তারপর হজের জন্য বিকেলের সময় চলে যাবে তখন যে তাঁদের লজ্জাস্থানগুলো ফোঁটা ফোঁটা বীর্যপাত করবে। (১/৪০১, باب جواز تعليق الاحرام। -সংকলক।

[১৬০] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৪৯, باب في افراد الحج। -সংকলক।

[১৬১] যেমন, একাধিক বর্ণনা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশ করার বিষয়টি জানা যায়। মুসলিমে ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনায় আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে বললেন, যে কোরবানির পশু আনেনি, সে যেনো বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ে এবং চুল ছেটে ও হালাল হয়ে যায়, তারপর হজের জন্য হালাল হয় ও কোরবানির পশু নিয়ে যায়। ৯১/৪০৩, باب وجوب الدم علي المتمتع। -সংকলক।

[১৬২] ১০/২৬০, باب إفراد الحج والعمرة। -সংকলক।

[১৬৩] সহিহ মুসলিম : ১/৩৯৬, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم। -সংকলক।

তবে এই পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামের সংগে খাস ছিলো এবং তাঁদের জন্য শুধু সেই বছরেই উপকারিতার ভিত্তিতে জায়েজ করা হয়েছিলো। যেমন– সুনানে আবু দাউদের[১৬৪] এক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়– عن سليم بن الاسود ان ابا ذر رضــــ كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

'সুলায়ম ইবনে আসওয়াদ হতে বর্ণিত, হজরত আবু জর রা. সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেন, যিনি হজ্জ শুরু করে তারপর এটিকে বাতিল করে ওমরার করেছেন, এটা শুধু সেসব আরোহির জন্য ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে যাঁরা ছিলেন।

তাছাড়া সুনানে নাসায়িতে[১৬৫] বর্ণিত হজরত বিলাল ইবনে হারিস রা. হতে বর্ণিত একটি বর্ণনা দ্বারাও তাই বুঝা যায়। তিনি বলেন, قلت يا رسول الله! أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة

'আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ! হজ বাতিল করাটা শুধু আমাদের জন্য খাস, না সব লোকের জন্য? জবাবে তিনি বললেন, বরং আমাদের জন্য খাস।'[১৬৬]

হজ বাতিল করে ওমরার এই পদ্ধতি যদিও বিশেষ লোকদের জন্য ছিলো কিন্তু অনেকে মনে করতে শুরু করলো যে, এর বৈধতা সমস্ত মুসলমানের জন্য। এর ওপর হজরত উমর রা. সতর্ক করেছেন এবং তামাত্তু কিংবা মুত'আ শব্দ দিয়ে তা হতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম যুগে এই শব্দগুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতো। তার মধ্যে একটি অর্থ পারিভাষিক তামাত্তু, আরেকটি অর্থ হজ্জ বাতিল করে ওমরা করাও। যেমন, হাফেজ রহ. ফতহুল বারিতে[১৬৭] উল্লেখ করেছেন। এজন্য সহিহ মুসলিমে[১৬৮] হজরত আবু জর রা.-এর বর্ণনা كانت

---

[১৬৪] ১/২৫১-২৫২, كتاب المناسك، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى। -সংকলক।

[১৬৫] ২/২২, كتاب المناسك، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي। -সংকলক।

[১৬৬] সুনানে আবু দাউদে এই হাদিসটিই নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ বাতিল করা আমাদের জন্য খাস? না আমাদের পরবর্তীদের জন্য? জবাবে তিনি বললেন, বরং তোমাদের জন্য খাস।

(১/২৫২, باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة)। -সংকলক।

[১৬৭] ৩/৩৩৪, باب التمتع والقران والأفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي। এখানে তামাত্তু শব্দটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাফেজ রহ. বলেন, তামাত্তুয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো, হজের মাসগুলোতে ওমরা করা। তারপর সে ওমরা হতে হালাল হওয়া, তারপর সেই বছরেই হজের এহরাম বাঁধা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي। তামাত্তু শব্দটি পূর্ববর্তীদের পরিভাষায় কেরানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হতো। ইবনে আবদুল বার রহ. বলেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতপার্থক্য নেই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী فمن تمتع بالعمرة إلى الحج তে যে তামাত্তু উদ্দেশ্য সেটা হলো, হজের আগে হজের মাসগুলোতে ওমরা করা। তিনি বলেছেন, তামাত্তুর আরেকটি অর্থ হলো কেরান। কেনোনা, সে নিজ শহর হতে অন্য আরেকটি হজ করার জন্য অপর একটি সফরের মুখাপেক্ষী হলো না। আর এই সফরটি না করার ফলে সে উপকৃত হয়ে গেলো। তামাত্তুর আরেকটি প্রকার হলো, হজ বাতিল করে ওমরার দিকে চলে যাওয়া। -সংকলক।

[১৬৮] ১/৪০২ باب التمتع بالحج। মুসলিমেই হজরত আবু জর রা.-এর একটি বর্ণনা এমনিভাবে বর্ণিত আছে, 'এটি আমাদের জন্য ছিলো অবকাশ'। অর্থাৎ, হজে তামাত্তু করা। -সংকলক।

المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة তে মুত'আ ফিল হজ্ব দ্বারা হজ্ব বাতিল করে ওমরা করাই উদ্দেশ্য।

মূলকথা, যেসব বর্ণনায় হজরত উমর কিংবা উসমান গনি রা. হতে তামাত্তুর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে, সেগুলোতে হজ্ব বাতিল করে ওমরা করা উদ্দেশ্য। যার বৈধতা বিশেষিত ছিলো বিদায় হজ্বের সংগে। তা না হলে পারিভাষিক তামাত্তুর বৈধতা সম্পর্কে তাদের কারো কোনো সন্দেহ ছিলো না।[১৬৯] বিশেষ করে হজরত উমর রা. তো তামাত্তু কামনা করতেন বলে বর্ণিত আছে। তিনি বললেন,

لو حججت لتمتعت[১৯০] ثم لو حججت لتمتعت

---

[১৬৯] এটা হতেও পারে কিভাবে? কারণ, পারিভাষিক তামাত্তুর বৈধতা আল্লাহর কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী আছে, فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي। সূরা বাকারা : আয়াত : ১৯৬, পারা : ২। এ কারণেই হজরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, 'তিনি তামাত্তু হজ্ব হতে হজরত উমর রা. কর্তৃক নিষেধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, না। আল্লাহর কিতাবের পর? হজরত নাফে' সম্পর্কে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, উমর রা. কি হজ্বে তামাত্তু সম্পর্কে নিষেধ করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, না। জাদুল মা'আদ ১/২৫০, فصل في اهلاله صلى الله عليه وسلم بالحج। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক সূত্রে।

তাছাড়া সুনানে আবু দাউদে হজরত উসমান রা. সম্পর্কে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, ইবরাহিম তাইমি-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজরত উসমান রা. কে হজ্বে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন, এটি আমাদের জন্য ছিলো, তোমাদের জন্য নয়। -জাদুল মা'আদ : ১/২৫২। -সংকলক।

[১৯০] আছরাম রহ. তাঁর সুনানে এবং অন্যরাও উল্লেখ করেছেন। -জাদুল মা'আদ : ১/২৫০। তাছাড়া জাদুল মা'আদে (১/২৫০) মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক সূত্রে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস বর্ণিত আছে, তোমরা কি এটা মনে করো যে, তিনি তথা উমর রা. তামাত্তু হতে নিষেধ করেছেন? আমি নিজে শুনেছি, তিনি বলছেন, যদি আমি ওমরা করে তারপর হজ্ব করি, তাহলে অবশ্যই তামাত্তু করবো।

ইবনুল আছির জাজরি রহ. জা'মিউল উসুলে (৩/১১৫, নং ১৪০০ التمت وفسخ الحج) সুনানে নাসায়ি সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমর রা.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে তামাত্তু করতে নিষেধ করছি না। এটা আল্লাহর কিতাবে আছে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। অর্থাৎ, হজ্বের মধ্যে ওমরা। তবে সুনানে নাসায়ির ছাপা কপিতেই এই বর্ণনাটি قال سمعت عمر رضــ يقول : والله لا أنها كم عن المتعة وأنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني : العمرة في الحج শব্দে বর্ণিত আছে।

দ্র., ২/১৫, তামাত্তু। এতে বুঝা যায় যে, আল্লামা ইবনুল আছির রহ.-এর নিকট সুনানে নাসায়ির যে কপি ছিলো, তাতে বর্ণনা ছিলো لا انهاكم। বর্ণনার পূর্বাপর দ্বারা এই কপিটির সমর্থন হয়। আর যদি বর্ণনার শব্দ لأنهاكم ই মেনে নেওয়া হয়, তবুও বর্ণনার অর্থ এই হবে যে, আমি বিশেষ মুত'আ তথা হজ্ব বাতিল করে ওমরার দিকে যেতে নিষেধ করছি। তা না হলে পারিভাষিক মুত'আ বা তামাত্তু তো আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান আছে। এ হতে নিষেধ করার কি প্রশ্ন আসে?

অবশ্য একটি বর্ণনা (যেটি আমরা পেছনেও উল্লেখ করেছি)। এমন আছে, যা থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, হজরত উমর রা. পারিভাষিক তামাত্তুকে অপছন্দ করতেন। এতে হজরত উমর রা. বলেন, 'আমি জানি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এটা করেছেন। তবে লোকজন স্ত্রীলোকদের নিয়ে পিলু গাছের নিচে রাতে অবস্থান করে, তারপর হজ্বের দিকে পুরুষাঙ্গ বীর্যপাত করা অবস্থায় রওয়ানা করবে– এটা আমি অপছন্দ করি। (মুসলিম ১/৪০১ باب جواز تعليق الإحرام) : তবে বাস্তবতা হলো, অন্যান্য দলিলের আলোকে এই বর্ণনাটিও হজ্ব বাতিল করে ওমরার দিকে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর বিস্তারিত প্রশান্তিদায়ক জবাব দিয়েছেন আল্লামা উসমানি রহ.। তিনি এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

'আমি যদি হজ করতাম তাহলে অবশ্যই তামাত্তু করতাম। তারপর যদি আমি হজ করতাম তাহলে অবশ্যই তামাত্তু করতাম।' والله اعلم

আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., ইলাউস সুনান ১০/২৫৮-২৭৪, باب افراد فقال سعد : قد صنعها

رسول الله صلى الله عليه وسلم দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারিভাষিক তামাত্তু করেছেন বরং এখানে তামাত্তু দ্বারা উদ্দেশ্য হজ ও ওমরা একত্রিত করা তথা কেরান। কেনোনা, কারো মতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু করেননি। অবশ্য হাম্বলিদের একটি দল দাবি করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তুকারি ছিলেন।[১৭১] এর দলিল এই পেশ করেছেন যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. বলতেন, আমি মারওয়া পাহাড়ের নিকট কাঁচি[১৭২] দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল খাটো করে দিয়েছিলাম।[১৭৩] আর মারওয়ার নিকট চুল ছাঁটা তখনই সম্ভব, যদি তিনি ওমরা করে হালাল হয়ে যান। আর এই পদ্ধতিটি সম্ভব শুধু তামাত্তুকারি হলেই।

জবাব হলো– হজরত মুয়াবিয়া রা. এর এই ঘটনা হজের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং জি'রানার ওমরার সংগে সংশ্লিষ্ট।[১৭৪] সুতরাং এর দ্বারা নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তামাত্তুকারি হওয়ার ওপর

قالوا : فقوله : فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (أي امر به، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ حجه الى العمرة قط، كما تظافرت به الأحاديث) ولكن كرهت الخ'' يدل على لنه كان ينكر التمتع المعروف قلنا : إنه اطلق الكراهة وأراد التحريم، وكثيرا ما يطلق ذلك، ولم يكن ليمنع بالرأي ما جوزه النبي صلى الله علي وسلم، وإنما تمسك لحرمة الفسخ، بل العلة إنما هو في قوله تعالى ''وأتموا الحج والعمرة'' الخ وذكر الكراهة إنما هو لتأييد النص بكونه موافقا للقياس''

ইলাউস সুনান : ১০/১৬১, باب إفراد الحج والعمرة الخ। -সংকলক।

[১৭১] যেমন, কাজি আবু ইয়ালা রহ. প্রমুখ বলেছেন, জাদুল মা'আদ : ১/২২৩, فصل في أغلاط العلماء في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحجته। -সংকলক।

[১৭২] এ শব্দটির م এ যের, ش এ সাকিন এবং ق এ যবর। আবু উবাইদ প্রমুখ বলেছেন এটি হলো, তীরের ধার, এটা যখন লম্বা হয়, চওড়া না হয়। -শরহে সহিহ মুসলিম নববি : ১/৪০৮, باب جواز تقصير المعتمر। -সংকলক।

[১৭৩] ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. তাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি মারওয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছেঁটে দিয়েছিলাম একটি কাঁচি দিয়ে। কিংবা বলেছেন, আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর চুল কাঁচি দিয়ে ছাঁটা হচ্ছে। তখন তিনি ছিলেন মারওয়ায়। -সহিহ মুসলিম : ১/৪০৮, باب جواز تقصير المعتمر। এ বর্ণনাটি আবু দাউদও শাব্দিক কিছু পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। (১/২৫১, باب في الإقران, ১/২৩৩, كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير عند الإحلال)। এতে মারওয়ার উল্লেখ নেই। -সংকলক।

[১৭৪] ইমাম নববি রহ. এ হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ হাদিসটি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছাঁটা হয়েছিলো জি'রানার ওমরাতে। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে ছিলেন কেরান আদায়কারি। এ সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনা আগে এসেছে এবং একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মাথা মুণ্ডিয়েছেন মিনায়। আবু তালহা রা. তাঁর কেশ মুবারক লোকজনের মাঝে বণ্টন করছিলেন। সুতরাং হজরত মুয়াবিয়া রা. কর্তৃক চুল ছাঁটার বিষয়টি বিদায় হজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হবে না। কেনোনা, মুয়াবিয়া রা. তখন মুসলমান ছিলেন না। তিনি তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন মক্কা বিজয়ের দিন অষ্টম হিজরিতে। এটাই হলো, সহিহ ও প্রসিদ্ধ। যারা এটিকে বিদায় হজের ক্ষেত্রে প্রয়োগের উক্তি করেছেন এবং বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তুকারি ছিলেন তাদের মন্তব্য বিশুদ্ধ নয়। কেনোনা, এটা চরম ভ্রান্ত মত

দলিল পেশ করা যায় না।[১৭৫]

قوله: واول من نهى عنه معاوية[১৭৬] এই বর্ণনা দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায়, হজরত মুয়াবিয়া রা. তামাত্তু হতে নিষেধ করতেন। বরং সর্বপ্রথম তামাত্তু হতে নিষেধ করেছেন তিনিই। তবে আল্লামা উসমানি রহ. ইলাউস সুনানে[১৭৭] এর এই জবাব দিয়েছেন যে, মূলত হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর উদ্দেশ্য হজ্জে তামাত্তু হতে নিষেধ করা ছিলো না। বরং ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া রদ করা উদ্দেশ্য ছিলো। যিনি বলতেন,

من جاء مهلا بالحج، فإن الطواف[১৭৮] بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى

ব্য। মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত প্রচুর সহিহ হাদিস এর সমর্থন করে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কি হলো? লোকজন হালাল হয়ে গেছে? আর আপনি হালাল হননি? জবাবে তিনি বললেন, আমি আমার মাথায় তালবিদ (চুলে প্রলেপ লাগিয়েছি) করেছি এবং আমার কোরবানির পশুর গলায় হার বেঁধেছি। সুতরাং কোরবানির পশু কোরবানি করা পর্যন্ত আমি হালাল হবো না। আরেক বর্ণনায় আছে, হজ্জের আগে আমি হালাল হবো না, বা হতে পারি না। والله اعلم। নববি-আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪০৮, باب جواز تقصير المعتمر। -সংকলক।

[১৭৫] কিন্তু এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, অনেক হাদিস গ্রন্থে হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর ওপরযুক্ত বর্ণনা এমন শব্দে বর্ণিত আছে, যা থেকে দৃশ্যত বুঝা যায় যে, এই ঘটনাটি ওমরার সংগে নয়, বরং হজ্জের সংগেই সংশ্লিষ্ট। সুনানে আবু দাউদে হাসান ইবনে আলি সূত্রে أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة بحجة এর অর্থে শব্দে বর্ণিত আছে। দ্র., ১/২৫১, باب في الإقران। মুসনাদে আহমদে এই বর্ণনাটি কায়েস ইবনে সাদ-আতা সূত্রে এভাবে বর্ণিত আছে, أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم'' ফতহুল মুলহিম : ৩/৩১২, باب جواز بقصير المعتمر।

এর জবাব এই যে, বিশুদ্ধতম বর্ণনা হলো, বোখারি-মুসলিমেরটি। তাতে এ ধরনের অতিরিক্ত কথা বর্ণিত নেই। আর অন্যান্য বর্ণনা মা'লূল বা ত্রুটিপূর্ণ। কিংবা হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর ভুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্য হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, أما رواية من روي في أيام العشر'' فليست في الصحيح، وهي معلولة أو وهم عن معاوية رضــ، قال قيس بن سعد : ''روايتها عن عطاء عن ابن عباس رضــ عنه'' والناس ينكرون هذا على معاوية، ، وصدق قيس فنحن نحلف بالله أن هذا ما كان في العشر قط'' । -জাদুল মা'আদ : ১/২৯৯, فصل في تمتعه صلى الله عليه وسلم وإحرامه

আল্লামা আলি আল মুত্তাকি রহ. ইবনে জারির রহ.-এর তাহজিবুল আছার সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عن جبير بن مطعم رضــ قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم على المروة في عمرة وهو يقص بمشقص وهو يقول : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة''

-কানজুল উম্মাল : ৫/৮৫, নং-৬৯২, আল কেরান। এই বর্ণনা দ্বারা বাহ্যত এটাই বুঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু করেছিলেন। এই বর্ণনাটির সনদ সম্পর্কে আহকারের তাহকিক নেই। যদি এটি সূত্রগতভাবে সহিহও হয়, তবুও সেসব মুতাওয়াতির বা মশহুর বর্ণনার বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে না। যেগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে শুধু মিনাতেই হালাল হয়েছেন, এর আগে হালাল হননি। এ বিষয়টি আগেও এসেছে। -সংকলক।

[১৭৬] ইমাম নাসায়ি রহ.ও শাব্দিক কিছু পরিবর্তন সহকারে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। দ্র., (২/১৫, كتاب مناسك الحج، التمتع)। -সংকলক।

[১৭৭] ১০/২৭০, باب إفراد الحج والعمرة الخ। -সংকলক।

[১৭৮] আবদুর রাজ্জাক মা'মার-কাতাদা-আবুশ শা'ছা-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -জাদুল মা'আদ :

"হজ্জে ইফরাদের এহরাম বেঁধে যে ব্যক্তি আসে, সে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে হজ বাতিল করে ওমরা করে ফেলবে। তার মনে চাক, বা না চাক।" যখন ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া প্রসিদ্ধ হলো এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হলো, তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. তা খণ্ডনের উদ্দেশে লোকজনের ওপর জোর দিলেন যে, তারা যেনো শুধু হজ্জে ইফরাদের এহরাম বাঁধেন এবং ওমরাকে এর সংগে একত্রে না করেন, না কেরানের সুরতে, না তামাত্তুর সুরতে। তাঁর উদ্দেশ্য তামাত্তু কিংবা কেরান হতে বারণ করা ছিলো না বরং এই বিষয়টি স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিলো যে, ওমরা ব্যতীত হজ্জে ইফরাদ করা বিনা মাকরূহ বৈধ।

باب ما جاء في التلبية

অনুচ্ছেদ-১৩ : লাব্বাইক বলা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৯)

٨٢٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَتْ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

৮২৬। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া ছিলো–

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, যদি তালবিয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য সম্মানজনক কোনো শব্দ বা বাক্য অতিরিক্ত করে, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই ইনশা আল্লাহ। অবশ্য আমার নিকট প্রিয় হলো, শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া পড়া। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আমরা যে বললাম, আল্লাহ তা'আলার জন্য সম্মানজনক কোনো শব্দ তালবিয়াতে বাড়ালে কোনো অসুবিধা নেই– এর কারণ হলো, হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া মুখস্থ করেছিলেন। তিনি নিজের পক্ষ হতে তার তালবিয়াতে আরো বাড়িয়ে বলেছিলেন,

লাব্বাইকা ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু।'

٨٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ أَهَلَّ فَانْطَلَقَ يُهِلُّ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ هٰذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَزِيْدُ مِنْ عِنْدِهِ فِيْ أَثَرِ تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

২/১৮৬, শু'আইব আল আরনাউত এবং আবদুল কাদির আল আরনাউতের তাহকিকসহ।

৮২৭। **অর্থ : ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি এহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে চললেন–** تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك বর্ণনাকারি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলতেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়ার পরে নিজের পক্ষ হতে বাড়িয়ে বলতেন, ((لبيك لبيك، وسعديك والخير في يديك لبيك، والرغباء اليك والعمل))

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ

অনুচ্ছেদ–১৪ : তালবিয়া ও কোরবানির ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৯)

٨٢٨ – عَنْ أَبِيْ بَكْرٍنِ الصِّدِّيْقِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ.

৮২৮। **অর্থ :** আবু বকর সিদ্দিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোন্ হজ আফজাল? তিনি বললেন, যাতে জোরে তালবিয়া পড়া ও কোরবানি দেওয়া হয়।

٨٢٩ – عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ إِلَّا لَبّٰى مِنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ أَوْ عَنْ شِمَالِهٖ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا.

৮২৯। **অর্থ :** সাহল ইবনে সাদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান তালবিয়া পড়ে (তার সংগে সংগে) তার ডানে-বামে অবস্থিত পাথর, গাছ এবং মাটি তালবিয়া পড়ে। এমনকি জমিন এখান হতে ওখান পর্যন্ত। অর্থাৎ, পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত যতোটুকু জমিন আছে, ততোটুকু পর্যন্ত সবকিছুই তালবিয়া পড়ে।

٨٢٩– عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ.

৮২৯। **অর্থ :** সাহল ইবনে সাদ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইসমাইল ইবনে আইয়াশের হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু বকর রা.-এর হাদিসটি গরিব। এটি আমরা কেবল ইবনে আবু ফুদাইক-জাহহাক ইবনে উসমান সূত্রেই জানি। মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির আবদুর রহমান ইবনে ইয়ারবু' হতে হাদিস শুনেননি। মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির, সায়িদ ইবনে আবদুর রহমান ইয়ারবু'-তার পিতা সূত্রে এ হাদিস ব্যতীতও অন্য হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবু ফুদাইক-জাহহাক ইবনে উসমান-মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির-সায়িদ ইবনে আবদুর রহমান ইয়ারবু'-তার পিতা-আবু বকর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এতে জিরার ভুল করেছেন।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, আহমদ ইবনুল হাসান রহ.কে আমি বলতে শুনেছি, আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির-আবদুর রহমান ইবনে ইয়ারবু'-তার পিতা সূত্রে যিনি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, এ হাদিসে তিনি ভুল করেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, তার সামনে আমি জিরার ইবনে সুরাদ-ইবনে আবু ফুদাইক সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, এটি ভুল। আমি বললাম, তিনি ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারিও ইবনে আবু ফুদাইক হতেও তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তা শুনে তিনি বললেন, এটি কিছুই নয়। তারাতো শুধু ইবনে আবু ফুদাইক হতেই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এখানে সায়িদ ইবনে আবদুর রহমানের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি জিরার ইবনে সুরাদকে দুর্বল সাব্যস্ত করছেন। বস্তুত عج এর অর্থ হলো, উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা। আর ثج এর অর্থ হলো, কোরবানির পশু জবাই করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ : উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৬৯)

٨٣٠ -عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ.

৮৩০। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ ইবনুস সাইব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **জিবরাইল** আ. আমার নিকট এসে নির্দেশ দিলেন– যেনো আমি আমার সাহাবিগণকে নির্দেশ করি– উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়তে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, জায়দ ইবনে খালেদ, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, খাল্লাদ কর্তৃক তার পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি حسن صحيح। অনেকে বর্ণনা করেছেন, এ হাদিসটি খাল্লাদ ইবনে সাইব-জায়দ ইবনে খালেদ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তবে এটি বিশুদ্ধ নয়। সহিহ হলো খাল্লাদ ইবনে সাইব-তার পিতা (তিনি হলেন খাল্লাদ ইবনে সাইব ইবনে খাল্লাদ ইবনে সুয়ায়দ আনসারি)-তার পিতা সূত্রে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : এহরামের সময় গোসল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭১)

٨٣١ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.

৮৩১। **অর্থ : জায়দ ইবনে** সাবেত রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, তিনি এহরামের জন্য কাপড় পাল্টিয়ে গোসল করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

অনেক আলেম এহরামের সময় গোসল করা মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. এ মতই পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَوَاقِيْتِ الْإِحْرَامِ لِأَهْلِ الْآفَاقِ

অনুচ্ছেদ–১৭ : আফাকিদের জন্য এহরামের মিকাতসমূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭১)

٨٣٢ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِيْ الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِّنْ قَرْنٍ قَالَ وَيَقُوْلُوْنَ (وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

৮৩২। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোথা হতে হজের এহরাম বাঁধবো? জবাবে তিনি বললেন, মদিনাবাসী জুলহুলাইফা হতে বাঁধবে, আর শামবাসী জুহফা হতে, নজদবাসী করন হতে এহরাম বাঁধবে। বর্ণনাকারি বলেন, লোকজন বলেন, ইয়ামানবাসীরা (এহরাম বাঁধবে) ইয়ালামলাম হতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

আলেমগণের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত।

٨٣٣ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ.

৮৩৩। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচ্যবাসীর জন্য মিকাত নির্ধারণ করেছেন আকিক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

মুহাম্মদ ইবনে আলি হলেন, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে হুসাইন ইবনে আলি ইবনে আবু তালেব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَا لَا يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ

অনুচ্ছেদ–১৮ প্রসংগ : মুহরিমের জন্য কি কি পোশাক পরা অবৈধ? (মতন পৃ. ১৭১)

٨٣٤ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

৮৩৪। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি কি পোশাক পরার নির্দেশ দেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ি এবং মোজা পরো না। তবে কারো যদি জুতা বা চপ্পল না থাকে, তবে সে যেনো মোজা পরিধান করে এবং মোজা পায়ের উঁচু হাড় হতে কেটে দেবে। অবশ্য তোমরা জাফরান এবং ওয়ারস তথা এ রঙে রঙিন কোনো পোশাক পরিধান করো না। মুহরিম মহিলা মাথায় নেকাব পরবে না এবং হাত মোজাও পরবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

لا تلبس[১৭৯] القميص[১৮০] ولا السراويلات، ولا البرانس[১৮১] ولا العمائم ولا الخفاف، إلا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما اسفل من الكعبين

কাবাইন দ্বারা উদ্দেশ্য পায়ের মধ্যস্থলের হাড়, টাখনু নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, হাড় যেনো জুতার ভেতর চলে না যায়। এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ রহ. সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। অভিধান ও ফিকহ উভয়েরই ইমাম তিনি।[১৮২]

ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس[১৮৩]، و لا تنتقب المرأة الحرام

মহিলার চেহারায় এহরাম অবস্থায় এমনভাবে নেকাব দেওয়া অবৈধ, যার ফলে নেকাব চেহারার সংগে স্পর্শ করে। অবশ্য নেকাব এভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া প্রমাণিত আছে যে, তা চেহারার সংগে স্পর্শ করবে না। হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসে আছে, তিনি বলেন,

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا حاذوا بنا سدلت إحدانا[১৮৪] جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه

---

[১৭৯] ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (১/২০৮, ২০৯, باب ما لا يلبس الحرم من الثياب) এবং ইমাম মুসলিম রহ. সহিহ মুসলিমে (১/৩৭২-৩৭৩ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৮০] এমনই আছে ভারতীয় কপিতে। (৩/১৯৪-১৯৫)। শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির তাহকিককৃত লেবাননি কপিতে রয়েছে, لا تلبسوا القمص বহুবচনের শব্দ। জামিউল উসুলে (৩/২২-২৩ নং ১২৯১, كتاب الحج النوع الأول في اللباس) অনুরূপ আছে। -সংকলক।

[১৮১] এ শব্দটি বুরনুস এর বহুবচন। এক ধরণের লম্বা টুপি। আরবে পরিধান করা হতো। কিংবা এমন পোশাক যার কিছু অংশ টুপির স্থলে কাজে লাগে। -সংকলক।

[১৮২] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/১৬১-১৬২ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب। -সংকলক।

[১৮৩] এক প্রকার উদ্ভিদ। যেগুলো রঙের কাজে ব্যবহৃত হয়। এর সংগে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/১৬২। -সংকলক।

[১৮৪] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৫৪, باب في المحرنة تغطي وجهها ইমাম মুহাম্মদ রহ. স্বীয় মুয়াত্তায় লিখেন, মহিলার জন্য নেকাব পরিধান করা উচিত নয়। চেহারা ঢাকতে চাইলে কাপড় তার ওড়নার ওপর দিয়ে চেহারার ওপর ঝুলিয়ে দিবে এবং এটাকে

'আমাদের নিকট দিয়ে আরোহিগণ অতিক্রম করতেন। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে মুহরিম অবস্থায় থাকতাম। লোকজন যখন আমাদের বরাবর এসে যেতো, তখন আমাদের কেউ তার নেকাব মাথা হতে চেহারার ওপর ঝুলিয়ে দিতো। যখন লোকজন আমাদের কাছ হতে অতিক্রম করতো তখন আমরা তা খুলে ফেলতাম।'

এ থেকে বুঝা গেলো, পর পুরুষের উপস্থিতিতে চেহারার ওপর এমনভাবে নেকাব ফেলে দেওয়া আবশ্যক যাতে নেকাব মুহরিমার চেহারার সংগে স্পর্শ না করে। আর যদি এটা অসম্ভব হয়, তাহলে পুরুষদের জন্য ওয়াজিব চোখ অবনত করে রাখা।[১৮৫]

و لا تلبسوا القفازين বাহ্যত এর বিপরীত হানাফিদের মাজহাব। কেনোনা, তাঁদের মতে মহিলার জন্য হাত মোজা পরা বৈধ।[১৮৬] এই হাদিসের জবাব হলো– এখানে ''و لا تنتقب'' হতে নিয়ে ''و لا تلبس القفازين'' পর্যন্ত বাক্য হজরত ইবনে উমর রহ. কর্তৃক প্রবিষ্ট। মুহাদ্দিসিনে কেরাম তা স্বীকার করেছেন। এ হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ.ও সহিহ বোখারিতে কয়েকটি স্থানে বর্ণনা করেছেন।[১৮৭] কিন্তু একটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও এ বাক্যটি বর্ণনা করেননি। আর যেখানে বর্ণনা করেছেন, সেখানে নিজের আচরণ দ্বারা এটা যে প্রবিষ্ট এর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।[১৮৮] তাছাড়া এই অতিরিক্ত অংশটুকু যদি মারফূ' বলে প্রমাণিত হয়ে যায়, তবুও এটা মাকরূহে প্রযোজ্য হবে তানজিহির ক্ষেত্রে।

চেহারা হতে দূরে রাখবে। এটাই আবু হানিফা রহ. ও আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মত। (২১০, باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب)। -সংকলক।

[১৮৫] রদ্দুল মুহতার আলাদ্দুররিল মুখতার : ২/১৮৯-১৯০, কেরান অনুচ্ছেদের সামান্য আগে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য সেখানে দ্র.। ই'লাউস সুনানে আছে, মুসনাদে শাফেয়িতে তাঁদের মাজহাব অনুযায়ি আমি একটি স্পষ্ট আছর পেয়ে গেলাম। সেটি সায়িদ ইবনে সালেম-ইবনে জুরাইজ-আতা-ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলা তার ওপর তার পর্দার কাপড় ঝুলিয়ে দিবে।

তবে তা (চেহারা) স্পর্শ করবে না। আমি বললাম মহিলার কোন্ অংশ স্পর্শ করবে না? তখন তিনি এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, পর্দা এভাবে রাখবে, যেভাবে মহিলা বড় চাদর পরিধান করে। তারপর মহিলার গণ্ডের ওপর যে পর্দা থাকে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মহিলা তার গণ্ড ঢেকে রাখবে না। যার ফলে চেহারার ওপর কাপড়ের স্পর্শ হয়। চেহারার ওপর পুরোপুরি ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। আল হাদিস। (১৪০)। এতে সায়িদ ইবনে সালেম আল কাদ্দাহ বিতর্কিত বর্ণনাকারি আছেন। তার হাদিস হাসান। (১০/৪৬, باب ما لا يلبس المحرم وما يغطيه من اعضاءه)। -সংকলক।

[১৮৬] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মিনহাতুল খালেক আলাল বাহ্‌রির রায়েক। (২/৩২৪, বাবুল এহরাম)। -সংকলক।

[১৮৭] এর বিশদ বর্ণনা হলো, ইবনে উমর রা.-এর এ হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে এলেম, সালাত, মানাসিক এবং লিবাস পর্বে দশবারের অধিক বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এ অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেননি। এটা এর দলিল যে, এতে এই অতিরিক্ত অংশটি মারফূ' আকারে সহিহ নয়। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৩৩। -সংকলক।

[১৮৮] সহিহ বোখারি : ১/২৪৮, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফ : ৬/৩৩৩। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ : যখন লুঙ্গি ও চপ্পল না পাবে তখন মুহরিমের জন্য মোজা ও পায়জামা পরা (মতন পৃ. ১৭১)

٨٣٥ – اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.

৮৩৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করছেন, মুহরিম যখন লুঙ্গি না পাবে তখন সে যেনো পায়জামা পরিধান করে। আর যখন জুতা না পাবে তখন যেনো মোজা পরে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

কুতায়বা-হাম্মাদ ইবনে জায়দ-আমর সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর ও জাবের রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, যখন মুহরিম লুঙ্গি পাবে না, তখন সে পায়জামা পরবে। আর যখন জুতা বা চপ্পল পাবে না তখন পরবে মোজা, এটা আহমদ রহ.-এর মাজহাব। আর অনেকে হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন, যখন সে জুতা বা চপ্পল পাবে না তখন যেনো সে মোজা পরে এবং এ মোজাগুলো পায়ের উঁচু হাড় হতে কেটে ফেলে। এটা সুফিয়ান সাওরি ও শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব। ইমাম মালেক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

عن[১৮৯] ابن عباس رضـــ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل''

এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ রহ. আমল করেননি। তাঁদের মতে মুহরিমের জন্য যদি লুঙ্গি না থাকে তাহলে পরিধান করতে পারবে সেলাই করা পায়জামা। এটা পরলে ফিদিয়াও ওয়াজিব হবে না। হানাফি এবং মালেকিদের মতে, তখনও সেলাই করা পায়জামা পরিধান করা অবৈধ। বরং যদি তার নিকট সেলোয়ার থাকে তাহলে টুকরো করে সেটাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরবে। আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে সেলোয়ারই পরবে; তবে তখন ফিদিয়া আদায় করা আবশ্যক। আমাদের দলিল সেসব মশহুর হাদিস যেগুলোতে

---

[১৮৯] ইমাম বোখারি সহিহ বোখারিতে (২/৮৬৩, كتاب اللباس، باب السراويل) এবং ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমে : ১/৩৭৩, كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة لبسه وما لا يباح এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

মুহরিমের জন্য সেলাই করা পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১৯০] অবশিষ্ট আছে এ অনুচ্ছেদের বিষয়, এটি আমাদের মতে টুকরো করার পর পরিধান করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, সেলোয়ার টুকরো করা মানে সম্পদ নষ্ট করা।

আমাদের জবাব হলো, এটা সম্পদ নষ্ট করা নয়। বরং কাপড়কে ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করার শামিল। এজন্য ইমাম শাফেয়ি এই হাদিসের পরবর্তী অংশে এই ব্যাখ্যাই করেন। অর্থাৎ, واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন যে, হুবহু মোজা পরিধান করা অবৈধ। বরং এগুলো এভাবে কেটে ফেলা উচিত, যাতে পায়ের উঁচু হাড়ের নিচে চলে যায়। যেমনভাবে এটা সম্পদ নষ্ট করার শামিল নয়, এমনভাবে পায়জামা টুকরো করাও সম্পদ নষ্ট করা হয় না।[১৯১]

واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين

অধিকাংশের মতে এর অর্থ হলো, মোজা টাখনুর নিচে হতে কেটে জুতার মতো ব্যবহার করবে। তবে ইমাম আহমদ রহ. এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, যার নিকট জুতা নেই, সে বদ্ধ মোজাও পরতে পারবে।[১৯২]

পেছনের অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিস অধিকাংশের দলিল। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما اسفل من الكعبين

মোজা পরিধান করার সংগে ما اسفل من الكعبين এর শর্ত এতে সুস্পষ্টভাবে আরোপিত হয়েছে। সুতরাং ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে এরই ওপর প্রয়োগ করতে হবে।[১৯৩]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ أَوْ جُبَّةٌ

অনচ্ছেদ-২০ : যে জামা কিংবা জুব্বা পরে এহরাম বাঁধে (মতন পৃ. ১৭১)

٨٣٦ -عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.

---

[১৯০] দ্র., জামিউল উসুল (৩/২১-২৫, الفصل الثاني في الإحرام، النوع الأول في اللباس)। -সংকলক।

[১৯১] দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৩৬। মুগনিতে (৩/৩০০, ৩০১, باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له -সংকলক)। উল্লিখিত হয়েছে যে, লুঙ্গি না থাকলে পায়জামা পরার বৈধতা সম্পর্কে ইমাম চতুষ্টয়ের কোনো মতপার্থক্য নেই। তবে তিনি বলেছেন, ইমাম মালেক ও আবু হানিফা রহ.-এর মতে ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ রহ.-এর মতে ফিদিয়া নেই। -মা'আরিফ : ৬/৩৩১, باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه। -সংকলক।

[১৯২] দ্র., মা'আরিফুস সুনান ৬/৩৩৬। -সংকলক।

[১৯৩] বিশেষত যখন হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা ইবনে আব্বাস রা.-এর এ অনুচ্ছেদের হাদিস অপেক্ষা আসাহ এবং এর জন্য বিশদ বর্ণনাদাতার মর্যাদাও রাখে। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৩৬-৩৩৭।

৮৩৬। **অর্থ :** ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রা. বলেন, এক বেদুইনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, সে জুব্বা পরে এহরাম বেঁধেছে। তিনি তাকে তখন তা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

٨٣٧ – عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ أَبِيْهِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

৮৩৭। **অর্থ :** ইয়ালা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি আসাহ। এ হাদিসে একটি ঘটনা আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, কাতাদা ও হাজ্জাজ ইবনে আরতাত প্রমুখ একাধিক বর্ণনাকারি আতা সূত্রে ইয়ালা ইবনে আবু উমাইয়া হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে সহিহ হলো আমর ইবনে দিনার ও ইবনে জুরাইজ-আতা-সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটি।

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ–২১ : মুহরিম অনেক প্রাণী হত্যা করতে পারবে? (মতন পৃ. ১৭১)

٨٣٨ –عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ الْحُدَيَّا الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

৮৩৮। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি ফাসেক আছে, এগুলোকে হেরেম শরিফে হত্যা করা হবে। ইঁদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল, দংশন কারি (পাগলা) কুকুর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, আবু সায়িদ ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

٨٣٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ ابْنُ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ نَعْمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُوْرَ وَالْفَارَةَ وَالْعَقْرَبَ الْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ.

৮৩৯। **অর্থ :** আবু সায়িদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুহরিম উপদ্রবকারি হিংস্র প্রাণী, দংশনকারি (পাগলা) কুকুর, ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল ও কাক হত্যা করতে পারবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, মুহরিম উপদ্রবকারি হিংস্র প্রাণী এবং কুকুর হত্যা করতে পারবে। এটা সুফিয়ান সাওরি ও শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, যেসব হিংস্রপ্রাণী মানুষের ওপর কিংবা তাদের জন্তুগুলোর ওপর সীমালঙ্ঘন তথা আক্রমণ করে সেগুলোকে মুহরিম হত্যা করতে পারে।

দরসে তিরমিযী

عن[১৯৪] عائشة رضـــ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم، الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور،

অনেক বর্ণনায় حية তথা সাপেরও উল্লেখ আছে[১৯৫]। অনেক বর্ণনায় افعى, আবার অনেক বর্ণনায় ذئب ونمر এরও উল্লেখ আছে[১৯৬]। তিরমিযীর পরবর্তী বর্ণনায় السبع العادي এরও উল্লেখ আছে। বর্ণনার এই ইখতেলাফের কারণে বুঝা যায় যে, হত্যা বৈধ হওয়ার হুকুম সেসব জন্তুর সংগে বিশেষিত নয়; বরং এ হুকুম সমস্ত ফাওয়াসিকের জন্য ।

তারপর ফাওয়াসিকের অর্থ কি? মতপার্থক্য আছে এ ব্যাপারে। ইমাম শাফেয়ি রহ. মতে এর দ্বারা সেসব জন্তু যেগুলোর গোশত খাওয়া হয় না। এ কারণে তিনি খাওয়া হারাম হওয়াকে কতলের ব্যাপক কারণ সাব্যস্ত করেন। অথচ হানাফি ও মালেকিগণ প্রাথমিকভাবে কষ্ট দেওয়াকে কারণ সাব্যস্ত করেন[১৯৭]। এজন্য তাদের মতে এমন জানোয়ার হত্যা করা বৈধ যেগুলো শুরুতেই মানুষকে কষ্ট দেয়। এর সমর্থন আবু সায়িদ রা. হতে বর্ণিত হয় এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা।

তাতে বর্ণিত আছে يقتل الحرم السبع العادي বাক্য। عادي এর অর্থ হলো, জালেম। আর এর দ্বারা হত্যার বৈধতার কারণ উৎসারিত হয়। সেটি হলো, জুলুম এবং প্রাথমিকভাবেই কষ্ট দেওয়া। সম্ভবত এ কারণেই

---

[১৯৪] ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (১/২৪৬, ابواب العمرة باب ما يقتل الحرم من الدواب) ও মুসলিম সহিহ মুসলিমে (১/৩৮১, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৯৫] হজরত ইবনে উমর রা. হতে মুসলিমে বর্ণিত আছে, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মধ্য হতে একজন আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দংশনকারি পাগলা কুকুর, ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক এবং সাপ মারার নির্দেশ দিতেন। (১/৩৮২, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم)। -সংকলক।

[১৯৬] যেমন, উমদাতুল কারি– আইনিতে আছে। ইয়াজ রহ. বলেছেন, মুসলিমের কিতাব ব্যতীত অন্য কিতাবে সাপের আলোচনাও এসেছে। অতএব সর্বমোট এখানে সাতটি জিনিস হলো। অবশ্য বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। কেনোনা, আফ'আ (বিষধর সাপ) শব্দটি হাইয়াতুনের (সাধারণ সাপের) অর্থে শামিল হয়। ইবনে খুজায়মা ও ইবনে মুনজির রহ. পাঁচের অধিক বর্ণনা করেছেন। এ হিসেবে এখানে জিনিস হয়ে যায় নয়টি। তবে ইবনে খুজায়মা রহ. ও ইবনুল মুনজির রহ. পাঁচের অধিক বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো, চিতাবাঘ এবং বাঘ। এ হিসেবে এখানে নয়টি হয়ে যায়। তবে ইবনে খুজায়মা রহ. জুহলি রহ. হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, চিতাবাঘ এবং বাঘের উল্লেখ হলো রাবির পক্ষ হতে কালবুল আকুর তথা দংশনকারি পাগলা কুকুরের বর্ণনা। (১০/১৮০, باب ما يقتل للمحرم وغيره قتله من الدواب)। -সংকলক।

[১৯৭] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৪০। -সংকলক।

কালবের (কুকুরের) সংগে আল-আকুরের (দংশনকারি পাগলার)[১৯৮] শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং গোরাবে (কাক) আবকায়ের[১৯৯] শর্ত লক্ষণীয়।[২০০]

بَابُ[٢٠١] مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ—২২ : মুহরিমের জন্য সিঙ্গা নেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭১)

٨٤٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

৮৪০। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরাম অবস্থায় সিঙ্গা নিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না এবং জাবের রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[১৯৮] العقور এর অর্থ হলো, কেটে ভক্ষণকারি, দংশনকারি। আল-কালবুল আকূর (দংশনকারি কুকুর) দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন উদ্দেশ্য প্রসিদ্ধ কুকুর। ইয়াজ রহ. আবু হানিফা, আওজায়ি, হাসান ইবনে হুয়াই রহ. হতে এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এর সংগে চিতাবাঘকেও সংশ্লিষ্ট করেছেন। ইমাম জুফার রহ. الكلب কে শুধুমাত্র চিতাবাঘের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। শাফেয়ি, সাওরি, আমর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এ মত পোষণ করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রবল ধারণা অনুসারে সমস্ত হিংস্র প্রাণী। ইমাম মালেক রহ. মুয়াত্তায় বলেছেন, যেসব প্রাণী লোকজনকে কামড় দেয়, মানুষের ওপর আক্রমণ করে ও ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে— যেমন, সিংহ, চিতাবাঘ, সাধারণ বাঘ, এগুলো সব আকূর-দংশনকারি। আবু উবাইদ সুফিয়ান রহ. হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অনেকে বলেছেন, এটা অধিকাংশের মত। আবু হানিফা রহ. বলেছেন, এখানে কালবুন দ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষত কুকুরই। এর সংগে চিতাবাঘ ব্যতীত এ হুকুমে অন্যকিছুই সংশ্লিষ্ট হবে না। এ হলো, উমদাতুল কারির বর্ণনার সারনির্যাস। (৫/৮৩, মা'আরিফুস সুনান : ৩৪২-৩৪৩)। -সংকলক।

[১৯৯] আল গুরাবুল আবকা হলো, যে কাকের বুকে শ্বেত শুভ্র চিহ্ন থাকে। -মাওহিব। কিংবা যার কালো রঙের সংগে শুভ্রতা মিশ্রিত। -মুহকাম। কিংবা তার পেটে ও পিঠে শুভ্রতা আছে। যেমন, আবু উমর বর্ণনা করেছেন।— উমদাতুল কারি। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৪২। -সংকলক।

[২০০] যেমন, মুসলিমে হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসে বর্ণিত আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি ফাসেককে কতল করা হবে, হেরেমেও আবার হালাল স্থানেও— সাপ এবং সাদ-কাল কাক...। عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع الخ (১/৩৮১, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم)। কুরতুবি রহ. বলেছেন, এখানে أبقع শর্তহীন সাধারণ বর্ণনাগুলোকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এ মতই পোষণ করেন একদল। আরেক দল মনে করেন, أبقع বা সাদা-কালো হোক, কিংবা অন্য কোনো ধরনের কাক হোক, এসবগুলোকে হত্যা করা বৈধ। তারা মনে করেন সাদা-কালো কাকের আলোচনা এসেছে কেবল প্রবলতার ভিত্তিতে। তারপর আল্লামা আইনি রহ. এটিকে রদ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণ বর্ণনাগুলো শর্তায়িত মুসলিমের বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর কারণ, কাক হত্যা বৈধ করার উদ্দেশ্য হলো, এটি প্রথমেই কষ্ট দেয়। আর সাদা-কালো কাক ব্যতীত অন্য কোনোটি প্রথমেই কষ্ট দেয় না। সাদা-কালো ব্যতীত অন্য কোনো কাক প্রথমে কষ্টের সূচনা করে না। সুতরাং এটিকে হত্যা করা অবৈধ। যেমন, আকিক এবং ফসলের কাক। -মা'আরিফুস সুনান : ৩৪২। -সংকলক।

[২০১] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেম সম্প্রদায় মুহরিমের জন্য সিঙ্গা নেওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, চুল মুণ্ডাবে না। ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, মুহরিম জরুরত ব্যতীত সিঙ্গা নিবে না। সুফিয়ান সাওরি ও শাফেয়ি রহ. বলেছেন, মুহরিমের সিঙ্গা গ্রহণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে চুল তুলে ফেলবে না।

দরসে তিরমিযী

عن ابن[২০২] عباس رضـــ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم''

আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. এর মাজহাব হলো এ হাদিসের কারণে, মুহরিমের জন্য শিঙ্গা লাগানোতে কোনো অসুবিধা নেই। যতোক্ষণ পর্যন্ত এর কারণে পশম না কাটতে হয়। অবশ্য যদি শিঙ্গা লাগানোর কারণে পশম কেটে যায়, তাহলে কাফফারা।

মালেক রহ.-এর মতে এ বিষয়ে সংকীর্ণতা আছে। তাঁর মতে ভীষণ প্রয়োজন ব্যতীত শিঙ্গা লাগানোর অনুমতি নেই। তিনি এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।[২০৩]

এসব আলোচনা মাহজুম তথা শিঙ্গা গ্রহণকারির সংগে সম্পৃক্ত। তা না হলে যে শিঙ্গা লাগাবে, ইমাম মালেক রহ.-এর মতে তার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।[২০৪]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيْجِ الْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ–২৩ : মুহরিমকে বিয়ে দেওয়া মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭১)

٨٤١ – عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَبَعَثَنَا إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذٰلِكَ قَالَ لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ.

৮৪১। **অর্থ :** নুবাইহ ইবনে ওয়াহব বলেন, ইবনে মা'মার তাঁর ছেলেকে বিয়ে করানোর মনস্থ করে আমাকে আবান ইবনে উসমানের নিকট পাঠালেন, তিনি তখন ছিলেন মক্কায় মৌসুমী (হজের মৌসুমের) আমির। আমি

---

[২০২] এ হাদিসটি ইমাম বোখারি সহিহ বোখারিতে (১/২৪৮, أبواب العمرة، باب الحجامة للمحرم) এবং মুসলিম সহিহ মুসলিমে (১/৩৮৩, كتاب الحج باب جواز الحجامة للمحرم) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[২০৩] আইনি রহ. বলেছেন, একদল বলেছেন, বিনা প্রয়োজনে মুহরিম শিঙ্গা লাগাবে না। এটা ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে। এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম মালেক রহ.। এ মাজহাবটির দলিল হলো যে, অনেক বর্ণনাকারি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক অসুবিধার কারণে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। এটি হিশাম ইবনে হাসসান-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মাথায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। কেনোনা, তাঁর মাথায় তখন কষ্ট হচ্ছিলো। এ হাদিসটি হুমাইদ আততাবিল আনাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যথায় কারণে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। -উমদাতুল কারি : ১০/১৯৩, باب الحجة للمحرم। -সংকলক।

[২০৪] এসব গৃহীত উমদাতুল কারি আইনি হতে। (১০/১৯২-১৯৩, باب الحجمة للمحرم)। -সংকলক।

তার নিকট এসে বললাম, আপনার ভাই তার ছেলেকে বিয়ে করাতে মনস্থ করেছেন। সে মজলিসে আপনার উপস্থিতি তিনি পছন্দ করছেন। তখন তিনি বললেন, আমি তো তাকে মনে করছি কেবল গেঁয়োই। মুহরিম বিয়ে করবে না, বিয়ে করাবেও না, কিংবা এমন কোনো শব্দ তিনি বলেছেন। তারপর তিনি উসমান রা. হতে অনুরূপ মারফু' হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু রাফে' ও মায়মুনা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা বলেছেন, উসমান রা. -এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক সাহাবির আমল এর ওপর আছে। তার মধ্যে আছেন হজরত ইমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনে আবু তালেব ও ইবনে উমর রা.। এটি অনেক তাবেয়ি ফকিহের অভিমত। এ মতই পোষণ করেন ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। তাঁরা মুহরিমের জন্য বিয়ে করার মত পোষণ করেন না। তাঁরা বলেছেন, সে যদি বিয়ে করে তবে তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে।

٨٤٢ - عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلُ فِيْمَا بَيْنَهُمَا.

৮৪২। **অর্থ :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রাফে' রা. বলেন, হজরত মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়। তার সংগে মধুরাত্রি যাপন করেছেন হালাল অবস্থায়। আর আমি ছিলাম তাঁদের দু'জনের মাঝে মধ্যস্থতাকারি বা বার্তাবাহক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

হাম্মাদ ইবনে জায়দ-মাতার ওয়াররাক-বর্ণনাকারি সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে এটি কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। মালেক ইবনে আনাস-রবিয়া-সুলায়মান ইবনে ইয়াসাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছেন, হালাল অবস্থায়। ইমাম মালেক রহ. এটি বর্ণনা করেছেন মুরসাল আকারে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, রবিয়া হতে সুলায়মান ইবনে বিলালও এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনুল আসাম্ম হজরত মায়মুনা রা. সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়। আর অনেকে ইয়াজিদ ইবনুল আসাম্ম হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়। পক্ষান্তরে ইয়াজিদ ইবনুল আসাম্ম হলেন, হজরত মায়মুনা রা.-এর বোনের ছেলে।

দরসে তিরমিযী

ان[২০৫] الحرم لا يَنْكَحُ ولا يُنْكِحُ

---

[২০৫] ইমাম মুসলিম রহ. সহিহ মুসলিমে (১/৪৫৩, كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته) এবং আবু দাউদ

মুহরিমের বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়টি একটি মহাবিতর্কিত বিষয়। ইমামত্রয়ের মতে, এহরাম অবস্থায় বিয়ে অবৈধ ও বাতিল। এমনভাবে বিয়ে করানোও অবৈধ।[২০৬]

আবু হানিফা এবং তাঁর সাথিদের মত হলো, এহরাম অবস্থায় বিয়ে করানো এবং করা উভয়টিই বৈধ। অবশ্য সংগম এবং সংগমপূর্ব কার্যাবলি (শৃঙ্গার) হালাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবৈধ।[২০৭]

হজরত উসমান রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস ইমামত্রয়ের দলিল ''ان المحرم لا ينكح ولا ينكح'' তথা মুহরিম বিয়ে করবেও না এবং করাবেও না।

আর হজরত আবু রাফে' রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিও তাঁদের দলিল। তাঁরা বলেন, تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال

'হজরত মায়মুনা রা.কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল অবস্থায় বিয়ে করেছেন এবং তার সংগে হালাল অবস্থায় মধুরাত্রি যাপন করেছেন। আমি ছিলাম তাঁদের মাঝে বার্তাবাহক।[২০৮]

তাঁদের একটি দলিল ইয়াজিদ ইবনুল আসাম্ম রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসও। হজরত মায়মুনা রা. বলেন,

تزوجني رسول الله[২০৯] صلى الله عليه وسلم وهو حلال

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায় আমাকে।'

হানাফিদের দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب في الرخصة في ذلك) বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা,

ان النبي صلي الله عليه[২১০] تزوج ميمونة رضـــ وهو محرم

সুনানে আবু দাউদে (১/২৫৫, كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[২০৬] মা'আরিফ : ৬/৩৪৫। এতে আরো আছে, এ মতই পোষণ করেছেন লাইছ ও আওজায়ি রহ.। এটি হজরত উমর, আলি, ইবনে উমর, ইবনে উমর, ও জায়দ ইবনে সাবেত রা. এবং সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব, সালেম ও কাসেম রহ. তাবেয়ি হতে বর্ণিত আছে। -সংকলক।

[২০৭] ইবরাহিম নাখয়ি, সুফিয়ান সাওরি আতা, হাকাম ইবনে উতাইবা, ইকরিমা, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, তাঁর পিতা মুহাম্মদ, তাঁর ছেলে আবদুর রহমান এবং হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান এ মতেই পোষণ করেছেন। ইবনে হাজম রহ. বলেছেন একটি দল এর অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রা. হতে সহিহ রূপে এটি বর্ণিত আছে। হজরত ইবনে মাসউদ ও মুয়াজ রা. হতে এটি বর্ণিত আছে। ইমাম তাহাবি এটি আনাস রা. হতেও বর্ণনা করেছেন। এ হলো, আল-জাওহারুন্নাকি ও উমদাতুল কারির বর্ণনার সারনির্যাস। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৪৬। -সংকলক।

[২০৮] মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির এই উক্তি অনুযায়ি এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার কোনো সংকলক বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৩০০, নং ৮৪১। -সংকলক।

[২০৯] ইমাম মুসলিম রহ. সহিহ মুসলিমে (১/৪৫৪, كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته), আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে এ হাদিসটি (১/২৫৫, كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج) ও ইবনে মাজাহ সুনানে ইবনে মাজাহতে (১৪১, كتاب النكاح باب المحرم يتزوج) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[২১০] এ হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেছেন, সহিহ বোখারিতে। (১/২৪৮, ابواب العمرة، باب تزويج المحرم, ২/৭৬৬, كتاب المغازي، باب عمرة القضاء, ২/৬১১, كتاب النكاح باب نكاح المحرم)। তাতে আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু

'হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছেন এহরাম অবস্থায়।'

উসমান রা.-এর বাচনিক হাদিস ''ان المحرم لا ينكح ولا ينكح'' এর যে বিষয়টি, হানাফিদের পক্ষ হতে এর জবাব হলো, এটি প্রযোজ্য মাকরূহের ক্ষেত্রে।[২১১] তারপর স্পষ্ট বিষয় হলো, এই মাকরূহ সে ব্যক্তির জন্য হবে, যে বিয়ের পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এবং সহবাসে লিপ্ত হবে। সর্বোচ্চ এর দৃষ্টান্ত এমন হবে, যেমন- জুম'আব আজানের সময় বেচাকেনা করা। এটা মাকরূহ। তবে তা সম্পাদিত হয়ে যায়।[২১২] এমনভাবে এটা সে ব্যক্তির জন্য মাকরূহ হবে এহরাম অবস্থায়, যার ফিৎনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা হয়। তবে তা সত্ত্বেও তা সম্পাদিত ও সংঘটিত হয়ে যাবে।[২১৩]

এবার এখতেলাফের মূল কেন্দ্রবিন্দু রয়ে যায়, হজরত মায়মুনা রা.-এর বিয়ে সংক্রান্ত বর্ণনা। ইমামত্রয় সেসব বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যেগুলোতে হজরত মায়মুনা রা.-এর বিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হালাল অবস্থায় হয়েছে বলে বর্ণিত আছে। তাঁদের মতে এসব বর্ণনার প্রাধান্যের কারণ হলো, এটা হজরত মায়মুনা রা. হতেও বর্ণিত। যিনি মূল বিষয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট।

কিন্তু হানাফিগণ প্রাধান্য দিয়েছেন ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনাটিকে। তাতে এহরাম অবস্থায় বিয়ের উল্লেখ আছে। পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে এসব বর্ণনা।

ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনার প্রাধান্যের কারণসমূহ নিম্নরূপ,

১. এই বিষয়ে উক্ত বর্ণনাটি আসাহ। এ বিষয়ের কোনো বর্ণনা সনদগতভাবে এর সমপর্যায়ের নেই।[২১৪]

২. এই বর্ণনাটি মুতাওয়াতিরভাবে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে। বিশের অধিক ফুকাহায়ে তাবেয়িন হাদিসটি ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন[২১৫]।

৩. ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটির বহু শাহেদ বিদ্যমান। নাসায়ি[২১৬], তাহাবি[২১৭] এবং মুসনাদে[২১৮] বাজ্জার

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায় তাকে তুলে নিয়েছিলেন তথা মধুরাত্রি যাপন করেছেন। ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমে (১/৪৫৩-৪৫৪, كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.), ইমাম নাসায়ি সুনানে নাসায়িতে (২/২৬, كتاب النكاح الرخصة في نكاح ,২/৭৭ ,كتاب المناسك، باب الرخصة فى النكاح المحرم), আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে (১/২৫৫, كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج), তিরমিযী সুনানে তিরমিযীতে (১/১৩৪, باب ما جاء في الرخصة في ذلك), ইবনে মাজাহ সুনানে ইবনে মাজায় (১৪১, كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[২১১] মা'আরিফ : ৬/৩৪৮, ই'লাউস সুনান : ১১/৪৯....। -সংকলক।

[২১২] ই'লাউস সুনান : ১১/৪৯। -সংকলক।

[২১৩] হিদায়া গ্রন্থকার لا ينكح المحرم ولا ينكح এর এই জবাব দিয়েছেন যে, এই বর্ণনাটি সহবাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেনোনা, নিকাহ শব্দটি সহবাসের অর্থে প্রকৃত এবং আকদের অর্থে রূপক। হিদায়া : ২/৩১০, কিতাবুন নিকাহ এই জবাবের ব্যাখ্যার জন্য দ্র., আল বাহরুর রায়েক (৩/১০৪, كتاب النكاح فصل في المحرمات)। -সংকলক।

[২১৪] এ কারণেই এই বর্ণনাটি সিহাহ সিত্তার সবগুলো কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। বরাত পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। -সংকলক।

[২১৫] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৩৫০-৩৫১ باب ما جاء من الرخصة في ذلك। -সংকলক।

[২১৬] বহু তালাশের পরও আহকার এই বর্ণনাটি নাসায়িতে পেলো না। যদিও আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (৬/৩৫০), লিখেন, 'তাছাড়া ইবনে আব্বাস রা. এ হাদিসটির বর্ণনায় ইবনে আবদুল বার রহ.-এর উক্তি মতে একক নন। বরং তার অনুকূল বর্ণনা দিয়েছেন উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা.। নাসায়ি, তাহাবি, বাজ্জার, ইবনে হাব্বান। এ হাদিসটিকে সহিহ

ইত্যাদিতে[২১৯] হজরত আয়েশা রা. হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, হজরত মায়মুনা রা.-এর সংগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে হয়েছিলো এহরাম অবস্থায়। ফতহুল বারিতে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা স্বীকার করেছেন।[২২০] তাছাড়া সুনানে দারাকুতনিতে হজরত আবু হুরায়রা রা. হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[২২১] এর সনদ যদিও দুর্বল কিন্তু ইবনে আব্বাস রা. ও আয়েশা রা.-এর বর্ণনাগুলো দ্বারা এর সমর্থন হয়।[২২২] তাছাড়া আমির শা'বি রহ. এবং মুজাহিদের মুরসাল বর্ণনাগুলোও ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় শাহেদ।[২২৩] তাছাড়া তাহাবিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এবং হজরত আনাস রা.-এর বর্ণনা দ্বারাও ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনার সমর্থন হয়[২২৪]

৪. ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসের সমর্থন সীরাত গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিকদের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারাও হয়। কেনোনা, ইবনে হিশাম[২২৫], মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক[২২৬] এবং ইবনে সাদ[২২৭] রহ. প্রমুখ এই ঘটনাটি যেভাবে বর্ণনা

বলেছেন। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে (৯/১৪৩) স্বীকারোক্তি করেছেন। ইবনে আবদুল বার রহ.-এর উক্তি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। -সংকলক।

[২১৭] মুহাম্মদ ইবনে খুজায়মা-মুয়াল্লা ইবনে আসাদ-আবু আওয়ানা-মুগিরা-আবুজ জুহা-মাসরূক-আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক স্ত্রীকে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন। (১/৩৭৫, كتاب مناسك الحج باب نكاح المحرم)। -সংকলক।

[২১৮] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন। মুহরিম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর আল্লামা হাইছামি রহ. লিখেন, হজরত আয়েশা রা.-এর এই বর্ণনাটি তাবারানি আওসাতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন। বাজ্জারের বর্ণনাকারিগণ সহিহ বোখারির বর্ণনাকারি মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/২৬৭, كتاب النكاح باب نكاح المحرم)। -সংকলক।

[২১৯] যেমন, সহিহ ইবনে হাব্বান এবং মু'জামে তাবারানি আওসাত। যেগুলোর বরাত পেছনের টীকাগুলোতে দেওয়া হয়েছে।

[২২০] দ্র. ফতহুল বারি : ৪/৪৫, باب تزويج المحرم, ৯/১৪৩, كتاب النكاح باب نكاح المحرم قبيل باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة। -সংকলক।

[২২১] ৩/২৬৩, নং-৭১, (كتاب النكاح، باب المهر ولفظه : تزوج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة رضــ وهو محرم)। -সংকলক।

[২২২] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, তবে আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনি রহ.। তাঁর সনদে কামিল আবুল আলা আছে। তার মধ্যে দুর্বলতা আছে। তবে এটি শক্তিশালী হয় হজরত ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রা.-এর হাদিসদ্বয় দ্বারা। -ফতহুল বারি : ৯/১৪৩, باب نكاح المحرم। -সংকলক।

[২২৩] বিন্নৌরি রহ. লিখেন, এর শাহেদ আছে, আমির শা'বি এবং মুজাহিদ রহ.-এর মুরসাল হাদিস। দুটোই ইবনে আবু শায়বা রহ.-এর মতে মুরসাল। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৫৮-৩৫৯।

তবে এ দুটি শাহেদ আহকার মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে তালাশ করেও পেলো না। -সংকলক।

[২২৪] তাহাবিতে হজরত ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে ইবরাহিম নাখয়ি রহ. বলেন, হজরত ইবনে মাসউদ রা. মুহরিমের বিয়েতে কোনো অসুবিধা মনে করতেন না। হজরত আনাস রা. সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক রা.কে মুহরিমের বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এতো কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের মতো। (১/৩৭৬ باب نكاح المحرم)। -সংকলক।

[২২৫] আস-সিরাতুন নববিয়্যা -ইবনে হিশাম আলা হামিশির রাওজিল উনুফ-সুহাইলি : ২/২৫৫, ওমরাতুল কাজা।

[২২৬] সূত্র ঐ। -সংকলক।

[২২৭] তাবাকাতে ইবনে সাদ রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেছেন সারিফ নামক স্থানে মক্কা

করেছেন, এর সারনির্যাস হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরাতুল কাজার সফরে সারিফ নামক স্থানে পৌছে হজরত মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছিলেন। যখন তিনি ছিলেন, মুহরিম। তারপর ওমরা হতে প্রত্যাবর্তনকালে সারিফ নামক স্থানেই তাঁর সংগে হজরত মায়মুনা রা. এর মধু রাত্রি উদযাপিত হয়েছিলো। তিনি যখন হালাল হয়ে গিয়েছিলেন।

৫. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা এজন্য প্রধান যে, তাবাকাতে[২২৮] ইবনে সাদের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ি তাঁর পিতা হজরত আব্বাস রা. এ বিয়ের ঘটক ছিলেন। হজরত মায়মুনা রা.-এর গার্জিয়ানদের মধ্য হতে তখন কেউ উপস্থিত ছিলেন না।[২২৯] হজরত আব্বাস রা. হজরত মায়মুনা রা.-এর পক্ষ হতে আকদ করেছিলেন।[২৩০] সুতরাং আকদে নিকাহের সময় এবং স্থান সম্পর্কে হজরত আব্বাস রা. ও তাঁর সাহেবজাদা অপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল আর কেউ হতে পারেন না। এমনকি হজরত মায়মুনা রা.ও নন। কেনোনা, তিনি স্বয়ং আকদকারি ছিলেন না[২৩১] এবং মহিলারা বিয়ের মজলিসে হাজির হতেন না।

৬. ইয়াজিদ ইবনে আসাম্ম বর্ণনা করেন হজরত মায়মুনা রা.-এর বিয়ে হালাল অবস্থায় হয়েছিলো। তবে তাঁরই একটি বর্ণনা ইবনে আব্বাস রা.-এর অনুকূলও আছে। তাবাকাতে[২৩২] ইবনে সাদে রয়েছে,

عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أن سل يزيد بن الاصم احراما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة رضـــ ام حلالا؟ فدعاه ابى فأقرأه الكتاب فقال : خطبها وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وأنا اسمع يزيد يقول ذلك،

এতে ইয়াজিদ ইবনে আসাম্ম বিয়ের প্রস্তাব এবং স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাতের সুস্পষ্ট বর্ণনা এই দিয়েছেন যে, হালাল অবস্থায় এটি হয়েছিলো। তবে বিয়ের কথা উল্লেখ করেননি। অথচ প্রশ্ন ছিলো বিয়ে সম্পর্কেই। এটা এর দলিল যে, বিয়ে এহরাম অবস্থায়ই হয়েছিলো। যদি বিয়ে হালাল অবস্থায় হয়ে থাকতো, তাহলে বিয়ের প্রস্তাব এবং স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাতের সংগে এরও উল্লেখ করতেন। এতে বুঝা গেলো, যে বর্ণনায় ইয়াজিদ ইবনে আসাম্ম نكحها[২৩৩] وهو حلال বলেছেন, সেখানে نكاح দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাত-মিলন উদ্দেশ্য, বিয়ে নয়। কেনোনা, নিকাহ শব্দটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সহবাসের অর্থে।[২৩৪]

হতে দশ মাইল দূরে, তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ বিবাহিতা স্ত্রী, এ ঘটনা ঘটেছে ওমরাতুল কাজার সপ্তম হিজরিতে। (৮/১৩২, হজরত মায়মুনা রা.-এর জীবনী)। সামনে যেয়ে ১৩৫ পৃষ্ঠায় ইবনে সাদ রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসও বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজিদ ইবনে হারুন-হিশাম ইবনে হাসসান-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা বিনতে হারিস রা.কে সারিফ নামক স্থানে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন। তারপর তার সংগে মধুরাত্রি যাপন করেছেন প্রত্যাবর্তনের পর এই সারিফ নামক স্থানেই। -সংকলক।

[২২৮] ৮/১৩২, ১৩৩, হজরত মায়মুনা রা.-এর জীবনী। -সংকলক।

[২২৯] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৫৫, باب ما جاء من الرخصة في ذلك। -সংকলক।

[২৩০] ইবনে হিশাম রহ. বলেছেন, তিনি তথা হজরত মায়মুনা রা. তাঁর ব্যাপারটি ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর বোন হজরত উম্মুল রা.-এর নিকট। আর উম্মুল ফজল রা. ছিলেন হজরত আব্বাস রা.-এর স্ত্রী। তারপর উম্মুল ফজল রা. তাঁর ব্যাপারটি আব্বাস রা.-এর নিকট অর্পণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় হজরত মায়মুনা রা.-এর সংগে বিয়ে করিয়ে দেন। আস-সিরাতুন নববিয়্যা -ইবনে হিশাম আলা হামিশির রাওজিল উনুফ-সুহাইলি। (২/২৫৫, ওমরাতুল কাজা)। -সংকলক।

[২৩১] দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৫৫। -সংকলক।

[২৩২] (৮/১৩৩, হজরত মায়মুনা রা.-এর জীবনী)। -সংকলক।

[২৩৩] সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৩, باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته। -সংকলক।

[২৩৪] বরং এই অর্থটি হলো, প্রকৃত। আল্লামা আজহারি বলেছেন, আরবি বাক্যে নিকাহের আসল অর্থ হলো, সংগম। আর অনেকে

৭. মূল কথা হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজরত মায়মুনা রা.-এর সংগে হালাল অবস্থায় বিয়ের সম্ভাবনাই নেই। কেনোনা, বেশির ভাগ বর্ণনা এ ব্যাপারে একমত যে, এই বিয়েটি হয়েছিলো সারিফ নামক স্থানে। এই স্থানটি মক্কা মুকাররমা হতে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত।[২৩৫] এটি মিকাতের সীমার অন্তর্ভুক্ত। কেনোনা, মদিনাবাসীদের মিকাত জুলহুলাইফা। এটি মদিনা হতে ৬/৭ মাইল দূরে অবস্থিত।[২৩৬] সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনিশ্চিতরূপে সারিফ নামক স্থানে পৌছার অনেক আগে জুলহুলাইফাতেই এহরাম বেঁধে থাকবেন। তা না হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিকাত হতে এহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা আবশ্যক হবে। যা কোনোক্রমেই যৌক্তিক নয়।

এর জবাবে অনেকে বলেছেন, এটা ওমরাতুল কাজার ঘটনা। আর এহরামের মিকাত নির্ধারণ হয়েছে বিদায় হজের সময়।[২৩৭]

তবে এই জবাবটি ঠিক নয়। কারণ সহিহ বোখারিতে হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. এর একটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। যা থেকে বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার যুদ্ধের বছরই জুলহুলাইফা হতে এহরাম বেঁধেছিলেন। তিনি বলেন,

خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى[২৩৮] أشعر وأحرم منها

যা থেকে বুঝা গেলো, মিকাত নির্ধারণ ওমরাতুল কাজার এক বছর আগে গাজওয়ায়ে হুদায়বিয়ার সময় কিংবা তার আগে হয়েছিলো। কমপক্ষে মদিনাবাসীর মিকাত তো সুনিশ্চিতরূপে নির্ধারণ হয়েছিলো।[২৩৯]

ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা এসব দলিলসমূহর আলোকে প্রধান।[২৪০] হজরত ইয়াজিদ ইবনে আসাম্মের

বলেছেন, বিয়ের জন্য নিকাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়। কেনোনা, এটি হলো, বৈধ সঙ্গমের মাধ্যমে। -জাওহারি রহ. বলেছেন, নিকাহ শব্দটির অর্থ হলো, সংগম। কখনো আকদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়– লিসানুল আরব : ২/৬২৬, ''نكح'' مادة।

বাকি আছে সেসব বর্ণনা যেগুলোতে تزوج শব্দ আছে। যেমন, তাহাবিতে (১/৩৭৫ –كتاب المناسك باب نكاح المحرم) ইয়াজিদ ইবনুল আসাম্মের বর্ণনায় تزوجها وهو حلال শব্দ এসেছে। এমন বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা বিন্নোরি রহ. বলেন, বুঝা যায় যে, এতে বর্ণনাকারিদের তাসাররুফ হয়েছে। তাঁরা নিকাহ শব্দটিকে تزوج দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কিংবা تزوج শব্দটি দ্বারাও রূপকার্থে সঙ্গম উদ্দেশ্য। কেনোনা, বিয়ে হলো, সহবাসের মাধ্যম। মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৫৮। -সংকলক।

[২৩৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৮/১৩২, হজরত মায়মুনা রা.-এর জীবনী। -সংকলক।

[২৩৬] জুলহুলাইফা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পেছনে باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلي الله عليه وسلم এর অধীনে টীকায় আলোচনা হয়েছে।-সংকলক।

[২৩৭] আছরাম রহ. ইমাম আহমদ রহ. হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ বছর মিকাতগুলো নির্ধারণ করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, হজের বছর। -ফতহুল বারি : ৩/৩০৭, باب مهل أهل اليمن। -সংকলক।

[২৩৮] বোখারি : ২/৫৯৮, কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতিল হুদায়বিয়া। -সংকলক।

[২৩৯] বিন্নোরি রহ. বলেছেন, হাফেজ রহ. ফতহুল বারিতে كتاب العلم -এর বহুস্থানে এর স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, মিকাতগুলো নির্ধারণ করা হয়েছিলো বিদায় হজের আগে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৪৭। -সংকলক।

[২৪০] বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা হানাফিদের মাজহাব প্রমাণিত হয়। হজরত ইবনে আব্বাস, আয়েশা ও আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা

বর্ণনায় এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, সেখানে تزوج দ্বারা উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাত ও মিলন। তাছাড়া হজরত আবু রাফে' রা.-এর হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, যেহেতু সাধারণ লোকজন স্বামী-স্ত্রীর মিলন দ্বারা বিয়ে সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে, সেহেতু তারা মনে করেছে– বিয়েও হালাল অবস্থায়ই হয়েছে।

ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় শাফেয়িদের পক্ষ হতে।

ইমাম তিরমিযী রহ. একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال'' তথা তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়। এই বিয়ের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছিলো এহরাম অবস্থায়। তারপর তাঁর সংগে হালাল অবস্থায় মিলিত হয়েছিলেন।'

তবে ঘটনাবলির সংগে এই ব্যাখ্যাটি খাপ খায় না। কেনোনা, নাসায়িতে[২৪১] সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছেন সারিফ নামক স্থানে।

পক্ষান্তরে সারিফ হলো মিকাতের অভ্যন্তরে। সুতরাং এই স্থানে পৌঁছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুহরিম থাকার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া যেমনভাবে শাফেয়িগণ ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা تزوج ميمونة وهو محرم তে ظهر أمر تزويجها وهو محرم'' ব্যাখ্যা করেছেন অনুরূপভাবে হানাফিদেরও অধিকার আছে হজরত ইয়াজিদ ইবনে আসাম্মের বর্ণনায় এই ব্যাখ্যা করার এবং তাঁরা বলতে পারেন,

---

পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের বহু আছর দ্বারাও তাঁদের মাজহাবের সমর্থন হয়।

১. ইবরাহিম হতে বর্ণিত যে, হজরত ইবনে মাসউদ রা. মুহরিমের বিয়েতে কোনো দোষ মনে করতেন না।

২. আতা হতে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রা. দুই মুহরিমের বিয়ে-শাদিতে কোনো দোষ মনে করতেন না।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক রা.কে মুহরিমের বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এটাতো কেবল বেচাকেনার মতো। এই তিনটি আছরের জন্য দ্র., তাহাবি : ১/২৭৬, كتاب مناسك الحج، آخر باب نكاح المحرم।

৪. আল্লামা আইনি রহ. তাহাবি সূত্রে হজরত আনাস রা.-এর আছর বর্ণনা করার পর বলেন, এটি ইবনে হাজম রহ.ও হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হতে উল্লেখ করেছেন। -উমদাতুল কারি : ১০/১৯৬, ابواب العمرة، باب تزويج المحرم।

সুমহান তাবেয়িগণের মুরসালও তাদের সমর্থনে বিদ্যমান আছে।

১. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে হজরত আতা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন। -উমদাতুল কারি : ১০/১৯৬।

মায়মুন ইবনে মিহরান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতার নিকট বসেছিলাম তারপর এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম কি বিয়ে করতে পারে? তখন আতা রহ. বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হতে বিয়ে হালাল করেছেন, তখন হতে তা আর হারাম করেননি।

২. আমির শাবি হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

৩. মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

৪. আবু ইয়াজিদ মাদিনি হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

সর্বশেষে উল্লিখিত চারটি মুরসালের জন্য দ্র., তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৮/১৩৪-১৩৭। হজরত মায়মুনা রা.-এর জীবন। -সংকলক।

[২৪১] ২/৭৭, كتاب النكاح، الرخصة في نكاح المحرم। -সংকলক।

"وظهر أمر تزويجها وهو حلال"

'তিনি মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছেন এহরাম অবস্থায়। তাঁর এই বিয়ের বিষয়টি হালাল অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছিলো।'

এই ব্যাখ্যাটি বাস্তবতারও নিকটবর্তী ও এর অনুকূল।

ইবনে হাব্বান রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসের এই জবাব দিয়েছেন[২৪২] যে, এতে মুহরিম দ্বারা উদ্দেশ্য হেরেমে প্রবেশকারি। যেমন, أنجد এর অর্থ হলো, সে নজদে প্রবেশ করেছে এবং أتهم এর অর্থ সে তিহামায় প্রবেশ করেছে। এমনভাবে أحرم এর অর্থ হতে পারে সে হেরেমে প্রবেশ করেছে। সুতরাং অর্থ হবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজরত মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছেন তখন মুহরিম তথা হেরেমে প্রবিষ্ট ছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন হালাল।

অনেকে এই জবাবের সমর্থনে রা'য়ির এই কাব্য দ্বারা দলিল পেশ করেছেন,[২৪৩]

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما * ودعا فلم أر مثله مقتولا[২৪৪]

মদিনায় হজরত উসমান রা. এর শাহাদাত হয়েছে। তখন তিনি এহরাম অবস্থায় ছিলেন না। সুতরাং কাব্যে মুহরিম দ্বারা উদ্দেশ্য হেরেমে প্রবিষ্ট। বস্তুত হেরেম দ্বারা এখানে মদিনার হেরেম উদ্দেশ্য। ইমাম ইবনে হাব্বান রহ.-এর ব্যাখ্যার প্রথম জবাব এই যে, অভিধান কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় না।[২৪৫] আর রা'য়ির কাব্যের জবাব হলো, এতে মুহরিম দ্বারা উদ্দেশ্য হেরেমে প্রবেশকারি নয়; বরং উদ্দেশ্য পবিত্র রক্তের অধিকারি সম্মানিত

---

[২৪২] জামালুদ্দিন জায়লায়ি রহ. লিখেন, 'ইবনে হাব্বান রহ. বলেছেন, এই বর্ণনাগুলোতে কোনো বিরোধ নেই এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর কোনো ভুলও হয়নি। কেনোনা, তিনি অন্যদের হতেও বড় হাফেজ এবং বেশি জ্ঞাত। তবে আমার মতে تزوج وهو محرم এর অর্থ হলো, তিনি হেরেমের মধ্যে প্রবেশ করার সময় বিয়ে করেছেন। যেমন, বলা হয়, أنجد أتهم إذا دخل نجدا أو تهامة। তথা- সে নজদে প্রবেশ করেছে এবং তিহামায় প্রবেশ করেছে। নসবুর রায়া : ৩/১৭৩, كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات। -সংকলক।

[২৪৩] নববি রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসের অনেক জবাব দিতে গিয়ে বলেন, 'দ্বিতীয় জবাব হলো, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসের এই ব্যাখ্যা দেওয়া যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরেম শরিফে তাঁকে (মায়মুনা রা.কে) হালাল অবস্থায় বিয়ে করেছেন। হেরেমে অবস্থানকারি ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়, লোকটি মুহরিম। যদিও সে হালাল হোক না কেনো।' এটি প্রসিদ্ধ এবং ব্যাপক প্রচলিত একটি শব্দ। এ হতেই একটি প্রসিদ্ধ কাব্য আছে قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، أي في حرم المدينة। অর্থাৎ, মদিনার হেরেমে উসমান ইবনে আফফান রা.কে তারা হত্যা করেছে। -শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৩ كتاب النكاح : باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته। -সংকলক।

[২৪৪] অনেক বর্ণনায় مخذولا (লাঞ্ছিত) শব্দ বর্ণনা করা হয়। দ্র., লিসানুল আরব : ১২/১২৩ "مادة "حرم। -সংকলক।

[২৪৫] বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে : ৬/৩৫২ লিখেন, এই মাদ্দাতে এই শব্দটি এই অর্থে প্রমাণিত নয়। আর أنجد وأتهم وأشأم উক্তির সংগে এর কিয়াস করা সহিহ নয়। কেনোনা, শব্দ কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এই শব্দের অর্থ কিয়াস করা সহিহ নয়। কেনোনা, শব্দ কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এই শব্দের অর্থ অভিধানেতো এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, أحرم الرجل মানে হারাম মাসে সে প্রবেশ করেছে। -সিহাহুল জাওহারি। -সংকলক।

মনীষী। যার দলিল হচ্ছে, এ কাব্যে মুহরিমের অর্থ সম্পর্কে হারুন রশিদের দরবারে ইমাম আসমায়ি ও ইমাম কিসায়ি রহ.-এর কথোপকথন হয়েছিলো।[২৪৬] যার সূচনা এমন হয়েছিলো যে, হারুনুর রশিদ রহ. ইমাম কিসায়ি রহ. এর উপস্থিতিতে ইমাম আসমায়ি রহ.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রা'য়ি বা রাখালের এই কাব্যে মুহরিমের কি অর্থ? তখন ইমাম আসমায়ি রহ. জবাবে বললেন, لیس معنی هذا انه احرم بالحج، ولا انه فی شهر حرام، ولا انه في الحرم'' ইমাম কিসায়ি রহ. তা শুনে বললেন, ویحك فما معناه؟ তথা ধ্বংস হোক তোমার। তাহলে এর অর্থ কী? যেহেতু কিসায়ি রহ. محرم এর অর্থ এই তিনটি অর্থে সীমিত মনে করছিলেন, সেহেতু ইমাম আসমায়ি রহ. বলেছিলেন, فما أراد عدي بن زيد بقوله قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بكفن

ای احرام لكسرى؟ হারুন রশিদ রহ. এর ফলে ইমাম আসমায়ি রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে এর কী অর্থ? জবাবে তিনি বললেন, كل من لم يأت شيئا يوجب عليه العقوبة فهو محرم لا يحل من شيئ ফলে হারুন রশিদ বললেন, আপনার সংগে পেরে ওঠা যাবে না।[২৪৭]

প্রকাশ থাকে যে, আসমায়ি[২৪৮] রহ. অভিধান ও হাদিস উভয়ের ইমাম সুতরাং তাঁর উক্তি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত মূলক বক্তব্যের মর্যাদা রাখে।

ইবনে হাব্বান রহ.-এর ব্যাখ্যার দ্বিতীয় জবাব এই দেওয়া হয় যে, হজরত মায়মুনা রা. এর বিয়ে হয়েছে সারিফ নামক স্থানে। এটা নির্ধারিত। বস্তুত সারিফ হেরেমের শামিল নয়। সুতরাং মুহরিমের অর্থ হেরেমে প্রবিষ্ট হতে পারে না।[২৪৯]

---

[২৪৬] এই কথোপকথন তালকিহ গ্রন্থকার খতিব বাগদাদি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন। খতিব বাগদাদি রহ. স্বীয় সনদে ইসহাক মাওসিলি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন। দ্র., নসবুর রায়া : ৩/১৭৪, كتاب النكاح، فصل فی بیان المحرمات। -সংকলক।

[২৪৭] তারপর ইমাম আসমায়ি রহ. রাখালের কাব্যে মুহরিমের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে একক নন। বরং আজহারি ও ইবনে বাররি রহ.ও এই ব্যাখ্যাই করেছেন। -মা'আরিফ : ৬/৩৫৩। -সংকলক।

[২৪৮] আল্লামা আসমায়ি হলেন, আবু সায়িদ আবদুল মালেক ইবনে কারিব বসরি। তিনি হাদিসের ইমাম, যেমনিভাবে অভিধানের ইমাম। ইমাম মুসলিম রহ. সহিহ মুসলিমের মুকাদ্দমায় তার হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আসনানুল ইবিল অনুচ্ছেদে। তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন উম্মে জারার হাদিসে। বরং তার আলোচনা সহিহ বোখারির কিতাবুল রিকাকেও আছে। হাফেজ রা. তার আলোচনা করেছেন তাহজিবে আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লামের জীবনীতে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৫৩। -সংকলক।

[২৪৯] ইমাম ইবনে হাব্বান রহ.-এর ব্যাখ্যার তৃতীয় জবাব হলো, বোখারির বর্ণনা দ্বারা এই ব্যাখ্যাটি খণ্ডিত হয়ে যায়। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় হজরত মায়মুনা রা.কে বিয়ে করেছেন। তাঁর সংগে মিলিত হয়েছেন, হালাল অবস্থায়। (২/৬১১, কিতাবুল মাগাজি, বাবু ওমরাতিল কাজা) এই বর্ণনায় মুহরিম এবং হালালের মাঝে যে বৈপরিত্য আছে, এটা ইমাম ইবনে হাব্বান রহ.-এর ব্যাখ্যাকে রদ করে দিচ্ছে, কিংবা ন্যূনতম পক্ষে এটাকে অযৌক্তিক সাব্যস্ত করছে। যেমন, ইমাম জায়লায়ি রহ. নসবুর রায়াতে : ৩/১৭৪ এ বক্তব্য রেখেছেন।

আল্লামা নববি রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসে যেসব জবাব দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হলো, এহরাম অবস্থায় বিয়ে করা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। অন্য কারো জন্য অবৈধ। এজন্য তিনি বলেন, 'চতুর্থ জবাব আমাদের শাফেয়ি একদল আলেমের। সেটি হলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এহরাম অবস্থায় বিয়ে করার অবকাশ ছিলো। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্যের শামিল। উম্মতের জন্য এ হুকুম নয়। এই ব্যাখ্যাটি আমাদের শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মতে দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে আসাহ্ -শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৩, كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته।

আইনি রহ. এর জবাবে বলেন, আমি বলবো, বৈশিষ্ট্যের দাবি দলিল সাপেক্ষ। -উমদাতুল কারি : ১০/১৯৭, أبواب العمرة،

অবশ্য শেষে হানাফিদের ওপর অনেকগুলো প্রশ্ন তোলা হয়। এই বিষয়ে হানাফিদের দলিল ক্রিয়াবাচক। আর হজরত উসমান রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি বাচনিক। সুতরাং ক্রিয়াবাচক হাদিসের ওপর, প্রাধান্য হওয়া উচিত বাচনিক হাদিসের [২৫০]।

দ্বিতীয়তো হানাফিদের দলিলসমূহ হালালকারক। আর শাফেয়িদের দলিলসমূহ হারামকারক। সুতরাং হারামকারক হাদিসের প্রাধান্য হওয়া উচিত।

তৃতীয়তো হজরত মায়মুনা রা. এর বিয়ে সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী। যখন পরস্পরে বিরোধ হয়, তখন উভয়টি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এবার হজরত উসমান রা.-এর হাদিসের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আর এতে সুস্পষ্ট ভাষায় আছে মুহরিমের বিয়ে হতে নিষেধাজ্ঞা।

এর জবাব হলো, বাচনিক হাদিসকে ক্রিয়াবাচক হাদিসের তুলনায় এবং হারামকারিকে হালালকারির তুলনায় প্রাধান্য দেওয়ার প্রশ্ন তখন হয়, যখন সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয়। আর এখানে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। বাচনিক ও কর্মবাচক বর্ণনায় তো এভাবে যে, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটিকে প্রয়োগ করা হবে মুহরিমের বিয়ের বৈধতার ক্ষেত্রে। আর হজরত উসমান রা. এর হাদিসে যে নিষেধাজ্ঞা আছে এটাকে মাকরূহে তানজিহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। বাস্তবে এর দলিলও আছে। সেটি হলো, হজরত উসমান রা. এর এই হাদিসটি মুসলিমে[২৫১] বর্ণিত আছে নিম্নেযুক্ত ভাষায়, لا ينكح المحرم ولا ينكح অর্থাৎ, এতে বিয়ের সংগে এহরাম অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাবেরও নিষেধাজ্ঞা আছে। অথচ বিয়ের প্রস্তাব কারো মতেই হারাম নয়। শাফেয়ি প্রমুখও এর নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহ তানজিহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বাধ্য। তবে বর্ণনাগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আবশ্যক হলো, নিষেধাজ্ঞাকেও মাকরূহে তানজিহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এটাই হানাফিদের মাজহাব।

হালালকারি ও হারামকারির পরস্পর বিরোধের যে বিষয়টি সেখানে হজরত উসমান রা.-এর হাদিস তো প্রযোজ্য তানজিহের ক্ষেত্রে। হজরত ইয়াজিদ ইবনে আসাম্ম রা.-এর বর্ণনায়ও نكحها وهو حلال[২৫২] কে بنى بها وهو حلال" কিংবা خطبها وهو حلال (হালাল অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন) এর অর্থে প্রয়োগ করে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। যেমন, আমরা এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছি ইতোপূর্বে।

অবশিষ্ট আছে তৃতীয় প্রশ্ন। সামঞ্জস্য বিধানের পর যেমনভাবে প্রাধান্যের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে না, এমনভাবে হাদিস বাতিল হওয়ার ও প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া এ মূলনীতি তখন যখন পরস্পর বিরোধী দু'টি দলিল শক্তিতে সমান হয়। অথচ পেছনে দলিলসমূহর আলোকে দলিল করা হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী ও প্রধানতম।[২৫৩] সুতরাং সে বিরোধ বাস্তবায়িতই হয়নি, যার ফল হলো

باب تزويج المحرم। -সংকলক।

[২৫০] নববি রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, তৃতীয় নম্বরের জবাব হলো, এখানে বচন এবং ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধ। সহিহ হলো, তখন উসুলিদের মতে বচনের প্রাধান্য হওয়া। কেনোনা, এটি অপরের দিকে অতিক্রম করে সকর্মক হয়। তবে ক্রিয়া কখনো কখনো সীমাবদ্ধ হয়। -শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৩, باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته। -সংকলক।

[২৫১] ১/৪৫৩, باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته। -সংকলক।

[২৫২] সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৩, باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته। -সংকলক।

[২৫৩] তাহাবি রহ. বলেন, 'যাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা আলেম এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর মজবুত ছাত্র। যেমন, সায়িদ ইবনে জুবায়র, আতা, তাউস, মুজাহিদ, ইকরিমা, জাবের

বাতিল হওয়া। এ বিষয়ে এতোটুকুই আমরা আলোচনা[২৫৪] করতে চাই। উচিত এটি গ্রহণ করে শুকরিয়া আদায় করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-২৪ : এ ব্যাপারে অবকাশ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭২)

٨٤٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

৮৪৩। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে এহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

ইবনে জায়দ রহ.। তাঁরা সবাই ফকিহ। তাঁদের বর্ণনা ও রায় দ্বারা দলিল পেশ করা হয়। যাঁরা তাঁদের হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁরাও অনুরূপ। তার মধ্যে আছেন, আমর ইবনে দিনার, আইউব সাখতিয়ানি, আবদুল্লাহ তারপর হজরত আয়েশা রা. হতেও এমন বর্ণনা বর্ণিত আছে, যেগুলো ইবনে আব্বাস রা.-এর অনুকূল। হজরত আয়েশা রা. হতে এ হাদিস এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যাকে কেউ ভর্ৎসনা বা সমালোচনা করেন না। আবু আওয়ানা-আবু মুগিরা-আবুজ জোহা-মাসরূক- তাঁরা সবাই ইমাম। তাঁদের বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করা হয়। সুতরাং তাঁরা যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেটি তাদের বর্ণনার তুলনায় আফজাল, যাঁরা হাদিস সংরক্ষণ ও নির্ভরতা, ফিকহ ও আমানতদারিতে তাঁদের মতো নন।

অবশিষ্ট আছে, হজরত উসমান রা.-এর হাদিস। এটি বর্ণনা করেছেন, নুবাইহ ইবনে ওয়াহাব। তিনি আমর ইবনে দিনার ও জাবের ইবনে জায়দ এবং মাসরূক-আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিসের অনুকূল বর্ণনা বর্ণনাকারিদের মতও নন। নুবাইহের এলমি স্তর আমরা যাঁদের আলোচনা করলাম তাঁদের কারো এলমি স্তরের মতো নয়। সুতরাং আমরা যেসব বর্ণনা উল্লেখ করলাম, এসব বর্ণনার সংগে এর বিরোধী বর্ণনাকারিদের বর্ণনা সাংঘর্ষিক হতে পারে না।

শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৭৬, كتاب مناسك الحج، باب نكاح المحرم।

[২৫৪] মুহরিমের বিয়ে যাঁরা হারাম বলেন, তাঁদের দলিল হজরত উমর ও আলি রা.-এর আছরগুলো দ্বারাও হয়। হজরত উমর রা.-এর আছর মুয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত আছে। 'দাউদ ইবনে হুসাইন-আবু গাতফান ইবনে তরিফ আল মিররি রহ. সূত্রে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তারিফ রহ. মুহরিম অবস্থায় এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। ফলে উমর রা. তার বিয়ে রদ করে দিয়েছেন। (৩৬১, كتاب الحج، باب نكاح المحرم)।

হজরত আলি রা-এর আছর মুসনাদে মুসাদ্দাদে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, যে পুরুষ মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করে আমরা তার নিকট হতে স্ত্রীকে ছিনিয়ে আনবো। আমরা তার বিয়েকে বৈধ সাব্যস্ত করবো না। -আল-মাতালিবুল 'আলিয়া বি জাওয়াইদিল মাসানিদিস সামানিয়া : ১/৩৩২, كتاب الحج، باب نكاح المحرم

হজরত বিন্নৌরি রহ. এসব আছরের জবাব দিতে গিয়ে বলেন,

لا حجة للخصم في آثار عمر رضــ وعلي رضــ في التفريق، فإنه يمكن أن يكون من قبل الزجر والتعزير سدا للذرائع وصيانة لهم من الوقوع في المحظور، فإنه من حمى حول الحمى يوشك ان يواقعه،

তথা হজরত উমর ও আলি রা.-এর আছরে ব্যবধানের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের দলিল নেই। কেনোনা, হতে পারে এটা ছিলো সতর্কবাণী পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার মানসে এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে পতিত হওয়া হতে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য। কেনোনা, কেউ যদি সংরক্ষিত নির্ধারিত শাহি চারণভূমির আশেপাশে বিচরণ করে, তবে অতিশীঘ্রই সে তাতে পতিত হতে পারে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৬০। -সংকলক।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসী এ মতই পোষণ করেন।

٨٤٦ -عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنٰى بِهَا حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِيْ بَنٰى بِهَا فِيْهَا.

৮৪৬। **অর্থ :** মায়মুনা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হালাল অবস্থায় বিয়ে করেছেন এবং হালাল অবস্থায় মধুরাত্রি যাপন করেছেন। তিনি সারিফ নামকস্থানে ইনতেকাল করেছেন এবং তাঁকে আমরা সেই ছায়াদার স্থানেই দাফন করেছি, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুরাত্রি যাপন করেছেন তাঁর সংগে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এ হাদিসটি ইয়াজিদ ইবনুল আসাম্ম হতে একাধিক বর্ণনাকারি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মায়মুনা রা.কে হালাল অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ–২৫ : মুহরিমের জন্য শিকার খাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৩)

٨٤٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه و سلم قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ.

৮৪৭। **অর্থ :** জাবের রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, স্থলীয় শিকার তোমাদের জন্য হালাল যখন তোমরা এহরাম অবস্থায় থাকবে, যতোক্ষণ তোমরা তা শিকার না করো কিংবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা.-এর হাদিসটি বিস্তারিত। মুত্তালিব জাবের রা. হতে শুনেছেন বলে আমরা জানি না। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মুহরিমের জন্য শিকার খাওয়া দূষণীয় মনে করেন না, যদি মুহরিম তা শিকার না করে কিংবা তার উদ্দেশে শিকার না করা হয়।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, এটি হলো এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুন্দরতম ও সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হাদিস। এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. -এর মাজহাব।

٨٤٨ -عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عليه و سلم حَتّٰى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه و سلم وَأَبٰى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللهُ.

৮৪৮। **অর্থ :** আবু কাতাদা রা. ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে। তিনি যখন মক্কার কোনো পথে এলেন, তখন তিনি তার মুহরিম সাথিদের হতে পেছনে হতে গেলেন। তখন তিনি মুহরিম ছিলেন না। তিনি একটি জংলি গাধা প্রত্যক্ষ করলেন। ফলে তিনি তাঁর ঘোড়ার ওপর ঠিকমতো বসে তাঁর সাথিদেরকে তাঁর ছুরি তাঁকে দেওয়ার জন্য আবেদন করলেন, তাঁরা তা দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি তাঁদেরকে তাঁর নেজাটি দেওয়ার জন্য আবেদন করলেন। তাঁরা তা দিতেও অস্বীকার করলেন, তিনি তখন তা হাতে নিলেন এবং গাধার ওপর আক্রমণ করে সেটিকে হত্যা করলেন। তখন অনেক সাহাবি তা হতে খেলেন আবার অনেকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর এ সম্পর্কে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, এ হলো একটি খাবার। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তা খাওয়ালেন।

٨٤٩ – عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ : فِيْ حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِيْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ ؟

৮৪৯। **অর্থ :** আবু কাতাদা হতে জংলি গাধা সম্পর্কে আবু নজরের হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে জায়দ ইবনে আসলাম রা.-এর হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সংগে কি এর গোশতের কোনো অংশ আছে?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

কোরআনের সুস্পষ্ট[২৫৫] বর্ণনা দ্বারা মুহরিমের জন্য স্থলের শিকার হারাম। এমনভাবে যদি মুহরিম কোনো অমুহরিমের শিকারে সাহায্য করে কিংবা ইঙ্গিত করে বা পথনির্দেশ[২৫৬] করে তাহলেও তার শিকার খাওয়া মুহরিমের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে মুহরিমের সাহায্য, পথপ্রদর্শন কিংবা ইঙ্গিত ব্যতীত কোনো অমুহরিম শিকার করে তাহলে মুহরিমের জন্য এমন শিকারে বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। সুফিয়ান সাওরি এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ.-এর মাজহাব হলো, এমন শিকারও ব্যাপক আকারে নিষিদ্ধ। তার জন্য শিকার করা হোক বা না করা হোক। হজরত ইবনে উমর, তাউস এবং জাবের ইবনে জায়দ রহ. হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

আবু হানিফা এবং তাঁর সাথিদের মতে মুহরিমের এমন শিকার খাওয়া ব্যাপক আকারে বৈধ। চাই তার জন্য শিকার করা হোক কিংবা না করা হোক।[২৫৭]

---

[২৫৫] অর্থাৎ, يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم সূরা মায়েদা, আয়াত-৯৫ এবং احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما সূরা মায়েদা, আয়াত-৯৬। -সংকলক।

[২৫৬] আল্লামা ইবনে নুজায়ম রহ. এর উক্তি অনুযায়ি ইঙ্গিত এবং দালালতের মাঝে পার্থক্য হলো, ইঙ্গিত হয় অনুভূত ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ে। আর দালালত হয় অনুপস্থিত অদৃষ্ট্য বিষয়ে। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৬১। -সংকলক।

[২৫৭] আবু উমর ইবনে আবদুল বার রহ. এ উক্তিটি বর্ণনা করেছেন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব, আবু হুরায়রা, জুবায়র ইবনে আওয়াম, কা'ব আল আহবার রা., মুজাহিদ, এক বর্ণনায় আতা এবং সায়িদ ইবনে জুবায়র রহ. হতে। উমদাতুল কারি : ১০/১৬৪ باب جزاء الصيد। -সংকলক।

ইমাম মালেক, শাফেয়ি এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে, এতে তাফসিল আছে। যদি অমুহরিম মুহরিমের জন্য অর্থাৎ, তাকে খাওয়ানোর উদ্দেশে শিকার করে থাকে, তাহলে মুহরিমের জন্য তা খাওয়া অবৈধ। আর যদি এই নিয়তে শিকার না করে থাকে, তাহলে বৈধ।[২৫৮]

সুফিয়ান সাওরি ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. এর দলিল وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما এর ব্যাপকতা। এতে তার জন্য শিকার করা না করার কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

আর তাঁদের দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم) বর্ণিত হজরত সা'ব ইবনে জাছছামাহ রা.-এর বর্ণনাও,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء او بودان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رای رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال : إنه ليس بنارد عليك ولكنا حرم

এই দলিলের জবাব হলো, প্রথমতো এ বিষয়ের এতে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, সে জংলি গাধা বধকৃত ছিলো কিনা। হতে পারে তিনি জীবিত পেশ করেছিলেন। যেমন, তিরমিযীর বর্ণনা দ্বারা বাহ্যত এটাই বুঝা যায়।[২৫৯] আর ব্যক্তির জীবিত শিকার গ্রহণ করা মুহরিমের জন্য অবৈধ। দ্বিতীয়তো যদি মেনে নেওয়া হয় যে, ঐ শিকারকৃত জন্তু বধকৃত জংলি গাধা ছিলো[২৬০], তাহলে হতে পারে উছিলার[২৬১] পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য

---

[২৫৮] মাজহাবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান ৬/৩৬০। -সংকলক।

[২৫৯] বোখারি শরিফের বর্ণনা দ্বারাও এ দিকেই মন দ্রুত অগ্রসর হয়। বরং ইমাম বোখারি রহ. যখন এই বর্ণনাটি সহিহ বোখারিতে উল্লেখ করেছেন, তখন এর ওপর একটি শিরোনাম কায়েম করেছেন। باب اذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل। -বোখারি : ১/২৪৬, ابواب العمرة।

মুয়াত্তা ইমাম মালিকের বর্ণনার স্পষ্ট অর্থও এটাই। দ্র., (১/৩৬৬-৩৬৭, فلا يجوز للمحرم أكله من الصيد)।

মুসলিমের অনেক বর্ণনা দ্বারাও এদিকে মন দ্রুত অগ্রসর হয়। দ্র., (১/৩৭৯, باب تحريم الصيد المأكول البري)। -সংকলক।

[২৬০] মুসলিমের অনেক বর্ণনা দ্বারা এটাই বুঝা যায়। মুসলিমের একটি বর্ণনায় أهديت له من لحم حمار وحش, আরেক বর্ণনায় أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلي الله عليه وسلم رجل, আরেকটিতে عجز حمار وحش يقطر دما, আরেকটিতে شق حمار وحش শব্দ বর্ণিত আছে। দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/৩৭৯, باب تحريم الصيد المأكول البري।

কিতাবুল উম্মে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, মালেক রহ.-এর হাদিস 'সা'ব তাকে গাধা হাদিয়া দিয়েছেন', এটি সে বর্ণনাকারির হাদিস অপেক্ষা অধিক মজবুত, যিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জুহরির অনেক ছাত্র সা'বের হাদিসে বর্ণনা করেছেন لحم حمار وحش (বন্য গাধার গোশত)। এটি সংরক্ষিত নয়। -ফতহুল বারি : ৪/২৭, باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل।

ওপরযুক্ত আলোচনার আলোকে যদি প্রাধান্যের পদ্ধতির ওপর আমল করা হয়, তাহলে হানাফিদের পক্ষ হতে সা'ব ইবনে জাছছামা রা.-এর বর্ণনার জবাব স্পষ্ট। অর্থাৎ, জীবন্ত শিকার গ্রহণ করা মুহরিমের জন্য বৈধ ছিলো না। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কুরতুবি রহ. বলেন, হতে পারে সা'ব রা. জবাইকৃত গাধা হাজির করেছেন। তারপর তার হতে একটি অঙ্গ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে কেটে তাঁর সামনে পেশ করেছেন। সুতরাং যিনি বলেছেন, 'গাধা হাদিয়া দিয়েছেন', তার উদ্দেশ্য গোটা গাধা জবাইকৃত অবস্থায় হাদিয়া দিয়েছেন, জীবন্ত অবস্থায় নয়। আর যিনি বলেছেন, 'গাধার গোশত', তার উদ্দেশ্য এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, হতে পারে যিনি বলেছেন, 'গাধা' তিনি এই শব্দটি বলে রূপকার্থে তার কোনো অংশ উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সম্ভাবনাও আছে যে, তিনি গাধাটি তাকে জীবন্ত

তিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস ইমামত্রয়ের দলিল,

النبي صلى الله عليه وسلم قال : صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصدلكم[২৬২]

অবস্থায় হাদিয়া দিয়েছেন। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সমষ্টিগত বিশেষ কোনো কারণে তা ফেরৎ দিয়েছেন। সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হতে বিরত হতে তাকে এই কথা জানিয়ে দিলেন যে, শিকারের অংশের হুকুম পূর্ণটির মতো। তিনি বলেছেন, যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান অনেক বর্ণনাকে ভুল সাব্যস্ত করা অপেক্ষা আফজাল। -ফতহুল বারি : ৪/৭২. باب إذا أهدى للمحرم।

এবার যদি সামঞ্জস্য বিধানের পথ অবলম্বন করা হয়, তাহলে তখনও হানাফিদের জবাব স্পষ্ট। অর্থাৎ, প্রথমে তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবন্ত জংলি গাধা পেশ করা হয়েছিলো। এটাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য রদ করে দিয়েছিলেন যে, জীবিত শিকার গ্রহণ করা মুহরিমের জন্য অবৈধ। আর পরবর্তীতে যখন কেটে পেশ করা হয়েছে, তখন এটাকে তিনি গ্রহণ হতে বিরত রয়েছেন উপকরণের পথ রুদ্ধ করার জন্য। (এ জবাব দিয়েছেন শায়খ বিন্নোরি রহ. (মা'আরিফে : ৬/৩৬৬)।

এটাও সম্ভব যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, এই শিকারে অন্য কোনো মুহরিমে ইঙ্গিত-ইঙ্গিতে কিংবা দিক-নির্দেশনা দিয়ে সা'ব ইবনে জাছ্ছামা রা.-এর সাহায্য করেছেন। এজন্য তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। (এ জবাব দিয়েছেন শায়খ সাহারানপুরি রহ. বজলুল মজহূদে : ৯/৯২, باب لحم الصيد للمحرم ছাপা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)।

এ ব্যাপরে সমস্ত বর্ণনা একইরূপ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গোশত সা'ব ইবনে জাছ্ছামা রা.কে ফেরৎ দিয়েছেন। অবশ্য ইবনে ওয়াহাব ও বায়হাকি রহ. হাসান সনদে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, সা'ব রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধার পেছনের অংশ হাদিয়া দিয়েছেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জুহফায়। তারপর তিনি তা হতে খেয়েছেন এবং কওমের লোকজনও খেয়েছেন। বায়হাকি রহ. বলেন, যদি এই হাদিসটি সংরক্ষিত হয় তাহলে হতে পারে– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত গাধাটি ফেরৎ দিয়েছেন, আর গ্রহণ করেছেন গোশত। -ফতহুল বারি : ৪/২৭, باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل।

এবার যদি ইমাম বায়হাকি রহ.-এর উক্তি অবলম্বন করা হয়, তাহলে সা'ব ইবনে জাছ্ছামা রা.-এর বর্ণনা দ্বারা হানাফিদের ওপরতো প্রশ্নই হতে পারে না। কেনোনা, তখন এর অর্থ হবে মুহরিমের জন্য জীবিত শিকার গ্রহণ করা অবৈধ। আর গোশত এজন্য গ্রহণ করেছেন যে, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিংবা অন্য কোনো মুহরিমের সাহায্যের ইঙ্গিত বা দিকনির্দেশনার দখল ছিলো না। তবে ইমাম বায়হাকি রহ.-এর ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সেসব বর্ণনা বর্জন করা আবশ্যক হয়, যেগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গোশত ফেরৎ দিয়েছিলেন। এ কারণেই এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে হাফেজ রহ. বলেন, 'এই সামঞ্জস্য বিধান প্রশ্নসাপেক্ষ।' ফতহুল বারি : ৪/২৭। পরবর্তীতে হাফেজ রহ. সমস্ত বর্ণনার মাঝে স্বীয় মাজহাব অনুযায়ি সামঞ্জস্য বিধানও করেছেন। হানাফিদের মাজহাব অনুসারে সমস্ত বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হতে পারে যে, প্রথমতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জীবিত বন্য গাধা পেশ করা হয়েছিলো। তিনি তা এজন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, এটা মুহরিমের জন্য অবৈধ। পরবর্তীতে এর গোশত পেশ করা হয়েছিলো। তিনি এটাও এই সন্দেহের ভিত্তিতে রদ করে দিয়েছিলেন যে, অন্য কোনো মুহরিম কার্যত কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে বা দিক নির্দেশনার মাধ্যমে এই শিকারে হজরত সা'ব রা.-এর সাহায্য করেছেন। পরবর্তীতে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ভালোরূপে জানতে পারলেন যে, এমন কোনো বিষয় সংঘটিত হয়নি, তখন তিনি তা গ্রহণ করেছেন এবং খেয়েছেন। যেমন, বায়হাকির বর্ণনায় আছে। والله سبحانه وتعالى اعلم। সংকলক।

[২৬১] শায়খ বিন্নোরি রহ. মা'আরিফে : ৬/৩৬৫ বলেন, 'আসবাব উপকরণের পথ রুদ্ধ করার বিষয়টি উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। হানাফি এবং শাফেয়িগণ এটি উল্লেখ করেননি। এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন মালেকিগণ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. অনেক বিষয় তার কিতাবসমূহে এর দ্বারা দলিল করেছেন। এর হাকিকত হলো, কোনো একটি হুকুম শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়। তবে তা হতে নিষেধ করা হয়, যাতে এটি নিষিদ্ধ বিষয়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। যেমন, হজরত উমর ফারুক ও ইবনে মাসউদ রা. গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করতে নিষেধ করেছেন। যাতে সামান্য ঠাণ্ডার সময়ও এটা তায়াম্মুম পর্যন্ত পৌছে না দেয়। -সংকলক।

[২৬২] এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ রহ.। (১/২৫৬ باب لحم الصيد للمحرم) এবং নাসায়ি (২/১৫, إذا أشار

১. এই অনুচ্ছেদেই বর্ণিত হজরত আবু কাতাদা রা.- এর বর্ণনা হানাফিদের দলিল,

انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا، فاستوى على فرسه، فسأله أصحابه ان يناولوه سوطه فابوا، فسألهم رمحه فابوا عليه فأخذ فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم

فسألوه عن ذلك، فقال : (انما هى طعمة أطعمكموها الله[২৬৩])

অনেক সূত্রে এ হাদিসের এই তাফসিল আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফতওয়া দেওয়ার আগে সাহাবায়ে কেরাম হতে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

أشرتم او اعنتم او اصدتم؟ [২৬৪] সাহাবায়ে কেরাম যখন এসব প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক দিয়েছিলেন, তখন তিনি খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যদি এতে শিকারকারির নিয়তের ওপরও নির্ভরশীলতা থাকতো তাহলে যেমনভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম হতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অনুরূপভাবে হজরত আবু কাতাদা রা. হতেও জিজ্ঞেস করতেন যে, তোমরা কোনো নিয়তে শিকার করেছিলে? তারপর এটাও স্পষ্ট যে, হজরত আবু কাতাদা রা. এই জংলি গাধা শুধু নিজের খাওয়ার জন্যই শিকার করেননি, বরং সমস্ত সাথিদেরকে খাওয়ানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। বোখারির বর্ণনা দ্বারাও এর সমর্থন হয়। তিনি বলেন,

كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم، فابصروا حمارا وحشيا وانا

(المحرم إلى الصيد فقتله الحلال)। -সংকলক।

[২৬৩] এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে।

أبواب العمرة، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. وباب إذا رأى المحرمون صيدا (১/২৪৫, ২৪৬, فضحكوا ففطن الحلال، وباب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد وباب لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال (كتاب الجهاد، باب لسم للفرس والحمار, ১/৪০০), (كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئا, ১/৩৪৯/৩৫০, كتاب الذبائح, ২/৮২৫), (كتاب الأطعمة، باب تعرق العضد, ২/৮১৪), (كتاب الجهاد، باب ما قيل في الرماح, ১/৪০৮) এবং ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন সহিহ মুসলিমে (১/৩৭৯-৩৮১, والصيد والتسمية، باب ما جاء في الصيد علي الجبال), মালেক মুয়াত্তায় (৩৬২, ৩৬৩, ما يجوز للمحرم أكله من الصيد), আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে : ১/৫৬, باب تحريم الصيد المأكول البري, নাসায়ি সুনানে নাসায়িতে : ২/২৩, باب تحريم الصيد للمحرم ما يجوز للمحرم أكله من الصيد। -সংকলক।

[২৬৪] সহিহ মুসলিম : ১/৩৮১, باب تحريم الصيد المأكول البري, শো'বার বর্ণনায়। শো'বা বলেছেন, আমি জানি না, তিনি أعنتم শব্দ বলেছেন, না أصدتم। মুসলিমেরই এক বর্ণনায় هل منكم أحد أمره لو أشار إليه بشئ؟ قالوا : لا, আরেক বর্ণনায় هل منكم انسان منكم لو أمره بشئ قالوا : لا يا رسول الله! أشار إليه বাক্য এসেছে। (১/৩৮১)। বোখারির এক বর্ণনায় এসেছে- منكم أحد أمره أن يحتمل عليها لو أشار إليها قالوا : لا (১/২৪৬, باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال)। -সংকলক।

مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني به واحبوا لو انى ابصرته، فالتفت فابصرته فقمت إلى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشئ، فقضيت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم انهم شكوا في أكلهم اياه وهم حرم، فرحنا وخبات (اى اخفيت) العضد معى، فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسالناه عن ذلك، فقال : معكم شئ فقلت : نعم فناولته العضد، فاكلها حتى نفدها وهو محرم

এতে দাগ দেওয়া শব্দগুলো দ্বারা বুঝা যায়, হজরত আবু কাতাদা রা. মুহরিমদের পক্ষ হতে শিকারের আগ্রহ অনুভব করেছিলেন, তখন তাদের জন্য শিকার করেছিলেন জংলি গাধা।[২৬৫]

আর হজরত জাবের রহ. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি। হানাফিদের পক্ষ হতে জাবের রা.-এর হাদিসের তুলনায় সনদগতভাবে অধিক শক্তিশালী এবং এ অনুচ্ছেদে সবচেয়ে আসাহ। কেনোনা, হজরত জাবের রা.-এর হাদিসে মুত্তালিব[২৬৬] নামক বর্ণনাকারি সম্পর্কে কালাম আছে। ইমাম আবু জুর'আ, ইবনে হাব্বান এবং ইমাম দারাকুতনি রহ. যদিও তাকে সেকাহ বলেছেন,[২৬৭] কিন্তু ইবনে সাদ রহ. তার সম্পর্কে বলেন,

كثير [২৬৮] الحديث وليس يحتج بحديثه তথা প্রচুর হাদিস বর্ণনাকারি, তবে তার হাদিস দ্বারা দলিল দেওয়া যায় না। হাফেজ রহ. বলেন, ''صدوق كثير التدليس والارسال 'সত্যবাদী, প্রচুর তাদলিস ও ইরসালকারি।'[২৬৯] আবু হাতেম রহ. বলেন, 'তিনি জাবের রা. হতে হাদিস শুনেননি।'[২৭০]

---

[২৬৫] সহিহ বোখারির একটি বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দরাজিও এসেছে। 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছুসংখ্যক সাহাবির সংগে ছিলাম। তাঁরা পরস্পরে হাসাহাসি করছিলেন, তখন আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, আমি একটি বন্য গাধার নিকট। ফলে আমি এটির ওপর আক্রমণ করলাম। (১/২৪৫, باب إذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد أكله)। আর মুসলিমের এক বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত বাক্য এসেছে- فيما انا مع أصحابه صلي الله عليه وسلم يضحك بعضهم إلى إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه। (باب تحريم الصيد المأكول البري ,১/৩৮০)

বিন্নৌরি রহ. বলেন, তারা হাসছিলেন মুহরিম থাকার কারণে। যেনো, তারা চাইছিলেন আবু কাতাদা যেনো বুঝতে পারেন, যাতে তিনি শিকার করতে পারেন। সুতরাং তিনি তাদের জন্য শিকার করেছেন। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৬৩। -সংকলক।

[২৬৬] তিনি হলেন, ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুত্তালিব ইবনে হান্তাব ইবনে হারেস ইবনে উবাইদ ইবনে উমর ইবনে মাখজুম আল মাখজুমি। আর অনেকে তার বংশের মুত্তালিব বাদ দেওয়ার প্রবক্তা। আর কেউ বলছেন, এঁরা দু'জনই এক। -তাহজিবুত তাহজিব : ১০/১৭৮। -সংকলক।

[২৬৭] তাহজিবুত তাহজিব : ১০/১৭৮, ১৭৯। -সংকলক।

[২৬৮] মিজানুল ই'তিদাল : ৪/১২৯, নং ৮৫৯৩। হাফেজ রহ. তাহজিবুত তাহজিবে : ১০/১৭৮ বর্ণনা করেন, 'ইবনে সাদ রহ. বলেছেন, তিনি ছিলেন প্রচুর হাদিসের অধিকারি। তবে তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না। কেনোনা, তিনি প্রচুর পরিমাণ ইরসাল করতেন। অথচ তাঁর সংগে পূর্ববর্তী বর্ণনাকারির সাক্ষাত ঘটেনি তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র তাদলিস করেন। -সংকলক।

[২৬৯] তাকরিবুত তাহজিব : ২/২৫৪, নং ১১৭৬। -সংকলক।

[২৭০] হাফেজ রহ. তাহজিবুত তাহজিবে : ১০/১৭৯ বর্ণনা করেন, 'ইবনে আবু হাতেম মারাসিলে তাঁর পিতা সূত্রে বলেছেন যে, তিনি জাবের রা. হতে শ্রবণ করেননি। না জায়দ ইবনে সা'বেত, না ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে শুনেছেন। তিনি সাহল ইবনে সাদ ও তাঁর শ্রেণির লোকজন ব্যতীত কোনো একজন সাহাবিকেও পাননি। -সংকলক।

তিরমিযী রহ. বলেন, 'জাবের রা. হতে মুত্তালিবের শ্রবণ সম্পর্কে আমরা জানি না।'[২৭১] সারসংক্ষেপ এই যে, প্রথমতো তাঁকে সেকাহ ও দুর্বল সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে। তাছাড়া এই হাদিসটি মুনকাতে'ও। অথচ হজরত আবু কাতাদা রা.-এর হাদিসে না জয়িফ ধরনের বর্ণনাকারি আছে, না আছে তাতে ইনকেতা তথা সনদগত বিচ্ছিন্নতার সংশয়।[২৭২]

২. এ হাদিসের অনেক সূত্রে হজরত জাবের রা. এর হাদিসের শব্দ নিম্নরূপ,

صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم[২৭৩]

'তোমাদের জন্য স্থলভাগের শিকারি হালাল। যতোক্ষণ না তোমরা শিকার করো। কিংবা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়। তখন অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। কেনোনা, أو ،إلا এর অর্থে ব্যবহৃত. এরপর أن উহ্য থাকবে। আসল ইবারতটি হবে নিম্নরূপ ما لم تصيدوه الا ان يصاد لكم[২৭৪]

৩. ''او يصد لكم'' এর বর্ণনাই যদি নেওয়া হয়, তখনও এমনভাবে আসবাব উপকরণের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হতে পারে, যেমনভাবে সা'ব ইবনে জাছছামা রা.-এর বর্ণনা উপকরণের পথ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সর্বোচ্চ এই নিষেধাজ্ঞা তানজিহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪. او يصدلك এর অর্থ হলো,

او يصد باعانتكم او اشارتكم او دلالتكم[২৭৫] والله اعلم

''قوله : مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم''

---

[২৭১] যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদে আছে। -সংকলক।

[২৭২] ইমাম শাফেয়ি রহ. হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, এটি এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সবচেয়ে সুন্দর ও যৌক্তিক হাদিস। ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা বিন্নৌরি রহ. বলেন, 'আমাদের শায়খ বলেছেন, সবচেয়ে সুন্দরতম হলো, আবু কাতাদার হাদিস। এটি সহিহ বোখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।' আমি বলবো, আমি এর সনদ সম্পর্কে জানতে পেরেছি, তাতে কোনো খুঁত বা সমস্যা নেই। সুতরাং জাবের রা. এর হাদিসটি সবচেয়ে সুন্দরতম কিভাবে হবে? والله اعلم। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৬৩। -সংকলক।

[২৭৩] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৫৬ كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم, সুনানে নাসায়ি : ২/২৫, إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال। -সংকলক।

[২৭৪] বজলুল মাজহুদ গ্রন্থকার বলেন, এটা হানাফিদের সমর্থন করে। সুতরাং أو শব্দটি এখানে إلا এর অর্থে ব্যবহৃত। ইস্তিসনা (ব্যতিক্রমভুক্তি) পূর্ববর্তী মাফহুম (অর্থ) হতে। কেনোনা, ما لم تصيدوا উক্তিটি ইস্তিসনার অর্থে ব্যবহৃত। যেনো তিনি বলেছেন, শিকারের গোশত তোমাদের জন্য এহরাম অবস্থায় হালাল। তবে যদি তোমরা করো। তবে যদি তোমাদের জন্য শিকার করা হয়. (সেটা ব্যতিক্রমভুক্ত)। সুতরাং দ্বিতীয় ইস্তিসনা হবে প্রথম ইস্তিসনার মাফহুম হতে। বজলুল মাজহুদ : ৯/৯৩, باب لحم الصيد للمحرم। -সংকলক।

[২৭৫] পঞ্চম জবাব হলো, يصد لكم বাক্যে লাম لأجلكم (তোমাদের জন্য) এর অর্থে ব্যবহৃত নয়; বরং এটি কোনো কাজের ওকালতির জন্য ব্যবহৃত। যেমন, بعت له ثوبا واشتريت له حمارا বাক্যে আছে। যখন উভয় সম্ভাবনা থাকে, তখন প্রথম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোনো দলিল অবশিষ্ট থাকে না। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৬২। -সংকলক।

ব্যাখ্যাতাগণ এ ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যে, হজরত আবু কাতাদা রা. মিকাতের অভ্যন্তরে অমুহরিম কিভাবে ছিলেন। এই প্রশ্ন হানাফি, শাফেয়ি সবার ক্ষেত্রেই উত্থাপিত হয়। ফলে এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।[২৭৬] সবচেয়ে আফজাল জবাব ইমাম তাহাবি[২৭৭] রা. কর্তৃক বর্ণিত,

আবু সায়িদ খুদরি রা. এর বর্ণনা থেকে বুঝা যায়,[২৭৮]

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا قتادة الانصارى على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان فاذاهم بحمار وحش قال : وجاء ابو قتادة وهو حل الخ،

জবাবের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, হজরত আবু কাতাদা রা. মদিনা হতে মক্কার উদ্দেশে বের হয়ে আসেননি। বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো এলাকা হতে জাকাত উসুল করার জন্য আদেশ করেছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে যখন কেরাম যখন মক্কা মুকাররমা হতে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবু কাতাদার সংগেও সাক্ষাত হয়ে যায়। শিকারের ওপরযুক্ত ঘটনা তখনি সংঘটিত হয়েছিলো এবং সাহাবায়ে কেরাম মক্কা মুকাররমা হতে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবু কাতাদার সংগেও সাক্ষাত হয়ে যায়। শিকারের ওপরযুক্ত ঘটনা তখনি সংঘটিত হয়েছিলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ–২৬ : মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৩)

٨٥٠ - اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَرَّ بِهِ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدٰى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأٰى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَا فِيْ وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ.

---

[২৭৬] আল্লামা আইনি রহ. লিখেন, 'আল্লামা কুশায়রি রহ. আবু কাতাদার এহরাম না থাকা সম্পর্কে জবাবে বলেন, হতে পারে তিনি হজের ইচ্ছুক ছিলেন না। কিংবা এ কাজটি করেছেন মিকাত নির্ধারণের আগে আর মুনজিরি রহ. মনে করেছেন যে, মদিনাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাকে পাঠিয়েছিলেন এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য যে, আরবের কিছুসংখ্যক লোক মদিনাতে যুদ্ধ করার জন্য মনস্থ করেছে। ইবনুত তিন রহ. বলেছেন, হতে পারে তিনি মক্কায় প্রবেশ করার নিয়ত করেননি। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়েছিলেন দল ভারি করার জন্য। আবু উমর বলেছেন, বলা হয় আবু কাতাদাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্র পথে রেখেছিলেন শত্রুর ভয়ে। এজন্য তিনি যখন সাথিদের সংগে একত্রিত হয়েছেন, মুহরিম হননি। কেনোনা, তাঁদের সকলের বের হওয়ার উদ্দেশ্য এক ছিলো না। -উমদাতুল কারি : ১০/১৬৭, باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله। -সংকলক।

[২৭৭] ১/৩৩০, باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكله أم لا। -সংকলক।

[২৭৮] আইনি রহ. বলেন, আমি বলবো সর্বোত্তম জবাব হলো, যেটি আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। -উমদাতুল কারি : ১০/১৬৭।

আল্লামা বিন্নোরি রহ. বলেন, এই প্রশ্নটির নিরসনে যতো জবাব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী। কেনোনা, সরাসরি হাদিসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মা'আরিফ : ৬/৩৬৪। -সংকলক।

৮৫০। **অর্থ :** সা'ব ইবনে জাছ্ছামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিক্রম করলেন আবওয়া কিংবা ওয়াদ্দান নামক স্থান দিয়ে, তখন তিনি তাঁকে একটি জংলি গাধা হাদিয়া দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফেরত দিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারায় অসন্তুষ্টি প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন যে, আমরা তোমাকে এটি প্রত্যাখ্যান করতাম না, কিন্তু আমরা মুহরিম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ একদল আলেম এ হাদিস অনুযায়ি মতপোষণ করেছেন। তারা মুহরিমের জন্য শিকার ভক্ষণ মাকরূহ মনে করেছেন।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আমাদের মতে এ হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটি ফেরত দিয়েছিলেন এই কারণে, যখন তিনি মনে করেছেন যে, এটি তাঁর উদ্দেশে শিকার করা হয়েছে। এটি তিনি পরিহার করেছেন মাকরূহ তানজিহির ভিত্তিতে।

জুহরির অনেক ছাত্র এ হাদিসটি জুহরি হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো হিংস্র গাধার গোশত । তবে এটি সংরক্ষিত হাদিস নয়।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি ও জায়দ ইবনে আরকাম রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ-২৭ : মুহরিমের জন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৩)

৮৫১ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِّنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم كُلُوْهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

৮৫১। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ বা ওমরায় বের হলাম। তখন আমাদের সামনে কিছু পঙ্গপাল এলো ফলে আমরা আমাদের বেত ও লাঠি দ্বারা সেগুলোর ওপর আক্রমণ করতে লাগলাম। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এটি খাও। কেনোনা, এটি হলো সামুদ্রিক শিকার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

আমরা এটি কেবল আবুল মুহাজজিম-আবু হুরায়রা সূত্রেই জানি। আবুল মুহাজজিমের নাম হলো ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ান। শো'বা তার সম্পর্কে কালাম করেছেন। একদল আলেম মুহরিমের জন্য পঙ্গপাল শিকার করে তা খাওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। অনেক আলেম মনে করেছেন, যদি এটি শিকার করে এবং খায় তবে তার ওপর সদকা আছে।

দরসে তিরমিযী

خرجنا[২৭৯] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلوه فانه من صيد البحر

মুহরিমের জন্য সামুদ্রিক শিকার কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা[২৮০] অনুযায়ি বৈধ। অবশ্য পঙ্গপাল সম্পর্কে আবু সায়িদ আসতাখরি রহ. প্রমুখ বলেন যে, সামুদ্রিক শিকারের শামিল এটাও ।[২৮১] তাদের দলিল এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদিস।

তবে জমহুরের মতে পঙ্গপাল স্থলীয় শিকারের শামিল। এর শিকারির ওপর জাজা তথা ফিদিয়া ওয়াজিব।[২৮২]

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত হজরত উমর রা.-এর আছর তাঁদের দলিল– لتمرة خير من جرادة[২৮৩] তথা পঙ্গপাল হতে খেজুর ভালো। তাছাড়া মুয়াত্তা ইমাম মালেকেই হজরত উমর রা.-এর আরেক আছরে শব্দ এসেছে لطعم قبضة من طعام। ইমাম শাফেয়ি রা. ইবনে আব্বাস রা. হতেও

فيها (في الجرادة) قبضة من طعام[২৮৪]

হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তালখিসে উল্লেখ করেছেন।[২৮৫]

---

[২৭৯] আবু দাউদ রহ.। (১/২৫৬, باب الجراد للمحرم), ইবনে মাজাহ রহ. তার সুনানে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (২৩২, (أبواب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد। -সংকলক।

[২৮০] أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة-সূরা মায়িদা, আয়াত-৯৬, পারা-৭। -সংকলক।

[২৮১] ইবনুল মুনজির রহ. হজরত ইবনে আব্বাস, কাব আল-আহবার এবং ওরওয়া ইবনে জুবায়র রা.-এর মাজহাবও এটাই বর্ণনা করেছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. হতেও দুটি বর্ণনা আছে। ১. এটি সামুদ্রিক শিকারের শামিল। এতে কোনো বদল নেই। ২. এটি স্থলীয় শিকারের শামিল। এতে বদলা আছে। দ্র., আল-মুগনি : ৩/৫০৮ الفصل الخامس، باب الفدية وجزاء الصيد। -সংকলক।

[২৮২] দ্র., আল-মুগনি : ৩/৫০৮-৫০৯। -সংকলক।

[২৮৩] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৪৪৮, فدية من لصاب شيئا من الجراد وهو احرم। পূর্ণ বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب سأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم فقال كعب : درهم، فقال عمر : إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة

মুয়াত্তা ইমাম মালেকের ওপরযুক্ত বর্ণনা দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, হজরত কাব আহবার রা.-এর মাজহাবও সেটা নয়, যেটা ইবনুল মুনজির রহ. বর্ণনা করেছেন যে, এটি সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁর মাজহাবও অধিকাংশের মতো এবং এটাও হতে পারে যে, তাঁর মাজহাব প্রথমে সেটাই ছিলো। পরবর্তীতে এ মত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। -সংকলক।

[২৮৪] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৪৪৮, فدية من لصاب شيئا من الجراد وهو محرم। পূর্ণ বর্ণনাটি নিম্নরূপ عن زيد بن اسلم ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضـــ فقال يا امير المؤمنين! اني اصبت جرادات بسوطي وانا محرم، باب محرمات الإحرام، آثار الباب فقال له عمر رضـــ لطعم قبضة من طعام। -সংকলক।

[২৮৫] ২/২৮৩, এজন্য হাফেজ রহ. লিখেন, 'তবে ইবনে আব্বাস রা.-এর আছরটি ইমাম শাফেয়ি ও বায়হাকি রহ. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি মুহরিম অবস্থায় একটি পঙ্গপাল মেরেছে। (সে কি করবে?) তখন ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, এতে বদল আছে এক মুষ্টি

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির জবাব হলো, জমহুরের মতে আবুল মুহাজজিম[২৮৬] ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ানের কারণে এটি জয়িফ। তিনি পরিত্যক্ত বর্ণনাকারি। সুতরাং এর দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়।

আর এই বর্ণনাটিকে সঠিক বলেও মেনে নেওয়া হয়, তাহলেও তাঁর উক্তি ''فانه من صيد البحر'' এর অর্থ হবে এটি সামুদ্রিক শিকারের মতো। কেনোনা, এর মৃত বস্তু হালাল। এটি জবাই করতে হয় না। আল্লামা মোল্লা আলি কারি রহ. এ বক্তব্য দিয়েছেন।[২৮৭]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে رجل শব্দটির ر এর মধ্যে যের এবং ج এর মধ্যে জযম। পঙ্গপালের একটি বিরাটদল মানুষের একটি বিরাট দলের মতো[২৮৮]।

খাবার। এটি সায়িদ ইবনে মানসুর এ সূত্রে বর্ণন করেছেন। এর সনদ সহিহ।'

মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে ইবনে আব্বাস রা.-এর এ আছরও বর্ণিত আছে, 'কাসেম বলেন, ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক মুহরিম একটি পঙ্গপাল মেরে ফেলেছে। জবাবে তিনি বললেন, একটি খেজুর একটি পঙ্গপাল হতে আফজাল। (في المحرم يقبل الجرادة, ৪/৭৮)।

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে ইবনে আব্বাস রা.-এর এই আছরও বর্ণিত আছে যে, মুহরিম সর্বনিম্ন যা হত্যা করে তাহলো পঙ্গপাল এর নিম্নে কোনো বদলা নেই এবং তাতে হলো একটি খেজুর। (৪/৪১১, নং ৮২৫০ باب الهر والجراد)।

এসব আছর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনে আব্বাস রা.-এর মাজহাবও অধিকাংশের মতো। ইবনুল মুনজির রহ. যেমন বর্ণনা করেছেন, সেরূপ নয়। এটাও সম্ভব যে, ইবনে আব্বাস রা.-এর মাজহাব প্রথমে ছিলো যে, পঙ্গপাল সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত। তবে পরবর্তীতে এ মত প্রত্যাহার করেছেন। আবু সালামা ইবনে উমর রা.-এর সম্পর্কে বলেন, তিনি পঙ্গপাল সম্পর্কে একটি খেজুরের হুকুম দিয়েছেন। -আত-তালখিসুল হাবির : ২/২৮৩, باب محرمات الإحرام। -সংকলক।

[২৮৬] আবুল মুহাজজিম ঝায়ের ওপর তাশদিদ। তামিমি বসরি। তাঁর নাম ইয়াজিদ। কেউ বলেছেন আবদুর রহমান ইবনে সুফিয়ান। অপাংক্তেয়। তৃতীয় শ্রেণির বর্ণনাকারি। (তাবেয়িনের মধ্যম শ্রেণি)। -তাকরিবুত তাহজিব : ২/৪৭৮, নং-১৫০।

হাফেজ জাহাবি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। উপনামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। শো'বা তার হতে বর্ণনা করার পর তাকে পরিহার করেছেন। তার হতে হুসাইন আল মু'আল্লিম, আবদুল ওয়ারিস ও একদল আলেম হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে মায়িন রহ. তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ি রহ. বলেছেন, 'অপাংক্তেয়'। ইবনে আদি রহ. বলেছেন, 'তিনি যা বর্ণনা করেন, এগুলো সংরক্ষিত নয়'। মুসলিম রহ. বলেছেন, 'আমি শো'বা রহ.কে বলতে শুনেছি, আমি আবুল মুহাজজিমকে দেখেছি। যদি তাকে একটি দিরহাম দেওয়া হয়, তবে একটি হাদিস জাল করে দিবে। 'তিনি আরো বলেছেন, 'আমি শো'বাকে বলতে শুনেছি, আবুল মুহাজজিম মসজিদে সাবিতে অপাংক্তেয় ছিলো। কেউ যদি তাকে একটি পয়সা দিত, তবে তাকে সত্তরটি হাদিস শোনাতো।' এ হলো মিজানুল ই'তিদালের বর্ণনার সারসংক্ষেপ। (৪/৪২৬, নং-৯৭০১)। -সংকলক।

[২৮৭] তিনি বলেন, 'ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটিকে সামুদ্রিক শিকারে গণ্য করা হয়েছে। কেনোনা, এটি মৃত হিসেবে সামুদ্রিক শিকারের মতো। তাছাড়া বলা হয়েছে যে, পঙ্গাপাল জন্ম নেয় মাছ হতে প্রাকৃতিক ভাবে। মুহরিমের জন্য পঙ্গপাল মারা বৈধ হবে না। এটা হত্যা করলে তার মূল্য দেওয়া আবশ্যক হবে। এ হতে শাখা-প্রশাখা বের করা সহিহ হবে না। যেমন, দ্বিতীয় উক্তির ভিত্তিতে বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে না।

অবশ্য মোল্লা আলি কারি রহ. তিরমিযীর এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ভিত্তিতে বর্ণনাগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি বলবো, যদি আবু দাউদ ও তিরমিযীর পূর্বোক্ত হাদিস সহিহ হয়, তাহলে হাদিসগুলোর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত হবে যে, পঙ্গপাল দু'প্রকার। একটি সামুদ্রিক, অপরটি স্থলীয়। সুতরাং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তার হুকুম অনুযায়ি আমল করা হবে।

মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/৩৮৯, باب المحرم يجتنب الصيد، الثاني। -সংকলক।

[২৮৮] যেমন, মাজমাউল বিহারের মাঝে ২/২৯৫। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ يُصِيْبُهَا الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ–২৮ : মুহরিম হায়েনার সম্মুখীন হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٥٢ – عَنْ ابْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ آكُلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم ؟ قَالَ نَعَمْ.

৮৫২। **অর্থ :** ইবনে আবু আম্মার রহ.বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, হায়েনা কি শিকার? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারি বললেন, আমি বললাম, আমি কি এটা খেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারি বলেন, আমি বললাম, এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আলি ইবনুল মাদিনি রহ. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ রহ. বলেছেন, জাবের ইবনে হাজিম রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জাবের-উমর সূত্রে। ইবনে জুরাইজের হাদিসটি আসাহ। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। অনেক আলেমের মতে, এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত তথা মুহরিম যখন কোনো হায়েনা শিকার করে, তখন তার ওপর ফিদিয়া আসবে।

দরসে তিরমিযী

عن[২৮৯] ابن ابي عمار قال : (قلت لجابر : الضبع، اصيد هي؟ قال : نعم، قال : قلت اكلها؟ قال : نعم، قال : قلت : اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم)

الضبع একটি হিংস্র প্রাণী, যাকে ফার্সিতে বলে কাফতার, উর্দুতে বলে হাণ্ডার বা বিজ্জু তথা হায়েনা। হানাফিদের মতে যদি এটি কিংবা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী নিজে নিজে আক্রমণ করে এবং এটাকে মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করে ফেলে, তবে কোনো জরিমানা আবশ্যক না। আর যদি মুহরিম এটাকে প্রথমেই হত্যা করে ফেলে তাহলে জরিমানা আসবে।[২৯০] যা সর্বোচ্চ এক বকরি হবে।[২৯১] এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এটাকে যে শিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে, এর অর্থ এটাই যে, জরিমানা ওয়াজিব হয় এটাকে নিজ হতে হত্যা করলে।

---

[২৮৯] তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি। -শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি। সুনানে তিরমিযী : ৩/২০৭, নং-৮৫১। আমি বলবো, এটি ইমাম নাসায়ি রহ. সুনানে নাসায়িতে (২/১৯৮ كتاب الصيد والذبائح), ইবনে মাজাহ সুনানে ইবনে মাজায় (২৩৩, ابوب الصيد، باب الضبع) শাব্দিক ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[২৯০] অবশ্য ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে, মুহরিমের জন্য জীবিত হিংস্র প্রাণীকে প্রাথমিক কতল করাও বৈধ। আর হত্যা করলে তার ওপর কোনো বদলা আসবে না। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., বাদায়িউস সানায়ে' ২/১৯৭, فصل ولما بيان لنواحه। -সংকলক।

[২৯১] এই তাফসিল মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৭০ হতে গৃহীত। -সংকলক।

হায়েনা হালাল কি হারাম প্রসংগে

এ অনুচ্ছেদের ''قلت : اكلها؟ قال : نعم'' দ্বারা হায়েনা হালাল বুঝা যায়। এটা মাসআলাটি মূলত খাবার পর্বের। এখানে এতোটুকু বুঝে নিন যে, হায়েনা হানাফি এবং মালেকিদের মতে হারাম। শাফেয়ি এবং হাম্বিলদের মতে হালাল।

শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ দলিল পেশ করেন এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা। হানাফি এবং মালেকিদের দলিল সেসব হাদিস যেগুলোতে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে সমস্ত দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীকে।[২৯২] এ মূলনীতিতে হায়েনাও শামিল।[২৯৩]

---

[২৯২] কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো। ১. হজরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমস্ত হিংস্র দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী ভক্ষণ করা হারাম।

২. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং পাঞ্জাবিশিষ্ট সমস্ত প্রাণী হতে নিষেধ করেছেন। এ দুটো বর্ণনা সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। দ্র. : ২/১৪৭, كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع।

৩. খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে খায়বরের যুদ্ধ করেছি। ইহুদিরা এসে অভিযোগ করলো যে, লোকজন তাদের দিকে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! সাবধান!! চুক্তিতে আবদ্ধ লোকদের মাল নাহকভাবে খাওয়া হালাল হবে না। তোমাদের জন্য পোষ্য গাধা, ঘোড়া, খচ্চর এবং প্রতিটি দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং প্রতিটি পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি হারাম। -সুনানে আবু দাউদ : ২/৫৩৩, كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل السباع।

৪. আবু ছা'লাবা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন। দ্র., সহিহ বোখারি : ২/৮৩০, كتاب الذبائح والصيد والتسمية، باب أكل كل ذي ناب من السباع, সহিহ মুসলিম : ২/১৪৭, كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, সুনানে আবু দাউদ : ২/৫৩৩, كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل السباع, সুনানে নাসায়ি : ২/১৯৮, كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل السباع, সুনানে তিরমিযী : ১/২১৩, أبواب الصيد، باب كراهية اكل ذي ناب وذي مخلب, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩২, أبواب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع।

৫. হজরত আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য, বেঁধে রেখে হত্যার জন্য লক্ষ্যবস্তু বানানো জন্তু ও দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু হতে নিষেধ করেছেন। আহমদ, বাজ্জার সংক্ষেপে এটি বর্ণনা করেছেন। তাবারানি বর্ণনা করেছেন কবিরে। বাজ্জার বলেছেন, এর সনদ হাসান।

৬. আবু উমামা রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাঁর এক যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম। তিনি একজন ঘোষককে (ঘোষণা দেওয়ার) নির্দেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, আমরা কোনো অবাধ্য ব্যক্তির জন্য জান্নাত বৈধ করি না। সাবধান! পোষ্য গাধা হারাম। এমনিভাবে প্রতিটি দাঁতালো জন্তু এবং প্রতিটি নখরবিশিষ্ট জানোয়ার। আরেক বর্ণনায় আছে, প্রতিটি নখরবিশিষ্ট কিংবা দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু। এ হাদিসটি তাবারানি একটি দীর্ঘ হাদিসে উল্লেখ করেছেন। এটি জানাইজ অধ্যায়ে গেছে। এতে লাইস ইবনে আবু সুলায়ম নামক একজন বর্ণনাকারি আছেন। তিনি সেকাহ, তবে মুদাল্লিস। অবশিষ্ট বর্ণনাকারিগণ সেকাহ।

সর্বশেষে উল্লিখিত দু'টি বর্ণনার জন্য দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/৪৯–৪০, كتاب الصيد والذبائح، باب في كل ذي ناب اوظفر وما نهى عنه।-রশিদ আশরাফ।

[২৯৩] এর সমর্থন মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের একটি বর্ণনা দ্বারাও হয়। আবদুর রাজ্জাক-সাওরি-সুহাইল-ইবনে আবু সালেহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, শামের এক ব্যক্তি এসে ইবনুল মুসাইয়িব রহ.কে জিজ্ঞেস করলো মুর্দার খেকো একটি জন্তু হায়েনা সম্পর্কে।

আর তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহতে খুজায়মা ইবনে জাজ রা.-এর একটি মারফূ' হাদিস আছে أو يأكل الضبع أحد؟[২৯৪] তথা কেউ কি হায়েনা খায়? এ হাদিসটি যদিও আবদুল করিম[২৯৫] ইবনে আবুল মুখারিকের কারণে জয়িফ। তবে সমস্ত দাঁতালো হিংস্র প্রাণী হারামকারি হাদিসগুলো এর সমর্থন।[২৯৬]

অবশিষ্ট আছে এ অনুচ্ছেদের হাদিস। শাস্ত্রগতভাবে এতে দুটি প্রশ্ন আছে, ১. ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ কাত্তান রহ. বলেছেন, এর বর্ণনাকারি ইবনে আবু আম্মার এটাকে মারফূ' আকারে বর্ণনা করে ভুল করেছেন। মূলত এই হাদিসটি ছিলো হজরত উমর রা.-এর ওপর মাওকুফ। স্বয়ং তিরমিযী রহ.ও জারির ইবনে হাজেম রহ. সূত্রে এটি মাওকুফ বলে বর্ণনা করেছেন। তবে পরবর্তীতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে সাব্যস্ত করেছেন আসাহ।

সারকথা, এটি কি মারফূ' না মওকুফ, এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।[২৯৭]

দ্বিতীয়তো এই হাদিসটি সুনানে আবু দাউদে[২৯৮] এসেছে। এতে খাওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। পূর্ণ হাদিসটি নিম্নরূপ,

عن جابر بن عبد الله رضـــ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال : هو ''صيد، ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم''

তখন তিনি তাকে তা হতে নিষেধ করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, আপনার কওম তো এটা খায়। কিংবা অনুরূপ কোনো কথা বললেন। জবাবে তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায় জানে না। সুফিয়ান বলেন, এ উক্তিটি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আমি সুফিয়ানকে বললাম, তাহলে হজরত ইবনে উমর, আলি রা. প্রমুখ হতে বর্ণিত বিষয়টি গেলো কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সব দাঁতালো হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেননি? সুতরাং এটা বর্জন করা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। তিনি বলেন, এ মতই পোষণ করেন আবদুর রাজ্জাক। (৪/৫১৪, নং-৮৬৮৭, كتاب المناسك باب الضبع)। -সংকলক।

[২৯৪] পূর্ণ হাদিসটি তিরমিযীতে এভাবে বর্ণিত আছে, 'হাব্বান ইবনে জাজ-তার ভাই খুজায়মা ইবনে জাজ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুর্দার খেকো জানোয়ার হায়েনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, হায়েনা কি কেউ খায়? আমি তাঁকে চিতাবাঘ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, চিতাবাঘ কি এমন কেউ খায়, যার মধ্যে কল্যাণ (ঈমান) আছে? (২/৯, ابواب الاطعمة، باب ما جاء في اكل الضبع)। ইবনে মাজাহর বর্ণনাটি আছে এভাবে– খুজায়মা ইবমে জাজ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুর্দার খেকো জানোয়ার হায়েনা সম্পর্কে আপনি কি বলেন? জবাবে তিনি বললেন, হায়েনা কে খায়? (২৩৩, ابواب الصيد باب الضبع)। -সংকলক।

[২৯৫] আবদুল করিম ইবনে আবুল মুখারিক মীমের ওপর পেশ এবং খা সহকারে। আবু উমাইয়া আল মুয়াল্লিমুল বসরি। মক্কায় অবস্থানকারি। তাঁর পিতার নাম কায়েস। আর অনেকে বলেছেন, তারিক। তিনি জয়িফ। -তাকরিবুত তাহজিব : ১/৫১৬, নং-১২৮৫। এর ওপর দরসে তিরমিযীতে (১/১৯৯, باب النهي عن البول قائما) আলোচনা হয়েছে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দ্র., মিজানুল ই'তিদাল : ২/৬৪৬, নং-১৫৭২, তাহজিবুত তাহজিব : ৬/৩৭৬ হতে ৩৭৯।

[২৯৬] তাছাড়া হজরত আলি রা. হতে এমন একটি মারফূ' বর্ণনা বর্ণিত আছে, যাতে মুর্দার খেকো জন্তু হায়েনা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুঁইসাপ, মুর্দার খেকো জন্তু হায়েনা, কুকুর, সিঙ্গা প্রদানকারির উপার্জন এবং ব্যভিচারিনীর পারিশ্রমিক হতে নিষেধ করেছেন। (দাওরাকি) -কানজুল উম্মাল : ২০/২২, كتاب المعيشة، الضب। -সংকলক।

[২৯৭] দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৭১। -সংকলক।

[২৯৮] ২/৫৩৩, كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع। -সংকলক।

'জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়েনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, এটা শিকার। মুহরিম যখন এটা শিকার করবে, তখন একটি বকরি এর বিনিময়ে দিবে।'

এসব কারণে মনে হয়, কোনো বর্ণনাকারি হায়েনা শিকার হওয়ার অর্থ এই বুঝে নিয়েছেন যে, এটা হালাল। অথচ শিকার হারাম জন্তুর দ্বারাও হয়ে থাকে।[২৯৯] এজন্য ভুলবশত খাওয়ার অংশ বাড়িয়েছেন।

হাফেজ মারদিনি রহ. বলেন, আবদুর রহমান[৩০০] ইবনে আবু আম্মার হাদিস বর্ণনায় বেশি প্রসিদ্ধ নন। সেকাহ বর্ণনাকারিদের বিরোধিতায় তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ এ অনুচ্ছেদের হাদিস শুধু তার হতেই বর্ণিত। আর সমস্ত হিংস্র দাঁতালো প্রাণী সংক্রান্ত হাদিসটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত ও সহিহ।[৩০১]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ–২৯ : মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٥٣ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اِغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِدُخُوْلِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ.

৮৫৩। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাখ নামকস্থানে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য গোসল করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি সংরক্ষিত নয়। বিশুদ্ধ হলো, নাফে' ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি তথা তিনি মক্কায় প্রবেশ করার জন্য গোসল করতেন।

---

[২৯৯] আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. শিকার হওয়ার তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন, 'শিকার সেটি, যার মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যায়– ১. যা ভক্ষণ করা হালাল, ২. যার মালিক নেই, ৩. যেটি আত্ম রক্ষাকারি -আল মুগনি : ৩/৫০৬, باب الفدية وجزاء الصيد، الفصل الرابع।

এতে বুঝা গেলো, তাঁদের মতে শিকারের জন্য গোশত খাওয়া বৈধ হওয়া আবশ্যক। আর এ অনুচ্ছেদের হাদিসে মুর্দার খেকো জন্তু হায়েনাকে শিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত এতে খাওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত যে বর্ণনায় খাওয়ার উল্লেখ নেই, তাতেও সাইদুল শব্দের কারণে মুর্দার খেকো জন্তু হালাল এবং তার গোশত খাওয়া বৈধ সাব্যস্ত হবে।

তবে এর জবাব হলো, সাইদ শব্দটি যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া যায়, সেগুলোর সংগে বিশেসিত নয়। বরং যার গোশত খাওয়া যায় এবং যারটি খাওয়া যায় না উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন, নিম্নেযুক্ত কাব্যে আছে,

صيد الملوك أرانب وثعالب • وإذا ركبت فصيدي الأبطال

ইমাম রাজি রহ. এ কাব্যটি হজরত আলি রা.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। -নসবুর রায়া। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৭১। -সংকলক।

[৩০০] আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আম্মার। তবে তার সম্পর্কে কোনো অসুবিধা আছে বলে আমি জানতে পারলাম না। -মিজানুল ই'তিদাল : ৪/৫৯৪, নং-১০৮১৭। -সংকলক।

[৩০১] হাফেজ আলাউদ্দিন তারকুমানি আল জাওহারুন নাকিতে (২/২৫) বলেছেন, সমস্ত দাঁতালো হিংস্র প্রাণী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার হাদিস সহিহ প্রমাণিত এবং প্রসিদ্ধ। এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। সুতরাং এর সংগে الضبع صيد হাদিসের কোনো বিরোধ নেই। কেনোনা, এটি আবদুর রহমান ইবনে আম্মারের একক বর্ণনা। তিনি এলেমের বর্ণনায় প্রসিদ্ধ নন এবং তাঁর বর্ণনা দ্বারা তখন দলিল পেশ করা হয় না, যখন তার চেয়ে আরো কোনো মজবুত সেকাহ বর্ণনাকারি তার বিরোধিতা করেন। তামহিদ গ্রন্থকার অনুরূপ বলেছেন। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৭২। -সংকলক।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এ মতই পোষণ করেন। মক্কায় প্রবেশ করার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম হাদিসে জয়িফ। তাকে জয়িফ বলেছেন আহমদ ইবনে হাম্বল, আলি ইবনুল মাদিনি প্রমুখ। এটি আমরা শুধুমাত্র তার সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে মারফু' আকারে পায়নি।

দরসে তিরমিযী

(عن[৩০২] ابن عمر قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ[৩০৩])

এ হাদিসটি ইমাম তিরমিযী[৩০৪] রহ.-এর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ি যদিও সূত্রগতভাবে জয়িফ, কিন্তু দুটি কারণে এটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। কেনোনা, এটি আমল দ্বারা সমর্থিত[৩০৫]। দ্বিতীয়তো ফাজায়িলে দুর্বল হাদিসও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।[৩০৬] কিন্তু এই দ্বিতীয় মূলনীতি সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ফাজায়িলে জয়িফ হাদিস তিন শর্তে গ্রহণযোগ্য

আল্লামা সুয়ুতি রহ. তাদরিবুর রাবিতে এবং হাফেজ সাখাবি রহ. আ'লকাওলুল বাদি' ফিসসালাতি আলাল হাবিবিশ শাফি' নামক গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. হতে বর্ণনা করেছেন যে, জয়িফ হাদিস ফাজায়িলের ক্ষেত্রে তিন শর্তে গ্রহণযোগ্য।

১. এর দুর্বলতা খুব মারাত্মক না হতে হবে। তাহলে সে একক বর্ণনাকারি মিথ্যুক ও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং প্রচুর পরিমাণ ভুলের শিকার বর্ণনাকারিদের শামিল হয়ে যাবে।

২. এর বিষয় শরিয়তের প্রমাণিত মূলনীতির মধ্য হতে কোনো মামুল বিহি মূলনীতির আওতায় থাকতে হবে। সুতরাং যেগুলো কোনো মূলনীতির আওতায় থাকবে না এমন কোনো নতুন বিষয় এখান হতে বাদ পড়ে যাবে।

---

[৩০২] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুযায়ি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/২০৮, নং-৮৫২। -সংকলক।

[৩০৩] এটি মক্কার একটি স্থানের নাম। আর কেউ বলেছেন, এটি সেই উপত্যকা, যেখানে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.কে দাফন করা হয়েছে। এটিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজিম ইবনুল হারিস রা.কে বরাদ্দ দিয়েছিলেন। -মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ৪/১০৭। -সংকলক।

[৩০৪] তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম হাদিসের ক্ষেত্রে জয়িফ। আহমদ ইবনে হাম্বল, আলি ইবনুল মাদিনি রহ. প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন। আমরা এই হাদিসটি এই সূত্রে কেবল মারফু আকারে জানি। অন্য কোনো সূত্রে জানি না।

[৩০৫] তা'আমুল এবং উম্মতের নিকট গৃহীত হওয়ার কারণে দুর্বল হাদিসও সহিহ হাদিসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। এই মূলনীতিটি দরসে তিরমিযীতে (১/৮৫, ৮৬)। হাদিসকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা ও জয়িফ সাব্যস্ত করার মূলনীতির অধীনে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আরো বিস্তারিত দেখার জন্য দ্র., الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة للعلامة اللكنوي (৫১/৫২), তাছাড়া দ্র., التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة (২২৮-২৩৮)। -সংকলক।

[৩০৬] কিন্তু এ দুটো কারণকে এখানে উল্লেখ করা তখনই সঠিক হতো, যখন এ মাসআলাটি শুধু এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপর নির্ভর করতো। অথচ বিষয়টি তা নয়। বরং এ অনুচ্ছেদের বিষয়টি হজরত ইবনে উমর রা.-এর একটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। হজরত নাফে' রহ. বলেন, ইবনে উমর রা. যখন হেরেমের নিকটবর্তী জায়গায় প্রবেশ করতেন, তখন তালবিয়া পড়া হতে বিরত থাকতেন। তারপর জিতুয়া নামক স্থানে রাত্রিযাপন করতেন। তারপর পড়তেন ফজরের নামাজ এবং গোসল করতেন ও হাদিস বর্ণনা করতেন, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا তথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করতেন। ইমাম বোখারি রহ. এই বর্ণনার ওপর একটি শিরোনাম কায়েম করেছেন, باب الاغتسال عند دخول مكة। দ্র., (১/২১৪, كتاب المناسك)। -সংকলক।

৩. এর ওপর আমল করার সময় এটা প্রমাণিত বলে বিশ্বাস করবে না। বরং সতর্কতার ওপর বিশ্বাস পোষণ করবে। যাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি, এমন বিষয় তাঁর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত না হয়।

এই বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রহ.-এর কিতাব আল-আজবিবাতুল ফাজেলাতে আছে।[৩০৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دُخُوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخُرُوْجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

অনুচ্ছেদ–৩০ : উঁচু এলাকা দিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় প্রবেশ ও নিচু এলাকা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٥٤ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

৮৫৪। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় এলেন, তখন প্রবেশ করেছেন উঁচু অংশ দিয়ে, আর নিচু অংশ দিয়ে বেরিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دُخُوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم مَكَّةَ نَهَارًا

অনুচ্ছেদ–৩১ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিনে মক্কায় প্রবেশ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٥٥ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا.

৮৫৫। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেছেন দিনে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

---

[৩০৭] দ্র., ৩৬-৫৯ بحث قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ–৩২ : বাইতুল্লাহ দর্শনের সময় দুহাত উঠানো মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٥٦ –عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ يَّرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَكُنَّا نَفْعَلُهُ.

৮৫৬। **অর্থ :** মুহাজির মক্কি রহ. বলেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যখন কেউ বাইতুল্লাহ শরিফ দর্শন করবে, তখন কি সে হস্তদ্বয় উত্তোলন করবে? এর জবাবে তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ করেছি। আমরা কি তা করছি?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, বাইতুল্লাহ শরিফ দর্শনকালে হাত উত্তোলনের বিষয়টি আমরা কেবল শো'বা-আবু কাজা'আ সূত্রে বর্ণিত হাদিস হতেই জানি। আবু কাজা'আর নাম হলো, সুয়াইদ ইবনে হুজাইর।

দরসে তিরমিযী

سئل جابر بن عبد الله : أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال : حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله[৩০৮]؟

---

[৩০৮] আমাদের নিকট মওজুদ তিরমিযীর কপিগুলোতে বর্ণনাটি বর্ণিত আছে এমনভাবে– فكنا نفعله অর্থাৎ, হামজায়ে ইস্তফহাম ব্যতীত। জামিউল উসূলে ৩/৪১৬, নং-১৭৪৩ ''الباب الحادي عشر في دخول مكة والنزول بها'' তিরমিযী সূত্রে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত আছে, কিন্তু মা'আরিফুস সুনানের (৬/৩৭৫) মূলপাঠে আছে أفكنا نفعله। (হামজায়ে ইস্তেফহাম প্রশ্ন বোধক হামজা সহকারে। ব্যাখ্যাতেও হজরত বিন্নোরি রহ. বলেন, أفكنا। অস্বীকৃতিবোধক হামজা সহকারে। সুনানে তিরমিযীর টীকা নাফউ' কূতিল মুগতাজিতে (১/১৩৫, টীকা : ৬) লিখেছেন, قوله : فكنا نفعله : الهمزة للإنكار মোল্লা আলি কারি রহ. أفكنا نفعله শব্দ বর্ণনা করেছেন। - মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/৩১৮, باب دخول مكة والطواف، الفصل الثاني। সারকথা, যদি বর্ণনাটি হামজায়ে ইস্তেফহামসহ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। নাসায়ি আবু দাউদের বর্ণনা দ্বারা ইস্তেফহামবিশিষ্ট সুরতের সমর্থন হয়। কেনোনা, নাসায়ির বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ– 'হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যিনি বাইতুল্লাহ শরিফ দেখেছেন। তিনি কি তার হস্তদ্বয় উত্তোলন করবেন? জবাবে বললেন, আমি মনে করি না যে, ইহুদি ব্যতীত অন্য কেউ এটা করে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ করেছি। (তাঁর সংগে) আমরা এ কাজ করতাম না। (২/৩২, كتاب مناسك الحج، ترك رفع اليدين عند رؤية البيت)। আবু দাউদের বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ– 'জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যিনি বাইতুল্লাহ শরিফ দেখেছেন, তিনি কি হস্তদ্বয় উঠাবেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি মনে করি না যে, এ কাজটি ইহুদি ব্যতীত আর কেউ করবে? আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ করেছি। তবে তিনি তা করতেন না।' (১/২৫৮, كتاب مناسك الحج ترك رفع اليدين عند رؤية البيت)। - সংকলক।

বাইতুল্লাহ শরিফ দেখে দোয়া করা বিভিন্ন আছর ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।[৩০৯] যেগুলোর মধ্য হতে সনদগতভাবে সবচেয়ে স্পষ্ট হলো, হজরত উমর রা.-এর আছর। এটি মুসতাদরাকে হাকেম ইত্যাদিতে রয়েছে,

ان عمر كان اذا نظر الى البيت قال : اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام''

'হজরত উমর রা. যখন বাইতুল্লাহর দিকে নজর করতেন তখন পড়তেন,

اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

তালখিসে[৩১০] হাফেজ রহ. এটি উল্লেখ করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এ স্থানে তাই দোয়া সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব।

এই মাসআলাতে অবশ্য মতপার্থক্য আছে যে, এই দোয়াটি হস্তদ্বয় উত্তোলন করে হবে, না এছাড়া। ইমাম শাফেয়ি রা. বলেছেন, আমি বাইতুল্লাহ শরিফ দর্শনকালে দুহাত তোলা মাকরূহ মনে করি না এবং এটাকে মুস্ত াহাবও মনে করি না। তবে আমার মতে এটা ভালো।[৩১১]

এই মাসআলাতে হানাফিদেরও দুটি উক্তি আছে।

তাহাবি রহ. প্রাধান্য দিয়েছেন হাত উত্তোলন না করার। হজরত জাবের রা.-এর হাদিস[৩১২] দ্বারা তিনি দলিল পেশ করেছেন এবং এটাকে ফুকাহায়ে হানাফিয়ার মত বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১৩]

তবে গুনইয়াতুল মানাসিক গ্রন্থকার বিভিন্ন হানাফি মুহাক্কিকের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের মতে হস্তদ্বয় উত্তোলন মুস্তাহাব। সেসব মুহাক্কিকিন ইবনে হুমান[৩১৪] এবং মোল্লা আলি কারি[৩১৫] রহ.-এরও নাম উল্লেখ করেছেন।

যাঁরা মুস্তাহাব বলেন, তাঁরা মুসনাদে শাফেয়িতে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা. এর মারফু' হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন,

---

[৩০৯] দ্র., আত তালখিসুল হাবির : ২/২৪১-২৪২, باب دخول مكة وبقية أعمال الحج الى آخرها। (এবং মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৩৮, باب ما يقول إذا نظر إلى البيت। তাছাড়া দ্র., সুনানে নাসায়ি : ২/৩২-৩৩, الدعاء عند رؤية البيت। -সংকলক।

[৩১০] ২/২৪২, باب دخول مكة وبقية اعمال الحج إلى آخرها। -সংকলক।

[৩১১] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৩৭৬, হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই শর্ত বর্ণনা করেছেন, 'বাইতুল্লাহ শরিফ দেখার সময় হস্ত উত্তোলন কোনো কিছু নেই। সুতরাং আমি এটিকে মাকরূহ মনে করি না এবং মুস্তাহাবও মনে করিনি। -তালখিস : ২/২৪২, باب دخول مكة وبقية اعمال الحج الى آخرها। -সংকলক।

[৩১২] অর্থাৎ, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.কে বাইতুল্লাহ নিকট হস্ত উত্তোলন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি বললেন, এটি এমন একটি কাজ যা ইহুদিরা করে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ্ব করেছি। তিনি এ কাজটি করেননি। তাহাবি : ১/৩৩১, باب رفع اليدين عند رؤية البيت। -সংকলক।

[৩১৩] তাহাবি : ১৩২। -সংকলক।

[৩১৪] দ্র., ফতহুল কাদির : ২/১৪৭, باب الإحرام। -সংকলক।

[৩১৫] দ্র., মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/৩১৮, باب دخول مكة والطواف. الفصل الثاني। -সংকলক।

''ترفع الايدي في[৩১৬] الصلاة، واذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة

'দুহাত উঠানো হবে নামাজে এবং বাইতুল্লাহ দর্শনকালে ও সাফা মারওয়ায়।' অবশ্য এই বর্ণনার একজন বর্ণনাকারি সায়িদ ইবনে সালেম আলকাদ্দাহ রহ. সম্পর্কে কালাম আছে।[৩১৭]

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ি রহ. হজরত ইবনে জুরাইজ রহ. হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

''ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا[৩১৮]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল্লাহ শরিফ দেখতেন, তখন দুহাত উঠাতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি এই ঘরের মান-মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং প্রভাব বাড়িয়ে দাও। তার মান-মর্যাদার কারণে যে এই হজ করে ও ওমরা করে তারও মান-মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও নেকি বাড়িয়ে দাও।'

তবে এতেও সায়িদ ইবনে সালেম আছেন, এবং এটি মু'জাল[৩১৯]ও। কেনোনা, ইবনে জুরাইজ এটি বর্ণনা করছেন সরাসরি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

অবশ্য ইমাম আজরাকি রহ. এটিকে আখবারে মক্কায় এমনভাবে বর্ণনা করেছেন,

عن ابن جريج قال : حدثت عن مكحول انه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى البيت رفع يديه فقال : اللهم زد هذا البيت تشريفا[৩২০] وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا''

তা সত্ত্বেও দুই স্থানে এতে বিচ্ছিন্নতা রয়ে গেছে।[৩২১]

---

[৩১৬] দ্র., মুসনাদুল ইমামিশ শাফেয়ি বিতারতিবিশ শায়খ মুহাম্মদ আবিদ আসসিনদি (৩৩৯, নং-৮৭৫, كتاب الحج، الباب السادس فيما يلزم الحج بعد دخول مكة الى فراغه من مناسكه)। পূর্ণ বর্ণনা এবং সনদ নিম্নরূপ- أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال : حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضـــ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، والجمع، وعند الجمرتين وعلى الميت। - সংকলক।

[৩১৭] হাফেজ রহ. লিখেন, সায়িদ ইবনে সালেম আল কাদদাহ আবু উসমান আল মাক্কি। মূলত তিনি খুরাসান কিংবা কুফার অধিবাসী। মামুলি সত্যবাদী। ভুল করে থাকেন। তার প্রতি মুরজিয়া মতবাদের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। তিনি ছিলেন ফকিহ। নবম শ্রেণির বড়দের শামিল। -তাকরিবুত তাহজিব : ১/২৯৬, নং-১৭২।

তাঁর সম্পর্কে সমালোচক এবং সদালোচক সবার উক্তির জন্য দ্র., মিজানুল ই'তিদাল ফি নাকদির রিজাল : ২/১৩৯, নং-৩১৮৬। -সংকলক।

[৩১৮] মুসনাদুল ইমামিশ শাফেয়ি। ৩৩৯, নং-৮৭৪। -সংকলক।

[৩১৯] আল মু'জাল। যে বর্ণনার সনদ হতে দুই কিংবা ততোধিক বর্ণনাকারি লাগাতার ছুটে গেছে। -তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস, ডক্টর মুহাম্মদ তাহহান : ৭৪। -সংকলক।

[৩২০] আখবারু মক্কা : ১/২৭৯, ما يقال عند النظر إلى الكعبة। -সংকলক।

[৩২১] একটি হলো, ইবনে জুরাইজ মাকহুলের মাঝে, আরেকটি হলো মাকহুল এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে। -সংকলক।

ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম তাহাবি রহ. হস্তদ্বয় উত্তোলনকে এই ওপরযুক্ত খুঁতের কারণে সুন্নত সাব্যস্ত করতে অস্বীকার করেছেন। তবে গুনইয়াতুল মানাসিক গ্রন্থকার এসব বর্ণনাকে সামগ্রিকভাবে প্রমাণযোগ্য সাব্যস্ত করে হজরত জাবের রা.-এর এ অনুচ্ছেদের হাদিস[৩২২] সম্পর্কে বলেছেন, ''المثبت مقدم على النافي''।[৩২৩]

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ

অনুচ্ছেদ–৩৩ প্রসংগ : কিভাবে তাওয়াফ করতে হয় (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٥٧ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضٰى عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشٰى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا أَظُنُّهُ قَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

৮৫৭। **অর্থ :** হজরত জাবের রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় তাশরিফ আনয়ন করলেন, তখন মসজিদে প্রবেশ করলেন। তারপর হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করলেন। তারপর ডানদিকে চলে গিয়ে তিনবার রমল করলেন এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে চললেন। তারপর মাকামে ইবরাহিমে এসে বললেন, واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى। সেখানে তিনি দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। মাকামে ইবরাহিম তখন ছিলো তাঁর ও বাইতুল্লাহর মাঝে। তারপর এ দু'রাকাত আদায় করে হাজরে আসওয়াদের নিকট এলেন এবং তা চুম্বন করলেন। তারপর সাফার দিকে বেরিয়ে এলেন। আমার ধারণা তিনি তখন, ان الصفا والمروة من شعائر الله বলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল চলছে।

---

[৩২২] অর্থাৎ, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কেউ যখন বাইতুল্লাহ শরিফ দেখবে, তখন কি সে হস্তদ্বয় উত্তোলন করবে? জবাবে তিনি বললেন, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ করেছি। আমরা তা করতাম। -সংকলক।

[৩২৩] মোল্লা আলি রহ.ও হস্ত উত্তোলন করার বর্ণনাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পরবর্তীতে সমস্ত বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থাকে প্রধানতম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি বলবো, উভয় ধরনের বর্ণনার মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা আফজাল যে, হস্ত উত্তোলন দলিল করার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে প্রথম দর্শনের ক্ষেত্রে। আর না করার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে প্রত্যেকবার। -মিরকাত শরহে মিশকাত : ৫/৩১৮, باب دخول مكة و الطواف। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ–৩৪ : হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

৮৫৮ -عَنْ جَابِرٍ : اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا.

৮৫৮। **অর্থ :** হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিনবার রমল করেছেন। আর চারবার স্বাভাবিকভাবে চলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, ইচ্ছাকৃত ভাবে যখন কেউ রমল পরিহার করবে, তখন সে মন্দ কাজ করবে। অবশ্য তার ওপর কোনো জরিমানা নেই। আর যখন তিন চক্করে রমল করলো না, তখন আর অবশিষ্টগুলোতে রমল করবে না। অনেক আলেম বলেছেন, মক্কাবাসীর ওপর রমল নেই, এমনিভাবে মক্কা হতে যারা এহরাম করেছে রমল নেই তাদের ওপরও ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ دُوْنَ مَا سِوَاهُمَا

অনুচ্ছেদ–৩৫ : অন্যগুলো ছাড়া হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

৮৫৯ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ مُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا.

৮৫৯। **অর্থ :** আবুত তুফাইল রহ. বলেন, আমরা ছিলাম ইবনে আব্বাস রা.-এর সংগে। হজরত মুয়াবিয়া রা. তখন যে কোনো রুকনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন সেটিকেই স্পর্শ করেছেন। তখন তাকে হজরত ইবনে আব্বাস রা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র স্পর্শ করেছেন হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানিকেই, অন্য কোনোটিকে নয়। তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, বাইতুল্লাহর কোনো অংশই পরিত্যাজ্য নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর রা. হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, স্পর্শ করবে শুধু হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানি।

দরসে তিরমিযী

عن[৩২৪] ابي الطفيل قال: كنا مع ابن عباس رضــ، ومعاوية رضــ لا يمر بركن الا استلمه فقال له ابن عباس رضــ : ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود[৩২৫] والركن اليمانى

حجر اسود আর রুকনে ইয়ামানির হুকুমে পার্থক্য হচ্ছে, যদি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন কিংবা স্পর্শ করার সুযোগ না হয়, তাহলে দূর হতে ইঙ্গিত করে হস্ত চুম্বন করা মাসনুন।[৩২৬] কিন্তু রুকনে ইয়ামানিতে যদি হাতে স্পর্শ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে ভালো। তা না হলে দূর হতে ইঙ্গিত করা মাসনুন নয়।[৩২৭] দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, হাজরে আসওয়াদের মতো রুকনে ইয়ামানি চুম্বন করা প্রমাণিত নয়।[৩২৮] অবশ্য ইমাম আজরাকি রহ. আখবারে মক্কায়[৩২৯] একটি বর্ণনা হজরত মুজাহিদ রহ. হতে মুরসাল আকারে বর্ণনা করেছেন,

كان رسول الله صلى عليه وسلم يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করতেন এবং এর ওপর তাঁর গাল মুবারক রেখে দিতেন।' প্রবল ধারণা এই বর্ণনার কারণে ইমাম মুহাম্মদ রহ. হতে রুকনে ইয়ামানি চুম্বনের উক্তি বর্ণিত আছে।[৩৩০]

---

[৩২৪] ইমাম বোখারি রহ. বোখারিতে (১/২১৮, باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانين) মুসলিম সহিহ মুসলিমে (১/৪১২, باب استحباب استلام الركنين اليمانين في الطواف دون الركنين الأخرين) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[৩২৫] এটি হলো, কাবার রুকনের মধ্যে অবস্থিত বাইতুল্লাহ শরিফের দরজার নিকটবর্তী পূর্বদিকে অবস্থিত। এটাকে বলা হয়, রুকনে আসওয়াদ। এটি জমিন হতে ২.৫২ হাত উঁচু। আজহারি রহ. বলেছেন, এটি জমিন হতে সাত আঙুল কম তিন হাত উঁচু। -উমদাতুল কারি : ৯/২৩৯, باب ما ذكر في الحجر الاسود। -সংকলক।

[৩২৬] সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমদ ও আওজায়ি রহ.-এর মাজহাব এটাই। এটাই হজরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সায়িদ, জাবের রা., আতা ইবনে আবু রাবাহ, ইবনে আবু মুলায়কা, ইকরামা ইবনে খালেদ, সায়িদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ ও আমর ইবনে দিনার রহ.-এর মাজহাব। অবশ্য ইমাম মালেক রহ. বলেন যে, হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের সুযোগ না পেলে হস্ত চুম্বন করা মাসনুন নয়। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/২৪০-২৪১, باب ما ذكر فى الحجر الأسود। -সংকলক।

[৩২৭] আল্লামা ইবনে আবিদিন রহ. বলেন, যখন তা স্পর্শ বা চুম্বন করতে অক্ষম হবে, তখন সেদিকে ইঙ্গিত করবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. হতে একটি বর্ণনায় ইঙ্গিত আছে। -শরহুল লুবাব : দ্র. মিনহাতুল খালেক আলাল বাহরির রায়েক : ২/৩৩০, باب الإحرام। -সংকলক।

[৩২৮] আল বাহরুর রায়েক : ২/৩৩০, باب الإحرام। -সংকলক।

[৩২৯] ১/৩৩৭-৩৩৮, تقبل الركن اليماني ووضع الخد عليه। -সংকলক।

[৩৩০] বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার বলেন, রুকনে ইয়ামানিতে স্পর্শ করা মুস্তাহাব। তবে চুম্বন করবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে এটা সুন্নত। এটাকে চুম্বন করাও হাজারে আসওয়াদের মতো। (২/৩৩০, باب الإحرام)।

সুনানে দারাকুতনিতে ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি মারফু' বর্ণনা দ্বারাও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাবের সমর্থন হয়। ثنا محمد بن مخلد نا الرماد نا يحيى بن أبي بكير أنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضــ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه (২/২৯০, باب المواقيت)।

আর ইমাম আজরাকি রহ. এমন বহু বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, যেগুলো দ্বারা হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানি স্পর্শকালে দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ আশা বুঝা যায়।[৩৩১] যেমন– হজরত ইবনে উমর রা.-এর আছর,

''على الركن اليمانى ملكان موكلان يؤمنان على دعاء من يمر بهما وان على الاسود ما لا يحصى''

'দুজন ফেরেশতা রুকনে ইয়ামানির ওপর সোপর্দ করা থাকে। তারা তাদের পাশ দিয়ে যারা অতিক্রম করে, তাদের দোয়ার ওপর আমিন বলে এবং হাজরে আসওয়াদের ওপর আছে অগণিত ফেরেশতা।' এ হাদিসটি আজরাকি[৩৩২] বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আছেন সায়িদ ইবনে সালেম, তার সম্পর্কে কালাম আছে।

ফায়েদা : ইমাম আবুল ওয়ালিদ আজরাকি রহ. আখবারে মক্কা গ্রন্থকার[৩৩৩] ইমাম বোখারি রহ.-এর সমকালীন[৩৩৪]। আখবারে মক্কায় বেশির ভাগ তিনি স্বীয় দাদা হতে হাদিস বর্ণনা করেন।[৩৩৫] তাঁর দাদা হলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আজরাকি। তাঁর উপনামও আবুল ওয়ালিদ।[৩৩৬] তিনি ইমাম বোখারি রহ.-এর উস্তাদ।[৩৩৭] ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে তাঁর হতে বহু হাদিস নিয়েছেন।[৩৩৮]

নং-২৪২)।

তাছাড়া আরো অনেক দলিল দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাবের সমর্থন হয়। বিস্তারিত বর্ণনার দ্র., আল-বাহরুর রায়েক : ২/৩৩০। -সংকলক।

[৩৩১] যেমন, মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রুকনে ইয়ামানির ওপর হাত রেখে দোয়া করে, তার দোয়া কবুল করা হবে। মুজাহিদ বলেন, যে কোনো মানুষ রুকনে ইয়ামানির ওপর হাত রেখে দোয়া করে তার দোয়া কবুল করা হয়। أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (১/৩৩৯, استلام الركن اليماني وفضله)। এ দুটি বর্ণনা রুকনে ইয়ামানির সংগে সংশ্লিষ্ট। হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানি উভয়ের আলোচনা সংক্রান্ত বর্ণনা মূলপাঠে আসছে। -সংকলক।

[৩৩২] আখবারু মক্কা : ১/৩৪১, باب ما يقال من الكلام بين الركن الأسود واليمانى। -সংকলক।

[৩৩৩] ফিহরিস্ত গ্রন্থকার ইবনুন নাদীম রহ. তার নাম ও বংশ লিখেছেন নিম্নরূপ– 'আল আজরাকি। তাঁর নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আজরাক।' মুকাদ্দামা আখবারে মক্কা ১১। -সংকলক।

[৩৩৪] কারণ, ইমাম বোখারি রহ.-এর জন্ম হয়েছে ১৯৪ হিজরিতে। আর ইনতেকাল হয়েছে ২৫৬ হিজরিতে। (মুকাদ্দামাতুল বোখারি-শায়খ আহমদ আলী সাহারানপুরি রহ. পৃষ্ঠা-৩) আখবারে মক্কা গ্রন্থকারের ওফাত ইবনে আজম তনিসি রহ.-এর উক্তি মতে ২১২ হিজরিতে। আর কাশফুজ জুনুন গ্রন্থকারের উক্তি মতে ২২৩ ইকদুছ ছামিন ফি তারিখিল বালাদিল আমিনের আলোচনা দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। দ্র., মুকাদ্দামা আখবারে মক্কা : ১১-১৩। -সংকলক।

[৩৩৫] আল্লামা ফাসি রহ. আর ইকদুছ ছামিনে লিখেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ.... আবুল ওয়ালিদ আল আজরাকি আল মক্কি আখবারু মক্কার লেখক সম্পর্কে একদল মনীষী আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে আছেন তাঁর দাদা আবুল ওয়ালিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল আজরাকি। -মুকাদ্দামা আখবারে মক্কা। পৃষ্ঠা-১১। -সংকলক।

[৩৩৬] সূত্র ঐ।

[৩৩৭] তাহজিবে আছে, হাকেম আবু আবদুল্লাহ রহ. তারিখে নিশাপুরে বলেছেন, মক্কাতে ইমাম বোখারি রহ. যাদের হতে (হাদিস) শুনেছেন তার মধ্যে আছেন আবুল ওয়ালিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আজরাকি রহ.। -মুকাদ্দামা সহিহ বোখারি- শায়খ আহমদ আলি সাহারানপুরি রহ.। পৃষ্ঠা-৩। -সংকলক।

[৩৩৮] যেমন দ্র., সহিহ বোখারি : ১/৪৮৯, كتاب الأنبياء، باب قول الله عزوجل واذكر في الكتب مريم اذانتبذت من اهلها، حدثنا احمد بن محمد المكي قال سمعت ابراهيم بن سعد। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا

অনুচ্ছেদ—৩৬ : ইজতিবা[৩৩১] অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াফ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٦٠ - عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ.

৮৬০। **অর্থ :** ইয়ালা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেছেন, চাদরের ডান দিক বগলের নিচে রেখে উভয় কিনারা বুক এবং পিঠের দিক হতে বাম কাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সাওরি-ইবনে জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত এ হাদিসটি আমরা কেবল তাঁর সূত্রেই জানি।

এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবদুল হামিদ হলেন, ইবনে জুবাইর ইবনে শায়বা। তিনি ইয়ালা হতে তিনি তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা হলেন, ইয়ালা ইবনে উমাইয়া।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ—৩৭ : হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٦١ - عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ أُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ.

৮৬১। **অর্থ :** 'আবেস ইবনে রবি'আ বলেন, আমি দেখেছি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করছেন, আর বলছেন, আমি তোমাকে চুম্বন করছি। জানি তুমি পাথর। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু বকর ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

٨٦٢ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ زُوْحِمْتُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : اِجْعَلْ (أَرَأَيْتَ) بِالْيَمِيْنِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

---

[৩৩১] ইজতিবার অর্থ হলো, চাদরকে ডান বগলের নিচে রেখে উভয় দিক বুক এবং পিঠের দিক হতে বাম কাঁধের ওপর ফেলে রাখা।

৮৬২। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা.কে এক ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। লোকটি বললো, আপনি আমাকে বলুন, যদি আমি এর ওপর অক্ষম হই? আপনি আমাকে বলুন, যদি আপনার সামনে ভিড় হয়? জবাবে হজরত ইবনে উমর রা. বললেন, তবুও তা করে? তুমি কি ইয়ামানে তা দেখেছো? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখেছি তিনি তা স্পর্শ করেছেন এবং চুম্বন করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, তিনি হলেন, জুবায়র ইবনে আরাবি। তার হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে জায়দ। জুবায়র ইবনে আরাবি হলেন, কুফি। তাঁর উপনাম হলো আবু সালামা। তিনি আনাস ইবনে মালেক রা.সহ আরো একাধিক সাহাবি হতে হাদিস শুনেছেন। তার হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সাওরিসহ একাধিক ইমাম।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

তাঁর হতে একাধিক সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা মুস্তাহাব মনে করেন। তা যদি করা সম্ভব না হয় এবং সে পর্যন্ত পৌছতে না পারে, তবে স্পর্শ করবে হাতে এবং হাতেই চুম্বন করবে। আর যদি এতোটুকু পর্যন্ত পৌছতে না পারে, তবে এটাকে সামনে রাখবে যখন তার বরাবর পৌছবে এবং তাকবির বলবে। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটি।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ—৩৮ : মারওয়ার আগে সাফা হতে শুরু করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٦٣ – عَنْ جَابِرٍ : اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ اَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَاللهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

৮৬৩। **অর্থ :** হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করলেন, তখন বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করলেন সাতবার এবং মাকামে ইবরাহিমে এসে পাঠ করলেন ((واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى))। তারপর তিনি মাকামে ইবরাহিমের পেছনে নামাজ আদায় করলেন। তারপর হাজরে আসওয়াদের এখানে এসে এটি স্পর্শ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেটি দিয়ে শুরু করেছেন, আমরা শুরু করবো তা দিয়েই। তখন সাফা হতে (তাওয়াফ) শুরু করলেন এবং ((ان الصفا والمروة من شعائر الله)) আয়াত পাঠ করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে আমল এর ওপর অব্যাহত যে, মারওয়ার আগে সাফা হতে দৌড় শুরু করবে। সুতরাং যদি সাফার আগে মারওয়া হতে শুরু করে, তবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে না এবং শুরু করবে সাফা হতে।

সে ব্যক্তি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন, যে বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেছে, কিন্তু সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেনি– তখন ফিরে এসেছে। অনেক আলেম বলেছেন, যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করে, এমনকি মক্কা হতে বেরিয়ে আসে, তবে যদি স্মরণ হয় এবং সেও মক্কার নিকটবর্তী থাকে তবে ফিরে আসবে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করবে। আর যদি স্মরণ না হয়, ফলে তার নিজ শহরে চলে এসেছে, তাহলে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তার ওপর দম আসবে। সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাব এটি।

অনেকে বলেছেন, যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ পরিহার করে নিজের শহরে ফিরে আসে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটা। তিনি বলেছেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করা ওয়াজিব। এছাড়া হজই বৈধ হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ–৩৯ : সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৪)

٨٦٤ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا سَعٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ.

৮৬৪। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৌড়েছেন কেবল সাফা-মারওয়ার মাঝে এবং বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেছেন মুশরিকদেরকে তাঁর শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আয়েশা, ইবনে উমর ও জাবের রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটিকে ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব মনে করেন। তথা সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো। যদি সায়ী না করে বরং সাফা-মারওয়ার মাঝে হাঁটে তবে এটাকেও তারা বৈধ মনে করেন।

٨٦٥ –عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِيْ فِي السَّعْيِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَمْشِيْ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ لَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَسْعٰى وَلَئِنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَمْشِيْ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ.

৮৬৫। **অর্থ :** কাসির ইবনে জুমহান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত ইবনে উমর রা.কে দেখেছি, তিনি সায়ীস্থলে হাঁটছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দৌড়ের স্থানে সাফা-মারওয়ার মাঝে আপনি হাঁটছেন? জবাবে তিনি বললেন, যদি আমি সায়ী করি তাহলে (কোনো অসুবিধা নেই), কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সায়ী করছেন। আর যদি আমি চলি (তবেও কোনো অসুবিধা নেই), কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখেছি, তিনি হাঁটছেন। অথচ আমি তো একজন বৃদ্ধ শায়খ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সায়িদ ইবনে জুবায়র হজরত ইবনে উমর রা. হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ–৪০ : আরোহণ করা অবস্থায় তাওয়াফ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৫)

٨٦٦– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم عَلٰى رَاحِلَتِهٖ فَإِذَا انْتَهٰى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ.

৮৬৬। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাওয়ারির ওপর তাওয়াফ করেছেন। তিনি যখন রুকন পর্যন্ত পৌছেন, তখন তার দিকে ইঙ্গিত করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

একদল আলেম বিনা ওজরে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করা ও সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়া মাকরূহ মনে করেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ–৪১ : তাওয়াফের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৫)

٨٦٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهٗ.

৮৬৭। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ৫০ বার বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করবে, সে তার গোনাহসমূহ হতে সদ্যপ্রসূত সন্তানের মতো বেরিয়ে আসবে (মুক্ত হবে)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি গরিব। আমি মুহাম্মদকে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, এটা কেবল ইবনে আব্বাস রা. হতে তার উক্তিরূপেই বর্ণনা করা হয়।

٨٦٨ – عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ : كَانُوْا يَعُدُّوْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيْهِ وَ لِعَبْدِ اللهِ أَخٌ يُقَالُ لَهٗ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَدْ رَوٰى عَنْهُ أَيْضًا.

৮৬৮। **অর্থ :** আইউব সাখতিয়ানি রহ. বলেন, লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে সায়িদ ইবনে জুবায়রকে তার পিতা অপেক্ষা আফজাল মনে করতেন। তার আরেক ভাই আছেন, যাকে বলা হয় আবদুল মালেক ইবনে সায়িদ ইবনে জুবায়র। তিনিও তাঁর (পিতা) হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ لِمَنْ يَطُوْفُ

অনুচ্ছেদ–৪২ : ফজর ও আসরের পর তাওয়াফকারির জন্য তাওয়াফের নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৫)

٨٦٩ -عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

৮৬৯। আবু আম্মার রহ. ... জুবায়র ইবনে মুতইম রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে বনি আবদে মানাফ, তোমরা এমন কাউকে নিষেধ করো না, যে কেউ এই বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করবে এবং নামাজ পড়বে, যে কোনো সময়ই ইচ্ছা করুক না কেনো, রাতে হোক বা দিনে।

এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস ও আবু জর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জুবায়র ইবনে মুতইম রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি আবদুল্লাহ ইবনে আবু নাজিহ আবদুল্লাহ ইবনে বাবাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ওলামায়ে কেরাম আসরের পর ও সকালের পর মক্কা শরিফে নামাজ সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, আসর ও সকাল হবার পর তাওয়াফ ও নামাজে কোনো অসুবিধা নেই। এটা ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

আর অনেকে বলেছেন, যখন আসরের পর তাওয়াফ করবে, তখন সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ পড়বে না। তারা হজরত ইবনে উমর রা.-এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি ফজর নামাজের পর তাওয়াফ করেছেন। তবে নামাজ পড়েননি। মক্কা হতে বেরিয়ে জিতুয়া নামকস্থানে অবতরণ করে সূর্যোদয়ের পর নামাজ আদায় করেছেন। এটা সুফিয়ান সাওরি ও মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর মাজহাব।

عن[৩৪০] جبير بن مطعم رضـــ (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف! لا تمنعوا احدا طاف بهذاالبيت وصلى اية شاء من ليل او نهار)

ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন যে, তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ মাকরূহ সময়েও আদায় করা যেতে পারে।[৩৪১]

---

[৩৪০] ইমাম আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে, (১/২৬০, كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر), নাসায়ি (২/৩৫, كتاب مناسك الحج، إباحة الطواف في كل الأوقات), ইবনে মাজাহ (পৃষ্ঠা-৮৮, أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[৩৪১] আতা, তাউস, কাসেম, ওরওয়া ইবনে জুবায়র এবং ইমাম ইসহাক রহ.-এর মাজহাবও এটাই। -উমদাতুল কারি : ৯/২৭১, باب الطواف بعد الصبح والعصر। -সংকলক।

আবু হানিফা এবং এক বর্ণনা অনুযায়ি ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, এ দুই রাকাত মাকরূহ সময়ে আদায় করা যায় না।[৩৪২] বরং ফজর ও আসরের পর তাওয়াফকারির উচিত তাওয়াফ করতে থাকা এবং শেষে সমস্ত তাওয়াফের রাকাতগুলো সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের পর এক সংগে আদায় করা।

হানাফিদের দলিলসমূহ

১. **হানাফিদের প্রথম দলিল :** ফজর ও আসরের পর (নামাজে) নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিসসমূহ। যেগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির এবং ব্যাপক[৩৪৩]।

২. **দ্বিতীয় দলিল :** হজরত উমর রা.-এর আছর।

عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضـــ بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى اناخ بذي طوى فصلى ركعتين[৩৪৪]

'আবদুর রহমান, ইবনে আবদুল কারি বলেছেন, তিনি ফজরের নামাজের পর বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেছেন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর সংগে । তাওয়াফ শেষ করে উমর রা. নজর করলেন, তখন তিনি সূর্য দেখলেন, তারপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন।'

৩. **তৃতীয় দলিল :** মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হজরত জাবের রা.-এর হাদিস। যেটি সহিহ সনদে বর্ণিত আছে,

لم تكن نطوف بعد صلوة الصبح[৩৪৫] حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب

---

[৩৪২] হজরত সায়িদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরি, মুজাহিদ, সুফিয়ান সাওরি, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাবও এটাই। -উমদাতুল কারি : ৯/২৭১। -সংকলক।

[৩৪৩] এসব বর্ণনার জন্য দ্র., সহিহ বোখারি : ১/৮২-৮৩, كتاب موافيت الصلوة، باب الصلوة بعد الفحر حتى ترتفع السمش وباب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ولم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر, সুনানে আবু দাউদ : ১/১৮১, باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة, সুনানে নাসায়ি : ১/৯৬, النهي عن الصلاة بعد الصبح, সুনানে ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা-৮৮- باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر। -সংকলক।

[৩৪৪] শব্দ মুয়াত্তার : পৃষ্ঠা-৩৮৭ كتاب الحج، الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، واخرجه للبخاري في صحيحه تعليقا, এই হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (১/২২০ باب الطواف بعد الصبح والعصر) (প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং তিরমিযী রহ.ও এ অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ রহ. বলেন, আমালি ইবনে মান্দায় উচ্চ সনদে সুফিয়ান সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এর শব্দগুলো নিম্নরূপ-- لن عمر طاف بعد الصبح سبعا ثم خرج إلى المدينة فلما كانت بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين। ফতহুল বারি : ৩/৩৯১, باب الطواف بعد الصبح والعصر। -সংকলক।

[৩৪৫] এই বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এটি ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদে সহিহ সনদে আবু জুবায়র-জাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -ফতহুল বারি : ৩৯১, আল্লামা হাইছামি রহ. এই বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ রূপে উল্লেখ করার পর বলেন, এটি ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন। এতে আছেন ইবনে লাহি'আ। তার সম্পর্কে কালাম আছে মুহাদ্দিসিনে কেরাম তার হাদিসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৪৫, باب لوقات الطواف। -সংকলক।

'ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয়ের আগে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা তাওয়াফ করতাম না।

৪. **চতুর্থ দলিল :** মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে বর্ণিত হজরত আয়েশা রা.-এর আছর,

انها قالت: اذا اردت الطواف بالبيت بعد صلوة الفجر او العصر فطف واخر الصلاة حتى تغيب الشمس او حتى تطلع فصل لكل اسبوع ركعتين[৩৪৬]

'তিনি বলেছেন, তুমি যখন ফজরের নামাজ বা আসরের পর তাওয়াফের ইচ্ছা করো, তখন তাওয়াফ করো। আর নামাজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিংবা সূর্যোদয় পর্যন্ত বিলম্ব করো। তারপর প্রতি সাত তাওয়াফের জন্য দুই রাকাত নামাজ আদায় করো।'

৫. **পঞ্চম দলিল :** মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে বর্ণিত আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর আছর انه طاف بعد الصبح فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس

'তিনি ফজরের পর তাওয়াফ করেছেন। যখন তা হতে অবসর গ্রহণ করেছেন, তখন সূর্যোদয় পর্যন্ত বসেছিলেন।[৩৪৭]

৬. **ষষ্ঠ দলিল :** বোখারিতে[৩৪৮] বর্ণিত হজরত উম্মে সালামা রা.-এর হাদিস,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقيمت الصلوة للصبح فطوفى علٰى بعيرِك والناس يصلون، ففعلت ذٰلك ولم تصل حتى خرجت'

'মক্কা মুকাররমায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন তিনি সেখানে হতে বেরুতে ইচ্ছা করলেন। উম্মে সালামা রা. তখন বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেননি। অথচ তিনিও মক্কা হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, যখন ফজরের নামাজের একামত দেওয়া হয়, তখন তুমি তোমার উটের ওপর আরোহণ করে তাওয়াফ করো, যখন লোকজন নামাজে রত থাকে। তিনি তাই করলেন। সেখান হতে বেরুবার আগে তিনি নামাজ পড়েননি।'

---

[৩৪৬] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার আদদারুস সালাফি বোম্বে, ভারতের যে কপিটি আহকারের নিকট আছে, তাতে এই বর্ণনাটি তালাশ করার পরেও পেলো না। নিদর্শনাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, হজ সংক্রান্ত মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার কয়েকটি অনুচ্ছেদ ছাপা হতে বাদ পড়েছে। কেনোনা, কিতাবুল হজ আছে এর চতুর্থ খণ্ডে। এর সূচনা হয়েছে بسم الله الرحمن الرحيم في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج দ্বারা। অথচ তৃতীয় খণ্ডের শেষে লেখা আছে تم الجزء الثالث من الكتاب المصنف الحمد لله وحده الله وحده ويتلوه كتاب الحج اوله بسم الله الرحمن الرحيم، ما قالوا في ثواب الحج

অবশ্য হাফেজ রহ. ইবনে আবু শায়বা সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল-আবদুল মালেক-আতা-আয়েশা রা. সূত্রে এ বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন। পরে বলেন, এ সনদটি হাসান। -ফতহুল বারি : ৩/৩৯২, باب الطواف بعد الصبح والعصر। আল্লামা আইনি রহ.ও ইবনে আবু শায়বা সূত্রে এই সনদে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। -উমদাতুল কারি : ৯/২৭২-২৭৩। -সংকলক।

[৩৪৭] এই বর্ণনাটি আল্লামা আইনি রহ. সুনানে সায়িদ ইবনে মানসুর এবং মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার বরাতে বর্ণনা করেছেন। -উমদাতুল কারি : ৯/২৭২, باب الطواف بعد الصبح والعصر। -সংকলক।

[৩৪৮] ১/২০, باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد। -সংকলক।

হজরত উম্মে সালামা রা.-এর তাওয়াফের দুই রাকাত হেরেম শরিফে না পড়ার এছাড়া অন্য কোনো কারণ হতে পারে না যে, ফজরের পর তা আদায় করা দূরুস্ত ছিলো না। তা না হলে তিনি হেরেমের ফযিলত ত্যাগ করতেন না।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হলো, এতে اية ساعة দ্বারা গায়রে মাকরূহ সময় উদ্দেশ্য। আর তাঁর বলার উদ্দেশ্য বনু আবদে মানাফকে এই দিকনির্দেশনা দেওয়া, যাতে তারা আগমন প্রস্থানকারিদের জন্য হেরেমের রাস্তা সর্বদা খোলা রাখেন। মূলত বনু আবদে মানাফের ঘরবাড়িগুলো বাইতুল্লাহ শরিফ এবং হেরেমের সীমা ঘেরাও করে ছিলো। যখন তারা দরজা বন্ধ করে দিতো তখন কেউ হেরেম পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিলেন যে, তাওয়াফ এবং নামাজের ওপর যেনো পাবন্দি আরোপ না করে। হেরেম শরিফে নামাজ আদায়কারিদের জন্য কোনো মাকরূহ ওয়াক্ত নেই এর উদ্দেশ্য কখনো এটা নয়।[৩৪৯]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের সহিহ অর্থ এবং এ মাসআলার বিস্তারিত বর্ণনা নামাজ অধ্যায়েও হয়েছে।[৩৫০]

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ–৪৩ প্রসংগ : তাওয়াফের দু'রাকাতে কী পড়বে? (মতন পৃ. ১৭৫)

٨٧٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُوْرَتَيِ الْإِخْلَاصِ { قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ } وَ { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ }

৮৭০। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের দু'রাকাতে ইখলাসের দু'সূরা পাঠ করেছেন তথা সূরা কাফেরুন ও কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ।

٨٧١ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ الطَّوَافِ بِ {قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ } وَ { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}

৮৭১। **অর্থ :** মুহাম্মদ সূত্রে বর্ণিত যে, তাওয়াফের দু'রাকাতে তিনি সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করা মুস্তাহাব মনে করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি আবদুল আজিজ ইবনে ইমরানের হাদিস অপেক্ষা আসাহ। জাফর ইবনে মুহাম্মদ-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি এ প্রসঙ্গে জাফর ইবনে মুহাম্মদ-তার পিতা-জাবের- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা আসাহ। আবদুল আজিজ ইবনে ইমরান হাদিসে জয়িফ।

---

[৩৪৯] দ্র., আল কাওকাবুদ দুররি : ১/২৮৩। -সংকলক।

[৩৫০] দ্র., দরসে তিরমিযী : ১/৪২৩-৪২৫, باب ما جاء في كراهية الصلوة بعد العصر وبعد الفجر। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الطَّوَافُ عُرْيَانًا

অনুচ্ছেদ-৪৪ : বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৫)

٨٧٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ ؟ قَالَ بِأَرْبَعٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلٰى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.

৮৭২। **অর্থ :** জায়দ ইবনে উছাই' রহ. বলেন, আমি হজরত আলি রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি প্রেরিত হয়েছেন কী নিয়ে? জবাবে তিনি বললেন, চারটি বিষয় নিয়ে। ১. জান্নাতে কেবলমাত্র মুসলমানই প্রবেশ করবে। ২. বাইতুল্লাহ শরিফ কোনো বিবস্ত্র ব্যক্তি তাওয়াফ করতে পারবে না। ৩. এ বছরের পর মুসলমান ও পৌত্তলিকরা একসঙ্গে (হজে) সমবেত হতে পারবে না। ৪. যার সংগে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো চুক্তি আছে, তার সে চুক্তি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আর যার কোনো নির্ধারিত সময় নেই তার সময় চার মাস থাকবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি রা.-এর হাদিসটি حسن।

৮৭৩। ইবনে আবু উমর, নাস্‌র ইবনে আলি-সুফিয়ান ইবনে আবু ইসহাক সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জন বলেছেন, জায়দ ইবনে ইউছাই'। এটা আসাহ।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, শো'বা তাতে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, জায়দ ইবনে উছাইল।

''عن[৩৫১] زيد بن اثيع قال : سالت عليا رضـــ باي شئ بعثت؟ قال : بِأَربعٍ : لا يدخلُ الجنةَ الا نَفْسٌ مسلمة ولا يطوف بالبيت عريانٌ''

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরিতে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.কে মক্কা মুকাররমায় হজে পাঠিয়েছিলেন। আরাফাতের ময়দান এবং মিনায় যেখানে আরবের সমস্ত গোত্রগুলোর সমাবেশ হতো, যাতে তাদের মাঝে সূরা বারাআতে নাজিলকৃত আহকামের ঘোষণা দিতে পারেন। পরবর্তীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রসঙ্গ পাঠিয়েছিলেন হজরত আলি রা.কেও।[৩৫২]

হজরত আলি রা.-এর নিকট জায়দ ইবনে উছাই' এটাই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনাকে কী কী আহকামের তালিম দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে? হজরত আলি রা. এর জবাবে চারটি আহকাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, কেউ যেনো বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ না করে। হাদিসের এই অংশ শিরোনমের সংগে সঙ্গতি রাখে।

---

[৩৫১] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তির মতে এ হাদিসটির তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/২২২। -সংকলক।

[৩৫২] দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/২৬৫, باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك। - সংকলক।

মুশরিকদের নিয়ম ছিলো, তারা বিবস্ত্র হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতো। তারা তাদের এই মন্দ কর্মের এই হিকমত বর্ণনা করতো যে, যেসব কাপড়ে আমরা গোনাহ করেছি, সেসব কাপড় পরে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা বেআদবি।[৩৫৩] এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এ হতে বারণ করা হয়েছে। বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার অনুমতি নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও واذا فعلوا فاحشة الخ[৩৫৪] দ্বারা এর মন্দ হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তীতে "يبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"[৩৫৫] আয়াত দ্বারা সতর ঢাকা ওয়াজিব করেছেন।

ইমামত্রয়ের মতে তাওয়াফে সতর ঢাকা শর্ত। ইমাম আবু হানিফা রা. এর মতে ওয়াজিব।[৩৫৬] যদি সতর খুলে তাওয়াফ করে, তাহলে তা পুনরায় করা ওয়াজিব। আর পুনরায় না করলে দম দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম আহমদ রহ.-এর এক বর্ণনা।[৩৫৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ : কাবা শরিফে প্রবেশ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৬)

٨٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم مِنْ عِنْدِيْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ إِنِّيْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ.

৯৭৪। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হতে চোখ জুড়ানো ও খোশ মেজাজ অবস্থায় বেরিয়ে আবার আমার নিকট ফিরে এলেন উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত অবস্থায়। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি জবাবে বললেন, আমি কাবা শরিফে প্রবেশ করেছিলাম। আমার মনে চায় যদি আমি তা না করতাম, তবে কতোই না ভালো হতো। আমার ভয় হচ্ছে, আমার পরে আমি আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলে দিলাম কীনা?

---

[৩৫৩] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুল কোরআন : ৩/৫৩৭-৫৪৩, بتحت تفسير قوله تعالى "واذا فعلوا فاحشة الخ" সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৮। -সংকলক।

[৩৫৪] সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৮, পারা-৮। -সংকলক।

[৩৫৫] সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩১, পারা-৮। -সংকলক।

[৩৫৬] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (৬/৪০৩-৪০৪) বলেন, আমাদের শায়খ রহ. বলেছেন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, সতর ঢাকা সত্তাগতভাবে ফরজ। সুতরাং এটি হজের ওয়াজিব হয় কিভাবে? এর জবাবে আমি বলবো, এতোদুভয়ের মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই কারণ, অনেক সময়ে একটি জিনিস সত্তাগতভাবে ফরজ হয়। আবার ওয়াজিব হয় ভিন্ন কারণে। অর্থাৎ, এখানে ফরজ ওয়াজিব দুটি জিনিস একত্রিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করবে, সে দুটি কবিরা গোনাহে লিপ্ত হবে। একটি ফরজ তরক করার, অপরটি ওয়াজিব তরক করার। -সংকলক।

[৩৫৭] দ্র., আল মুগনি-ইবনে কুদামা (৩/৩৭৭, باب ذكر الحج، ودخول مكة، مسئلة : قال: وسكون طاهر في ثياب طاهرة)। তাছাড়া দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/২৬৬, باب لا يطوف بالبيت عريان। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ : কাবা শরিফে নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৬)

٨٧٥ - عَنْ بِلَالٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم صَلَّى فِيْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ وَلٰكِنَّهُ كَبَّرَ.

৮৭৫। **অর্থ :** বিলাল রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ভেতরে নামাজ আদায় করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, তিনি নামাজ পড়েননি। তবে তাকবির বলেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উসামা ইবনে জায়দ, ফজল ইবনে আব্বাস, উসমান ইবনে তালহা এবং শায়বা ইবনে উসমান রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, বিলাল রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা কাবা শরিফে নামাজ আদায় করাতে কোনো দোষ মনে করেন না।

মালেক ইবনে আনাস রহ. বলেছেন, কাবা শরিফে নফল নামাজ আদায় করাতে কোনো দোষ নেই। তবে তিনি কাবা শরিফে ফরজ নামাজ আদায় করা মাকরূহ মনে করেছেন।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, কাবা শরিফে ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করাতে কোনো দোষ নেই। কেনোনা, ফরজ ও নফল নামাজের হুকুম সমান পবিত্রতা ও কেবলার ক্ষেত্রে।

দরসে তিরমিযী

''عن بلال[৩৫৮] : ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، قال ابن عباس رضـــ لم يصل ولكنه كبر''

মক্কা বিজয়ের ঘটনা এটি।[৩৫৯] নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কাবা শরিফে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে হাদিসগুলো পরস্পর বিরোধী। হজরত বিলাল রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বুঝা

---

[৩৫৮] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি মতে এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/২২৩। -সংকলক।

[৩৫৯] যেমন, মুসলিমে হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, দ্র. : ১/৪২৮, باب استحباب دخول الكعبة। ইমাম বায়হাকি রহ. বলেছেন, এ প্রবেশ হলো, তাঁর হজের সময়। ইবনে হাব্বান রহ. উল্লেখ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইতুল্লাহ প্রবেশ ছিলো দু'বার মক্কা বিজয়ের সময় ও বিদায় হজের সময়। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪০৪-৪০৫। -সংকলক।

যায়, তিনি মক্কায় প্রবেশ করে সেখানে নামাজও পড়েছেন। অথচ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ফজল ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নামাজ পড়েননি। বরং শুধু তাকবির বলেছেন।[৩৬০]

হজরত বিলাল রা.-এর বর্ণনাটিকে জমহুর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেনোনা, হজরত বিলাল রা.-এর বর্ণনা দলিলকারি। আর ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস দলিলকারি নয়। আর দলিলকারি হাদিস অগ্রগামী অদলিলকারির ওপর।

তাছাড়া হজরত বিলাল রা. কাবায় প্রবেশ করার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলেন। অথচ ইবনে আব্বাস রা.-তাঁর সংগে ছিলেন না। কেনোনা, কাবাতে প্রবেশ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সর্বমোট তিনজন সাহাবি ছিলেন। হজরত বিলাল, উসামা ইবনে জায়দ ও হজরত উসমান ইবনে তালহা[৩৬১] রা. ইবনে আব্বাস রা. সংগে ছিলেন না।

তবে এর ওপর প্রশ্ন হয় যে, সহিহ মুসলিমের[৩৬২] বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

اخبرني أسامةُ بن زيدٍ أنّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم لَمَّا دخل الْبيتَ دَعَا فِيْ نَوَاحِيْه كلها وَلَمْ يَصِل فيه حتّٰى خَرَجَ

'হজরত উসামা ইবনে জায়দ রা. আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল্লাহ শরিফে ঢুকেছেন, তখন তার সবদিকেই দোয়া করেছেন। তাতে বের হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়েননি।' অথচ হজরত উসামা রা. ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে।

জবাবে বলা হয়েছে যে, কাবা শরিফে প্রবেশ করার পর তারা আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে ছিলেন। আর হজরত বিলাল রা. তাঁর নিকটবর্তী ছিলেন। অথচ হজরত উসামা ও উসমান ইবনে তালহা রা. ছিলেন অপরদিকে। কাবা শরিফের দরজা যেহেতু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো,[৩৬৩] সেহেতু কঠিন অন্ধকার ছিলো। মাঝখানে স্তম্ভও প্রতিবন্ধক ছিলো। এজন্য হজরত উসামা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ আদায় করা অবস্থায় দেখতে পারেননি। বিশেষকরে যখন তিনি নামাজ পড়েছিলেন শুধুমাত্র দুই রাকাত।[৩৬৪]

---

[৩৬০] বোখারিতে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত আছে, كتاب المناسك، باب من كبر في نواحي الكعبة।

হজরত ফজল ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা মুসনাদে আহমদ ও মুজামে তাবারানি কবিরে বর্ণিত আছে, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরিফে দাঁড়িয়ে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আকবার পড়ে দোয়া ও ইসতেগফার পড়লেন। তবে রুকু এবং সেজদা করেননি। হাইছামি রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। তাবারানিও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কবিরে। এর বর্ণনাকারিগণ বোখারির বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৯৩, باب الصلوة في الكعبة। -সংকলক।

[৩৬১] বোখারিতে হজরত উমর রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা ইবনে জায়দ, বিলাল ও উসমান ইবনে তালহা রা. বাইতুল্লাহ শরিফে প্রবেশ করেছে, ...।' ১/২১৭, كتاب المناسك باب اغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء। -সংকলক।

[৩৬২] ১/৪২৯। -সংকলক।

[৩৬৩] সহিহ বোখারি-মুসলিমে হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে, 'তখন তারা তাঁদের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন।' সহিহ বোখারি : ১/২১৭, باب اغلاق البيت সহিহ মুসলিম : ১/৪২৮, باب استحباب دخول الكعبة। -সংকলক।

[৩৬৪] উসমান ইবনে তালহা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরিফে দুই রাকাত নামাজ

জবাব দেওয়া হয় যে, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবা শরিফের অভ্যন্তর ভাগে দেওয়ালগুলোতে ছবি তৈরি দেখেছিলেন, তখন এগুলো মিটিয়ে দেওয়ার জন্য হজরত উসামা ইবনে জায়দ রা.কে পানি আনার হুকুম দিয়েছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় নামাজ আদায় করেছেন সম্ভবতো যখন হজরত উসামা রা. পানি আনতে গিয়েছিলেন। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ আদায় করা সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারেননি তিনি।[৩৬৫]

আদায় করেছেন। -আহমদ, তাবারানি কবির। আহমদের বর্ণনাকারিগণ সহিহ বোখারির বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৯৪, باب ثالث في الصلاة في الكعبة।

আল্লামা নববি রহ. বলেন, 'তবে উসমান রা. কর্তৃক নামাজ আদায়ের বিষয়টি না করার কারণ তাঁরা যখন কাবা শরিফে প্রবেশ করেছেন, তখন দরজা বন্ধ করে দোয়ার রত হয়েছেন। সুতরাং হজরত উসামা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করতে দেখেছেন। তারপর উসামা রা. নিজে বাইতুল্লাহ শরিফের এক পাশে দোয়ায় রত হলেন। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অন্য পাশে। বিলাল রা. ছিলেন তাঁরই নিকটে। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করলেন। এটা বিলাল রা. দেখেছেন নিকটে থাকার কারণে। আর উসামা রা. দেখেননি। কেনোনা, তিনি ছিলেন দূরে এবং দোয়ায় রত। বস্তুত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ ছিলো হালকা। সুতরাং উসামা রা. তা দেখেননি। আর তার জন্য নামাজ পড়েননি বলে উল্লেখ করা বৈধ হয়েছে তাঁর ধারণার ওপর নির্ভর করে। তবে বিলাল রা. সুনিশ্চিতরূপে তা জেনেছেন। সুতরাং তিনি এর সংবাদ দিয়েছেন।' والله اعلم -শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪২৮, باب استحباب دخول الكعبة

হাফেজ রহ. ফতহুল বারিতে (৩/৩৭৫, باب من كبر في نواحي الكعبة) অতিরিক্ত আরো বলেছেন, 'আর এ কারণে যে, দরজা বন্ধ থাকার কারণে অন্ধকার হয়ে যায়, তাছাড়া অনেক স্তম্ভও তার জন্য প্রতিবন্ধক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তিনি ধারণার ওপর নির্ভর করে নামাজ পড়েননি বলে উল্লেখ করে করেছেন। -সংকলক।

[৩৬৫] ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন, 'মুহিব তাবারি রহ. বলেছেন, হতে পারে হজরত উসামা রা. প্রবেশ করার পর কোনো প্রয়োজনে তার হতে দূরে চলে গেছেন। সুতরাং তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের সময় উপস্থিত ছিলেন না। এর দলিল মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসির বর্ণনা। ইবনে আবু জিব-আবদুর রহমান ইবনে মিহরান-উমাইর ইবনে আব্বাস রা.-এর আজাদকৃত গোলাম-উসামা রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাবা শরিফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি কতগুলো ছবি দেখলেন। ফলে পানির বালতি আনার জন্য বললেন। আমি তা নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি তা দিয়ে ছবিগুলো মুছে দিলেন।' এই সনদটি আফজাল। কুরতুবি রহ. বলেছেন, হয়ত তিনি নামাজ আদায় করার কথা অস্বীকার করেছেন। কেনোনা, তিনি দ্রুত ফিরে এসেছিলেন। -ফতহুল বারি : ৩/৩৭৫, باب من كبر في نواحي الكعبة

তবে এ দ্বিতীয় জবাবটির ওপর প্রশ্ন হয় যে, হজরত ফজল ইবনে আব্বাস রা. নামাজ না পড়ার বর্ণনাদাতা। অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল্লাহ শরিফে প্রবেশ করেছেন, তখন তাঁর সংগে তিনিও ছিলেন। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, 'ফজল ইবনে আব্বাস রা. তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে প্রবেশ করেছেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরিফে নামাজ পড়েননি। তবে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন বাইতুল্লাহ শরিফের দরজার নিকট অবতরণ করে দু'রাকাত নামাজ পড়েন। -আহমদ, তাবারানি কবির (এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে)। আহমদের বর্ণনাকারিগণ সহিহ বোখারির বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৯৩, باب الصلوة في الكعبة।

এতে বুঝা গেলো, ইবনে আব্বাস রা. নামাজ না পড়ার বর্ণনাটি হজরত উসামা ইবনে জায়দ রা. হতেও বর্ণনা করেন এবং হজরত ফজল ইবনে আব্বাস রা. হতেও। হজরত উসামা ইবনে জায়দ সম্পর্কে তো এটা বলা ঠিক হতে পারে যে, যখন তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজে বাইরে গেছেন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত আদায় করেছেন। তবে ফজল ইবনে আব্বাস রা. বাহ্যত ভেতরেই হতে থাকবেন। তার সম্পর্কে শুধু প্রথম জবাবটি সঠিক হতে পারে। -সংকলক।

বিলাল রা. এর বর্ণনার প্রাধান্যের আরেকটি কারণ এটিও যে, তিনি শুধু বাইতুল্লাহ শরিফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলেন না; বরং যখন হজরত ইবনে উমর রা. তাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কী করেছেন, তখন তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ আদায় করার পূর্ণ ধরণ।

جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة ورائه، وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى[৩৬৬]

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি স্তম্ভ রেখেছেন বামদিকে, একটি ডানদিকে, আর তিনটি স্তম্ভ পেছনে। তৎকালীন সময় বাইতুল্লাহ শরিফ ছয়টি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তারপর তিনি নামাজ আদায় করেছেন।'

জুরকানি এবং শাহ সাহেব রহ.-এর মতানুযায়ি বর্ণনাগুলোকে বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। দারাকুতনির একটি জয়িফ বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থন হয়।[৩৬৭]

---

[৩৬৬] সহিহ মুসলিম : ১/৪২৮, باب استحباب دخول الكعبة। বোখারি রহ. বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে, 'তিনি একটি স্তম্ভ রেখেছেন বা দিকে। আরেকটি স্তম্ভ রেখেছেন ডান দিকে। আর পেছনে রেখেছেন তিনটি স্তম্ভ। جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة امدة وراءه الخ। (كتاب الصلوة، باب الصلوة بين السواري في غير جماعة ১/৭২)। -সংকলক।

[৩৬৭] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. বলেছেন, আমাদের শায়খ রহ. বলেছেন, হ্যাঁ-না-এর দুটি বর্ণনার মাঝে দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হতে পারে। তবে মুহাদ্দিসিনে কেরাম এদিকে মনোযোগ দেননি। তাঁরা প্রাধান্য প্রদানের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। লেখক বলেন, তবে ইমাম জুরকানি রহ. বলেছেন, 'কিংবা তিনি বাইতুল্লাহ শরিফে দু'বার প্রবেশ করেছেন। একবার নামাজ আদায় করেছেন, আরেকবার নামাজ পড়েননি। মুহাল্লাব রহ. এ উক্তি করেছেন।' তারপর ইমাম জুরকানি রহ. আরেকটি আলোচনার পর উল্লেখ করেছেন, 'সুতরাং মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'বার প্রবেশ করা অসম্ভব নয়। আর ইবনে উয়াইনা রহ.-এর হাদিসে যে একবারের কথা উল্লেখ আছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এক সফর, একবার প্রবেশ নয়। ইমাম দারাকুতনি রহ.-এর মতে একটি জয়িফ সূত্রে এই সামঞ্জস্য বিধানের দলিল পাওয়া যায়। -মা'আরিফুস সুনান : ৪০৭-৪০৮।

সুনানে দারাকুতনিতে বর্ণনাটি নিম্নরূপ,

হুসাইন ইবনে ইসমাইল-ঈসা ইবনে আবু হারব আসসাফফার-ইয়াহইয়া ইবনে আবু বুকাইর-আবদুল গাফফার ইবনুর কাসেম-হাবিব ইবনে আবু সাবেত-সায়িদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরিফে প্রবেশ করে দু'স্তম্ভের মাঝে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। তারপর বেরিয়ে দরজা ও হিজরের মাঝে দু'রাকাত আদায় করেছেন। তারপর বলেছেন, এটা হলো, কেবলা। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি প্রবেশ করে সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন। তারপর বেরিয়ে আসলেন নামাজ না পড়ে।

আত তা'লিকুল মুগনি গ্রন্থকার এর আওতায় লিখেন- 'বায়হাকি রহ. বলেছেন, এ বর্ণনাটি যদি সহিহ হয়, তবে এতে এর দলিল আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরিফে দু'বার প্রবেশ করেছেন। একবার নামাজ আদায় করেছেন, আরেকবার নামাজ বাদ দিয়েছেন। তবে এ হাদিসটি প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে।

সুনানে দারাকুতনি আত তা'লিকুল মুগনিসহ : ২/৫২, كتاب الصلوة، باب صلوة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة, নং-৩

ওপরযুক্ত বর্ণনাটি ছিলো ইবনে আব্বাস রা.-এর। সুনানে দারাকুতনিতেই (২/৫১, নং-১)। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এরও একটি হাদিস বর্ণিত আছে, যা থেকে ঘটনা একাধিক বলে বুঝা যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আজিজ-ওয়াহাব ইবনে বাকিয়্যা-খালেদ-ইবনে আবু লায়লা-ইকরামা ইবনে খালেদ-ইয়াহইয়া ইবনে জা'দা-আবদুল্লাহ ইবন-উমর রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরিফে প্রবেশ করেছেন। তারপর বেরিয়ে এসেছেন। তখন বিলাল রা. ছিলেন তাঁর পেছনে। আমি বিলাল রা.কে বললাম, তিনি কি নামাজ আদায় করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, না। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর এর পরদিন প্রবেশ করলেন, আমি বিলাল রা.কে

ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য আছে যে, কাবা শরিফে নামাজ আদায় করা বৈধ । অবশ্য ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি কাবা শরিফে নামাজ আদায় করা ব্যাপক আকারে অবৈধ বলতেন। কেনোনা, সেখানে পূর্ণ কাবাকে সামনে রাখা হয় না। বরং আবশ্যক হয় কাবার অনেক অংশকে পেছনে দেওয়া।[৩৬৮]

জমহুরের পক্ষ হতে এর জবাব এই যে, পূর্ণ কাবাকে সামনে রাখা শর্ত নয়। বরং কাবার কোনো অংশ সামনে রাখা যথেষ্ট। হজরত বিলাল রা. হতে এ অনুচ্ছেদের হাদিস এবং

وجعلت لى الارض مسجدا[৩৬৯] وطهورا

হাদিস দ্বারা অধিকাংশের অবস্থানের সমর্থন হয়।

অধিকাংশের মতে কাবা শরিফে ফরজ নফল সবই বৈধ। অবশ্য ইমাম মালেক রহ. বলেন, নফল বৈধ, ফরজ মাকরূহ।[৩৭০] কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাবা শরিফের ভেতরে শুধু নফল আদায় করেছিলেন।

জবাব হলো, কাবা শরিফে নামাজ আদায় করায় প্রশ্নের কারণ শুধু এটাই হতে পারতো যে, তাতে কাবার কিছু অংশকে পেছনে দেওয়া হয়। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আমল দ্বারা বলে দিলেন যে, এটা নামাজের বৈধতা বিপরীত না। সুতরাং ফরজ ও নফলে কোনো পার্থক্য করা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি নামাজ আদায় করেছেন? জবাবে তিনি বলরেন, হ্যাঁ দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। তিনি কাবার একাংশ সামনে রেখেছেন। আর এক স্তম্ভ রেখেছেন ডান দিকে।'

এই বর্ণনাটির সদনও হাসান। এ কারণে আত তা'লিকুল মুগনি গ্রন্থকার এর অধীনে লিখেন- 'সুহাইলি রহ.-এর আর রাওজুল উনুফে বলেছেন, এর সনদ হাসান।' যদি আল্লামা সুহাইলি রহ.-এর উক্তি অনুসারে এই বর্ণনাটিকে সহিহ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ঘটনার বিভিন্নতার পদ্ধতিটি প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। والله اعلم রশিদ আশরাফ।

৩৬৮ অনেক মালেকি এবং জাহেরি সম্প্রদায় ও তাবারি রহ. এ মতই পোষণ করেন। ফাতহুল বারি : ৩/৩৭৪, باب اغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء। -সংকলক।

৩৬৯ হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা। সহিহ বোখারি : ১/৪৮, كتاب التيمم، قبيل باب إذ لم يجد ماء ولا ترابا। -সংকলক।

৩৭০ যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। আর হাফেজ রহ. বলেছেন, 'মাজরি রহ. বলেছেন, প্রসিদ্ধ মাজহাব হলো, কাবা শরিফে ভেতরে ফরজ নামাজ নিষিদ্ধ এবং তা দোহরানো ওয়াজিব। ইবনে আবদুল হাকাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাই যথেষ্ট। ইবনে আবদুল বার ও ইবনুল আরাবি রহ. এটিকে সহিহ বলেছেন। ইবনে হাবিব রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, সর্বদা এটি দোহরিয়ে নিবে। আসবাগ হতে বর্ণিত আছে, 'যদি ইচ্ছাকৃত হয়। ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম মালেক রহ. হতে নফল নামাজ বৈধ বলে ব্যাপক আকারে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর অনেক ছাত্র অমুয়াক্কাদা এবং যেসব নামাজে জামাত বিধিবদ্ধ সেগুলোর সংগে শর্তায়িত করেছেন। ইবনে দাকিকুল ঈদের শরহুল উমদাতে আছে, 'ইমাম মালেক রহ. ফরজ মাকরূহ মনে করেছেন এবং তা হতে নিষেধ করেছেন। যেনো তিনি ইমাম রহ. ফরজ মাকরূহ মনে করেছেন এবং তা হতে নিষেধ করেছেন। যেনো তিনি ইমাম মালেক রহ. হতে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা আছে বলে ইঙ্গিত করলেন।' -ফতহুল বারি : ৩/৩৭৪, باب إغلاق البيت ويصلي في اي نواحي البيت شاء। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَسْرِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ−৪৭ : কাবা শরিফ ভাঙা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৬)

٨٧٦ – عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُ حَدِّثْنِيْ بِمَا كَانَتْ تَفْضِيْ إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَعْنِيْ عَائِشَةَ فَقَالَ حَدَّثَتْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه و سلم قَالَ لَهَا لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْا عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ قَالَ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ.

৮৭৬। **অর্থ :** আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদকে হজরত ইবনে জুবাইর রা. বললেন, উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. তোমার নিকট যে কথা পৌছাতেন, আমার নিকট সেটি বর্ণনা করো। তিনি বললেন, হজরত আয়েশা রা. আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, যদি তোমার কওমের লোকজন এখন জাহেলিয়াত ছেড়ে নতুন মুসলমান না হতেন, তবে আমি কাবা শরিফ ভেঙে এর দরজা করে দিতাম দুটি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেন, যখন ইবনে জুবায়র রা. ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি কাবা শরিফ ভেঙে এর দুটি দরজা বানিয়ে দেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

لو لا[৩৭১] ان قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت له بابين

বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মাণের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ

কাবা শরিফ নির্মাণ হয়েছে মোট দশবার।

১. সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছেন ফেরেশতাগণ হজরত আদম আ.-এর সৃজনের ২০০০ বছর আগে। এর উদ্দেশ্য ছিলো, বাইতুল মা'মুরের বিপরীতে জমিনে একটি উপাসনাগার তৈরি করা।

২. দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেছেন হজরত আদম আ.।

৩. তৃতীয়বার নির্মাণ করেছেন হজরত আদম আ.-এর কোনো ছেলে। এই নির্মাণ হজরত নূহ আ.-এর তুফানকার পর্যন্ত স্থির ছিলো। এটি তুফানের সময় উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। কিংবা তুফান দ্বারা খতম হয়ে তা মিটে গিয়েছিলো।

৪. চতুর্থবার এটি নির্মাণ করেছেন হজরত ইবরাহিম আ.। অনেকে হজরত ইবরাহিম আ.কে কাবা শরিফের প্রথম স্থপতি সাব্যস্ত করেছেন।[৩৭২]

---

[৩৭১] এ হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (১/২১৫, كتاب المناسك، باب فضل مكة وبنيانها) এবং মুসলিম সহিহ মুসলিমে (১/৪২৯-২৩০, كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائها) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[৩৭২] হাফেজ ইবনে কাসির রহ.-এর ঝোঁকও এদিকে বুঝা যায়। দ্র., তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/২১৬, تحت تفسير قوله تعالى

তবে প্রধান এটাই যে, তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন। কোরআনে করিমের বর্ণনার ধরণও এরই তাকিদ করে। কেনোনা এরশাদ হয়েছে,

''واذ يرفع[৩৭৩] ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل

এতে উল্লেখ আছে মূল স্তম্ভ ওপরে তোলার, প্রতিষ্ঠার বর্ণনা নেই। এতে বুঝা গেলো, কাবা শরিফের বুনিয়াদ প্রথম হতেই বিদ্যমান ছিলো। ইবরাহিম আ. এটাকে উঁচু করে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন।

৫. পঞ্চমবার কওমে আমালিকা এটা নির্মাণ করেছিলেন ।

৬. ষষ্ঠবার বনু জুরহাম নির্মাণ করেছিলেন ।

৭. সপ্তমবার নির্মাণ করেছেন কুসাই ইবনে কিলাব।

৮. অষ্টমবার কুরাইশ সম্মিলিত চাঁদায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পর নবুওয়াতের আগে কাবা শরিফ নির্মাণ করেছিলেন। এই নির্মাণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্ত মুবারকে হাজরে আসওয়াদ রেখেছিলেন। এ পর্যন্ত কাবা শরিফের দুটি দরজাই চলে আসছিলো। একটি পূর্বদিকে, অপরটি পশ্চিমদিকে। যেহেতু কুরাইশ হালাল অর্জন দ্বারা কাবা নির্মাণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলো, এ উপার্জন কম হয়ে গিয়েছিলো বলে কাবার কিছু অংশ নির্মিত হতে পারেনি। যেটাকে হাতিমে কাবা বলে। তাছাড়া কাবার দুটি দরজা ছিলো। কুরাইশ শুধু একটি দরজা অবশিষ্ট রেখেছিলো।[৩৭৪]

এ অনুচ্ছেদের হাদিস অনুযায়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরিফকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন হজরত ইবরাহিম আ.-এর ভিত্তি অনুযায়ি । তবে এই খেয়ালে এ ইচ্ছা পরিহার করলেন যে, জাহেলিয়াতের জামানা শেষ হয়েছে বেশিদিন হয়নি। কুরাইশের লোকজন এখনও নতুন মুসলমান। এমন যেনো না হয় যে, এর ফলে কোনো বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় এবং বলতে শুরু করে যে, কাবা শরিফকে এর পিতা-প্রপিতাদের বুনিয়াদ হতে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এ কথাটি এভাবে ফিতনা আকারে আরবে ছড়িয়ে পড়বে।

৯. নবমবার আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. তাঁর খেলাফত আমলে কাবা শরিফ নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনস্কামনা সামনে রেখে এটাকে নির্মাণ করেছেন হজরত ইবরাহিম আ.-এর ভিত্তির ওপর।

১০. দশ বার এটা নির্মাণ করেছেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা.কৃত বাড়তি অংশ ছেড়ে তারপর এটাকে কুরাইশের বুনিয়াদের ওপর নির্মাণ করেছেন। ফলে আবার হাতেম বাইরে হতে যায় এবং কাবা শরিফের দরজাও একটি হয়ে যায়[৩৭৫]। এরপর হারুন রশিদ ১১তম বার ইবরাহিম আ.-এর বুনিয়াদ অনুযায়ি নির্মাণ করার জন্য মনস্থ করেছিলেন। তবে ইমাম মালেক রহ. তাঁকে বাধা দিলেন। বললেন, যদি

قوله تعالى وعهدنا إلى ابراهيم واذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الأية এর ব্যাখ্যা। সূরা হজ। তাছাড়া দ্র., (১/১৯২-১৯৩, واسمعيل الأية আয়াতের ব্যাখ্যা)। সূরা বাকারা। -সংকলক।

[৩৭৩] সূরা বাকারা : আয়াত-১২৭। -সংকলক।

[৩৭৪] তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম দিক হতেও এর প্রস্থ কিছুটা কমিয়ে দিয়েছেন এবং এর দরজাগুলোও উঁচু করে দিয়েছেন। যাতে যাকে ইচ্ছা ঢুকাতে পারেন, আর যাকে ইচ্ছা নিষেধ করতে পারেন। এভাবে কুরাইশের নির্মাণে হজরত ইবরাহিম আ. -এর নির্মাণের চেয়ে প্রায় চারটি পরিবর্তন হয়ে গেলো। যেমন, আমরা এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছি। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪১২-৪১৩। -সংকলক।

[৩৭৫] কাবা শরিফের নির্মাণের ঐতিহাসিক স্তরগুলোর ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা কিছুটা কমবেশি সহকারে মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪১৩-৪১৫ হতে গৃহীত। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য সেখানে দ্র.। -সংকলক।

আপনি এমন করেন তাহলে আমার আশঙ্কা হয়, কাবা শরিফ ভাঙা গড়া রাজা-বাদশাদের খেল-তামাশায় পরিণত হয় কিনা? হারুন রশিদ ইমাম মালেক রহ.-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং নির্মাণ থেকে বিরত থাকা।

এ পর্যন্ত কাবা মুকাররমা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণের ওপরেই চলে আসছে। মেরামত বারবারই হচ্ছে কিন্তু ভিত্তি সেটিই।[৩৭৬]

সারকথা, ফুকাহায়ে কেরাম এ অনুচ্ছেদের হাদিস হতে এই মূলনীতি উৎসারণ করেন যে, যদি কোনো মুস্ত াহাব কাজ করার ফলে কোনো ফেতনার আশঙ্কা হয় এবং মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার ভয় হয়, তাহলে উচিত এই মুস্তাহাব কাজ পরিহার করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ : হিজরে নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৭)

٨٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيْهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم بِيَدِيْ فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِّ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِّنَ الْبَيْتِ وَلٰكِنَّ قَوْمَكِ اِسْتَقْصَرُوْهُ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ.

৮৭৭। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, আমি বাইতুল্লাহ শরিফে প্রবেশ করে তাতে নামাজ পড়তে পছন্দ করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার হাত ধরে আমাকে হিজরে প্রবেশ করালেন এবং বললেন, যদি বাইতুল্লাহ শরিফে ঢুকতে চাও তুমি হিজরে নামাজ পড়ো। কেনোনা, এটি বাইতুল্লাহ শরিফের একটি অংশ। তবে তোমার কওম যখন কাবা শরিফ নির্মাণ করেছেন, তখন এটিকে (অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে) ছোট করে ফেলেছেন। বাইতুল্লাহ শরিফ হতে এ অংশটিকে বাইরে রেখে দিয়েছেন।

---

[৩৭৬] এ ব্যাখ্যা অনুযায়ি দশম নির্মাণ হলো, বাইতুল্লাহ শরিফের সর্বশেষ নির্মাণ। ১১তম নির্মাণের আর সুযোগ আসেনি। এই ১০ বারের বিনির্মাণকে এক কবি কয়েকটি কাব্যে এভাবে বর্ণনা করেছে,

بنى بيت رب العرش عشر فخذهم * ملائكة الله الكرام وآدم،

فشيث وابراهيم عــ ثم عمالق * قصي، قريش قبل هذين جرهم،

وعبد الاله بن الزبير بني كذا * بناء لحجاج وهذا متمم–

-মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪১৫ তাফসিরে জুমাল সূত্রে।

১০৩৯ হিজরির বন্যায় বাইতুল্লাহ শরিফ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাইতুল্লাহ শরিফ প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং সুলতান মুরাদ খান উসমানি রহ. এটাকে পুনরায় নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ পূর্ণাঙ্গ হয়েছিলো ১০৪০ হিজরিতে। প্রধান এটাই যে, এটা ছিলো স্বতন্ত্র নির্মাণ। এভাবে বাইতুল্লাহ নির্মাণ সংখ্যা হয় ১১। সর্বশেষ নির্মাণ সাব্যস্ত হলো, সুলতান মুরাদ ইবনে সুলতান আহমদ উসমানি রহ.-এর নির্মাণ। মুহাম্মদ আলি ইবনে আলান তিনটি কাব্যে এগার নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন,

بنى الكعبة أملاك، آدم، ولده * شيث، فابراهيم ثم العمالقة،

وجرهم، قصي، مع قريش، وتلوهم * هو ابن زبير ثم حجاج لاحقه،

ومن بعد هذا قد بنى البيت كله * مراد بنى عثمان فشيد رونقه–

সর্বশেষ নির্মাণের সংগে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., আখবারে মক্কার ১/৩৫৫-৩৭৩, তাছাড়া দ্র., তারিখে মক্কা আল মুকাররমা : ২/৯৫-১০২। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আলকামা ইবনে আবু আলকামা হলেন, আলকামা ইবনে বিলাল।

দরসে তিরমিযী

''عن علقمة بن ابي علقمة عن ابيه''

সনদ তিরমিযীর অধিকাংশ কপিতে এমনই[৩৭৭]। কিন্তু নাসায়ির[৩৭৮] বর্ণনায় সনদ নিম্নরূপ حدثني علقمة بن ابي علقمة عن امه عن ابيه'' আর আবু দাউদের[৩৭৯] বর্ণনায় সনদ নিম্নরূপ ''عن علقمة عن امه'' এ সনদটিই সঠিক। কেনোনা, আলকামা সংখ্যাগরিষ্ঠ সময় স্বীয় মাতা হতেই হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর নাম হলো, মারজানা[৩৮০]। এজন্য স্পষ্ট এটাই যে, নাসায়ি এবং তিরমিযীর কপিগুলোতে বিকৃতি হয়ে গেছে[৩৮১]।

عن عائشة قالك كنت احب ان ادخل البيت فاصلى فيه

আজরাকির আখবারে মক্কায়[৩৮২] হজরত সায়িদ ইবনে জুবায়র রহ.-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়– এর বিস্তারিত বর্ণনা,

ان عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح لها الباب ليلا، فجاء عثمان بن طلحة بالمفتاح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، يا رسول الله! انها لم تفتح بليل قط، قال : فلا تفتحها، ثم قال لعائشة رضـــ ان قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة فتركوا بعض البيت فى الحجر فادخلى الحجر فصلى فيه

'আয়েশা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর জন্য রাতে (বাইতুল্লাহ শরিফের) একটি দরজা খোলার জন্য আবেদন করলেন। তারপর ইবনে তালহা একটি চাবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা রাতে কখনও খোলা হয়নি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি তা খোল না। তারপর আয়েশা রা.কে বললেন, তোমার কওম যখন

---

[৩৭৭] অনেক কপিতে সনদ নিম্নরূপ– আলকামা ইবনে আবু আলকামা- তাঁর মাতা-তাঁর পিতা। সুনানে তিরমিযী, ছাপা, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন। তাহকিক শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি। দ্র. : ৩/২২৫, নং-৮৮৬। -সংকলক।

[৩৭৮] ২/৩৪, كتاب مناسك الحج، الصلوة في الحجر। -সংকলক।

[৩৭৯] ১/২৭৭, باب الصلاة في الكعبة। -সংকলক।

[৩৮০] আল্লামা আইনি রহ. লিখেছেন– 'তাঁর মায়ের নাম হলো, মারজানা। ইবনে হাব্বান রহ. তাকে সেকাহ বর্ণনাকারিদের শামিলরূপে উল্লেখ করেছেন। -উমদাতুল কারি : ৯/২১৮, باب فضل مكة وبنيانها। -সংকলক।

[৩৮১] হাফেজ ইবনে হাজার ও আল্লামা আইনি রহ. তিরমিযী এবং নাসায়ির বর্ণনাও 'তাঁর মা' এর সনদে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা গেলো, তিরমিযী ও নাসায়ির অনেক কপিতে আবু দাউদের মতো 'তাঁর মায়ের' সনদে বর্ণনা এসেছে। দ্র., ফতহুল বারি : ৩/৩৫২, باب فضل مكة وبنيانها, উমদাতুল কারি : ৯/২১৮, باب فضل مكة وبنيانها। -সংকলক।

[৩৮২] ১/৩১৫, الجلوس في الحجر وما جاء في ذلك

বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মাণ করলেন, তখন তাঁদের আর্থিক সংকট দেখা গেলো। তখন তারা বাইতুল্লার অংশ হিজরে রেখে দিলেন। সুতরাং হিজরে প্রবেশ করে তাতে তুমি নামাজ আদায় করো।'

হতে পারে হজরত আয়েশা রা. দিনে পর্দার কারণে বাইতুল্লাহ শরিফে প্রবেশ করেননি। তারপর যেহেতু বাইতুল্লাহ শরিফের দরজা রাতে খোলা হতো না, এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের কারণে বাইতুল্লাহ শরিফের সাধারণ প্রচলিত নিয়মে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে এবং বাইতুল্লাহ শরিফের প্রহরীদের স্বীয় অভ্যাসে পরিবর্তন করতে হবে এটা পছন্দ করেননি। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রা.কে হিজরে নামাজ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فادخلني الحجر و قال : صلى في الحجر ان اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت''

হিজর বলা হয়, বাইতুল্লাহ শরিফের জবাব দেওয়ালের পর ছয় হাত জায়গাকে। অনেকে বলেছেন, সাত হাত জায়গাকে। এরপর অর্ধ দায়েরা (গণ্ডি) রূপে যে জায়গাটি আছে এটাকে হাতেম বলা হয়। কখন কখনও হাতেম অর্ধ দায়েরা এবং হিজরের সমষ্টিকেও বলা হয়।[৩৮৩] হিজরই সে স্থান যেখানে হজরত ইসমাইল ও হজরত হাজির আ.-এর কবর আছে। এটাই প্রসিদ্ধ।[৩৮৪] অনেক তাবেয়ি যেমন– হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. প্রমুখের আছর দ্বারাও তা বুঝা যায়[৩৮৫]। খালেদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে সালামা আল মাখজুমি বলেন, হজরত ইসমাইল আ.-এর কবর মিজাব ও হিজরের পশ্চিম দরজার মাঝখানে।[৩৮৬]

আর হাতেমকে এজন্য হাতেম বলা হয়,

لان الناس كانوا يحطمون[৩৮৭] هنالك بالايمان

---

[৩৮৩] দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪১৬-৪১৭ হতে গৃহীত। -সংকলক।

[৩৮৪] আল্লামা ইবনুল আছির রহ. হজরত ইসমাইল আ. সম্পর্কে লিখেন, 'তাঁকে তাঁর আম্মা হজরত হাজেরা আ. এর কবরের নিকট হিজরে দাফন করা হয়েছে।' -আল কামিল ফিত তারিখ : ১/১২৫, ذكر خبر ولد اسمعيل بن ابراهيم। -সংকলক।

[৩৮৫] হাসান আল আনমাতি রহ. বলেন, আমি হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.কে হিজরে দেখেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ইসমাইল আ. আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মক্কার প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওহি পাঠালেন। আমি তোমার জন্য হিজরে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেবো, তোমার ওপর তা হতে কেয়ামত পর্যন্ত হাওয়া বা রহমত অব্যাহত থাকবে। এই স্থানেই তিনি ওফাত লাভ করেন।

তাছাড়া সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান জুমাহি রহ. বলেন, ইবনে জুবায়র রা. হিজরে একটি কূপ খনন করেছিলেন। তখন তিনি তাতে হজরত খিজির আ.-এর পাথরের একটি টুকরি পেলেন। তিনি এ সম্পর্কে কুরাইশকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাদের কারো নিকট এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান পেলেন না। বর্ণনাকারি বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ানের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন, এটা হজরত ইসমাইল আ.-এর কবর। সুতরাং আপনি তা নাড়াচাড়া করবেন না। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তিনি তা সেখানেই রেখে দিলেন।

দু'টি বর্ণনার জন্য দ্র., أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ১/৩১২, ذكر الحجر

এ দুটো বর্ণনা দ্বারা, হজরত ইসমাইল আ.-এর কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। হজরত হাজেরা আ.-এর কবর সম্পর্কে আমরা পেছনে আল কামিল-ইবনে আছির রহ.-এর বরাত উল্লেখ করেছি। -সংকলক।

[৩৮৬] আখবারে মক্কা : ১/৩১২, ذكر الحجر। -সংকলক।

[৩৮৭] আজরাকি রহ. ইবনে জুরাইজ হতে আখবারে মক্কায় (২/২৪, ما جاء في الحطيم وأين موضعه) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তার হতে উল্লেখ করেছেন যে, হাতেম হলো, রুকন এবং মাকাম, জমজম ও হিজরের মাঝখানে। -উস্তাদে মুহতারাম।

"লোকজন সেখানে কসমের জন্য ভিড় করতো। এজন্য এটাকে হাতেম বলতে শুরু করে[৩৮৮]।"

হিজর বাইতুল্লাহর অংশ হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশের ঐকমত্য আছে। কেনোনা, এটিই সে অংশ যেটিকে কুরাইশ কাবা নির্মাণের সময় পরিত্যাগ করেছিলেন। যেমন, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আছে। অবশ্য হাতেম সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে যে, এটি বায়তুল্লাহর অংশ কী[৩৮৯]?

সারকথা, মুসল্লি কর্তৃক এমনভাবে নামাজ আদায় করা অবৈধ, যার ফলে শুধু হিজরের অংশ সামনে রাখা হয়, বাইতুল্লাহর কোনো অংশ সামনে রাখা হয় না। কেনোনা, বাইতুল্লাহ শরিফকে সামনে রাখা শর্ত। অকাট্য দলিলসমূহ দ্বারা এটি প্রমাণিত[৩৯০]। অথচ হিজর বায়তুল্লাহর অংশ হওয়া খবরে ওয়াহিদ[৩৯১] দ্বারা প্রমাণিত। যেটি ধারণানির্ভর। হিজর বাইতুল্লাহর অংশ হওয়া অকাট্য নয়। এজন্য শুধু এর দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করার ফলে কেবলাকে সামনে রাখার শর্ত অকাট্যরূপে পূর্ণ হতে পারে না। এজন্য নামাজও দুরস্ত হবে না[৩৯২]। যখন হিজরের এই হুকুম কাজেই শুধু হাতিমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়লে আফজালরূপেই নামাজ হবে না।

---

[৩৮৮] হাতেম নামকরণের কারণ সংক্রান্ত আরো তাহকিকের জন্য দ্র., লিসানুল আরব : ১২/১৩৯-১৪০, مادة حطم। -সংকলক।

[৩৮৯] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/২১৮-২১৯, باب فضل مكة وبنيانها। প্রকাশ থাকে যে, হিজর শব্দটির প্রয়োগ হাতিমের ওপরও হয়। -সংকলক।

[৩৯০] আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রহ. লিখেন, কেবলার দিকে মুখ করা ফরজ হয়েছে فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره আয়াতের কারণে। সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৪, পারা-২। -সংকলক। অনেক মুফাসসির বলেছেন, শাতরের অর্থ হলো, মধ্যখান। সুতরাং এর অর্থ হলো, আপনি আপনার চেহারা মসজিদে হারামের মধ্যখানের দিকে ফিরান। মধ্যখান হলো কাবা। কেনোনা, এটি মসজিদে হারামের মধ্যখানে অবস্থিত। কাজি বায়জাবি রহ. এদিকেই ঝুঁকেছেন। ইবনে আবু হাতেম রফি' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শাতরাহুর অর্থ হাবশি ভাষায় 'তার দিকে'। সুতরাং মসজিদে হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাবা শরিফ।

তারপর সামনে যেয়ে আল্লামা লাখনবি রহ. লিখেন, এ অনুচ্ছেদে প্রচুর হাদিস আছে। এগুলো প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তা আর আমার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। দ্র., আসসিয়ায়া ফি কাশফি মা ফি শরহিল বিকায়া (২/৬৫, باب شروط الصلاة، استقبال القبلة)।

নামাজে কেবলার দিকে মুখ করার শর্ত ইজমা দ্বারাও প্রমাণিত। আল্লামা ইবনে রুশদ রহ. লিখেন, সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, বাইতুল্লাহ শরিফের দিকে মুখ ফিরানো নামাজ সহিহ হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام। তবে যখন বাইতুল্লাহ শরিফ চোখে দেখবে, তখন তাঁদের মতে ফরজ হলো, হুবহু বাইতুল্লাহ শরিফের দিকে মুখ করা। এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। -বিতায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ : ১/৮০, الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة। -সংকলক।

[৩৯১] যেমন, হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। -সংকলক।

[৩৯২] দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/২১৯, باب فضل مكة وبنيانها এবং মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪১৮-৪১৯। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

অনুচ্ছেদ–৪৯ : হাজরে আসওয়াদ, রুকন ও মাকামে ইবরাহিমের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৭)

٨٧٨ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ.

৮৭৮। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ জান্নাত হতে তখন নাজিল হয়েছে যে, এটি ছিলো দুধের চেয়েও বেশি শ্বেতশুভ্র। আদম সন্তানদের গোনাহ এটিকে কৃষ্ণকায় করে ফেলেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

٨٧٩ – عَنْ رَجَاءِ أَبِيْ يَحْيٰى قَالَ : سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُوْرَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

৮৭৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রুকন এবং মাকাম জান্নাতের ইয়াকুত হতে দুটি ইয়াকুত। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর নূর মিটিয়ে দিয়েছেন। যদি তিনি এ দুটির নূর মিটিয়ে না দিতেন, তবে এগুলো মাশরিক-মাগরিবের মধ্যবর্তীস্থান উজ্জ্বলময় করে ফেলতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে এ হাদিসটি মওকুফরূপে তাঁর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এতে হজরত আনাস রা. হতেও হাদিস বর্ণিত আছে। এটি গরিব হাদিস।

দরসে তিরমিযী

عن[৩৯৩] ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني ادم

অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শকারি বা চুম্বনকারিদের পাপের কালো দাগ পাথরের ওপর প্রতিবিম্বিত হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের বর্তমানে এতে সংশয়ের সুযোগ নেই[৩৯৪]। আর এটা বলা ঠিক নয় যে, ইতিহাস দ্বারা

---

[৩৯৩] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/২২৬, ছাপা, বৈরুত। -সংকলক।

[৩৯৪] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪২০।

হাজরে আসওয়াদ কখনো শ্বেতশুভ্র প্রমাণিত হয়নি। কেনোনা, এই কালোটি ইতিহাসের আগেও হতে পারে। আর যদি পরে হয়, তবুও সহিহ হাদিসসমূহের বিপরীতে ইতিহাসের কোনো মূল্য নেই।[৩৯৫]

দ্বিতীয় অর্থ অনেকে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, গোনাহের উদ্দেশ্য হলো, বনি আদমের ভুলত্রুটির কারণে এখানে কয়েকবার আগুন লেগেছে এবং এর ফলে হাজরে আসওয়াদ কৃষ্ণকায় হয়ে গেছে।[৩৯৬] অনেকে হাদিসের এই অর্থও করেছেন যে, এখানে 'খাওয়া' দ্বারা সাধারণ গোনাহ উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি বিশেষ ভুল উদ্দেশ্য। সেটি হলো, বর্বর যুগের লোকেরা হাজরে আসওয়াদে হাত ইত্যাদি দ্বারা স্পর্শ করার সময় পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতো না। যার ফলে এটি কালো হয়ে গেছে। ইমাম আজরাকি রহ. এ সম্পর্কে আখবারে মক্কায় অনেক বর্ণনাও বর্ণনা করেছেন।[৩৯৭]

ফতহুল বারিতে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেন, পেছনের হাদিসটির ওপর অনেক মুলহিদ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছে, এ পাথরটিকে মুশরিকদের গোনাহ কিভাবে কৃষ্ণকায় বানিয়ে ফেললো, অথচ তাওহিদবাদিদের ইবাদত তাকে শুভ্রকায় বানাতে পারলো না? ইবনে কুতাইবা রহ.-এর উক্তি অনুসারে এর জবাব দেওয়া হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন, তাহলে অনুরূপ হতো। তবে আল্লাহ তা'আলা রীতি চালু করে রেখেছেন যে, কালো রং রঞ্জিত করে দেয়, এর বিপরীত সাদা রং দ্বারা রঞ্জিত হয় না।

(باب ذكر في الحجر الأسود ,৩/৩৭০)।

মা'আরিফুস সুনানে (৬/৪২০) আল্লামা বিন্নৌরি রহ. লিখেন, আমাদের শায়খ আনওয়ার রহ. বলেন, যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, সেটি আমাদের ওপর উত্থাপিত হওয়া আবশ্যক হবে না যে, তাঁদের নেক কাজ কিভাবে এটিকে শ্বেতশুভ্র করতে পারলো না, অথচ তাদের গোনাহ এদিকে কালো কলঙ্কিত করতে পারলো? কারণ, ফল সব সময় খারাপটির অধীনস্থ হয়ে থাকে। -সংকলক।

[৩৯৫] ওপরযুক্ত প্রশ্ন জবাবের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪২১। -সংকলক।

[৩৯৬] আখবারে মক্কায় কাবা নির্মাণ সংক্রান্ত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের একটি সুদীর্ঘ হাদিস বর্ণিত আছে। তাতে তিনি বলেন, 'যখন হজরত জিবরাইল আ. একটি পাথর তার স্থানে রাখলেন এবং ইবরাহিম আ. এর ওপর ভিত্তি স্থাপন করলেন, তখন সেটি ভীষণ শুভ্রতার কারণে খুব চমকাচ্ছিলো। তার আলো মাশরিক-মাগরিব, ডান-বাম সবকিছুকে আলোকোজ্জ্বল করে ফেললো। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তার আলো হেরেমের প্রতিটি দিকে হেরেমের চিহ্নের শেষ সীমা পর্যন্ত আলোকিত করছিলো। বর্ণনাকারি বলেন, এর ভীষণ কৃষ্ণকায় হওয়ার কারণ, এটি একের পর এক জাহেলিয়াত ও ইসলাম যুগে পুড়ে গিয়েছিলো। জাহেলিয়াতের যুগে এটি জ্বলেপুড়ে যাওয়ার কারণ হলো, কুরাইশের জামানায় এক মহিলা গিয়েছিলো কাবা শরিফে সুগন্ধি দেওয়ার জন্য। (সুগন্ধ জাতীয় জিনিস পুড়িয়ে)। ফলে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কাবা শরিফের পর্দায় উড়ে লেগে যায়। ফলে কাবা শরিফ জ্বলে-পুড়ে যায়, সংগে সংগে জ্বলে রুকনে আসওয়াদ এবং এটি কালো হয়ে যায় এবং কাবা শরিফও জয়িফ হয়ে যায়। এ কারণে কুরাইশ কাবা শরিফ ভেঙে ফেলা ও এর নির্মাণের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। আর ইসলাম যুগে এর জ্বলে-পড়ে যাওয়ার কারণ হলো, হজরত ইবনে জুবায়র রা.-এর জামানায় হুসাইন ইবনে নুমাইর আল কিনদী যখন তাঁকে অবরোধ করেছিলো, তখন কাবা শরিফ পুড়ে গিয়েছিলো এবং পুড়েছিলো রুকন। তারপর ইবনে তুবাইর রা. রূপা দিয়ে এটি জোড়া দেন। এ কারণে ত্রুটি ভালো হয়ে গেছে।

(ما جاء في فضل الركن الأسود ,১/৩২৮-৩২৯, باب ما جاء في بناء ابن الزبير الكعبة ,১/২১৯)। -সংকলক।

[৩৯৭] অনেক তালাশের পরেও ওপরযুক্ত উক্তির কোনো সুস্পষ্ট বরাত পেলাম না। অবশ্য আখবারে মক্কায় (১/৩২২-৩২৯, باب ما جاء في فضل الركن الاسود) এমন কতগুলো বর্ণনা বর্ণিত আছে, যেগুলো দ্বারা এ উক্তিটির দিকে ইঙ্গিত হতে পারে।

১. আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেন, রুকন হলো, জান্নাতের একটি পাথর। যদি এতে নাপাক স্পর্শ না করতো, তাহলে এটি যেমন নাজিল হয়েছে সেরূপই থাকতো।

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. বলেন, হাজরে আসওয়াদ ছিলো দুধের মতো সাদা। এটির দৈর্ঘ্য ছিলো এক গজের মত। এটি কালো হয়েছে মুশরিকদের কারণে। তারা এটি স্পর্শ করতো।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আস রা. হতে বর্ণিত। যদি জাহেলিয়াতের নাপাক ও অপবিত্র জিনিস তাকে স্পর্শ না করতো, তবে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এটিকে স্পর্শ করতেই তা হতে মুক্তি পেতো।

৪. উসমান রহ. বলেন, আমাকে জুহায়র বলেছেন, তাঁর নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, হাজার হলো, জান্নাতের ইয়াকুত পাথর।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوْجِ إِلَى مِنًى وَالْمُقَامِ بِهَا

অনুচ্ছেদ–৫০ : মিনায় এসে সেখানে অবস্থান করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৭)

٨٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ.

৮৮০। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে মিনায় জোহর ও আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর নামাজ আদায় করেছেন। তারপর সকালে আরাফাতের দিকে রওয়ানা করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইসমাইল ইবনে মুসলিম সম্পর্কে তাঁর স্মরণশক্তির ব্যাপারে মুহাদ্দেসিনে কেরাম কালাম করেছেন।

٨٨١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم صَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ.

৮৮১। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় জোহর ও ফজর নামাজ আদায় করেছেন। তারপর আরাফাতের দিকে রওয়ানা করেছেন সকালে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, মিকসাম-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে আলি ইবনুল মাদিনি রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া বলেছেন, শো'বা বলেছেন, হাকাম মিকসাম হতে শুধু পাঁচটি বিষয় শুনেছেন এবং তিনি সেগুলো বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি শো'বার সাতটি গণ্য হাদিসগুলোর শামিল নয়।

যেটির ওপর পানি প্রবাহিত হয়েছে। এটি ছিলো সাদা ধবধবে এবং চমকাচ্ছিলো। এটিকে কালো কৃষ্ণকায় করে ফেলেছে মুশরিকদের অপবিত্রতা। শীঘ্রই এটি তার আপন পুরনো অবস্থায় ফিরে আসবে।

৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, যদি হাজারে (আসওয়াদ)কে মাসিকগ্রস্ত মহিলা তার অজান্তে স্পর্শ না করতো এবং গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি তার অজান্তে তা স্পর্শ না করতো, তাহলে কোনো শ্বেতিরোগী, কুষ্টরোগী স্পর্শ করলেই সে ভালো হয়ে যেতো।

তবে বাহ্যত এসব বর্ণনায় আরজাস ও আনজাস দ্বারা উদ্দেশ্য হুকমি নাপাকি। এজন্য বাহ্যিক ময়লা দলিল করা এর দ্বারা মুশকিল। এটাও সম্ভব যে, এখানে আরজাস ও আনজাস দ্বারা বাহ্যিক ও হুকমি উভয় প্রকার নাপাকি উদ্দেশ্য। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

অনুচ্ছেদ–৫১ : যারা প্রথমে আসবে মিনা সেসব লোকের অবতরণস্থল প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৭)

٨٨٢ - حَدَّثَنَا يوسف بن عيسى و محمد بن أبان قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى ؟ قَالَ لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ.

৮৮২। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার অবস্থানের জন্য একটি ঘর তৈরি করবো না, যেটি আপনাকে মিনায় ছায়াদান করবে? তিনি বললেন, না। যারা আগে আসে মিনা তাদের অবস্থানস্থল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ[২৯৮] مَا جَاءَ فِيْ تَقْصِيْرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ–৫২ : মিনায় কসর নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৭)

٨٨٣ -عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ.

৮৮৩। **অর্থ :** হারেসা ইবনে ওয়াহাব বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে মিনায় সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ও শংকাহীন অবস্থায় আমি দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[২৯৮] منى। م এর নীচে যের, ن এ তানভীন। উপত্যকার দরজাগুলোতে অবস্থিত। যেটিতে হাজিগণ অবতরণ করেন এবং তাতে পাথর নিক্ষেপ করেন। এটি হেরেমের শামিল। এটিকে এই নামকরণের কারণ হলো, তাতে রক্ত প্রবাহিত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন أمن مني يمنى আর অনেকে বলেছেন, কারণ, হজরত আদম আ. তাতে জান্নাত কামনা করেছিলেন। অনেকে বলেছেন, মিনা আকাবার অবতরণের স্থান হতে মুহাসসির পর্যন্ত। এ শব্দটি পু.লি. প্রসিদ্ধ। ইবনুল আরাবি রহ. বলেছেন, لمنى القوم ومنى الله الشئ : قدره এর অর্থ হলো, নির্ধারণ করেছে। এ নামে মিনার নামকরণ করা হয়েছে। ইবনে ওমাইল রহ. বলেছেন, মিনা নামকরণের কারণ হলো, সেখানে মেষ জবাই করা হয়েছে। এটি মক্কা হতে এক ফরসখ (১২ হাজার গজ প্রায় ৮ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত ছোট একটি শহর। এর দৈর্ঘ্য দু'মাইল। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মু'জামুল বুলদান : ৫/১৯৮। -সংকলক।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হারেসা ইবনে ওয়াহাবের হাদিসটি حسن صحيح ।

ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে মিনায় দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছি। এমনিভাবে হজরত আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-এর শাসনকালের প্রথম দিকে তাঁদের সংগে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছি।

দরসে তিরমিযী

মিনায় মক্কাবাসীদের জন্য নামাজ কসর করা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেক আলেম বলেছেন, মক্কাবাসীর জন্য মিনায় নামাজ কসর করার অধিকার নেই। তবে যে মিনায় মুসাফির হয় (তার হুকুম ব্যতিক্রম)। এটা ইবনে জুরাইজ, সুফিয়ান সাওরি, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, মিনায় মক্কাবাসীর জন্য কসর করাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি ইমাম আওজায়ি, মালেক, সুফিয়ান সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও আবদুর রহমান ইবনে মাহদি রহ.-এর মাজহাব।

عن[৩৯৯] حارثة بن وهب قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس واكثره ركعتين[৪০০]

অর্থাৎ, নামাজ কসর করার অনুমতির সংগে যে,

ان خفتم ان يفتنكم[৪০১] الذين كفروا

বাক্য এসেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা নামাজের কসরের অনুমতি শংকার অবস্থায় সংগে শর্তায়িত। তবে বর্ণনাকারি বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে এমন অবস্থায় কসর

---

[৩৯৯] ইমাম নাসায়ি সুনানে নাসায়িতে (১/২১২ كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب الصلاة بمنى), আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে (১/২৭০, كتاب المناسك، باب القصر لأهل مكة), বোখারি সহিহ বোখারিতে (১/২২, كتاب المناسك باب الصلوة بمنى) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সংকলক।

[৪০০] এর অর্থ হলো, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে মিনায় তখন দু'রাকাত পড়েছি যে, লোকজন প্রথমাবস্থা অপেক্ষা বেশি নিরাপদ এবং সংখ্যায় আগের তুলনায় অনেক বেশি ছিলো।

প্রকাশ থাকে যে, آمن ما كان الناس وأكثره তে آمن শব্দটি أمن হতে ইসমে তাফজিলের সীগা। এর ইজাফত হয়েছে ما كان الناس এর দিকে। আর ما كان الناس তে ما মাসদারের জন্য। তারপর آمن – صليت এর জমির হতে হাল হয়েছে। أكثره শব্দটি আতফ হয়েছে آمن এর ওপর। জমীরে মাজরুর ما كان الناس এর দিকে ফিরেছে। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৩১।

আল্লামা সিনদি রহ. বর্ণনা করেন, 'আবুল বাকা রহ. বলেছেন, آمن و أكثر শব্দ দুটি জরফ হিসেবে মানসুব। উহ্য এবারতটি হলো زمن آمن ما كان الناس। সুতরাং এখানে মুজাফ উহ্য করে রাখা হয়েছে। আর মুজাফ ইলাইহকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। -হাশিয়ায়ে সিনদি আলান নাসায়ি : ১/২১২, كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب الصلاة بمنى। -সংকলক।

[৪০১] পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ- وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا। সূরা নিসা : আয়াত- ১০১, পারা-৫। অর্থাৎ, যখন তোমরা জমিনে সফর করো, তখন তোমাদের জন্য নামাজ হ্রাস করাতে কোনো গোনাহ হবে না। যদি তোমরা আশংকা করো যে তোমাদেরকে কাফেররা উৎকণ্ঠিত করবে। -সংকলক।

করেছি, যখন না শত্রুর ভয় ছিলো, না আমাদের সংখ্যা কম ছিলো। এতে বুঝা যায়, ভয় কসরের জন্য শর্ত নয় এবং কোরআনে কারিমে শর্তের অর্থ ধর্তব্য না।[৪০২]

মিনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে কসর করেছিলেন।[৪০৩] এই কসরের কারণ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। জমহুর তথা আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমদ, সুফিয়ান সাওরি, আতা এবং জুহরি প্রমুখের মাজহাব হলো, এই কসর ছিলো সফরে কারণে। এ কারণে, তাদের মতে মক্কাবাসীদের জন্য মিনায় কসর হবে না।

ইমাম মালেক, আওজায়ি এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. প্রমুখের মাজহাব হলো, মিনায় কসর করা এমন হজের আহকামের অন্তর্ভুক্ত, যেমন আরাফাত ও মুজদালিফায় দুই নামাজ একত্র করা। সুতরাং যেসব লোক মুসাফির নয়; বরং মক্কা ও এর আশপাশ হতে এসেছে তারাও মিনায় কসর করবে।[৪০৪]

ইমাম মালেক রহ.-এর দলিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় কসর করার পর কোনো নামাজের পর মুকিমদেরকে পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করার দিক-নির্দেশনা দেননি।[৪০৫] যেমন, তাঁর অভ্যাস ছিলো।[৪০৬] এতে বুঝা গেলো, এ কসর সফরের কারণ ছিলো না; বরং হজের আহকামের শামিল ছিলো এবং মক্কাবাসীর ওপরও ওয়াজিব ছিলো।

আল্লামা খাত্তাবি রহ. জমহুরের পক্ষ হতে বলেন, فصلى بنا ركعتين দ্বারা একথার ওপর দলিল পেশ করা ঠিক নয় যে, মক্কাবাসীও মিনায় নামাজে কসর করবে। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মিনায় মুসাফির ছিলেন এবং তিনি মুসাফিরদের মতো নামাজ পড়েছিলেন। অবশিষ্ট আছে, নামাজ হতে অবসর হওয়ার পর নামাজ পূর্ণাঙ্গ করার হুকুম দেওয়ার যে বিষয়টি, এর প্রয়োজন তিনি এজন্য অনুভব করেননি যে, আগে তিনি এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। বিশেষত যখন এই মাসআলাটিও সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং তা ছিলো ব্যাপক।[৪০৭]

---

[৪০২] দ্র., মাজমু'আ রাসাইলে ইবনে আবিদিন রহ. প্রথম খণ্ড, শরহে উকুদে রাসমিল মুফতি (পৃষ্ঠা ৪১-৪৩)।

হাফেজ ইবনে কাছির রহ. লিখেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী। إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا হতে পারে যখন এ আয়াতটি নাজিল হয়েছিলো তখন এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থায় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। কেনোনা, ইসলামের শুরুর দিকে হিজরতের পরে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সফর ছিলো ভীতিকর। বরং যে কোনো সাধারণ যুদ্ধ কিংবা কোনো বিশেষ যুদ্ধের তারা প্রস্তুতি নিতেন। সেখানে সমস্ত আরব গোত্রগুলো ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা। মানতুক যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, কিংবা কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন এর কোনো অর্থ হয় না। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– ولا تكرهوا। فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا এবং وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم আয়াত। তাফসিরে ইবনে কাছির : ২/৩০৪, ছাপা, দারুল আনদালুস, বৈরুত। -সংকলক।

[৪০৩] যেমন, এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারেসা ইবনে ওয়াহাবের হাদিসে আছে। -সংকলক।

[৪০৪] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৩১-৪৩২। -সংকলক।

[৪০৫] দ্র., আরিজাতুল আহওয়াজি : ৪/১১২-১১৩, باب تقصير الصلاة بمنى। -সংকলক।

[৪০৬] সুনানে আবু দাউদে হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে যুদ্ধ করেছি। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মক্কাতে ১৮ রাত যাপন করেছেন। সেখানে তিনি দু'রাকাত পড়তেন এবং বলতেন, হে শহরবাসী! তোমরা চার রাকাত পড়ো। কেনোনা, আমরা মুসাফির সম্প্রদায়। (১/১৭৩, كتاب الصلاة باب متى يتم المسافر)। -সংকলক।

[৪০৭] মা'আলিমুস সুনান ফি জাইলি মুখতাসারি সুনানে আবি দাউদ : ২/৪১৪, كتاب المناسك، باب القصر لأهل مكة। -

মুয়াত্তায় ইমাম মালেক রহ.[৪০৮] বর্ণনা করেছেন,

ان عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بها ركعتين ثم انصرف فقال يا اهل مكة!، اتموا صلاتكم فانا قوم سفر''

'যখন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. মক্কায় আগমন করলেন, তখন তিনি সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর ফিরে বললেন, মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের নামাজ পূরণ করো। কেনোনা, আমরা মুসাফির।'

ইমাম মালেক রহ. এরপর বলেন, ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا

'তারপর উমর ইবনে খাত্তাব রা. মিনায় দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। আমাদের নিকট এই বিষয়টি পৌছেনি যে, তিনি তাদেরকে কিছু বলেছেন।' এর জবাবও তাই যেটা আল্লামা খাত্তাবি রহ. দিয়েছেন। যেমন– আমরা আগে বর্ণনা করেছি। আল্লামা খাত্তাবি রহ.-এর ওপরযুক্ত জবাব ছিলো স্বীকারোক্তিমূলক।

ইমাম মালেক রহ.-এর এরূপ দলিলের আরেকটি জবাবও দেওয়া হয়েছে। যেটি অস্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল। সেটি হলো, আমরা একথা স্বীকার করি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় নামাজ হতে অবসর হওয়ার পর নামাজ পূর্ণাঙ্গ করার নির্দেশ দেননি। হতে পারে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সে কথাটি আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছেনি। বস্তুত এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি যে, সেটির অনস্তিত্বকে আবশ্যক করে না কোনো জিনিসের অনুল্লেখ।[৪০৯]

আরেকটি জবাব[৪১০] এ-ও দেওয়া হয়েছে যে, যদি আপনার ওপরযুক্ত দলিল যথার্থ স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, মিনায় নামাজ কসর করার কারণ সফর নয়; বরং হজের আহকামের একটি অংশ। তাহলে এর দ্বারা আবশ্যক হলো মিনাবাসীদের জন্য হজের সময় মিনাতে কসর করা। অথচ তাদের ব্যাপারে নামাজ কসর করার প্রবক্তা আপনিও নন।[৪১১]

ফায়েদা : একটি বিষয় হজের আহকামে পরিলক্ষিত হয় যে, এখানে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন অনেক প্রসিদ্ধ মূলনীতি ভঙ্গ করেছেন। যাতে এ বিষয়টি অন্তরে বদ্ধমূল হয় যে, কোনো কাজেই সত্তাগতভাবে কোনো কিছুই

সংকলক।

[৪০৮] (كتاب الحج ৪২৯)। -সংকলক।

[৪০৯] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৩৩, ইষৎ পরিবর্ধন ও বিশদ বর্ণনা সহ। -সংকলক।

[৪১০] এ জবাবটি কিছু পরিবর্ধন ও বিশদ বর্ণনা সহ ইমাম তাহাবি রহ. এর উক্তি হতে গৃহীত। আইন– উমদাতুল কারি : ৭/১১৯, ابواب تقصير الصلوة، باب الصلوة بمنى। -সংকলক।

[৪১১] মুয়াত্তা ইমাম মালেকে তিনি বলেন, কেউ যদি মিনায় বসবাস করে এবং সেখানে অবস্থান করে, তথা মুকিম হয়, তবে সে সেখানে নামাজ পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে। ৪২৯, كتاب الحج صلوة منى।

তবে এ পূর্ণ আলোচনা এর ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে যে, ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব হলো মিনাতে কসর সফরের কারণে নয়; বরং হজের আহকামের শামিল হওয়ার কারণে। তবে অনেক আলেম এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ইমাম মালেক রহ. এর মতেও মিনা ইত্যাদিতে কসর সফরের কারণে, হজের আহকাম হওয়ার কারণে নয়। অবশ্য অন্যান্য সফরে নামাজের কসরের জন্য তো দূরত্বের সীমা নির্ধারিত আছে। তবে মক্কা হতে মিনা ইত্যাদিতে সফরে নামাজের কসরের জন্য দূরত্বের সীমা নির্ধারিত নেই। দ্র., كشف المغطى عن وجه الموطا : ৪২৬ টীকা নং ৪, صلوة منى يوم للتروية والجمعة بمنى وعرفة। এছাড়া দ্র., حجة الوجاع جزء পৃঃ ১০১, اختلافهم في ان القصر والجمع بعرفة ومنى للسفر او للنسك। -সংকলক।

রাখেননি। আসল জিনিস হুকুমের অনুসরণ। এ জন্যে আটই জিলহজ্জে মিনায় সেদিনের আখেরি চার রাকাত এবং পরবর্তী দিনের ফজরের নামাজ আদায় করা ব্যতীত কোনো কাজ নেই।[৪১২] অথচ মসজিদে হারামে এক নামাজের সওয়াব এক লাখের সমান।[৪১৩] কিন্তু আজকে হুকুম হলো, মসজিদে হারাম ছেড়ে ময়দানে নামাজ আদায় করো। এখানে এই দীক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে হারামে নামাজ আদায় করা আল্লাহর হুকুম ছিলো, ততোক্ষণ সেটা সওয়াবের কারণ ছিলো। আর যখন আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় নির্দেশ এসে গেছে, তখন সেখানে নামাজ আদায় করা সুন্নাতের বিপরীত এবং ময়দানে নামাজ আদায় করা অনেক বেশি প্রতিদানের মাধ্যম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُقُوْفِ بِعَرَفَاتٍ [٤١٤] وَالدُّعَاءُ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ-৫৩ : আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দোয়া করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৭)

٨٨٤ - عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ : أَتَانَا اِبْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ وُقُوْفٌ بِالْمَوْقِفِ (مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو) فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُوْلُ كُوْنُوْا عَلٰى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلٰى إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ.

৮৮৪। **অর্থ :** ইয়াজিদ ইবনে শায়বান রহ. বলেন, আমাদের নিকট ইবনে মিরবা' আনসারি রা. আসলেন। তখন আমরা মাওকিফে এমন একটি স্থানে অবস্থান করছিলাম, যে স্থান হতে আমর রা. দূরে ছিলেন। তখন তিনি

---

[৪১২] পেছনের অনুচ্ছেদের সংগে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে (باب ما جاء في الخروج الى منى والمقام بها) ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সংগে মিনায় জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর নামাজ আদায় করেছেন। তারপর সকালে আরাফাতের দিকে রওয়ানা করেছেন। -সংকলক।

[৪১৩] যেমন, হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর মারফূ বর্ণনায় আছে, মসজিদে হারামে কোনো ব্যক্তির এক নামাজের সাওয়াব এক লাখ। -সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০২

باب ما جاء فى الصلوة فى المسجد الجامع

[৪১৪] এটি অবস্থানস্থল তথা মাওকিফের নাম। এটি মুনসারিফ। কেনোনা, তাতে কোনো তানিছ নেই। আল্লামা কিরমানি রহ. এ উক্তি করেছেন।

আরাফাত শব্দটিকে এই নামে নামকরণের কারণ হয়তো এটি যে, এটির পরিচয় হজরত ইবরাহিম আ.কে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি এটি দেখেই চিনে ফেলেছিলেন। কিংবা এই কারণে যে, হজরত জিবরাইল আ. যখন তাঁকে নিয়ে মাশাইরে (অবস্থানগুলোতে) ঘুরছিলেন, তখন তাঁকে এই স্থানটি দেখিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এটি আমি চিনতে পেরেছি। কিংবা হজরত আদম আ. যখন জান্নাত হতে হিন্দুস্থানের মাটিতে এবং হাওয়া আ. জিদ্দায় অবতরণ করেছেন, তারপর উভয়ের সাক্ষাত ঘটেছে সেখানে। তাঁরা দু'জন পরস্পরকে সেখানে চিনতে পেরেছেন। কিংবা লোকজন পরস্পরে সেখানে পরিচিত হয়। কিংবা হজরত ইবরাহিম আ. সেখানে স্বপ্নযোগে তার সন্তান জবাই সংক্রান্ত বিষয়টির হাকিকত বুঝতে পেরেছেন। কিংবা মাখলুক সেখানে তাদের গোনাহগুলো সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে। কিংবা এ কারণে যে সেখানে অনেক পাহাড় আছে। আর পাহাড়গুলো হলো আ'রাফ। প্রতিটি উঁচু স্থান হলো, ওরফ। উমদাতুল কারি : ১০/৪ باب الوقوف, কাশশাফ : ১/২৪৬, মু'জামুল বুলদান : ৪/১০৪।

আরাফাতের চৌহদ্দি সম্পর্কে মুজাহিদ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। আরাফার সীমা হলো, বাতনে ওরানায় অবস্থিত উঁচু পাহাড় হতে নিয়ে আরাফার পাহাড়গুলো পর্যন্ত। ওয়াসিক হতে ওয়াসিকের সংগমস্থল পর্যন্ত। ওদিকে আরাফা উপত্যকা পর্যন্ত। -আখবারে মক্কা : ২/১৯৪, ذكر عرفة وحدودها والموقف بها। -সংকলক।

বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট দূত। তিনি বলছেন, তোমরা তোমাদের স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো। কেনোনা, তোমরা হজরত ইবরাহিম আ.-এর মিরাস পাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আয়েশা, জুবাইর ইবনে মুতইম এবং শারিদ ইবনে সুয়াইদ সাকাফি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে মিরবায়ের হাদিসটি حسن।

এটি আমরা ইবনে উয়াইনা-আমর ইবনে দিনার সূত্রেই কেবল জানি। ইবনে মিরবায়ের নাম হলো, ইয়াজিদ ইবনে মিরবা আনসারি। তাঁর এ একটি হাদিসই কেবল আমরা পাই।

৮৮৫ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِهَا وَهُمُ الْحُمْسُ يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ قَطِيْنُ اللهِ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى {ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

৮৮৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, কুরাইশ এবং তাদের স্বধর্মীগণ ছিলেন, বীর বাহাদুর। তারা মুজদালিফায় অবস্থান করতেন। তারা বলতেন, আমরা আল্লাহর প্রতিবেশী। তাঁদের ব্যতীত অন্যরা অবস্থান করতেন আরাফায়। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করলেন–ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

তিনি বলেছেন, এ হাদিসের অর্থ হলো, মক্কাবাসী হেরেম শরিফ হতে বের হতেন না। অথচ আরাফাত হলো, মক্কার বাইরে। সুতরাং মক্কাবাসী মুজদালিফায় অবস্থান করতেন এবং বলতেন, আমরা আল্লাহর প্রতিবেশী। আর মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যরা অবস্থান করতেন আরাফাতে। তখন আল্লাহ তা'আলা ওপরযুক্ত আয়াতটি নাজিল করেন। আর হুমস হলেন হেরেমে যারা থাকে।

দরসে তিরমিযী

عن[৪১৫] عائشة رضـــ قالت : كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة، يقولون : نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فانزل الله تعالى ''ثم افيضوا من حيث افاض الناس''

حمس এটা احمس এর বহুবচন। এর অর্থ হলো, শক্তিশালী ও কঠোর ব্যক্তি। এটা কুরাইশ এবং তাদের আশপাশের কিছু গোত্রের উপাধি। অর্থাৎ কেনানা, জাদিলা কায়স এবং বনু আ'মির ইবনে সা'সা'আ।[৪১৬] এসব কবিলাকে حمس এজন্য বলা হতো যে, তারা হজের দিনগুলোতে নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিলেন এবং অন্যান্য আরববাসীর তুলনায় অধিক কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন। এরা এহরাম বাঁধার পর নিজেদের

---

[৪১৫] এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (১/২২৬, كتاب المناسك باب الوقوف بعرفة, كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، باب قوله ثم افيضوا من حيث أفاض الناس, ২/৬৪৮-৬৪৯), মুসলিম সহিহ মুসলিমে : باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم, ১/৪০০-৪০১)। -সংকলক।

[৪১৬] ব্যাখ্যার জন্য দ্র., লিসানুল আরব : ৬/৫৮, ''حمس'' مادة। -সংকলক।

ওপর গোশত হারাম করে নিতেন। পশমী তাবুতে যেতেন না। এমনভাবে বিভিন্ন বৈধ কাজ হতে তারা পরহেজ করতেন। তারপর যখন মক্কায় ফিরে আসতেন, তখন নিজেদের আগেকার কাপড় খুলে রাখতেন এবং خمس এর কাপড় ব্যতীত তাওয়াফ বৈধ মনে করতেন না।[৪১৭] তাছাড়া হজের মৌসুমে আরাফাতে অবস্থান করার পরিবর্তে মুজদালিফায় অবস্থান করতেন। কেনোনা, আরাফাত ছিলো হেরেমের সীমার বাইরে। আর মুজদালিফা হেরেমের সীমার ভেতরে। তারা নিজেদেরকে হেরেমের প্রতিবেশী মনে করতেন। তারা বলতেন, আমরা আল্লাহর প্রতিবেশী। এজন্য হেরেমের সীমা হতে বের হওয়া তারা পছন্দ করতেন না। কোরআনে করিম তাদেরকে এই পন্থা পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহর বাণী ثم افيضوا من حيث افاض الناس[৪১৮] অর্থাৎ, তোমাদের অবস্থান সেখানেই হওয়া উচিত যেখানে সবলোক অবস্থান করে।

قطين - قاطن এর বহুবচন। যেটি গৃহীত قطن بالمكان (অবস্থান করা) হতে ।[৪১৯]

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

অনুচ্ছেদ-৫৪ প্রসংগ : আরাফাতের সবটুকুই অবস্থানের জায়গা (মতন পৃ. ১৭৭)

٨٨٦ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ : وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم بِعَرَفَةَ فَقَالَ هٰذِهِ عَرَفَةُ وَهٰذَا هُوَ الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَفَاضَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَجَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ عَلٰى هَيْئَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ أَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ثُمَّ أَتٰى جَمْعًا فَصَلّٰى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيْعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتٰى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَفَاضَ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى وَادِيْ مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتّٰى جَاوَزَ الْوَادِيَ فَوَقَفَ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَةَ فَقَالَ هٰذَا الْمَنْحَرُ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ حُجِّيْ عَنْ أَبِيْكِ قَالَ وَلَوّٰى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! لِمَ لَوَّيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّيْ أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ أَتٰى زَمْزَمَ فَقَالَ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَنْهُ لَنَزَعْتُ.

৮৮৬। **অর্থ** : আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করলেন আরাফায়। তারপর বললেন, এটি আরাফাত। এটিই হলো অবস্থান। তারপর তিনি রওয়ানা করলেন,

---

[৪১৭] অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৩, باب الوقوف بعرفة, ফতহুল বারি : ৩/১২। -সংকলক।

[৪১৮] সূরা বাকারা : ১৯৯, পারা-২। -সংকলক।

[৪১৯] জামিউল উসুল : ৩/২৩৪-২৩৫, الباب الخامس في الوقوف, নং ১৫২০। -সংকলক।

যখন সূর্যাস্ত হয়। উসমান ইবনে জায়দ রা.কে তাঁর পেছনে আরোহণ করালেন এবং তিনি ইশারা করতে লাগলেন হাত দিয়ে। অথচ তখন তিনি তার নিজস্ব অবস্থান ছিলেন। লোকজন ডানদিকে ও বামদিকে চলছিলো। তিনি তাদের দিকে তাকচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা ধীরস্থিরে চলো। তারপর তিনি মুজদালিফায় এসে দুটি (মাগরিব ও এশার) নামাজ এক সংগে আদায় করলেন। সকাল হলে কুজাহ নামকস্থানে আসলেন করলেন এবং তাতে অবস্থায় করলেন। তিনি বললেন, এটিই হলো কুজাহ। এটিই অবস্থানস্থল। পক্ষান্তরে মুজদালিফা সবটুকুই অবস্থানের জায়গা। তারপর তিনি সেখান হতে রওয়ানা করে ওয়াদিয়ে মুহাসসির পর্যন্ত পৌছে গেলেন। তারপর তাঁর উটনিকে আঘাত করলেন। ফলে এটি ছুটতে শুরু করলো। এমনকি তিনি সে উপত্যকা অতিক্রম করে গেলেন। তারপর তিনি অবস্থান করলেন এবং ফজল রা.কে পেছনে বসালেন। তারপর জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর এলেন জবেহস্থলে। তিনি বললেন, এটি কোরবানিস্থল। আর মিনার পুরো অংশটুকুই জবেহস্থল।

খাস'আম গোত্রের এক যুবতী মহিলা তাঁর নিকট প্রশ্ন করলো, আমার পিতা বৃদ্ধ। তার ওপর হজ ফরজ হয়েছে। তার পক্ষ হতে আমি হজ করলে কি যথেষ্ট হবে? জবাবে তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ করো। বর্ণনাকারি বলেন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ফজল রা. এর ঘাড় ফিরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, যুবতীর দিক হতে। তখন হজরত আব্বাস রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের গর্দান কেনো ফিরিয়ে দিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি দেখলাম একজন যুবক ও একজন যুবতী। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে আমি শয়তান হতে নিরাপত্তা বোধ করলাম না। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মাথা মুণ্ডানোর আগে তাওয়াফে ইফাজা করে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডাও কিংবা ছাঁট, কোনো গোনাহ নেই। বর্ণনাকারি বলেন, আরেক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পাথর নিক্ষেপের আগেই জবাই করে ফেলেছি। তিনি বললেন, পাথর নিক্ষেপ করো কোনো গোনাহ নেই। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তিনি বাইতুল্লাহ শরিফে এসে তাওয়াফ করলেন। তারপর এলেন জমজমে এবং বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানরা! যদি আমি এ ধারণা না করতাম যে, লোকজন তোমাদেরকে পানি ভরতে দিবে না, তাহলে আমিও জমজমের পানি বের করতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

আমরা এটি আলি রা. হতে শুধু আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে আইয়াশ সূত্রেই জানি। এটি একাধিক বর্ণনাকারি সাওরি হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ওলামায়ে কেরামের মনে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা জোহরের সময় আরাফাতে জোহর এবং আসর একত্রে আদায়ের আশা পোষণ করেন।

অনেক আলেম বলেছেন, যখন কেউ নিজের অবস্থানস্থলে নামাজ পড়ে, ইমামের সংগে নামাজে উপস্থিত হয় না, সে ইচ্ছা করলে এ দুটি নামাজ ইমামের মতো অনুরূপ আদায় করবে।

তিরমিযী রহ. বলেন, জায়দ ইবনে আলি হলেন, ইবনে হুসাইন ইবনে আলি ইবনে আবু তালেব রা.।

দরসে তিরমিযী

''عن على[৪২০] بن ابى طالب رضـــ قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : هذه عرفة وهو الموقف، وعرفة كلها موقف''

---

[৪২০] এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে : ১/২৬৭, كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، باختصار, ইবনে মাজাহ সুনানে ইবনে মাজায় : باب الموقف بعرفات। -সংকলক।

ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, আরাফাতে বাতনে উরানা[৪২১] এবং মুজদালিফায় ওয়াদিয়ে মুহাসসিরে অবস্থান করলে মাকরূহ হবে। তবে অবস্থান হয়ে যাবে।[৪২২]

আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. ফতহুল কাদিরে ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব এই বর্ণনা করেছেন যে, তার উকুফই হবে না।[৪২৩] কিন্তু বাদায়ে' গ্রন্থকার ওয়াদিয়ে মুহাসসির সম্পর্কে তো বলেছেন যে, উকুফ মাকরূহ সহকারে হয়ে যাবে।[৪২৪] কিন্তু বাতনে উরানা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। বাহ্যত তাঁর মতে সেখানেও উকুফ মাকরূহ সহকারে হয়ে যাবে। কেনোনা, উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কোনো কারণ পাওয়া যায় না।[৪২৫]

মা'আরিফুস সুনানে হজরত মাওলানা বিন্নৌরি রহ. এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদি বাতনে উরানা আরাফাতে এবং মুহাসসির মুজদালিফার শামিল হওয়া প্রমাণিত হয়, তাহলে ইমাম মালেক ও বাদায়ে' গ্রন্থকারের উক্তি

---

৪২১ উরানা শব্দটির আইনের ওপর পেশ, রা এবং নূনের ওপর যবর। হুমাজার ওজনে। আজহারি রহ. বলেন, বাতনে উরানা আরাফাতের বিপরীতে অবস্থিত একটি উপত্যকা। আর অন্যরা বলেছেন, বাতনে উরানা আরাফার মসজিদ এবং পুরো উপত্যকা তথা ঢালু স্থানটি। -মু'জামুল বুলদান : ৪/১১১, ছাপা, দারু সাদের, বৈরুত।

প্রকাশ থাকে যে, বাতনে উরানা মসজিদে নামিরার সংগে সংশ্লিষ্ট। পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি ছোট্ট উপত্যকা। এটির মুখ মক্কা মুকাররমার দিকে। যেনো এটি আরাফাতের পশ্চিম সীমান্ত। -হজ ও মাকামাতে হজ : পৃষ্ঠা-৯৫। পরিবর্তন সহকারে। -সংকলক।

৪২২ ইমাম মালেক রহ. হতে বাতনে উরানায় অবস্থানকারি সম্পর্কে দুটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। ১. এই অবস্থান ধর্তব্য নয়। ২. এ উকুফ দুরুস্ত হয়ে যাবে, কিন্তু মাকরূহ হবে। তার ওপর দম আসবে।

হজরত শায়খুল হাদিস রহ. বলেন, আমার মতে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো, মূল আশ্রয় স্থল হলো, প্রথম বর্ণনাটি। যদিও মাজহাব বর্ণনাকারি সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম তাঁর হতে শুধু দ্বিতীয় বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন। কেনোনা, তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ শাখা প্রথম বর্ণনাটির ওপর নির্ভরশীল। যেমন, আগে দারদির রহ. হতে বর্ণিত হয়েছে। এটাই আল্লামা বাকি রহ.-এর আলোচনা হতে স্পষ্ট। কেনোনা, তিনি দ্বিতীয় বর্ণনাটি উল্লেখ করেননি। এদিকেই ইঙ্গিত করছে শরহুল খুরাশি-বায়ানুল মসজিদ হতে আগে বর্ণিত আলোচনা। শরহুল লুবাবে আছে, এটি জয়িফ উক্তি। ইমাম মালেক রহ.-এর দিকে এটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। কেনোনা, তিনি বলেছেন, 'ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, এটি আরাফাতের অংশ্ ফলে যদি কেউ সেখানে অবস্থান করে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে তার ওপর দম আসবে। কাজি আবু তায়্যিব রহ. ইমাম মালেক হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে এটা সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের মাজহাবের বিপরীত। ইমাম মালেক রহ.-এর ছাত্রগণ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমাদের মাজহাব অনুসারে বাতনে উরানায় অবস্থান করলে উকুফে আরাফা বৈধ হবে না। অর্থাৎ, বাতনে উরানায় অবস্থান করলে আরাফায় অবস্থানের হুকুম আদায় হবে না। -আওজাজুল মাসালিক : ৩/৫৭৮, الوقوف بعرفة و المزدلفة। ওয়াদিয়ে মুহাসসির সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব স্পষ্টত সেটাই যেটা উরানা সম্পর্কে আছে। তবে এর কোনো সুস্পষ্ট বরাত আহকার পেলো না। -সংকলক।

৪২৩ সেহেতু তিনি বলেন, (মনে রাখুন কুদুরি, হিদায়া প্রমুখ গ্রন্থকারের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো, ওয়াদিয়ে মুহাসসির ব্যতীত মুজদালিফা সবটুকুই মাওকিফ তথা অবস্থানস্থল। এমনভাবে বাতনে উরানা ব্যতীত আরাফা পুরোটাই অবস্থানস্থল। এ দুটি স্থান উকুফের জায়গা নয়। সুতরাং কেউ যদি উক্ত দুটি স্থানে অবস্থান করে, তবে তার জন্য যথেষ্ট হবে না। যেমন, যদি কেউ মিনাতে অবস্থান করে। চাই আমরা একথা বলি যে, উরানা ও মুহাসসির আরাফা ও মুজদালিফার অংশ, কিংবা অংশ নয়। ফতহুল কাদির : ২/১৭৩, বাবুল এহরাম। -সংকলক।

৪২৪ বাদায়িউস সানায়ে' : ২/১৩৬, وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة। -সংকলক।

৪২৫ কারণ, বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, 'আরাফার সম্পূর্ণটুকুই অবস্থানস্থল। শুধুমাত্র বাতনে উরানা ব্যতীত। আর মুজদালিফা সবটুকুই অবস্থানস্থল। শুধুমাত্র ওয়াদিয়ে মুহাসসির ব্যতীত। পক্ষান্তরে মুজদালিফা সবটুকুই মাওকিফ, তথা উকুফস্থল। তবে মুহাসসির হতে তোমরা দূরে ওপরে হতে যেও।' এসব বর্ণনা বাদায়ে' গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন এবং এসব বর্ণনাকে মাকরূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ওয়াদিয়ে মুহাসসিরে উকুফ করা মাকরূহ বলেছেন। তারপর যেহেতু প্রথমোক্ত বর্ণনাটিতে মুহাসসিরের সংগে উরানার উল্লেখ আছে, সেহেতু মুহাসসিরের যে হুকুম হবে উরানার হুকুমও তাই হেব। -সংকলক।

শক্তিশালী। কারণ[৪২৬], কোরআনে কারিমে আরাফাত এবং আল মাশআরুল হারাম শব্দ এসেছে।[৪২৭] সুতরাং বাতনে উরানা এবং মুহাসসিরে অবস্থান করার ফলে কোরআনের ব্যাপকতার ওপর আমল হয়ে গেছে। অবশ্য খবরে ওয়াহিদের[৪২৮] কারণে মাকরূহ অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

যদি প্রমাণিত হয় যে, উরানা এবং মুহাসসির যথাক্রমে আরাফাত এবং মুজদালিফার অংশই নয়, তাহলে উকুফই দুরস্ত হবে না। হাদিসে উরানাকে আরাফাত হতে ব্যতিক্রমভুক্ত করা অংশত্বের দলিল। কেনোনা, ইসতিসনা তথা ব্যতিক্রমভুক্তিতে মুত্তাসিল হওয়া আসল।

ثم اتى جمعا[৪২৯] এটি মুজদালিফার অপর নাম। এর তৃতীয় নাম হলো, আল মাশ'আরুল হারাম।[৪৩০]

فلما اصبح اتى قزح কুজাহ কাফের ওপর পেশ সহকারে জুফারে ওজনে। এ শব্দটি আলম এবং আদলের কারণে গাইরে মুনসারিফ। এটি সে পাহাড়ের নাম, মুজদালিফায় ইমাম যার ওপর অবস্থান করেন।[৪৩১]

ثم اتى حتى انتهى الى وادي محسر[৪৩২] সাধারণত এটি প্রসিদ্ধ যে, ওয়াদিয়ে মুহাসসির সেই স্থান যেখানে আসহাবে ফিল ধ্বংস করা হয়েছিলো।[৪৩৩] কিন্তু আল্লামা দুসুকি রহ. শরহে মতনে খলিলের (২/৪৫) টীকায় বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াদিয়ে মুহাসসির হস্তিবাহিনীর ধ্বংসক্ষেত্র হতে পারে না। কেনোনা, এটি হেরেমের অভ্যন্তর। আর হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছে হেরেমের বাইরে।[৪৩৪]

---

[৪২৬] ৬/৪৪০।

[৪২৭] আল্লাহ তা'আলার বাণী আছে, فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام সূরা বাকারা : ১৯৮, পারা-২। -সংকলক।

[৪২৮] দ্র., নসবুর রায়া : ৩/৬০-৬২ كتاب الحج، باب الإحرام، الحديث التاسع والثلاثون। -সংকলক।

[৪২৯] جمعا শব্দটির জীমে যবর, আর মীমে জযম। এটি হলো, মুজদালিফা। এটির একত্রিত হয়েছিলেন এবং আদম আ. এতে হজরত হাওয়া আ.-এর সংগে একত্রিত হয়েছিলেন এবং আদম আ. হাওয়া আ.-এর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কিংবা এই কারণে যে, এতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা হয় এবং মামাজিগণ সেখানে অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেন। (আমি বলবো,) এর মূল শব্দটি হলো, মুজতালেফা। কেনোনা, এটি এসেছে زلف হতে। তারপর তা টিকে যার কারণে দাল দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। -উমদাদুল কারি : ১০/৪, باب الوقوف بعرفة। -সংকলক।

[৪৩০] শায়খ ইবনে হুমাম রহ. লিখেন, তাহাবির বক্তব্যে আছে যে, মুজদালিফার তিনটি নাম আছে। -মুজদালিফা, আল মাশ'আরুল হারাম, জাম'।-ফতহুল কাদির : ২/১৭৩, বাবুল এহরাম। -সংকলক।

[৪৩১] কুজাহের ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৪১ হতে গৃহীত। -সংকলক।

[৪৩২] আল মুহাসসির। মীমের ওপর পেশ, হায়ের ওপর যবর, সীনের ওপর তাশদিদযুক্ত যের এটি মুজদালিফা ও মিনার মাঝে অবস্থিত একটি উপত্যকা। আর অনেকে বলেছেন, মুজদালিফার ঢালু অংশ মিনার শামিল। আর মিনার পাশে মুহাসসিরের ঢালু অংশ, মিনার শামিল। অনেকে এটাকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। এই নামকরণের কারণ হলো, এতে হস্তিবাহিনী জরিফ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটি পথিকদেরকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে দেয়। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৪১-৪৪২। -সংকলক।

[৪৩৩] হজরত কাশ্মীরি রহ.-এর মতও এটাই। মুহিব তাবারির আলোচনা দ্বারাও এটাই বুঝা যায়। তবে আল্লামা বিন্নোরি রহ. এ আলোচনা লিখতে গিয়ে বলেন, 'এ হলো, ইবনে কাছির, রাজি, কুরতুবি, জমখশরি, সুয়ূতি প্রমুখ মুফাসসিরের আলোচনার সারনির্যাস। তবে আমি এমন কোনো মনীষী পেলাম না যিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এই ঘটনা ওয়াদিয়ে মুহাসসিরে ঘটেছে। এটি আমাদের পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে শুধু মুহিব তাবারি রহ.-এর উক্তি। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৪২। -সংকলক।

[৪৩৪] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৪২-৪৪৩। -সংকলক।

সুতরাং বিশুদ্ধ উক্তি হলো, ওয়াদিয়ে মুহাসসির এমন স্থান যেখানে এক ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় শিকার করেছিলো। তার ওপর আসমানি আগুন এসে তাকে জ্বালিয়ে ফেলেছিলো। তাই এটাকে ওয়াদিন নারও বলে।[৪৩৫]

فقرع[৪৩৬] نافذه فخبت[৪৩৭] حتى جاوز الوادي فوقف

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদিয়ে মুহাসসিরে পৌঁছে দ্রুততা অবলম্বন করেন। সে স্থান অতিক্রম করেন খুব দ্রুত গতিতে। কেনোনা, যে স্থানে আল্লাহর আজাব নাজিল হয়েছিলো সেখানে অবস্থান না করা উচিত।[৪৩৮]

ثم اتاه رجل فقال : يا رسول الله! انى افضت[৪৩৯] قبل ان احلق قال : (احلق ولا حرج او قصر ولا حرج) قال : وجاء آخر فقال : يا رسول الله! ابى نبحت قبل ان ارمى، قال : (ارم ولا حرج)

জিলহজের ১০ তারিখে হাজিদের দায়িত্বে থাকে চারটি আহকাম। ১. প্রস্তর নিক্ষেপ ২. কোরবানি (কেরান ও তামাত্তুকারির জন্য) ৩. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাটানো ৪. তাওয়াফে জিয়ারত[৪৪০]। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ কাজগুলো প্রমাণিত ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রমে করা।[৪৪১]

---

[৪৩৫] উমদাতুল কারি : ১০/১৬, باب من قدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة। -সংকলক।

[৪৩৬] অর্থাৎ, তিনি স্বীয় উটনিকে চাবুক মেরেছেন। ফলে এটি দৌড়তে শুরু করেছে। -সংকলক।

[৪৩৭] এটি خبب হতে গৃহীত। শব্দটি মুজাআফ। বাবে নাসারা হতে মাজি ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েবের সীগা। ঘোড়ার দৌড়ের সাতটি স্তর আছে। প্রতিটি স্তরের ভিন্ন ভিন্ন আরবি নাম আছে। তার মধ্যে প্রথম স্তরটিকে বলে খাবাব। -ফিকহুল লুগাহ : পৃষ্ঠা-২০১, فصل في ترتيب عدد الفرس

ঘোড়া ব্যতীত অন্যান্য জন্তুর দৌড়ের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আছে। -সংকলক।

[৪৩৮] হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজর এলাকা অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা সেসব লোকের বসবাসস্থলে প্রবেশ করো না, যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে। যাতে তাদের ওপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, তা তোমাদের ওপর আপতিত না হয়। সেদিক অতিক্রম করতে হলে, ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম করো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঢেকে ফেললেন এবং দ্রুত সফর করে চলে এলেন। এমনকি সে উপত্যকা পেরিয়ে এলেন।' সহিহ বোখারি : ২/৬৩৭, كتاب المغازي، باب نزول النبي صلي الله عليه وسلم الحجر

ইমাম শাফেয়ি রহ. ওয়াদিয়ে মুহাসসিরে দ্রুত সফর করে চলে আসা সম্পর্কে বলেছেন, 'হতে পারে তিনি এ কাজ করেছেন, সে স্থানটি প্রশস্ত হওয়ার কারণে।'

অর্থাৎ, যেহেতু মুহাসসির উপত্যকাটি প্রশস্ত ছিলো এবং চলার সময় কোনো কষ্ট হচ্ছিলো না, এজন্য তিনি সেখানে খুব দ্রুত চলেছেন। আরেকটি কারণ, এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে উপত্যকাটি ছিলো শয়তানের আশ্রয়স্থল। এজন্য তিনি সেখানে দ্রুত চলেছেন। আরেকটি কারণ, এই বর্ণনা করেছেন যে, সে উপত্যকাটি খ্রিস্টানদের উকুফস্থল ছিলো। এজন্য তিনি সেখানে হতে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া পছন্দ করেছেন। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৪২। -সংকলক।

[৪৩৯] আমি তাওয়াফে ইফাজা করেছি। তাওয়াফে ইফাজা মানে তাওয়াফে জিয়ারত করেছি। -সংকলক।

[৪৪০] দ্র., বাহরুর রায়েক : ৩/২৪ باب الجنايات, আল্লামা ইবনে রুশদ রহ. এই তারতিব সম্পর্কে বলেন, এটি যে হজের সুন্নত, এ ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন। -বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১/২৫৭, كتاب الحج، القول في رمي الجمار। -সংকলক।

[৪৪১] দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/৩৯৯-৪০০, باب حجة النبي صلي الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর বর্ণনা দ্বারাও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এসব কাজ তারতিব অনুসারে করা প্রমাণিত

আহকাম চতুষ্টয়ে তারতিবের হুকুম এবং এ সম্পর্কে ফকিহদের মাজহাব

১. তারপর ওপরযুক্ত চারটি কাজের মধ্যে হতে প্রথম তিনটিতে আবু হানিফা রহ.-এর মতে তারতিব ওয়াজিব। এই তারতিব ইচ্ছাকৃত বা ভুলে কিংবা না জেনে তরক করে ফেললে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য তাওয়াফে জিয়ারতকে অন্যান্য আহকাম কিংবা এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির আগে করে ফেললে কোনো দম আসবে না।[৪৪২]

আছে। যদিও তাঁর বর্ণনায় তাওয়াফে জিয়ারতের উল্লেখ নেই। দ্র., সুনানে আবু দাউদ : ১/২৭২, باب الحلق والتقصير। -সংকলক।

[৪৪২] আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব মা'আরিফুস সুনানে (৬/৪৪৫) এমন বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারতিব ভঙ্গ করলে দম ওয়াজিব। চাই তারতিব ইচ্ছাকৃত ভাবে ভঙ্গ করা হোক কিংবা ভুলে কিংবা না জেনে। তবে মা'আরিফুস সুনানে এর কোনো স্পষ্ট বরাত বর্ণিত নেই। অবশ্য মাবসুতে সারাখসির এবারত দ্বারা আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব এটাই বুঝে আসে। তাতে আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, 'কেউ যদি হজের কোনো আহকাম অন্যটি আগে করে ফেলে, যেমন, পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেললে কিংবা কেরানকারি পাথর নিক্ষেপের আগে কোরবানি করে ফেলরে, কিংবা জবাই করার আগে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেললে, তার ওপর আবু হানিফা রহ.-এর মতে দম ওয়াজিব হবে।' (৪/৪১-৪২ باب الطواف) এতে ব্যাপক আকারে তারতিব নষ্ট হওয়ার ওপর দমের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর তারতিব ফাসেদ হওয়ার বিষয়টি ব্যাপক। চাই ইচ্ছাকৃত হোক, বা ভুলে, কিংবা না জেনে।

অবশিষ্ট আছে, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাব। সদরুশ শহিদ রহ. জামে' সগিরের ব্যাখ্যায় সে কেরানকারি সম্পর্কে তাঁর এ মাজহাব বর্ণনা করেছেন, যিনি জবাইয়ের পূর্বে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলেছেন যে, তার ওপর একটি অপরাধের দম ওয়াজিব হবে। দ্র., মিনহাতুল খালেক আলাল বাহরির রায়েক-ইবনে আবিদিন। (৩/২৪৫, বাবুল জিনায়াত) এদ্বারা বুঝা যায় যে, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. জবাইয়ের আগে মাথা মুণ্ডানোর সুরতে দমের প্রবক্তা। কিংবা কমপক্ষে কেরানকারির ব্যাপারে জবাইয়ের পূর্বে মাথা মুণ্ডানোর সুরতে দমের প্রবক্তা।

আল জামিউস সগিরে (১৩৩-১৩৪, باب في الحلق والتقصير, ছাপা, ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচি) ও জবাইয়ের আগে কোনো কেরানকারি হলক (মাথা মুণ্ডানো) করে ফেললে তার সম্পর্কে আবু ইউসুফ মুহাম্মদ রহ.-এর এ মত বর্ণনা করেছেন যে, তার ওপরে একটি দম আছে। যদিও এটি অপরাধের দম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে মাবসুতে সারাখসিতে (৪/৪২, باب الطواف, ছাপা, মাতবাআতুস সা'আদাত, মিসর ১৩২৪ হিজরি।) আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাব বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বাপরে হজের আহকাম আদায় করে ফেললে তা দ্বারা দম আবশ্যক হবে না। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদেও স্বয়ং ইমাম মুহাম্মদ রহ. স্বীয় মাজহাব নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এটির ওপরই আমরা আমল করি। তিনি বলেছেন, এসব জিনিসে কোনো অসুবিধা নেই।' (২২৫, باب من قدم نسكا قبل نسك), ফতহুল কাদিরে শায়খ ইবনে হুমাম রহ.ও আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাব নিম্নেযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, 'তাঁদের দু'জনের মতে যে দম ওয়াজিব সেটি হলো, শুধুমাত্র কেরানের। অন্য কোনো দম নয়। সময় আসার আগে মাথা মুণ্ডানোর কারণে নস। (২/২৮৫, باب الجنايات)। এসব সুস্পষ্ট বর্ণনার আলোকে প্রধান এটাই বুঝা যায় যে, তারতিব ভেঙে গেলে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে দম ওয়াজিব নয়। তারপর যেমন, আমরা উল্লেখ করেছি যে, আবু হানিফা রহ.-এর মতে, শুরুর তিনটি হজের আহকামে তারতিব ওয়াজিব। তাওয়াফে জিয়ারতে নয়, তবে তাওয়াফে জিয়ারতকে তারতিব হতে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আবু হানিফা রহ.-এর কি দলিল? তা আহকার জানতে পারেনি। অবশ্য মাবসুতে সারাখসিতে হজরত আয়েশা রা.-এর একটি বর্ণনা বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজকের দিবসে আমাদের সর্বপ্রথম হজের বিধান হলো, পাথর নিক্ষেপ করা, তারপর জবাই করা, তারপর মাথা মুণ্ডন করা।' এই বর্ণনায় ওপরযুক্ত হজের আহকামে তারতিবের বর্ণনা আছে। তবে তাওয়াফে জিয়ারতের কোনো উল্লেখ নেই। যা থেকে স্পষ্ট এটাই যে, এতে তারতিব আবশ্যক নয়। দ্র., মাবসুত : ৪/৬৪, باب رمي الجمار। তবে হাফেজ

২. ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, যদি সে পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুণ্ডন করে, তবে তার ওপর দম আসবে। তবে যদি কোরবানির আগে মাথা মুণ্ডন করে কিংবা পাথর নিক্ষেপের আগে কোরবানি করে তাহলে কিছু ওয়াজিব নয়। আর যদি পাথর নিক্ষেপের আগে তাওয়াফে জিয়ারত করে, তবে তা দুরস্ত হবে না। সুতরাং তার উচিত প্রথমে পাথর নিক্ষেপ করা, তারপর কোরবানি করা, তারপর আবার তাওয়াফে জিয়ারত করা।[৪৪৩]

৩. ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে আহকাম চতুষ্টয়ে তারতিব মাসনুন। তারতিব বাদ পড়ে গেলে কোনো দম ইত্যাদি ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি। তাঁর আরেকটি উক্তি হলো, পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুণ্ডন করে ফেললে দম আবশ্যক।[৪৪৪]

৪. আহমদ রহ. এর মাজহাব হলো, এসব আহকামে যদি তারতিব অজ্ঞতা বা ভুলের কারণে ভঙ্গ হয়, তা হলে কোনো দম ইত্যাদি নেই। অবশ্য যদি তারতিব ইচ্ছাকৃত বা জেনে শুনে ভেঙে ফেলে তাহলে তার সম্পর্কে তাঁর দুটি বর্ণনা আছে। ১. তার এই কাজ যদিও মাকরূহ তা সত্ত্বেও তার ওপর কোনো দম নেই।[৪৪৫] ২. দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, তার ওপর দম আছে।[৪৪৬]

সারকথা, ইমামত্রয় এক পর্যায়ে তারতিব ওয়াজিব না হওয়ার প্রবক্তা। তাঁদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস

ارم ولا حرج এবং حلق ولا حرج

তাছাড়া ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা তাদের দলিল। তিনি বলেন,

ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عمن قدم شيئا قبل شئ الا[৪৪৭] قال : "لا حرج لا حرج

জামালুদ্দিন জায়লায়ি রহ. এটিকে গরিব বলেছেন। দ্র., নাসবুর রায়া : ৩/৭৯, বাবুল এহরাম। -রশিদ আশরাফ।

[৪৪৩] এ বিস্তারিত বর্ণনা আল মুগনি : ৩/৪৪৮, باب صفة الحج فصل : وفي يوم النحر أربعة أشياء হতে গৃহীত। -সংকলক।

[৪৪৪] কিন্তু আল্লামা নববি রহ. এ উক্তিটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। দ্র. শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪২১, باب جواز تقديم الذبح على الرمي الخ। -সংকলক।

[৪৪৫] এটিই হলো, আসল মাজহাব। ইমাম আহমদ রহ. এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র এর ওপর আছেন। মুহাররার, ওয়াজিব প্রমুখ কিতাবে এটিকেই সুদৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফুরূ এবং দুই রিয়ায়া এবং হাভীয়ায় ইত্যাদিতে এটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাসহিহ এটাকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইবনে আবদুস তাঁর তাজকেরা ইত্যাদিতে এটি অবলম্বন করেছেন। -আল ইনসাফ : ৪/৪২, باب صفة الحج ছাপা, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, ১৪০০ হিজরি। -সংকলক।

[৪৪৬] এই বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন আবু তালেব প্রমুখ। অথচ ইবনে আকিলের বর্ণনাটি আবু হানিফা রহ.-এর অনুরূপ। অর্থাৎ, তারতিব চাই ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিক কিংবা ভুলক্রমে কিংবা না জেনে সর্বাবস্থায় দম ওয়াজিব। -ইনসাফ : ৪/৪২। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য গ্রন্থটি দ্র.। আরো দ্রষ্টব্য মুগনি ইবনে কুদামা : ৩/৪৪৬-৪৪৭, باب صفة الحج، فصل وفي يوم النحر أربعة أشياء। -সংকলক।

[৪৪৭] তাহাবি : ১/৩৫৯।

তাছাড়া তাঁদের দলিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.-এর বর্ণনা। তাতে তিনি বলেন, 'তারপর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি বুঝতে পারিনি, ফলে জবাই করার আগে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। জবাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জবাই করো কোনো অসুবিধা নেই। তারপর আরেকজন এসে বললো, আমি বুঝতে পারিনি, ফলে পাথর নিক্ষেপের আগে কোরবানি করে ফেলেছি। জবাবে তিনি বললেন, পাথর নিক্ষেপ করো কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কোনো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যেটি আগে কিংবা পরে করা হয়েছে, আর তিনি সবগুলো ক্ষেত্রেই জবাব দিলেন, করো, কোনো অসুবিধা নেই।' -সহিহ বোখারি : ১/১৮, كتاب العلم باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها-

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিন সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে একটির আগে অপর কাজটি করে ফেলেছেন তাঁর সম্পর্কে যাই জিজ্ঞেস করা হয়েছে তখনই তিনি বলেছেন, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো সমস্যা নেই।'

আবু হানিফা রহ.-এর দলিল মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি ফতওয়া,

''من قدم شيئا من حجه او[৪৪৮] اخره فليهرق لذلك دما

'হজের কোনো কাজ যে আগে করে ফেলেছে কিংবা পরে করে ফেলেছে সে যেনো একটি দম জবাই করে।' এর সনদে যদিও কিছুটা দুর্বলতা আছে[৪৪৯]। তবে তাহাবিতে[৪৫০] এ আছরটি সহিহ সনদে উল্লিখিত হয়েছে।

আর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. لا حرج বিশিষ্ট বর্ণনার বর্ণনাকারি। সুতরাং তাঁর ওপরযুক্ত ফতওয়া এর প্রমাণ যে, হাদিসসমূহে لا حرج দ্বারা উদ্দেশ্য দম ওয়াজিব নয়, একথা বলা নয়। বরং গোনাহ হবে না, বলা উদ্দেশ্য। বাস্তব ঘটনা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে এটা ছিলো সাহবায়ে কেরামের প্রথম হজের সুযোগ। তখন পর্যন্ত লোকজন হজের আহকাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেননি। এজন্য তারতিব ব্যাহত হওয়ার গোনাহ তুলে নেওয়া হয়েছে। এর সমর্থন তাহাবিতে[৪৫১] বর্ণিত আবু সায়িদ খুদরি রা. এর বর্ণনা দ্বারা হয়। তিনি বলেন,

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل ان يرمي قال : لا حرج، وعن رجل ذبح قبل ان يرمي قال : لا حرج ثم قال : عباد الله عزوجل الحرج والضيق وتعلموا مناسككم فانها من دينكم

তাছাড়া হজরত জাবের রা.-এর একটি হাদিসও তাদের দলিল। এটি বোখারিতে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, জবাই করার আগে মাথা মুণ্ডন করেছে। এমনভাবে এ ধরনের কাজ যারা করেছে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, জবাবে তিনি বললেন, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। -জামিউল উসুল : ৩/৩০৩-৩০৪, الباب الثامن في التحلل واحكامه، الفصل الاول في تقديم بعض أسبابه على بعض, হাদিস নং-১৬০৬।

তাছাড়া তাঁদের আরেকটি দলিল উসামা ইবনে শরিকের একটি হাদিস। দ্র., সুনানে আবু দাউদ : ১/২৭৬, باب في من قدم شيئا قبل شئ في حجه। -সংকলক।

[৪৪৮] ইবনে আবু শায়বা এই বর্ণনাটি আবুল আহওয়াস সাল্লাম ইবনে মুতি'-ইবরাহিম ইবনে মুহাজির-মুজাহিদ-ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। -নাসবুর রায়া : ৩/১২৯, বাবুল জিনায়াত। -সংকলক।

[৪৪৯] এই আছরটিকে ইবরাহিম ইবনে মুহাজিরের কারণে দুর্বল বলা হয়েছে। তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য ইমাম আহমদ রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।' দ্র., মিজানুল ই'তিদাল : ১/৬৭, নং ২২৫। হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও ফতহুল বারিতে এই আছরটির ওপর ইবরাহিম ইবনে মুহাজিরের দুর্বলতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। দ্র., ৩/৪৫৬, باب الفتيا على الدابة عند الجمرة। তবে হাফেজ রহ.ই আদদিরায়া ফি তাখরীজি আহাদিসিল হিদায়াতে ইবনে আবু শায়বার সনদটিকে হাসান, আর তাহাবির সনদটিকে এর চেয়েও আহসান সাব্যস্ত করেছেন। দ্র., (২/৪১, বাবুল জিনায়াত ফিল এহরাম, নং ৫০৫)। -সংকলক।

[৪৫০] (১/৩৬০, باب من قدم حجه نسكا قبل نسك)। -সংকলক।

[৪৫১] ১/৩৬০, باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك। -সংকলক।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে পাথর নিক্ষেপ করার আগে মাথা মুণ্ডন করেছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই জামরার মাঝখানে ছিলেন। তিনি বললেন, তাতে কোনো গোনাহ নেই। আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে পাথর নিক্ষেপের আগে জবাই করেছিলো। তিনি বললেন, কোনো গোনাহ নেই। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ তা'আলা গোনাহ ও সংকীর্ণতা মাফ করে দিয়েছেন। তোমরা তোমাদের হজের আহকাম শিখে নাও। কেনোনা, এটা তোমাদের দীনের অংশ।'

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্যা নেই- এজন্য বলেছিলেন যে, হজের আহকাম ব্যাপক ছিলো না। তবে এটা দম ওয়াজিন হওয়ার বিপরীত না।[৪৫২] এ কারণেই ইবনে আব্বাস রা. যিনি لا حرج এর ঘটনাবলির চাক্ষুস সাক্ষী এবং বর্ণনাকারি, তিনি স্বীয় ফতওয়ায় এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা দেন যে, তখন দম ওয়াজিব হবে। স্পষ্ট বিষয় হলো, এর অর্থ এটাই যে, গোনাহ না হওয়া দম ওয়াজিব হওয়ার বিপরীত না।[৪৫৩] যেমন- যদি এহরাম অবস্থায় কারো কষ্ট কিংবা রোগব্যাধির 'কারণে মাথা মুণ্ডাতে হয়, তবে এটা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা[৪৫৪] অনুযায়ি বৈধ। তার ওপর কোনো গোনাহ নেই। তা সত্ত্বেও এর পরিবর্তে দম ইত্যাদি দেওয়া ওয়াজিব সর্বসম্মতিক্রমে।[৪৫৫]

এ বিষয়েও বিদায় হজের সময় এই পদ্ধতিই ছিলো যে, তারতিব নষ্ট হওয়ার গোনাহ হজের আহকাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার কারণে তুলে নেওয়া হয়েছিলো। (এবং لا حرج এর মতো বাক্যগুলো দ্বারাও এটাই উদ্দেশ্য ছিলো)। যদিও দম তার পরেও ওয়াজিব ছিলো। তবে গোনাহ না হওয়ার হুকুম তখন ছিলো। এবার যখন হজের আহকামের পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত বর্ণনা এসে গেলো, তখন অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য কোনো ওজর থাকলো না। এজন্য অজ্ঞতার কারণে তারতিব নষ্ট হয়ে গেলে দম তো হবেই, গোনাহ হবে।

আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবের ওপর ইমাম তাহাবি রহ. ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এই আয়াতে হজের উদ্দেশ্যে আগমনকারি যে ব্যক্তির সামনে

---

[৪৫২] হজরত উসামা ইবনে শরিক রা.-এর বর্ণনা দ্বারাও এর সমর্থন হয়। তিনি বলেন, 'আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজের উদ্দেশে বের হলাম। তারপর লোকজন তাঁর নিকট আসতো। যে বলতো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাওয়াফের আগে সায়ী করেছি। কিংবা কোনো কাজ আগে করে ফেলেছি। কিংবা কোনো কাজ পরে করে ফেলেছি। তখন তিনি বলতেন, কোনো গোনাহ নেই, কোনো গোনাহ নেই। তবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ব্যক্তির ইজ্জতের ওপর আঘাত হেনেছে তথা গীবত করেছে, সে ধ্বংস হয়েছে এবং সেই অসুবিধায় পড়েছে।

-আবু দাউদ : ১/২৭৬ باب من قدم شيئ في حجه।

এই বর্ণনায় لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل منكم الخ শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, لا حرج দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো গোনাহ নেই। দম ওয়াজিব হয় না বলা উদ্দেশ্য নয়। والله اعلم -সংকলক।

[৪৫৩] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়ার আলোকে لا حرج বিশিষ্ট বর্ণনাগুলোর ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা ইমাম তাহাবি রহ.-এর আলোচনা হতে গৃহীত। দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৬০, باب من قدم شيئا قبل شئ في حجه। -সংকলক।

[৪৫৪] ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله- فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك সূরা বাকারা : ১৯৬, পারা-২। -সংকলক।

[৪৫৫] উমদাতুল কারি : ১০/১৫২, ابواب العمرة، باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا। -সংকলক।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে মাথা মুণ্ডানোর আগে কোরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথ কোরবানির আগে মাথা মুণ্ডানোর সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ এবং দম ওয়াজিবকারি। যখন এমন ব্যক্তির এই হুকুম তখন কেরানকারি প্রমুখের জন্যও এই হুকুম হওয়া উচিত। তথা কোরবানির আগে মাথা মুণ্ডানো দুরস্ত নয় এবং দম ওয়াজিব হবে তারতিব ভঙ্গ করলে।[৪৫৬]

ফায়েদা : হানাফিদের সাধারণ ফিকহ গ্রন্থগুলোতে আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব তাই বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমরা পেছনে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ, তারতিব নষ্ট হলে সর্বাবস্থায় দম আসবে। চাই তা ইচ্ছাকৃত বা ভুলে অথবা না জানার ফলে নষ্ট হোক। পেছনে এ মাসআলাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ অনুপাতেই করা হয়েছে।

তবে কিতাবুল হুজ্জত আলা আহলিল মদিনাতে[৪৫৭] ইমাম মুহাম্মদ রহ. লিখেছেন,

عن ابى حنيفة فى الرجل تجهل وهو حاج فيحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة انه لا شئ عليه

'আবু হানিফা রহ. হতে হজের সময় যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুণ্ডন করে ফেলে তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়।'

এর দ্বারা বুঝা যায়, আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবও অজ্ঞতাবশত তারতিব নষ্ট হয়ে গেলে, কোনো দম ইত্যাদি নেই[৪৫৮]। আবু হানিফা রহ.-এর এই সর্বশেষ বর্ণনাটি অবলম্বন করে যদি বলা হয় যে, তাঁর মতে অজ্ঞতাবশত কিংবা ভুলক্রমে তারতিব নষ্ট হয়ে গেলে কোনো দম নেই এবং এ অনুচ্ছেদের হাদিস এই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, দম শুধু ইচ্ছাকৃত তারতিব নষ্ট হওয়ার সুরতেই এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া এই প্রযোজ্য ইচ্ছাকৃতের অবস্থাতেই তাহলে এই পদ্ধতিটি সহজতরও এবং বর্ণনাগুলোর বাহ্যিক অর্থেরও অনুকূল। তাছাড়া

---

[৪৫৬] শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৬১, باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك। -সংকলক।

[৪৫৭] (باب الذي يجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمي جمرة العقبة ,২/৩৭১)। -সংকলক।

[৪৫৮] কেনো আবু হানিফা রহ.-এর আমল নিম্নেযুক্ত হাদিসগুলোর স্পষ্ট অর্থের ওপর।

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, 'তারপর এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বুঝতে পারিনি। ফলে পাথর নিক্ষেপের আগে কোরবানি করে ফেলেছি। জবাবে তিনি বললেন, পাথর নিক্ষেপ করো, কোনো গোনাহ নেই। আরেক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বুঝতে পারিনি। ফলে জবাই করার আগে মাথা মুণ্ডায়ে ফেলেছি। জবাবে তিনি বললেন, জবাই করো, কোনো গোনাহ নেই। -মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ৩৩৪-৩৩৫, باب من قدم نسكا قبل نسك। -সংকলক।

২. মুসলিম শরিফে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.-এরই বর্ণনায় আছে, 'তারপর তার নিকট এক ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধারণা করতে পারিনি যে, অমুক অমুক কাজ, অমুক অমুক কাজের আগে। এতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষে বলেছেন, 'কর, কোনো গোনাহ নেই।'

(باب جواز تقديم الذبح على الرمي ,১/৪২২)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.-এরই আরেক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কোনো জিনিস সম্পর্কে সেদিন প্রশ্ন করতে শুনিনি, সেখানেই তিনি বলেননি, এটা করো, কোনো গোনাহ নেই। প্রশ্ন করা হলো, একজন মানুষ ভুলে যায়, কিংবা কোনো একটির আগে আরেকটি করে ফেলে এবং এ ধরনের কাজ অজ্ঞতাবশত করে ফেলে তবে তার কি হুকুম? জবাবে বললেন, কোনো গোনাহ নেই।'-মুসলিম শরিফ : ১/৪২১।

শেষোক্ত বর্ণনাটির দাবি হলো, আবু হানিফা রহ.-এর মতে যেমনভাবে অজ্ঞতাবশত তারতিব নষ্ট হলে দম নেই, এমনভাবে ভুলক্রমে তা হলেও দম না আসা। কেনোনা, এই শেষোক্ত বর্ণনায় অজ্ঞতার সংগে সংগে ভুলের কথাটিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। -সংকলক।

তখন ইবনে আব্বাস রা. এর মারফূ' বর্ণনা ও তাঁর ফতওয়ার মধ্যে কোনো প্রকার বৈপরিত্য অবশিষ্ট থাকে না।[৪৫৯] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক কিছু পরিবর্ধন সহকারে শেষ হলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَات

অনুচ্ছেদ–৫৫ : আরাফাতের ময়দান হতে ফেরা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৮)

৮৮৭ – عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أَوْضَعَ فِيْ وَادِيْ مُحَسِّرٍ وَزَادَ فِيْهِ بِشْرٌ (وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ) وَزَادَ فِيْهِ أَبُوْ نُعَيْمٍ (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَقَالَ لَعَلِّيْ لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا)

---

[৪৫৯] ইমাম মুহাম্মদ রহ. মুয়াত্তায় লিখেন, 'মুহাম্মদ বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, সেটির ওপরই আমরা আমল করি। তিনি বলেছেন, এসব কাজের কোনোটিতেই কোনো গোনাহ নেই। আবু হানিফা রহ. বলেছেন, এসব কাজের কোনোটিতেই কোনো গোনাহ নেই। তিনি এসবের কোনোটিতেই কাফফারার মত পোষণ করেন না। তবে শুধু একটি কাজে, সেটি হলো, তামাত্তু ও কেরানকারি যখন জবায়ের আগে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলে তখন তার মতে তার ওপর দম আছে। তবে আমরা তাতে কোনো কিছু ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করি না। (২৩৫, باب من قدم نسكا قبل نسك)।

এই বর্ণনা দ্বারা আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব এটা বুঝা যায় যে, তারতিব বিনষ্ট চাই ভুলক্রমে হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞতাবশত কোনো অবস্থাতেই দম নেই। অবশ্য শুধু সে সুরতে দম আছে যখন তামাত্তু এবং কেরানকারি কোরবানির আগে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলে এবং এ অবস্থাতেও ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলবশত কিংবা অজ্ঞতাবশতের কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। যার দাবি হলো, তামাত্তু ও কেরানকারি যদি কোরবানির আগে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলে তাহলে সর্বাবস্থায় তার ওপর দম আসবে। চাই তারতিব ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত নষ্ট হোক না কেনো।

আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রহ. ওপরযুক্ত ইবারতের অধীনে লিখেন যে, إلا في خصلة واحدة। এবারতে অপ্রকৃত তথা রূপক সীমাবদ্ধতা আছে। বিস্তারিত বর্ণনা দ্র., আত তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তাল ইমাম মুহাম্মদ (২৩৫, টীকা নং ৩)।

তবে এই সীমাবদ্ধতাকে অপ্রকৃত তথা রূপক বলা স্পষ্ট বিষয়ের বিপরীত। এটি অকৃত্রিম নয়। অতএব বিষয়টি ভেবে দ্র.। সারকথা, ওপরযুক্ত সম্পূর্ণ তাহকিক দ্বারা আবু হানিফা রহ.-এর তিনটি বর্ণনা সামনে আসে।

১. যে হজের কোনো আহকাম অপরটির আগে আদায় করে ফেললো– যেমন, পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেললো কিংবা কেরানকারি পাথর নিক্ষেপের আগে কোরবানি করে ফেললো, কিংবা জবাইয়ের আগে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেললো, তার ওপর দম আছে।-মাবসূত-সারাখসি রহ. (৪/৪১-৪২, বাবুত তাওয়াফ)।

২. আবু হানিফা রহ. হতে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে হজের সময় ভুলে পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলেছে, তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। -কিতাবুল হুজ্জত আলা আহলিল মাদিনা : ২/৩৭১, باب الذي يجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمي جمرة العقبة।

৩. তৃতীয় বর্ণনা মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদের। যেটি আমরা এই টীকার শুরুতেই কেবলমাত্র উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, لا حرج في شئ من ذلك، ولم يرفي شئ من ذلك كفارة إلا في خصلة واحدة : المتمتع والقارن اذا حلق قبل أن يذبح قال : عليه دم

হানাফিদের সাধারণ গ্রন্থাবলিতে যদিও আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব প্রথম বর্ণনাটির অনুকূল বর্ণনা করা হয়েছে এবং এরই ওপর ফতওয়াও (আল লুবাব ফি শরহিল কিতাব-ময়দানি : ১/২৩০৬ باب الجنائز)। তবে প্রথম দুটি বর্ণনার বর্তমানে মুফতিয়ানে কেরামের এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা প্রয়োজন যে, তারতিব অজ্ঞতাবশত কিংবা ভুলবশত নষ্ট হয়ে গেলে দমের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যায় কিনা?

বিশেষতো যখন لا حرج বিশিষ্ট বর্ণনাগুলোর বাহ্যিক অর্থ এটাই। যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, দম বিশিষ্ট বর্ণনাগুলোর বাহ্যিক অর্থ এটাই। যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, দম বিশিষ্ট বর্ণনাই অধিক সতর্কতাপূর্ণ। -রশিদ আশরাফ।

৮৮৭। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদিয়ে মুহাসসিরে চলেছেন দ্রুত। বিশ্র নামক বর্ণনাকারি এতে আরো একটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। মুজদালিফা হতে ধীরস্থিরভাবে তিনি রওয়ানা করেছেন এবং লোকজনকেও ধীরস্থিরতার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।' আবু নুআয়ম রহ. আরেকটি অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন এবং 'তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন চাড়ার মতো পাথর নিক্ষেপ করতে এবং বললেন, আমিও তোমাদের এ বছরের পর আর দেখবো না।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইসামা ইবনে জায়দ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ : মুজদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৮)

৮৮৮ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَعَلَ مِثْلَ هٰذَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ.

৮৮৮। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মালেক রহ. হতে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রা. মুজদালিফায় নামাজ আদায় করেছেন। সেখানে তিনি দু'নামাজ এক একামতে পড়েছেন এবং বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ স্থানে অনুরূপ করতে দেখেছি।

৮৮৯ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم بِمِثْلِهِ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : قَالَ يَحْيٰى وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ سُفْيَانَ قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِيْ أَيُّوْبَ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ جَابِرٍ وَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

৮৮৯। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বলেন, ইয়াহইয়া রহ. বলেছেন, সুফিয়ান রহ.-এর হাদিসটি সঠিক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আবু আইউব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জাবের ও উসামা ইবনে জায়দ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সুফিয়ানের বর্ণনায় ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি ইসমাইল ইবনে আবু খালেদের বর্ণনা অপেক্ষা আসাহ। সুফিয়ান রহ.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

তিনি বলেছেন, ইসরাইল এ হাদিসটি আবু ইসহাক-আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ও খালেদ ইবনে মালেক-ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সায়িদ ইবনে জুবায়রের হাদিসটি ইবনে উমর রা. সূত্রে حسن صحيح। তাছাড়া এটি সালামা ইবনে কুহাইল-সায়িদ ইবনে জুবায়র সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তবে আবু ইসহাক এটি বর্ণনা করেছেন কেবলমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ও খালেদ ইবনে মালেক-ইবনে উমর রা. সূত্রে। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, মাগরিবের নামাজ মুজদালিফায় ব্যতীত আদায় করবে না। যখন

জামেয়ে তথা মুজদালিফায় আসবে, তখন এক একামতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করবে। এ দুটির মাঝে অন্য কোনো নফল আদায় করবে না। অনেক আলেম এটাই পছন্দ করেছেন এবং এ মত তারা পোষণ করেছেন। হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাব এটি।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, আর যদি ইচ্ছা করে তাহলে মাগরিবের নামাজ আদায় করবে। তারপর বিকেল বা রাতের খানা খেয়ে এবং কাপড় খুলে রাখবে। তারপর একামত দিযে এশা আদায় করবে। অনেক আলেম বলেছেন, মাগরিব ও এশার নামাজ মুজদালিফায় একত্রে আদায় করবে এক আজান ও দুই একামতে। আজান দিবে মাগরিবের নামাজের জন্য এবং একামত দিয়ে মাগরিব আদায় আদায় করবে তারপর একামত দিয়ে আদায় করবে এশার নামাজ। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটা।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইসরাইল এ হাদিসটি আবু ইসহাক-আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ও খালেদ ইবনে মালেক-ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সায়িদ ইবনে জুবায়র-ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি حسن صحيح। তাছাড়া এটি সালামা ইবনে কুহাইল-সায়িদ ইবনে জুবায়র সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তবে আবু ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ও খালেদ ইবনে মালেক-ইবনে উমর রা. সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ان[৪৬০] ابن عمر رضــ صلى بجمع، فجمع بين الصلاتين باقامة، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان[৪৬১]

হজের সময় দুইবার দুই নামাজ একত্রে পড়া বিধিবদ্ধ।[৪৬২] এক. জোহর এবং আসরের নামাজ একত্রে আদায় করা। তথা আসরের নামাজ জোহরের সংগে আগে পড়া। দুই. মুজদালিফায় মাগরিব ও এশা পিছিয়ে একত্রে পড়া। তথা মাগরিবকে এশার সময় আদায় করা। তারপর হানাফিদের মতে আরাফাতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা সুন্নত। আর মুজদালিফায় ওয়াজিব। অন্যান্যের মতে মুজদালিফায়ও মাসনুন, ওয়াজিব নয়।[৪৬৩]

---

[৪৬০] হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে (১/৪২৭, كتاب المناسك. باب من جمع بينهما ولم يتطوع), মুসলিম সহিহ মুসলিমে (১/৪১৭, كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلوتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة)। -সংকলক।

[৪৬১] قوله: ''فعل مثل هذا المكان'' আমাদের ভারতীয় কপিগুলোতে অনুরূপ আছে। তবে বৈরুতের কপিতে শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির তাহকিক অনুযায়ি তাতে আছে ''فعل مثل هذا المكان'' - দ্র., : ৩/২৩৫, নং ৮৮৭। -সংকলক।

[৪৬২] আরাফাত এবং মুজদালিফায় দু'নামাজ একত্রে আদায় করার বিষয়টি জামেয়ে নুসুক তথা হজের আহকামের একটি অংশ। তবে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এটি হলো, জামেয়ে সফর। সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানকার বাসিন্দা হয় কিংবা দুই মঞ্জিলের কম সফরকারি হয়, যেমন মক্কাবাসী, তার জন্য সেখানে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা অবৈধ। যেমন, অবৈধ তার জন্য কসর করা। দ্র., শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম (১/৩৯৭-৩৯৮ كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلوتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذة الليلة), ফতহুল মুলহিম (৩/২৮৬), হাজ্জাতুল বিদা' (১১৪, اختلفوا فى الجمع بمزدلفة هل هو للسفر أو للنسك؟)। -সংকলক।

[৪৬৩] দ্র., ফতহুল মুলহিম : ৩/২৮৭, باب حجة النبي صلي الله عليه وسلم، الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة, হাজ্জাতুল

আরাফাতে আগে দুই নামাজ একত্রিকরণের শর্তাবলি

আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মতে আরাফাতে আগে দুই নামাজ একত্রে পড়ার ছয়টি শর্ত। ১. হজ্জের এহরাম। ২. আসরের আগে জোহরের নামাজ আদায় করা।[৪৬৪] ৩. সময় ও কাল- অর্থাৎ আরাফার দিনে সূর্য হেলার পরবর্তী সময়ে। ৪. স্থান- অর্থাৎ, আরাফাত উপত্যকা কিংবা এর আশপাশ এলাকা। যেমন- মসজিদে নামিরা, যেদিক দিয়েই হোক না কেনো। ৫. উভয় নামাজ জামাত সহকারে আদায় হওয়া। সুতরাং যদি একাকি নামাজ পড়ে নেয়, তাহলে দুই নামাজ একত্র করা বৈধ হবে না। ৬. বড় ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) কিংবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কেউ থাকা।[৪৬৫] সুতরাং যদি তাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করে, তবে তা বৈধ হবে না।

আর আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইমামত্রয়ের মতে প্রথম চারটি শর্ত যথেষ্ট। শেষ দুটি আবশ্যক না।[৪৬৬]

আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইমামত্রয়ের দলিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর আছর। এটি বোখারি শরিফে[৪৬৭] প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وكان ابن عمر اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما[৪৬৮]

باب في لختلفو في الجمع بمزدلفة هل هو للسفر أو للنسك, লুবাবুল মানাসিক মা'আশ শারহি লিলকারি : ১৪৬, বিদা' : ১০৭, أحكام المزدلفة، فصل في الجمع بين الصلوتين بها। -সংকলক।

[৪৬৪] কাজেই যদি সে আসর আগে আদায় করে নেয় কিংবা উভয় নামাজ তারতিব মত আদায় করে, কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারে যে, যখন জোহরের নামাজ পড়েছিলো, তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়নি, তখনও উভয় নামাজ দোহরিয়ে নিবে।

[৪৬৫] এই তাফসিল মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৫১, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف হতে গৃহীত। -সংকলক।

[৪৬৬] দ্র., আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৩/৪০৭, বাবু সিফাতিল হাজ্জ। -সংকলক।

[৪৬৭] ১/২২৫, كتاب المناسك، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة। -সংকলক।

[৪৬৮] প্রকাশ থাকে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. দুই নামাজ একত্রে আদায়ের বর্ণনার বর্ণনাকারি। দ্র., সুনানে আবু দাউদ : ১/২৬৫, باب الخروج إلى عرفة এখানে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, হানাফিদের একটি মূলনীতি হলো, সাহাবি যখন তার বর্ণনার বিরোধিতা করেন, তখন এটা একথা দলিল করে যে, তাঁর নিকট তার বিরোধী দিকটি প্রধানতম হওয়ার জ্ঞান আছে, তার প্রতি সুধারণাবশত। সুতরাং এখানে অনুরূপ বলা সঙ্গত হবে।

দ্র., ফতহুল বারি : ৩/৪১০, باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

আল্লামা উসমানি রহ. ই'লাউস সুনানে এই প্রশ্নটির জবাব দিতে গিয়ে লিখেন, 'হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ওপরযুক্ত যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সেটি এখানে উত্থাপিত হয় না। কেনোনা, এটিতো তখনকার ব্যাপার, যখন কোনো বর্ণনাকারি তার বর্ণনার ক্ষেত্রে একক হয়ে পরবর্তীতে এর বিরোধিতা করেন। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আরাফাতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করার বর্ণনাটি হজরত ইবনে উমর রহ.-এর একার নয়। বরং সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হজরত ইবনে উমর রা. কর্তৃক তার এ কাজের বিরোধিতা করার ফলে কোনো অসুবিধা হবে না। শায়খ বলেছেন, হতে পারে হজরত ইবনে উমর রা.-এর কাজটিকে দুই নামাজ বাহ্যিক আকারে একত্রে আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রকৃত অর্থে নয়, কারণ এ কাজটি বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা রাখে। এর বিপরীত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দুই নামাজ একত্রে আদায়ের বিষয়টি। এটা যে জোহরের নামাজের ওয়াক্তে সূর্য হেলার পর একসংগে আদায় করা হয়েছে। এ বিষয়টি সম্পর্কে বর্ণনা সুস্পষ্ট মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছেছে। ফলে এখানে বাহ্যিক অর্থে দুই নামাজ একত্রে আদায় করার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেছে। বস্তুত ইবনে উমর রা. হতে তাঁর বাড়িতে দুই নামাজ অনুরূপভাবে একত্রে আদায় করার বিষয়টি মুতাওয়াতির নয়। সুতরাং অকাট্য দলিলের ওপর আমল পরিহার করা যাবে না। দ্র. : ১০/১০৫, باب التوجه إلى الموقف الخ। -সংকলক।

'ইমামের সংগে নামাজ ফওত হয়ে গেলে, হজরত ইবনে উমর রা. দুই নামাজ একত্রে আদায় করতেন।'

আবু হানিফা রহ.-এর দলিল, অকাট্য দলিল[৪৬৯] দ্বারা সময়মতো নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া ফরজ বলে প্রমাণিত। এজন্য এটাকে শরিয়ত যেখানে এসেছে সে ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সুরতে তরক করা অবৈধ। সুতরাং দুই নামাজ একত্রিত করার জন্য জামাত ইমাম কিংবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত থাকা আবশ্যক হবে। আবু হানিফা রহ.-এর দলিল, ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর একটি আছরও। ইমাম মুহম্মদ রহ.-এর কিতাবুল আছারে বর্ণিত আছে এটি।[৪৭০]

মুজদালিফায় দেরি করে দুই নামাজ একত্র করার শর্তগুলো

মুজদালিফায় পিছিয়ে দুই নামাজ একত্রে পড়ার জন্য হানাফিদের নিকট নিম্নে বর্ণিত শর্তগুলো আছে।

১. হজের এহরাম। ২. আরাফাতে আগে অবস্থান করা। ৩. নির্দিষ্ট সময়, তথা ১০ই জিলহজ। ৪. নির্দিষ্ট ওয়াক্ত তথা এশা। ৫. নির্দিষ্ট স্থান তথা মুজদালিফা।

মুজদালিফায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতেও ইমাম কিংবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং জামাত শর্ত নয়[৪৭১]।

দুই নামাজ একত্র করার সময় আরাফাত ও মুজদালিফায় আজান ও ইকামতের সংখ্যা প্রসংগে আলোচনা

আরাফাতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা হবে এক আজান ও দুই একামত সহকারে আবু হানিফা রহ.-এর মতে। সুফিয়ান সাওরি, ইমাম শাফেয়ি, আবু সাওর রহ. প্রমুখেরও এই মতোই। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ.-এরও এক একটি বর্ণনা অনুরূপ।

ইমাম মালেক রহ.-এর মতে আরাফাতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা হবে দুই আজান ও দুই একামতে। ইবনে মাসউদ রা. হতে এ বিষয়টি বর্ণিত আছে।[৪৭২]

ইমাম আহমদ রহ.-এর মাজহাব হলো, আরাফাতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা হবে আজান ব্যতীত দুই ইকামতে। ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে।[৪৭৩]

যেনো আরাফাতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করার সময় আজান ইকামতের সংখ্যা সম্পর্কে তিনটি উক্তি হলো। যেমন, আমরা উল্লেখ করলাম।[৪৭৪]

---

[৪৬৯] যেমন, إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, সূরা নিসা : ১০৩, পারা-৫। -সংকলক।

[৪৭০] সেহেতু ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, আবু হানিফা রহ. হাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম হতে আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন তুমি আরাফার দিন তোমার মঞ্জিলে নামাজ পড়বে, তখন এ দুটি নামাজের প্রত্যেকটি ওয়াক্তমতো আদায় করো এবং নামাজ হতে অবসর হওয়া পর্যন্ত তোমার মঞ্জিল হতে সফর করো না। মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, আবু হানিফা রহ. এর ওপরই আমল করতেন। -কিতাবুল আছার : ৭০ باب الصلوة بعرفة, নং ৩৪৩, ছাপা, ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যা, করাচি। -সংকলক।

[৪৭১] আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. মুজদালিফায় দুই নামাজ একত্রে আদায় সম্পর্কে লিখেন, একাকিও দুই নামাজ একত্রে আদায় করবে। যেমন, ইমামের সংগে একত্রে আদায় করে। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। আল মুগনি : ৩/৪১৯, বাবু সিফাতিল হাজ্জা। -সংকলক।

[৪৭২] দ্র., সহিহ বোখারি : ১/২২৭, كتاب المناسك، باب من أذن وأقام لكل واحد منهما। -সংকলক।

[৪৭৩] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৫২। -সংকলক।

[৪৭৪] দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৫১-৪৫২, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف। -সংকলক।

মুজদালিফায় দুই নামাজ একত্রে আদায় করার সময় আজান ১. কামতের সংখ্যা সম্পর্কে চারটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে। ১. এক আজান ও এক একামত। আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মাজহাবও এটিই। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর পুরানো উক্তিও এটিই। ইমাম আহমদ রহ.-এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ। ইবনে মাজিশুন মালেকি রহ.-এরও এই মাজহাবই। ২. এক আজান দুই একামত। এটা ইমাম শাফেয়ি রা.-এর মত। ইমাম মালেক রহ.-এরও একটি উক্তি অনুরূপ। হানাফিদের মধ্য হতে ইমাম জুফার রহ.-এরও মাজহাব এটিই। ইমাম তাহাবি রহ.- এটাই পছন্দ করেছেন। শায়খ ইবনে হুমাম রহ.ও এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ৩. দুই আজান দুই একামত। ইমাম মালেক রহ.-এরও এটাই মাজহাব। ৪. আজান ব্যতীত দুই একামত। ইমাম আহমদ রহ.-এর প্রসিদ্ধ মাজহাব এটিই। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ।[৪৭৫]

দলিলসমূহ : আরাফাতে এক আজান দুই একামতে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা সম্পর্কে হানাফিদের দলিল হজরত জাবের রা.-এর দীর্ঘ হাদিসের নিম্নেযুক্ত বাক্যটি,

ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر[৪৭৬]

'তারপর আজান দিলেন, তারপর একামত দিলেন, তারপর জোহরের নামাজ আদায় করলেন, তারপর একামত দিয়ে আসরের নামাজ আদায় করলেন।'

মুজদালিফায় এক আজান ও এক একামতে দুই নামাজ একত্রে আদায় সম্পর্কে হানাফিদের দলিল সুনানে আবু দাউদের[৪৭৭] বর্ণনা। তাতে রয়েছে।

হজরত ইবনে উমর রা. মুজদালিফায় এক আজান ও এক একামতে দুই নামাজ একত্রে আদায়ের ওপর আমল করেছেন। এই বর্ণনার একটি সূত্রে এটাও বর্ণিত আছে যে, হজরত ইবনে উমর রা. শেষে বলেছেন,

صليت مع رسول الله[৪৭৮] صلى الله عليه وسلم هكذا

---

[৪৭৫] এসব বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরিফুস সুনান হতে গৃহীত। দ্র., ৬/৪৫২-৪৫৩, باب ما جاء لن عرفة كلها موقف।

এ সম্পর্কে আরো দুটি মাজহাব আছে। ১. শুধু একটি একামত। সেটিও প্রথম নামাজের জন্য। এটি ইবনে উমর রা.-এর একটি বর্ণনা। এটি তিরমিযী, খাত্তাবি ও ইবনে আবদুল বার রহ. প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ি সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাব। ইবনে হাজম রহ. বলেছেন, এটি সুফিয়ান সাওরি ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাজহাব তাঁদের এক উক্তি অনুসারে। আবু বকর ইবনে দাউদ এ মতের ওপরই আমল করেছেন। ২. উভয় নামাজে না কোনো আজান আছে, না কোনো একামত। এটি মুহিব তাবারি অনেক সলফ হতে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনে হাজমের মুহাল্লার বর্ণনা অনুযায়ি ইবনে উমর রা.-এর একটি বর্ণনা। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. আওজাজুল মাসালিক : ৩/৬২৮, صلاة المزدلفة، بحث الجمع بينهما بوحدة الاقامة وتكرارها। -সংকলক।

[৪৭৬] দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/৩৯৭, باب حجة النبي صلي الله عليه وسلم। -সংকলক।

[৪৭৭] ১/২৬৭, كتاب المناسك، باب الصلاة مجمع। -সংকলক।

[৪৭৮] এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হানাফিরা আরাফাতে দুই নামাজ একত্রে আদায় এবং মুজদালিফায় দুই নামাজ একত্রে আদায় করার মধ্যে পার্থক্য কেনো করলেন? যদিও উভয়স্থানের দুই নামাজ একত্র করা সম্পর্কে হানাফিদের মাজহাবের বুনিয়াদ বর্ণনার ওপর। তবে প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয় যে, হানাফিগণ উভয়স্থানে এক আজান ও দুই একামতের উক্তি কেনো করেননি? যেমন, হজরত জাবের রা.-এর মুসলিমের বর্ণনায় আছে। (১/৩৯৭-৩৯৮, باب حجة النبي صلي الله عليه وسلم)।

এর জবাব হলো, যদি মুসলিমের হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনার দ্বিতীয় অংশ হানাফিদের মাজহাব বিপরীত এবং এতে মুজদালিফার দুই নামাজ একত্রে আদায় সম্পর্কে আজান ও দুই ইকামতের উল্লেখ আছে। তবে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনা হানাফিদের মাজহাবের অনুকূল বর্ণিত আছে। হাতেম ইবনে ইসমাইল-জাফর ইবনে মুহাম্মদ-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজদালিফায় মাগরিব ও এশার নামাজ এক

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে আমি অনুরূপ নামাজ আদায় করেছি।'

মতপার্থক্যের কারণ এ বিষয়ে বর্ণনা ও আছারের বর্ণনা। বিশেষতো মুজদালিফায় দুই নামাজ একত্রে আদায় সম্পর্কে বর্ণনাগুলোতে ভীষণ বর্ণনা আছে। প্রত্যেকটি দল তাদের নিজস্ব তাহকিক অনুযায়ি মত পোষণ করেছেন।[৪৭৯]

একটি সূক্ষ্ম মজার বিষয় এ অনুচ্ছেদে এটিও যে, এ মাসআলাতে[৪৮০] ইমাম মালেক রহ. মদিনাবাসীদের বর্ণনাগুলো ছেড়ে দিয়ে হজরত ইবনে মাসউদ[৪৮১] রা. ও কুফাবাসীর বর্ণনার ওপর আমল করেছেন। হানাফিগণ হজরত ইবনে মাসউদ রা. এবং কুফাবাসীর বর্ণনা বাদ দিয়ে মদিনাবাসীর বর্ণনাগুলোর[৪৮২] ওপর আমল

আজান ও দুই একামতে আদায় করেছেন। এ দুটির মাঝে (অন্য কোনো) নামাজ পড়েননি। দ্র., নসবুর রায়া : ৩/৬৮। তবে এই বর্ণনাটি ইমাম জায়লায়ি রহ.-এর উক্তি অনুযায়ি غريب।

হিদায়া গ্রন্থকার উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এশার নামাজ তার ওয়াক্ত মতে আদায় হয়। সুতরাং তার জন্য লোকজনকে অবহিত করার লক্ষে স্বতন্ত্র একামতের প্রয়োজন নেই। তবে আরাফাতে আসরের নামাজ এর বিপরীত। কেনোনা, এটি ওয়াক্তের আগে আদায় করা হয়। সুতরাং সেখানে অতিরিক্ত অবহিতির জন্য স্বতন্ত্রভাবে একামত দেওয়া হয়েছে। হিদায়া : ১/২৪৭, باب الإحرام।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম জুফার রহ. মুজদালিফাতেও এক আজান ও দুই ইকামতের প্রবক্তা। হিদায়া গ্রন্থকার তার এই মাজহাবটিই বর্ণনা করেছেন। -হিদায়া : ১/২৪৭। যেনো ইমাম জুফার রহ.-এর মাজহাব হজরত জাবের রা.-এর হতে বর্ণিত মুসলিমের বর্ণনার অনুকূল। মুজদালিফার দুই নামাজ একত্রে আদায়কে আরাফায় দুই নামাজ একত্রে আদায়ের ওপর কিয়াসের দাবিও এটাই। ইমাম তাহাবি রহ.ও এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৪৯, كتاب مناسك الحج، باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو। শায়খ ইবনে হুমাম রহ.-এর রায়ও এটাই। দ্র., ফাতহুর কাদির : ২/১৭০, বাবুল এহরাম। আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রহ.ও এটাকেই পছন্দ করেছেন। দ্র., হিদায়ার টীকা (১/২৪৭, নং ৫)। -রশিদ আশরাফ।

[৪৭৯] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. বলেন, 'সারকথা, সহিহ হাদিস ও আছরগুলো পরস্পর বিরোধী। অথচ ঘটনা একটিই। এ হতে ছয়টি পদ্ধতি বুঝা যায় এবং প্রত্যেকটি একেকটি মত। প্রত্যেকটি মত অবলম্বন করেছেন কোনো না কোনো ব্যক্তি বা দল এবং প্রত্যেকটি দল গভীর চিন্তা-গবেষণা করার পর তার নিকট যে জিনিসটি তাহকিকি মনে হয়েছে হাদিস, ফিকহ, বর্ণনা, দেরায়াত সর্বদিক দিয়ে সেটিকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই যার যার সপক্ষে ব্যাখ্যা আছে। আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৫৩, باب ما جاء ان عرفة كلها موقف। বিশেষতো হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনাগুলোতে প্রচণ্ড ইজতিরাব আছে। -উমদাতুল কারি -আইনি : ১০/১২, باب من جمع بينهما ولم يتطوع।

বর্ণনা এবং বিভিন্ন আছরগুলোর জন্য দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : শায়বা : ১/৩৪৭-৩৪৯, باب الجمع بين الصلوتين بجمع كتاب الحج، باب من قال لا يجزيه الأذان بجمع وحده أو يؤذن أو كيف هو؟ মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১-৪/২৯৩-২৯৪, يقيم।

[৪৮০] মুজদালিফায় দুই নামাজ একত্রে আদায়ের জন্য আজান ও একামতের সংখ্যা বিষয়ক মাসআলা। -সংকলক।

[৪৮১] হজরত আবদুল্লাহ রা. হজ করেছেন। তারপর আমরা এশার আজান কিংবা এর নিকটবর্তী সময়ে মুজদালিফায় উপস্থিত হলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি আজান করলেন দুই রাকাত নামাজ। তারপর তিনি রাতের খাবার আনতে বললেন। তারপর এ খাবার খেলেন। তারপর (আজান-একামতের) নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি আজান ও একামত দিলেন। আমর বলেন, আমি সন্দেহ কেবল জুহাইর হতেই জানি। তারপর তিনি দুই রাকাত এশার নামাজ আদায় করলেন। -সহিহ বোখারি : ১/২২৯, كتاب المناسك، باب من أذن وأقام لكل واحدة مهنما। -সংকলক।

[৪৮২] হজরত ইবনে উমর ও হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনাগুলো মূল বক্তব্য এবং টীকায় গেছে। তাছাড়া হাফেজ জায়লায়ি রহ. মু'জামে তাবারানির বরাতে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন স্বীয় শহরি আমল দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে শরয়ি দলিলসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করে নিজস্ব বুঝ ও ইজতিহাদ অনুযায়ি আমল করতেন। চাই তাদের ইজতিহাদ স্বীয় শহরবাসীর আমল বিপরীতই হোক না কেনো।

হানাফিগণ হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর আছরের জবাব এই দেন যে, সহিহ বোখারীর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ি তিনি মাগরিব নামাজ পড়ে খানা খেয়েছেন। তারপর এশার নামাজ আদায় করেছেন। আর ব্যবধানের সুরতে হানাফিগণও দুই একামতের প্রবক্তা। অবশ্য দুইবার আজানের প্রবক্তা নন। দুই আজানের ব্যাখ্যা এই করেন যে, সাথিগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়বার আজান দিয়েছেন তাদেরকে জমা করার জন্য [৪৮৩]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ–৫৭ প্রসংগ : মুজদালিফায় যে ইমামকে পেলো সে হজ পেলো (মতন পৃ. ১৭৮)

٨٩٠ –عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ : أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوْهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

৮৯০। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার হতে বর্ণিত যে, নজদের কিছুসংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলো, তিনি আরাফায়। তারা এসে তাঁকে কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করলো। তখন তিনি একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন– 'হজ হলো, আরাফা (তাতে অবস্থানের নাম)। যে মুজদালিফায় রাতে ফজর উদয়ের আগে তাতে উপস্থিত হলো সে হজ পেয়ে গেলো মিনা দিবস তিনটি। যে আগে দুদিনে কাজ সেরে চলে যায় তার কোনো গোনাহ নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মুহাম্মদ বলেছেন, ইয়াহইয়া আরেকটি বাক্য বানিয়েছেন। এটি হলো, 'এবং তিনি আরেকজন ব্যক্তিকে তার পেছনে সওয়ার করালেন। তারপর সে ঘোষণা দিলো।'

মুজদালিফায় এক আজান ও এক একামতে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করেছেন।' নসবুর রায়া : ৩/৬৯। -সংকলক।

[৪৮৩] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., তাহাবি : ১/৩৪৮, باب للجمع بين الصلوتين, উমদাতুল কারি : ১০/১৪-১৫, باب من اذن واقام لكل واحدة منهما আল্লামা উসমানি রহ. মুজদালিফায় দুই আজান সহকারে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা সম্পর্কে লিখেন, 'তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে আদায় করার সুরতে দুই আজান সহকারে দুই নামাজ একত্রে আদায় করা বোধহয় তার হতে প্রমাণিত হয়নি। এটিকে জুহাইর রহ. সংশয় সহকারে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারি রহ.-এর এবারতের পূর্বাপর তার দলিল করে। ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটি আবদুর রহমান ইবনে আমর-জুহাইর সূত্রে সংশয় সহকারে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, 'তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন, জুহাইর বলেন, আমার ধারণা তারপর তিনি আজান ও একামত দিয়েছেন।' দ্র., ইলাউস সুনান : ১০/১২৪, باب اذا جمع بين المغرب و العشاء بمزدلفه بفصل। -সংকলক।

٨٩١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَهٰذَا أَجْوَدُ حَدِيْثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

৮৯১। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার নবী করিম সা. হতে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবু উমর বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, এটি সুফিয়ান সাওরি কর্তৃক বর্ণিত, সর্বোত্তম হাদিস।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সাহাবা প্রমুখ আলেমদের মতে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামারের হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত, যে ব্যক্তি ফজর উদয়ের আগে আরাফাতে অবস্থান করলো না, তার হজ ফওত হয়ে গেলো এবং ফজর উদয়ের পর এলে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। এটাকে ওমরা বানিয়ে ফেলবে। তার ওপর পূর্বের বছর হজের দায়িত্ব রয়ে গেলো। এটা সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, শো'বা বুকাইর ইবনে আতা হতে সাওরির হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকি'কে বলতে শুনেছি এবং এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন, হলো হজের আহকাম সংক্রান্ত মূল বুনিয়াদ এ হাদিসটি।

٨٩٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ جِئْتُ مِنْ جَبَلِ طَيْءٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِيْ وَأَتْعَبْتُ نَفْسِيْ وَاللهِ ! مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِيْ مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هٰذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتّٰى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ.

৮৯২। **অর্থ :** ওরওয়া ইবনে মুজাররিস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুজদালিফায় এমন সময় হাজির হলাম, যখন তিনি নামাজের দিকে বেরিয়েছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাবালে-তাই হতে এসেছি। আমি আমার সওয়ারিকে ক্লান্ত অবসন্ন করে ফেলেছি এবং আমার নফসকে কষ্টে ফেলে দিয়েছি। আল্লাহর শপথ, আমি এমন কোনো পাহাড় অতিক্রম করিনি, যাতে আমি থমকে দাঁড়াইনি। তবে কি আমার হজ হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আমাদের এই নামাজে উপস্থিত হবে এবং আমাদের সংগে (মুজদালিফায়) অবস্থান করবে, এখানে পৌঁছা পর্যন্ত এবং এর আগে রাতে কিংবা দিনে সে আরাফাতে অবস্থান করেছে, তার হজ পূর্ণ হয়ে গেছে এবং তার ময়লা ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ, এহরাম মুক্ত হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

তিরমিযী বলেছেন, তাফাছাহু দ্বারা তার হজের কাজ উদ্দেশ্য।

দরসে তিরমিযী

قوله : ما تركت من حبل الا وقفت عليه -বালুকাময় কোনো পাহাড় হলে সেটাকে বলে হাবলুন। আর প্রস্তরময় হলে, সেটাকে বলে জাবালুন।

''عن[৪৮৪] عبد الرحمن بن يعمر (ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فامر مناديا فنادى : (الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج''

আবূ হানিফা, সুফিয়ান সাওরি ও ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব হলো এই হাদিসের ভিত্তিতে, আরাফাতে অবস্থানের সময় হলো ৯ জিলহজ্জের সূর্য হেলা হতে নিয়ে ১০ জিলহজ্জের ফজর উদয় পর্যন্ত[৪৮৫] এ সময়ে যে কোনো ওয়াক্তেই মানুষ আরাফাতে পৌঁছে যাবে। অবশ্য রাতের কিছু অংশ আরাফাতে অতিক্রম করা আবশ্যক। যদি কোনো ব্যক্তি সূর্যাস্তের আগে আরাফাত হতে রওয়ানা হয়ে যায়, তবে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। এর বিপরীত দিনের কিছু অংশ আরাফাতে যাপন করা এ পর্যায়ের আবশ্যক নয়। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর আরাফাতে পৌঁছে যায়, তবে তার ওপর দম আবশ্যক না।

মালেক রহ.-এর মতে, ৯ তারিখের দিন নহরের রাত তথা ১০ তারিখের রাতের অধিনে। তাঁর মতে কোরবানির রাতের কোনো অংশে আরাফায় অবস্থান করা আবশ্যক। সুতরাং যদি কেউ ৯ তারিখ দিনে আরাফায় অবস্থান করে আর সূর্যাস্তের আগে আরাফাত হতে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে না আসে, তবে তার হজ ছুটে যাবে। এর দায়িত্বে এটি কাজা করা আবশ্যক। অবশ্য কেউ যদি ৯ তারিখে দিনে আরাফায় অবস্থান না করে আর নহরের রাতের কোনো অংশে আরাফায় অবস্থান করে তবে তার হজ হয়ে যাবে। তার ওপর যদিও দিনে আরাফায় অবস্থান পরিহার করার কারণে দম ওয়াজিব।[৪৮৬]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতে, আরাফাতে অবস্থানের ওয়াক্ত হলো, ৯ তারিখ সুবহে সাদেক হতে ১০ তারিখ সুবহে সাদেক পর্যন্ত। এর কোনো অংশে আরাফায় অবস্থান করলে দুরস্ত হয়ে যাবে।[৪৮৭]

---

[৪৮৪] এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ি সুনানে নাসায়িতে (২/৪৪-৪৫, كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة), -আবূ দাউদ তাঁর সুনানে (১/২৬৯, كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة)। -সংকলক।

[৪৮৫] প্রথম ওয়াক্ত সূর্য হেলা হতে শুরু হওয়া প্রমাণিত হয়েছে হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা দ্বারা। সায়িদ ইবনে হাসসান-ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বললেন, যখন হাজ্জাজ ইবনে জুবায়র রা.কে হত্যা করলো, তখন সে ইবনে উমর রা.-এর নিকট খবর পাঠালো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিনে সফরে রওয়ানা করতেন। জবাবে তিনি বললেন, যখন এ সময় হতো, তখন আমরা রওয়ানা করতাম। তারপর যখন ইবনে উমর রা. রওয়ানা করার জন্য ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন, লোকজন বললো সূর্য এখনও হেলেনি। ইবনে উমর রা. বললেন, সূর্য হেলেছে কি? তারা বললো, না সূর্য হেলেনি। বর্ণনাকারি বলেন, যখন লোকজন বললো, সূর্য হেলে গেছে, তখন তিনি সফরে রওয়ানা করলেন। -সুনানে আবূ দাউদ : ১/২৬৫, باب الرواح لى عرفة। কোরবানির রাত এতে শামিল থাকা এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। -সংকলক।

[৪৮৬] এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাবের ওপরও দলিল পেশ করা যায়। তবে ওরওয়া ইবনে মুজাররিস তায়ি রা.-এর বর্ণনা তার বিরুদ্ধে দলিল। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে আমাদের সংগে এই নামাজটি পাবে এবং এর আগে আরাফাতে রাতে কিংবা দিনে উপস্থিত হয় তার হজ পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং তার ময়লা আবর্জনা শেষ করে হালাল হয়ে যায়। -সুনানে আবূ দাউদ : ১/২৬৯, باب من لم يدرك عرفة। -সংকলক।

[৪৮৭] মাযহাবসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৫ باب لوقوف بعرفة। -সংকলক।

بَابٌ[৪৮৮] مَا جَاءَ فِيْ تَقْدِيْمِ الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

অনুচ্ছেদ–৫৮ : রাতে মুজদালিফা হতে দুর্বলদেরকে আগে পাঠিয়ে দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৯)

٨٩٣ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْ ثَقَلٍ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

৮৯৩। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আসবাবপত্র নিয়ে মুজদালিফা হতে রাতে পাঠিয়েছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, উম্মে হাবিবা, আসমা বিনতে আবু বকর ও ফজল ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

٨٩٤ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهٖ وَقَالَ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

৮৯৪। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের জয়িফ লোককে মুজদালিফা হতে মিনায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আগে আগে এবং বলে দিয়েছেন, সূর্যোদয়ের আগে পাথর নিক্ষেপ করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা দুর্বলদের জন্য মুজদালিফা হতে রাতে আগে মিনায় চলে আসাতে কোনো দোষ মনে করেন না।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিস অনুযায়ি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মতপোষণ করেছেন। তারা বলেছেন, সূর্যোদয়ের আগে পাথর নিক্ষেপ করবে না। অনেক আলেম রাতে পাথর নিক্ষেপের অবকাশ দিয়েছেন। তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। সাওরি ও শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم فى ثقل من جمع بليل'' হাদিসটি সহিহ। তার হতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে শো'বা এ হাদিসটি মুশাশ-আতা-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবারের দুর্বলদেরকে মুজদালিফা হতে রাতে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ হাদিসটি ভুল। তাতে ভুল করেছেন মুশাশ। এতে 'ফজল ইবনে আব্বাস রা. হতে' শব্দটি তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ প্রমুখ এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আতা সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. হতে । তবে তারা তাতে 'ফজল ইবনে আব্বাস হতে' শব্দটি উল্লেখ করেননি। মূলত মুশাশ হলেন বসরি। তাঁর হতে শো'বা রহ. হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

[৪৮৮] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

''عن ابن[৪৮৯] عباس رضـــ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثقل[৪৯০] من جمع بليل''

এ অনুচ্ছেদের শিরোনামে দুর্বল দ্বারা মহিলা, শিশু, জয়িফ বৃদ্ধ এবং রুগ্ন ব্যক্তি উদ্দেশ্য[৪৯১]। হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, দুর্বলদের জন্য সুবহে সাদেক হওয়ার আগে মুজদালিফা হতে মিনায় রওয়ানা হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

এ অনুচ্ছেদের শিরোনামের সংগে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কেনোনা, বিদায় হজের সময় তিনি সেসব দুর্বলদের মধ্যে ছিলেন[৪৯২], যাদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতেই মুজদালিফা হতে মিনায় রওয়ানা করিয়ে দিয়েছিলেন। মুজদালিফায় রাত্রি যাপন আলকামা, ইবরাহিম নাখয়ি, শা'বি, হাসান বসরি, আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম রহ. প্রমুখের মতে হজের রোকন। সুতরাং যে মুজদালিফায় রাত্রি যাপন পরিহার করবে, তার হজ ছুটে যাবে।

হানাফিগণ, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর প্রমুখের মতে মুজদালিফায় রাত্রি যাপন হজের রোকনতো নয়; বরং ওয়াজিব। যে এটা পরিহার করবে, তার ওপর দম ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর এক বর্ণনাও অনুরূপ।

ইমাম মালেক রহ.-এর মতে মুজদালিফায় রাত্রি যাপন সুন্নত। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দ্বিতীয় বর্ণনাও অনুরূপ। ইমাম মালেক রহ. হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, মুজদালিফায় অবতরণ করা ওয়াজিব। মুজদালিফায় রাত্রি যাপন এবং ইমামের সংগে মুজদালিফায় অবস্থান উভয়টিই সুন্নত।

আহলে জাহেরের মাজহাব হলো- من لم يدرك مع الامام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء و الصبيان و الضعفاء তথা যে মুজদালিফায় ইমামের সংগে ফজরের নামাজ পাবে না, তার হজ বাতিল হয়ে যাবে। তবে মহিলা, শিশু ও দুর্বলরা ভিন্ন।[৪৯৩]

---

[৪৮৯] ইমাম বোখারি সহিহ বোখারিতে (১/২২৭, باب من قدم ضعفة أهله بليل الخ), মুসলিম সহিহ মুসলিমে (১/৪১৮, باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن الخ), নাসায়ি সুনানে নাসায়িতে (২/৪৬, تقديم النساء و الصبيان إلى منازلهم), ইবনে মাজাহ সুনানে ইবনে মাজায় (২১৭, باب من يقدم من جمع لرمي الجمار) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[৪৯০] এ শব্দটির প্রথম দুটি অক্ষরে যবর, এর মানে মুসাফিরের আসবাব-উপকরণ ও সেসব মাল-সামান যেগুলো সে জন্তুর ওপর উঠায়। -মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ১/২৯৪, নিহায়া সূত্রে। -সংকলক।

[৪৯১] যেমন, আল্লামা আইনি রহ. উমদাতুল কারিতে বলেছেন। (১০/১৫, باب من قدم ضعفة أهله)। -সংকলক।

[৪৯২] কারণ, বিদায় হজের সময় ইবনে আব্বাস রা. উমর রা. অপেক্ষা ছোট ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো তের বছরের কাছাকাছি। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৩/৩৩২ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নং ৫১, ছোট সাহাবি। -সংকলক।

[৪৯৩] মাজহাবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা ও অন্যান্য উপকারিতার জন্য দ্র. উমদাতুল কারি-আইনি : ১০/১৬-১৭, باب من قدم ضعفة أهله بليل। -সংকলক।

بَابُ[৪৯৪] بِلَا تَرْجَمَةٍ[৪৯৫]

অনুচ্ছেদ–৫৯ : শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ (মতন পৃ. ১৭৯)

৮৯৫ –عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم يَرْمِيْ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

৮৯৫। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির দিন চাশতের সময় কংকর নিক্ষেপ করতেন, আর এর পরে সূর্য হেলার পর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, কোরবানির দিনের পর সূর্য হেলার পরেই কেবল পাথর নিক্ষেপ করবে, অন্য কোনো সময় না।

দরসে তিরমিযী

عن[৪৯৬] جابر رضـــ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى'

জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপের ওয়াক্ত কোরবানির দিন তিনটি। ১. মাসনুন ওয়াক্ত। সূর্যোদয় হতে সূর্য হেলার আগে[৪৯৭]। ২. মুবাহ ওয়াক্ত। সূর্য হেলা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৩. মাকরূহ ওয়াক্ত। কোরবানির দিন

---

[৪৯৪] সংকলক কর্তৃক এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত।

[৪৯৫] ভারত ও পাকিস্তানের ছাপা কপিগুলোতে এই অনুচ্ছেদটি এমনভাবে শিরোনামহীন উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, বৈরুতের ছাপা কপিতে এ অনুচ্ছেদের সংগে আছে নিম্নেযুক্ত শিরোনাম باب ما جاء في رمي يوم النحر الخ। দ্র., ৩/২৪১, অনুচ্ছেদ নং ৫৯, শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির তাহকিকসহ। -সংকলক।

[৪৯৬] ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর সুনানে। (১/২৭১, باب في رمي الجمار) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[৪৯৭] হানাফিদের মতে কোরবানির দিন সূর্যোদয় হতে পাথর নিক্ষেপের মাসনুন সময় শুরু হয়। (এতেও আফজাল ওয়াক্ত হলো, যখন সূর্য ভালোরূপে চমকাতে শুরু করে। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে ضحى শব্দও তা দলিল করে।) অথচ পাথর নিক্ষেপের বৈধ সময় সুবহে সাদেক উদয়ের সংগে সংগেই শুরু হয়ে যায়। শায়খ ইবনে হুমাম রহ. লিখেন, 'নিহায়া গ্রন্থে শায়খুল ইসলামের মাবসূত হতে বর্ণনা করে উল্লিখিত হয়েছে যে, কোরবানির দিন ফজর শুরু হওয়ার পর হতে বৈধতার সময় শুরু হয়ে যায়। তবে এ সময় ভালো নয়। আর সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য হেলা পর্যন্ত মাসনুন ওয়াক্ত। সূর্য হেলা হতে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৈধতার সময়। তবে এতে কোনো রকম মাকরূহ নেই। তথা এ সময় পাথর নিক্ষেপ করা খারাপ নয়। রাত্র হলো বৈধতার সময়, তবে এ সময় এটা করা ভালো না। -ফতহুল কাদির : ২/১৮৬, تحت قول صاحب الهداية ''لما روي لن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء لن يرموا ليلا''

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে কোরবানির রাতের শেষ অর্ধাংশেও পাথর নিক্ষেপ করা বৈধ। অথচ হানাফিদের মতে যদি ফজরের আগে পাথর নিক্ষেপ করে, তবে দোহরানো আবশ্যক। দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৮৫-৮৬, باب رمي الجمار, ফতহুল বারি : ৩/৪২২, باب من قدم ضعفة أهله بليل

পেছনের অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনাটি ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর বিরুদ্ধে দলিল। হাদিসটি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের লোকজনকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয়ের আগে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করো না।

অবশিষ্ট আছে, সুবহে সাদেকের পর পাথর নিক্ষেপের বৈধতার ব্যাপারটি। তাহাবিতে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা দ্বারা

অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১১ই জিলহজ্জের রাত। যদি কেউ কোরবানির দিন জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপ না করার, ফলে রাত হয়ে যায়, তাহলে ইমাম হানিফা রহ.-এর মতে মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য আবশ্যক রাতেই পাথর নিক্ষেপ করা এবং তার ওপর দম নেই। সুফিয়ান সাওরি ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে সে রাতে পাথর নিক্ষেপ করবে না এবং তার ওপর দম আছে। আর যদি কেউ না কোরবানির দিন পাথর নিক্ষেপ করে, না ১১ তারিখের রাতে, এমনকি সকাল হয়ে যায়, তাহলে আবু হানিফা রহ.-এর মতে এমন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, পাথরও নিক্ষেপ করা এবং দমও দেওয়া। আবু ইউসুফ ও সুফিয়ান সাওরির রহ.-এর মতে যখন রাতে পাথর নিক্ষেপের অনুমতি নেই, সেহেতু দিনে তো আফজালভাবেই পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে না। বরং সে দম আদায় করবে।

''واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس'' কোরবানির পরের দিনগুলোতে সর্বসম্মতিক্রমে পাথর নিক্ষেপ করবে সূর্য হেলার পর। অবশ্য আবু হানিফা রহ. বলেন, ১৩ তারিখের প্রস্তর নিক্ষেপ সূর্য হেলার আগেও ইসতিহ্‌সানরূপে (সূক্ষ্মকিয়াস রূপে) বৈধ। সুতরাং তাঁর মতে যদি কোনো ব্যক্তি ১১ ও ১২ তারিখের পাথর নিক্ষেপ সূর্য হেলার আগেই করে নেয়, তবে তা পুনরায় করা আবশ্যক।[৪৯৮] ১৩ তারিখে সূর্য হেলার আগে পাথর নিক্ষেপ করলে পুনরায় তা করা আবশ্যক না।

হজরত আতা ও তাউস রহ.-এর মাজহাব হলো, ১১, ১২ ও ১৩ এই তিন তারিখে সূর্য হেলার আগে পাথর নিক্ষেপ করা বৈধ এবং কোনো দিনেই পুনরায় করা আবশ্যক না।

এ বিষয়ে আবু হানিফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি ও আবু সাওর রহ. একমত যে, তাশরিকের দিনগুলো খতম হয়ে যাওয়ার পর পাথর নিক্ষেপ নেই। সুতরাং যদি কেউ তাশরিকের দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপ না করে এবং ১৩ তারিখের সূর্যও অস্তমিত হয়ে যায়, তাহলে তার পাথর নিক্ষেপ ছুটে গেলো। এবার তা পুনরায় করবে না; বরং তার ওপর দম দেওয়া আবশ্যক।[৪৯৯]

এটি প্রমাণিত। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মাল-সামান সহকারে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছেন, তোমরা সকালের আগে পাথর নিক্ষেপ করো না।' (১/৩৫০, باب وقت رمي جمرة العقبة الخ)। যেনো, এই বর্ণনা দ্বারা বৈধতার সময় বুঝা যায়। আর পেছনের অনুচ্ছেদের বর্ণনা দ্বারা মাসনুন ওয়াক্ত বুঝা যায়। হিদায়া গ্রন্থকার হানাফিদের মাজহাবের ওপর এমনভাবে দলিল পেশ করেছেন। দ্র., হিদায় ১/২৫২-২৫৩।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দলিল ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালদের জন্য রাতে পাথর নিক্ষেপ করার অবকাশ দিয়েছেন।' আমর ইবনে শু'আইব-তাঁর পিতা-তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত বর্ণনাটিও তাদের দলিল। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালদের জন্য রাতে এবং দিনের যে কোনো সময় ইচ্ছা পাথর নিক্ষেপের অবকাশ দিয়েছেন।' হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনাও তার দলিল। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদের জন্য রাতে পাথর নিক্ষেপ করার অবকাশ দিয়েছেন।' হজরত এবং দিনের যে কোনো সময় ইচ্ছা পাথর নিক্ষেপের অবকাশ দিয়েছেন। তবে এসবগুলো বর্ণনা জয়িফ। এগুলোর সূত্র ও বর্ণনাকারিদের ব্যাপারে আলোচনার জন্য দ্র., নসবুর রায়া : ৩/৮৫-৮৬, আদ দিরায়া : ২/২৮-২৯, নং ৪৭২, মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৬০, باب رمى الرعاء بالليل। তাছাড়া এসব বর্ণনায় এটার সম্ভাবনা আছে যে, এটি কোরবানির রাতের সংগে সংশ্লিষ্ট। যেমন, হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন। আর যদি মেনে নিই কোরবানির রাতের সংগে সংশ্লিষ্ট, তবুও এই হুকুমটি রাখালদের সংগে খাস হবে। অন্যদেরকে তাদের ওপর কিয়াস করা দুরস্ত নয়। কেনোনা, পাথর নিক্ষেপ কিয়াসের বিপরীত কাজ রূপে প্রমাণিত। দ্র., হিদায়া ও এর হাশিয়া : ১/২৫৩। -সংকলক।

[৪৯৮] অবশ্য আবু হানিফা রহ. হতে হাসান ইবনে জিয়াদ রহ.-এর একটি জয়িফ বর্ণনা এই যে, সূর্য হেলার আগেও পাথর নিক্ষেপ করা বৈধ। -ফতহুল কাদির ও ইনায়া : ২/১৮৫। তবে এই দুর্বল বর্ণনাটির ওপর ফতওয়া নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে শিথিলতা অবলম্বন না করা উচিত। -উস্তাদে মুহতারাম।

[৪৯৯] এ অনুচ্ছেদের সংগে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা উমদাতুল কারি হতে গৃহীত। দ্র. (১০/৬৫-৬৬, باب رمي الجمار)। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ–৬০ : সূর্যাস্তের আগে মুজদালিফা হতে রওয়ানা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৭৯)

٨٩٦ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

৮৯৬। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয়ের আগে (মুজদালিফা হতে) রওয়ানা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

শুধুমাত্র জাহেলিয়াতের যুগের লোকজন সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করতো। তারপর তারা রওয়ানা করতো।

٨٩٧ -عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يُحَدِّثُ يَقُوْلُ كُنَّا وُقُوْفًا بِجَمْعٍ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لَا يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ أَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ عُمَرُ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

৮৯৭। **অর্থ :** আমর ইবনে মাইমুন রহ. বলেন, আমরা ছিলাম মুজদালিফায় অবস্থানকারি। তখন উমর ইবনে খাত্তাব রা. বললেন, মুশরিকরা সূর্যোদয়ের আগে সেখান হতে রওয়ানা করতো না। তারা বলতো, হে ছাবির পর্বত! তুমি আলোকোজ্জ্বল হও। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাই হজরত উমর রা. সূর্যোদয়ের আগে সেখান হতে রওয়ানা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

''عن ابي[৫০০] اسحٰق قال: سمعت عمروبن ميمون يقول: كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب رضـــ : ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: اشرق ثبير[৫০১]! وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فافاض عمر قبل طلوع الشمس''

---

[৫০০] এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারি রহ. সহিহ বোখারিতে। (১/২২৮ باب متى يدفع من جمع), নাসায়ি সুনানে নাসায়িতে (২/৪৭, وقت الإفاضة من جمع)। -সংকলক।

[৫০১] ثبير শব্দটির ث এর মধ্যে যবর, ب এর নিচে যের, ياء সাকিন সর্বশেষে রা। এটি মুজদালিফার একটি পাহাড়। মিনা হতে যাওয়ার পথে বাম পাশে পড়ে। আর অনেকে বলেছেন, এটি মক্কার সবচেয়ে বড় পাহাড়। এটির নামকরণ করা হয়েছে হুজাইলের ছাবির নামক এক ব্যক্তির নামে। ওখানে আরো অনেক পাহাড় আছে। প্রত্যেকটির নামই ছাবির। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৭১। -সংকলক।

জাহেলি আমলে লোকেরা সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় বসে থাকতো। কারণ সূর্যোদয়ের আলামত ছিলো ছাবির নামক পাহাড় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠা, সেহেতু তারা বলতো اشرق ثبير অর্থাৎ, হে ছাবির পাহাড়! তুমি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠো। সুনানে ইবনে মাজায়[৫০২] নিম্নেযুক্ত বর্ণিত হয়েছে اشرق ثبير! كيما نغير

'হে ছাবির পাহাড়! তুমি চমকে উঠো। যাতে আমরা অভিযান চালাতে পারি। অর্থাৎ, মিনায় রওয়ানা হতে পারি।

আবু হানিফা, শাফেয়ি ও আহমদ রহ.-এর মতে মুজদালিফা হতে দিগন্ত ফর্সা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের আগে রওয়ানা হওয়া উচিত। অবশ্য ইমাম মালেক রহ.-এর মতে দিগন্ত ফর্সা হওয়ার আগে রওয়ানা করা মুস্তাহাব।[৫০৩]

সূর্যোদয়ের আগে রওয়ানা হওয়া প্রমাণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা।

হজরত জাবের রা. দীর্ঘ হাদিসের [৫০৪] এই বাক্য فلم يزل واقفا حتى سفر جدا। দ্বারা ফর্সা হওয়া প্রমাণিত। এটি ইমাম মালেক রহ.-এর বিরুদ্ধে দলিল।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْجِمَارَ الَّتِي يُرْمٰى بِهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ–৬১ প্রসংগ : যেসব পাথর চাড়ার মতো নিক্ষেপ করা হয় (মতন পৃ. ১৮০)

٨٩٨ -عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

৮৯৮। **অর্থ** : জাবের রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাড়ার মতো পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত সুলায়মান ইবনে আমর ইবনে আহওয়াস তার আম্মা উম্মে জুনদুব আজদিয়্যাহ, ইবনে আব্বাস, ফজল ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে উসমান তামিমি এবং আবদুর রহমান ইবনে মু'আজ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরাম এটি পছন্দ করেছেন। তথা পাথর যেগুলো নিক্ষেপ করবে, সেগুলো হবে চাড়ার মতো।

---

[৫০২] (باب الوقوف بجمع ২১৭)। -সংকলক।

[৫০৩] মা'আরিফ : ৬/৪৭১। -সংকলক।

[৫০৪] সহিহ মুসলিম : ১/৩৯৯, باب حجة النبي صلى الله وسلم। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ–৬২ : সূর্য হেলার পর পাথর নিক্ষেপ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮০)

٨٩٩ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

৮৯৯। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন সূর্য হেলে যেতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর নিক্ষেপ করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ–৬৩ : আরোহণ করে কংকর নিক্ষেপ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮০)

٩٠٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا.

৯০০। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির দিন আরোহণ করে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের, কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ও উম্মে সুলায়মান ইবনে আমর ইবনে আহওয়াস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আবার অনেকে পাথর নিক্ষেপের জন্য হেঁটে যাওয়া পছন্দ করেছেন। এ হাদিসের ব্যাখ্যা আমাদের মতে এই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দিন আরোহণ করেছেন। যাতে তাঁর কাজের অনুসরণ করা যায় এবং আলেমদের মতে উভয় হাদিসের ওপরই আমল করা যায়।

٩٠١ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشٰى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

৯০১। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কংকর নিক্ষেপ করতেন, তখন সেখানে পায়দল যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ফিরে আসতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন, উবায়দুল্লাহ হতে। তবে মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আবার অনেকে বলেছেন, কোরবানির দিন আরোহণ করবে। তৎপরবর্তী দিনগুলোতে পায়ে হেঁটে যাবে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, যারা এ মাজহাব অবলম্বন করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজের অনুসরণ করা। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি কংকর নিক্ষেপ করতে যাওয়ার সময় কোরবানির দিন আরোহণ করে গিয়েছেন এবং কোরবানির দিন পাথর নিক্ষেপ করবে শুধুমাত্র জামরায়ে আকাবাতে।

بَابٌ[৩০৩] كَيْفَ تُرْمَى الْجِمَارُ

অনুচ্ছেদ–৬৪ প্রসংগ : পাথর নিক্ষেপ করবে কীভাবে? (মতন পৃ. ১৮০)

٩٠٢ -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : لَمَّا أَتٰى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلٰى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ رَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ! مِنْ هٰهُنَا رَمٰى الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

৯০২। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ বলেন, আবদুল্লাহ যখন জামরায়ে আকাবাতে এলেন, তখন বাতনুল ওয়াদিতে অবতরণ করলেন এবং কাবার দিকে মুখ ফেরালেন এবং কংকর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন তাঁর ডানদিক হতে। সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি কংকরের সংগে তাকবির বলতেন। তারপর বললেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, তার শপথ, যার ওপর সূরা বাকারা নাজিল হয়েছে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করেছেন এখান থেকেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ফজল ইবনে আব্বাস, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বাতনুল ওয়াদি হতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা ও প্রত্যেকটি কংকরের সংগে তাকবির বলা পছন্দ করেন। অনেক আলেম অবকাশ দিয়েছেন যদি তার পক্ষে বাতনুল ওয়াদি হতে কংকর নিক্ষেপ করা সম্ভব না হয়, তবে যেখান হতে সম্ভব হয়, সেখান হতেই নিক্ষেপ করতে পারবে। যদিও বাতনুল ওয়াদিতে সে নাই থাকুক না কেনো।

٩٠٣ -عَنْ عَائِشَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

৯০৩। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কংকর নিক্ষেপ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে শুধুমাত্র আল্লাহর জিকির প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশে দৌড়ের হুকুম রাখা হয়েছে।

---

[৩০৩] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عَنْ [৫০৬] عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: لما اتى عبدالله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الايمن، ثم رمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذى لا اله الا هو (وفي نسخة بيروت : غيره) من ههنا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة''

এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, সমস্ত জামরাতে যে কোনো দিক হতে যে কোনোভাবে পাথর নিক্ষেপ করা যায়। তারপর এই ব্যাপারেও ঐকমত্য আছে যে, জামরায়ে উলা এবং জামরায়ে উসতার পাথর নিক্ষেপের সময় কেবলারুখ হওয়া মুস্তাহাব। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসে জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপের সময়ও কেবলামুখী হওয়ার উল্লেখ আছে। তবে সহিহ বোখারি ও মুসলিমে[৫০৭] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর এই ঘটনায় جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশের মাজহাব সহিহ বোখারি ও মুসলিমের বর্ণনার অনুকূল। অর্থাৎ, জামরায়ে কুবরার পাথর নিক্ষেপের সময় জামরা সামনে নিয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়ানো উচিত যাতে বাইতুল্লাহ বাম দিকে আর মিনা ডান দিকে থাকে।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি সম্পর্কে যদিও ইমাম তিরমিযী রহ. حسن صحيح মন্তব্য করেছেন, কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে[৫০৮] সহিহ বোখারি ও মুসলিমের বর্ণনাটিকেই সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। তিরমিযীর বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি শাজ। এর সনদে আছেন মাসউদি[৫০৯]। তিনি গড়বড় করে ফেলেছেন।[৫১০]

এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

---

[৫০৬] এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ তার সুনানে (২১৭-২১৮ و باب من أين ترمي جمرة العقبة)। -সংকলক।

[৫০৭] দ্র., সহিহ বোখারি : ১/২৩৫, باب رمي الجمار بسبع حصيات، وباب من رمي جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره, সহিহ মুসলিম : ১/৪১৯, باب من رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره। -সংকলক।

[৫০৮] ফতহুল বারি : ৩/৪৬৪, باب يكبر مع كل حصاة। -সংকলক।

[৫০৯] তিনি হলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উৎবা ইবনে মাসউদ রা. আলকুফি আল মাসউদি। তিনি মামুলি সত্যবাদী। তার মৃত্যুর আগে স্মরণশক্তি গড়বড় হয়ে গিয়েছিলো। এর মূলনীতি হলো, যারা তার কাছ হতে বাগদাদে হাদিস শুনেছেন, সেগুলো শুনেছেন স্মরণশক্তি গড়বড় হয়ে যাওয়ার পর। তিনি সপ্তম শ্রেণির বর্ণনাকারি। -তাকরিবুত তাহজিব : ১/৪৮৭, নং ১০০৮। -সংকলক।

[৫১০] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার সংগে সংশ্লিষ্ট তাফসিলের জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৭৬-৪৭৭। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ—৬৫ : কংকর নিক্ষেপের সময় লোকজনকে সরিয়ে দেওয়া মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮০)

٩٠٤ -عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَرْمِي الْجِمَارَ عَلٰى نَاقَةٍ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ.

৯০৪। **অর্থ :** কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনির ওপর আরোহণ করে কংকর নিক্ষেপ করছেন দেখেছি। সেখানে নেই কোনো আঘাত ও লোকজনকে সরিয়ে দেওয়া বা সর সর (উক্তি)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি কেবল এ সূত্রেই জানা যায়। এ হাদিসটি حسن صحيح।

পক্ষান্তরে আয়মান ইবনে নাবিল মুহাদ্দিসিনের মতে সেকাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ—৬৬ : উটনি এবং গাভীতে শরিক হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮০)

٩٠٥ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عليه و سلم عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

৯০৫। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, আমরা হুদায়বিয়ার বছর কোরবানি করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে গাভীতে সাতজন এবং উটনিতে সাতজন করে শরিক হয়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা উটনিতে সাতজন এবং গাভীতে সাতজন মিলে কোরবানি করার মত পোষণ করেন। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি ও আহমদ রহ.-এর মাজহাব এটি।

ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, গাভী সাতজনে এবং উটনি সাতনে (কোরবানি করতে পারবে)। এটি ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। তিনি এই হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। মূলত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি আমরা কেবল এ সূত্রেই জানি।

٩٠٦ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُوْرِ عَشَرَةً.

৯০৬। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলাম। কোরবানি এলো, আমরা গাভীতে সাতজন ও উটনিতে ১০ জন শরিক হলাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি হুসাইন ইবনে ওয়াকিদের হাদিস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ : কোরবানির পশুকে ইশআর (চিহ্নিত) করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮০)

٩٠٧ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَلَّدَ نَعْلَيْنِ وَأَشْعَرَ الْهَدْىَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ.

৯০৭। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি জুতার মালা পরিয়েছেন এবং কোরবানির জন্তুর ডানদিকে ইশআর করেছেন জুলহুলাইফা। তিনি তা হতে রক্ত মুছে দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

আবু হাসসান আ'রাজের নাম হলো, মুসলিম। সাহাবা প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা ইশআরের মত পোষণ করেন। এটি সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। তিনি বলেছেন, আমি ইউসুফ ইবনে ঈসাকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকি' রহ.কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তখন বলেছেন, এ প্রসঙ্গে আহলে রায়ের মাজহাবের দিকে লক্ষ্য করো না। কেনোনা, ইশআর সুন্নত। আর তাদের মাজহাব বিদআত।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি আবুস সাইবকে বলতে শুনেছি, আমরা ওয়াকি' রহ.-এর নিকট ছিলাম। তিনি আহলে রায়ের এক ব্যক্তিকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশআর করেছেন। অথচ আবু হানিফা রহ. বলেন, এটি বিকৃতি সাধন। তিনি বলেছেন, কারণ, ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, ইশআর হচ্ছে বিকৃতি করা।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, তারপর আমি দেখলাম ওয়াকি' রহ. ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে বলছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর তুমি বলছো, ইবরাহিম বলেছেন। কতই না বড় অধিকারের বিষয় হলো, তোমাকে আটকে রাখা, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বের হতে না দেওয়া, যতোক্ষণ না তুমি তোমার এ মত প্রত্যাহার করবে!

দরসে তিরমিযী

عن ابن[৫১১] عباس رضـــ ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين واشعر الهدى في الشق الايمن بذي الحليفة واماط عنه الدم

সর্বসম্মতিক্রমে কোরবানির পশুর গলায় হার দেওয়া সুন্নত।[৫১২] গলায় হার দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, যাতে লোকজন বুঝে যে, এটি হেরেম শরিফে কোরবানির পশু। এর নিয়ম বর্বরতার যুগ হতে চলে আসছিলো। কেনোনা, আরবদের মধ্যে এমনিতো হত্যা ও লুণ্ঠনের বাজার গরম থাকতো। তবে যেসব জন্তু সম্পর্কে জানা হয়ে যেতো যে, এটি হেরেম শরিফের কোরবানির জন্তু, সেগুলো ডাকাতরাও লুণ্ঠন করতো না।[৫১৩]

এই আলামতের দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিলো ইশআর। এর পদ্ধতি ছিলো, উটের ডান পার্শ্বে একটি নেজা দ্বারা আঘাত করা হতো।[৫১৪] এই পদ্ধতিটি এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত। সুতরাং গরিষ্ঠের মতে ইশআর মাসনুন।[৫১৫]

---

[৫১১] ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমে। (১/৪০৭, باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام), আবু দাউদ সুনানে নাসায়িতে (১/২৪৪ باب الإشعار) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[৫১২] আইনি রহ. বলেন, এটা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত। এর অর্থ হলো, জুতা কিংবা চামড়া ঝুলিয়ে দেওয়া। যাতে কোরবানির নির্দশন হয়। আমাদের সাথিগণ বলেছেন, যদি পাকানো রশি কিংবা গাছের কোনো লোহা কিংবা অনুরূপ কোনো জিনিস ঝুলিয়ে দেয় তবুও বৈধ। কেনোনা, আলামত অর্জিত হয়ে গেছে। ইমাম শাফেয়ি ও সাওরি রহ. এ মত অবলম্বন করেছেন যে, দুটি জুতা গলার মধ্যে হারের মতো ঝুলিয়ে দিবে। এটি ইবনে উমর রা.-এর মাজহাব। জুহরি ও মালেক রহ. বলেছেন, একটি জুতা হলেও যথেষ্ট হবে। সাওরি রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, কলসির মুখ হলেও যথেষ্ট হবে। আর জুতা পেলে দুটি জুতা আফজাল। -উমদাতুল কারি : ১০/৩৬, باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم। -সংকলক।

[৫১৩] দ্র., হাশিয়া নসবুর রায়া : ৩/১১৭, বাবুত তামাত্তু, শরহে তুরপশতি আলাল মাসাবিহ। গলায় হার ঝুলানো এবং ইশআরের মধ্যে একটি হিকমত এটিও যে, অনেক সময় কোরবানির পশু রাস্তায় মরে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন সেটিকে কোরবানি করে দেওয়া হয়। তখন যদি এর ওপর কোনো আলামত থাকে তাহলে মিসকিনরা চিনতে পারবে এবং এর গোশত ব্যবহার করবে। তাছাড়া এমন কোরবানির উটনি ইত্যাদি চেনার পর যদি সে এর গোশত নিতে চায় তাহলে এর পেছনে পেছনে কোরবানির স্থান পর্যন্ত এসে গোশত নিতে পারবে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৩৬, أشعر وقلد الخ। -সংকলক।

[৫১৪] হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, 'ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, (হকের সংগে) অধিক সামঞ্জস্যশীল হলো, ডানদিক। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃতভাবে বামদিকে আঘাত করেছেন। আর ডানদিকে আঘাত করেছেন দৈবক্রমে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., ফাতহুল কাদির, ইনায়া : ২/২১৩, বাবুত তামাত্তু। -সংকলক।

[৫১৫] হাশিয়া নসবুর রায়া : ৩/১১৭।

তারপর ইশআর সম্পর্কে আলোচনা হলো, এটি উটের সংগে খাস কিনা/ হজরত সায়িদ ইবনে জুবায়র-এর মতে এটি উটের সংগে বিশেষিত। এজন্য তাঁর মতে বকরি ও গাভী কোনোটিতেই ইশআর নেই। শা'বি এবং আবু সাওর রহ.-এর মতে গাভীর যেখানে গলায় হার বাঁধা বৈধ, সেখানে ইশআর করাও বৈধ। হজরত ইবনে উমর ও হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, তিনি গাভীর কুঁজে ইশআর করতেন। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে যে গাভীর কুঁজ আছে তা ইশআর করা হবে। যেটির কুঁজ হবে না, সেটিকে ইশআর করা হবে না। সারকথা, উটের ইশআর এবং বকরির ইশআর না হওয়ার ব্যাপারে একমত আছে। অথচ গাভী সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৩৬, باب من أشعر وقلد الخ। -সংকলক।

অবশ্য আবু হানিফা রহ.-এর প্রতি এ বিষয়টি সম্বন্ধযুক্ত যে, তিনি ইশআরকে মাকরূহ বলেছেন।[৫১৬] এ কারণে এ মাসআলায় আবু হানিফা রহ.এর বহু নিন্দা করা হয়েছে।[৫১৭]

অর্থাৎ, আবু হানিফা রহ.-এর দিকে এই উক্তিটির সম্বোধনে সন্দেহ রয়েছে। তাই ইমাম তাহাবি রহ. বলেন যে, আবু হানিফা রহ. না মূল ইশআরকে মাকরূহ বলেন, না এটার সুন্নত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। অবশ্য এই সম্বোধনের হাকিকত হলো, আবু হানিফা রহ.-এর যুগে লোকজন ইশআরের ব্যাপারে খুব বেশি অতিরঞ্জন করতে শুরু করে এবং ইশআরে চামড়ার সংগে সংগে গোশতও কেটে ফেলতো। গভীর যখন করতো। যার ফলে জন্তুগুলোর অসহনীয় কষ্ট হতো। ফলে জন্তুগুলোর মৃত্যুর আশঙ্কা হতো। এজন্য তিনি এ কাজটি বন্ধ করার জন্য ইশআর হতে নিষেধ করেছেন। কেনোনা, লোকজন এ বিষয়ে সীমারেখার প্রতি খেয়াল করতো না। তা না হলে তাঁর উদ্দেশ্য মূল ইশআর হতে বারণ করা ছিলো না। বরং ইশআরে অতিরঞ্জন হতে নিষেধ করা উদ্দেশ্য ছিলো[৫১৮]।

ইমাম তাহাবি রহ.-এর উক্তিই প্রদান। তিনি আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব সম্পর্কে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।[৫১৯] তাছাড়া যদি আবু হানিফা রহ. হতে এ ধরনের কোনো উক্তি বর্ণিত হয়, তাহলে এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, ইশআরের তুলনায় গলায় জুতার মালা বাঁধা আফজাল। যার দলিল হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো কোরবানির উট নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্য হতে শুধু একটির তিনি ইশআর করেছিলেন। মালা দিয়েছিলেন বাকি সবগুলোর গলায়।[৫২০]

আর যদি স্বীকার করেই নিই যে, ইমাম সাহেব রহ. মূল ইশআরকে মাকরূহ মনে করতেন, তবে এটা তাঁর

---

[৫১৬] হিদায়ার লেখক মুখতাসারুল কুদুরির ইবারত ولا يشعر عند أبي حنيفة এর অধিনে লিখেন, 'আ এটা মাকরূহ হবে।' -হিদায়া : ১/২৬২, বাবুত তামাত্তু।

[৫১৭] আইনি রহ. লিখেন, 'ইবনে হাজম রহ. মুহাল্লায় বলেন, আবু হানিফা রহ. বলেছেন, আমি ইশআরকে মাকরূহ মনে করি। কেনোনা, এটি এক প্রকার মুছলা তথা বিকৃতিসাধন। ইবনে হাজম রহ. বলেছেন, এটি পৃথিবীর একটি বিপদজনক আশ্চর্য বিষয় যে, একটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, সেটি হবে বিকৃতি! এমন আকলের জন্য আফসোস যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাহলে তো তাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, রক্ত মোক্ষণ করা ও রগ উন্মুক্ত করাও মুসলমানি করা ও বিকৃতি। সুতরাং তা হতেও নিষেধ করতে হবে! এটি এমন উক্তি যার প্রবক্তা আবু হানিফা রহ.-এর আগে কেউ ছিলেন বলে আমরা জানি না। এ যুগের ফুকাহায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউ তাঁর সপক্ষে আছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে সেই কেবল এর প্রবক্তা, যাকে আল্লাহ তা'আলা তার মুকাল্লিদ বা অনুসারী বানিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন। -উমদাতুল কারি : ১০/৩৫, باب أشعر وقلد الخ। -সংকলক।

[৫১৮] দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৩৫, باب من اشعر وقلد, ফতহুল বারি : ৩/৪৩৫, باب اشعار البدن। -সংকলক।

[৫১৯] আল্লামা আইনি রহ. এ স্থানে ইমাম তাহাবি রহ. সম্পর্কে লিখেন, 'তিনি ফুকাহায়ে কেরামের মাজহাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। বিশেষত আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব সম্পর্কে।' -উমদা : ১০/৪৩৫, باب أشعر وقلد الخ

তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেন, ইমাম তাহাবি রহ.-এর উক্তির শরণাপন্ন হওয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কারণ তিনি তার সাথিদের মাজহাব সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞাত। -ফতহুল বারি : ৩/৪৩৫, باب إشعار البدن

আইনি এবং হাফেজ ইবনে হাজার শাফেয়ি রহ. কর্তৃক ইমাম তাহাবি রহ.-এর উক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার পর তুহফাতুল আহওয়াজি গ্রন্থকারের এই কথায় কোনো ওজন থাকে না যে, ইমাম তাহাবি রহ. প্রমুখ যে ওজর উল্লেখ করেছেন, সেটি আমার মতে যৌক্তিক নয়। দ্র., (২/১০৭, باب ما جاء في اشعار البدن)। বিশেষত যখন তাঁর উক্তিও দলিলহীন। -সংকলক।

[৫২০] হাফেজ ইমাম ফজলুল্লাহ তুরপশতি হানাফি রহ. তাঁর মাসাবিহের ব্যাখ্যা গ্রন্থে একথা বলেছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., নসবুর রায়ার টীকা। (৩/১১৭, বাবুত তামাত্তু)। -সংকলক।

ইজতিহাদ। যেটি রায়ের ওপর নয়, বরং বিকৃতি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার হাদিস ও জন্তুকে শাস্তি দেওয়া নিষেধ সংক্রান্ত হাদিসের ওপর নির্ভরশীল।[৫২১] যেনো তিনি ইশআরের হাদিসগুলোকে এগুলো দ্বারা রহিত মনে করেন।[৫২২] আর সব মুজতাহিদের নিকট এ ধরনের ইজতিহাদ পাওয়া যায়। শুধু এগুলোর কারণে কোনো মুজতাহিদকে নিন্দা করা যায় না।

প্রকাশ থাকে যে, হজরত আয়েশা ইবনে আব্বাস রা. হতে এমন বর্ণনা বর্ণিত আছে, যেগুলো দ্বারা ইশআর করা ও না করার মাঝে এখতিয়ার বুঝা যায়।[৫২৩] যেনো তাঁদের মতে ইশআর না সুন্নত, না মুস্তাহাব বরং মুবাহ। যা থেকে বুঝা গেলো যে, তাঁদের কাছাকাছি আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব।

''قال ابو عيسى سمعت يوسف بن عيسى يقول : سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال : لا تنظروا الى قول اهل الرأى في هذا، فان الاشعار سنة وقولهم بدعة قال سمعت ابا السائب يقول : كنا عند وكيع، فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأى : اشعر رسول الله عليه وسلم، ويقول ابو حنيفة: وهو مثلة، قال الرجل : فانه قد روى عن ابراهيم النخعي انه قال : الاشعار مثله، قال : فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال : اقول لك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول : قال ابراهيم اما احقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا''

ইমাম তিরমিযী রহ. এখানে বর্ণনা করছেন যে, হজরত ওয়াকি' রহ. আসহাবুর রায়ের মধ্য হতে এক ব্যক্তির সামনে ইশআরের কথা আলোচনা করেন এবং يقول ابو حنيفة هو مثله বলে আবু হানিফা রহ.-এর উক্তির ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেন। ফলে লোকটি বললো, ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হতেও এমনই বর্ণিত আছে। হজরত ওয়াকি' রহ. এটা শুনে ভীষণ ক্ষোভ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রকাশ থাকে যে, সুনানে তিরমিযীতে এটিই

---

[৫২১] উভয় প্রকার হাদিসগুলোর জন্য দ্র., সহিহ বোখারি (২/২২৮-২২৯ كتاب الذبائح والصيد والتسمية، باب ما يكره من المثلة المصبورة والمجثمة), সুনানে আবু দাউদ (২/৩৯০, كتاب الضحايا، باب في المنالغة في الذبح), নসবুর রায়া (৩/১১৮-১২০, বাবুত তামাত্তু)। -সংকলক।

[৫২২] কিন্তু আল্লামা সুহাইলি রহ. আররওজুল উনুফে লিখেন যে, লাশ বিকৃতি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছিলো উহুদ যুদ্ধের পরে। আর ইশআরের হাদিস হলো, বিদায় হজে। সুতরাং রহিতকারি এভাবে রহিত বিষয়ের আগে হতে পারেনা। সুতরাং প্রধান এটাই যে, ইশআরের হাদিসগুলো লাশ বিকৃতির নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিসগুলোর বিরোধী। সুতরাং যখন বিরোধ হয়, তখন প্রাধান্য হয় হারামকারীর। আল্লামা জায়লায়ি রহ.ও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. নসবুর রায়া : ৩/১১৮। -সংকলক।

[৫২৩] আয়েশা রা.-এর বর্ণনাটি নিম্নরূপ। হজরত আসওয়াদ হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, উটনিকে ইশ'আর করা হবে কিনা? তখন হজরত আয়েশা রা. বললেন, যদি তুমি চাও তবে করতে পার। ইশআর করবে শুধু এজন্য যাতে বুঝা যায় যে, এটি কোরবানির উট বা উটনি।

ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনাটি নিম্নরূপ। হজরত আতা ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তুমি ইচ্ছা করলে কোরবানির পশুর ইশআর করতে পার। আর যদি ইচ্ছা করো তবে ইশআর করো না।

দুটো বর্ণনার জন্য দ্র., মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ১-৪/১৬১-১৬, في الاشعار او واجب هو ام لا؟ নং ১০৬৪, ১০৬৯, ছাপা, ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচি-৫।

আইনি রহ.-এর উক্তি অনুসারে ওপরযুক্ত দুটি বর্ণনার সনদ আফজাল। -উমদাতুল কারি-আইনি : ১০/৩৫, باب من أشعر وقلد। -সংকলক।

একমাত্র স্থান, যেখানে আবু হানিফা রহ.-এর আলোচনা স্পষ্ট ভাষায় এসেছে। তুহফাতুল আহওয়াজি গ্রন্থকার ওপরযুক্ত ঘটনাটিকে বুনিয়াদ বানিয়ে বলেছেন যে, হজরত ওয়াকি' রহ. আবু হানিফা রহ.-এর মুকাল্লিদ ছিলেন না, বরং তার সংগে ভীষণ মতানৈক্য থাকতো।[৫২৪]

এর জবাব হলো, হাফেজ জাহাবি রহ. তাযকেরাতুল হুফফাজে[৫২৫], হাফেজ মিযযী রহ. তাহজিবুল কামালে[৫২৬] এবং হাফেজ জুবাইদি রহ. উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনিফাতে[৫২৭] বর্ণনা করেছেন যে, হজরত ওয়াকি' রহ. আবু হানিফা রহ.-এর উক্তির ওপর ফতওয়া দিতেন[৫২৮] এবং তাঁর ছাত্র ছিলেন।[৫২৯] সুতরাং যাঁরা তাঁকে

---

[৫২৪] তিনি লিখেন, ওয়াকি রহ. এই দুটি উক্তি দ্বারা তাঁর ও তাঁর সাথিদের মত প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং মারাত্মকভাবে তাঁর রদ করেছেন। এ দুটি উক্তি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে যে, ইমাম ওয়াকি রহ. হানাফি এবং আবু হানিফা রহ.-এর মুকাল্লিদ ছিলেন না। কেনোনা, তিনি যদি হানাফি হতেন, তাহলে আবু হানিফা রহ.-এর উক্তি এতো সুনিশ্চিতরূপে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন না। এতে আরফুশ শাজি গ্রন্থকারের উক্তি বাতিল হয়ে গেলো যে, ওয়াকি রহ. হানাফি ছিলেন। -তুহফাতুল আওয়াজি : ২/১০৬, باب ما جاء في إشعار البدن

ن। -সংকলক।

[৫২৫] যেমন, শায়খ বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (৬/৩৯৩) বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[৫২৬] (৩/১৪৬৫, من اسمه وكيع، ترجمة وكيع بن الجراح)। -সংকলক।

[৫২৭] দ্র., (১/১১, في مقدمة المؤلف)। -সংকলক।

[৫২৮] তাছাড়া দ্র., সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-জাহাবি রহ.। (৯/১৪৮, ترجمة وكيع بن الجراح), নং ৪৮, তাহজিবুত তাহজিব : ১১/১২৮, ترجمة وكيع بن الجراح। -সংকলক।

[৫২৯] দ্র., তারিখে বাগদাদ : ১৩/৩২৪, ترجمة النعمان بن ثابت, নং ৭২৯৭, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৬/৩৯৪, ترجمة أبي حنيفة, নং ১৬৩।

প্রকাশ থাকে যে, তুহফাতুল আহওয়াজি গ্রন্থকার একথা স্বীকার করেন যে, হাফেজ জাহাবি রহ. ওয়াকি ইবনে জাররাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন রহ.-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন, 'আমি তাঁর হতে অর্থাৎ, ওয়াকি রহ. হতে আফজাল কাউকে দেখিনি। তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন, সর্বদা রোজা রাখতেন এবং আবু হানিফা রহ.-এর উক্তি অনুযায়ি ফতওয়া দিতেন।' কিন্তু তিনি দাবি করেন যে, 'এবং আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব অনুযায়ি ফতওয়া দিতেন'– এ উক্তিটি ব্যাপকতার ওপর অবশিষ্ট নেই, বরং এটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওয়াকি রহ. খেজুর ভিজানো পানীয়ের মাসআলায় আবু হানিফা রহ.-এর উক্তি অনুযায়ি ফতওয়া দিতেন। কেনোনা, তিনি খেজুর-কিসমিস ভিজানো পানীয়ের বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন এবং তা নিজেও পান করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুবারকপুরি রহ.-এর দলিল হাফেজ জাহাবি রহ.-এর নিম্নেযুক্ত উক্তি– 'তার মধ্যে এছাড়া আর কিছু (ত্রুটি) নেই যে, তিনি কুফিদের নবীজ পান করেন।' যেনো শুধু এ কথার কারণে يفتي بقول أبي حنيفة বলা হয়েছে। দ্র., তুহফাতুল আওয়াজি : ২/১০৬।

এর জবাব এই যে, আল্লামা মুবারকপুরি রহ.-এর এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক এবং শুধু কৃত্রিম। তা না হলে ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন রহ.-এর আলোচনার পূর্বাপর দ্বারা স্পষ্ট আকারে বুঝা যায় যে, আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব অনুসারে তাঁর ফতওয়া দেওয়ার বিষয়টি ব্যাপক। বাকি আছে, হাফেজ জাহাবি রহ.-এর উক্তি দ্বারা দলিলের বিষয়টি। এটিও ঠিক নয়। কেনোনা, হাফেজ জাহাবি রহ.-এর উদ্দেশ্য ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন রহ.-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যাদান নয়। বরং শুধু একথা বলা যে, হজরত ওয়াকি রহ.-এর মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে কোনো প্রকার দুর্বলতা পাওয়া যেতো না। শুধু এটুকু যে, তিনি খেজুর ভিজানো পানীয় পান করা বৈধ মনে করতেন। (এই দুর্বলতাও হাফেজ জাহাবি রহ.-এর মাজহাব অনুযায়ি, ওয়াকি রহ.-এর মাজহাব অনুযায়ি নয়।) তাছাড়া এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ওয়াকি ইবনে জাররাহ রহ.তো নিজেও কুফি ছিলেন এবং সমস্ত কুফি নবিজ পান করা বৈধ মনে করতেন। এবার যদি 'তিনি আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব অনুযায়ি ফতওয়া দিতেন'– এ উক্তিতে আল্লামা মুবারকপুরি রহ.-এর বিশেষ ক্ষেত্রের

(ওয়াকি' রহ. কে) হানাফি সাব্যস্ত করেছেন, তাঁদের উক্তি ভিত্তিহীন নয়। অবশ্য একজন সাধারণ ব্যক্তির তাকলিদে এবং একজন অভিজ্ঞ বড় আলেমের দলিলসমূহের ভিত্তিতে ইমামের সংগে মতপার্থক্যও করেন। তবে এই বর্ণনা সেই ইমামের সংগে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হয় না। যেমন, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইমাম জুফার রহ. আবু হানিফা রহ.-এর সংগে অনেক মাসআলায় মতপার্থক্য করেছেন। তা সত্ত্বেও সবাই তাঁদেরকে হানাফি বলেন।[৫৩০] বাকি আছে, ওয়াকি' রহ. কর্তৃক এই মাসআলাতে ক্রুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি। আসলে এই ক্রোধ আবু হানিফা রহ.-এর ওপর ছিলো না। এর কারণ এই ছিলো, সে লোকটি হাদিসে নববির বিপরীতে ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর উক্তি এমনভাবে পেশ করেছিলেন যে, বাহ্যত হাদিসের সংগে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এর দৃষ্টান্ত ঠিক এমন যেমন, আবু ইউসুফ রহ.-এর সামনে কদু সংক্রান্ত হাদিস[৫৩১] শুনে এক ব্যক্তি বললো, কদু আমার নিকট অপছন্দনীয়।

আবু ইউসুফ রহ. তখন লোকটির ওপর ভীষণ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। অথচ এটা সত্তাগতভাবে কোনো অপরাধ ছিলো না। তবে যেহেতু লোকটি একথা হাদিস শুনে বলেছিলো, সেহেতু সংঘর্ষের রূপ ধারণ করেছিলো। এজন্য আবু ইউসুফ রহ. তাকে কঠোরভাবে সাবধান করেছিলেন।[৫৩২] এ ধরনের সাংঘর্ষিক রূপের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মহামনীষীগণের ভীষণ অসন্তুষ্টির আরো অনেক ঘটনা হাদিসের কিতাবে আছে।[৫৩৩] সারকথা, এ

ব্যাখ্যা অবলম্বন করা হয়, তাহলে আবু হানিফা রহ.-এর বৈশিষ্ট্য কি থাকবে? এতে বুঝা গেলো, 'আবু হানিফা রহ.-এর উক্তি অনুযায়ি তিনি ফতওয়া দিতেন'– এ উক্তিটিতে ব্যাপকতাই উদ্দেশ্য, বিশেষ ক্ষেত্র নয়। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৯৩-৪৯৪। ঈষৎ পরিবর্ধন ও ব্যাখ্যা সহকারে।

আল্লামা মুবারকপুরি রহ. লিখেন, তিনি আবু হানিফা রহ.-এর উক্তি অনুযায়ি ফতওয়া দিতেন, এ উক্তিটিতে যদি ব্যাপকতা উদ্দেশ্য হয়, তবুও ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন রহ.-এর উদ্দেশ্য হলো, ওয়াকি রহ. সেসব মাসআলায় আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব অনুযায়ি ফতওয়া দিতেন, যেগুলো হাদিস বিপরীত হতো না। এর দলিল এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তার দুটি উক্তি। -তুহফা : ২/১০৬।

এর জবাব হলো, এই আলোচনা দ্বারা যদি উদ্দেশ্য এই যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব সংখ্যাগরিষ্ঠ মাসআলাতে হাদিসসমূহের বিপরীত হয়, তাহলে এই দাবি যে বাতিল সেটি স্বতসিদ্ধ। আর এর দলিলভিত্তিক রদ হানাফিগণ প্রতিটি মাসআলার অধীনে করে দিয়েছেন। আমরাও এই বিষয়টি দরসে তিরমিযীর ভূমিকায় মৌলিকভাবে উল্লেখ করেছি।

আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, অনেক মাসআলায় হানাফিদের মাজহাব হাদিসের বিপরীত হয়, তাহলে এই দাবিও ভুল এবং প্রশ্নসাপেক্ষ। সারকথা, হজরত ওয়াকি ইবনে জাররাহ রহ. হানাফি মাজহাবপন্থি ছিলেন। শক্তিশালী দলিলসমূহ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। বাকি আছে, অনেক মাসআলায় আবু হানিফা রহ.-এর সংগে তাঁর মতপার্থক্যের বিষয়টি। এটি তাঁর হানাফি হওয়ার বিপরীত নয়। যেমন, উস্তাদে মুহতারামের বক্তব্যে শীঘ্রই আসবে। -সংকলক।

[৫৩০] আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৪৯১-৪৯২। -সংকলক।

[৫৩১] বর্ণনাটি নিম্নরূপ। হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদু পছন্দ করতেন। তারপর তাঁর নিকট খানা হাজির করা হলো, কিংবা তাঁকে খানার জন্য দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন আমি কদু তালাশ করতে লাগলাম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কদু রাখছিলাম। কেনোনা, আমি জানতাম তিনি এটি ভালোবাসেন। -শামায়েলে তিরমিযী : ১২, باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم

এই অনুচ্ছেদে কদু সংক্রান্ত হজরত আনাস রা.-এর আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে। তাছাড়া সুনানে তিরমিযীতে হজরত আনাস রা.-এরই আরেকটি বর্ণনা লাউ সংক্রান্ত বর্ণিত আছে। দ্র., (২/১৫, ابواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الدباء)। -সংকলক।

[৫৩২] মোল্লা আলি কারি রহ. লিখেন, 'এর দৃষ্টান্ত হলো, হজরত আবু ইউসুফ রহ.-এর সংগে সংঘটিত একটি ঘটনা। যখন তিনি বর্ণনা করলেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদু পছন্দ করতেন, তখন এক ব্যক্তি বললো, আমি কদু পছন্দ করি না। তখন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন এবং বললেন, তুমি ঈমান নবায়ন করো। তা না হলে অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো। -মিরকাতুল মাফাতিহ : ৩/৬৬, باب الجماعة وفضلها، الفصل الثالث। -সংকলক।

[৫৩৩] যেমন, সুনানে তিরমিযীতে হজরত ইবনে উমর রা. এবং তাঁর সাহেবজাদার ঘটনা। মুজাহিদ বলেন, আমরা হজরত ইবনে

অনুচ্ছেদের ওপরযুক্ত ঘটনায় হজরত ওয়াকি' রহ.-এর অসন্তুষ্টি দ্বারা তাঁর অহানাফি হওয়ার ওপর দলিল পেশ করা ঠিক না। আর না এর দ্বারা আবু হানিফা রহ.-এর কোনো অসম্মান হয়।

بَابٌ (بِلاَ تَرْجَمَةٍ)

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–৬৮ (মতন পৃ. ১৮১)

٩٠٨ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم اِشْتَرٰى هَدِيَّةً مِنْ قُدَيْدٍ.

৯০৮। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির পশু ক্রয় করেছিলেন, কুদায়দ নামক স্থান হতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। এটি আমরা সাওরির হাদিস হতে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। নাফে' রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, হজরত ইবনে উমর রা. কুদায়দ থেকে (কোরবানির পশু) ক্রয় করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এটি اصح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْلِيْدِ الْهَدْيِ لِلْمُقِيْمِ

অনুচ্ছেদ–৬৯ : মুকিমের জন্য কোরবানির পশুর গলায় মালা বাঁধা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮১)

٩٠٩ – عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ.

উমর রা.-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মহিলাদেরকে রাতে মসজিদে যাবার অনুমতি দাও। তখন তাঁর সাহেবজাদা বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরা তাদেরকে অনুমতি দেবো না। তারা এটাকে ফাসাদের বাহানা বানিয়ে নিবে। তখন ইবনে উমর রা. বললেন, আল্লাহ তোমার সংগে এমন এমন করুন। আমি বলছি, আমরা অনুমতি দেবো না! (১/১০১, باب في خروج النساء إلى المساجد)। আর মুসলিমের বর্ণনায় এই ঘটনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত আছে। তখন হজরত আবদুল্লাহ রা. তার দিকে ফিরে তাকে মারাত্মক গালি দিলেন। আমি তাকে কখনও এমন গালি দিতে শুনিনি। আরো বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শোনাচ্ছি, আর তুমি বলছো, আল্লাহর শপথ, আমরা অবশ্য তাদেরকে নিষেধ করবো! (১/১৮৩, باب خروج النساء إلى المساجد)। ইমাম আহমদ রহ. মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, 'তারপর আমৃত্যু আবদুল্লাহ রা. তাঁর সাহেবজাদার সংগে কথা বলেননি। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ বিষয়টি ফতহুল বারিতে (২/২৮৯, باب خروج النساء إلى المساجد) বর্ণনা করেছেন।

এ ধরনের আরো ঘটনাবলির জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ১-১৪০-১৪১, باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل। - সংকলক।

৯০৯। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানির পশুর মালা পাকিয়েছি। তারপর তিনি এহরাম বাঁধেননি এবং কোনো পোশাক বর্জন করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তিনি বলেছেন, যখন কেউ কোরবানির পশুর গলায় হজের নিয়তে মালা বাঁধে তার ওপর কোনো কাপড় এবং খুশবু হারাম হবে না, যতোক্ষণ না এহরাম বাঁধে। আর অনেক আলেম বলেছেন, যখন কেউ কোরবানির পশুর গলায় মালা বাঁধে তখন তার ওপর সেসব জিনিস ওয়াজিব হয়, যা মুহরিমের ওপর ওয়াজিব হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ-৭০ : বকরির গলায় মালা বাঁধা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮১)

٩١٠ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم كُلَّهَا غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.

৯১০। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানির সমস্ত বকরির গলার মালা পাকাতাম। তারপর তিনি এহরাম বাঁধতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বকরির গলায় মালা বাঁধার মতপোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

عن عائشة[৫০৪] قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما[৫০৫]

---

[৫০৪], বোখারি সহিহ বোখারিতে (২/৩০ كتاب المناسك، باب تقليد الغنم), মুসলিম সহিহ মুসলিমে (১/৪২৫, باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم), নাসায়ি সুনানে নাসায়িতে (২/২১, تقليد الغنم), আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদে (১/২৪৪, باب في الإشعار), ইবনে মাজাহ সুনানে ইবনে মাজায় (২২৪, باب تقليد الغنم) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[৫০৫] এই বর্ণনায় কুল্লাহা শব্দটিতে যবর এবং যের দুটিই পড়া যায়। যবর পড়লে এ শব্দটি قلائد এর তাকিদ হবে। আর যের পড়লে هدي শব্দের তাকিদ হবে। তারপর غنما শব্দটি هدي হতে হাল হওয়ার কারণে যের বিশিষ্ট হয়েছে। তবে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মুজাফ ইলাইহি হতে হাল হওয়া তখন বৈধ হয়, যখন মুজাফ ইলাইহিকে মুজাফের স্থলাভিষিক্ত করা বৈধ হয়। এটাতো এখানে সম্ভব নয়।

বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (৬/৫০১) এটাকে বর্ণনাকারিদের তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন এবং তিরমিযীর বর্ণনার বিপরীতে বোখারির বর্ণনাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাতে এ বিষয়টি অন্য পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, এক বর্ণনায় বর্ণিত

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে উটের মতো বকরির গলায় মালা বাঁধা বিধিবদ্ধ। তবে হানাফি এবং মালেকিদের মতে মালা বাঁধার বিষয়টি উট এবং গরুর সংগে বিশেষিত, বকরিতে বিধিবদ্ধ নয়।[৫৩৬]

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস যাতে বকরির জন্য মালা তৈরি করার উল্লেখ আছে[৫৩৭]।

হানাফি এবং মালেকিগণ প্রথমতো এর জবাবে বলেন যে, এই বর্ণনায় ছাগলের উল্লেখ আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদের একক বর্ণনা[৫৩৮]। তা না হলে বাস্তবতা হলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হজ্জে বকরি নিয়ে যাওয়া প্রমাণিত নয়, বরং উট নিয়ে যাওয়া প্রমাণিত।[৫৩৯]

হয়েছে, كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم। আরেক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم। উভয় বর্ণনার জন্য দ্র., সহিহ বোখারি (১/২৩০, باب تقليد الغنم)।

প্রকাশ থাকে যে, অনেক আলেমের মতে যদি মুজাফ ইলাইহকে মুজাফের স্থলাভিষিক্ত নাও করা যায়, তবুও যদি মুজাফ মুজাফ ইলাইহির অংশের মত হয়ে যায়, তাহলে মুজাফ ইলাইহি হতে হাল বানানো বৈধ এবং قلائد শব্দটি যেহেতু هدي এর সংগে মিলিত হয়ে আসে, এ হিসেবে এটি هدي এর অংশের মতো। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের হাদিসে غنما শব্দটিকে هدي হতে হাল বানানো বৈধ।

অনেকের মতে কোনো শর্ত ব্যতীত মুজাফ ইলাইহি হতে হাল বানানো বৈধ। তাদের মাজহাব অনুসারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। -হাশিয়া জা'মিউল উসূল (৩/৩৪১, في الإشعار والتقليد, নং ১৬৫৬, শরহুত তিরমিযী-আবুত তাইয়িব হতে বর্ণিত)। -সংকলক।

[৫৩৬] মাজহাবসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মুগনি ইবনে কুদামা : ৩/৪৯, باب استحباب بعث الذي إلى الحرم, শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/২২৫, باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم। -সংকলক।

[৫৩৭] জবাবের জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৪১, باب تقليد الغنم। -সংকলক।

[৫৩৮] যার ব্যাখ্যা হলো, এই বর্ণনাটি হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণনাকারি অনেক তাবেয়ি আছেন। -যথা ওরওয়া ইবনে জুবায়র, আমরা বিনতে আবদুর রহমান, কাসেম, আবু কিলাবা, মাসরূক, আসওয়াদ রহ. প্রমুখ। তাঁদের মধ্য হতে শুধু আসওয়াদ রহ.ই বকরির কথা উল্লেখ করেন। আর কোনো বর্ণনায় বকরির উল্লেখ নেই। বরং كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم কিংবা অনুরূপ কোনো শব্দ বর্ণিত আছে। সমস্ত বর্ণনার জন্য দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/৪২৫, باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم। -সংকলক।

[৫৩৯] আল্লামা আইনি রহ. ছাগলের গলায় মালা না বাঁধার এই দলিল উল্লেখ করেছেন যে, ছাগল বকরি এগুলো হলো, কমজোর জন্তু। সুতরাং গলার মালা এগুলো বহন করতে পারবে না।-উমদা : ১০/৪১, باب تقليد الغنم

ইবনুল মুনজির রহ. বলেন, 'আমি হানাফি এবং মালেকিদের পক্ষে তাঁদের অনেকের নিম্নেযুক্ত উক্তি ব্যতীত আর কোনো দলিল পেলাম না। অনেকে বলেছেন, বকরি দুর্বলতার কারণে মালা বহন করতে পারবে না। এটি জয়িফ দলিল। কেনোনা, গলায় মালা বাঁধা দ্বারার উদ্দেশ্য হলো নির্দশন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বকরিতে ইশআর করা হবে না। কেনোনা, সেটি দুর্বলতার কারণে তার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এটির গলায় এমন মালা দেওয়া হবে যেটি বকরিকে অক্ষম করবে না। -ফতহুল বারি-ইবনে হাজার : ৩/৪৩৭, باب تقليد الغنم

এর জবাব এই দেওয়া যায় যে, বকরির মধ্যে নিদর্শনের জন্য শুধু মালা বাঁধাই যথেষ্ট। চাই পশমের ছোট ছোট অংশের রশির মাধ্যমেই হোক না কেনো। অবশ্য বকরি যেহেতু একটি দুর্বল জানোয়ার, সেহেতু এর ক্ষেত্রে জুতার মালা বানিয়ে মালা দেওয়া যাবে না। হানাফিদের মতেও প্রধান এটাই যে বকরিতে মালা লাগানো তো বৈধ, কিন্তু জুতার মালা নয়। এ বিষয়টি শীঘ্রই মূল বক্তব্যে আসছে।

দ্বিতীয়তো শাহ সাহেব রহ. বলেন[৫৪০], যদি এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, এই মালাগুলো বকরির জন্য তৈরি হচ্ছিলো তবুও এই হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় এর বর্ণনা নেই যে, মালা বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য জুতার মালা তৈরি করা। বরং স্পষ্ট এটাই যে, এখানে জুতা ব্যতীত শুধু পশমি মালা ব্যবহার করাই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিলো। হানাফিদের মতে এতে কোনো সমস্যা নেই।[৫৪১]

''ثم لا يحرم'' এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এই শব্দ দলিল করছে যে, শুধু বকরির গলায় মালা বাঁধলে একজন মানুষ মুহরিম হয়ে যায় না। জমহুরের (গরিষ্ঠের) মাজহাব হলো, শুধু কোরবানির পশুর গলায় মালা বাঁধলেই কেউ মুহরিম হয়ে যায় না[৫৪২]। যতোক্ষণ পর্যন্ত তালবিয়া না বলবে, কিংবা কোরবানির পশু নিয়ে না যাবে।

বকরির গলায় মালা না বাঁধার ওপর বাদায়ি গ্রন্থকার আরেক পন্থায় দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, বকরির মধ্যে মালা বাঁধা হবে না। এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী- ولا الهدي ولا القلائد : এ বাক্যটিতে قلائد শব্দটি هدي এর ওপর আতফ হয়েছে। আর আতফের দাবি হলো মূলত ভিন্নতা। হাদি শব্দটির প্রয়োগ বকরি, উট, গরু সবগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদি দুই প্রকার। ১. যার গলায় মালা লাগানো হয়। ২. যার গলায় মালা লাগানো হয় না। উট এবং গরুর গলায় সর্বসম্মতিক্রমে মালা লাগানো হবে। সুতরাং একথা নির্ধারিত হয়ে গেলো যে, বকরির গলায় মালা লাগানো হবে না। যাতে কালাইদ শব্দটির আতফ হাদির ওপর ভিন্ন জিনিসের ওপর আতফের শামিল হয়। যাতে এটি বিশুদ্ধ হয়ে যায়। -বাদায়িউস সানায়ে : ২/১৬২, فصل وأما بيان ما يصير به محرما। -সংকলক।

[৫৪০] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫০০। -সংকলক।

[৫৪১] তারপর ইবনুল মুনজির রহ. বলেন, হানাফিগণ মূলত বলেন যে, বকরি হাদি বা কোরবানির পশুর শামিল নয়। সুতরাং হাদিসটি তাদের বিরুদ্ধে অন্য দৃষ্টিকোণ হতে দলিল। -ফতহুল বারি-ইবনে হাজার : ৩/৪৩৭, باب تقليد الغنم, মোট কথা, হানাফিগণ বকরিকে হাদির শামিল করেন না, অথচ অন্যদের মতে ছাগল-বকরি হাদির শামিল। এই দ্বিতীয় মাসআলাতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি হানাফিদের বিপরীত দলিল। কেনোনা, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما বলে গানামের ওপর হাদি প্রয়োগ করা হয়েছে।

তবে হানাফিদের ওপর ইবনুল মুনজির রহ.-এর এই প্রশ্ন সঠিক নয়। এজন্য আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এটা হানাফিদের বিরুদ্ধে অপবাদ। হানাফিগণ কোথায় বলেছেন যে, ছাগল হাদির শামিল নয়। বরং তাদের কিতাবাদি ভরপুর যে হাদি সেসব জন্তুর নাম যেগুলোকে কোরবানির জন্তু হিসেবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে হেরেমের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা বলেন, এর সর্বনিম্ন স্তর হলো বকরি। কেনোনা, ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ما استيسر من الهدي شاة। এ হতেই হানাফিগণ বলেছেন, হাদি হলো উট, গরু ও ছাগল। চাই নর হোক কিংবা মাদি। এমনকি তারা বলেছেন যে, এটা ইজমায়ি বিষয়। অবশ্য তাদের মাজহাব হলো যে, গলায় মালা লাগানো হবে বাদানা তথা উটের মধ্যে। বকরি বাদানার শামিল নয়। সুতরাং এর গলায় মালা লাগানো হবে না। কেনোনা, বকরির গলায় মালা লাগানোর বিষয়টি প্রসিদ্ধ নয়। কেনোনা, যদি এর গলায় মালা লাগানো সুন্নত হতো, তবে এটা লোকজন পরিহার করতো না। -উমদাতুল কারি : ১০/৪২, باب تقليد الغنم। -সংকলক।

[৫৪২] একদল সাহাবি যাদের মধ্যে আছেন হজরত আলি, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও জাবের রা.- তারা বলেছেন, যখন গলায় মালা লাগালো, তখন এহরাম বেঁধে ফেললো। ইবনে আব্বাস রহ. হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, কেউ যখন জন্তুর গলায় মালা বাঁধে হজ কিংবা ওমরার নিয়তে, তখন তার এহরাম হয়ে যায়। বাদায়িউস সানায়ে : ২/১৬২, فصل وأما بيان ما يصير به محرما। ইবনুল মুনজির রহ. সুফিয়ান সাওরি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এরও এ মাজহাবই বর্ণনা করেছেন। -উমদা : ১০/৩৮, باب من أشعر وقلد। আল্লামা খাত্তাবি রহ. আসহাবে রায়ের মাজহাব ইবনে আব্বাস রা.-এর মাযহাবের অনুকূল বর্ণনা করেছেন। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর উক্তি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেন, وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه। -ফতহুল বারি : ৩/৪৩৭।

ওপরযুক্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হজরত আলি রা.-এর আছার মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতে বর্ণিত আছে, 'হজরত

এমনভাবে কোরবানির পশু প্রেরণের ফলে মুহরিম হয়ে যায় না। তারপর কোরবানির পশু নিলে যদিও তালবিয়া না পড়ুক সে মুহরিম হয়ে যায়। কেনোনা, কোরবানির পশু নিয়ে যাওয়া মানে তালবিয়া পড়ার পর্যায়ভুক্ত।[৫৫৩] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য ইলাউস সুনান গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।[৫৫৪]

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ مَا يُصْنَعُ بِهِ

অনুচ্ছেদ–৭১ প্রসংগ : কোরবানির পশু মরার উপক্রম হলে কী করবে? (মতন পৃ. ১৮১)

৯১১ –عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ : صَاحِبِ بُدْنِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُوْهَا.

ইবনে উমর, আলি ও ইবনে আব্বাস রা. সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে যে, কোরবানির উট ছেড়ে দিবে, সে সেসব বিষয় হতে বিরত থাকবে, যেগুলো হতে একজন মুহরিম বিরত থাকে। সে কেবল তালবিয়া পড়বে। জাফর বলেছেন, সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি ইশআরের দিন আসবে, তখন সে সেসব কাজ হতে বিরত থাকবে, যেগুলো হতে একজন মুহরিম বিরত থাকে। (১-৪/৮৮, নং ৫৭৬, (من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم)। প্রথমতো গলায় মালা বাঁধা সম্পর্কে এই বর্ণনাটি স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়তো এর সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এটি মুনকাতি'। -ফতহুল বারি : ৩/৪৩৬।

হজরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ আছরটি আহকার পেলো না। বরং হাফেজ ইবনে হাজার রহ.তো তাঁর মাজহাব সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবা তথা হজরত আয়েশা, আনাস, ইবনে জুবায়র প্রমুখের মতও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, এর ফলে সে মুহরিম হবে না।

ইবনে উমর রা.-এর আছর মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে বর্ণিত আছে, من قلد فقد أحرم (১-৪/৮৭, নং ৫৬৮, في الرجل يقلد من حلل أو يشعر وهو يريد الإحرام)। ইবনে আব্বাস রা.-এর আছরও মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতেই বর্ণিত আছে قلد أو يشعر فقد احرم। (১-৪/৮৬, নং ৫৬২)। বাকি আছে, এ দুটি আছরের ব্যাপার। প্রথমতো এটাকে মুহরিমদের সংগে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। দ্বিতীয়তো হাফেজ রহ. ইমাম জুহরি রহ.-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, লোকজন যখন হজরত আয়েশা রা.-এর মারফু' বর্ণনা সম্পর্কে জানতে পায়, তখন তারা ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া ছেড়ে দেয়। -ফতহুল বারি : ৩/৪৩৬-৪৩৭। ফলে অবশ্য অবশ্যই হজরত ইবনে উমর রা.-এর আছরের হুকুমও এটাই হবে। বাকি আছে, হজরত জাবের রা.-এর বিষয়টি। তাঁর হতে একটি মারফু' বর্ণনা মুসনাদে আহমদ ও বাজ্জারে উল্লিখিত আছে। এই বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা হাইছামি রহ. লিখেন, আহমদের বর্ণনাকারিগণ সেকাহ। আর এই বর্ণনার একটি সূত্র সম্পর্কে তিনি লিখেন, এর বর্ণনাকারিগণ সহিহ বোখারির বর্ণনাকারি। -মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৩/২২৭, باب فيمن بعث هديا وهو مقيم। তবে বাস্তবতা হলো, আল্লামা হাইছামি রহ. কর্তৃক এই বর্ণনাটিকে সহিহ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। বহু মুহাদ্দিস এই বর্ণনাটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এ হাদিসটি দলিল নয়। কেনোনা, এর সনদ জয়িফ। -ফতহুল বারি : ৩/৪৩৬, باب من قلد القلائد بيده। আরো আলোচনার জন্য দ্র., ই'লাউস সুনান : ১০/২৩২, باب من بدنته وساقها فقد أحرم। -সংকলক।

[৫৫৩] তাই হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদি বা কোরবানির পশু নিয়ে যাওয়া মানে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার কথা প্রকাশার্থে তালবিয়া পড়া। কেনোনা, এটা শুধু তিনিই করেন যিনি হজ ও ওমরার ইচ্ছা করেন। আর ডাকে সাড়া দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করা কখনও কখনও উক্তির মাধ্যমে হয়। সুতরাং তখন সে এর মাধ্যমে মুহরিম হয়ে যাবে। কেনোনা, তার নিয়ত এহরামের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্য হতে একটির সংগে মিলিত হয়েছে। -হিদায়া : ১/২৫৬, قبيل باب القران। -সংকলক।

[৫৫৪] দ্র. (১০/২২৮-২৩৫, باب من قلد بدنة وساقها فقد أحرم)। -সংকলক।

৯১১। **অর্থ :** নাজিয়া আল খুজায়ি রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোরবানির যে পশু মরার উপক্রম হয়ে যায়, সেটির ব্যাপারে আমি কি করবো? জবাবে তিনি বললেন, এটি কোরবানি করো। তারপর এর রক্তে জুতা ডুবিয়ে দাও। তারপর এটিকে লোকজনের মাঝে এমনি ছেড়ে দাও। তারা এটি ভক্ষণ করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে জুয়াইব আবু কাবিসা আল খুজায়ি রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, নাজিয়ার হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা নফর কোরবানির পশু সম্পর্কে বলেছেন, যখন এটি মরার উপক্রম হবে, তখন সে নিজে খাবে না এবং তার সাথি-সঙ্গীদেরও কেউ খাবে না। বরং এটিকে লোকজনের খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিবে। এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটি ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। তাঁরা আরো বলেছেন, এর হতে কিছু খেলে যে পরিমাণ খাবে, সে পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে।

অনেক আলেম বলেছেন, যদি নফল কোরবানির পশু হতে কিছু ভক্ষণ করে তবে যে জন্তুটি খেয়েছে তার জরিমানা দতিে হবে।

দরসে তিরমিযী

عن[৫৪৫] ناجية[৫৪৬] الخزاعي. صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قلت : يا رسول الله! كيف اصنع بما عطب[৫৪৭] من البدن؟ قال : انحرها ثم اغمس نعلها فى دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها

কোরবানির জন্তু যদি মরার উপক্রম হয়, তাহলে যদি এটি নফল কোরবানির পশু হয়, তখন এটি জবাই করে দিবে এবং এর জুতা রক্তস্নাত করে কুঁজের ওপর ঘষে দিবে। যাতে লোকজন বুঝতে পারে, এটি কোরবানির জন্তু।

১. এমন পশুর ব্যাপারে হানাফিদের মাজহাব হলো, এমন জন্তু হতে নিজে খাওয়া এবং ধনীদেরকে খাওয়ানো অবৈধ। এটা শুধু ফকির গরিবরাই খেতে পারবে। তবে যদি সে কোরবানির পশু ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে তার দায়িত্বে আবশ্যক হলো, এর স্থলে অন্য আরেকটি কোরবানির পশু কোরবানি দেওয়া। আর এই কোরবানির পশুটি তার মালিকানা হয়ে যাবে। সুতরাং এটা নিজে খাওয়া, দান করা, গরিবকে খাওয়ানো এবং

---

[৫৪৫] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৪৫, باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৪, باب في للهدي إذا عطب সংকলক।

[৫৪৬] তিনি হলেন, ইবনে কা'ব ইবনে জুনদুব কিংবা জুনদুব ইবনে কা'ব। প্রথমদিকে তার নাম ছিলো জাকওয়ান। পরবর্তীতে যখন তিনি কুরাইশের জুলুমের পাঞ্জা হতে মুক্তি পেলেন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রেখে দিলেন নাজিয়া। সিহাহ সিত্তার তাঁর থেকে একটি হাদিস ব্যতীত আর কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫০১।

[৫৪৭] عطب সহকারে। অর্থাৎ, সে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সফর করতে অক্ষম হয়ে গেছে। -মাজমাউ -বিহারিল আনওয়ার : ৩/৬১৭, মাদ্দা عطب-সংকলক।

সর্বপ্রকার ব্যবহারের এখতিয়ার আছে তাতে। হানাফিদের ব্যতীত ইমাম আহমদ এবং মালেকিদের মতে এটি ইবনুল কাসিমেরও মাজহাব ।

২. শাফেয়ি' রহ. এর মতে হুকুম হলো, এর বিপরীত এটি যদি নফল কোরবানির পশু হয়, তবে তাতে সব ধরনের ব্যবহারের এখতিয়ার আছে। আর যদি এটি মানতের কোরবানির পশু হয়, তবে তার মালিকানা তার হতে খতম হয়ে যাবে। এখন এটি শুধু মিসকিনদের হক। সুতরাং না এটাকে বিক্রি করা বৈধ, না অন্য জন্তু দ্বারা পরিবর্তন করা বৈধ।

হানাফিদের উক্তির কারণ হলো, নফল জন্তু ক্রয়ের ফলে সেটি জবাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এটাকে নৈকট্যের কাজেই ব্যয় করা আবশ্যক। আর এর পদ্ধতি হলো, ফকিরদেরকে খাওয়ানো। ধনীদেরকে খাওয়ানোর ফলে এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। এর বিপরীত কোরবানির ওয়াজিব জন্তু। এটা ক্রয়ের ফলে নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। বরং এর স্থলে অন্য জন্তুও কোরবানি করা যায়। সুতরাং এ জন্তু সুনির্দিষ্টভাবে নৈকট্যের জন্য বিশেষিত রইলো না।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের যে বিষয়টি এতে নফল এবং মানতের কোনো বিশদ বর্ণনা নেই। না ধনী ও ফকিরের উল্লেখ আছে। সুতরাং এটা কারো মাজহাবের ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। বরং এতে উভয় মাজহাবের অবকাশ আছে।

স্পষ্ট এটাই যে, এই কোরবানির জন্তুটি ওয়াজিব ছিলো। ধনী এবং ফকির সবার জন্য এটা খাওয়া বৈধ ছিলো। এটাই জমহুরের মাজহাব। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে خل بين الناس وبينها فيأكلوها।

এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মুসলিমের বর্ণনায় নিম্নোক্ত শব্দ এসেছে ولا تأكل منها انت ولا احد من اهل رفقتك।[৫৪৮]

মুসলিম শরিফের টিকাকার আবু আবদুল্লাহ উব্বি মালেকি রহ. ইকমালু ইকমালিল মু'লিমে এর এই জবাব দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হুকুমটি দিয়েছিলেন উপকরণ খতম করা তথা রুদ্ধ করার জন্যে। যাতে লোকজন এতে (খাওয়ার লোভে) মরার আশঙ্কায় প্রথমেই জবাই না করে ফেলে।[৫৪৯]

---

[৫৪৮] ১/৪২৭, باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق। -সংকলক।

[৫৪৯] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫০৫। ফতহুল মুলহিমে আছে, আল্লামা তিবি রহ. বলেছেন, চাই ফকির হোক কিংবা ধনী। অবশ্য তাদেরকে এ কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে সুনিশ্চিতরূপে তাদের লোভের কারণে। যাতে ধ্বংস হওয়ার ছুতা পেশ করে কেউ এটিকে কোরবানি না করে। আল্লামা মাজরি রহ. বলেছেন, তিনি তাকে এ সম্পর্কে নিষেধ করেছেন শিথিলতা হতে বাঁচানোর জন্য। যাতে সময় আসার আগে শিথিলতা অবলম্বন করে কোরবানির পশু কোরবানি না করে। কুরতুবি রহ. বলেছেন, যদি তিনি লোকজনকে নিষেধ না করেন, তাহলে হতে পারে কেউ সামনে বেড়ে সময় আসার আগে কোরবানি করে ফেলবে। এটি হলো, সেসব জায়গার শামিল যেগুলো শরিয়তে এসেছে। এসব স্থানই ইমাম মালেক রহ.কে দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়ার উক্তি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এটি একটি বিরাট মূলনীতি। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ.ই কেবল সফলকাম হয়েছেন তার সূক্ষ্মদৃষ্টিতার কারণে। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার আল্লামা উসমানি রহ. বলেন, আমি বলবো, এটিকে আমাদের সাথিগণও প্রচুর পরিমাণে তাদের মাসায়েলে ব্যবহার করেছেন। والله اعلم (৩/৩৫৬, باب ما يفعل بالهدى اذا عطب في الطريق)। -সংকলক।

باب ما جاء في ركوب البدنة

অনুচ্ছেদ–৭২ : কোরবানির উটের ওপর আরোহণ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮১)

٩١٢ – عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ اِرْكَبْهَا وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ.

৯১২। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রহ. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কোরবানির উটনি হাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি এর ওপর আরোহণ করো। তখন সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটিতো কোরবানির উটনি। ফলে তিনি তাকে তৃতীয়বার কিংবা চতুর্থবারে বললেন, এর ওপর আরোহণ করো। তোমার ধ্বংস হোক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আবু হুরায়রা ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আনাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাব প্রমুখ একদল আলেম কোরবানির উটনির ওপর আরোহণের প্রয়োজন হলে তার ওপর সওয়ার হতে পারবে বলে অবকাশ দিয়েছেন। এটা ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, এর ওপর আরোহণে বাধ্য না হলে আরোহণ করবে না।

দরসে তিরমিযী

''عن[৫৫০] انس بن مالك رضــ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها، فقال : يا رسول الله! انها بدنة فقال له في الثالثة او في الرابعة اركبها ويحك او ويلك''

শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মতে প্রয়োজনের সময় কোরবানির উটনির ওপর আরোহণ করা বৈধ। তবে হানাফিদের মতে আরোহণ করা অবৈধ। অবশ্য বাধ্য হলে ব্যতিক্রম। সুফিয়ান সাওরি, শা'বি, হাসান বসরি, আতা রহ. প্রমুখেরও এ মাজহাবই[৫৫১]।

---

[৫৫০] সহিহ বোখারি : ১/২২৯, باب ركوب البدن, সহিহ মুসলিম : ১/৪২৬, باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن لحتاج إليها। -সংকলক।

[৫৫১] উটের ওপর সওয়ার হওয়া সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের প্রায় সাতটি মাজহাব আছে। ১. ব্যাপক আকারে বৈধ। উরওয়া ইবনে যুবায়র এবং জাহেরিয়াদের এই মাজহাবই। ইবনুল মুনজির রহ. এটিকে শায়খ আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। ২. আরোহণ করা ব্যাপক আকারে নয়, বরং প্রয়োজনের সময় বৈধ। (এ মাজহাবের সংগে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনাও মূল বক্তব্যে এসেছে।) ৩. ভীষণ প্রয়োজন অর্থাৎ অপারগতার সময় আরোহণ করা বৈধ। (এই মাজহাবের সংগে সংশ্লিষ্ট বিশদ বর্ণনা মূল বক্তব্যে এসেছে।) ৪. প্রয়োজন ব্যতীতও বৈধ, তবে মাকরূহ সহকারে। ৫. প্রয়োজন অনুপাতে আরোহণের বৈধতা। একজন যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে, তখন আরোহণ করতে পারে। কিছুটা আরাম অর্জন করার পর সওয়ারি হতে নেমে পড়াও আবশ্যক। এটা হলো, ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মাজহাব। এই মাজহাব এবং তৃতীয় মাজহাবটি প্রায় নিকটবর্তী। ৬. আরোহণ করা ব্যাপক আকারে নিষেধ। ইবনুল আরাবি রহ. আবু হানিফা রহ. থেকে এ মাজহাবটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে মন্দ বলেছেন। তবে আল্লামা আইনি রহ. ও হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এটি রদ করে দিয়েছেন। ৭. আরোহণ করা ওয়াজিব। ইবনে আবদুল বার রহ. এটি আহলে জাহের হতে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/২৯-৩০, باب ركوب البدن। -সংকলক।

হানাফিদের দলিল সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনার শব্দগুলো,

[৫৫২] ارتكبها بالمعروف اذا جئت اليها حتى تجد ظهر [৫৫৩]

بَابُ [৫৫৪] مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ

অনুচ্ছেদ–৭৩ প্রসংগ : মাথার কোনদিক হতে মুণ্ডন আরম্ভ করবে? (মতন পৃ. ১৮১)

৯১৩ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم الْجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَهُ ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ.

৯১৩। **অর্থ** : আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কংকর নিক্ষেপ করলেন, তখন তিনি তার কোরবানির পশু জবাই করেছেন। তারপর নাপিতকে তাঁর মাথার ডানপাশ দিলেন, সে তা মুণ্ডন করলো। তারপর তিনি তা আবু তালহা রা.কে দান করলেন। তারপর তাঁর বামপাশ দিলেন আবু তালহা রা.কে। ফলে তিনি তা মুণ্ডন করলেন। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি লোকজনের মাঝে বণ্টন করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আবি উমর-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-হিশাম সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেকে বলেছেন, বিদায় হজের সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল কেটেছিলেন হজরত খিরাশ ইবনে উমাইয়া রা.। অনেকে বলেছেন, মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর মাথা মুণ্ডিয়েছিলেন। আর এই দ্বিতীয় উক্তিটিই আসাহ। মূলত খিরাশ ইবনে উমাইয়া হুদায়বিয়ার সময় তাঁর মাথা মুণ্ডিয়ে দিয়েছিলেন।[৫৫৫]

দরসে তিরমিযী

মাথা মুণ্ডানোর মাসনুন পদ্ধতি কী?

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বুঝা গেলো, মাথা মুণ্ডনকালে যার মাথা মুণ্ডাবে তার মাথার ডান দিক হতে শুরু করা মুস্তাহাব। যেনো মাথা মুণ্ডানে ওয়ালার ডান দিক নয়, যার মাথা মুণ্ডানো হচ্ছে তার ডান দিক ধর্তব্য। আল্লামা নববি রহ. লিখেন, এটা আমাদের মাজহাব ও অধিকাংশের মত। আর আবু হানিফা রহ. বলেছেন, তার

---

[৫৫২] (باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها, ১/৪২৬)। -সংকলক।

[৫৫৩] তারপর যারা আরোহণকে বৈধ বলেন, তাদের মধ্যেও এ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে যে, এর ওপর মালপত্র উঠানো যাবে কিনা? ইমাম রহ.-এর মতে সামানপত্র তোলা অবৈধ। অধিকাংশের মতে বৈধ। এমনভাবে এই বিষয়েও বর্ণনা আছে যে, এর ওপর অন্যকে আরোহণ করাতে পারবে কিনা? অধিকাংশের মতে এর অবকাশ আছে। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে এরও অনুমতি নেই।-উমদা : ১০/৩০। তারপর কাজি ইয়াজ রহ. এর ওপর ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, এটাকে ভাড়ায় দিতে পারবে না। -ফতহুল বারি : ৩/৪৩০, باب ركوب البدن। -সংকলক।

[৫৫৪] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৫৫৫] উমদাতুল কারি : ৩/৩৮, كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان। -সংকলক।

বাম দিক হতে শুরু করবে।[৫৫৬] যার অর্থ হলো, আবু হানিফা রহ.-এর মতে যার মাথা মুণ্ডানো হচ্ছে, তার বাম দিক হতে শুরু করা হবে। যেনো তাঁর মতে মুণ্ডনকারির ডান দিক ধর্তব্য। যার মাথা মুণ্ডানো হচ্ছে তার ডান দিক নয়। এটা এ অনুচ্ছেদের হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কেনোনা, এতে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাথার ডান দিক হতে প্রথমে চুল কাটাতেন। এজন্য শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন,

وهذا يفيد ان السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق رأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا هو الصواب[৫৫৭]

এ থেকে বুঝা যায়, মাথা মুণ্ডনের ক্ষেত্রে যার মাথা মুণ্ডানো হচ্ছে তার ডান দিক হতে শুরু করা সুন্নত। মাজহাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে এটা তার বিপরীত। আর এটাই সঠিক।

তবে প্রধান হলো, আবু হানিফা রহ. কর্তৃক এই উক্তি হতে প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত। তাঁর মাজহাবও অধিকাংশের মতো। যেমন, শায়খ আল্লামা ইবনে আবিদিন রহ. ফাতাওয়া শামিতে[৫৫৮] বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনা নিরসের একটি পন্থা এই হতে পারে যে, মাথা মুণ্ডনকারি যার মাথা মুণ্ডন করা হচ্ছে তার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে চুল কাটবে। তখন মুণ্ডনকারির ডান দিক এবং যার মাথা মুণ্ডন করা হচ্ছে তারও ডান দিক হতে শুরু করার ওপর আমল হয়ে যাবে।

চুল মুবারক বণ্টন ও দান সম্পর্কে বর্ণনা

এ অনুচ্ছেদের হাদিস হতে মন এদিকে দ্রুত যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান ও বাম উভয় দিকের চুল হজরত আবু তালহা রা.[৫৫৯] কে দিয়েছিলেন। মুসলিমের বর্ণনায়ও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে।[৫৬০] আবু আওয়ানার বর্ণনা দ্বারাও [৫৬১] এদিকেই মন যায়। তবে আবু বকর ইবনে আবু শায়বা রহ. হাফস

---

[৫৫৬] দ্র., শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪২১, باب بيان السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق। -সংকলক।

[৫৫৭] দেখুন ফতহুল কাদির : ২/১৭৭, বাবুল এহরাম। -সংকলক।

[৫৫৮] এজন্য শায়খ ইবনে হুমাম রহ.-এর উক্তি– 'এটাই সঠিক বর্ণনা করার পর বলেন, আমি বলবো, মুলতাকাতে ইমাম সাহেব হতে যে বর্ণনা আছে সেটি এর অনুকূল। তাতে রয়েছে, আমি আমার মাথা মুণ্ডিয়েছি। আমার নাপিত আমার তিনটি বিষয়ে ভুল ধরেছেন। আমি যখন বসেছি তখন সে বলেছে, আপনি কেবলার দিকে মুখ করুন। আমি তাকে বামদিক কামানোর জন্য দিয়েছি। তখন সে বললো, আপনি ডানদিক হতে শুরু করুন। আমি যখন যেতে চাইলাম তখন সে বললো, আপনার চুল দাফন করে ফেলুন। তখন আমি ফিরার সময় তা দাফন করে ফেললাম। নহর। অর্থাৎ এর দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম সাহেব মাথা মুণ্ডানেওয়ালার উক্তির দিকে রুজু করেছেন। এজন্য এ অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, এটাই পছন্দনীয় মত। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য সেখানে দ্র.। (২/১৮২, تنبيه تحت (قوله : وحلقه الكل أفضل ولو أزاله بنحو نورة جاز)। -সংকলক।

[৫৫৯] হজরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর মাতা হজরত উম্মে সুলায়ম রা.-এর স্বামী।-মা'আরিফ : ৬/৫১২। -সংকলক।

[৫৬০] মুসলিমের বর্ণনা নিম্নেযুক্ত– আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁর কোরবানির পশু কোরবানি করলেন এবং মাথা মুণ্ডালেন– নাপিতকে তাঁর ডানদিক দিয়েছিলেন। তখন সে তা মুণ্ডিয়েছিলো। তারপর আবু তালহা আনসারি রা.কে ডাকলেন। তাকে মাথার সে অংশ মুণ্ডাতে দিলেন। তারপর তাকে বামদিক মুণ্ডাতে দিলেন। তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডাও। তারপর মাথা মুণ্ডালেন। তারপর আবু তালহা রা.কে তা (চুল) দিয়ে বললেন, এগুলো লোকজনের মাঝে বণ্টন করে দাও। (১/৪২১, باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي الخ)। -সংকলক।

[৫৬১] মূল শব্দ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপিতকে মাথা মুণ্ডানোর নির্দেশ দিলেন। সে তাঁর মাথা মুণ্ডালো এবং

ইবনে গিয়াস হতে যে হাদিস বর্ণনা করেন তাতে আছে নিম্নেযুক্ত শব্দাবলি,

قال للحلاق : ها، واشار بيده الى جانب الايمن هكذا فقسم شعره بين من يليه، قال : ثم اشار الى الحلاق والى جانب الايسر فحلقه فاعطاه ام سليم[৫৬২]،

'মাথা মুণ্ডনকারিকে তিনি বললেন, এটা এবং তাঁর হাতে ডান দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারপর তিনি তাঁর আশপাশে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে চুল ভাগ করে দিলেন। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তিনি মাথা মুণ্ডনকারির দিকে এবং বাম দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারপর মাথা মুণ্ডন করলেন। তারপর উম্মে সুলায়ম রা.কে তা দিলেন। এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, ডান দিকের চুল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আর বাম দিকের চুল দিয়েছিলেন উম্মে সুলায়ম রা.কে। এভাবে এ দুটি বর্ণনা পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়। এমনভাবে আবু কুরাইব-হাফস ইবনে গিয়াস সূত্রে বর্ণিত,

فبدأ بالشق الايمن، فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالايسر فصنع مثل ذلك، ثم قال : هاهنا ابو طلحة، فدفعه الى ابى طلحة[৫৬৩]

'তারপর ডান দিক হতে শুরু করে তিনি একটি ও দুটি চুল করে লোকজনের মাঝে বণ্টন করলেন। তারপর বাম দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারপর অনুরূপ করলেন। তারপর বললেন, আরে এখানে আবু তালহা রা. আছে।

তারপর আবু তালহাকে তা দিলেন।

এ হতে বুঝা যায়, ডান দিকের চুল তিনি একটি একটি দুটি দুটি করে বণ্টন করেছিলেন। আর বাম দিকের চুল দিয়েছিলেন হজরত আবু তালহা রা.কে। এমনিভাবে সমস্ত বর্ণনায় এক ধরনের বিরোধ হয়ে যায়।

তবে আল্লামা আইনি রহ.-এর এই জবাব দিয়েছেন যে, আসলে উভয় দিকের চুল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহাকে দিয়েছিলেন। তারপর ডান দিকের চুল তো হজরত আবু তালহা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নির্দেশে (একটি দুটি করে) লোকজনের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। আর বাম দিকের চুল তাঁর নির্দেশে স্বীয় স্ত্রী হজরত উম্মে সুলায়ম রা.কে দিয়েছিলেন।

তবে একটি প্রশ্ন এই হতে যায় যে, মুসলিমের এক বর্ণনা নিম্নেযুক্ত শব্দে বর্ণিত আছে,

ناول الحالق شقه الايمن فحلقه، ثم دعا ابا طلحة الانصاري فأعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر، فقال : احلق، فحلقه، فاعطاه ابا طلحة، فقال : اقسمه بين الناس[৫৬৪]

তিনি আবু তালহা রা.কে ডানদিক দিলেন। তারপর তিনি অপর (দিকের) চুল মুণ্ডালেন। তারপর তিনি তা মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। -উমদা : ৩/৩৮, كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان। -সংকলক।

[৫৬২] সহিহ মুসলিম : ১/৪২১, باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي الخ। -সংকলক।

[৫৬৩] সূত্রে ঐ। -সংকলক।

[৫৬৪] উমদাতুল কারি : ৩/৩৮ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان।

ওপরযুক্ত সামঞ্জস্য বিধানের আলোকে এই নিসবত বা সম্বন্ধ করাও ঠিক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক হজরত আবু তালহা রা. বণ্টন করেছেন। আর এই সম্বন্ধও ঠিক যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বণ্টন করেছেন। (কারণ, বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই) এবং এই সম্বোধনও ঠিক যে, বামদিকের চুল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা রা.কে দিয়েছেন। (কারণ, এটা সরাসরি তিনি তাকেই দিয়েছিলেন)। এই সম্বোধনও ঠিক যে, বাম দিকের

'মাথা মুণ্ডনকারিকে তিনি দিলেন তার ডান দিক। ফলে তিনি তা মুণ্ডিয়ে দিলেন। তারপর আবু তালহা আনসারি রা.কে ডাকলেন। তারপর তাঁকে তা দিলেন। তারপর বাম দিক তাকে দিলেন। বললেন, তুমি মুণ্ডন করো। ফলে তিনি তা মুণ্ডন করলেন। আর তা দিলেন আবু তালহা রা.কে। এরপর বললেন, এটা বণ্টন করে দাও লোকজনের মাঝে।'

এই বর্ণনা দ্বারা মন এদিকে দ্রুত যায় যে, বাম দিকের চুল বণ্টন করা হয়েছিলো। অথচ পেছনে বর্ণনাগুলো দ্বারা স্পষ্ট এটাই ছিলো যে, ডান দিকের চুল বণ্টন করা হয়েছিলো।

এর জবাব হলো, সামঞ্জস্য বিধানের জন্য اقسمه শব্দের জমিরে মনসুবকে শিককে আয়মানের দিকে ফিরানো হবে। যদিও তখন মারজি' দূরবর্তী এবং স্পষ্ট বিষয়ের বিপরীত।[৫৬৫]

ফায়েদা : এ অনুচ্ছেদের হাদিস এবং এ ধরনের অন্যান্য বর্ণনা সলফে সালেহিনের তাবাররুক সম্পর্কে মূলের মর্যাদা রাখে। বোখারিতে[৫৬৬] ইবনে সিরিন রহ. হতে বর্ণিত,

''قال : قلت لعبيدة[৫৬৭] : عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس، فقال : لان تكون عندى شعرة منه احب الى من الدنيا وما فيها''

'তিনি বলেন, আমি উবায়দাকে বললাম, আমাদের নিকট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক আছে। আমরা এটি আনাস রা. কিংবা তার পরিবারের পক্ষ হতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, আমার নিকট তাঁর একটি চুল থাকা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা অনেক প্রিয়।'

তাছাড়া হজরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন হজরত আবু তালহা রা. চুল মুবারক বণ্টন করছিলেন, তখন তিনি তার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপালের কয়েকটি চুল নিয়ে নিয়েছিলেন। যেগুলো তিনি স্বীয় টুপির মধ্যে লাগিয়ে ফেলেছিলেন। এই টুপি পরিধান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন এবং বিজয় লাভ করতেন।[৫৬৮] ইয়ামামার যুদ্ধে এই টুপি পড়ে গিয়েছিলো। তখন হজরত খালেদ রা. এটা অর্জনের জন্য নিজের জানকে এমন আশঙ্কায় ফেলে দেওয়ার ফলে সাহাবায়ে কেরাম তার ওপর প্রশ্ন তুলেছেন। তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, اني لم افعل ذلك لقيمة القلنسوة. لكن كرهت ان تقع بايدي المشركين وفيها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم''

'আমি টুপির মূল্যের কারণে করিনি এটা। এই টুপি মুশরিকদের হাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল থাকা অবস্থায় পড়ুক আমি তা পছন্দ করিনি[৫৬৯]।

চুল মুবারক হজরত উম্মে সুলায়ম রা.কে দিয়েছিলেন। (কারণ, তাকেই দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো। যদিও হজরত আবু তালহা রা.-এর মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে)। -সংকলক।

[৫৬৫] দ্র., ফতহুল মুলহিম : ৩/৪০, باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي الخ। -সংকলক।

[৫৬৬] ১/২৯, كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان। -সংকলক।

[৫৬৭] শব্দটি কারিমাতুন এর ওজনে। একজন সুমহান মুখাজরাম তাবেয়ি। দ্র., তাকরিবুত তাহজিব : ১/৫৪৭, নং ১৫৯৮। তাঁর একটি নাম উল্লেখ করেছেন আবিদা। আইনের ওপর জবর। -সংকলক।

[৫৬৮] দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫১২। -সংকলক।

[৫৬৯] উমদাতুল কারি : ৩/৩৭, باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان। -সংকলক।

بَابُ ٥٧٠ مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ

অনুচ্ছেদ–৭৪ : মাথা মুণ্ডানো এবং চুল ছাঁটা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮১)

٩١٤ – عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

৯১৪। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডিয়েছেন এবং মাথা মুণ্ডিয়েছেন তাঁর একদল সাহাবিও। আর অনেকে মাথার চুল ছেঁটেছেন। ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হতে দুইবার বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাথা মুণ্ডনকারিদের প্রতি রহম করুন। তারপর বলেছেন, আর যারা মাথা ছেঁটেছে তাঁদের প্রতি রহম করুন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, ইবনে উম্মুল হুসাইন, মালিব, আবু সায়িদ, আবু মারইয়াম, হুবশি ইবনে জুনাদা ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা পুরুষের জন্য মাথা মুণ্ডানো পছন্দ করেছেন। আর যদি মাথা ছাঁটায় তবে এটাও তারা যথেষ্ট মনে করেন। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটা।

দরসে তিরমিযী

عن[৫৭১] ابن عمر رضـــ قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم''

চুল ছাঁটা অপেক্ষা মাথা মুণ্ডানো আফজাল, এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহ.সহ জমহুরের ঐকমত্য আছে যে, মাথা মুণ্ডানো এবং চুল ছাঁটা হজ ও ওমরার রোকন ও আহকামের শামিল। এগুলো ব্যতীত হজ ও ওমরার কোনোটি পূর্ণাঙ্গ হয় না। অবশ্য ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর একটি নগণ্য বর্ণনা এই যে, এ দুটো শুধু নিষিদ্ধ জিনিসকে হালালকারি ইবাদত এবং হজের আহকামের শামিল নয়। - شرح نبوى على صحيح مسلم।[৫৭২]

তারপর মাথা মুণ্ডানো ও চুল ছাঁটার ওয়াজিব পরিমাণ সম্পর্কে ফুকাহায়ে বর্ণনা হলো, পূর্ণ মাথা (মুণ্ডানো

---

[৫৭০] এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৫৭১] সহিহ বোখারি : ১/২৩৩, باب الحلق والتقصير عند الإحلال, সহিহ মুসলিম : ১/৪২০, باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير। -সংকলক।

[৫৭২] ১/৪২০, باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير। -সংকলক।

কিংবা ছাঁটা) ওয়াজিব। ইমাম মালেক রহ.-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো, মাথার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুণ্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ রহ.-এর দ্বিতীয় বর্ণনাও অনুরূপ। আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে অর্ধমাথা মুণ্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। আবু হানিফা রহ.-এর মতে মাথার চার ভাগের এক ভাগ মুণ্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে তিনটি চুল মুণ্ডানো কিংবা ছাঁটা যথেষ্ট। অথচ ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর অনেক ছাত্রের মতে মাথা মাসেহের মতো শুধু একটি চুল মুণ্ডন কিংবা ছাঁটা যথেষ্ট হবে।[৫৭৩]

এই মতপার্থক্যের বুনিয়াদ মূলত আরেকটি মৌলিক উসুলের ওপর। সেটি হলো, শরিয়ত প্রবর্তক যখন এমন কোনো কাজের নির্দেশ দেন, যেটি কোনো স্থানের সংগে সম্পৃক্ত, তখন কতটুকু পরিমাণে সে নির্দেশ তামিলের দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে পারবে? ইমাম মালেক রহ.-এর মতে তখন পূর্ণ স্থান পূর্ণ করা আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে সেকাহ একটি পরিমাণ অর্থাৎ, এক-চতুর্থাংশ যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে ব্যাপক জিনিসের কোনো অংশই যথেষ্ট হবে।[৫৭৪]

তারপর শাফেয়ি ও হানাফিদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, মাথা মুণ্ডানো ও চুল ছাঁটা উভয় সুরতে পুরো মাথাই আফজাল।[৫৭৫]

চুল ছাঁটার সুরতে হানাফিদের মতে (গভীরতার দিকে লক্ষ্য করে) একটি আঙুলের মাথা পরিমাণ কিংবা এর চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণ চুল কাটা আবশ্যক। অথচ শাফেয়িদের মতে এক আঙুলের মাথা পরিমাণ চুল কাটা আফজাল ও মুস্তাহাব। এর কম কাটলেও যথেষ্ট হবে।[৫৭৬]

তারপর মাথা মুণ্ডানোর (এমনভাবে মাথা ছাঁটার) সময় হলো, আইয়ামে নহর (কোরবানির দিন সমূহ) এবং স্থান হলো, হেরেম শরিফ। এটা আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব। যেনো তাঁর মতে মাথা মুণ্ডানো সুনির্দিষ্ট কালো ও সুনির্দিষ্ট স্থানের সংগে বিশেষিত। আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে না কোনো সময়ের সংগে বিশেষিত, না কোনো স্থানের সংগে। মুহাম্মদ রহ.-এর মতে স্থানের সংগে খাস, সময়ের সংগে নয়। মতপার্থক্যের ফল তখন প্রকাশ পাবে, যখন কোনো ব্যক্তি আইয়ামে নহরের পর কিংবা হেরেম শরিফের বাইরে মাথা মুণ্ডায়। তবে আবু হানিফা রহ.-এর মতে উভয় সুরতে দম ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে হেরেমের বাইরে করলে দম দিতে হবে। মাথা মুণ্ডানো আইয়ামে নহরের পরে করার ফলে দম আসবে না। ইমাম জুফার রহ.-এর মতে আইয়ামে নহরের পর মাথা মুণ্ডালে দম আসবে। তবে দম আসবে না হেরেমের বাইরে মাথা মুণ্ডালে।[৫৭৭]

---

[৫৭৩] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদা : ১০/৬৩, باب الحلق والتقصير عند الاحلال, ফতহুল বারি : ৩/৪৫০, باب الحلق والتقصير عند الاحلال, শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪২০। -সংকলক।

[৫৭৪] প্রকাশ থাকে যে, আবু হানিফা রহ.-এর তে এক-চতুর্থাংশ ধর্তব্যে আনার বিষয়টি একটি মূলনীতির মর্যাদা রাখে। বহু মাসআলায় তাঁর মতে এটি ধর্তব্য। আবু হানিফা রহ.-এর মূলনীতির সমর্থন ওসিয়তের হাদিস দ্বারা হয়। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়তের অনুমতি দিয়েছেন। তবে সংগে সংগেই বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়তের অনুমতি দিয়েছেন। তবে সংগে সংগেই বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ প্রচুর। দ্র., সহিহ বোখারি : ১/৩৮৩, كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته اغنياء خير من أن يتكففوا الناس। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, এক-তৃতীয়াংশ প্রচুর এবং একটি সেকাহ অংশ হলো, এক-তৃতীয়াংশের কম। সেটি হলো, চর্তুথাংশ। -সংকলক।

[৫৭৫] শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪২০, باب تفضيل الحلق على التقصير। -সংকলক।

[৫৭৬] দ্র., আল বাহরুর রায়েক : ২/৩৪৬, لواخر باب الإحرام, শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪২০, باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير। -সংকলক।

[৫৭৭] দ্র., বাদায়িউস সানায়ে' : ২/১৪১, فصل وأما بيان زمانه ومكانه। -সংকলক।

তারপর যদি কারো মাথায় চুল না থাকে, তবে তার উচিত স্বীয় মাথার ওপর ক্ষুর[৫৭৮] ঘুরিয়ে নেওয়া। কেনোনা, সামর্থ্য পরিমাণ হুকুম তামিল করা আবশ্যক।

মহিলাদের মাথা মুণ্ডানোর হুকুম নেই। বরং শুধু চুল ছাঁটা বিধিবদ্ধ। মাথা মুণ্ডানো তাদের জন্য মাকরূহ তাহরিমি। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাথা মুণ্ডাতে নিষেধ করেছেন। এজন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলি রা. হতে বর্ণিত, ''قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها''

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে মাথা মুণ্ডাতে নিষেধ করেছেন।'

হজরত আয়েশা রা. হতে পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ ধরনের একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তাছাড়া মহিলার জন্য মাথা মুণ্ডানো এক ধরনের বিকৃতি। অতএব, মহিলার জন্যে বিধিবদ্ধ হলো, চুল ছেঁটে ফেলা[৫৭৯] এক আঙুলের মাথা পরিমাণ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ–৭৫ : মাথা মুণ্ডানো মহিলাদের জন্য নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮২)

٩١٥ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

৯১৫। **অর্থ :** হজরত আলি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

٩١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ خَلَّاسٍ : نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (عَنْ عَلِيٍّ)

৯১৬। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ...খিলাস সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে 'আলি রা. হতে' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি রা.-এর হাদিসটিতে ইজতেরাব আছে। এ হাদিসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা-কাতাদা-আয়েশা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার মাথা মুণ্ডাতে নিষেধ করেছেন। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মহিলার মাথা মুণ্ডনের মত পোষণ করেন না। তাঁরা মত পোষণ করেন যে, মহিলার দায়িত্ব হলো চুল ছাঁটা।

---

[৫৭৮] কারণ, হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, যিনি কোরবানির দিন এমন অবস্থায় আসেন যে তার মাথায় চুল নেই, তবে তার মাথায় ক্ষুর চালিয়ে নিবে। কুদুরি রহ. এ হাদিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, যখন কেউ প্রকৃত অর্থে মাথা মুণ্ডাতে অক্ষম, তখন সে মাথা মুণ্ডানেওয়ালাদের সংগে সাদৃশ্য অবলম্বনে অক্ষম নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন সম্প্রদায়ের সংগে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদেরই দলভুক্ত। -বাদায়িউস সানায়ে' : ২/১৪০, وأما الحلق أو التقصير। -সংকলক।

[৫৭৯] দ্র., বাদায়ি' : ২/১৪১। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَّذْبَحَ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَّرْمِيَ

অনুচ্ছেদ–৭৬ প্রসংগ : যে জবাই করার আগে মাথা মুণ্ডন করেছে কিংবা পাথর নিক্ষেপের আগে কোরবানি করেছে (মতন পৃ. ১৮২)

٩١٧ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ فَقَالَ اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَسَأَلَهُ آخَرُ فَقَالَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ.

৯১৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমি জবাই করার আগে মাথা মুণ্ডন করেছি। জবাবে তিনি বললেন, জবাই করো কোনো গোনাহ নেই। আরেক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমি পাথর নিক্ষেপের আগে কোরবানি করেছি। জবাবে তিনি বললেন, কোনো গোনাহ নেই পাথর নিক্ষেপ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, জাবের, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও ওসামা ইবনে শরিক রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। আর অনেক আলেম বলেছেন, যখন কেউ হজের কোনো হুকুম অন্য হুকুমের আগে সম্পাদন করবে তার ওপর দম আবশ্যক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

অনুচ্ছেদ–৭৭ : জিয়ারতের আগে হালাল অবস্থায় সুগন্ধ ব্যবহার করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮২)

٩١٨ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَبْلَ أَنْ يُّحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ.

৯১৮। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর এহরামের আগে এবং কোরবানির দিন বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফের আগে মিশ্‌কযুক্ত সুগন্ধি লাগিয়েছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদীসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মনে করেন মুহরিম যখন জামরায়ে আকাবাতে কোরবানির দিন কংকর নিক্ষেপ করে এবং জবাই ও মাথা মুণ্ডন করে কিংবা মাথা ছাটে,

তখন তার ওপর যেসব জিনিস হারাম হয়েছিলো সেগুলো সব হালাল হয়ে যায়, শুধুমাত্র রমণী (সম্ভোগ) ব্যতীত। এটি ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, তার জন্য শুধু রমণী ও সুগন্ধি ব্যতীত সবকিছুই হালাল হয়ে যায়। এ মত পোষণ করেন সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম। কুফাবাসীর মত এটিই।

দরসে তিরমিযী

''عن[৫৮০]عائشة رضـــ قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم''

অধিকাংশের মতে এহরামের নিকটবর্তী আগে সব ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার বিনা মাকরূহ বৈধ।[৫৮১] এ অনুচ্ছেদের হাদিস তাদের দলিল।

ইমাম মালেক রহ.-এর মতে মুহরিমের জন্য এহরামের আগে এমন সুগন্ধি লাগানো মাকরূহ, যার আছর এহরামের পরেও অবশিষ্ট হতে যায়। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এরও এ মতই। ইমাম তাহাবি রহ.ও এটাই অবলম্বন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম হতে হজরত উমর, উসমান, ইবনে উমর রা. প্রমুখেরও এটাই মাজহাব।[৫৮২]

ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك

মাথা মুণ্ডানোর পর তাওয়াফে জিয়ারতের আগে সব ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করা অধিকাংশের মতে বিনা মাকরূহ বৈধ।

মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, যেমনভাবে তাওয়াফে জিয়ারতের আগে স্ত্রী সংগম অবৈধ, এমনভাবে সুগন্ধি ব্যবহারও অবৈধ। ইমাম আহমদ রহ.-এরও একটি বর্ণনা এমনটি।[৫৮৩]

তাঁর দলিল তাহাবি রহ. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস,

عن ام قيس بنت محصن رضـــ قالت: دخل علي عكاشة بن محصن واخر في منى مساء يوم الاضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب، فقلت: ما لكما، فقالا : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : من لم يفض الى البيت من عشية هذه فليدع الثياب و الطيب[৫৮৪]

---

[৫৮০] সহিহ বোখারি : ১/২০৮, باب الطيب عند الإحرام, সহিহ মুসলিম : ১/৩৭৮, باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن الخ। -সংকলক।

[৫৮১] চাই সুগন্ধি এহরামের পর বাকি থাকুক। যেমন, মিশ্ক কিংবা এর আছর অবশিষ্ট থাকে। যেমন, উদ তথা সুঘ্রাণ জাতীয় একটি কাঠবিশেষ, কিংবা আরকে গোলাপ (গোলাপ জল) ইত্যাদি, আর চাই অবশিষ্ট নাই থাকুক না কেনো।- উমদা : ৯/১৫৬, باب الطيب عند الإحرام। -সংকলক।

[৫৮২] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫২৫। তাছাড়া দ্র., উমদা : ৯/১৫৬। তাঁদের দলিলসমূহর জন্য দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩০৮-৩১১, باب الطيب عند الإحرام। -সংকলক।

[৫৮৩] দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৯৩, باب الطيب تعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة। -সংকলক।

[৫৮৪] শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৫৬, باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم। -সংকলক।

উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান রা. বলেন, আমার নিকট ওকাশা ইবনে মিহসান রা. ও অন্য এক
ব্যক্তি করলেন মিনায় কোরবানির দিন বিকালে। তখন তাঁরা তাদের পোশাক খুলে ফেললেন এবং সুগন্ধি
পরিহ লন। আমি বললাম, আপনাদের কি হয়েছে। জবাবে তারা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াস মাদেরকে বললেন, যে এদিন বিকেলে ঘরে পৌঁছবে না, সে যেনো পোশাক এবং সুগন্ধি পরিহার
করে। শের দলিল আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপরযুক্ত বাক্য।[৫৮৫]
ইং হয়ার কারণে উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান রা.-এর বর্ণনাটি আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ
অনুচ্ছে ।সের মোকাবিলা করতে পারে না।[৫৮৬]

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضـــ انه قال : حل له كل شئ الا النساء والطيد ند ذهب

بعض اهل العلم الى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم ''و هو قول اهل الكوفة''

তিরমিযী রহ.-এর বর্ণনায় আহলে কুফা দ্বারা উদ্দেশ্য আবু হানিফা এবং তাঁর ছাত্র না। বরং অন্যান্য কুফাবাসী।[৫৮৮] কারণ, এ অনুচ্ছেদে হানাফিদের মাজহাব অধিকাংশের মতো। অর্থাৎ স্ত্রী (সংগম) ব্যতীত

---

[৫৮৫] আয়েশা রা.-এরই আরেকটি বর্ণনা তাদের দলিল। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা পাথর নিক্ষেপ করো এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলো তখন তোমাদের জন্য সুগন্ধি, কাপড় ও সবকিছুই হালাল হয়ে যায়, শুধুমাত্র রমণী ব্যতীত।

-শরহে মা'আনিল আছারর : ১/৩৫৬, باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم।

এই বর্ণনাটিতে যদিও একজন বর্ণনাকারি আছেন হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, যার ব্যাপারে কালাম আছে, কিন্তু যেহেতু অধিকাংশের মতে তিনি গ্রহণযোগ্য, এজন্য কোনো অসুবিধা নেই। দ্র. উমদা : ১০/৯৪, باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة।

ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনাও অধিকাংশের দলিল। তিনি বলেন, যখন তোমরা পাথর নিক্ষেপ করে ফেলো তখন তোমাদের জন্য রমণী ব্যতীত সবকিছুই হালাল হয়ে যায়। সে সময় এক ব্যক্তি তাকে বললো, সুগন্ধিও? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি তাঁর মাথায় মিশ্‌ক মেখেছেন। এটা কি সুগন্ধি? এই বর্ণনার সংগে সংশ্লিষ্ট। দ্র., উমদা : ১০/৯৪। -সংকলক।

[৫৮৬] যেমন, আইনি উমদাতুল কারিতে (১০/৯৪) এবং তাহাবি শরহে মা'আনিল আছারে (১/৩৫৬, باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم) বলেছেন। -সংকলক।

[৫৮৭] হজরত উমর রা.-এর এই আছরটি মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ এভাবে বর্ণিত আছে। মালেক-নাফে'-আবদুল্লাহ ইবনে দিনার-আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত। হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. আরাফাতে লোকজনের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি তাদেরকে হজের বিষয় শিক্ষা দিলেন এবং তাঁর বক্তব্যে তিনি এটিও বলেছেন, 'তারপর তোমরা মিনায় এসে গেছ। তারপর যে আকাবার নিকট অবস্থিত জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে, তাঁর জন্য তার ওপর হারাম সবকিছুই হালাল হয়ে যাবে শুধুমাত্র রমণী ও সুগন্ধি ব্যতীত। বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করার আগে কেউ রমণী এবং সুগন্ধি স্পর্শ করবে না। দ্র., (২৩১-২৩২, باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر)। -সংকলক।

[৫৮৮] বাস্তবে এই অপর আহলে কুফা কারা এ সম্পর্কে আমি অনেক অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। বিন্নৌরি রহ. এ আহলে কুফা বাস্তব ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানি রহ.কে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি লিখেন, ইমাম তিরমিযী রহ. যে অবৈধতাকে আহলে কুফায় মাজহাব বলে উল্লেখ করেছেন, এটা কুফাবাসী আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রগণের মাজহাব নয়। বরং এটি হলো, আবু হানিফার ছাত্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানি রহ.-এর মাজহাব। যেমন, এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ রহ. মুয়াত্তায় সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, উমর ফারুক রা.-এর আছর বর্ণনা করার পর। তারপর তিনি বলেছেন, এর ওপর আমরা আমল করি। তিনি বলেন, তবে আবু হানিফা রহ. এতে কোনো অসুবিধা মনে করতেন না।

বিন্নৌরি রহ. লিখেন, ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মুয়াত্তার এবারত এমনই। শায়খ মুবারকপুরি রহ. তুহফাতুল আহওয়াজিতে (২/১১০ সংকলক) মুয়াত্তার বরাত দিয়ে যা উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর এবারত উদ্ধৃতিতে ভুল করেছেন। আমি জানি না, কি কারণে তিনি এই ভুল করেছেন। মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫২৬, বিন্নৌরি ছাপায় : ৬/২৯২। তবে বাহ্যত এখানে হজরত বিন্নৌরি রহ.-এর সামান্য ভুল হয়ে গেছে। সহিহ এটা যে, আহলে কুফা এর বাস্তব উদ্দেশ্য ইমাম মুহাম্মদ রহ. নন। বরং এই মাসআলাতে তিনি আবু হানিফার ও অধিকাংশের সংগে আছেন। মূলত এখানে দুটি মাসআলা আছে। (যেমন, মূল বক্তব্যেও এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।)

১. এহরামের আগে সুগন্ধি ব্যবহার : আবু হানিফা রহ. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম এর বৈধতার প্রবক্তা। অথচ ইমাম মুহাম্মদ ইমাম মালেক রহ.-এর সংগে। তিনি এটাকে মাকরূহ সাব্যস্ত করেন। (কিন্তু এ মাকরূহ শুধু সে সুরতেই যখন সুগন্ধির আছর এহরামের পরেও অবশিষ্ট থাকে)।

২. মাথা মুণ্ডানোর পর তাওয়াফে জিয়ারতের আগে সুগন্ধি ব্যবহারের মাসআলা : এই মাসআলাতেও আবু হানিফা রহ. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম বৈধতার প্রবক্তা। বরং ইমাম মুহাম্মদ রহ.ও গরিষ্ঠের সংগেই আছেন। অবশ্য মালেক রহ. এই মাসআলাতেও বৈধতার পক্ষে না।

তারপর এই অনুচ্ছেদে ইমাম তিরমিযী রহ.-এর নিম্নেযুক্ত এবারত,

وقد روي عن عمر بن الخطاب (رض) انه قال: حل له كل شئ إلا النساء والطيب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول اهل الكوفة

সম্পর্কে স্পষ্ট বিষয় হলো, এটি দ্বিতীয় মাসআলা তাওয়াফে জিয়ারতের আগে মাথা মুণ্ডানোর পরে সুগন্ধি ব্যবহারের সংগে সম্পৃক্ত। মুহাম্মদ রহ. যেহেতু এই মাসআলাতে গরিষ্ঠের সংগেই আছেন, সেহেতু বাস্তবে তিনি আহলে কুফা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেনোনা, এটি অধিকাংশের বিপরীতে অনেকের মাজহাবের বর্ণনা। আর গরিষ্ঠের মাজহাব তিরমিযী রহ.,

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله علسه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ونبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيئ حرم عليه إلا النساء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

এবারতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এরও মাজহাব এটাই।

মা'আরিফু সুনানে (৬/৫২৬, বিন্নৌরি ছাপায় ৬/২৯২) মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ সূত্রে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর যে এবারত উল্লেখ করা হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করা ঠিক নয়। কেনোনা, এখানে আলোচনা চলছে মাথা মুণ্ডানোর পর তাওয়াফে জিয়ারতের আগে সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে। ইমাম তিরমিযী রহ.-এর উক্তি وهو قول اهل الكوفة ও এই মাসআলার সংগে সম্পৃক্ত। অথচ হজরত বিন্নৌরি রহ. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদের যে এবারত বর্ণনা করেছেন সেটি এহরামের আগে সুগন্ধি ব্যবহার সম্পৃক্ত।

মূলত ইমাম মুহাম্মদ রহ. মুয়াত্তায় এহরামের আগে সুগন্ধি ব্যবহার এবং মাথা মুণ্ডানোর পর তাওয়াফে জিয়ারতের আগে সুগন্ধি ব্যবহার এ দুটো বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন দুটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। প্রথম মাসআলার ওপর باب من تطيب قبل أن يحرم (২০২-২০৩)। এই অনুচ্ছেদে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর শব্দগুলো নিম্নরূপ– قال محمد: وبهذا نأخذ، لا أرى أن يتطيب المحرم حين يريد الإحرام إلا أن يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك، وأما أبو حنيفة فإنه كان لا يرى به بأسا

আর দ্বিতীয় মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ রহ. অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন নিম্নরূপ– باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر (২৩১-২৩২)। এ অনুচ্ছেদে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এবারত নিম্নরূপ– قال محمد : وبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت وندع ما روى عمرو ابن عمر رضي سالله عنهما، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا

তিরমিযী রহ.-এর উক্তি وهوقول أهل الكوفة এর সম্পর্ক দ্বিতীয় মাসআলার সংগে। অথচ এর অধীনে মা'আরিফুস সুনানে ইমাম মুহাম্মদ র-এর প্রথম মাসআলার সংগে সংশ্লিষ্ট ইবারত উদ্ধৃত হয়েছে।

বিন্নৌরি রহ.-এর নজরে মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদের দ্বিতীয় মাসআলার সংগে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ এবং এর قال محمد ইবারত পড়েনি। তা না হলে তিনি وهو قول أهل الكوفة এর বাস্তব উদ্দেশ্য ইমাম মুহাম্মদ রহ.কে সাব্যস্ত করতেন না। সুতরাং সতর্ক হওয়া উচিত। والله اعلم وعلمه أتم واحكم রশিদ আশরাফ।

সবকিছুই তার জন্য বৈধ। মাথা মুণ্ডানোর পর সুগন্ধি ব্যবহার অবৈধ হওয়া সম্পর্কে মালেক রহ.-এর একটি শক্তিশালী দলিল মুসতাদরাকে হাকেমে[৫৮৯] বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা.-এর হাদিস। তিনি বলেন,

من سنة الحج ان يصلى الامام الظهر والعصروالمغرب والعشاء الاخرة والصبح بمنى، ثم نغدو الى عرفة''

'ইমাম কর্তৃক জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা এবং ফজর মিনায় পড়া হজের একটি সুন্নত। তারপর সকালে আরাফার দিকে যাওয়া।'

তারপর বলেন,

فاذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شئ حرم عليه الا النساء والطيب حتى يزور البيت

'জামরায়ে কুবরায় যখন পাথর নিক্ষেপ করবে তখন তার জন্য বাইতুল্লাহ শরিফ জিয়ারত করার আগে নারী এবং সুগন্ধি ব্যতীত তার ওপর হারাম সবকিছুই হালাল।'

হাকেম রহ. এই বর্ণনাটির পর বলেন,

هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه

'বোখারি-মুসলিমের শর্তে এ হাদিসটি উন্নীত। তবে তাঁরা এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি।'

হাফেজ জাহাবি রহ.ও তালখিসুল মুসতাদরাকে এই হাদিসটির ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এ কারণে অনেক হানাফি ইমাম মালেক রহ.-এর উক্তিটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।[৫৯০]

بَابُ [৫৯১] مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ–৭৮ প্রসংগ : হজে তালবিয়া বন্ধ করবে কখন? (মতন পৃ. ১৮৫)

৯১৯ –عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ الْعَقَبَةَ.

৯১৯। **অর্থ :** হজরত ফজল ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজদালিফা হতে মিনা পর্যন্ত আমাকে পেছনে সওয়ার করিয়েছেন। তিনি সর্বদা তালবিয়া পড়ছিলেন জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

---

[৫৮৯] ১/৪৬১, فضيلة الحج ماشيا। -সংকলক।

[৫৯০] তাই বিন্নৌরি রহ. লিখেন, ইবনে ফেরেশতা শরহুল মু'জামে খানিয়া (কাজিখান) এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, সহিহ হলো সুগন্ধি ব্যবহার তার জন্য হালাল হবে না। কেনোনা, এটি সহবাসের জন্য আবেদনময়ী। এটা হলো, ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব। তিরমিযী রহ.-এর উক্তি (وهو قول أهل الكوفة) এ উক্তির ওপর প্রয়োগ করার সম্ভাবনা আছে। মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫২৬। -সংকলক।

[৫৯১] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আলি, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ফজল রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তথা হাজি সাহেব কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া বন্ধ করবেন না। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটি।

দরসে তিরমিযী

عن[৫৯২] ابن عباس رضـــ عن الفضل بن عباس رضـــ قال : اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة''

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দলিল করছে যে, তালবিয়া এহরামের ওয়াক্ত হতে জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এ কারণে অধিকাংশের মত এটাই। বরং ইমাম তাহাবি রহ. বলেন, এর ওপর সাহাবা ও তাবেয়িনের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত হজে তালবিয়া চালু থাকবে।[৫৯৩]

ইমাম মালেক, সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং হজরত হাসান বসরি রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলতেন, হাজি যখন আরাফাতে রওয়ানা করবে, তখন তালবিয়া বন্ধ করে দিবে।[৫৯৪] আর অনেকের হতে বর্ণিত আছে, যখন আরাফাতে অবস্থান করবে তখন তালবিয়া বন্ধ করে দিবে।[৫৯৫]

তাঁদের দলিল তাহাবিতে বর্ণিত হজরত উসামা ইবনে জায়দ রা.-এর বর্ণনা,

انه قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة مكان لا يزيد على التكبير و التهليل[৫৯৬] الخ

---

[৫৯২] সহিহ বোখারি : ১/২০৯, باب الركوب والإرتداف في الحج, সহিহ মুসলিম : ১/৪১৫, باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر। -সংকলক।

[৫৯৩] দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৫৫, باب التلبية متى يقطعها الحاج।

আইনি রহ. লিখেন, ইজমার দলিল হলো, হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. মুজদালিফার দিন সকালে সাহাবায়ে কেরাম প্রমুখের একটি দলের উপস্থিতিতে তালবিয়া পড়তেন। এ ব্যাপারে কেউ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। এমনিভাবে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. তা করেছেন। সেখানে উপস্থিত আফাকি তথা শাম, ইরাক, ইয়ামান, মিসর ইত্যাদি এলাকা হতে আগত উপস্থিত কেউ তা অস্বীকার করেননি বা প্রত্যাখ্যান করেননি। সুতরাং এটি ইজমায়ি বিষয় হয়ে গেলো, এর বিরোধিতা করা যাবে না। -উমদা : ১০/২৪-২৫, باب التلبية و التكبير غداة النحر। -সংকলক।

[৫৯৪] উমদা : ৯/১৬৫, باب الركوب والإرتداف في الحج তাতে এমন বর্ণনা উসমান ও আয়েশা রা. হতেও আছে। তাদের দুই জন হতে এর বিপরীত বর্ণনাও আছে। জুহরি, সায়িব ইবনে ইয়াজিদ, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, ইবনে মুসাইয়িব রহ.ও এক বর্ণনায় বলেছেন, 'তালবিয়া বন্ধ করে দিবে যখন আরাফাতে উকুফ তথা অবস্থান করবে। এটা হজরত আলি ইবনে আবু তালেব ও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. হতেও বর্ণিত আছে। -সংকলক।

[৫৯৫] সূত্র ঐ।

[৫৯৬] শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৫৩, باب التلبية متى يقطعها الحاج। -সংকলক।

'তিনি বলেছেন, আমি আরাফার দিন বিকেলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে আরোহি ছিলাম। তিনি তাকবির এবং তাহিল ভিন্ন অতিরিক্ত আর কিছু পড়তেন না।'

এর জবাব হলো, এই বর্ণনাটি তালবিয়া না হওয়া এবং এর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া দলিল করে না।[৫৯৭]

সারকথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মতে হজ্জে জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া বিধিবদ্ধ। তারপর তাঁদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি ও আবু সাওর রহ.-এর মতে জামরায়ে আকাবার ওপর প্রথম কংকর নিক্ষেপের সংগে সংগেই তালবিয়া শেষ হয়ে যাবে। অথচ ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং অন্যান্য আলেমের মতে জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপ শেষ করা পর্যন্ত তালবিয়া অব্যাহত থাকবে।[৫৯৮]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি বাহ্যত ইমাম আহমদ রহ. প্রমুখের দলিল[৫৯৯] হানাফি ও শাফেয়ি' রহ. প্রমুখের দলিল বায়হাকির একটি হাদিস,

عن ابى وائل عن عبد الله رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة باول حصاة[৬০০]

'আবু ওয়াইল আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছিলাম। তিনি তালবিয়া পড়ছিলেন জামরায়ে আকাবায় প্রথম পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত। তাঁদের মতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ওমরাকারির তালবিয়ার বিধান

এ ব্যাপারে ওমরাকারির তালবিয়ার যে বিষয়টি অনেকের মত হলো, সে যখন হেরেমের সীমায় ঢুকবে তখন তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। অনেকের মতে যখন মক্কার ঘর-বাড়িগুলো নজরে আসতে শুরু করবে তখন তালবিয়া শেষ করে দিবে। লাইছের মতে বাইতুল্লাহর নিকট পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া অব্যাহত রাখবে। ইমাম হানিফা রহ.-এর মতে ওমরাকারি হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ বা চুম্বন করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, তাওয়াফের শুরু পর্যন্ত তালবিয়া অব্যাহত রাখবে। যেনো আবু হানিফা ও শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব একই। কেনোনা, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ বা চুম্বন হতেই তাওয়াফ শুরু হবে। ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, যদি সে মিকাত কিংবা এর আগে এহরাম বাঁধে তবে হেরেমের সীমায় প্রবেশের সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। আর যদি জি'রানা কিংবা তানয়িম হতে এহরাম বাঁধে তাহলে মক্কার ঘর-বাড়িতে প্রবেশের সময় কিংবা

---

[৫৯৭] জবাবের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৫৪। তাছাড়া ইমাম তাহাবি রহ. এ ধরনের বর্ণনাগুলোর একটি মৌলিক জবাব এই দেন, যে সব সাহাবি থেকে আরাফার দিন তালবিয়া বর্জন বর্ণিত আছে। তাঁদের বর্ণনা দ্বারা সর্বোচ্চ এটা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা অন্যান্য জিকির-আজকারে রত থাকার কারণে তালবিয়া ছেড়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তখন তারা তালবিয়ার বিধিবদ্ধতার প্রবক্তা ছিলেন না। কেনোনা, তালবিয়ার বিধিবদ্ধতার অবকাশ অন্যান্য জিকির-আজকার করা সত্ত্বেও আছে। দ্র., তাহাবি : ১/৩৫৫, باب التلبية متى يقطعها الحاج। -সংকলক।

[৫৯৮] দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/১৬৫, باب الركوب والإرتداف في الحج। -সংকলক।

[৫৯৯] কারণ এতে বলা হয়েছে, فلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة الرمى কিংবা حتى بدأ- حتى رمى بعضها বলা হয়নি। -সংকলক।

[৬০০] উমদা : ৯/১৬৫, باب الركوب الخ। -সংকলক।

মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় তালবিয়া খতম করে দিবে। পক্ষান্তরে ওমরা খতম হওয়া পর্যন্ত তালবিয়া রাখবে এটা ইবনে আজম রহ. এর মতে[৬০১]।

আবু হানিফা রহ.-এর দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদিস,

عن ابن عباس رضـــ قال : يرفع الحديث : انه كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر''

و الله اعلم–

'ইবনে আব্বাস রা. হাদিসটি মারফূ' আকারে পেশ করে বলেছেন যে, তিনি ওমরার তালবিয়া বন্ধ করে দিতেন হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ বা চুম্বন করে ।'

بَابُ مَا جَاءَ مَتٰى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ–৭৯ প্রসংগ : ওমরায় তালবিয়া বন্ধ করবে কখন? (মতন পৃ. ১৮৫)

٩٢٠ – عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ) : أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

৯২০। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. মারফূ' আকারে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরায় তালবিয়া হতে বিরত থাকতেন, যখন হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি সহিহ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা পর্যন্ত ওমরাকারি তালবিয়া বন্ধ করবে না।

অনেক আলেম বলেছেন, যখন মক্কার ঘর-বাড়ি পর্যন্ত পৌছে, তখন তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত আছে। হজরত সুফিয়ান, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ–৮০ : রাতে তাওয়াফে জিয়ারত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৫)

٩٢١ – عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ.

৯২১। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে জিয়ারত রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

---

[৬০১] দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/২১-২২, باب صلوة الفجر بالمزدلفة। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অনেক আলেম তাওয়াফে জিয়ারত রাত পর্যন্ত পিছিয়ে নেওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। আর অনেকে আলেম কোরবানির দিন (তাওয়াফে) জিয়ারত মুস্তাহাব মনে করেছেন। আর অনেকে পিছিয়ে দেওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। যদিও মিনার শেষ দিবস পর্যন্তই পিছিয়ে দেয়া হোক না কেনো।

দরসে তিরমিযী

عن[৬০২] ابن عباس وعائشة رضــــ ان النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة الى الليل

বাহ্যত এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাওয়াফে জিয়ারত করেছেন। তবে অন্যান্য সমস্ত সহিহ হাদিস[৬০৩] এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি তাওয়াফে জিয়ারত

---

[৬০২] আবু দাউদ : ১/২৭৪, باب الإفاضة في الحج সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৯, باب زيارة البيت। -সংকলক।

[৬০৩] যেমন, সহিহ মুসলিমে হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা যে, হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির কোনো দিন তাওয়াফে ইফাজা বা তাওয়াফে জিয়ারত করেছেন। তারপর ফিরে এসে মিনায় জোহরের নামাজ আদায় করেছেন। নাফে' বলেন, সুতরাং ইবনে উমর রা. কোরবানির দিন ইফাজা বা তাওয়াফে জিয়ারত করতেন। তারপর ফিরে এসে মিনায় জোহরের নামাজ আদায় করতেন এবং তিনি উল্লেখ করতেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করেছেন। (১/৪২২, باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر)। সহিহ বোখারিতে আছে, আবু নুআয়ম-সুফিয়ান-আবদুল্লাহ-নাফে'-ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি এক তাওয়াফ করেছেন। তারপর কায়লুলাহ করতেন। তারপর আসতেন মিনায় অর্থাৎ কোরবানির দিন। আবদুর রাজ্জাক মারফূ' আকারে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন উবায়দুল্লাহ। (১/২৩৩, باب الزيارة يوم النحر)।

সুনানে আবু দাউদে আছে, ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির দিন তাওয়াফে ইফাজা করেছেন। তারপর জোহরের নামাজ আদায় করেছেন মিনায়। অর্থাৎ ফিরে এসে। (১/২৭৪, باب الإفاضة في الحج)।

২. সহিহ মুসলিমে জাবের রা.-এর একটি সুদীর্ঘ হাদিসের এই বাক্য ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر। ১/৩৯৯-৪০০, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

তাছাড়া সুনানে আবু দাউদে হজরত জাবের রা.-এর সুদীর্ঘ হাদিসের নিম্নোক্ত বাক্য, ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر (ج١/٢٦٤) باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

৩. সুনানে আবু দাউদে আয়েশা রা.-এর বর্ণনা। قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى ১/২৭১, باب في رمي الجمار

হাকেম মুসতাদরাকেও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করতঃ বলেছেন, এ হাদিসটি মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ। তবে বোখারি-মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

হাফেজ জাহাবি রহ.ও এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। (১/৪৭৭-৪৭৮, طواف الافاضة ورمى الجمار)।

সহিহ বোখারিতে হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر। এই বর্ণনা দ্বারাও মন দ্রুত এদিকে যায় যে, এখানে দিন উদ্দেশ্য। -সংকলক।

করেছেন দিনে। এজন্য ব্যাখ্যাতাগণ এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, রাত দ্বারা উদ্দেশ্য সূর্য হেলার পরবর্তী সময়।[৬০৪] তবে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

অনেকে বলেছেন, তাওয়াফে জিয়ারত দ্বারা উদ্দেশ্য নফল তাওয়াফ।[৬০৫] ইবনে হাব্বানের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি ১০ তারিখে দিনে তাওয়াফে জিয়ারত করার পর সেই রাতেই নফল তাওয়াফও করেছিলেন।[৬০৬] আরো অনেক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার রাতগুলোতে বাইতুল্লাহ শরিফে তাশরিফ নিতেন এবং নফল তাওয়াফ করতেন।[৬০৭]

তবে এই ব্যাখ্যার ওপর প্রশ্ন হয় যে, নফল তাওয়াফকে তাওয়াফে জিয়ারত আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক মনে হয়।[৬০৮]

আমার মতে, এটি সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এখানে اذن بالتاخير এর অর্থ পিছিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাওয়াফে জিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন। এই অর্থ নয় যে, তিনি স্বয়ং রাতে তাওয়াফে জিয়ারত করেছেন।[৬০৯] এর দলিল হলো, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে এবং সুনানে আবু দাউদে স্বয়ং আয়েশা রা.-এরই অপর একটি বর্ণনা[৬১০] দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি দিনে তাওয়াফে জিয়ারত করেছিলেন। আর জোহরের নামাজ আদায় করেছিলেন মক্কা মুকাররমায়।[৬১১]

---

[৬০৪] যেনো, রাত দ্বারা উদ্দেশ্য বিকাল। অর্থাৎ, তাওয়াফে জিয়ারতকে বিকেল পর্যন্ত দেরি করেছেন। عشى শব্দটির প্রয়োগ যদিও প্রধান উক্তি অনুযায়ি সূর্য হেলার পর হতে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ওপর হয়, কিন্তু এক উক্তি অনুযায়ি সূর্য হেলার পর হতে সকাল পর্যন্ত সময়কে عشى বলা হয়। লিসানুল আরব : ১৫/৬০। যেনো, রাত عشى- এর অর্থের একটি অংশ। বস্তুত লাইল বলে সূর্য হেলার পরবর্তী সময় উদ্দেশ্য করা অংশ বলে পূর্ণাঙ্গ জিনিস উদ্দেশ্য করার শামিল। والله اعلم। -সংকলক।

[৬০৫] যেনো জিয়ারত দ্বারা শুধু জিয়ারত অর্থাৎ, আভিধানিক জিয়ারত উদ্দেশ্য।

[৬০৬] আইনি রহ. লিখেন, তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো, যেটি ইবনে হাব্বান রহ. উল্লেখ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করেছেন এবং কোরবানি করছেন। তারপর জিয়ারতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন। তারপর রওয়ানা হয়ে এসেছেন। তারপর বাইতুল্লাহ শরিফে তাওয়াফে জিয়ারত করেছেন। তারপর মিনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেখানে জোহরের নামাজ আদায় করেছেন এবং আসর, মাগরিব ও এশা আদায় করেছেন এবং ঘুমিয়েছেন। তারপর দ্বিতীয়বার আরোহণ করে বাইতুল্লাহর দিকে চলে এসেছেন এবং সেখানে আরেকটি তাওয়াফ করেছেন রাতে। -উমদা : ১০/৬৮, باب الزيارة يوم النحر। -সংকলক।

[৬০৭] বায়হাকির বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার রাতগুলোর প্রত্যেকটিতে বাইতুল্লাহ শরিফ জিয়ারত করতেন। -উমদা-আইনি : ১০/৬৮, باب الزيارة يوم المحر। -সংকলক।

[৬০৮] ওপরযুক্ত ব্যাখ্যাসমূহ এবং এগুলোর সংগে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদা : ১০/৬৮, মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৩৩-৫৩৪। -সংকলক।

[৬০৯] আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ.ও এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, জিয়ারত ব্যাপক আকারে রাত পর্যন্ত দেরি করা বৈধ রেখেছেন। -ফতহুল মুলহিম : ৩/২৯৪, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم। -সংকলক।

[৬১০] অর্থাৎ, حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر, সুনানে আবু দাউদ : ১/২৯১, باب في رمي الجمار। -সংকলক।

[৬১১] কোরবানির দিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ মক্কায় আদায় করেছেন, না মিনায়? এ সম্পর্কে বর্ণনা বিভিন্ন রকমের ও পরস্পর বিরোধী। অনেকে এগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। অনেকে প্রাধান্যের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আবার অনেকে নীরব থেকেছেন। যারা প্রাধান্য দিয়েছেন তাদের মধ্য হতে কেউ মিনার নামাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর

প্রকাশ থাকে যে, এই দ্বিতীয় বর্ণনাটির উল্লেখে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, তিনি তাওয়াফে জিয়ারত রাতে করেছেন। তা না হলে একই সাহাবির দুটি সহিহ বর্ণনায় পরস্পর বিরোধ হবে নিশ্চিত।

بَابُ[৬১২] مَا جَاءَ فِي نُزُوْلِ الْأَبْطَحِ

অনুচ্ছেদ-৮১ : আবতাহে অবস্থান প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৫)

৯২২ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ يَنْزِلُوْنَ الْأَبْطَحَ.

৯২২। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বলেছেন, নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমান রা. আবতাহে অবতরণ করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, আবু রাফে' ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

আমরা এটি কেবল আবদুর রাজ্জাক-উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রেই জানি।

অনেক আলেম আবতাহে অবতরণ ওয়াজিব মনে না করে মুস্তাহাব মনে করেছেন। তবে কেউ যদি এটা ভালো মনে করে তবে সেটা ব্যতিক্রম ব্যাপার।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আবতাহে অবতরণ হজের আহকামের শামিল নয়। এটি ছিলো একটি মনজিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতে অবতরণ করেছেন।

৯২৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم.

৯২৩। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবতাহে অবতরণ ওয়াজিব নয়। এটিতো একটি মনজিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতে অবতরণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, তাহসিবের অর্থ হলো, আবতাহে অবতরণ।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেকে মক্কার নামাজকে। মাসআলাটির বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদা : ১০/৬৯, باب الزيارة يوم النحر, মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৩৪-৫৩৮। -সংকলক।

[৬১২] সহিহ মুসলিম : ১/৪২২, باب استحباب نزول المحصب يوم النفر الخ.

টীকা : ৪. এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

দরসে তিরমিযী

عن ابن[৬১৩] عمر رضـــ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضـــ ينزلون الابطح[৬১৪]''

এ অনুচ্ছেদের হাদিস এর দলিল যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় আবতাহে মক্কা তথা মুহাসসাবে অবতরণ করতেন। আবু বকর, উমর ও উসমান রা.এর ও এই আমলই ছিলো। বোখারিতে[৬১৫] আনাস ইবনে মালেক রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب الى البيت فطاف به''

'তিনি জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করেছেন এবং কিছুক্ষণ মুহাসসাবে ঘুমিয়েছেন। তারপর আরোহণ করে বাইতুল্লাহর দিকে চলে এসেছেন। তারপর সেখানে তাওয়াফ করেছেন।'

এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য আছে যে, মুহাসসাবে অবতরণ এবং সেখানে শয়ন ও রাত্রি যাপন হজের আহকামের শামিল নয়। এই অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা,

ليس التحصيب بشئ انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم''

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সেখানে অবতরণ ঘটনাক্রমে এবং বিশ্রামের জন্য ছিলো, হজের কোনো আহকাম আদায়ের জন্য ছিলো না। তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে,

قالت : انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الابطح لانه كان اسمح لخروجه

আবতাহ কিংবা মুহাসসাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান ঘটনাক্রমে যদিও ছিলো না। তবে এর উদ্দেশ্য ছিলো শুধু মদিনার সফর সহজ করা। কেনোনা, এটি এমন স্থান ছিলো যেখানে আরামও করা যেতো, সেখান হতে সহজ ছিলো মদিনায় রওয়ানা হওয়াও।

তারপর মুহাসসাবে অবস্থান যদিও হজের আহকাম নয়, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর রা. প্রমুখের আমলের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এটা মুস্তাহাব। যদিও অনেকে মুস্ত াহাবেরও পক্ষে না। যেমন, আয়েশা, আসমা, ওরওয়া ইবনে জুবায়র এবং সায়িদ ইবনে জুবায়র রহ.।

---

[৬১৩] সহিহ মুসলিম : ১/৪২২, باب استحباب نزول المحصب يوم النفر الخ, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২০, باب نزول المحصب। -সংকলক।

[৬১৪] الابطح وكذا البطحاء والبطيحة: পানি প্রবাহের প্রশস্ত স্থল। যাতে ছোট ছোট পাথর থাকে। -মা'আজিমুল লুগাহ। এটি বাতহায়ে মক্কা নামের মত হয়ে গেছে। এটি এই উপত্যকার পানি প্রবাহের জায়গা। এটিই হলো মুহাসসাব। তাহসিবের অর্থ হলো, মুহাসসাবে অবতরণ করা। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৩৯।

তারপর এই মুহাসসাব হলো, মিনা এবং মক্কার মাঝে অবস্থিত এবং মিনার নিকটতম জায়গা। ইয়াজ রহ. বলেন, এটিকে মিনার দিকে ইজাফত করা হয়। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৪২।

আজকাল মক্কা মুকাররমা সুবিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হওয়ার পর না খাইফে বনি কেনানা অবশিষ্ট আছে, না এর উপত্যকা। অবশ্য সেখানে মসজিদুল ইজাবা নামে একটি মসজিদ আছে। যা থেকে এই স্থানটি চেনা যেতে পারে। মা'আরিফ : ৬/৫৪৩। -সংকলক।

[৬১৫] ১/২৩৭, باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح। -সংকলক।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে ইচ্ছাকৃত অবতরণ করেছিলেন এটা হানাফিদের বক্তব্য। তবে উদ্দেশ্য শুধু মদিনার সফর সহজ করাই ছিলো না। বরং সর্বজ্ঞ মেহেরবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরত প্রকাশ উদ্দেশ্য ছিলো যে, যে উপত্যকায় কুফরির ওপর অনেক কসম খাওয়া হয়েছিলো এবং ঈমানদারদের সংগে বয়কট করা হয়েছিলো, আজকে সেসব এলাকায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু মুমিনদেরকে বিজয়ী করে পৌত্তলিকদের পরাস্ত করেছেন। যেনো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেখানে অবস্থানের উদ্দেশ্য ছিলো নেয়ামত স্মরণ করানো এবং নেয়ামতের কথা আলোচনা করা। আবু হুরায়রা ও উসামা ইবনে জায়দ রা. এর বর্ণনাগুলোতে[৬১৬] নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, نازلون غدا بخيف بني كنانة (আমরা আগামিকাল খাইফে বনি কেনানায় নামবো।) দ্বারাও এটাই বুঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুহাসসাব উপত্যকা তথা খাইফে বনি কেনানায় অবতরণ ছিলো ইচ্ছাকৃত। যার দাবি হলো, মুহাসসাবে অবতরণকে উদ্দিষ্ট সুন্নত সাব্যস্ত করা। সুতরাং কেউ যদি বিনা ওজরে এটা পরিহার করে, তবে গোনাহগার হবে। এজন্য হানাফিদের মতে সেখানে অবতরণ করা সুন্নত। যদিও কিছু সময়ের জন্যই হোক না কেনো। অথবা কমপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সেখানে যানবাহন থামিয়ে রাখবে।[৬১৭]

بَابٌ

অনুচ্ছেদ–৮২ : তরজমাহীন বাব (মতন পৃ. ১৮৫)

٩٢٤ -عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم الْأَبْطَحَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ.

৯২৪। **অর্থ** : আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করেছেন। কেনোনা, এখান হতে রওয়ানা করা তাঁর জন্য অধিক সহজ ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইবনে আবু উমর-সুফিয়ান-হিশাম ইবনে ওরওয়া সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

[৬১৬] হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনাটি নিম্নরূপ– 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মিনা হতে ফেরার পর) মক্কা আগমনের ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন, আগামিকাল ইনশাআল্লাহ আমাদের মনজিল হবে খাইফে বনি কেনানা।' তাঁর আরেকটি বর্ণনা নিম্নরূপ– 'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আগামিকাল হতে কোরবানির দিন। এটা হবে মিনায়। আমরা আগামিকাল খাইফে বনি কেনানায় অবতরণ করবো। যেখানে তারা কুফরের ওপর পরস্পরে শপথ করেছিলো।' অর্থাৎ, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য মুহাসসাব। -সহিহ বোখারি : ১/২১৬, كتاب المناسك باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة

হজরত উসামা ইবনে জায়দ রা.-এর বর্ণনা নিম্নরূপ– 'তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগামিকাল আপনি হজে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি বললেন, আকিল কি আমাদের জন্য মনজিল ছেড়েছেন? তারপর তিনি বললেন, আমরা আগামিকাল খাইফে বনি কেনানা তথা মুহাসসাবে অবতরণ করবো, যেখানে কুরাইশরা কুফরের ওপর পরস্পরে শপথ করেছিলো।' -সহিহ বোখারি : ১/৪৩০, باب اذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم। -সংকলক।

[৬১৭] দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/১০০, ১০১, বাবুল মুহাসসাব, মা'আরিফুস সুনান : ৫৩৮-৫৪৫, হিদায়া-ফতহুল কাদিরসহ : ২/১৮৬-১৮৭। -সংকলক।

بَابُ ٦١٨ مَا جَاءَ فِيْ حَجِّ الصَّبِيِّ

অনুচ্ছেদ-৮৩ : শিশুর হজ্জ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৫)

٩٢٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : رَفَعَتْ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَلِهٰذَا حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.

৯২৫। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, জনৈক মহিলা তার একটি শিশুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুলে ধরলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর জন্য কী হজ আছে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ! তোমার জন্যে প্রতিদান রয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। হজরত জাবের রা.-এর হাদিসটি গরিব।

٩٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : حَجَّ بِيْ أَبِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

৯২৬। **অর্থ :** সাইব ইবনে ইয়াজিদ রা. বলেন, আমাকে নিয়ে আমার আব্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বিদায় হজ করেছেন। তখন আমার বয়স ছিলো সাত বছর।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

٩٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم نَحْوَهُ يَعْنِيْ حَدِيْثَ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيْفٍ.

৯২৭। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুহাম্মদ ইবনে তারিফের হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে হাদিস বর্ণিত আছে।

এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, শিশু যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে হজ করে তখন তার ওপর হজ ফরজ হবে যখন সে বালেগ হবে। এ হজ তার ইসলামি হজ আদায়ে যথেষ্ট হবে না। এমনভাব গোলাম যখন গোলামি অবস্থায় হজ করে, তারপর তাকে আজাদ করে দেওয়া হয়, তার ওপর হজ ফরজ, যখন সে এর পাথেয় লাভ করবে। দাসত্ব অবস্থায় যে হজ করেছে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

---

[৬১৮] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

দরসে তিরমিযী

عن[৬১৯] جابر بن عبد الله رضـــ قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر

সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, শিশুর ওপর হজ ফরজ নয়। তারপর এ ব্যাপারেও একমত আছে যে, শিশু যদি হজ করে তবে তা দুরুস্ত হয়ে যায়। অবশ্য আল্লামা নববি রহ. আবু হানিফা রহ.-এর এই মাজহাব লিখেছেন যে, তাঁর মতে শিশুর হজ দুরুস্ত নয়। তার হজ শুধু এক ধরনের প্রশিক্ষণ। এরপর আল্লামা নববি রহ. লিখেন, এ হাদিসটি তাদের বক্তব্য মত খণ্ডন করে দেয়।[৬২০]

বিশুদ্ধ হলো, আবু হানিফা রহ.-এর দিকে হজ সহিহ না হওয়ার সম্বোধন সঠিক নয়।[৬২১] তাঁর মাজহাবও এটাই যে, শিশুর হজ সহিহ এবং তার এহরাম হয়ে যায়। অবশ্য যদি সে এহরামে নিষিদ্ধ কাজকর্ম হতে কোনোটিতে লিপ্ত হয়, তাহলে শিশু কিংবা গার্জিয়ান কারো ওপর দম কিংবা ফিদিয়া ইত্যাদি আবশ্যক না।

শিশুর যদি বুঝ জ্ঞান থাকে, তাহলে সে নিজে হজের আহকাম আদায় করবে। আর যদি বুঝ জ্ঞান না থাকে, তাহলে অভিভাবক নিয়ত, তালবিয়া এবং অন্যান্য কাজ করবে। তার স্থলাভিষিক্ত হবে। তথা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাজ সম্পাদন করবে। এহরামের শুরুতেই তার সেলাই করা কাপড় খুলে লুঙ্গি ও চাদর পরিয়ে দেবে।

সবাই এ ব্যাপারেও একমত যে, বাচ্চার এই হজ নফল হবে। যার সওয়াব তার গার্জিয়ান পাবে। বালেগ হওয়ার পর তাকে স্বতন্ত্রভাবে ফরজ হজ আদায় করতে হবে। অবশ্য দাউদে জাহেরির মতে এই হজ দ্বারাও তার ফরজ আদায় হয়ে যাবে। বালেগ হওয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে না।[৬২২]

তারপর যদি শিশু বালেগ হওয়ার আগে এহরাম বাঁধে, তারপর তাওয়াফ করার আগে আরাফায় অবস্থানের আগে সে বালেগ হয়ে যায় এবং হজ পূর্ণ করে তাহলেও হানাফিদের মতে তাকে ফরজ হজ স্বতন্ত্রভাবে আদায় করতে হবে। অথচ ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এ হজ দ্বারাই সে ফরজ হজ হতে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর যদি সে পেছনের এহরাম খতম করে দেয় এবং নতুনভাবে দ্বিতীয়বার এহরাম বেঁধে আরাফায় অবস্থান করে তাহলে হানাফিদের মতেও তার ফরজ হজ হয়ে যাবে।[৬২৩]

---

[৬১৯] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২০৯, باب حج الصبي। -সংকলক।

[৬২০] দ্র., শরহে আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪৩২, باب صحة حج الصبي وأجر من حج به। -সংকলক।

[৬২১] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. লিখেন, এই সম্বোধন সহিহ নয়। সমস্ত মাশায়খে হানাফিয়া বরং সমস্ত আয়িম্মায়ে কেরাম তথা মুহাম্মদ ইবনে হাসান হতে নিয়ে শরমবুলালি ও ইবনে আবেদিন রহ. পর্যন্ত সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তার হজ সহিহ এবং এহরাম সংঘটিত হয়েছে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৪৬। -সংকলক।

[৬২২] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৪৬-৫৪৮, উমদাতুল কারি : ১০/২১৬-২১৭, باب حجة الصبيان। -সংকলক।

[৬২৩] দ্র., মাবসূত-সারাখসি : ৪/১৭৩-১৭৪, باب المواقيت قبيل باب الذي يفوته الحج। -সংকলক।

بَابٌ [৬২৪] (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

শিরোনাম ছাড়া অনুচ্ছেদে ১-৮৪ (মতন পৃ. ১৮৫)

٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ مَعَ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِيْ عَنِ الصِّبْيَانِ.

৯২৮। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, আমরা যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ করতাম তখন মহিলাদের পক্ষ হতে তালবিয়া পড়তাম এবং কংকর নিক্ষেপ করতাম শিশুদের পক্ষ হতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এটি আমরা কেবল এ সূত্রে জানি। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, মহিলার পক্ষ হতে অন্য কেউ তালবিয়া পড়বে না। বরং নিজেই নিজের পক্ষ হতে তালবিয়া পড়বে এবং উচ্চৈঃস্বরে তার জন্য তালবিয়া পড়া মাকরূহ।

দরসে তিরমিযী

عن[৬২৫] جابر رضـــ قال : كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبى عن النساء،

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, পুরুষ মহিলাদের পক্ষ হতে তালবিয়া পড়তে পারে। অথচ এ ব্যাপারে একমত যে, মহিলাদের পক্ষ হতে পুরুষের জন্য তালবিয়া পড়া অবৈধ। মহিলাদের জন্য আবশ্যক হলো, স্বয়ং তালবিয়া পড়া। অবশ্য তাদের জন্য আওয়াজ বড় করা মাকরূহ।

তাই এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হলো, প্রথমতো এটি আশআছ[৬২৬] ইবনে সাওয়ারের কারণে জয়িফ। দ্বিতীয়তো যদি এই হাদিসটি প্রমাণিতও হয়, তবুও এর অর্থ হবে, মহিলারা জোরে তালবিয়া পড়বে না। কারণ ফিতনার আশঙ্কা আছে। বাকি আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য افضل الحج العج والثج[৬২৭] (অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ হজ হলো, কোরবানি করা হয়।) এর বিষয়টি, এখানে মহিলাদের জোরে জোরে তালবিয়া পড়ার ফজিলত অর্জিত হয়ে যাবে পুরুষদের উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়বে কারণে।

---

[৬২৪] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৬২৫] এ শব্দে এই বর্ণনাটি আহকার সিহাহ সিত্তার কোনো কিতাবে পেলো না। অবশ্য সুনানে ইবনে মাজায় এ হাদিসটি নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, حججنا مع رسول الله صلى الله عليه نسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم (باب الرمي عن الصبيان, ২১৮)। -সংকলক।

[৬২৬] ইবনে হাজার রহ. তাঁর সম্পর্কে লিখেন, 'জয়িফ। ষষ্ঠ শ্রেণির বর্ণনাকারি।' -তাকরিবুত তাহজিব : ১/৭৯, নং ৬০০। -সংকলক।

[৬২৭] সুনানে তিরমিযী : ১/১৩২, باب ما جاء في فضل التلبية والنحر সুনানে ইবনে মাজাহ : ২০০, باب رفع الصوت بالتلبية। -সংকলক।

بَابُ^٦٢٨ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ–৮৫ : মৃত এবং বৃদ্ধের পক্ষ হতে হজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৫)

৯২৯ - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيْرِ قَالَ حُجِّيْ عَنْهُ.

৯২৯। **অর্থ :** ফজল ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, খাছআমের এক মহিলা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আব্বার ওপর হজ ফরজ হয়েছে। তিনি খুব বয়োবৃদ্ধ। উটের পিঠে ভালো করে বসতে পারেন না। তিনি জবাব দিলেন, তুমি তার পক্ষ হতে হজ আদায় করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি, বুরায়দা, হুসাইন ইবনে আউফ, আবু রাজিন উকায়লি, সাওদা বিনতে জাম'আ এবং ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ফজল ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি ইবনে আব্বাস-হুসাইন ইবনে আউফ-আল মুজানি রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. হতেও সিনান ইবনে আবদুল্লাহ জুহানি-তাঁর ফুফু সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। আবার ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও বর্ণিত আছে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদকে আমি এসব বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বললেন, এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আসাহ হলো, ইবনে আব্বাস-ফজল ইবনে আব্বাস সূত্রে বণি্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস।

মুহাম্মদ রহ. বলেন, হতে পারে ইবনে আব্বাস রা.-এ হাদিসটি ফজল প্রমুখ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন। সুতরাং এটি তিনি মুরসাল আকারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। যার কাছ হতে শুনেছেন তার নামটি উল্লেখ করেননি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, একাধিক হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ প্রসঙ্গে সহিহরূপে বর্ণিত আছে। সাহাবা প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। করেন সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ। তাঁরা মৃতের পক্ষ হতে হজের মত পোষণ করেন না।

মালেক রহ. বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তি তার পক্ষ হতে হজ করার ওসিয়ত করে যাবে, তখন তার পক্ষ হতে হজ করবে।

অনেক আলেম জীবিত ব্যক্তি যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিংবা হজ করতে অক্ষম এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তার পক্ষ হতে হজ করার অবকাশ দিয়েছেন। ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটি।

---

[৬২৮] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

দরসে তিরমিযী

عن[৬২৯] عبد الله بن عباس رضـــ أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله! ان أبى أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوى على ظهر البعير قال: حجى عنه

এবাদতে স্থলাভিষিক্ততার বিষয়টি এ অনুচ্ছেদে আলোচনায় আসে। এ সংক্রান্ত মৌলিক আলোচনা প্রথমে এসেছে।[৬৩০] হানাফিদের মতে যেসব এবাদত শুধু আর্থিক সেগুলোতে স্থলাভিষিক্ততা বৈধ। যেগুলো শুধু দৈহিক সেগুলোতে স্থলাভিষিক্ততা অবৈধ। আর যেসব এবাদত আর্থিক এবং দৈহিকও যেমন, হজ সেগুলোতে অক্ষমতার[৬৩১] সময় স্থলাভিষিক্ততা বৈধ।

ইবনে উমর রা. কাসেম ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ. বলেন لا يحج عن احد অর্থাৎ, হজে স্থলাভিষিক্ততা অবৈধ।

মালেক এবং লাইছ রহ. বলেন, হজে স্থলাভিষিক্ততা অবৈধ। অবশ্য যদি কোনো মৃতের ওপর হজ ফরজ থাকে এবং সে জীবদ্দশায় এই ফরজ হজ আদায় করতে না পারে, তবে তার পক্ষ হতে হজ করা বৈধ। তবে সে হজ তার ফরজের স্থলাভিষিক্ত হবে না। বস্তুত ইমাম মালেক রহ.-এর মতে যদি মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে হজের ওসিয়ত করে থাকে, তাহলে তার এই ওসিয়তকৃত হজ বাস্তবায়িত হবে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে।[৬৩২]

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে অক্ষমতা কালে হজে স্থলাভিষিক্ততা বৈধ। আর যদি মৃতের দায়িত্বে হজ ফরজ থাকে কিংবা মানতের কারণে তার দায়িত্বে আবশ্যক থাকে এখন তার মর্যাদা ঋণের মত হবে। যা তার পক্ষ হতে আদায় করা আবশ্যক। সুতরাং সে ওসিয়ত করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তার পক্ষ হতে হজ করানো ওয়ারিসদের দায়িত্বে আবশ্যক। চাই এই হজ করানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় হয়ে যাক না কেনো।[৬৩৩]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতেও হজে স্থলাভিষিক্ততা বৈধ। এ সংক্রান্ত মূলনীতি আমরা পেছনে বর্ণনা করে এসেছি।

এতে তাঁর মতে বিস্তারিত বর্ণনা এই, যদি মৃতের দায়িত্বে হজ আবশ্যক থাকে, আর সে নিজের পক্ষ হতে হজ করানোর ওসিয়ত না করে, তাহলে ওয়ারিসদের দায়িত্বে তার পক্ষ হতে হজ করানো আবশ্যক হবে না। মৃত ব্যক্তি ফরজ ছেড়ে দেওয়া এবং ওসিয়ত পরিহার করার কারণে পাপী হবে।

অবশ্য যদি ওসিয়ত ব্যতীতই কোনো ওয়ারিস কিংবা অপর ব্যক্তি তার পক্ষ হতে হজ করে তার সম্পর্কে তিনি বলেন,

وأرجوا أن يجزيه ذلك إن شاء الله تعالى''

---

[৬২৯] সহিহ বোখারি : ১/২৫০, أبواب العمرة، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة, সহিহ মুসলিম : ১/৪৩১, باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما وللموت। -সংকলক।

[৬৩০] দ্র., দরসে তিরমিযী-উর্দু : ২/৪৯১-৪৯৩, مسئلة النيابة في العبادة। -সংকলক।

[৬৩১] এখানে অক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমৃত্যু অক্ষমতা। হিদায়া : ১/২৯৭, باب الحج عن الغير। -সংকলক।

[৬৩২] দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/২১৩, باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة। -সংকলক।

[৬৩৩] দ্র., শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪৩১, باب الحج عن العاجز الخ। -সংকলক।

'তথা আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ তার পক্ষ হতে এটি যথেষ্ট হয়ে যাবে।'

আর যদি মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে হজ করানোর ওসিয়ত করে থাকে, তাহলে তার এই ওসিয়ত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে বাস্তবায়িত হবে। যদি এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে তার পক্ষ হতে হজ করানো সম্ভব হয়, তাহলে ওয়ারিসদের দায়িত্বে এই ওসিয়ত পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। যার পন্থা এই হবে যে, মৃতের বাড়ি হতে বদলি হজ করার জন্য কাউকে পাঠাবে। যদি এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা বাড়ি হতে হজ করানো সম্ভব না হয়, তাহলে কিয়াস অনুযায়ি তো ওসিয়ত বাতিল হয়ে এই তৃতীয়াংশেও মীরাস চালু হবে। তবে ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ি মৃতকে এই ফরজ দায়িত্ব হতে মুক্ত করার জন্য সে এলাকা হতে কাউকে বদলি হজ করার জন্য পাঠানো হবে, যেখান হতে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদই হজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।[৬৩৪]

بَابٌ عَنْهُ

একই বিষয়ের আরেকটি অনুচ্ছেদ-৮৭ (মতন পৃ. ১৮৬)

٩٣٠ -عَنْ أَبِيْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

৯৩১। হজরত আবু রাজিন উকাইলি রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ, তিনি হজ করতে পারেন না, না ওমরা, না সফর। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ করো ও ওমরা আদায় করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এখানে এ হাদিসেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের পক্ষ হতে ওমরা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবু রাজিন উকাইলির নাম হলো لقيط بن عامر।

بَابُ[٦٣٥] مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا ؟

অনুচ্ছেদ-৮৮ : ওমরা প্রসংগে- তা ওয়াজিব কীনা? (মতন পৃ. ১৮৬)

٩٣٢ -عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوْا هُوَ أَفْضَلُ.

৯৩২। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওমরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো এটি ওয়াজিব কিনা? জবাবে তিনি বললেন, না। তবে ওমরা করাই আফজাল।

---

[৬৩৪] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., বাদায়িউস সানায়ে' : ২/২২১-২২২, فصل : ولما بيان حكم فوات الحج। -সংকলক।

[৬৩৫] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি অনেক আলেমের মত। তাঁরা বলেছেন, ওমরা ওয়াজিব নয়। আর বলা হতো, তাদের জন্য দুই হজ। হজ্জে আকবর কোরবানির দিন। হজ্জে আসগর ওমরা।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, ওমরা সুন্নত। আমি এমন কাউকে জানি না, যিনি ওমরা বর্জনের অবকাশ দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে কোনো কিছুই প্রমাণিত নয় যে, এটি নফল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি এমন জয়িফ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে দলিল হতে পারে না। ইবনে আব্বাস রা. হতে আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলতেন ওমরা ওয়াজিব।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সবটুকুই হলো, ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর বক্তব্য।

দরসে তিরমিযী

عن[৬৩৬] جابر رضـــ أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة[৬৩৭] اواجبة هي؟

শাফেয়ি, আহমদ, আবু সাওর, আবু ওবাইদ, সুফিয়ান সাওরি এবং আওজায়ি রহ.-এর মাজহাব হলো, ওমরা ওয়াজিব। সাহাবিগণের মতে হজরত ইবনে আব্বাস এবং তাবেয়িগণের মধ্য হতে এটাই এক দলের মতও।

হজরত জুরকানি রহ. মালেক রহ.-এর মাজহাব এই বর্ণনা করেছেন যে, এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।[৬৩৮]

হানাফিদের কারো মতে এটি فرض كفايه। মুহাম্মদ ইবনুল ফজল রহ. যিনি মাশায়েখে বুখারার শামিল এটাই তাঁর মাজহাব।[৬৩৯]

البدائع গ্রন্থকার বলেন, আমাদের সাথিদের মতে ওমরা ওয়াজিব। যেমন, সদকায়ে ফিতর এবং কোরবানি ও বিতর নামায।[৬৪০]

তবে প্রধান হলো, ওমরা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদা।[৬৪১] দ্র. আওজাজুল মাসালিক।[৬৪২]

---

[৬৩৬] শায়খ মুহাম্মদ আবদুল বাকির উক্তি অনুযায়ি এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/২৭০, নং ৯৩১। -সংকলক।

[৬৩৭] ওমরার আভিধানিক অর্থ হলো, জিয়ারত। বলা হয়, اعتمر। তথা জিয়ারত করেছে ও ইচ্ছা করেছে। আবার কেউ বলছেন, এটি عمارة المسجد الحرام হতে নিষ্পন্ন। শরিয়তে এর অর্থ হলো, ফিকহ শাস্ত্রে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট শর্ত সহকারে বাইতুল হারাম জিয়ারত করা। আল্লামা বদরুদ্দিন ও শিহাব রহ. এ উক্তি করেছেন।

[৬৩৮] ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, ওমরা সুন্নত। কোনো মুসলমান ওমরা পরিহার করার অবকাশ দিয়েছেন বলে আমি জানি না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মালেকি ইমাম মালেক রহ.-এর এ উক্তিটিকে তাকিদের ওপর প্রয়োগ করেছেন, ওয়াজিবের ওপর নয়; এ সম্পর্কে যথার্থ স্থানে আলোচনা হবে। -আওজাজুল মাসালিক : ৩/৩৯০, جامع ما جاء في العمرة। -সংকলক।

[৬৩৯] আওজাজুল মাসালিক : ৩/৩৯০। -সংকলক।

[৬৪০] বাদায়িউস সানায়ে' : ২/২২৬, فصل : واما العمرة। -সংকলক।

[৬৪১] ইবনে আবিদিন রহ. বাহরুর রায়েক সূত্রে বলেন, 'সুন্নির বর্ণনা দ্বারা এটি স্পষ্ট। কেনোনা, মুহাম্মদ রহ. সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ওমরা নফল।' -রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার : ২/১৫১, مطلب في أحكام العمرة। -সংকলক।

তারপর হানাফিদের মতে ওমরা জীবনে একবার সুন্নতে মুয়াক্কাদা।[৬৪৩] আর প্রচুর পরিমাণ ওমরা করা মাকরূহ নয়; বরং মুস্তাহাব।[৬৪৪] অবশ্য আবু হানিফা রহ.-এ মতে পাঁচদিকে ওমরা করা মাকরূহ। আরাফা, কোরবানি ও তাশরিকের তিন দিবস তথা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে। অথচ আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে এই পাঁচদিনের মধ্য হতে কোরবানির দিনে তো তা মাকরূহ নয়, তবে অবশিষ্ট চারদিনেই মাকরূহ।[৬৪৫]

মালেক, হাসান বসরি এবং ইবনে সিরিন প্রমুখের মতে বছরে একাধিক ওমরা করা মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এক বছরে অধিক ওমরা করাতে কোনো দোষ নেই, বরং মুস্তাহাব। এটা আহমদ রহ.-এরও মাজহাব। অবশ্য আছরাম রহ. তাঁর এই বর্ণনা বর্ণনা করেছেন যে, ইচ্ছে হলে প্রতিমাসে ওমরা করবে।[৬৪৬]

بَابٌ[৬৪৭] مِنْهُ

একই বিষয়ের আর একটি অনুচ্ছেদ-৮৯ (মতন পৃ. ১৮৬)

٩٣٣ -عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৯৩৩। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ওমরা হজে প্রবিষ্ট হয়েছে (হজের মাসগুলোতে ওমরা করতে পারবে।) কেয়ামত পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن।

এ হাদিসটির অর্থ হলো, হজের মাসগুলোতে ওমরা করায় কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপ উক্তিই করেছেন ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। এ হাদিসের অর্থ হলো, জাহেলি যুগের লোকেরা হজের মাসগুলোতে

---

[৬৪২] ৩/৩৮৯-৩৯০।

আওজাজ গ্রন্থকার এই আলোচনার অধীনে লিখেন, এ প্রসঙ্গে মাজহাব বর্ণনাকারিদের মতপার্থক্য আছে- আয়িম্মায়ে কেরামের মাজহাব বর্ণনায়। সম্ভবত এটা তাদের হতে বর্ণনার বিভিন্নতার কারণে হয়েছে। -সংকলক।

[৬৪৩] আল্লামা শামি রহ. দুররে মুখতারে والعمرة في العمر سنة مؤكدة এবারত এর অধীনে লিখেন, অর্থাৎ, যখন তা একবার করে, তখন সে সুন্নত আদায় করলো। ওমরা আদায় করা নিষেধ এমন সময় ব্যতীত এটি কোনো সময়ের সংগে শর্তায়িত নয়। ফাতওয়া শামি : ২/১৫১, مطلب في أحكام العمرة। -সংকলক।

[৬৪৪] সূত্র ঐ। -সংকলক।

[৬৪৫] উমদাতুল কারি : ১/১০৮, ابواب العمرة، وجوب العمرة وفضلها। -সংকলক।

[৬৪৬] দ্র., আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৩/২২৬, فصل : ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا -উমদাতুল কারি : ১০/১০৮, وجوب العمرة وفضلها। -সংকলক।

[৬৪৭] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

ওমরা করতো না। যখন ইসলাম এলো, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবকাশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ওমরা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত হজে প্রবিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ, হজের মাসগুলোত ওমরা করতে কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে হজের মাসগুলো হলো, শাওয়াল, জিলকদ এবং জিলহজের দশদিন। কোনো ব্যক্তির জন্য হজের মাসগুলো ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে হজের এহরাম বাঁধা উচিত নয়। সম্মানিত মাসগুলো হলো, রজব, জিলকদ, জিলহজ, মুহাররম।

এটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন সাহাবা প্রমুখ একাধিক আলেম।

দরসে তিরমিযী

عن[৬৪৮] ابن عباس رضـــ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة،

অধিকাংশের মতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের অর্থ হচ্ছে, হজের মাসগুলোতে ওমরা করা বৈধ। এতে বর্বর যুগের লোকজনের আকিদা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। যারা বলতো, হজের মাসগুলোতে ওমরা করা অবৈধ।

এর দ্বিতীয় অর্থ হলো, এখানে কেরানের বৈধতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেনো উহ্য বক্তব্য এই–

دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة''

অর্থাৎ, ওমরার কাজগুলো হজের কাজের সংগে মিলিয়ে এমনভাবে আদায় করা হবে, যাতে হজে কেরানের রূপ ধারণ করে।[৬৪৯]

অনেকে এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন, سقوط العمرة ودخولها في الحج। অর্থাৎ, ওমরা ওয়াজিব নয়, কিন্তু আল্লামা নববি রহ. এই ব্যাখ্যাটিকে জয়িফ বলেছেন।[৬৫০]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এক অর্থ[৬৫১] جواز فسخ الحج إلى العمرة. বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লামা নববি রহ. এই ব্যাখ্যাটিকেও জয়িফ বলেছেন।[৬৫২]

---

[৬৪৮] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৪৯, باب في إفراد الحج। -সংকলক।

[৬৪৯] বিন্নৌরি রহ. বলেন, এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, ওমরা হজে প্রবিষ্ট হওয়া। অর্থাৎ, যখন হজের সংগে ওমরা আদায় করে তামাত্তু কিংবা কেরানের সুরতে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৬১। -সংকলক।

[৬৫০] شرح نبوب على صحيح مسلم : ১/৩৯৩, باب بيان وجوب الإحرام الخ, ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার আল্লামা নববি রহ.-এর উক্তি وهذا ضعيف। এর অধীনে দলিল রূপে লিখেন, কারণ, এর দাবি হলো, বিনা দলিলে রহিত হওয়া। দ্র., (৩/২৭৪)। -সংকলক।

[৬৫১] হজ বাতিল হয়ে ওমরার দিকে যাওয়া সংক্রান্ত কিছু আলোচনা। باب ما جاء في التمتع এর অধীনে এসেছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। -সংকলক।

[৬৫২] شرح نبوب على صحيح مسلم ১/৩৯৩।

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার ইমাম নববি রহ.-এর উক্তি وهذا ايضا ضعيف এর অধীনে লিখেন, 'এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, প্রশ্নের পূর্বাপর এ ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী করছে। বরং স্পষ্ট এটাই যে, প্রশ্ন হয়েছে বাতিল হওয়া সম্পর্কে। আর জবাব হয়েছে তার চেয়েও ব্যাপক। যাতে ওপরযুক্ত সবগুলো ব্যাখ্যাকেই শামিল করে, শুধুমাত্র তৃতীয়টি ব্যতীত।-ফতহুল বারি। দ্র., ফতহুল মুলহিম : ৩/২৭৪। -সংকলক।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ فَضْلِ الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ–৯০ : ওমরার ফজিলত সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৬)

٩٣٤– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

৯৩৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ওমরা হতে আরেক ওমরা মধ্যবর্তী গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। হজ্জে মাবরূর তথা কবুলি হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح

بَابُ[৬৫৩] مَا جَاءَ فِيْ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ

অনুচ্ছেদ–৯১ : তানয়িম হতে ওমরা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৬)

٩٣٥ –عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيْمِ.

৯৩৫। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিয়েছেন হজরত আয়েশা রা.কে তানয়িম হতে ওমরা করাতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

একদল এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে এই মত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করেন তার ওমরার জন্য মিকাত হলো, তানয়িম। অর্থাৎ, মক্কা হতে তানয়িমে এসে এহরাম বাঁধা উচিত। অথচ একদলের মত হলো, মক্কাবাসীর জন্য ওমরার মিকাত হলো হিল। চাই সেটা তানয়িম হোক কিংবা হিলের অন্য কোনো অংশ। এটাই ইমাম চতুষ্টয়ের মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

عن[৬৫৪] عبد الرحمن بن أبى بكر رضــــ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة رضــــ من التنعيم[৬৫৫]

---

[৬৫৩] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৬৫৪] সহিহ বোখারি : ১/২৩৯, ابواب العمرة، باب عمرة التنعيم, সহিহ মুসলিম : ১/৩৯১, باب بيان وجوه الإحرام الخ। - সংকলক।

[৬৫৫] তানয়িম। এর تاء এর ওপর যবর, ن এর ওপর জযম, ع এর নিচে জের। এটি মক্কার বাইরে একটি প্রসিদ্ধ জায়গা। মক্কা

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা.কে এই হুকুম দিয়েছিলেন যে, তিনি যেনো আয়েশা রা.কে তানয়িম হতে ওমরা করিয়ে দেন। এতে তানয়িম নির্ধারিত ছিলো। বরং আসল উদ্দেশ্য তো হিলই ছিলো। তবে যেহেতু তানয়িম অন্যান্য হিল্লের সীমানা অপেক্ষা নিকটবর্তী ছিলো, সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তানয়িম হতে ওমরা করার জন্য বলেছিলেন।[৬৫৬] এর সমর্থন হয় আয়েশা রা.-এর বর্ণনা দ্বারা।

قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وانا ابكى، فقال : ماذاك؟ قلت حضت قال : فلا تبكى، اصنعى ما يصنع الحاج، فقدمنا مكة ثم اتينا منى ، ثم غدونا الى عرفة، ثم رمينا الجمرة تلك الايام، فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل الحصبة، قال: والله ما نزلها الا من اجلى، فاما عبد الرحمن بن ابى بكر رضـــ فقال : إحمل اختك، فاخرجها من الحرم، قالت : والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم فلتهل بعمرة، فكان ادنانا من الحرم التنعيم، فاهللت بعمرة[৬৫৭]الخ''

'তিনি বলেন, সারিফ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, কি ব্যাপার? আমি বললাম, আমি ঋতুবতী হয়ে পড়েছি। জবাবে তিনি বললেন, তুমি কেঁদো না। একজন হাজি যা করে তুমিও তা করো। তারপর আমরা মক্কায় আগমন করলাম। তারপর মিনায় এলাম। তারপর আমরা সকালে রওয়ানার করে আরাফায় এলাম। তারপর আমরা সে দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপ করলাম। তারপর যখন রওয়ানা দিন এলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করে হাসবা নামক স্থানে নামলেন। আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, তিনি সেখানে আমার কারণেই নামলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে বললেন, তুমি তোমার বোনকে উঠিয়ে নাও। তাঁকে

হতে মদিনার দিকে চার মাইল দূরে। আল্লামা ফাকেহি রহ. এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি উবাইদ ইবনে উমাইর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তানয়িমকে এই নামে নামকরণের কারণ হলো, ভেতরে ডান দিকে নাইম নামক একটি পাহাড় আছে। তার বাম দিকে একটি পাহাড় আছে, যাকে বলা হয় মুনয়িম। উপত্যকাটির নাম হলো, নোমান। -ফতহুল বারি : ৩/৪৮৩-৪৮৪, باب عمرة التنعيم। -সংকলক।

[৬৫৬] তবে এই ব্যাখ্যার ওপর প্রশ্ন হতে পারে যে, হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেন, 'মুহিব তাবারি রহ. লিখেন, তানয়িম নিকটতম হিল হতে মক্কার দিকে সামান্য দূরে। এটি হিল বা হালাল এলাকার প্রান্ত নয়; বরং এ দুটোর মাঝে প্রায় এক মাইল ব্যবধান আছে। যে এর ওপর হিল্লের নিকটতম স্থান বলেছেন, তিনি রূপকার্থ অবলম্বন করেছেন। -ফতহুল বারি : ৩/৪৮৩-৪৮৪।

যা থেকে বুঝা গেলো, তানয়িম হিল্লের নিকটবর্তী স্থান নয়। বরং হেরেমের সীমা হতে কয়েক মাইল দূরে। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিকটতম হালাল স্থান ছেড়ে তানয়িম হতে ওমরা করানোর জন্য বলা বাহ্যত এর দলিল। উদ্দেশ্য হলো, তানয়িম হতে ওমরা করানো, হিল হতে নয়। যেমন, প্রথম দলের মাজহাব এটাই। তবে এর এই জবাব দেওয়া হয় যে, হিল্লের একদম নিকটবর্তী তানয়িমই ছিলো প্রসিদ্ধ স্থান। এ কারণে তিনি তানয়িমের কথা আলোচনা করেছেন। তাছাড়া অধিক সতর্কতার ব্যাপারও এটাই ছিলো। কেনোনা, তানয়িম পৌছে হেরেমের সীমা হতে বের হয়ে আসার মধ্যে কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না।

সারকথা, উদ্দেশ্য এটাই যে, মক্কাবাসীর জন্য ওমরার মিকাত হলো হিলই এবং তানয়িমকে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অবলম্বন করা হয়েছে। তারপর তানয়িম যদিও হিল্লের নিকটবর্তী স্থলের তুলনায় দূরে, কিন্তু হিল্লের অবশিষ্ট দিকগুলো অপেক্ষা এটি সর্বাবস্থায়ই নিকটবর্তী। এজন্য হাফেজ রহ.ও বলেছেন যে, তানয়িমকে হিল্লের নিকটবর্তী স্থান সাব্যস্ত করা হয়েছে রূপকার্থে। কিংবা হিল্লের অন্যান্য দিকের তুলনায় এটিকে হিল্লের নিকটবর্তী স্থান বলা হয়েছে। দ্র., ফতহুল বারি : ৩/৪৮৪, والله اعلم। -সংকলক।

[৬৫৭] শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৬২, باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها। -সংকলক।

হেরেম হতে বাইরে নিয়ে যাও। আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, তিনি জি'রানার কথাও বলেননি, তানয়িমের কথাও উল্লেখ করেননি। তারপর সে যেনো ওমরার এহরাম বাঁধে। বস্তুত হেরেম হতে তানয়িম ছিলো আমাদের সবচেয়ে নিকটতম এলাকা। তাই আমি ওমরার এহরাম বাঁধলাম।'

এই বর্ণনায় فكان ادنانا من الحرم التنعيم শব্দ দলিল করছে যে, তানয়িমকে ওমরার বিশেষ মিকাত হওয়ার কারণে নয়; বরং এ কারণে অবলম্বন করা হয়েছিলো যে, হিল্লের অন্যান্য সীমানা অপেক্ষা এটি হিল্লের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান ছিলো।[৬৫৮]

বোখারি রহ.-এর আচরণ দ্বারা বুঝা যায়, তিনি এর প্রবক্তা যে, মক্কাবাসী যেমনভাবে হজের এহরাম মক্কা হতেই বাঁধেন, অনুরূপভাবে ওমরার এহরামও বাঁধবেন মক্কা হতেই।[৬৫৯]

তবে বাস্তবতা হলো, এই মাজহাব জমহুর উম্মতের বিপরীত এবং বোখারি রহ.-এর একক মত।[৬৬০] সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের এ মতই যে, মক্কাবাসী হজের এহরাম যদিও মক্কা হতে বাঁধবেন, কিন্তু ওমরার এহরাম তার জন্য হিল হতে বাঁধা আবশ্যক।[৬৬১]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ

অনুচ্ছেদ-৯২ : জি'রানা হতে ওমরা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৬)

٩٣٦ -عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا فَقَضَا عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ خَرَجَ

---

[৬৫৮] দ্র., আল মুগনি-ইবনে কুদামা : ৩/২৫৮-২৬০, باب ذكر المواقيت مسألة قال وأهل مكة اذا أرادوا العمرة فمن الحل তাহাবি : ১/২৬১-২৬২ باب المكي يودي العمرة الخ, মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৬৭-৫৬৯। -সংকলক।

[৬৫৯] কেনোনা, ইমাম বোখারি সহিহ বোখারিতে একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন باب مهل أهل مكة للحج والعمرة। এর অধীনে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। 'তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীর জন্য মিকাত নির্ধারণ করেছেন জুলহুলায়ফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, নজদবাসীর জন্য করনুল মানাজিল, ইয়ামানবাসীর জন্য ইয়ালামলাম। এগুলো তাদের জন্য মিকাত এবং সেসব লোকের জন্য যারা তাদের দিক দিয়ে অতিক্রম করে, যারা হজ ও ওমরা করতে চায়। যারা এর বাইরে তারা যেখানে হতে শুরু করে সেখানে হতে তাদের মিকাত। এমনকি মক্কাবাসী মক্কা হতে (এহরাম বাঁধবে)। (১/২০৬)।

এর অধীনে আল্লামা আইনি রহ. লিখেন- 'এখানে তার উদ্দেশ্য হলো, মক্কাবাসীদের এহরামের স্থান বর্ণনা করা। এজন্য এর শিরোনাম দিয়েছেন باب مهل أهل مكة للحج والعمرة। দলিলের ক্ষেত্র হলো, হাদিসের নিম্নোক্ত বাক্য حتى أهل مكة من مكة যেমন, আমরা উল্লেখ করেছি। বাহ্যত এটা দলিল করে যে, তাদের এহরামের স্থান হলো, মক্কা। চাই হজের জন্য হোক কিংবা ওমরার। তবে মক্কাবাসীদের ওমরার এহরামের স্থান হলো হিল। যেমন, এর বর্ণনা শীঘ্রই আসছে। উমদাতুল কারি : ৯/১৩৯। -সংকলক।

[৬৬০] আল্লামা বিন্নোরি রহ. লিখেন, সারকথা, সমস্ত ইমাম ও উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, মক্কাবাসীর ওমরার মিকাত হিল, হেরেম নয়। মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৬৮-৫৬৯। -সংকলক।

[৬৬১] মুগনি-ইবনে কুদামা : ৩/২৫৮-২৫৯, باب ذكر المواقيت। -সংকলক।

من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته عن الناس.

৯৩৬। **অর্থ :** মুহাররিশ কা'বি রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা হতে রাতে ওমরার নিয়তে বের হয়েছেন। তারপর রাতে মক্কায় প্রবেশ করে ওমরা আদায় করেছেন। তারপর সে রাতেই বেরিয়ে জি'রানায় সকালে এসে পৌছেছেন, যেনো তিনি রাত যাপনকারি। অর্থাৎ, দর্শকদের এমন মনে হতো যেনো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রাত যাপন করেছেন। যখন পরবর্তীকালে সূর্য হেলে পড়লো, তখন বাতনে সারিফে বেরিয়ে রাস্তা পর্যন্ত চলে আসলেন। তথা বাতনে সারিফে মুজদালিফার পথে। তাই লোকজনের নিকট তার ওমরা ছিলো অস্পষ্ট।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

মুহাররিশ কা'বি রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদিসটি ব্যতীত অন্য কোনো হাদিস আমরা জানি না। বলা হয়, 'তিনি পৌছেছেন মিলিত রাস্তায় এসে।'

بَابُ[٦٦٢] مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ

অনুচ্ছেদ-৯৩ : রজব মাসে ওমরা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৬)

৯৩৭ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِيْ أَيِّ شَهْرٍ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم ؟ فَقَالَ فِيْ رَجَبَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ (تعنى ابن عمر) وَمَا اعْتَمَرَ فِيْ شَهْرِ رَجَبَ قَطُّ.

৯৩৭। **অর্থ :** ওরওয়া রা. বলেন, ইবনে উমর রা.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ মাসে ওমরা করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, রজব মাসে। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ওমরা করেছেন, তখনই তিনি অর্থাৎ, ইবনে উমর রা. তাঁর সংগে ছিলেন। তিনি কখনো রজব মাসে ওমরা করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, হাবিব ইবনে আবু সাবেত ওরওয়া ইবনে জুবায়র হতে হাদিস শুনেননি।

৯৩৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم اِعْتَمَرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبَ.

৯৩৮। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি ওমরা করেছেন। একটি করেছেন রজবে।

---

[৬৬২] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

عن[৬৬৩] عروة قال : سئل ابن عمر رضـــ فى اي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : في رجب، قال فقالت عائشة رضـــ : ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه تعني ابن عمر رضـــ، وما اعتمر في شهر رجب قط[৬৬৪]

এতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রজবে ওমরা করা সংক্রান্ত আয়েশা ও ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা পরস্পর বিরোধপূর্ণ।

আয়েশা রা.-এর পক্ষ হতে রজবে ওমরা অস্বীকার করা হয়েছে। ইবনে উমর রা.-এর পক্ষ হতে রজবে ওমরা দলিল করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে রজবে ওমরা প্রমাণিত হচ্ছে হজরত ইবনে উমর রা.-এরই পরবর্তী বর্ণনা দ্বারা।

দরসে তিরমিযী

''عن مجاهد عن ابن عمر رضـــ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن فى رجب''

তবে এই বিরোধ বোখারির বর্ণনা দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়,

عن مجاهد قال: دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة واذا اناس يصلون في المسجد صلوة الضحى، قال: فسألناه عن صلوتهم، فقال : بدعة[৬৬৫]، ثم قال له : كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : اربع، احداهن في رجب، فكرهنا ان نرد عليه، قال : وسمعنا استنان عائشة ام المؤمنين رضـــ في الحجرة فقال عروة : يا اماه يا ام المؤمنين، الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قال: ما يقول؟ قال: يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات

---

[৬৬৩] সহিহ বোখারি : ১/৩৩৮-৩৩৯, ابواب العمرة، باب كم اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم, সহিহ মুসলিম : ১/৪০৯ باب بيان عدد عمر النبي صلي الله علس وسلم وزمانهن

[৬৬৪] রজব শব্দটি غير منصرف না منصرف এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। দুটি উক্তি আছে, চাই যে কোনো একটি উক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হোক, এ স্থলে সর্বাবস্থায়ই রজব শব্দটি মুনসারিফ। কেনোনা, যদি গাইরে মুনসারিফ হওয়ার উক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তবুও যখন নাকেরা বানানো হয়, তখন সেটি মুনসারিফ হয়। এ মূলনীতি অনুসারে এখানে মুনসারিফ হবে। অবশ্য শিরোনামে গাইরে মুনসারিফ পড়ার অবকাশ আছে। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৭২-৫৭৩। -সংকলক।

[৬৬৫] স্পষ্ট বিষয় হলো, এটি তার মতে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং এর ওপর বিদ'আত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অনেকে বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো, এটি বিদআতে মুসতাহসানার শামিল। যেমন, উমর রা. তারাবিহের নামাজ সম্পর্কে বলেছেন, এটি আফজাল বিদ'আত। আর অনেকে বলেছেন যে, তার উদ্দেশ্য হলো, এই নামাজ মসজিদে প্রকাশ্যে এবং জামাত সহকারে আদায় করাই বিদ'আত। তবুও এই নামাজটি বিদ'আত- তা নয়। এটি সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা। -উমদা : ১০/১১১, باب كم اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم।

احداهن في رجب، قالت: يرحم الله ابا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده[৬৬৬]، وما اعتمر في رجب، قط[৬৬৭]،

'মুজাহিদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এবং ওরওয়া ইবনে জুবায়র রা. মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আয়েশা রা.-এর হুজরার নিকট বসে আছেন। কিছু লোক মসজিদে চাশতের নামাজ পড়ছে। বর্ণনাকারি বলেন, আমরা তখন তাঁকে তাঁদের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, এটি বিদআত। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার ওমরা করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। তার মধ্যে একটি ছিলো রজবে। ফলে আমরা তাঁর মত খণ্ডন অপছন্দ করলাম। বর্ণনাকারি বললেন, আমরা তখন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-এর হুজরায় তাঁর দাঁত মাজার শব্দ পেলাম। তখন ওরওয়া বললেন, আম্মাজান! হে উম্মুল মুমিনিন! আবু আবদুর রহমান কি বলছেন, আপনি কি তা শুনেন নি? তিনি বললেন, কি বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, আবু আবদুর রহমান বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি ওমরা করেছেন। তার মধ্যে একটি রজবে। হজরত আয়েশা রা. বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবু আবদুর রহমানের প্রতি রহম করুন। তিনি কোনো ওমরা করেননি যে, আবু আবদুর রহমান তাঁর সংগে উপস্থিত ছিলেন না। রজবে তিনি কখনও ওমরা আদায় করেননি।'

এবং মুসলিমের বর্ণনায় এই ঘটনায় নিম্নেযুক্ত শব্দাবলিও বর্ণিত আছে,

وابن عمر يسمع فما قال لا و لا نعم، سكت[৬৬৮]

অর্থাৎ, ইবনে উমর রা. তখন তাঁর কথা শুনছিলেন। তখন তিনি হ্যাঁ-না কিছুই বলেননি। বরং নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

এর অধীনে ব্যাখ্যায় আল্লামা নববি রহ. লিখেন, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটা দলিল করছে যে, বিষয়টি ইবনে উমর রা.-এর নিকট ঘোলাটে হয়ে পড়েছিলো। কিংবা তিনি ভুলে গেছেন, কিংবা সংশয়ে পড়েছেন। এজন্য হজরত আয়েশা রা.-এর কথা অস্বীকার করেননি এবং তার সংগে কোনো কথা পুনরায় বলেননি; বরং নীরব থেকেছেন।

সুতরাং এ বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে যায় যে, এ সম্পর্কে আয়েশা রা.-এর বর্ণনা বিশুদ্ধ। অর্থাৎ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে কোনো ওমরা করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عُمْرَةِ ذِي الْقَعْدَةِ

অনুচ্ছেদ–৯৪ : জিলকদ মাসে ওমরা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৬)

৯৩৯ – عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم اِعْتَمَرَ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ

৯৩৯। **অর্থ :** হজরত বারা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলকদ মাসে ওমরা আদায় করেছেন।

---

[৬৬৬] অর্থাৎ, ইবনে উমর রা.। -সংকলক।

[৬৬৭] সহিহ বোখারি : ১/২৩৮, أبواب العمرة، باب كم اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم। -সংকলক।

[৬৬৮] সহিহ মুসলিম : ১/৪০৯, باب بيان عدد عمر النبي صلي الله عليه وسلم وزمانهن। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ[৬৬৯] مَا جَاءَ فِيْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ–৯৫ : রমজান মাসে ওমরা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৬)

٩٤٠ – عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

৯৪০। **অর্থ :** উম্মে মা'কিল রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজানে ওমরা এক হজের সমান হয়ে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আব্বাস, জাবের, আবু হুরায়রা, আনাস ও ওয়াহাব ইবনে খামবাশ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, (তাঁকে) হিরম ইবনে খামবাশও বলা হয়। বয়ান ও জাবের বলেছেন, 'শা'বি ওয়াহাব ইবনে খামবাশ হতে।'

হজরত দাউদ আওদি রহ. বলেছেন, 'শা'বি সূত্রে হারিম ইবনে খামবাশ হতে।' তবে 'ওয়াহাব' হলো আসাহ।

উম্মে মা'কিল রা.-এর হাদিসটি এ সূত্রে حسن صحيح।

আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, রমজানে ওমরা এক হজের বরাবর হয়ে যায়।

ইসহাক রহ. বলেন, এ হাদিসের অর্থ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নেযুক্ত এরশাদেরই মতো, যে ব্যক্তি قل هو الله احد পাঠ করলো, সে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করলো।

দরসে তিরমিযী

''عن[৬৭০] ابن ام[৬৭১] معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرة في رمضان تعدل حجة''

---

[৬৬৯] এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৬৭০] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৭২-২৭৩, باب العمرة

সুনানে আবু দাউদে হজরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ فعمرة في رمضان تقضي حجة لو حجة معي অর্থাৎ, এটি আমার সংগে একটি হজের বরাবর হয়ে যায়। অর্থাৎ, রমজানে ওমরা করা। (১/২৭৩)। মুসলিম শরিফে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে যে, রমজানে ওমরা করা আমার সংগে একটি হজ আদায়ের কাজ দিবে। অর্থাৎ, সে পরিমাণ সাওয়াব হবে। (১/৪০৯ باب فضل القراءة في رمضان)। তাছাড়া মু'জামে তাবারানি কবিরে হজরত আনাস ইবনে মালেক রহ.

এ অনুচ্ছেদের হাদিস হতে এই সন্দেহ যেনো না হয় যে, কেউ যখন রমজানে ওমরা করবে যেহেতু এই ওমরা হজের সমান হবে, এজন্য তার ওপর হজ ফরজ হবে না, সে ফরজ হজ হতে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেনোনা, এর ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ ওমরা ইসলামি হজের স্থলাভিষিক্ত হবে না। যদিও সে হজের ফজিলত পেয়ে যাবে[৬৭২]।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِيْ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرَجُ

অনুচ্ছেদ– ৯৬ : এহরাম বাঁধার পর যার পা ভেঙে যায় কিংবা ল্যাংড়া হয়ে যাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৩)

٩٤١ – حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ كُسِرَ اَوْعَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرٰى فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَا صَدَقَ.

৯৪১। **অর্থ :** হাজ্জাজ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার পা ভেঙে গেছে, কিংবা ল্যাংড়া হয়ে গেছে সে হালাল হয়ে গেছে। তার ওপর দায়িত্ব আছে অন্য আরেকটি হজের। ফলে আমি এ বিষয়টি হজরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট আলোচনা করলে তাঁরা বললেন, হাজ্জাজ সত্য বলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

حدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري عن الحجاج مثله قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله

হতে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, রমজানে ওমরা করা আমার সংগে এক হজের মতো। হাইছামি রহ. বলেছেন, এটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন। এতে আছেন আনাসের আজাদকৃত গোলাম হিলাল। মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৩/২৮০, باب العمرة في رمضان। -সংকলক।

[৬৭১] অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, রমজানের ওমরা সংক্রান্ত ফরমান হজরত উম্মে মা'কিল রা.-এর প্রশ্নের জবাবে এরশাদ করেছিলেন। কোনোটি দ্বারা বুঝা যায় হজরত উম্মে সুলায়ম রা.-এর প্রশ্নের জবাবে। কোনোটি দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মে হাইছাম কিংবা উম্মে তালক, কিংবা উম্মে সিনান আনসারিয়ার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন। কোনোটিতে অস্পষ্ট মহিলার উল্লেখ আছে। সারকথা, এটি কমপক্ষে চারটি স্বতন্ত্র ঘটনা। যার জবাবে তিনি বলেছেন। যেমন, মুহিব তাবারি তাহকিক করেছেন। দ্র., মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৭৭। -সংকলক।

[৬৭২] তাই আইনি রহ. লিখেন যে, ওমরা হজের স্থলাভিষিক্ত না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা আছে। ইবনে খুজায়মা রহ. বলেছেন, একটি জিনিস অপর আরেকটি জিনিসের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং এটাকে সেটার সমান সাব্যস্ত করা হয়, যখন একটি অপরটির সংগে কোনো বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, সবগুলোতে নয়। কেনোনা, ওমরা দ্বারা ফরজ হজ ও মানত আদায় হবে না। ইবনুল জাওজি রহ. বলেছেন যে, সময়ের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে, আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। যেমনভাবে বৃদ্ধি পায় হুজুরে কলব এবং খালেসে নিয়তের কারণে।

প্রকাশ থাকে যে, অনেক আলেম এই ফজিলতকে সেসব মহিলার সংগে বিশেষিত সাব্যস্ত করেছেন। দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/১১৭, باب عمرة في رمضان। -সংকলক।

হজরত ইসহাক ইবনে মানসুর-মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারি-হাজ্জাজ সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন একাধিক আলেম হাজ্জাজ সাওয়াফ হতে। আর মা'মার ও মুয়াবিয়া ইবনে সাল্লাম এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-ইকরিমা-আবদুল্লাহ ইবনে রাফে'-হাজ্জাজ ইবনে আমর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

হাজ্জাজ সাওয়াফ তার হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে রাফে'র কথা উল্লেখ করেননি। তবে হাজ্জাজ মুহাদ্দিসিনের মতে সেকাহ এবং হাফেজ।

আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, মা'মার ও মুয়াবিয়া ইবনে সাল্লামের হাদিসটি আসাহ।

হজরত আবদ ইবনে হুমাইদ-আবদুর রাজ্জাক-মা'মার-ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-ইকরিমা-আবদুল্লাহ ইবনে রাফে'-হাজ্জাজ ইবনে আমর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন এমনটি।

দরসে তিরমিযী

এটি এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট দুটি ইহসার তথা পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সংগে। বাধাপ্রাপ্তি হানাফিদের মতে সেসব প্রতিবন্ধকতার কারণে সংঘটিত হয় যেটি বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রতিবন্ধক হয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জায়দ ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস রা., আতা ইবনে আবু রাবাহ, ইবরাহিম নাখয়ি এবং সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাবও এটাই। সারকথা, রোগ ইত্যাদির কারণে হানাফিদের মতে অবরোধ সংঘটিত হয়। ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মতে অবরোধ শুধু শত্রু দ্বারা সংঘটিত হয়, রোগ দ্বারা নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., লাইছ ইবনে সাদ প্রমুখেরও মাজহাব এটাই।[৬৭৩]

মালেকি ও শাফেয়ি প্রমুখের দলিল হলো,

واتموا[৬৭৪] الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي

ছয় হিজরিতে এই আয়াতটি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় নাজিল হয়েছিলো,[৬৭৫] যখন তাঁরা শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। এতে বুঝা গেলো অবরোধ শত্রুর সংগে নির্দিষ্ট।

অভিধান, বর্ণনা এবং দিরায়াত তথা যুক্তি সবদিক দিয়ে হানাফিদের মাজহাবই প্রধান। আভিধানিকভাবে এ কারণে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিধানবিদের মতে ইহসার শব্দটি প্রকৃত অর্থে রোগ দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার জন্য হসর শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অভিধানবিদগণের মধ্য হতে আবু

---

[৬৭৩] দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/১৪০, ابواب المحصر وجزاء الصيد। -সংকলক।

[৬৭৪] এবং (যখন হজ্জ ও ওমরা করতে হয়, তখন এই) হজ্জ ও ওমরাকে আল্লাহর ওয়াস্তে পরিপূর্ণরূপে আদায় করো। তারপর যদি (কোনো শত্রু কিংবা রোগের কারণে) তোমাদের সংগে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাহলে কোরবানির জানোয়ার যা কিছু সহজ হয় (জবাই কর)। সূরা বাকারা : ১৯৬, পারা-২। -সংকলক।

[৬৭৫] দ্র., তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৩১, الأمر بالحج والعمرة تحت قوله تعالى: فان احصرتم فما استيسر من الهدي। -সংকলক।

ওবায়দা, ইবনে কুতায়বা, ছা'লাব এবং যাজ্জাজ রহ. প্রমুখ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।[৬৭৬] বর্ণনাগতভাবে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের কারণে প্রধান।

عن عكرمة قال : حدثني الحجاج بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كسر او عرج فقد حل، وعليه حجة اخرى فذكرت ذلك لابي[৬৭৭] هريرة وابن عباس رضــ، فقالا صدق

সুস্পষ্টভাবে এই বর্ণনাটি দলিল করছে যে, অবরোধ শত্রুর সংগে নির্দিষ্ট নয় এবং পা ভাঙ্গা ও ল্যাংড়া হওয়াও প্রমাণিত হয়ে যায়।

আর যৌক্তিকভাবে এজন্য প্রধান, যে কারণ শত্রুর কারণে অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, সেটি রোগের কারণে অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। কেনোনা, উভয়টিই হজের প্রতিবন্ধক। সুতরাং উচিত উভয়টির হুকুমও সমান হওয়া।

فان احصرتم فما استيسر من الهدي

যদিও আয়াতটি হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময়ই নাজিল হয়েছিলো, কিন্তু প্রথমতো ধর্তব্য হয় শব্দের ব্যাপকতা, 'শানে নুজুলের বিশেষত্ব নয়'- এই মূলনীতি অনুযায়ি এর হুকুমকে শত্রুর সংগে খাস করা যায় না। দ্বিতীয়তো আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন এখানে ইহসার শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতের শানে নুজুল যদিও শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ঘটনা, কিন্তু এটাই রোগের কারণে অবরুদ্ধ হওয়ার হুকুম।

---

[৬৭৬] রাজি রহ. ইহসার শব্দটির ওপর আফজাল আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইহসার শব্দটিতে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। এখানে তিনটি উক্তি আছে। ১. আবু উবায়দা, ইবনুস সাকিত, যাজ্জাজ, ইবনে কুতায়বা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিধানবিদ এ মত পছন্দ করেছেন যে, এটি রোগের সংগে বিশেষিত। ইবনুস সাকিত রহ. বলেছেন, কথিত আছে أحصره المرض যখন রোগ তাকে সফর হতে বিরত রাখে। ছা'লাব রহ. ফাসিহুল কালামে বলেছেন, احصر بالمرض وحصر بالعدو। ২. ইহসার শব্দটি আটকে রাখা ও বারণ করার অর্থ দেয়। চাই শত্রুর কারণে হোক কিংবা রোগের কারণে। এটি হলো, ফাররা রহ.-এর উক্তি। ৩. এটি শত্রুর কারণে বারণের সংগে খাস। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর উক্তি। ইবনে আব্বাস রা. ও ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে। কেনোনা, তাঁরা বলেছেন, হসর বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি কেবল শত্রুর কারণেই হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিধানবিদ হজরত ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর এ উক্তিটি রদ করে দিয়েছেন। এ আলোচনার ফায়দা একটি ফিকহি মাসআলায় প্রকাশ পায়। সেটি হলো, ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, শত্রু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে সেখানে ইহসারের হুকুম প্রমাণিত হয়। বাকি রোগের কারণে ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে ইহসার হয় কিনা? আবু হানিফা রহ. বলেছেন, প্রমাণিত হয় আর ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন প্রমাণিত হয় না। আবু হানিফা রহ.-এর দলিলটি অভিধান বিশেষজ্ঞগণের মাজহাবের ভিত্তিতে স্পষ্ট। কেনোনা, অভিধানবিদ দু'ধরনের আছেন। ১. যারা বলেন, ইহসার রোগের ফলে প্রতিবন্ধকতার সংগে খাস। আর এই মাজহাবের ভিত্তিতে ওপরযুক্ত আয়াতটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নস হবে যে, রোগের ইহসার এ হুকুমের ফায়দা দেয়। ২. যারা বলেন, ইহসার ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির নাম। চাই রোগের কারণে হোক কিংবা শত্রুর কারণে। এ উক্তির ফলে আবু হানিফা রহ.-এর দলিল স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা এ হুকুমটিকে ইহসারের অর্থের ওপর ঝুলন্ত রেখেছেন। সুতরাং হুকুমটি ইহসার অর্জিত হওয়ার সময় প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক হবে। চাই শত্রুর কারণে হোক কিংবা রোগের কারণে। তবে তৃতীয় উক্তিটির ভিত্তিতে ইহসার শত্রুর প্রতিবন্ধকতার কারণে হয়ে থাকে। এ উক্তিটি সমস্ত অভিধানবিদের ঐকমত্য বাতিল। যদি এটি প্রমাণিত মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা রোগকে শত্রুর ওপর কিয়াস করবো। কেনোনা, সমস্যা প্রতিহতকরণের কারণ উভয়টিতে আছে। এটি সুস্পষ্ট এবং জাহেরি কারণ। এটা হলো, আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবের বিশদ বর্ণনা। এটি স্পষ্ট শক্তিশালী। দ্র., আত-তাফসিরুল কাবির-রাজি : ৫/১৫৯-১৬০, تحت قوله فان احصرتم। -সংকলক।

[৬৭৭] ইমাম তিরমিযী রহ. ব্যতীত ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ রহ.ও এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। দ্র., সুনানে আবু দাউদ : ১/২৫৭, باب الاحصار, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২২, باب المحصر। -সংকলক।

তারপর হানাফিদের মতে অবরোধের হুকুম হলো, অবরুদ্ধ ব্যক্তি একটি কোরবানির পশু হেরেমে পাঠাবে এবং একটি ওয়াক্ত সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে নিবে, যে সময়ে সে কোরবানির জন্তু হেরেমে জবাই করা হবে। যখন সে সময় এসে যাবে, তখন সে হালাল হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মাজহাবও এটাই। যদি সে হেরেমে কোরবানির পশু জবাই করানোর ব্যবস্থা করতে না পারে, তাহলে সে হালাল হতে পারবে না। তারপর হালাল হওয়ার সুরতে তার ওপর মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদির হুকুম নেই। কেনোনা, তার ওপর হতে কোরবানির আহকাম বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য আবু ইউসুফ রহ. বলেন, সে মাথা মুণ্ডাবে। আর যদি তা না করায়, তবে তার ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়। তারপর যেহেতু হানাফিদের মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির অর্থ ব্যাপক, চাই শত্রুর কারণে অবরুদ্ধ হোক বা রোগের কারণে, কিন্তু কোরবানির পশু হেরেমে জবাই করার সুরতে হালাল হওয়ার সুযোগ উভয়ের জন্যই হবে।

তবে মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতে যেহেতু শুধু শত্রুর কারণে বাধা বা অবরোধ ধর্তব্য, হালাল হওয়ার অবকাশ শুধু সেই লাভ করবে, রোগের কারণে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাভ করবে না। হালাল হওয়ার সুরতে তাঁদের মতে কোরবানির পশু হেরেমে পাঠানো আবশ্যক নয়। বরং কোরবানির পশু সে স্থলেই জবাই করা যথেষ্ট যেখানে সে অবরুদ্ধ হয়েছে। তারপর তাঁদের মতে হালাল হওয়ার সুরতে মাথা মুণ্ডানো কাজ করিয়ে দিবে।[৬৭৮]

রোগের কারণে অবরুদ্ধ হলে, তাঁদের মতে বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করা ছাড়া হালাল হতে পারে না। অবশ্য শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতে সে শর্তারোপের সুরতে হালাল হতে পারে।[৬৭৯] পরবর্তী অনুচ্ছেদে শর্তরোপের বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

قوله : وعليه حجة اخرى এই ব্যাপারেও বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে যে, তার দায়িত্বে এই হজ ও ওমরার কাজা ওয়াজিব কীনা?[৬৮০]

অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি দম (কোরবানির পশু) জবাই করিয়ে হালাল হয়ে যায়, হানাফিদের মতে তার ওপর এর কাজা ওয়াজিব।[৬৮১] ইমাম আহমদ রহ.-এর এক বর্ণনা এটিই।[৬৮২]

---

[৬৭৮] মাথা মুণ্ডানো কিংবা ছাঁটা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দুটি উক্তি আছে। ১. মালেকি ও হাম্বলিদের মত। যেমন, আমরা উল্লেখ করেছি। ২. আবু হানিফা রহ.-এর মত। অর্থাৎ, মাথা মুণ্ডানো কিংবা ছাঁটা আবশ্যক নয়। কুরতুবি : ২/৩৮০, المسئلة الثالثة تحت قوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله। -সংকলক।

[৬৭৯] ইহসারের হুকুম সংক্রান্ত ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৮৩ হতে গৃহীত। -সংকলক।

[৬৮০] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., কুরতুবি : ২/৩৭৬, المسئلة السابعة تحت قوله تعالى : فان احصرتم فما استيسر من الهدي। -সংকলক।

[৬৮১] ইবরাহিম নাখয়ি মুজাহিদ, শা'বি ও ইকরামা রহ.-এরও এটাই মাজহাব। মা'আলিমুস সুনান-খাত্তাবি ফি জায়লিল মুখতাসার লিল মুনজিরি : ২/৩৬৮, باب الاحصار। -সংকলক।

[৬৮২] এজন্য মিরদাদি রহ. আল ইনসাফে লিখেন, তার হতে বর্ণিত আছে লোকটির ওপর ফরজের মতো কাজা করা আবশ্যক। এটিই হলো আসল মাজহাব। তিনি ফুরুয়ে বলেছেন, আসল মাজহাব হলো, নফলের কাজা আবশ্যক হওয়া। আল্লামা খিরকি এবং ওয়াজিয গ্রন্থকার এর ওপর দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা জারকাশি রহ. বলেছেন, এই বর্ণনাটি তাঁর ছাত্রগণের মতে দুটির মধ্যে বিশুদ্ধ তম।

(8/৬৪, باب الفوات والاحصار لن كان فرضا وجب عليه القضاء)। -সংকলক।

তবে শাফেয়ি ও মালেকিদের মতে কাজা ওয়াজিব নয়। ইমাম আহমদ রহ.-এর দ্বিতীয় বর্ণনা এটিই।[৮৮৩] তাঁদের বক্তব্য হলো, কোরআনে করিম কাজা ওয়াজিব হওয়ার কথা উল্লেখ হয়নি।[৮৮৪]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বাক্য وعليه حجة اخرى তথা তার ওপর আছে অপর একটি হজ। তাছাড়া হানাফিদের আরেকটি দলিল হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার ওমরার কাজা পরবর্তী বছর করেছিলেন।[৮৮৫] কোরআনে কারিমে কাজার অনুল্লেখ ওয়াজিব না হওয়াকে আবশ্যক করে না। এটা স্পষ্টই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-৯৭ : হজে শর্তারোপ

٩٤٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ أَقُوْلُ ؟ قَالَ قُوْلِيْ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَحِلِّيْ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِيْ.

৯৪২। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, জুবা'আ বিনতে জুবায়র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ করার জন্য নিয়ত করেছি। আমি কি শর্তারোপ করবো? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি কিরূপ বলবো? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, তুমি বলো, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। আমার হালাল হওয়ার স্থান জমিনের সেখানে যেখানে আপনি আবদ্ধ করবেন (যখন ওজর দেখা দিবে।)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের, আসমা বিনতে আবু বকর ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এর ওপর অনেক আলেমের মতে আমল অব্যাহত। তাঁরা হজে শর্তারোপের মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, যদি শর্তারোপ করে তারপর সে রুগ্ন হয়ে পড়ে। কিংবা কোনো ওজর যুক্ত হয়, তবে তার জন্য হালাল হয়ে যাওয়া এবং এহরাম হতে বেরিয়ে যাওয়ার অবকাশ আছে। এটা ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। আবার অনেক আলেম হজে শর্তারোপের মতপোষণ করেননি। তাঁরা বলেছেন, যদি শর্তারোপ করে তবে তার জন্য এহরাম হতে বের হওয়ার অবকাশ নেই। এটাকে তাঁরা তার মতো মনে করেন, যে শর্তারোপ করেনি।

---

[৮৮৩] সূত্র ঐ। প্রকাশ থাকে যে, ওপরযুক্ত বর্ণনা নফল হজ কিংবা ওমরা সংক্রান্ত। ফরজ হজ ইহসারের কারণে কারো মতে বাদ হয়ে যায় না। এজন্য এস্থানে আল্লামা মিরদাদি রহ. লিখেন, যদি ফরজ হয়, তাহলে বিনা এখতেলাফে তার ওপর কাজা করা ওয়াজিব। -সংকলক।

[৮৮৪] বরং ব্যাপক এরশাদ আছে فان احصرتم فما استيسر من الهدي। -সংকলক।

[৮৮৫] তাফসিরে কুরতুবি : ২/৩৭৬। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

عن[৬৮৬] ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله! اني اريد الحج افأشترط؟ قال : نعم، قالت : كيف اقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، لبيك محلي من الارض حيث تحبسني''

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলিদের মতে রোগের কারণে অবরুদ্ধ ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করা ব্যতীত হালাল হতে পারে না। তারপর তাঁদের মধ্য হতে শাফেয়ি, হাম্বলিদের এবং ইমাম ইসহাক রহ.-এর মতে যদি সে এহরামের সময় তালবিয়া পড়ার ওয়াক্ত শর্ত করে নেয়, তাহলে হালাল হতে পারে।[৬৮৭] ইশতিরাত বা শর্তারোপের অর্থ হলো, তালবিয়ার সংগে এমন বলা ''لبيك اللهم لبيك، لبيك محلي من الارض حيث تحبسني'' অর্থাৎ, আমার যে স্থানে কোনো রোগ বা ওজর এসে পড়ে সেখানে এহরাম হতে বেরিয়ে যাবার এখতিয়ার আমার থাকবে।[৬৮৮]

আবু হানিফা, মালেক ও সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মতে এই শর্তারোপ ধর্তব্য নয়।[৬৮৯] এটাই ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর নতুন উক্তি।[৬৯০]

তারপর যেহেতু ইমাম মালেক রহ.-এর মতে না এই শর্তারোপ ধর্তব্য, না রোগে অবরুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য, সেহেতু হালাল হওয়ার পদ্ধতি শুধু বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করা। তবে আবু হানিফা রহ.-এর মতে যেহেতু রোগে অবরুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য, সুতরাং যদি কেউ রাস্তায় রুগ্ন হয়ে পড়ে তাহলেও কোরবানির পশু পাঠিয়ে হালাল হতে পারে। সুতরাং তাঁর মতে শর্তারোপ অনর্থক, ধর্তব্য নয়।

তাঁরা শর্তারোপের পক্ষে তাঁদের দলিল জুবা'আ বিনতে জুবায়র রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। আর হানাফি প্রমুখের দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইবনে রা.-এর বর্ণনা,

---

[৬৮৬] সহিহ মুসলিম : ১/৩৮৫, باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه, সুনানে নাসায়ি : ২/১৯, باب الاشتراط في الحج، وباب كيف يقول اذا اشترط, সুনানে আবু দাউদ : ১/২৪৭, باب الإشتراط في الحج, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১১, باب الشرط في الحج। -সংকলক।

[৬৮৭] দ্র. উমদাতুল কারি : ১০/১৪৭, باب الاحضار في الحج। তাতে আছে, 'অনেকে বলেছেন, এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবি, তাবেয়ি ও তৎপরবর্তী আলেমের মত। এ মত পোষণ করেছেন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলি ইবনে আবু তালেব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আয়েশা, উম্মে সালামা ও একদল তাবেয়ি। -সংকলক।

[৬৮৮] এই শর্তটি জাহেরিদের মতে ওয়াজিব। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মতে বৈধ। সূত্র ঐ। -সংকলক।

[৬৮৯] দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/৮৫, كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين। তাতে আছে, এ মতটি হজরত ইবনে উমর ও আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে। এটি ইবরাহিম নাখয়ি, হাকাম, তাউস ও সায়িদ ইবনে জুবায়র রহ.-এর মাজহাব। আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. ইমাম যুহরি রহ.-এর মাজহাবও এটিই বর্ণনা করেছেন। দ্র., আল মুগনি : ৩/২৮৩, مسألة : قال : ويشترط فيقول : ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني الخ। -সংকলক।

[৬৯০] আল্লামা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (৬/৫৮৫) লিখেন, 'ইমাম নববি রহ. শরহুল মুহাজ্জাবে (৮/৩১০) উল্লেখ করেন, এ হতে যা স্পষ্ট হয় যে, কিতাবুল মানাসিকে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর নতুন স্পষ্ট বর্ণনা হলো, শর্তের যথার্থতার উক্তি না করা এবং সে হালাল হবেনা। তবে ইমাম বায়হাকি ও তৎপরবর্তীগণ তাদের ইমামগণের শর্তায়নের উক্তিকে আবশ্যকীয় মনে করেন।

انه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول : اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم''

এ হাদিসটি বোখারিতে নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

كان ابن عمر رضــ يقول : اليس ''حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا[৬৬১]''

'ইবনে উমর রা. বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত কী তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তোমাদের কেউ যদি হজ হতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তারপর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে, সাফা মারওয়ায় দৌড়াদৌড়ি করে তারপর সবকিছু হতে হালাল হয়ে যায়, পরবর্তী বছর হজ করে তাহলে সে কোরবানির পশু পাঠাবে কিংবা রোজা রাখবে, সে যদি কোরবানির জন্তু না পায়।

হজরত জুবা'আ বিনতে জুবায়র রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হানাফিদের পক্ষ হতে এই দেওয়া হয় এই দেওয়া হয় যে, এটি তার বৈশিষ্ট্য।[৬৬২] কিংবা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য শর্তারোপকে ধর্তব্য সাব্যস্ত করা ছিলো না। বরং হজরত জুবা'আ রা. এর মানসিক প্রশান্তির কারণে ছিলো। অর্থাৎ, হজরত জুবা'আ রা.-এর সন্দেহ হচ্ছিলো যে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সুরতে আমার জন্য হালাল হওয়া কিভাবে বৈধ হবে?[৬৬৩] প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মানসিক প্রশান্তির জন্য পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। হানাফিদের মতেও আত্মিক প্রশান্তির জন্য শর্তারোপের অবকাশ আছে। এটা সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। যদিও মৌলিকভাবে এটা ধর্তব্য নয়। কেনোনা, এর দ্বারা স্বতন্ত্র কোনো ফায়দা অর্জিত হয় না।[৬৬৪] যদিও অনেকে

---

[৬৬১] সহিহ বোখারি : ১/২৪৩, باب الاحصار في الحج সুনানে দারাকুতনিতেও হজরত ইবনে উমর রা.-এর এই বর্ণনা বর্ণিত আছে। যার প্রাথমিক শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত– তোমাদের জন্য তোমাদের নবীর সুন্নত যথেষ্ট। তিনি শর্ত করতেন না। (২/২৩৪ كتاب الحج, হাদিস নং ৮১)। -সংকলক।

[৬৬২] এজন্য আল্লামা আইনি রহ. লিখেন, অনেক তাবেয়ি, মালেক ও আবু হানিফা রহ. এ মত পোষণ করেছেন যে, শর্ত করা সহিহ হবে না। তারা এ হাদিসটিকে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যে, শর্ত করা সহিহ হবে না। তারা এ হাদিসটিকে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যে, এটি বিচ্ছিন্ন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা। এটি হজরত জুবাআ রা.-এর সংগে বিশেষিত। আমি বলবো, আল্লামা খাত্তাবি রহ. বর্ণনা করেছেন, তারপর রূইয়ানি শাফেয়ি রহ. বর্ণনা করেছেন যে, এটি জুবাআ রা.-এর সংগে খাস। -উমদা : ১০/১৪৭, باب الاحصار في الحج। -সংকলক।

[৬৬৩] হজরত জুবাআ বিনতে জুবায়র রা.-এর রোগের উল্লেখ যদিও তিরমিযীর এ অনুচ্ছেদের হাদিসে নেই। তবে এই ঘটনায় অন্যান্য সূত্রে তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার উল্লেখ আছে। যেমন, সহিহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা হজরত জুবাআ রা.-এর নিম্নেযুক্ত বাক্য আছে انى امرأة ثقيلة। অর্থাৎ, আমি একজন মোটা ভারী মহিলা। (১/৩৮৫, باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه)। সহিহ বোখারিতে হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনায় হজরত জুবাআ রা.-এর নিম্নেযুক্ত বাক্য বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহর কসম, আমি শুধু ব্যথা অনুভব করি।' (২/৭৬২, كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين)। -সংকলক।

[৬৬৪] আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. ফতহুল মুলহিমে (৩/২৪৬, باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) লিখেন, 'আমাদের শায়খ মাহমুদ রহ. বলেছেন, হানাফিদের মতে শর্ত অস্বীকার করার অর্থ হলো, হালাল হওয়া বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব নেই। এর কারণ, তাদের মতে ইহসার অবরোধ রোগের কারণেও প্রমাণিত হয়। যদিও শর্ত নাই করুক না কেনো। তা সত্ত্বেও আমরা এ কথা স্বীকার করি না যে, শর্ত করা নিরর্থক। কেনোনা, নিরর্থক কাজ বলা হয়, যাতে কোনো ফায়দা

বলেন যে, শর্তারোপের ফলে একটি নতুন উপকারিতাও অর্জিত হয়ে যায়। সেটি হলো, শর্ত না করার সুরতে যদি রুগ্ন হয়ে পড়ে তাহলে হালাল হওয়ার জন্য কোরবানির পশু পাঠানো আবশ্যক। আর শর্তারোপের সুরতে কোরবানির পশু জবাই করা ব্যতীতও হালাল হতে পারে।[৬৯৫]

উপকারিতা : জুবা'আ রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি বোখারি রহ. স্বীয় সহীহে কিতাবুল হজের পরিবর্তে বিয়ে পর্বে ''الاكفاء في الدين'' অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। এই সুবাদে যে, ওখানে হাদিসের শেষে এই বাক্যটিও আছে-[৬৯৬]وكانت تحت المقداد بن الاسود। এ কারণে অনেকে এই বর্ণনাটি সহিহ বোখারিতে আছে বলে জানতে পারেননি। হজরত মাওলানা বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে লিখেছেন যে, ইলাউস সুনান গ্রন্থকার আল্লামা উসমানি রহ.ও এই হাদিসটি সহিহ বোখারিতে পাননি।[৬৯৭]

তবে বাস্তবতা হলো, এতে হজরত মাওলানা বিন্নৌরি রহ. হতে কিছুটা ভুল হয়ে গেছে। মূলত আল্লামা উসমানি রহ. ইলাউস সুনানে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, اخرجها البخاري في كتاب النكاح لا في الحج[৬৯৮]

'বোখারি রহ. এটি কিতাবুল হজে নয়, বরং কিতাবুন নিকাহে বর্ণনা করেছেন। প্রবল ধারণা বিন্নৌরি রহ.-এর দৃষ্টিতে এই বাক্যটি পড়েনি।

নেই। আর ফায়দা হুকুমের পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং হতে পারে শর্তের এই এরশাদ ছিলো সে মহিলার অন্তরে সান্ত্বনা প্রদান ও তার মনে প্রশান্তি দান ও তার অন্তরের সন্দেহ ও খটকা দূর করার জন্য। অর্থাৎ, অন্তরের মধ্যে এমন কিছু জিনিস খটকা লাগে, যার কারণে সে যে এহরাম বেঁধেছে তা পূরণ করতে তাকে বারণ করে। সেসব বিষয় অন্তর হতে দূরীভূত করার জন্য এই শর্তের কথা বলেছেন। কারণ হলো, ঈমানদার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারি ব্যক্তি যখন কোনো একটি নেক আমলের ওপর পরিপক্ক এরাদা করে, সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে এবং কোনো প্রকার দোদুল্যমনতা ব্যতীত তা শুরু করে, তারপর মধ্যখানে এ কাজটি পূর্ণ করার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তখন তার জন্য সে কাজটি বাতিল করে দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটি ছেড়ে দিয়ে চলে আসা তার জন্য ভারী হয়ে দাঁড়ায়। যদিও উজরের কারণেই হোক; বরং কোনো শরয়ি কারণেই হোক না কেনো। যেমন, হুদায়বিয়ার ঘটনা এবং হজকে ওমরায় পরিণত করার হাদিসগুলোতে যারা চিন্তা করেন তাদের নিকট এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। তবে এর বিপরীত হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ শুরু করে এবং এ কাজটি শর্তের ওপর ভিত্তি করে তা পূর্ণাঙ্গ করার ব্যাপারটিকে ঝুলন্ত রেখে দেয় এবং শুরুতেই তার অন্তরে এ বিষয়টি হাজির থাকে যে, সে এ কাজটির ব্যাপারে স্বাধীন। ইচ্ছে করলে করতেও পারে আবার ছাড়তেও পারে। ঘটনা যাই হোক, তার সে ব্যাপারে স্বাধীনতা আছে। সুতরাং সে যেনো এ কাজটিকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়নি। এতে কোনো সন্দেহ যে, এ কাজটি বর্জন করতে তার অন্তরে কোনো রকম সংকীর্ণতা অনুভব করে না। এটি পরিহারে কোনো অসুবিধা মনে করে না। যদি এ কাজটি পূর্ণাঙ্গ করতে গিয়ে কোনো সাময়িক ওজরের কারণে বা সমস্যার কারণে তা বর্জন করতে বাধ্য হয় তবে এহরামের শুরু হতেই কোনো শর্তারোপ তার কাজটিকে সহজ করে দেয়। শর্তারোপের এটি একটি বড় উপকারিতা যারা প্রতিবন্ধকতা যুক্ত হওয়ার চিন্তা করে এবং কোনো রকমের প্রতিবন্ধকতা হতে পারে বলে মনে করে। সুতরাং এ কথা বলা কিভাবে সহিহ হতে পারে যে, শর্তারোপ বাতিল- তাতে কোনো ফায়দা নেই, যদি শর্তছাড়া এহরাম হতে হালাল হওয়া বৈধ হয়।

[৬৯৫] ইবনে কুদামা রহ. লিখেন, আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, শর্তারোপ দম (কোরবানির পশু জবাই) বাতিল হয়ে যাওয়ার ফায়দা দেয়। এটি অনর্থক নয়। তাছাড়া তাতে আছে তার মনোরঞ্জনের মতো ব্যাপার। মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৮৬। -সংকলক।

[৬৯৬] দ্র., সহিহ বোখারি : ২/৭৬২। -সংকলক।

[৬৯৭] এজন্য বিন্নৌরি রহ. লিখেন, অনেকের নিকটই সহিহ বোখারিতে এ হাদিসটির স্থান গোপন রয়ে গেছে। কেনোনা, তিনি হাদিসটি এমন স্থানে বর্ণনা করেছেন যে স্থানটি আলেম সম্প্রদায়ের নিকট প্রসিদ্ধ নয়। সুতরাং তারা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, এটি মুত্তাফাক আলাইহি নয়। যেমন, শায়খ আহমদ শাকির ও ই'লাউস সুনান গ্রন্থকার শায়খ উসমানি রহ. প্রমুখ।

দ্র. মা'আরিফুস সুনান : ৬/৫৮৪। -সংকলক।

[৬৯৮] ইলাউস সুনান : ১০/৪৩৭, باب الاشتراط في الحج والعمرة। -সংকলক।

بَابٌ مِنْهُ

একই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ–৯৮ : (মতন পৃ. ১৮৭)

٩٤٣ –عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُوْلُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه و سلم ؟.

৯৪৩। **অর্থ :** সালিমের পিতা (ইবনে উমর রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি হজ্জে শর্তারোপে অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সুন্নত কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

অনুচ্ছেদ–৯৯ : তাওয়াফে ইফাজার পর মহিলার মাসিক হয়ে (যাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৮

٩٤٤ – عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ ذَكَرْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِيْ أَيَّامِ مِنًى فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوْا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَلَا إِذًا.

৯৪৪। **অর্থ :** আয়েশা রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করা হলো যে, মিনার দিবসগুলোতে সফিয়্যা বিনতে হুয়াই রা. মাসিকগ্রস্তা হয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, সে কি আমাদের আটকে রাখবে? তারা বললেন, তিনি তাওয়াফে ইফাজা করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাহলে সমস্যা নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। যখন কোনো মহিলা তাওফায়ে ইফাজা করার পর মাসিকগ্রস্তা হয়ে পড়ে, তখন সে ফেরত রওয়ানা করবে। তার ওপর কোনো কিছুর দায়িত্ব নেই। তথা জরিমানা নেই। সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

٩٤٥ – عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم.

৯৪৫। অর্থ : ইবনে উমর রা. বললেন, যে বায়তুল্লাহ শরিফে হজ করবে, সে সর্বশেষে বাইতুল্লাহ শরিফের নিকট যাবে। অর্থাৎ, বিদায় হজ করবে। তবে ব্যতিক্রম শুধু মাসিকগ্রস্তরা। তাদের জন্য রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অবকাশ দিয়েছেন। তাদের জন্য ঋতু হতে পবিত্র হয়ে বিদায়ী তাওয়াফের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

দরসে তিরমিযী

عن[৬৯৯] عائشة رضـــ انها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حيي رضـــ حاضت في ايام منى. فقال : احابستنا هي؟ قالوا : انها قد افاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا''

সবাই এই ব্যাপারে একমত রেখেছেন যে, যদি মহিলার মাসিক আসতে শুরু করে, তাহলে তার হতে বিদায়ী তাওয়াফ বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে উমর, জায়দ ইবনে সাবেত ও ইবনে উমর রা.-এর মাজহাব ছিলো, যদি মহিলা ঋতুবতী হয়ে পড়ে, তাহলে যেমনভাবে তার হতে তাওয়াফে জিয়ারত বাতিল হয় না, এমনভাবে বিদায়ি তাওয়াফও বাদ পড়ে না। তবে জায়দ ইবনে সাবেত ও ইবনে উমর রা. হতে এই মত প্রত্যাহার প্রমাণিত আছে। তবে ঋতুবতী মহিলা হতে বিদায়ী তাওয়াফ বাদ না পড়া শুধু উমর রা.-এর মাজহাব। তাঁর মতে ঋতুবতী মহিলা যেমনভাবে তাওয়াফে জিয়ারত জন্য পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবে, বিদায়ী তাওয়াফের জন্যও এমনভাবে অপেক্ষা করবে।[৭০০]

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আউস রা.-এর বর্ণনা দ্বারা হজরত উমর রা.-এর মাজহাব প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন,

اتيت عمر بن الخطاب رضـــ فسالته من المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت، قال: فقال الحارث: كذالك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال عمر رضـــ : اربت عن يديك سالتني عن شئ سالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما اخالف[৭০১]

'উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর নিকট এসে আমি সে মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, কোরবানির দিন বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করে, তারপর ঋতুবতী হয়ে পড়ে। তিনি বললেন, তার সর্বশেষ উদ্দেশ্য যেনো হয় বাইতুল্লাহ শরিফ। বর্ণনাকারি বলেন, তখন হারেছ রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুরূপ ফতওয়া দিয়েছেন। বর্ণনাকারি বলেন, উমর রা. তখন বললেন, তোমার হস্তদ্বয়ের ফলে তুমি জমিনে পড়ে গেছো (তুমি মন্দ কাজ করেছো)। তুমি আমাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছো, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছো, যাতে আমি তাঁর বিরোধিতা করি।

---

[৬৯৯] সহিহ বোখারি : ১/২৩৭, باب اذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت, সহিহ মুসলিম : ১/৩৯০, باب بيان وجوه الاحرام الخ, ১/৪২৭, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض। -সংকলক।

[৭০০] দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৯৬।

[৭০১] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৭৪, باب الحائض تخرج بعد الإفاضة।

তবে তাহাবি রহ. বলেন, এই হাদিসটি আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা রহিত।[৭০২] আল্লামা খাত্তাবি রহ. হজরত উমর রা.-এর মাজহাবের এই প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মতে ঋতুবতী মহিলা হতে বিদায়ী তাওয়াফ তখন বাদ পড়ে না, যখন প্রচুর সময় এবং অবকাশ থাকে। অর্থাৎ, যদি তার জন্য অবস্থান করা সম্ভব হয় তাহলে অবস্থান করা আবশ্যক হবে। তবে যদি সময়ের সংকীর্ণতা ও সফরে তাড়া থাকে তাহলে তাঁর মতেও আমল হবে আয়েশা রা.-এর বর্ণনা অনুযায়ি।[৭০৩]

সারকথা, হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস দলিল করছে যে, ঋতুবতী মহিলার দায়িত্ব হতে বিদায়ী তাওয়াফ বাদ হয়ে যায়। যদিও তাওয়াফে জিয়ারত বাদ পড়ে না। কেনোনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজরত সফিয়্যা রা. এর ঋতুবতী হওয়ার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, সে আমাকে আটকে রাখবে?[৭০৪] কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো যে, তিনি মাসিকের আগে তাওয়াফে ইফাজা করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন,

"فلا اذا، اي فلا تحبسنا حينئذ لانها ادت الفرض الذي هو ركن الحج"

'তাহলে সমস্যা নেই, অর্থাৎ, তবে সে আমাদেরকে আটকে রাখবে না। কারণ সেতো হজের রোকন ফরজ আদায় করে ফেলেছে। যদি বিদায়ী তাওয়াফ ঋতুবতী মহিলার দায়িত্ব হতে বাদ না পড়তো, তাহলে তিনি فلا اذا তথা 'তাহলে সমস্যা নেই' বলতেন না।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা যেখানে ঋতুবতী মহিলা হতে বিদায়ী তাওয়াফ বাদ পড়ে যায় বলে বুঝা যায় সেখানে এটাও বুঝা যায় যে, তাওয়াফে জিয়ারত তার হতে বাদ পড়বে না। এ কারণে যদি কোনো মহিলার তাওয়াফে জিয়ারতের আগে মাসিক হয়ে যায়, তাহলে তাকে তাওয়াফে জিয়ারত হতে বিরত থেকে স্বীয় পবিত্রতার অপেক্ষা করতে হবে। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফে আবশ্যক হবে। সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত।[৭০৫]

একটি জটিলতা ও তার সমাধান

এ যুগে হাজিদের যাতায়াত, অবস্থানের তারিখ এবং সময় সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং ভিসার মেয়াদ সীমিত তারিখ থাকে। কোনো হাজির জন্য সেসব তারিখ ও সময় পরিবর্তনের এখতিয়ার থাকে না। তখন মাসিক ও নিফাস বিশিষ্ট যেসব মহিলা স্বীয় পবিত্রতাকালে তাওয়াফে জিয়ারত করতে পারেননি এবং আইনের দৃষ্টিতে তার জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়, তখন সে কী করবে? এই জটিলতা অনেক সময় মহিলাদের সামনে দেখা দেয়।

---

[৭০২] শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৫৯, باب المرأة تحيض بعد ما طافت للزيارة قبل ان تطوف للصدر ইমাম তাহাবি রহ. এ স্থানে হজরত আয়েশা রা. ব্যতীত হজরত ইবনে আব্বাস, উম্মে সুলায়ম রা. প্রমুখের বর্ণনাগুলোকেও রহিতকারি সাব্যস্ত করেছেন। -সংকলক।

[৭০৩] মা'আলিমুস সুনান লিল খাত্তাবি ফি জায়লিল মুখতাসার লিল মুনজিরি রহ. : ২/৪২৯, باب الحائض تخرج بعد الإفاضة। -সংকলক।

[৭০৪] এতে হামজাটি ইসতিফহামের জন্য। অর্থাৎ, মক্কা হতে আমরা যখন ফিরতে মনস্থ করে বেরোই তখন সেখান হতে আমাদের ফেরার জন্য প্রতিবন্ধক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধারণার ফল যে, হজরত সফিয়্যা রা. এখনো তাওয়াফে ইফাজা করেন নি। -উমদা : ১০/৯৭ باب اذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت। -সংকলক।

[৭০৫] দ্র., আল মুগনি : ৩/৪৪০, مسألة: قال: ثم يزور البيت فيطوف به سبعا الخ।

এই প্রশ্নের কোনো সমাধান আহকারের দৃষ্টিতে হানাফি গ্রন্থাবলিতে পড়েনি। অবশ্য ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর এই সমাধান বাতলে দিয়েছেন যে, এমন মহিলা নাপাক অবস্থায়ই তাওয়াফ করে নিবে এবং আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব অনুসারে এর ক্ষতিপূরণ করবে দম দিয়ে।[৭০৬]

بَابُ مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ

অনুচ্ছেদ– ১০০ : ঋতুবতী মহিলা হজের কি কি আহকাম পালন করবে প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৮)

٩٤٦ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حِضْتُ فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

৯৪৬। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, আমি ঋতুবতী হয়ে পড়লে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, যাতে আমি বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ ছাড়া হজের অন্য সব আহকাম আদায় করি।

---

[৭০৬] দ্র., ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ২৬/২৪২-২৪৪, سئل عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها المقام بعد الحج هل تطوف أو يلزمها دم الخ

তাই তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! তাওয়াফ সহিহ হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দুটি প্রসিদ্ধ মত আছে। ১. পবিত্রতা শর্ত। এটি ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমদ রহ.-এর মত।

২. পবিত্রতা শর্ত নয়। এটি আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব। অপর বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমদ রহ.-এরও মাজহাব।

তাঁদের মতে যদি গোসল ফরজ অবস্থায় কিংবা বিনা ওজু অবস্থায় কিংবা নাপাক বহন করে তাওয়াফ করে তাহলে তার তাওয়াফ যথেষ্ট হবে এবং তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম আহমদ রহ.-এর ছাত্রগণের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে যে, এটা কি সে মাজুরের ক্ষেত্রে ব্যাপক যে, ফরজ গোসলের কথা ভুলে গেছে? আবু হানিফা রহ. দম সাব্যস্ত করেন একটি উটনি, যদি সে মহিলা হয় ঋতুবতী কিংবা গোসল ফরজবিশিষ্ট। সুতরাং যে মহিলার জন্য ঋতুছাড়া অন্য অবস্থায় তাওয়াফ করা সম্ভব নয়, ওজরের ক্ষেত্রে সে আরো আফজাল। অর্থাৎ, সে আফজালরূপেই মা'যুর কারণ, তার ওপর হজ ওয়াজিব। কোনো আলেম এ কথা বলেন না যে, ঋতুবতী হতে হজ বাতিল হয়ে যায়। শরিয়তের এমন কোনো উক্তি নেই যে, ফরজগুলোর কোনো ওয়াজিব হতে অক্ষমতার কারণে ফরজ বাদ হয়ে যায়। যেমন, যদি কেউ নামাজের মধ্যে পবিত্রতা হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। (তার হতে ফরজ বাতিল হয় না) সুতরাং যদি পবিত্র হওয়া ও তাওয়াফ করা পর্যন্ত মহিলার জন্য মক্কাতে অবস্থান করা সম্ভব হয়, তবে তা (তাওয়াফ) তার জন্য নিঃসন্দেহে ওয়াজিব হবে। তবে যখন সম্ভব হবে না, তখন যদি নিজের ওপর পুনরায় ফিরে আসা ওয়াজিব করে নেয়, যেমন, নিজের ওপর হজের দুটি সফর সে ওয়াজিব করে নিলে, তার কোনো অপরাধ ব্যতীত, তবে এটা শরিয়ত বিপরীত।

বস্তুত মহিলার জন্য সাওয়ারি দল ব্যতীত যাওয়া সম্ভব হবে না অথচ তার ঋতু প্রত্যেক মাসে স্বাভাবিক গতিতে চলে। সুতরাং তার জন্য পবিত্র অবস্থায় অবশ্যই তাওয়াফ করা সম্ভব নয়।

শরিয়তের মূল নীতিগুলো এর ওপর নির্ভর করে যে, বান্দা ইবাদতের যেসব শর্ত হতে অক্ষম সেগুলো তার হতে বাদ পড়ে যায়। যেমন, কোনো মুসল্লি সতর ঢাকা এবং কেবলার দিকে মুখ করতে কিংবা নাপাক হতে বেঁচে থাকতে অক্ষম এবং যেমন, কোনো তাওয়াফকারি নিজে নিজে সওয়ার হয়ে কিংবা পায়দল হেঁটে তাওয়াফ করতে অক্ষম, তাকে তখন বহন করে নেওয়া হবে এবং বহন করেই তার তাওয়াফ করানো হবে।

যারা বলেছেন যে, সে মহিলার জন্য পবিত্রতা ব্যতীত তাওয়াফ যথেষ্ট হবে যদি সে মাজুর না হয়, তবে তার ওপর দম আসবে। -যেমন, আবু হানিফা ও আহমদ রহ.-এর অনেক ছাত্র বলেন, তাদের এই উক্তিটি ওজর সহকারে হলে তো আফজাল ও যোগ্যতর। তবে মহিলা যদি গোসল করে নেয় তবে সেটা ভালো। যেমন, ঋতুবতী এবং নিফাসবিশিষ্ট মহিলা এহরামের জন্য গোসল করে। والله أعلم -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলেমদের মতে আমল এ হাদিসের ওপর। তথা ঋতুবতী মহিলা বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সব আহকাম পালন করবে। এ হাদিসটি আয়েশা রা. হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٩٤٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ.

৯৪৭। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি এ হাদিসটি মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিফাসবিশিষ্ট ও মাসিকগ্রস্তা মহিলা গোসল করবে, এহরাম বাঁধবে ও হজের সমস্ত আহকাম পালন করবে। তবে সে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে حسن غريب।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ–১০১ প্রসংগ : যে হজ কিংবা ওমরা করে তার সর্বশেষ ইচ্ছা যেনো বাইতুল্লাহ শরিফ হয় (মতন পৃ. ১৮৮)

٩٤٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ.

৯৪৮। **অর্থ :** হারেস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আউস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যে এই বাইতুল্লাহ শরিফে হজ করবে কিংবা ওমরা করবে, সে যেনো সর্বশেষে বাইতুল্লাহ হয়ে যায়। অর্থাৎ, সর্বশেষে তাওয়াফে জিয়ারত করে। তখন তাকে হজরত উমর রা. বললেন, তোমার দু'হাত দ্বারা তুমি জমিনে পড়ে গেছো। অর্থাৎ, তুমি মন্দ কাজ করেছো। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটি শুনেছো অথচ আমাদেরকে এ সংবাদ দাওনি?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হারেস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আউস রা.-এর হাদিসটি গরিব। অনুরূপভাবে একাধিক বর্ণনাকারি হাজ্জাজ ইবনে আরতাত হতে এমন বর্ণনা করেছেন। এর অনেক সূত্রে হাজ্জাজের বিরোধিতা করা হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

''عن[৭০৭] الحارث بن عبد الله بن اوس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من حج هذا البيت او اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت''

ইমাম মালেক, দাউদ জাহেরি এবং ইবনুল মুনজির রহ.-এর মতে বিদায়ি তাওয়াফ সুন্নত। এটি পরিহার করলে কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়। শাফেয়িদের মতে বিদায়ি তাওয়াফ ওয়াজিব। তা পরিহার করলে দম দেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়।[৭০৮]

হানাফিদের মতে এটি বাইরের এলাকার লোকদের জন্য আবশ্যক, মক্কাবাসী এবং মিকাতি প্রমুখের ওপর নয়। অবশ্য আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আমার নিকট পছন্দনীয় হলো, মক্কাবাসীর জন্য তাওয়াফ করে নেওয়া। কারণ এটি হজের আহকাম সমাপ্ত করে দেয়।[৭০৯]

قوله : او اعتمر ওমরাকারির ওপর বিদায়ি তাওয়াফ ওয়াজিব নয়।[৭১০] কিন্তু এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত من حج هذا البيت او اعتمر বাক্য দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, বিদায়ি তাওয়াফে ওমরাকারির ওপরও ওয়াজিব। তবে বাস্তব ঘটনা হলো, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে او اعتمر শব্দটি হাজ্জাজ[৭১১] ইবনে আরতাত নামক বর্ণনাকারির অতিরিক্ত একক বর্ণনা। তা না হলে সুনানে আবু দাউদেও এই বর্ণনাটি এসেছে। অথচ তাতে ওমরার কোনো উল্লেখ নেই।[৭১২]

قوله : ''فليكن اخر عهده بالبيت'' এর দ্বারা ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ রহ.-এর ওপর দলিল

---

[৭০৭] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৭৪, باب الحائض تخرج بعد الإفاضة। -সংকলক।

[৭০৮] নববি রহ. শাফেয়িদের মাজহাব অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দ্র., শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪২৭, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض। ইবনে কুদামা মুগনিতে (৩/৪৫৮, مسألة : قال : فلذا اتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت) বলেছেন। আর ইমাম শাফেয়ি রহ. আরেক উক্তিকে বলেছেন, তা বর্জন করলে কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেনোনা, এটিতো ঋতুবতী মহিলাদের হতে বাদ পড়ে যায়। সুতরাং তা তাওয়াফে কুদুমের মতো ওয়াজিব হবে না। তাছাড়া এটি হলো, ঘরে তাহিয়্যা আদায়ের মতো। এটি তাওয়াফে কুদুমের মতো। -সংকলক।

[৭০৯] মাজহাবগুলোর জন্য দ্র., উমদা : ১০/৯৫, باب طواف الوداع। -সংকলক।

[৭১০] মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ হজরত উমর ফারুক রা.-এর আছর لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن أخر النسك الطواف بالبيت (باب الصدر ২৩৯) দ্বারা বুঝা যায় যে, তাওয়াফে সদর তথা বিদায়ি তাওয়াফ শুধু হাজির ওপর ওয়াজিব হয়। এজন্য ই'লাউস সুনান গ্রন্থকার লিখেন, আমি বলবো, قوله : لا يصدرن احد من الحاج এটি এই তাওয়াফের সংগে খাস হওয়ার দলিল।

ওমরাকারির ওপর ওয়াজিব নয়। ই'লাউস সুনান : ১০/১৯৭, باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق। -সংকলক।

[৭১১] হাজ্জাজ ইবনে আরতাত। আরতাতের হামজার ওপর যবর। তিনি হলেন, ইবনে সাওর, ইবনে হুবায়রা নাখয়ি আবু আরতাত কুফি বিচারপতি। ফুকাহায়ে কেরামের একজন। তিনি মামুলি সত্যবাদী। তবে প্রচুর ভুল এবং তাদলিস হয়। সপ্তম শ্রেণির বর্ণনাকারি। -তাকরিবুত তাহজিব : ১/১৫২, নং ১৪৫। -সংকলক।

[৭১২] দ্র., সুনানে আবু দাউদ : ১/২৭৪, باب الحائض تخرج به الإفاضة -সংকলক।

পেশ করেছেন যে, বিদায়ি তাওয়াফের জন্য আবশ্যক হলো, সফরের একদম সর্বশেষ পর্যায়ে করা। সুতরাং যদি কেউ বিদায়ের নিয়তে তাওয়াফ করে, তারপর মক্কায় অবস্থান করে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজে রত হয়ে যায়, তাহলে তার দায়িত্বে আবশ্যক হলো, বিদায়ি তাওয়াফ পুনরায় করা। অথচ আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব হলো, এটি তার ওপর পুনরায় করা ওয়াজিব নয়, [৭১৩] মুস্তাহাব[৭১৪]। [৭১৫]والله اعلم

فقال له عمر: خررت[৭১৬] من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به''

خررت من يديك

سقطت بسبب فعل يديك তুমি তোমার কৃতকর্মের ফলে ধ্বংস হয়ে যাও এবং পড়ে যাও কিংবা পতিত হও, কিংবা মুতাকাল্লিমের শব্দের সংগে এর অর্থ হলো, আমি তো তোমার আচরণের কারণে ধ্বংস হতাম ও লজ্জা

---

[৭১৩] দ্র., আল মুগনি : ৩/৪৫৯, مسألة قال : فان ودع ولشتغل في تجارة عاد فودع

আইনি রহ. লিখেন, ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি বিদায়ি তাওয়াফ করলো, তারপর তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের প্রয়োজন হলো, সে কি করবে? আতা বলেন, সে তার এই তাওয়াফ দোহরিয়ে নিবে, যাতে তার সর্বশেষ কাজ হয় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা। অনুরূপই বলেছেন, সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও আবু সাওর রহ.। আর ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, তার প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস খরিদ করা এবং খাবার জিনিস বাজারে ক্রয় করাতে কোনো দোষ নেই। তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি একদিন বা তৎসম পরিমাণ সময় অবস্থান করে, তাহলে তা দোহরিয়ে নিবে। আবু হানিফা রহ. বলেছেন, যদি বিদায়ি তাওয়াফ করে এবং এবং একমাস কিংবা ততোদিন সময় অবস্থান করে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। তা তার ওপর পুনরায় করা আবশ্যক না। -উমদাতুল কারি : ১০/৭৫, باب طواف الوداع। -সংকলক।

[৭১৪] শায়খ ইবনে হুমাম রহ. ফতহুল কাদিরে (২/১৮৮, এ সমস্ত হলো তাওয়াফের সংগে সংশ্লিষ্ট শাখাগত বিষয়) এর অধীনে লিখেন, 'হ্যাঁ, আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যখন তাওয়াফে সদর করবে তারপর এশা পর্যন্ত অবস্থান করবে, আমার নিকট তখন প্রিয় হলো, আরেকটি তাওয়াফ করা। যাতে তার তাওয়াফ এবং ফিরে আসার মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক না হয়। তবে এটি মুস্তাহাব, আবশ্যক নয়। কেনোনা, বিদায় হজের পর সফর বিলম্ব করা সাধারণ্যে এটি অপরিচিত বিষয় নয়। বরং কখনও কখনও তা হয়ে থাকে। সারকথা, মুস্তাহাব হলো, তা করবে সফরের এরাদা করার সময়। -সংকলক।

[৭১৫] আইনি রহ. উমদাতুল কারিতে (১০/৯৫, باب طواف الوداع) লিখেন, মালেক রহ. বলেছেন যে, দেরিতে বিদায়ি তাওয়াফ করলো এবং বাইরে চলে আসল তাওয়াফ না করে। যদি সে নিকটবর্তী হয় তাহলে ফিরে এসে তাওয়াফ করবে। যদি ফিরে না আসে তবে তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। আর আতা, সাওরি, আবু হানিফা এবং শাফেয়ি রহ. তার দুটি উক্তির মধ্য হতে সুস্পষ্টতম উক্তি অনুযায়ি, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর রহ. বলেছেন, যদি সে নিকটবর্তী থাকে তাহলে ফিরে এসে তাওয়াফ করবে। আর যদি দূরে থাকে তবে চলে যাবে এবং দম দিয়ে দিবে।

নিকটবর্তী হওয়ার সীমার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে মাররুজ জাহরান হতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, যিনি বিদায়ি তাওয়াফ করেননি। বস্তুত মাররুজ জাহরান ও মক্কার মাঝে ব্যবধান হলো, ৮ মাইল। আবু হানিফা রহ.-এর মতে সে ফিরে আসবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মিকাতগুলো পর্যন্ত পৌছে না যায়। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এতোটুকু দূর হতে ফিরে আসবে, যতোটুকুর মধ্যে নামাজ কসর করা হয় না। ইমাম সাওরি রহ.-এর মতে সে ফিরে আসবে যতোক্ষণ পর্যন্ত হেরেম হতে বেরিয়ে না আসবে। -সংকলক।

[৭১৬] خررت من يديك অর্থাৎ, কোনো অপছন্দনীয় বিষয় যেমন হাত কেটে যাওয়া কিংবা কোনো ব্যথা-বেদনা তোমার হাতে আপতিত হবার কারণে ধ্বংস হও। আর অনেকে বলেছেন, এটি লজ্জিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত। বলা হয় خررت عن يدي তথা আমি লজ্জিত হয়েছি। হাদিসের পূর্বাপর এটা দলিল করছে, আর অনেকে বলেছেন, জমিনের দিকে পড়ে গেছো তোমার হাতের কারণে তথা অপরাধের কারণে। -মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ২/২৬-২৭, মাদ্দা خرر। -সংকলক।

পেতাম। এই বর্ণনাটি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা সুনানে আবু দাউদের সে বর্ণনায় এসেছে, যেটি আমরা পেছনে বর্ণনা করেছি।

عن الحارث بن عبد الله بن اوس قال : ابيت عمر بن الخطاب رضـــ فسالته من المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال : ليكن آخر عهدها بالبيت، قال : فقال الحارث : كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقال عمر رضـــ : اربت عن يديك سالتني عن شئ سالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما اخالف[৯১৭]

'হজরত হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর নিকট আমি এসে সে মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোরবানির দিন বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করে ঋতুবতী হয়ে পড়ে। তিনি বললেন, তার সর্বশেষ উদ্দেশ্য যেনো হয় বাইতুল্লাহ। বর্ণনাকারি বললেন, তখন হারেছ বললেন, অনুরূপই ফতওয়া দিয়েছেন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বর্ণনাকারি বলেন, তখন উমর রা. বললেন তুমি তোমার কৃত কর্মের ফলে পড়ে গেছে। তুমি ভালো কাজ করোনি। তুমি আমাকে এমন একটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো যার ফলে আমার বিরোধ হয়ে যেতে পারতো। আগে আমাকে হাদিস বলতে আমি যাতে বিরোধিতা না করি।

উমর ফারুক রা. ও হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আউস রা.-এর ওপর এজন্য অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি উমর রা. হতে প্রথমে মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপর মাসআলা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফতওয়ার উল্লেখ করেছেন। এতে হজরত উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত মাসআলাটি হাদিসের বিপরীত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। যা থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের বিরোধিতা আবশ্যক হতো। এজন্য হজরত উমর রা.-এর উদ্দেশ্য ছিলো, যখন তুমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেছো, তাহলে এখন আমার নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করার পরিবর্তে বর্ণনা আমার সামনে উল্লেখ করা উচিত ছিলো। তাতে হাদিসের বিরোধিতার সামান্য সম্ভাবনাও অবশিষ্ট থাকতো না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوْفُ طَوَافًا وَاحِدًا

অনুচ্ছেদ-১০২ : কেরানকারি এক তাওয়াফ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৮)

٩٤٩ - جَابِرٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

৯৪৯। **অর্থ :** হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ ও ওমরা মিলিয়ে আদায় করেছেন। (হজে কেরান করেছেন।) তারপর একটি তাওয়াফ করেছেন হজ ও ওমরার জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর

---

[৯১৭] **সুনানে আবু দাউদ :** ১/২৭৪, باب الحائض تخرج بعد الافاضة। -সংকলক।

ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, কেরানকারি এক তাওয়াফ করবে। এটা হলো, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

সাহাবা তাবেয়িন পক্ষান্তরে অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, (কেরানকারি) দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ করবে। সাওরি ও কুফাবাসীর মাজহাব এটা।

৯৫০ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا.

৯৫০। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে হজ ও ওমরার এহরাম বাঁধবে, তার জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ– এ দুটো হতে যথেষ্ট হবে, এগুলো হতে হালাল হওয়া পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب ।

এই শব্দে এ হাদিসটি দারাওয়ারদী রহ.-এর একক বর্ণনা। অবশ্য একাধিক বর্ণনাকারি উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তারা এটিকে মারফু' রূপে পেশ করেননি। এটি আসাহ।

দরসে তিরমিযী

عن[৯১৮] جابر رضـــ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا)

একটি মহাবিতর্কিত মাসআলা যে, কেরানকারির দায়িত্বে কয়টি তাওয়াফ?

হানাফিদের মতে কেরানকারির ওপর চারটি তাওয়াফ।[৯১৯] এক. সর্বপ্রথম তাওয়াফে ওমরা, যার পর সাঈও হয়।[৯২০] দুই. তাওয়াফে কুদুম যেটি সুন্নত।[৯২১] তিন. তাওয়াফে ইফাজা বা তাওয়াফে জিয়ারত, যেটি হজের রোকন। এরপর হজের সাঈও হয়। তবে শর্ত হলো, তাওয়াফে কুদুমের সংগে তা না করতে হবে।[৯২২] চার. বিদায়ি তাওয়াফ, যেটি ওয়াজিব।[৯২৩] অবশ্য ঋতুবতী প্রমুখ হতেই তা বাদ পড়ে যেতে পারে। যেমন, আগে বর্ণনা করেছি।[৯২৪]

হানাফিদের মতে এই চারটি তাওয়াফের মধ্য হতে একটি তাওয়াফ করার অবকাশ আছে। আর সেটি

---

[৯১৮] সুনানে নাসায়ি : ২/৩৬, طوف القرن। -সংকলক।

[৯১৯] দ্র., কিতাবুল মাবসুত-সারাখসি : ৪/৩৪-৩৫, باب الطوف। -সংকলক।

[৯২০] হিদায়া : ১/২৫৮, باب القرن। -সংকলক।

[৯২১] মাবসুত-সারাখসি : ৪/৩৪। তাতে আছে, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, এটি ওয়াজিব। প্রমাণাদির জন্য গ্রন্থটি দ্র.। -সংকলক।

[৯২২] হিদায়া : ১/২৫১, باب الإحرام। -সংকলক।

[৯২৩] এর সংগে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পেছনের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। -সংকলক।

[৯২৪] باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة এর ব্যাখ্যায়। -সংকলক।

এভাবে যে, তাওয়াফে ওমরাতেই তাওয়াফে কুদুমের নিয়ত করে নিবে। তখন ভিন্ন তাওয়াফে কুদুমের প্রয়োজন হবে না।[৭২৫] এটা ঠিক এমন যেমন মসজিদে প্রবেশ করার পর সুন্নত কিংবা তাহিয়্যাতুল মসজিদেরও নিয়ত করে ফেললো ফরজসমূহে।[৭২৬]

এর বিপরীত ইমামত্রয়ের মতে কেরানকারির ওপর মোট তিনটি তাওয়াফ ওয়াজিব। তাওয়াফে কুদুম, তাওয়াফে জিয়ারত এবং বিদায়ি তাওয়াফ। কেরানকারির জন্য তাওয়াফে ওমরা স্বতন্ত্রভাবে করতে হয় না। বরং এটি একত্র হয়ে যায় তাওয়াফে ইফাজায়।[৭২৭]

ফুকাহায়ে কেরামের ভাষায় এই বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত আকারে ব্যক্ত করা হয়,

عند الائمة الثلاثة يطوف القارن طوافا واحدا يعني طواف الزيارة فقط ويجزئ ذلك الطواف عن طواف العمرة[৭২৮] وعند الحنفية يطوف طوافين يعني طوافا واحدا للعمرة وآخر للحج وهو طواف الزيارة

'কেরানকারি এক তাওয়াফ করবে ইমামত্রয়ের মতে। শুধু তাওয়াফে জিয়ারত। এটি করণে তাওয়াফে ওমরা লাগবে না। আর হানাফিদের মতে দুই তাওয়াফ করবে। অর্থাৎ, এক তাওয়াফ ওমরার জন্য, আরেকটি হজের জন্য। সেটি হলো তাওয়াফে জিয়ারত।'

হজরত উমর, হজরত আলি, ইবনে মাসউদ রা., শাবি, ইবনে শুবরুমা এবং ইবনে আবু লায়লা হতে হানাফিদের মাজহাব বর্ণিত আছে।[৭২৯]

---

[৭২৫] এজন্য কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহ. তাফসিরে মাজহারিতে লিখেন, এই তাওয়াফ ও সাঈ ছিলো তার ওমরার জন্য। তার হজের তাওয়াফে কুদুমের স্থলেও এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে। দ্র., (১/২৩০, وأتموا الحج والعمرة لله الخ)।

তাহাবি রহ.-এর আলোচনা দ্বারাও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : ১/৩৪২, باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجه। -সংকলক।

[৭২৬] ফিকহের বিভিন্ন গ্রন্থে এই মাসআলাটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন, দ্র., রদ্দুল মুহতার আলাদদুররিল মুখতার : ১/৪৫৬, مطلب في تحية المسجد। -সংকলক।

[৭২৭] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬০৩, আল মুগনি : ৩/৪৬৫-৬৬, مسألة قال : وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد الخ, হিদায়া : ১/২৫৮, باب القران। -সংকলক।

[৭২৮] ইবনে কুদামা রহ. আল মুগনিতে (৩/৪৬৫-৬৬) লিখেন, আহমদ রহ. হতে প্রসিদ্ধ হলো যে, হজ ও ওমরার মাঝে কেরানকারি তথা কারেন ব্যক্তির জন্য মুফরিদের ওপর যে আমল আবশ্যক সে আমলই তার ওপর আবশ্যক হবে। তার হজ ও ওমরার জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট হবে। তাঁর একদল ছাত্রের বর্ণনা অনুযায়ি তিনি স্পষ্ট ভাষায় এ কথাটি বলেছেন। এটি ইবনে উমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর মাজহাব। আতা, তাউস, মুজাহিদ, মালেক, শাফেয়ি, ইসহাক, আবু সাওর ও ইবনুল মুনজির রহ. এ মতই পোষণ করেন।

আইনি রহ. হজরত হাসান বসরি রহ.-এর মাজহাবও এটিই বর্ণনা করেছেন। -উমদা : ৯/১৮৪, باب كيف تهل الحائض والنفساء, মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬০২। আয়েশা রা.-এর মাজহাবও এটিই বর্ণনা করা হয়েছে। -সংকলক।

[৭২৯] আইনি রহ. লিখেন, 'মুজাহিদ বলেছেন, (মুজাহিদের মাজহাব ইমামত্রয়ের মতই অনেকে লিখেছেন, আবার অনেকে লিখেছেন, হানাফিদের মত)। জাবের ইবনে জায়দ, শুরাইহ আল কাজি, শাবি, মুহাম্মদ ইবনে আলি, ইবনে হুসাইন, নাখয়ি, আওজায়ি, সাওরি, আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, হাসান ইবনে হাই, হাম্মাদ ইবনে সালামা, হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান, হাকাম ইবনে উয়াইনা, জিয়াদ ইবনে মালেক, ইবনে শুবরুমা, ইবনে আবু লায়লা, আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রগণ বলেছেন, কেরানকারির জন্য দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ আবশ্যক। এটি হজরত উমর, আলি ও তাঁর সাহেবজাদা হাসান-হুসাইন এবং ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত

হানাফিদের দলিলসমূহ

হানাফিদের দলিলসমূহ নিম্নেযুক্ত :

১. মুসনাদে আবু হানিফাতে হজরত সুবাই ইবনে মা'বাদ রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, উমর রা. তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন فصنعت ما ذا -তুমি কী করেছো? জবাবে তিনি বললেন, مضيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي، ثم عدت مثل ذلك ثم بقيت حراما اصنع كما يصنع الحاج حتى اذا قضيت اخر نسكى'' তথা আমি কাজ চালিয়ে গেছি। ওমরার জন্য এক তাওয়াফ করেছি এবং এক সাঈ করেছি আমার ওমরার জন্য। তারপর পুনরায় অনুরূপ করেছি। তারপর আমি হারাম রয়ে গেছি। একজন হাজি যা করে আমি তা করছি। তারপর যখন আমার সর্বশেষ কাজ হজের আহকাম পালন করেছি.... ।'

এ শুনে উমর রা. বললেন,

هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه سلم[৭০০]

ومثله اخرج ابن حزم في المحلى[৭০১]

অর্থাৎ, তোমার নবীর সুন্নতের প্রতি তুমি দিকনির্দেশনা পেয়ে গেছ, ইবনে হাজম রহ.মুহাল্লাতেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

নাসায়িতেও এর মূল হাদিসটি বর্ণিত আছে।[৭০২] অবশ্য এতে দুই তাওয়াফ ও দুটি সাঈর উল্লেখ নেই। এর ওপর সর্বোচ্চ এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, ইবরাহিম নাখয়ির শ্রবণ সুবাই ইবনে মা'বাদ রা. এবং উমর রা.

আছে। এটি ইমাম আহমদ রহ. হতে একটি বর্ণনাও। -উমদাতুল কারি : ৯/১৮৪, باب كيف هل الحائض و النفساء। -সংকলক।

[৭০০] দ্র. মুসনাদে আবু হানিফা মোল্লা আলি কারি রহ.-এর শরাহসহ : ১১১-১১২, ছাপা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪০৫ হিজরি। হাদিসুল হজ।

সুবাই রা.-এর এক বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে। (সুবাই! তুমি কি করেছ? জবাবে তিনি বলেছেন, আমি হজ ও ওমরার এহরাম বেঁধেছি। হে আমিরুল মুমিনিন! আমি যখন মক্কায় এসেছি, বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেছি এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেছি আমার ওমরার জন্য, তারপর আমি মুহরিম অবস্থায় ফিরে এসেছি, তারপর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছি। সাফা মারওয়ায় প্রদক্ষিণ করেছি আমার হজের জন্য। তারপর আমি এহরাম অবস্থায় অবস্থান করেছি কোরবানির দিন পর্যন্ত। এরপর আমি দম কোরবানি করেছি আমার তামাত্তুয়ের জন্য। তারপর আমি হালাল হয়েছি। বর্ণনাকারি বলেন, তখন হজরত উমর রা. আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, তোমাকে তোমার নবীর সুন্নতের প্রতি পথপ্রদর্শন করা হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত বাক্য বর্ণিত হয়েছে, 'তারপর কি করেছ? তিনি বললেন, আমি যখন মক্কায় এসেছি, তখন আমার ওমরার জন্য এক তাওয়াফ করেছি। তারপর আমার ওমরার জন্য সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়েছি। তারপর ফিরে এসে আমার হজের জন্য বাইতুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেছি। তারপর আমার হজের জন্য সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়েছি। তিনি বললেন, তারপর কি করেছ? বর্ণনাকারি বলেন, আমি এহরাম অবস্থায় অবস্থান করেছি। আমার জন্য এমন কোনো জিনিস হালাল হয়নি, যে নিষিদ্ধ জিনিসগুলো আমার ওপর হারাম হয়েছিলো। তারপর যখন কোরবানির দিন আসলো, তখন আমার জন্য যা সহজ হলো, সে কোরবানির পশু তথা একটি বকরি জবাই করেছি। বর্ণনাকারি বললেন, তারপর হজরত উমর রা. তার পিঠ চাপড়ে দিলেন। তারপর বললেন, তোমাকে তোমার নবীর সুন্নতের প্রতি পথপ্রদর্শন করা হয়েছে। দ্র., মুসনাদে আবু হানিফা : ১১৫-১১৮।-সংকলক।

[৭০১] ৭/১৭৫ الدليل على ان القارن بالحج و العمرة يجزيه طواف واحد الخ ছাপা, মিসর, ১৩৪৯ হিজরি। -সংকলক।

[৭০২] দ্র., (২/১২-১৩, কেরান)। বরং সুনানে আবু দাউদেও (১/২৫০, باب من قرن الحج و العمرة) আছে। সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৩। -সংকলক।

এ দুজনের কারো হতে প্রমাণিত নয়।[৭৩৩] কিন্তু এর জবাব হলো, ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মুরসালগুলো মুহাদ্দিসিনের মতে গ্রহণযোগ্য। হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. তামহীদে[৭৩৪] ইমাম আ'মাশ রহ. হতে বর্ণনা করেন,

قال : قلت لابراهيم : اذا حدثتني حديثا فاسنده، فقال : اذا قلت عن عبد الله يعني ابن مسعود رضــ فاعلم انه عن غير واحد واذا سميت لك احدا فهو الذي سميت''

'তিনি বললেন, আমি ইবরাহিমকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যখন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেন, তখন এর সনদ বর্ণনা করুন। জবাবে তিনি বললেন, যখন আমি আবদুল্লাহ তথা ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বলি, তখন তুমি জেনে রেখ, এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত। আর আমি যখন তোমাকে একজনের নাম নির্ধারণ করে বলি, তখন তিনি সেই নির্ধারিত ব্যক্তিই।'

এর দ্বারা বুঝা যায়, ইবরাহিম নাখয়ি রহ. মুরসালগুলো তাঁর মুসনাদগুলো অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। এজন্য স্বয়ং হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন,

''في هذا الخبر ما يدل ان مراسيل ابراهيم النخعي اقوى من مسانيده''[৭৩৫]

'এ হাদিসে দলিল আছে যে, ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মুরসালগুলো তাঁর মুসনাদগুলো অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। বরং তিনি একটি মূলনীতিও বর্ণনা করেছেন,

كل من عرف انه لا ياخذ الا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيدبن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح[৭৩৬]

'যেসব বর্ণনাকারি সম্পর্কে জানা গেছে যে, তিনি শুধু সেকাহ বর্ণনাকারি হতেই হাদিস গ্রহণ করেন, তাঁর তাদলিস ও মুরসাল গ্রহণযোগ্য। সুতরাং সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মুরসালগুলো মুহাদ্দিসিনের মতে বিশুদ্ধ।'

২. স্বীয় সুনানে কুবরায় ইমাম নাসায়ি রহ. হাদিস উল্লেখ করেছেন মুসনাদে আলি রা.-এর অধীনে,

---

[৭৩৩] ইবনে আবি হাতেম স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন। ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হজরত আয়েশা রা. ব্যতীত আর কোনো সাহাবির সংগে সাক্ষাত করেননি। হজরত আয়েশা রা. হতে হাদিস শ্রবণ করেননি। কেনোনা, তিনি তাঁর নিকট একদম ছোট অবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি হজরত আনাস রা.কে পেয়েছেন, তবে তার কাছ হতে কিছু শুনেননি। -কিতাবুল মারাসিলু-ইবনে আবু হাতেম : ৯, বাবুল আলিফ। -সংকলক।

[৭৩৪] ১/৩৭-৩৮, باب بيان التدليس الخ। -সংকলক।

[৭৩৫] সূত্র ঐ। প্রবল ধারণা এই কারণেই ইয়াহইয়া মাইন রহ. বলেন, ইবরাহিমের মুরসালগুলো শাবির মুরসাল অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন হতে আরেকটি বিষয়ও বর্ণিত আছে। এটি আমার নিকট সালেম ইবনে উবায়দুল্লাহ, কাসেম ও সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ.-এর মুরসালগুলো অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ও আফজাল। ইমাম আহমদ ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মুরসালগুলো সম্পর্কে বলেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। দ্র., তাদরিবুর বর্ণনাকারি : ১/২০৪-২০৫, النوع التاسع المرسل। -সংকলক।

[৭৩৬] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ১/৩০, باب بيان التدليس الخ। -সংকলক।

عن حماد بن عبد الرحمن الانصاري عن ابراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع ابي وقد جمع بين الحج والعمرة- فطاف لهما طوافين وسعي لهما سعين، وحدثني ان عليا رضـــ فعل ذلك وقد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك[৭৩৭]''

'হাম্মাদ....মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া বলেন, আমি আমার পিতার সংগে তাওয়াফ করেছি। তিনি একসংগে হজ্ব ও ওমরা করেছেন। এ দুটোর জন্য তিনি দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈ করেছেন। তিনি আমাকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, হজরত আলি রা. এটা করেছেন এবং তাঁকে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করেছেন।

প্রশ্ন উঠে যে, এতে একজন বর্ণনাকারি আছেন হাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আনসারি। যিনি জয়িফ।[৭৩৮]

এর জবাব হলো, তিনি বিতর্কিত বর্ণনাকারি। অনেক মুহাদ্দিস তাকে সেকাহ বলেছেন। ইবনে হাব্বান রহ. তাকে সেকাহদের শামিল উল্লেখ করেছেন।[৭৩৯] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. দিরায়াতে[৭৪০] এই বর্ণনাটি সম্পর্কে লিখেন, ইমাম নাসায়ি রহ. এটি মুসনাদে আলিতে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারিগণ সেকাহ সুতরাং এই বর্ণনাটির স্তর হাসান হতে কম নয়। তাছাড়া হজরত আলি রা. এর এই বর্ণনায় তিনি এককও নন। দারাকুতনি রহ.-এর আরো অনেক সূত্র উল্লেখ করেছেন, [৭৪১] যেগুলো এর সহায়ক।

৩. হানাফিদের তৃতীয় দলিল সুনানে দারাকুতনিতে[৭৪২] বর্ণিত আলি রা. এর আরেকটি বর্ণনা,

حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول حدثنا جدي حدثنا اسحاق الازرق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن على رضـــ انه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع''

'ইউসুফ....আলি রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি হজ ও ওমরার জন্য দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈ করেছেন এবং বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ করতে দেখেছি।'

তবে এই বর্ণনার ওপর হাসান ইবনে উমারার দুর্বলতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।[৭৪৩]

---

[৭৩৭] নসবুর রায়া : ৩/১১০, বাবুল কেরান। -সংকলক।

[৭৩৮] তানকিহ গ্রন্থকার বলেছেন : হাম্মাদকে এখানে আজদি রহ. দুর্বল বলেছেন....। অনেক হাফেজ বলেছেন, তিনি অজ্ঞাত। আর তাঁর কারণে, হাদিসটি সহিহ হয় না। নসবুর রায়া : ৩/১১০। -সংকলক।

[৭৩৯] নসবুর রায়া : ৩/১১০। -সংকলক।

[৭৪০] ২/৩৫, নং ৪৯০, باب وجوه الإحرام। -সংকলক।

[৭৪১] দ্র., সুনানে দারাকুতনি : ২/২৬৩, নং ১৩০-১৩১ باب المواقيت। -সংকলক।

[৭৪২] দারাকুতনি : ২/২৬৩, নং ১৩০, বাবুল মাওয়াকিত। -সংকলক।

[৭৪৩] এজন্য ইমাম দারাকুতনি এই বর্ণনার অধীনে লিখেন, 'হাসান ইবনে উমারার হাদিস বর্জনীয়'। সূত্র ঐ। -সংকলক।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, হাসান ইবনে উমারা একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারি।[৭৪৪] তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। তা না হলে কমপক্ষে অবশ্যই পেশ করা যেতে পারে মুতাবা'আতের জন্য।

৪. হানাফিদর চতুর্থ দলিল সুনানে দারাকুতনিতে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিস,

قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاف لعمرته وحجته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر رضـــ وعمر رضـــ وعلى رضـــ وابن مسعود[৭৪৫] رضـــ''

'বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করেছেন। তাঁর ওমরা ও হজ্জের জন্য দুটি তাওয়াফ ও দু'সাঈ করেছেন। অনুরূপ করছেন হজরত আবু বকর, উমর, আলি ও ইবনে মাসউদ রা.। এই বর্ণনায় আছেন আবু বুরদা। যিনি ইমাম দারাকুতনি রহ.-এর উক্তি মত জয়িফ।[৭৪৬] তবে ইবনে আদি রহ. তার

---

[৭৪৪] যেখানে তাকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে আল্লামা জাহাবি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন, তৎকালীন যুগের সুমহান ফকিহদের শামিল। তাকে বাগদাদের বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। তাছাড়া তাঁর সম্পর্কে ইবনে উয়াইনা রহ.-এর উক্তি বর্ণনা করেন। তাঁর ফজিলত ও মর্যাদা ছিলো, তবে তিনি ব্যতীত অন্য ব্যক্তি তার চেয়ে বড় হাফেজ। -মিজানুল ই'তিদাল : ১/৫১৩, ৫১৫, নং ১৯১৮। তাছাড়া মুহাম্মদ ইবনে দাউদ হুদ্দানি রহ. বলেন, আমি ঈসা ইবনে ইউনুসকে বলতে শুনেছি, যখন তার নিকট হাসান ইবনে উমারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'তিনি নেককার শায়খ।' তাহজিবুল কামাল : ৬/২৬৮-ডক্টর বাশশার আওয়াদ মা'রুফের তাহকিকসহ।

আইউব ইবনে সুয়ায়দ রহ. বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর নিকট ছিলাম। তারপর তিনি হাসান ইবনে উমারার আলোচনা করে তার প্রতি ইঙ্গিত করে সমালোচনা করলেন। আমি তাকে বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ! তিনি তো আমার মতে, আপনার চেয়েও ভালো। তখন তিনি বললেন, এটা কিভাবে? আমি বললাম, আমি তার সংগে কয়েকবার মজলিসে বসেছি। তখন আপনার আলোচনা সেখানে চলছিলো। তবে তিনি আপনার সদালোচনা ব্যতীত কোনো সময় সমালোচনা করেন না। আইউব বলেন, তারপর আমি সুফিয়ানকে কখনও তার কাছ হতে আমার বিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত আর হাসান ইবনে উমারা সম্পর্কে সদালোচনা ব্যতীত সমালোচনা করতে শুনিনি। -তাহজিবুল কামাল : ৬/২৬৯-২৭০।

আর হাফেজ মিজজি রহ. বর্ণনা করেন, মিস'আর এবং হাসান একই স্থানে বসতেন। যখন মিস'আরকে কোনো হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, আর হাসান ইবনে উমারা সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তখন তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন না এবং বলতেন, আপনি আবু মুহাম্মদ তথা হাসান ইবনে উমারাকে জিজ্ঞেস করুন। -তাহজিবুল কামাল : ৬/২৭৪।

মা'মার হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন হাসান ইবনে উমারাকে কুফার বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হলো, তখন এ সংবাদ আনাসের নিকট পৌছলে তিনি বললেন, 'একটি জালেম। তাকে আমাদের জুলুমের প্রতিকারের জন্য বিপারপতি বানানো হয়েছে। তখন এ সংবাদ হাসানের নিকট পৌছার পর তিনি তার নিকট কতগুলো কাপড় এবং কিছু খরচপাতির অর্থ পাঠালেন। তখন আমাশ বললেন, এ ধরনের লোক আমাদের শাসক নির্বাচিত হয়েছে। তিনি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করেন এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ফকিরদের খবর রাখেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আবু মুহাম্মদ তার সম্পর্কে গতকাল আপনি কি বলেছেন? তখন তিনি বললেন, খায়ছামা আমার নিকট ইবনে মাসউদ রা. হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, অন্তরকে দয়াকারির প্রতি ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার সংগে যে দুরাচরণ করে তার প্রতি বিদ্বেষ দিয়ে পয়দা করা হয়েছে। -তাহজিবুল কামাল : ৬/২৭৫, নং ১২৫২।

তাছাড়া কাজি আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আবদুর রহমান রামাহুরমুজি রহ. আর মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার বর্ণনাকারি ওয়াল ওয়ায়ি নামক গ্রন্থে হাসান ইবনে উমারা সম্পর্কে বিস্তারিত এবং স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন। যা থেকে বুঝা যায়, তাঁর ঝোঁকও তাকে সেকাহ সাব্যস্ত করার প্রতিই। দ্র., (৩২০-৩২৩, ছাপা, দারুল ফিক্র, বৈরুত ১৩৯১ হিজরি, ডক্টর মুহাম্মদ আজ্জাজ আল খতীবের তাহকিকসহ। -সংকলক।

[৭৪৫] সুনানে দারাকুতনি : ২/২৬৪, باب المواقيت, নং ১৩২। -সংকলক।

[৭৪৬] এজন্য তিনি বলেন, আবু বুরদা হলেন, আমর ইবনে ইয়াজিদ। তিনি জয়িফ। -সুনানে দারাকুতনি : ২/২৬৪, باب

সম্পর্কে বলেন, ''هو ممن يكتب حديثه من الضعفاء''[৭৪৭]

'তাঁর হাদিস লেখা যায়। তিনি দুর্বলদের শামিল। তাছাড়া ইবনে হাব্বান রহ. তাঁকে সেকাহদের মধ্যে গণ্য করেছেন।'[৭৪৮]

৫. হানাফিদের পঞ্চম দলিল সুনানে দারাকুতনিতে[৭৪৯] বর্ণিত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.-এর বর্ণনা ''ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين''

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ করেছেন।'

প্রশ্ন হয় যে, এই বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আজদি রহ.-এর ভুল হয়েছে। তা না হলে মূল বর্ণনা ছিলো,

ان النبي[৭৫০] صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة

তথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ ও ওমরা এক সংগে মিলিয়ে আদায় করেছেন।

তবে এর জবাব হলো, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আজদি একজন সেকাহ বর্ণনাকারি।[৭৫১] কোনো শক্তিশালী দলিল ব্যতীত তাঁর ভুল হয়েছে, এমন বলা ঠিক নয়। হাফেজ মারদিনি রহ. দারাকুতনি রহ.-এর প্রশ্নের প্রামাণ্য জবাব দিয়েছেন। সুতরাং সেখানে দেখা যেতে পারে।[৭৫২]

المواقيت। -সংকলক।

[৭৪৭] আল কামিল ফি যু'আফাইর রিজাল : ৫/১৭৮৯, আমর ইবনে ইয়াজিদ, আবু বুরদা কুফি তামিমি। -সংকলক।

[৭৪৮] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬১০। -সংকলক।

[৭৪৯] ২/২৬৪, নং ১৩৩। -সংকলক।

[৭৫০] ইমাম দারাকুতনি রহ. লিখেন, শায়খ আবুল হাসান। অর্থাৎ, দারাকুতনি রহ. বলেছেন, কথিত আছে, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আজদি রহ. এ হাদিসটি তার স্মরণশক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। ফলে এর মূল পাঠে তিনি ভুল করে ফেলেছেন। এ সনদে বিশুদ্ধ হলো– أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة।এতে তাওয়াফ এবং সাঈর কথা উল্লেখ নেই। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আজদি সঠিকভাবে এটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। আরো বলা হয় যে, তিনি তাওয়াফ এবং সাঈর আলোচনা হতে মত প্রত্যাহার করে সঠিক বিষয়টির দিকে চলে এসেছেন। والله اعلم بالصواب -সুনানে দারাকুতনি : ২/২৬৪, নং ১৩৩। -সংকলক।

[৭৫১] এজন্য হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর সম্পর্কে তাকরিবুত তাহজিবে লিখেন, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল করিম ইবনে নাফে' আল আজদি আল বসরি। বাগদাদে অবস্থানকারি সেকাহ। এগারতম শ্রেণির সুমহান ব্যক্তি। তিনি ৫২ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন। ইমাম আবু দাউদ তাকদির সম্পর্কে তার একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহও সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহতে তার হাদিস বর্ণনা করেছেন। (২/২১৭, নং ৮১১)। -সংকলক।

[৭৫২] এজন্য তিনি আল জাওহারুন নাকিতে (৫/১০৯, باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد الخ), লিখেন, আমি বলবো, দারাকুতনির উক্তি –حدث به من حفظه فوهم। সেকাহ কোনো ব্যক্তি তাকে এ ভুলের দিকে সম্বোধন করেননি। এমনভাবে দারাকুতনির উক্তি 'বলা হয়, তিনি এ বিষয় হতে মত প্রত্যাহার করেছেন' সম্পর্কে স্পষ্ট বিষয় হলো, তাঁর উদ্দেশ্য তিনি তা হতে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আর যখন একবার এ অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেন, আবার কোনো ওজরের কারণে তা হতে নীরবতা অবলম্বন করেন, তখন এ অতিরিক্ত অংশ পরিহার করা যায় না। যদি এ হাদিসে এছাড়া অন্য কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকতো, তাহলে অবশ্যই দারাকুতনি রহ. স্পষ্ট আকারে তা উল্লেখ করতেন। -সংকলক।

৬. ষষ্ঠ দলিল সুনানে দারাকুতনিতে ইবনে উমর রা.-এর একটি বর্ণনা[৭৫৩] বর্ণিত আছে। হজরত মুজাহিদ রহ. তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন انه جمع بين حجته وعمرته معا، وقال : سبيلهما واحد، قال : فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت''

'তিনি হজ এবং ওমরা করেছেন একসংগে এবং বলেছেন, উভয়টির নিয়ম এক। বর্ণনাকারি বলেন, তিনি এ দুটোর জন্য দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈ করেছেন এবং বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ করতে দেখেছি, যেমন আমি করেছি।'

এই বর্ণনায় হাসান ইবনে উমারা ব্যতীত আর কোনো বর্ণনাকারি অভিযুক্ত নেই।[৭৫৪] তাঁর সম্পর্কে আমরা পেছনে উল্লেখ করেছি যে, তার বর্ণনা অবশ্যই কমপক্ষে মুতাবা'আতও সমর্থনের জন্য পেশ করা যেতে পারে।

এসব বর্ণনা ব্যতীতও সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন আছর হানাফিদের দলিল ।

১. كتاب الآثار ইমাম মুহাম্মদ রহ. একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন,

''اخبرنا ابو حنيفة قال : حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن ابي نصر السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : اذا اهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين وسعى لهما سعيين بالصفا والمروة، قال منصور: فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث فقال لو كنت سمعت لم افت الا بطوافين، واما بعد اليوم فلا افتي الا بهما[৭৫৫]''

'হজরত আবু হানিফা... হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন, যখন তুমি হজ ও ওমরার এহরাম বাঁধ তখন এ দুটোর জন্য দু'তাওয়াফ করো এবং এ দুটোর জন্য সাফা-মারওয়াতে দু'বার সাঈ করো। মনসুর বলেন, তারপর আমি মুজাহিদের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি কেরানকারির জন্য এক তাওয়াফের ফতওয়া দিতেন। আমি তাকে এ হাদিস বর্ণনা করলাম। তারপর তিনি বললেন, যদি এটি শুনতাম তবে আমি কেবল দু'তাওয়াফেরই ফতওয়া দিতাম। অবশ্য আজকের দিবসের পরে আমি ফতওয়া দেবো দু'তাওয়াফেরই।'

এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ সম্পর্কে বলেন, এর সনদে একজন মজহুল বর্ণনাকারি আছেন।[৭৫৬]

---

[৭৫৩] ২/২৫৮, নং ৯৯, باب المواقيت। -সংকলক।

[৭৫৪] তাই বিন্নৌরি রহ. এই বর্ণনাটি সম্পর্কে লিখেন, এই বর্ণনায় হাসান ইবনে উমারা ছাড়া মুহাদ্দিসিনের নিকট অন্য কোনো অভিযুক্ত বর্ণনাকারি নেই। দারাকুতনি রহ.-এর পক্ষে হাসান ইবনে উমারার সমালোচনা ব্যতীত এবং হাসান ইবনে উমারার হাদিসের সংগে ইবনে আব্বাস রা.-এর মারফূ' হাদিসের সংগে বিরোধ দলিল ব্যতীত আর কোনো কালাম করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন মুহাদ্দিস দুইজন সাহাবি হতে দুটি পরস্পর বিরোধী হাদিস বর্ণনা করতেই পারেন। আর একজন ফকিহ এ দুটি বর্ণনা হতে ইজতিহাদ এবং একটি ফিকহি মাসআলা অবলম্বন করতে পারেন।' মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬০৯। -সংকলক।

[৭৫৫] কিতাবুল আছার : ৬৬-৬৭, নং ৩২৫, كتاب المناسك، باب القران وفضل الإحرام।-মুরাত্তিব।

[৭৫৬] আদদিরায়া : ২/২৫, নং ৪৯০, باب وجوه الإحرام। -সংকলক।

এর জবাব হলো, অজ্ঞাত বর্ণনাকারি দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো, আবু নসর সুলামি।[৭৫৭] কিন্তু স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তা'জিলুল মানফা'আতে এবং আল্লামা হায়ছামি রহ. কাশফুল আসতারে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে খালফুন রহ. আবু নসর সুলামিকে সেকাহদের শামিল করে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাঁর হতে ইবরাহিম নাখয়ি, মালেক ইবনে হারেস রহ. এবং স্বয়ং তাঁর ছেলে হাদিস বর্ণনা করেন। সুতরাং তাঁকে মজহুল বলা কিভাবে সঠিক হতে পারে? অথচ তার হতে তিনজন হাদিস বর্ণনা করছেন। হজরত ইবনে খালফুন রহ. তাঁকে সেকাহ বলেছেন। এটা এর দলিল যে, তিনি মজহুল নন। এমনিভাবে তিনি ব্যতীত মনসুর ইবনুল মু'তামির তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। মুজাহিদ তার বর্ণনার কারণে স্বীয় মাজহাব পরিহার করেন। এসব এর দলিল যে, তিনি না অজ্ঞাত, না জয়িফ।[৭৫৮] তাছাড়া আবদুর রহমান ইবনে উয়াইনা রহ. তাঁর মুতাবা'আত করেছেন এবং এর সনদও আফজাল। যেমন, শরহে মা'আনিল আছারে[৭৫৯] এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে।

২. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে বর্ণিত আছে,

حدثنا هشيم بن بشر عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك ان عليا رضــ وابن مسعود رضــ قالا في القارن: ويطوف طوافين[৭৬০]

'হজরত হুশায়ম...হজরত জিয়াদ ইবনে মালেক রহ. হতে বর্ণিত, আলি ও ইবনে মাসউদ রা. কেরানকারি সম্পর্কে বলেছেন, সে দু'তাওয়াফ করবে।'

৩. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে হাসান ইবনে আলি রা.-এর আছর রয়েছে,

قال[৭৬১] : اذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين

'তিনি বলেছেন, যখন তুমি হজ ও ওমরা দুটি একসংগে করো (কেরান কর) তখন দু'তাওয়াফ করো এবং দু'সাঈ করো।'

৪. মুহাল্লাতে হজরত ইবনে হাজম রহ. হজরত হুসাইন ইবনে আলি রা. এর আছরও উল্লেখ করেছেন,

---

[৭৫৭] কারণ, তিনি ব্যতীত সমস্ত বর্ণনাকারি নিঃসন্দেহে প্রসিদ্ধ। -সংকলক।

[৭৫৮] দ্র., ই'লাউস সুনান : ১০/২৭৫-২৭৬, باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين। -সংকলক।

[৭৫৯] (১/৩৪৫, باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته, আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনি ওয়াল আসানিদ : ৮/২৩৩)। -সংকলক।

[৭৬০] (১-৪/৩৩৪-৩৩৫, في القارن من قال يطوف يطوفين, নং ২১৮৭)। আল্লামা মারদিনি রহ. এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, এই সনদের বর্ণনাকারিগণ সেকাহ। জিয়াদ ইবনে মালেককে ইবনে হাব্বান রহ. সেকাহদের শামিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল জাওহারুন নাকি : ৫/১০৮, باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد। প্রকাশ থাকে যে, নাসবুর রায়াতে এই বর্ণনাটি মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা সূত্রে 'দুইবার সাঈ করবে' এই অতিরিক্ত শব্দ সহকারে বর্ণিত আছে। দ্র., (৩/১১২, قبيل باب التمتع)।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর দিরায়াতেও 'সে দুই সাঈ করবে' এ অতিরিক্ত অংশসহ বর্ণিত আছে। যার অর্থ হলো, এই বর্ণনা কমপক্ষে হাসান। দ্র., (২/৩৫, باب وجوه الإحرام, নং ৪৯০)। -সংকলক।

[৭৬১] ১-৪/৩৩৫, নং ২১৮৮, في القارن من قال : يطوف طوافين
হাফেজ রহ. দিরায়াতে এই আছরটিও উল্লেখ করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। দ্র., (২/৩৫)। -সংকলক।

قال : اذا قرنت بين الحج و العمرة فطف طوافين[৭৬২] واسع سعيين

'তুমি যখন হজ্জ ও ওমরা একসংগে মিলিয়ে আদায় করো তখন দু'তাওয়াফ করো এবং দুই সাঈ করো।'

হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের যে হাদিসটি- এর বিষয়টি হজরত আয়েশা ও আবদুর রহমান ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে।[৭৬৩] কিন্তু স্পষ্ট বিষয় যে, এ বিষয়ের সমস্ত হাদিস ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং এগুলোর বাহ্যিক অর্থ কারো মতেই উদ্দেশ্য নয়। কেনোনা, এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এক তাওয়াফ করেননি, বরং তিন তাওয়াফ করেছেন। এবার ইমামত্রয় এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এবং এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক হাদিসের এ ব্যাখ্যা দেন যে, এক তাওয়াফ দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াফে জিয়ারত, যাতে তাওয়াফে ওমরা প্রবিষ্ট হয়ে গেছে।

হানাফিগণ এই ব্যাখ্যা করেন যে, এ ধরনের হাদিসমূহে এক তাওয়াফ দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াফে ওমরা। যাতে তাওয়াফে কুদুমও প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। হানাফিদের এই ব্যাখ্যা এজন্য প্রধান যে, এর ফলে হাদিসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের একটি ব্যাখ্যা হজরত শায়খুল হিন্দ রহ. এই বর্ণনা করেছেন যে, এখানে তাওয়াফ দ্বারা উদ্দেশ্য হালাল হওয়ার তাওয়াফ। অর্থ হলো, এমন তাওয়াফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটাই করেছেন। যেটি হালাল হওয়ার কারণ হয়েছে, সেটি ছিলো তাওয়াফে জিয়ারত। কেনোনা, তাওয়াফে ওমরার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরানকারি হওয়ার কারণে হালাল হননি।[৭৬৪] যেমন,

---

[৭৬২] মুহাল্লায় এই আছরটি হাজ্জাজ ইবনে আরতাত-হাকাম ইবনে আমর ইবনে আসওয়াদ-হুসাইন ইবনে আলি সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্র., (৭/১৭৫, الدليل على ان القارن بين الحج والعمرة يجزيه طواف واحد)। আল্লামা ইবনে হাজম রহ. হুসাইন ইবনে আলি রা. হতে এ বিষয়টি মারফু' আকারেও বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অনেক সমালোচিত বর্ণনাকারিও আছেন। অথচ আছরের সনদও তাহকিকযোগ্য। -সংকলক।

[৭৬৩] এ জন্য সহিহ বোখারিতে হজরত আয়েশা রা.-এর একটি দীর্ঘ হাদিসে নিম্নোক্ত বাক্যটি বর্ণিত আছে, 'আর যারা হজ্জ এবং ওমরা দুটি একত্রে করেছেন তারা কেবল এক তাওয়াফ করেছেন। দ্র., (১/২২১, كتاب المناسك، باب طواف القارن, সহিহ মুসলিম : ১/৩৮৬, باب بيان وجوه الإحرام)। তাছাড়া হজরত ইবনে উমর রা.-এর রেওয়ায়াতে বোখারি শরিফে নিম্নোক্ত শব্দ এসেছে- 'তারপর হজ্জ ও ওমরার জন্য তিনি একটি তাওয়াফ করেছেন।' বোখারির আরেক বর্ণনায় দ্বিতীয় সূত্রে হজরত ইবনে উমর রা.-এর এই উক্তিও বর্ণিত হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই করেছেন।' (১/২২২, باب طواف القارن)। মুসলিমের বর্ণনায়ও এ ধরনের শব্দ এসেছে। দ্র., (১/৪০৪, باب جواز التحلل بالإحصار الخ)। -সংকলক।

[৭৬৪] এ অনুচ্ছেদের হাদিস এবং এ ধরনের বর্ণনাগুলোর জবাব দিতে গিয়ে হজরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ.ও আফজাল কথা বলেছেন। তাঁর শাগরিদে রশিদ হজরত আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানি রহ. ফতহুল মুলহিমে (৩/২৫১-২৫২, باب بيان وجوه الإحرام)তে বর্ণনা করেন। আমাদের শায়খ মাহমুদ রহ. বলেছেন, জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ বাইতুল্লাহ শরিফে বিদায়ি হজ্জে তিনটি তাওয়াফ করেছেন। ১. জিলহজ্জের ৪ তারিখে মক্কায় প্রবেশের দিন। ২. জিলহজ্জের ১০ তারিখে তাওয়াফে ইফাজা। ৩. জিলহজ্জের ১৪ তারিখে বিদায়ি তাওয়াফ। এ বিষয়টি সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটিকে রদ করা যায় না। যার ইলমের সংগে ন্যূনতম সম্পর্ক আছে, সে এ ব্যাপারে সংশয় করতে পারে না। এটি অস্বীকার করারও কোনো জো নেই। সুতরাং যদি আমরা হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসের বাহ্যিক অর্থের দিকে যাই, অর্থাৎ, আয়েশা রা.-এর উক্তি 'যারা শুধুমাত্র এক তাওয়াফ করেছেন' - তাহলে আমাদেরকে অবশ্য একথা বলতে হবে যে, তারা শুরু হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র এক তাওয়াফ ব্যতীত আর কোনো তাওয়াফ করেননি। এটা সবার মতে সুস্পষ্ট বাতিল। কেনোনা, এটি বাস্তবতার বিপরীত। সুতরাং প্রত্যেক দলের জন্যই বাহ্যিক অর্থ হতে ফিরে আসা এবং বাস্তবের বিপরীত না হয় এমন কোনো ব্যাখ্যা

হজরত আয়েশা ও ইবনে উমর রা.-এর অনেক বর্ণনার পূর্বাপর দ্বারা বুঝা যায়। তারপর সাঈ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। হানাফিদের মতে তাওয়াফের মতো হজ এবং ওমরার জন্য সাঈ ভিন্ন করতে হবে। অথচ ইমামত্রয়ের মতে তাওয়াফের মতো একটিই সাঈ হজ এবং ওমরা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।[৭৬৫]

ইমামত্রয়ের দলিল সেসব হাদিস যেগুলোতে এক তাওয়াফের সংগে এক সাঈরও উল্লেখ আছে।[৭৬৬]

হানাফিদের দলিল সেসব দলিল যেগুলো পেছনে এসেছে।[৭৬৭] তাছাড়া তাঁদের আরেকটি শক্তিশালী দলিল কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহ. এই বর্ণনা করেছেন যে, সহিহ হাদিসগুলো এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাঈ করেছেন পায়দল, না আরোহণ করে। অনেক বর্ণনায় পায়দল আবার অনেক বর্ণনায় আরোহণ করে তা করেছেন বলে উল্লেখ আছে।[৭৬৮] এগুলোর অবসানের কোনো যৌক্তিক

দেওয়া আবশ্যক। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'তারা শুধুমাত্র এক তাওয়াফ করেছেন' এ বাক্যটির অর্থ হলো, হজ ও ওমরার জন্য তাওয়াফে রুকন (একটি করেছেন)। যেহেতু তারা এমন ব্যাখ্যা করতে এবং শর্তারোপ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং তাদের হাতে বাহ্যিক হাদিস নেই, সেহেতু এটি তাদের জন্য কি ফজিলতের বিষয়? আর হানাফিদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবন্ধকতার কি কারণ? যদি তারা কেরানকারির জন্য একাধিক তাওয়াফবোধক হাদিসগুলোর বিরোধী নয়, এমন কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেন, বরং এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যেটি হজরত আয়েশা রা. ও উমর রা.-এর অনেক বর্ণনার পূর্বাপরের সম্পূর্ণ অনুকূল হয়?

আমাদের শায়খ বলেছেন, আমার ধারণা এ হাদিস দ্বারা হজরত আয়েশা রা.-এর উদ্দেশ্য শুধু এক তাওয়াফ ও একাধিক তাওয়াফের বর্ণনা নয়। বরং মূল উদ্দেশ্য হলো, তামাত্তুকারিদের জন্য দুই তাওয়াফের মাঝে হালাল হওয়ার বিষয়টি দলিল করা এবং কেরানকারিদের জন্য তা না করা। সুতরাং হজরত আয়েশা রা.-এর উক্তি 'তারা শুধু এক তাওয়াফ করেছেন' - এর অর্থ হলো, হজ ও ওমরা হতে হালাল হওয়ার জন্য তারা এক তাওয়াফ করেছেন। এটি হলো, তাওয়াফে ইফাজা। তবে তামাত্তুকারিদের বিষয়টি এর বিপরীত। কেনোনা, তারা প্রথমতো ওমরা হতে প্রথম তাওয়াফ দ্বারা হালাল হয়ে গেছেন। তারপর হজ হতে হালাল হয়েছেন দ্বিতীয় তাওয়াফ দ্বারা। আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সমর্থন করে আবুল আসওয়াদ- উরওয়া সূত্রে বর্ণিত হজরত আয়েশা রা.-এর এই উক্তি দ্বারা, 'যারা ওমরার এহরাম বেঁধেছে তারা হালাল হয়ে গেছে। আর যারা হজের এহরাম বেঁধেছে কিংবা হজ ও ওমরা দুটি একত্রে করেছে, তারা কোরবানির দিন পর্যন্ত হালাল হয়নি।' এমনভাবে তিরমিযী প্রমুখের মতে দারাওয়ারদি-উবায়দুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হজরত ইবনে উমর রা.-এর একটি বাচনিক হাদিসও যদি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়, তবে তা হবে আমাদের উক্তির সমর্থক। সে হাদিসটি হলো, 'যে হজ ও ওমরার এহরাম বেঁধেছে, তার জন্য এ দুটির জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট। ফলে এ দুটো হতে সে হালাল হয়ে যাবে।' তবে এ হাদিসটিকে ইমাম তাহাবি রহ. মা'লুল তথা ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। কেনোনা, দারাওয়ারদি তাতে ভুল করেছেন। সঠিক হলো, এটি মাওকুফ। -সংকলক।

[৭৬৫] মাজহাবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., আল মুগনি : ৩/৪৬৫-৪৬৬, مسألة : وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد, উমদাতুল কারি : ৯/১৮৪, باب كيف تهل الحائض والنفساء। -সংকলক।

[৭৬৬] যেমন, এ অনুচ্ছেদেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর মারফু' হাদিসে নিম্নোক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে, 'যে হজ ও ওমরার এহরাম বেঁধেছে, তার জন্য এ দুটো হতে একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈই যথেষ্ট। এর ফলে সে দুটি হতে হালাল হয়ে যাবে।' -তিরমিযী : ১/১৪৬।

মুসলিমে হজরত জাবের রা. হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সাফা ও মারওয়ার মাঝে শুধু এক তাওয়াফ করেছেন। (১/৪১৪, باب بيان أن السعي لا يتكرر)। -সংকলক।

[৭৬৭] তাই হানাফিদের দলিলসমূহের আওতায় পেছনে যতোগুলো বর্ণনা আমরা উল্লেখ করেছি, প্রায় সবগুলোতেই দুই সাঈর উল্লেখ আছে। -সংকলক।

[৭৬৮] পায়ে হেঁটে সাঈ করার জন্য দ্র., সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হজরত জাবের রা.-এর নিম্নোক্ত দীর্ঘ হাদিসের শব্দাবলি- 'তারপর তিনি মারওয়া হতে অবতরণ করলেন। ফলে তাঁর পদদ্বয় বাতনুল ওয়াদিতে অবতরণ করলো। যখন তিনি তাতে আরোহণ করলেন, তখন হাঁটতে হাঁটতে মারওয়া পর্যন্ত এলেন।- আল হাদিস : ১/৩৯৬, باب حجة النبي صلي الله عليه وسلم। সুনানে নাসায়িতে দ্র.,

ব্যাখ্যা এছাড়া নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার সাঈ করেছেন। একবার পায়দল, আরেকবার আরোহণ অবস্থায়।[৭৬৯]

অবশিষ্ট আছে সেসব বর্ণনা, যেগুলোতে এক সাঈর উল্লেখ আছে। এগুলোর সামগ্রিক জবাব হচ্ছে, পরস্পর বিরোধের সময় অতিরিক্ত অংশ প্রমাণকারি বিষয়ের প্রাধান্য হয়।

তাছাড়া সাঈবিশিষ্ট বর্ণনাগুলোর মধ্য হতে একটি হজরত ইবনে উমর রা. হতেও বর্ণিত। যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত জবাব এটাও যে, এ বর্ণনাটি মারফূ' আকারে শুধু আবদুল আজিজ দারাওয়ারদি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অথচ তার স্মরণ শক্তি ভালো নয়। মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।[৭৭০] সুতরাং বিশুদ্ধ হলো, এ হাদিসটি মওকুফ, যেটি মারফূ'র বিপরীতে দলিল নয়। আর যদি মেনে নিই এটি মারফূ', তার পরেও এর অর্থ হলো, এক তাওয়াফ ও এক সাঈ ওমরা এবং হজ উভয়টির এহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। হালাল হওয়ার জন্য অতিরিক্ত তাওয়াফ এবং সাঈর প্রয়োজন নেই। এর অর্থ কখনো এই নয় যে, ওমরার জন্য কোনো তাওয়াফ কিংবা সাঈ নেই।[৭৭১]

কাসির ইবনে জামহাযের বর্ণনা- তিনি বলেন, আমি দেখেছি হজরত ইবনে উমর রা. সাফা ও মারওয়ার মাঝে হাঁটছেন। তখন তিনি বললেন, আমি যদি হাঁটি তবে (তাতে বিচিত্রের কিছু নেই) আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটছেন। আর যদি আমি সাঈ করি তাতেও কোনো বৈচিত্র নেই। কেনোনা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাঈ করতে দেখেছি। (২/৪১ بينهما المشي)। তাছাড়া মাজমাউজ জাওয়াইদে দ্র., হাবিবা বিনতে আবু তাজরাতের বর্ণনা, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করছেন। লোকজন তাঁর সামনে তিনি তাদে পেছনে এবং সাঈ করছেন। এমনকি আমি তার হাঁটুতে দেখেছি ভীষণ সাঈর কারণে তাঁর লুঙ্গি নড়াচড়া করছে। (৩/২৪৭, باب ما جاء في السعي)।

দ্র., সুনানে নাসায়িতে বর্ণিত হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ি হজে সওয়ারির ওপর আরোহণ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণ করেছেন। যাতে লোকজন তাঁকে দেখতে পায়। (২/১৪ الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة)।

আর দুই সাঈ এবং এক সাঈ হেঁটে ও আরোহণ করে পালন করা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র., আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/১৫৯-১৬৫, ذكر طوافه عليه السلام بين الصفا والمروة। -সংকলক।

[৭৬৯] দ্র., তাফসিরে মাজহারি : ১/২৩০। সহিহভাবে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে কুদুম ও জিয়ারত করেছেন এবং দুই সাঈ করেছেন। -সংকলক।

[৭৭০] এজন্য আবু জুরআ রহ. তার সম্পর্কে বলেন, 'তার হিফজ ভালো নয়।' আবু হাতেম বলেন, 'তার দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না।' ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, 'তিনি যখন স্মরণশক্তি হতে হাদিস বর্ণনা করেন, তখন অনেক বাতিল কথা বর্ণনা করেন।' আল্লামা জাহাবি রহ. তার সম্পর্কে লিখেন, - 'তিনি মামুলি সত্যবাদী। মদিনার আলেমদের শামিল।' -বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মিজানুল ই'তিদাল : ২/৬৩৩-৬৩৪, নং ৫১২৫।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তার সম্পর্কে লিখেন, 'তিনি মামুলি সত্যবাদী। অন্যদের কিতাব হতে তিনি যখন হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন ভুল করে ফেলতেন। -ইমাম নাসায়ি রহ. বলেন, -তার হাদিস উবায়দুল্লাহ আল উমারি হতে মুনকার। -তাকরিবুত তাহজিব : ১/৫১২, নং ১২৪৮।

প্রকাশ থাকে যে, আবদুল আজিজ দারাওয়ারদী হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস উবায়দুল্লাহ উমারি হতেই বর্ণিত। -সংকলক।

[৭৭১] বাকি আছে, হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনার বিষয়টি। এর বিভিন্ন সূত্র আছে। প্রথম সূত্র মুসলিমে এভাবে বর্ণিত আছে, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম সাফা ও মারওয়ার মাঝে শুধুমাত্র এক তাওয়াফই করেছেন।' (১/৪১৪, باب بيان أن السعي لا يتكرر)।

মুসলিমের অপর সূত্রে এই বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, 'শুধুমাত্র একটি তাওয়াফ করেছেন। তথা প্রথম তাওয়াফ।' (১/৪১৪)। সুনানে আবু দাউদের এক সূত্রেও এই বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। 'মুসা ইবনে ইসমাইল-কায়েস ইবনে সাদ-আতা ইবনে আবু রাবাহ-জাবের রা. সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহজ্জের ৪ তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পর তাশরিফ এনেছেন। যখন তারা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুধুমাত্র যে কোরবানির পশু সংগে নিয়ে এসেছে সে ব্যতীত অন্যরা যেনো, এটিকে ওমরা বানিয়ে ফেলে। যখন তারবিয়া (৮ই জিলহজ্জ) দিবস এলো, তখন তারা হজ্জের এহরাম বাঁধলেন। যখন কোরবানির দিন এলো, তকন তারা এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেননি।'

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার আল্লামা উসমানি রহ. এসব সূত্রের মধ্য হতে মুসলিমের সূত্র আবু জুবায়র-জাবের সনদে বর্ণিত বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেটি হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সাফা-মারওয়ার মাঝে এক তাওয়াফের বেশি করেননি। সেটি হলো, প্রথম তাওয়াফ।

দ্র., ফতহুল মুলহিম : ৩/৩৫৩, الدليل على تعدد السعي على القارن

তবে মুসলিমের ওপরযুক্ত বর্ণনার ওপর প্রশ্ন হয় যে, এটি বোখারি শরিফে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনার বিরোধী। তাতে তিনি বললেন, 'বিদায় হজ্জে মুহাজির, আনসার ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ এহরাম বেঁধেছেন। আমরাও এহরাম বাঁধলাম। যখন আমরা মক্কায় এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের হজ্জের এহরামকে ওমরা বানিয়ে ফেলো। তবে যারা কোরবানির পশুর গলায় মালা বেঁধেছে তারা ব্যতিক্রম। আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। সাফা-মারওয়ায় দৌড়লাম। রমণীদের নিকট এলাম ও (স্বাভাবিক) পোশাক পরলাম। তিনি আরো বলেছেন, যে কোরবানির পশুর গলায় মালা বেঁধেছে সে কোরবানির পশু তার যথার্থ স্থানে পৌছা পর্যন্ত হালাল হবে না। তারপর তিনি আমাদের তারবিয়া দিবসে (৮ই জিলহজ্জে) বিকেলে হজ্জের এহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন, যখন আমরা হজ্জের আহকাম হতে অবসর গ্রহণ করলাম। তখন এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলাম ও সাফা-মারওয়ায় দৌড়লাম। তখন আমাদের হজ্জ পূর্ণ হয়েছে। আর আমাদের দায়িত্বে ছিলো কোরবানির পশু। (১/২১৩-২১৪, باب قول الله عزوجل : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام)।

এ দুটি বর্ণনার মাঝে বিরোধ এভাবে যে, হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম শুধু এক সাঈ করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে অধিকাংশই ছিলেন তামাত্তুকারি। যার সারনির্যাস এই বের হয় যে, তামাত্তুকারিরাও শুধু একবার সাঈ করেছেন। অথচ ইবনে আব্বাস রা.-এর ওপরযুক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবি দুইবার তাওয়াফ ও দুইবার সাঈ করছেন। যেমন, ইমাম চতুষ্টয়ের মাজহাবও এটাই। অবশ্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ রহ.-এর মাজহাব এর ব্যতিক্রম। (ফতহুল মুলহিম : ৩/২৫৩)। এমনভাবে উভয় বর্ণনার মাঝে পরস্পর বিরোধ হয়ে যায় এবং হজরত জাবির রা.-এর বর্ণনা সবার মাজহাবের বিপরীত হয়ে যায়। সুতরাং এর প্রশান্তিদায়ক জবাব প্রয়োজন।

আল্লামা উসমানি রহ. ফতহুল মুলহিম (৩/২৫৩-২৫৪) - এর নিম্নেযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

أما رواية أبي الزبير فمقصودها عندي بيان وحدة السعي حين قدوم مكة أولا، وان النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه كلهم فيها سواء، ولعل الغرض من هذا الكلام رفع ما عسى ان يتوهم من سياق حديثه الطويل : ''ان الذين فسخوا الحج بعد ما طافوا وسعوا بإحرام الحج وتلبيته ونيته خالصا لا يخالطه شئ كيف جعلوه عمرة؟ وهل كانوا مأمورين في ذلك بالطواف والسعي بنية العمرة ثانيا؟ فأخبر رضي الله عنه بأنه ما احتاج أحد من أصحابه صلي الله عليه وسلم إلى تكرار السعي لذلك، بل كلهم طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا حتى الفاسخين المذكورين فسعيهم وطوافهم بنية الحج قد عده الشارع من قبيل العمرة مع فقدان نيتها على خلاف القياس، وهذا كله كان مختصا بذلك العام كما دل عليه أحاديث أبي ذر وعثمان وبلال بن الحارث رضي الله عنهم

যার সারমর্ম হলো, হজরত জাবের রা.-এর উদ্দেশ্য তামাত্তুকারি কিংবা কেরানকারির জন্য এক তাওয়াফ কিংবা এক সাঈ দলিল করা নয়, বরং তিনি একটি ধারণার অপনোদন করতে চেয়েছেন। সেটি হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে হজ্জ বাতিল করে ওমরার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন কারো এই ধারণা হতে পারতো যে, প্রথম তাওয়াফ এবং প্রথম সাঈতো হজ্জের নিয়তেই করা হয়েছিলো। এবার ওমরার জন্য স্বতন্ত্র সাঈ করা হয়ে থাকবে। হজরত জাবের রা. স্বীয় বর্ণনা দ্বারা এই

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَكْثَ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ–১০৩ : তাওয়াফে সদরের পর মক্কায় মুহাজিরের অবস্থান প্রসংগে (মতন পৃ. ১৮৮)

٩٥١ –عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ (يَعْنِيْ مَرْفُوْعًا) قَالَ : يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثًا.

৯৫১। **অর্থ :** আলা ইবনুল হাজরামি রা. অর্থাৎ, মারফু' আকারে তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন, মুহাজির হজের আহকাম আদায়ের পর মক্কাতে তিনদিন অবস্থান করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এছাড়া এটি একাধিক সূত্রে এই সনদে বর্ণিত হয়েছে মারফু' রূপে।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْقُفُوْلِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ–১০৪ : হজ ও ওমরা হতে প্রত্যাবর্তনকালে কী দোয়া পড়বে? (মতন পৃ. ১৮৮)

٩٥٢ –عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلاَ فَدْفَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوَ شَرَفًا كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَائِحُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

৯৫২। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বললেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধ কিংবা হজ কিংবা ওমরা হতে ফিরতেন, তারপর কোনো উঁচু জমিতে কিংবা কোনো উঁচু জিনিসের ওপর আরোহণ করতেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু....। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারি, তাওবাকারি, ইবাদতকারি, সফরকারি এবং স্বীয় প্রভুর প্রশংসাকারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সত্য ওয়াদা করেছেন। অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সৈন্যবাহিনীগুলোকে পরাস্ত করেছেন।

ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, প্রথম তাওয়াফ এবং সাঈ ওমরার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। কারো জন্যই এই দুটি কাজ ওমরার জন্য পুনরায় করতে বলা হয়নি। যদিও হজের পরবর্তীতে স্বতন্ত্র তাওয়াফ ও সাঈ হয়েছে। والله بالصواب রশিদ আশরাফ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত বারা, আনাস ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ فِيْ إِحْرَامِهٖ

অনুচ্ছেদ–১০৫ প্রসংগ : যে মুহরিম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে (মতন পৃ. ১৮৮)

৯৫৩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فِيْ سَفَرٍ فَرَأٰى رَجُلًا قَدْ سَقَطَ مِنْ بَعِيْرِهٖ فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهٗ فَإِنَّهٗ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ يُلَبِّيْ.

৯৫৩। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এক সফরে আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলাম। তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি তাঁর উটের ওপর হতে পড়ে গিয়ে তাঁর গর্দান ভেঙে গেছে এবং লোকটি মরেই গেছে। সে ছিলো মুহরিম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং তাকে দুটি কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার মাথা ঢেকো না। কেনোনা, সে কেয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে উত্থিত হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত আছে। যখন মুহরিম মারা যায়, তখন তার এহরাম শেষ হয়ে যায় এবং তার সংগে অনুরূপ আচরণ করা হবে, যেমন, করা হয় অমুহরিমের সংগে।

দরসে তিরমিযী

''عن[৯৯২] ابن عباس قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط من بعيره، فوقص[৯৯৩] فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فانه يبعث يوم القيامة يهل او يلبي)

---

[৯৯২] সহিহ বোখারি : ১/১৬৯, كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، وباب الحنوط للميت، وباب كيف يكفن المحرم، ১/২৪৯, كتاب الحج، باب ما أبواب العمرة، باب المحرم يموت بعرفة، وباب سنة المحرم اذا مات, সহিহ মুসলিম : ১/৩৮৪ كتاب الحج، ২/২৬, كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم اذا مات, সুনানে নাসায়ি : ১/২৬৯, يفعل بالمحرم إذا مات، ''غسل المحرم بالسدر اذا مات'' و''في كم يكفن المحرم اذا مات'' و ''النهي عن أن يحفظ المحرم اذا مات'' و ، ، النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه اذا مات، ''والنهي عن تخمير رأس المحرم اذا مات كتاب, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৩, المناسك، باب المحرم يموت। -সংকলক।

[৯৯৩] وقص الرجل : কারো গর্দান ভেঙে যাওয়া। -সংকলক।

এ হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক ও জাহেরি সম্প্রদায় এর প্রবক্তা যে, মৃত্যুর পরও মুহরিমের এহরাম বাকি হতে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় মরে যায়, তার মাথা ঢাকা এবং সুগন্ধি ব্যবহার অবৈধ।[৭৭৪] কারণ, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঢাকতে নিষেধ করেছেন।

আবু হানিফা, মালেক ও ইমাম আওজায়ি রহ. প্রমুখের মতে মৃত্যুর ফলে এহরাম খতম হয়ে যায়। সুতরাং মুহরিম যদি এহরাম অবস্থায় মরে যায়, তাহলে তার সংগে হালাল ব্যক্তির মতো আচরণ করা হবে। সুতরাং তাকে সুগন্ধি দেওয়া এবং তার মাথা ঢাকা বৈধ।[৭৭৫]

তাঁদের দলিল আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিস,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوله[৭৭৬]،،

'হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার তিনটি জিনিস ব্যতীত বাকি সব আমল শেষ হয়ে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়া ২. উপকারি ইলম ৩. যে নেককার সন্তান তার জন্য দোয়া করে।'

তাছাড়া তাঁদের দলিল মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত হজরত নাফে' রহ.-এর বর্ণনা,

ان عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما، وقال : لولا انا حرم لطيبناه وخمر رأسه ووجه[৭৭৭]،،

'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাঁর ছেলে ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহকে কাফন পরিয়েছেন। তিনি ইনতেকাল করেছিলেন জুহফাতে মুহরিম অবস্থায় এবং তিনি বলেছেন, যদি আমরা মুহরিম না হতাম তবে অবশ্যই খুশবু লাগাতাম। তিনি তাঁর মাথা ও চেহারা ঢেকে দিয়েছেন।'

তাঁদের আরেকটি দলিল ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি হাদিস। তিনি বলেন,

---

[৭৭৪] এটা হলো, হজরত উসমান, আলি, ইবনে আব্বাস রা., আতা ও সাওরি রা.-এর মাজহাব। উমদাতুল কারি : ৮/১৫, كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين। -সংকলক।

[৭৭৫] এটি হজরত আয়েশা, ইবনে উমর রা. ও তাউস রহ. হতে বর্ণিত আছে। উমদা : ৮/১৫। -সংকলক।

[৭৭৬] দ্র., সহিহ মুসলিম : ২/৪১, كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثياب بعد وفاته, সুনানে আবু দাউদ : ২/৩৯৮, ابولب الأحكام، باب ما جاء في الصفة عن الميت, সুনানে নাসায়ি : ২/১৩২, , كتاب الوصايا، باب ما جاء فى الوقف সুনানে তিরমিযী : ১/২০০, باب। -সংকলক।

[৭৭৭] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৩৩৩, كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه।

মুয়াত্তা মুহাম্মদে এই বর্ণনাটি বর্ণিত আছে নিম্নেযুক্ত– মালেক-নাফে' সূত্রে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রা. তাঁর সাহেবজাদা ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহকে কাফন পরিয়েছিলেন। তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো মুহরিম অবস্থায় জুহফাতে। তিনি তাঁর মাথাও ঢেকে দিয়েছিলেন। (২৩৭, كتاب الحج، باب تكفين المحرم)। -সংকলক।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود اخرجه الدار قطنى فى سننه [৭৭৮] بسند صالح[৭৭৯]

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মৃতদের চেহারা তোমরা ঢেকে দাও এবং ইহুদিদের সংগে সাদৃশ্য অবলম্বন করো না। এ হাদিসটি দারাকুতনি রহ. তাঁর সুনানে যথার্থ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।'

'তোমাদের মৃতদের' শব্দ এই বর্ণনায় ব্যাপক। এতে মুহরিম অমুহরিম সবাই শামিল।

অবশিষ্ট আছে, এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এর ব্যাখ্যা হানাফি এবং মালেকিগণ এই করেছেন যে, এটা সে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ছিলো। এর দলিল হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বলেছেন, فانه يبعث يوم القيامة يهل او يلبى[৭৮০]

'সে কেয়ামতের দিন এহরাম অবস্থায় কিংবা তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

بَابُ مَا جَاءَ أَجِ مُحْرِمَ يَشْتَكِيْ عَيْنَهُ فَيَضْمُدُهَا بِالصَّبِرِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ প্রসংগ : মুহরিমের চোখে সমস্যা দেখা দিলে মুসাব্বার দ্বারা এর ওপর প্রলেপ দিবে (মতন পৃ. ১৮৮)

৯৫৪ - أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ اِشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَأَلَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ اِضْمِدْهَا بِالصَّبِرِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ اِضْمِدْهَا بِالصَّبِرِ.

৯৫৪। **অর্থ :** হজরত ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মারের চোখের সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। তিনি তখন ছিলেন মুহরিম। ফলে তিনি আবান ইবনে উসমান রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন, দুই চোখের ওপর মুসাব্বার দ্বারা প্রলেপ লাগাও। কেনোনা, আমি উসমান ইবনে আফফান রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উল্লেখ করতে শুনেছি। তিনি বললেন, 'তুমি এ মুসাব্বার দ্বারা দুটি চোখে প্রলেপ লাগাও।'

---

[৭৭৮] দ্র., (২/২৯৭, নং ২৭৩ كتاب الحج، باب المواقيت)। -সংকলক।

[৭৭৯] এই বর্ণনাটির সনদ নিম্নেযুক্ত। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ-আবদুর রহমান ইবনে সালেহ আল আজদি-হাফস ইবনে গিয়াস-ইবনে জুরাইজ-আতা-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে হাদিস বর্ণিত। এতে আবদুর রহমান ইবনে সালেহ আজদি সত্যবাদী তথা মামুলি ধরনের বর্ণনাকারি। তাকরিব : ১/৪৮৪, নং ৯৭৮। অবশিষ্ট সনদ সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। এটা ইবনুল কাত্তান হতে বর্ণিত আছে। দ্র., আত-তালেকুল মুগনি আলাদ দারাকুতনি : ২/২৯৭।

এ বর্ণনাটি সুনানে দারাকুতনিতে (২/২৯৬, নং ২৭১-২৭২) আরো দুটি সূত্রে বর্ণিত আছে। উভয়টিতে মুহরিমের সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। মূলপাঠের শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত- عن ابن عباس رضـــ عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المحرم يموت قال : خمروهم ولا تشبهوا باليهود তবে এ দুটি সূত্র ইবনে আসিমের কারণে জয়িফ। তবে সমর্থনের জন্য এগুলোকে সর্বাবস্থায় পেশ করা যায়। -সংকলক।

[৭৮০] হানাফিদের পুরুষের বৈশিষ্ট্যের একটি দলিল এটিও তারা বর্ণনা করেছেন যে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে غسل بماء وسدر শব্দের উল্লেখ আছে। অথচ জীবন্ত মুহরিম ব্যক্তি পানি এবং বরই পাতা দিয়ে গোসল করে না।- মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬৩৮। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মুহরিমের জন্য এমন কোনো ওষুধ ব্যবহার করাতে কোনো দোষ মনে করেন না, যখন তার মধ্যে সুগন্ধি না থাকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يُحَلِّقُ رَأْسَهُ فِيْ إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ–১০৭ প্রসংগ : মুহরিম এহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করলে তার ওপর কি জরিমানা আবশ্যক? (মতন পৃ. ১৮৯)

৯৫৫ – عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ اِحْلِقْ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُنْسُكْ نَسِيْكَةً قَالَ ابْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً.

৯৫৫। **অর্থ :** কা'ব ইবনে উজরা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশ দিয়ে হুদায়বিয়ায় অতিক্রম করছিলেন। তিনি তখন মক্কায় প্রবেশ করেননি। তিনি ছিলেন মুহরিম এবং একটি চুলার নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলেন, তখন তার চেহারার ওপর উকুন ঝরে পড়ছিলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উকুনগুলো তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাথা মুণ্ডে ফেলো এবং ছয়জন মিসকিনকে এক ফারাক খানা খাওয়াও। এক ফারাক হলো, তিন ছা'। কিংবা তিনদিন রোজা রাখো, কিংবা একটি কোরবানির জন্তু কোরবানির করো। ইবনে আবু নাজিহ রহ. বলেন, 'কিংবা একটি একটি বকরি জবাই করো।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, মুহরিম যখন মাথা মুণ্ডন করবে, কিংবা এহরামে তার জন্য পরা অনুচিত এমন কোনো পোশাক পরবে এবং সুগন্ধি লাগাবে, তবে তার ওপর কাফফারা আসবে। যেমন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

عن[৭৮১] كعب بن عجرة رض ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة،

---

[৭৮১] সহিহ বোখারি : ১/২৪৪, أبواب العمرة، باب قول الله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة وا نسك، وباب قول الله : او صدقة وهو إطعام ستة مساكين، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، وباب النسك شاة، ২/৫৯৮, ৫৯৯, ৬০২. كتاب المغازي باب غزوة الحديبية، ২/৬৪৮, كتاب التفسير، باب قول المريض: اني

وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال : اتؤذيك هوامك هذه؟ فقال : نعم فقال : احلق

এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'ব ইবনে উজরা রা. এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জটিল সমস্যা সহজ করে দিয়েছেন। তবে সহিহ বোখারির এক বর্ণনায় হজরত কা'ব ইবনে উজরা রা. হতে বর্ণিত,

حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم[٧٨٢] الخ

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তুলে নেওয়া হয় আমাকে।) যা থেকে বুঝা যায়, কা'ব ইবনে উজরা রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ অবস্থায় পেশ করা হয়েছিলো যে, উকুনগুলো তার ওপর কিলবিল করছিলো। যার ফলে বাহ্যত এক ধরনের পরস্পর বিরোধ হয়ে যায়।

তবে এর জবাব হলো, এ ধরনের শাখাগত বর্ণনা সাধারণ মর্যাদা রাখবে। মূল ঘটনার মর্যাদার ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে না। এ ধরনের অনুদ্দিষ্ট শাখাগত বিষয়গুলোতে অনেক সময় সেকাহদেরও ভুল হয়ে যায়। এর কারণ এই হয় যে, অনেক সময় সেকাহদের মনোযোগ মূল বিষয়ের দিকে থাকে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্ণনাকারি মূল অর্থের প্রতি মনোযোগী হতেন, তাঁর আশপাশের প্রতি নয়।[৭৮৩] সারকথা, এ ধরনের শাখাগত বিষয়গুলোকে একাধিক ঘটনায় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরার আবশ্যক না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ اَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا

অনুচ্ছেদ–১০৮ : রাখালদের জন্য একদিন পাথর নিক্ষেপ, আরেকদিন তা পরিহার করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯০)

٩٥٦ -عَنْ اَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ: "اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ اَنْ يَّرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا".

৯৫৬। **অর্থ :** আদি রা. হতে বর্ণিত, রাখালদের জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন পাথর নিক্ষেপ করা ও একদিন ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

كتاب المرضى، باب قول المريض: اني وجع، او، وارأساه أواشتد بي الولج الخ وقول ২/৮৪৬ , وجع، او، به اذى من رأسه كتاب ,২/৯৯২ , كتاب الطب باب الحلق من الآذي ,২/৮৫০ ,الله تعالى: فكفارته اطعام عشرة مساكين كتاب الايمان والنذور كتاب الحج، ,১/৩৮২ : সহিহ মুসলিম , الايمان والنذور، باب كفارات الايمان وقول الله تعالى: فكفارته اطعام عشرة مساكين . كتاب مناسك الحج، باب في الحرم يؤذيه القمل ,২/২৯ : সুনানে নাসায়ি , باب جواز حلق الراس للمحرم اذل كان به اذى الخ সুনানে ইবনে মাজাহ : ২/২২২-২২৩ أبواب المناسك، باب فدية الحصر । -সংকলক।

[৭৮২] সহিহ বোখারি : ১/২৪৪, كتاب الحج، باب الاطعام في الفدية صاع -সংকলক।

[৭৮৩] হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা : ১/১৪০, المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلي الله عليه وسلم، باب القضاء في الاحاديث المختلفة । -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, অনুরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়াইনা রহ.।

মালেক ইবনে আনাস বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর-আবু বকর-আবুল বাদ্দাহ ইবনে আসেম ইবনে আদি-তার পিতা সূত্রে। তবে মালেক রহ.-এর বর্ণনাটি আসাহ। অনেক আলেম সম্প্রদায় রাখালদের জন্য একদিন পাথর নিক্ষেপ করা ও একদিন পরিহার করার অবকাশ দিয়েছেন। এটি শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব।

৯৫৭ - عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ أَنْ يَّرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوْنَهُ فِيْ أَحَدِهِمَا. قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ".

৯৫৭। **অর্থ :** আসেম ইবনে আদি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদের জন্য রাতে না থাকার অবকাশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, মিনার এভাবে পাথর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন যে, কোরবানির দিন পাথর নিক্ষেপ করবে, তারপর একত্রে দুদিনের পাথর নিক্ষেপ করবে কোরবানির দিনের পর। ফলে পাথর নিক্ষেপ করবে এ দুদিনের কোনো একদিনে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মালেক মালেক রহ. বলেছেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, 'সে দুদিনের প্রথম দিন। তারপর তারা পাথর নিক্ষেপ করবে রওয়ানা করার দিন।'

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি ইবনে উয়াইনা-আবদুল্লাহ আবু বকর সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা আসাহ।

عن[٧٨٤] ابي البداح بن عدي عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم رخص الرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما

দুটি মাসআলা এখানে আলোচনায় আসে। মিনার রাতগুলোতে সেখানে রাত যাপন ও মাসনুন ওয়াক্ত হতে পাথর নিক্ষেপ দেরি করা।

সেখানে মিনার রাতগুলোতে রাত্রি যাপন

মিনার রাতগুলোতে সেখানে যাপন করা আবু হানিফা রহ.-এর মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমাম আহমদ রহ.-এর আসাহ বর্ণনা এটিই। অথচ এ রাত যাপন ওয়াজিব ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ.-এর মতে।

তারপর যদি হাজি সাহেব রাত্র যাপন পরিহার করেন, তবে এটা হানাফিদের মতে মাকরূহ। এর ওপর কোনো কাফফারা নেই।[৭৮৫] মালেক রহ.-এর মতে যদি এক রাতও যাপন পরিহার করে তাহলে দম ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এক রাত যাপন পরিহার করলে এক দিরহাম ওয়াজিব। আর দুই রাত্র যাপন

---

[৭৮৪] সুনানে নাসায়ি : ২/৩৯, كتاب مناسك الحج، رمى الرعاء, সুনানে আবু দাউদ : ১/২৭১, كتاب المناسك، باب في رمي الجمار, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১১৮, باب تاخير رمي الجمار من عذر -সংকলক।

[৭৮৫] দ্র., মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ২৩৪, باب البيتوتة وراء عقبة وما يكره من ذلك। -সংকলক।

পরিহার করলে দুই দিরহাম ওয়াজিব। অবশ্য তিন রাত্র যাপন পরিহার করলে ইমাম মালেক রহ.-এর মতো তাঁর মতেও দম ওয়াজিব।[৭৮৬]

মাসনুন সময় হতে পাথর নিক্ষেপ বিলম্ব করা

কয়েকটি বিষয় এ মাসআলাটির আগে জেনে নেওয়া আবশ্যক। ১. পাথর নিক্ষেপের দিন চারটি। ২. ১০ই জিলহজ্জ হতে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত। ১০ তারিখে শুধু জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপ। ১১ ও ১২ তারিখের তিনটি জামরাও আবশ্যক। ১৩ তারিখে তিন জামরার প্রস্তর নিক্ষেপ। তবে এটা ঐচ্ছিক। ৩. ১০ তারিখকে ইয়াওমুননহর, ১১ তারিখকে ইয়াওমুলকার, ১২ তারিখকে ইয়াওমুননাফারিল আউয়াল, ১৩ তারিখকে ইয়াওমুন নাফারিসসানি বলা হয়।

মালেক, শাফেয়ি, আহমদ এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে রাখালদের জন্য দুই দিনের পাথর নিক্ষেপ একত্রে একদিনে করার অনুমতি আছে। তখন তাঁদের মতে কোনো প্রকার বদল ও ফিদিয়া ওয়াজিব নয়। তবে আবু হানিফা রহ.-এর মতে বদল দেওয়া ওয়াজিব।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস বাহ্যত আবু হানিফা রহ.-এর বিপরীত। কারণ এতে বিলম্ব করা বৈধ বুঝা যায়। অথচ আবু হানিফা রহ.-এর মতে এর অবকাশ নেই।

শাহ সাহেব রহ.-এর এই জবাব দিয়েছেন যে, হানাফিদের গ্রন্থাবলিতে এই মাসআলাতে বিভিন্ন রকমের বক্তব্য পাওয়া যায়। ইমাম সাহেব রহ.-এর স্পষ্ট মত বুঝে আসে না। কেনোনা, অনেক কিতাব দ্বারা বুঝা যায় বদল ওয়াজিব হবে। আর কোনো কোনোটি দ্বারা বুঝা যায়, বদল আবশ্যক না।

আমার মতে এর জবাব হলো, যেসব কিতাবে ইমাম সাহেব রহ.-এর মত বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাখালদের জন্য (পাথর নিক্ষেপ) একত্রে করার অধিকার নেই -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অবকাশের নির্ভরতা শুধু উটের রাখালদের জন্য নয়। অর্থাৎ, শুধু রাখালের ভিত্তিতে তাদের জন্য একত্রে পাথর নিক্ষেপের অনুমতি নয়। অবশ্য যদি সম্পদ নষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা হয় তবে অনুমতি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অনুমতি দিয়েছিলেন সেটি শুধু রাখালের ভিত্তিতে ছিলো না; বরং এর সংগে সংগে সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কার ভিত্তিও ছিলো। সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হলে ইমাম সাহেব রহ.-এর মতেও একসংগে (পাথর নিক্ষেপের) অনুমতি আছে। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি তাঁর মাজহাবের বিপরীত নয়[৭৮৭]।

আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষ হতে এর জবাব হলো, এ অনুচ্ছেদের হাদিস বিলম্ব করে জমা করা বাহ্যিক সুরতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যার পদ্ধতি হলো, কোরবানির দিন জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপ করে চলে যাবে। ইয়াওমুল কাররে তথা ১১ তারিখে রাতের শেষাংশে চলে আসবে। ফজর উদয়ের আগে ইয়াওমুল কাররের পাথর নিক্ষেপ করবে। ফজর উদয়ের পর ১২ তারিখ তথা ইয়াওমুন নাফারিল আউয়ালের পাথর নিক্ষেপ করবে। আবু হানিফা রহ. হতে হাসান ইবনে জিয়াদের বর্ণনা অনুযায়ি[৭৮৮] এর ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায় এবং ইয়াওমুন নাফারিস সানির (১৩ তারিখের) পাথর নিক্ষেপ যেহেতু ঐচ্ছিক এজন্য এটাকে বাদ দেওয়া যায়। একদিনে দুইবারের পাথর নিক্ষেপ একত্রে করার একটি পদ্ধতি এই হতে পারে যে, ১১ তারিখের পাথর নিক্ষেপ ইয়াওমুল কার (১১

---

[৭৮৬] মা'আরিফুস সুনান-খাত্তাবি : ২/৪১২, باب يبيت بمكة ليالي منى মুগনি-ইবনে কুদামা : ৩/৪৪৯-৪৫০, মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬৪৩। -সংকলক।

[৭৮৭] দ্র., আল আরফুশ শাজি : ১/১৮৯, ছাপা, এইচ এম সায়িদ, করাচি, মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬৪৪, ই'লাউস সুনান : ১০/১৯১, باب أن المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق سنة -সংকলক।

[৭৮৮] ফতহুল কাদির ওয়াল ইনায়া : ২/১৮৫, باب الأحرام। -সংকলক।

তারিখ) অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাতের শেষাংশে করবে এবং ১২ তারিখ তথা ইয়াওমুন নাফারিল আউয়ালের পাথর নিক্ষেপ করবে সূর্য হেলার পর। এভাবে ১১ ও ১২ তারিখের পাথর নিক্ষেপ এ হিসেবে একত্রে হয়ে যাবে যে, উভয় পাথর নিক্ষেপ ১১ তারিখের সূর্যাস্তের পর ১২ তারিখের সূর্যাস্তের আগে হয়ে যায়। এই পদ্ধতিটিও এক ধরনের বাহ্যিক একত্রিকরণ। কেনোনা, হজের দিনগুলোতে রাত দিনের অধীনস্থ।[৭৮৯] সারকথা, আবু হানিফা রহ.-এর মতে এই বর্ণনাটি বাহ্যিক আকারে একত্রিকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। অথচ অধিকাংশের মতে প্রকৃত অর্থে দেরি করে একত্রিকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেনোনা, এর ফলে তাঁর মতে কোনো ফিদিয়া কিংবা দম ইত্যাদি ওয়াজিব হয় না। সুতরাং রাখাল ইয়াওমুন নাফারিল আউয়ালে (১২ তারিখে) এসে সূর্য হেলার পর উভয় দিনের পাথর নিক্ষেপ করতে পারে।

তারপর একদিনে অন্যদিনের পাথর নিক্ষেপ একত্রে করলে অধিকাংশের মতে পিছিয়ে একত্র করা হবে, আগে এনে না।[৭৯০]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহ. দু'সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

১. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে। সেখানে এভাবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালদের জন্য একদিন পাথর নিক্ষেপ করার ও আরেকদিন তা পরিহার করার সুযোগ দিয়েছিলেন।'

এই বর্ণনায় এমন কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, প্রথমদিনে একত্র করবে কিংবা দ্বিতীয় দিনে, বরং একত্রিকরণের উল্লেখই নেই।

২. মালেক ইবনে আনাস রহ. সূত্রে -যার শব্দরাজি নিম্নেযুক্ত,

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوتة ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في احدهما

এই বর্ণনায় দুইদিনের পাথর নিক্ষেপকে অনির্দিষ্টভাবে কোনো একদিনে একত্রিকরণের উল্লেখ আছে। যা থেকে আগে একত্রিকরণ কিংবা পরে একত্রিকরণ কোনো একটি নির্ধারিত হয় না। বরং উভয়টির সুযোগ মনে হচ্ছে। তবে এই জাতীয় সূত্রটি উল্লেখ করার পর তিরমিযী রহ. বললেন,

قال مالك : ظننت انه قال[৭৯১] : في[৭৯২] الاول منهما ثم يرمون يوم النفر"[৭৯৩]

---

[৭৮৯] ওপরযুক্ত জবাবের জন্য দ্র., আল মিসকুল জাকি-তাকরিরে তিরমিযী থানবি কু.সি. পাণ্ডুলিপি : ১/২৫৩। -সংকলক।

[৭৯০] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬৪৪, অবশ্য অনেকের মতে রাখালদের জন্য আগে এবং পরে একত্রে পাথর নিক্ষেপের এখতিয়ার আছে। এজন্য আল্লামা খাত্তাবি রহ. বলেন, 'অনেকে বলেছেন, তাদের এখতিয়ার আছে। ইচ্ছা করলে আগে আদায় করতে পারবে, আর ইচ্ছা করলে পরে আদায় করতে পারবে।'

মা'আলিমুস সুনান-খাত্তাবি : ২/৪১৮, باب في رمي الجمار-সংকলক।

[৭৯১] قال এবং انه এর জমির ফিরেছে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রহ.-এর দিকে, যিনি ইমাম মালেক রহ.-এর উস্তাদ। -সংকলক।

[৭৯২] في الاول منهما অর্থাৎ, এই দুই দিনের প্রথম দিনে তথা জিলহজের ১১ তারিখ দিবসে। -সংকলক।

[৭৯৩] দ্বিতীয় নফর দিবস তথা জিলহজের ১৩ তারিখ দিবস। -সংকলক।

ইয়াওমুন নহরের (১০ তারিখের) পর প্রথমদিন (১১ তারিখ) ইয়াওমুল কার। যা থেকে বুঝা যায়, আগে একত্রিকরণও বৈধ। অথচ এটা কারো মাজহাব নয়।

এর জবাবে হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন[৭১৪] যে, ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম মালেক রহ.-এর যে বক্তব্য ظننت انه قال : في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر দ্বারা বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো বর্ণনাকারির ভুল হয়ে গেছে। তা না হলে মূল শব্দ নিম্নেযুক্ত– ظننت انه (اى الرمي) في الاخر منهما[৭১৫]। যেমন মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে[৭১৬]। তাছাড়া তিরমিযীর বর্ণনায় ব্যাখ্যা করাও সম্ভব। সুতরাং হাদিসের সুবিস্তৃত[৭১৭] গ্রন্থাবলি দেখা উচিত।

وهذا حديث حسن صحيح وهو اصح من حديث ابن عيينه

যেমন, আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি দুই সূত্রে উল্লেখ করেছেন। ১ম সনদ- সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে যার সনদ নিম্নেযুক্ত,

---

[৭১৪] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬৪৮। -সংকলক।

[৭১৫] এ অবস্থায় বর্ণনার অর্থ এই হবে যে, রাখালরা প্রথমে কোরবানির জন্য পাথর নিক্ষেপ করবে, তারপর কোরবানি দিবসের পর দু'দিনের পাথর নিক্ষেপ জমা করবে। তারপর এই দুই দিনের মধ্য হতে শেষ দিনে তথা ১২ তারিখে ১১ তারিখেরও এবং ১২ তারিখেরও পাথর নিক্ষেপ করবে। তারপর যদি মিনায় অবস্থান করে, তাহলে দ্বিতীয় নফর দিবসে অর্থাৎ, ১৩ তারিখেও পাথর নিক্ষেপ করবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে হজরত ইমাম মালেক রহ.-এর ব্যাখ্যা দ্বারাও হয়ে যায়। মালেক রহ. বলেছেন, হাদিসে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদের পাথর নিক্ষেপের অবকাশ দিয়েছেন আমাদের মতে– আল্লাহ ভালো জানেন -এর ব্যাখ্যা হলো, তারা কোরবানির দিন পাথর নিক্ষেপ করবে। যখন কোরবানির দিনের পরের দিন অতিক্রান্ত হবে, তখন তারা পরবর্তী দিন পাথর নিক্ষেপ করবে। এটা হলো, প্রথম নফর দিবস। এদিনে অতীত একদিনের পাথর নিক্ষেপ করবে। তারপর সেদিনের পাথর নিক্ষেপ করবে। কেনোনা, কেউ তার ওপর কোনো জিনিস ওয়াজিব হওয়ার আগে আদায় করতে পারে না। সুতরাং যখন তার ওপর ওয়াজিব হবে এবং সে সময় অতিক্রান্ত হবে, তখন কাজা হবে। তারপর যদি তাদের নফরের প্রয়োজন হয়, তবে তারা তা হতে অবসর হয়ে যাবে। আর যদি পরবর্তী দিন পর্যন্ত অবস্থান করে, তাহলে অন্যান্য লোকের সংগে পাথর নিক্ষেপ করবে দ্বিতীয় নফর দিবসে এবং সেখান হতে রওয়ানা করবে। দ্র., (৪৩৭ الرخصة في رمي الجمار)। -সংকলক।

[৭১৬] দ্র., আল ফাতহুর রব্বানী লিতারতিবি মুসনাদিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আশ শায়বানি : ১২/৩২২, باب الرخصة لرعاء الابل الخ, নং ৪২২। -সংকলক।

[৭১৭] গাঙ্গুহি রহ. في الاول منهما এর দুটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন : ১. এতে الاول ইসমে তাফজিলের শব্দ। এখানে –تبعيضية من নয়। বরং এর সেলা। সুতরাং এই বর্ণনায় আউয়াল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোরবানির দিন। তারপর الاول দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রথম নফর দিবস তথা ১২ তারিখ। সুতরাং এ বর্ণনার অর্থ এই হলো যে, রাখালদের জন্য তারা সর্বপ্রথম কোরবানির দিনে পাথর নিক্ষেপ, তারপর ১২ তারিখে শেষের দিকে জমা করে ১১ এবং ১২ তারিখের পাথর নিক্ষেপ একত্রে করতে পারবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো– في الاول منهما তে من কে تبعيضية মানা হবে। তখন الاول তে তাফজিলের অর্থ ধর্তব্য হবে না এবং الاول দ্বারা يوم القر তথা ১১ তারিখ উদ্দেশ্য হবে। তারপর ثم يرمون يوم النفر তে দ্বিতীয় নফর দিবস অর্থাৎ, ১৩ তারিখ উদ্দেশ্য হবে। যেনো এই বর্ণনায় কোরবানির দিনের পাথর নিক্ষেপের কোনো উল্লেখ নেই। কেনোনা, এটাতো অবশ্যই যথার্থ সময়েই হবে। সুতরাং বর্ণনার অর্থ এই হবে যে, রাখালরা দশম তারিখের পাথর নিক্ষেপ কোরবানির দিনে করার পর ১১ তারিখের পাথর নিক্ষেপ ১১ তারিখেই করে নিবে। তারপর কোরবানির দ্বিতীয় দিবসে অর্থাৎ, ১৩ তারিখে ১২ এবং ১৩ তারিখের পাথর একত্রে নিক্ষেপ করতে পারবে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., আল কাওকাবুদ দুররি : ২/১৫৭, ছাপা, ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যা। -সংকলক।

حدثنا ابن ابي عمر، نا سفيان، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ابي البداح بن عدي عن ابيه

২য় সনদ-

حدثنا الحسن بن على الخلال، نا عبد الرزاق، نا مالك بن انس، قال : حدثني عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم بن عدى عن ابيه،

ইমাম তিরমিযী রহ. এখানে উভয় সূত্র হতে মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর সূত্রটিকে প্রধান সাব্যস্ত করছেন। পেছনেও তিনি তা উল্লেখ করেছেন। মালেক রহ.-এর বর্ণনাটি আসাহ।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর সূত্রটির প্রাধান্যের কারণ কি?

একটি প্রাধান্যের কারণ এই বর্ণনা করা হয় যে, ইমাম মালেক রহ.-এর সূত্রটিতে আবুল বাদ্দাহের পিতা আসেম ইবনে আদিরও উল্লেখ আছে। সুতরাং عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه বলা সঙ্গত নয়। এজন্য যে, এর দ্বারা এক ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, আদি আবুল বাদ্দাহের পিতা। অথচ ব্যাপারটি অনুরূপ নয়। বরং তিনি তাঁর দাদা। দ্বিতীয় এই সন্দেহ হয় যে, আবুল বাদ্দাহ এই বর্ণনা আদি হতে বর্ণনা করছেন। অথচ ব্যাপারটি অনুরূপ নয়। কেনোনা, আবুল বাদ্দাহ এই বর্ণনাটিকে স্বীয় পিতা আসেম হতে বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রের বিপরীতে ইমাম মালেক রহ.-এর সূত্রে কোনো সংশয় নেই।

দ্বিতীয় প্রাধান্যের কারণ এই বর্ণনা করা হয় যে, সুফিয়ান সূত্রে মতপার্থক্য আছে। এই সূত্রে ইবনে মাজার[৭৯৮] বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর এবং আবুল বাদ্দাহের মাঝে আবদুল মালেক ইবনে আবু বকরের সূত্র আছে। অথচ তিরমিযী, আবু দাউদ[৭৯৯] ও নাসায়ির[৮০০] বর্ণনায় এই সূত্রে এই মাধ্যমের উল্লেখ নেই। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার সূত্রের বিপরীতে ইমাম মালেক রহ.-এর সূত্রে কোনো ইখতেলাফ নেই; বরং তাঁর সূত্র কোনো ইখতেলাফ ব্যতীত আবদুল মালিকের সূত্র ব্যতীত বর্ণিত। তাছাড়া সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বর্ণনা আবু দাউদে এভাবে এসেছে যে, তাতে আবু বকর হতে বর্ণনাকারি আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ দুই বর্ণনাকারি। তিরমিযীর অনেক কপিতেও অনুরূপ আছে। অথচ নাসায়িতে আবু বকর হতে বর্ণনাকারি শুধু আবদুল্লাহ। ইমাম মালেক রহ.-এর বর্ণনা এ ধরনের বর্ণনা হতেও শূন্য।

بَابٌ[৮০১] (بِلَا تَرْجَمَةٍ[৮০২])

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১০৯ (মতন পৃ. ১৯০)

৯৫৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ "أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَـــنِ

---

[৭৯৮] (باب تاخير رمي الجمار من عذر, ২১৮)। -সংকলক।

[৭৯৯] (باب رمي الجمار, ১/২৭১)। -সংকলক।

[৮০০] (باب رمي الرعاء, ২/৩৯)। -সংকলক।

[৮০১] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৮০২] بعد ما جاء في الرخصة للرعاء الخ। -সংকলক।

فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن معي هديا لأحللت".

৯৫৮। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, আলি রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইয়ামান হতে আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপ তালবিয়া পড়েছো? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন তালবিয়া পড়েছেন, আমি সেরূপ তালবিয়া পড়েছি। তা শুনে তিনি বললেন, আমার সংগে যদি কোরবানির পশু না থাকতো, তাহলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এই সূত্রে حسن صحيح غريب।

দরসে তিরমিযী

عن[৮০৩]انس بن مالك رض ان عليا رض قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال : بم اهللت؟ قال : اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم"

ইমাম চতুষ্টয়ের মতে অস্পষ্ট নিয়তের সংগে এহরাম বাঁধা বৈধ।[৮০৪] তারপর হানাফিদের মতে অস্পষ্ট নিয়তের সুরতে হজের কর্ম কিংবা ওমরার কাজগুলো আদায়ের আগে নির্ধারণ করা আবশ্যক। যদি নির্ধারণ না করে এবং তাওয়াফ করে নেয়। যদিও এখনও এক চক্করই দিক না কেনো, তার এহরাম ওমরার জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। এমনভাবে যদি তাওয়াফের আগে আরাফায় অবস্থান করে তাহলে তার এহরাম হজের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। যদিও প্রথম সুরতে সে ওমরার এবং দ্বিতীয় সুরতে হজের নিয়ত করেনি।

---

[৮০৩] সহিহ বোখারি : ১/২১১, باب من أهل في زمن النبي صلي الله عليه وسلم كإهلال النبي صلي الله عليه وسلم، باب جواز التمتع في الحج والقران ,১/৪০৮। -সংকলক।

[৮০৪] প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা নববি রহ. লিখেছেন, অস্পষ্ট নিয়ত সহকারে এহরাম বৈধ হওয়া শুধু শাফেয়ি মতাবলম্বী ও তাদের সমর্থকগণের মত। অন্যান্য আলেম ও ইমামগণের মতে তা অবৈধ। যেমন, শায়খ বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (৬/৬৪৯) বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও অস্পষ্ট নিয়তের সুরতে মালিকি ও কুফিদের মাজহাব এহরাম সহিহ না হওয়া বর্ণনা করেছেন। -ফাতহুল বারি : ৩/৩৩০ باب من أهل في زمن النبي صلي الله عليه وسلم كإهلال النبي صلي الله عليه وسلم। তাছাড়া আল্লামা আইনি রহ.-এর উক্তি দ্বারাও এটাই বুঝা যায় যে, শাফেয়িদের ব্যতীত হানাফিসহ অন্যান্য ইমাম ও আলেমগণের মাজহাব এটাই যে, অস্পষ্ট নিয়ত সহকারে এহরাম দুরস্ত নয়। দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/১৮৫, باب من أهل في زمن النبي صلي الله عليه وسلم كإهلال النبي صلي الله عليه وسلم। তবে বাস্তবতা এটাই যে, অস্পষ্ট নিয়ত সহকারে যেরূপভাবে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এহরাম বৈধ, আবু হানিফা রহ. সহকারে অবশিষ্ট ইমামত্রয়ের মতেও এহরাম দুরুস্ত আছে। আল্লামা নববি, হাফেজ ইবনে হাজার এবং আল্লামা আইনি রহ. হতে এই মাসআলায় মাজহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল হয়ে গেছে।

এজন্য ফতহুল কাদিরে হানাফিদের মাজহাবে এহরাম বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্র., (২/৩৪৪, باب الاحرام বাদায়িউস সানায়ে' : ২/১৬৩, ولما بيان ما يصير به محرما, বাহরুর রায়েক : ২/৩২১, باب الإحرام, রদ্দুল মুহতার : ২/১৬১, مطلب فيما يصير به محرما। আকরাবুল মাসালিকে ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাবও এটিই বর্ণনা করা হয়েছে। দ্র., আশ শরহুস সাগির আলা আকরাবিল মাসালিক ইলা মুগনি ইবনে কুদামা : ৩/২৮৫ فصل و يصح ابهام الاحرام। এ কারণেই বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (৬/৬৪৯-৬৫০) এই মাসআলায় আল্লামা নববি এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর মত খণ্ডন করা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ–১১০ : হজ্জে আকবরের দিন প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯০)

٩٥٩ – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : "سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ".

৯৫৯। **অর্থ :** হজরত আলি রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জে আকবরের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, সেটি হলো কোরবানির দিন।

٩٦٠ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ.

৯৬০। **অর্থ :** হজরত আলি রা. বলেন, হজ্জে আকবর দিবস হলো, কোরবানির দিন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এটি আলি রা. মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। এটি প্রথম হাদিস অপেক্ষা আসাহ। পক্ষান্তরে ইবনে উয়াইনা রহ.-এর বর্ণনা মওকুফ। এটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মারফু' বর্ণনা অপেক্ষা আসাহ। একাধিক হাফেজ আবু ইসহাক-হারিস-আলি রা. হতে মওকুফ আকারে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শো'বা আবু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মুররা-হারিস-আলি রা. সূত্রে মওকুফ হিসেবে।'

দরসে তিরমিযী

''عن[৮০৫]علي رض قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الاكبر، فقال : يوم النحر "

---

[৮০৫] এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি তিরমিযী রহ. মারফু' এবং মওকুফ উভয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। আর মওকুফ সূত্রটিকে মারফু' সূত্র অপেক্ষা আসাহ সাব্যস্ত করেছেন। মারফু' সূত্রে দু'ভাবে দুর্বলতা আছে। প্রথমতো, এটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের আনআনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অথচ তার আনআনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেনোনা, তিনি প্রচুর পরিমাণ তাদলিস করেন। দ্বিতীয়তো এতে আরেকজন বর্ণনাকারি আছেন হারিস আওয়ার। তার হাদিসে দুর্বলতা আছে। তাকরিব : ১/১৪১, নং ৪০। মওকুফ বর্ণনাটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে বর্ণিত আছে। হারিস আওয়ার যদিও এতে আছে তা সত্ত্বেও তার সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক নেই। এজন্য ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, 'এটি প্রথম হাদিস অপেক্ষা আসাহ। আর ইবনে উয়াইনা রহ.-এর বর্ণনা মওকুফ অবস্থায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মারফু' বর্ণনা অপেক্ষা আসাহ। হজরত বিন্নৌরি রহ. এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বলেন, 'এ হাদিসটি শুধুমাত্র ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন। সিহাহ সিত্তার সংকলকগণের মধ্য হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬৫০। অবশ্য এই বিষয় সংক্রান্ত দুটি স্বতন্ত্র বর্ণনা সহিহ বোখারিতে উল্লিখিত হয়েছে। ১. ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির দিন জামরাগুলোর মাঝে তাঁর হজ্জের সময় অবস্থান করেছেন। (এ হাদিসের পূর্ববর্তী হাদিস দ্বারা এটি বোঝা গেছে।) এবং তিনি বলেছেন, এটি হলো, হজ্জে আকবরের দিন। (১/২৩৫, باب الخطبة أيام منى)। ২. হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান হতে ঘোষণাকারির অন্তর্ভুক্ত করে পাঠিয়েছেন। ঘোষণাটি হলো, এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না, বাইতুল্লায় কেউ উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে পারবে না এবং হজ্জে আকবরের দিন হলো, কোরবানির দিন। (১/৪৫১, باب كيف ينبذ الى أهل العهد، كتاب الجهاد)। -সংকলক।

হজ্জে আকবরের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে হজ্জে আকবর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ হজ। কেনোনা, ওমরাকে হজ্জে আসগর তথা ছোট হজ বলা হয়। এ হতে পৃথক করার জন্য এটাকে হজ্জে আকবর বলা হয়েছে। আরেক উক্তি হলো, হজ্জে আকবর শুধু সেটাই ছিলো যাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন।[৮০৬]

হজ্জে আকবরের দিন সম্পর্কেও ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য আছে। ১. এর দ্বারা বাস্তবে উদ্দেশ্য হলো, নহর বা কোরবানির দিন।[৮০৭] হজরত আলি ইবনে আবু তালেব, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা., শাবি এবং মুজাহিদের বক্তব্য এটাই। এ অনুচ্ছেদ দ্বারাও এই বক্তব্যটির সমর্থন হয়।

দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, এর দ্বারা বাস্তবে উদ্দেশ্য আরাফাত দিবস। ফারুকে আজম এবং তিন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. হতে এটাই বর্ণিত আছে। الحج عرفة [৮০৮] কিংবা الحج يوم عرفة [৮০৯] বিশিষ্ট বর্ণনা দ্বারাও এরই সমর্থন হয়।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, হজের পাঁচটি দিন বাস্তবে ইয়াওমুল হজ্জিল আকবার বা বড় হজের দিন। যাতে আরাফা এবং কোরবানির দিন উভয়টিই শামিল। অবশিষ্ট ইয়াওম শব্দটিকে এক বচন নেওয়া হয়েছে। এটি পরিভাষা ও প্রবাদ অনুযায়ি। অনেক সময় ইয়াওম শব্দ বলে সাধারণকাল, কিংবা কয়েকদিন উদ্দেশ্য হয়। যেমন, বদরের যুদ্ধের কয়েকদিনকে কোরআনে করিম ইয়াওমুল ফুরকান[৮১০] একবচন নাম দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যদিও এগুলোতে অনেকদিনই ব্যয় হোক না কেনো। যেমন, ইয়াওমে বু'আছ, ইয়াওমে উহুদ, ইয়াওমুল জামাল, ইয়াওমে সিফফিন ইত্যাদি।

এ তৃতীয় বক্তব্যটি পেছনের দুটি বক্তব্যের সমন্বয়কারি।[৮১১]

সারকথা, জনসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ যে, যে বছর আরাফাত দিবস শুক্রবার হয়, শুধু সেটাই হজ্জে আকবর, কোরআন ও হাদিসের পরিভাষায় এর কোনো ভিত্তি নেই। বরং প্রতিবছরের হজই হজ্জে আকবর। এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, সৌভাগ্যক্রমে যে বছর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করেছেন, সে বছর আরাফাত দিনটি ছিলো শুক্রবার। এটা স্বস্থানে একটি ফজিলত অবশ্যই। তবে হজ্জে আকবরের অর্থের সংগে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

---

[৮০৬] হজরত মুজাহিদ রহ. বলেন, হজ্জে আকবর হলো, হজ্জে কেরান। হজ্জে আসগর হলো, হজ্জে ইফরাদ। -উমদা : ১০/৮৩, باب الخطبة أيام منى -সংকলক।

[৮০৭] কোরবানির দিনকে বাস্তবে হজ্জে আকবরের দিবস সাব্যস্ত করা হয়েছে এই হিসেবে যে, হজের সংখ্যাগরিষ্ঠ কাজ যেমন, সুবহে সাদেক উদয়ের পর মুজদালিফায় অবস্থান, জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ, জবাই, মাথা মুণ্ডানো এবং তাওয়াফে জিয়ারত এদিনই আদায় করা হয়। দ্র., আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/১৫৯। -সংকলক।

[৮০৮] সুনানে তিরমিযী : ১/১৩৯ باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج -সংকলক।

[৮০৯] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৬৯, باب من لم يدرك عرفة। -সংকলক।

[৮১০] দ্র., সূরা আনফাল : ৪১, পারা-১০। -সংকলক।

[৮১১] একটি বক্তব্য এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজ্জে আকবরের দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত আবু বকর রা.-এর হজের দিবস। অর্থাৎ, নবম হিজরির হজ। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.কে হজের আমির নির্ধারণ করেছিলেন। এই হজ্জে মুসলমান, মুশরিক, ইহুদি ও নাসারা সবাই অংশগ্রহণ করেছিলো। এমন কখনও ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আসমান জমিন সৃষ্টি করার পর হতে একত্রিত হয়নি এবং এর পরবর্তী বছরগুলোতেও কেয়ামত পর্যন্ত তা একত্রিত হবে না।

আরেকটি উক্তি এটিও যে, আরাফার দিন হলো, হজ্জে আসগর দিবস। আর কোরবানির দিবস হলো, হজ্জে আকবর দিবস। কেনোনা, তাতে হজের অন্যান্য কাজ পূর্ণাঙ্গ হয়। দ্র., বজলুল মাজহুদ : ৯/২৫৩-২৫৪, باب يوم الحج الأكبر -সংকলক।

জুম'আ দিবসের হজের ফজিলতের ওপর একটি বর্ণনা তাজরিদুস সিহাহে মুয়াত্তা সূত্রে উল্লেখ করেছেন,

عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افضل الايام يوم عرفة وافق يوم الجمعة، وهو افضل من سبعين حجة في غير جمعة[৮১২] والله اعلم[৮১৩]

بَابُ[৮১৪] مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ–১১১ : দুই রোকন হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯০)

٩٦١ – بن عمير عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُزَاحِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةُ الْخَطَايَا. وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ. وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَتَهُ وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ".

৯৬১। **অর্থ :** উমায়র রহ. হতে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রা. দুই রোকন তথা হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানিতে দাঁড়াতেন। আমি বললাম, আবু আবদুর রহমান! আপনি রুকনদ্বয়ের নিকট এমনভাবে দাঁড়ান যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবিকে এমন দাঁড়াতে দেখিনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি যদি তা করে থাকি। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এ দুটো রোকন স্পর্শ করা গোনাহসমূহের কাফফারার কারণ। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ বাইতুল্লাহ শরিফ সাতবার তাওয়াফ করবে (সাত চক্কর দিবে) এবং তা গুণে রাখবে, তার একটি গর্দান তথা গোলাম আজাদের সমান সওয়াব হবে। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, যে কেউ কোনো কদম রাখে (তাওয়াফের সময়) কিংবা তা উঠায়, আল্লাহ তা'আলা এর ফলে তার একেকটি গোনাহ মিটিয়ে দেন এবং এর বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হাম্মাদ ইবনে জায়দ আতা ইবনে সাইব-ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর-ইবনে উমর রা. হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাতে 'তাঁর পিতা হতে' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

---

[৮১২] মুহিব তাবারি রহ. القرى তে বলেছেন, এটি আমি মুয়াত্তা ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া লাইসিতে দেখিনি। সম্ভবত এটি অন্য কোনো মুয়াত্তায় আছে। -মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬৫২। -সংকলক।

[৮১৩] দ্র., উমদাতুল কারি : ১০/৮২-৮৩ باب الخطبة أيام منى, বজলুল মাজহুদ : ৯/২৫৩-২৫৪, باب يوم الحج الاكبر। -মা'আরিফুল কোরআন : ৪/৩১৪-৩১৫। -সংকলক।

[৮১৪] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

''عن ابن عبيد بن عمير، عن ابيه، ان ابن عمر رض كان يزاحم على الركنين زحاما[٨١٥]ما رأيت احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت: يا ابا عبد الرحمن! انك تزاحم على الركنين زحاما[٨١٦]ما رأيت احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال : ان افعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان مسحهما كفارة الخطايا"

কাউকে কষ্ট দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা বা চুম্বন দেওয়া অবৈধ। উমর ইবনে খাত্তাব রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন,

''يا عمر! انك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر[٨١٧]"

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে ইবনে উমর রা. এর ভিড় এ অর্থেই প্রযোজ্য যে, এটি কষ্টদান ব্যতীত হতো। যদিও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ বা চুম্বনে সুন্নত পূর্ণ করার প্রতি তিনি বিশেষভাবে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। নাফে' রহ. বলেন,

''أن ابن عمر كان لا يدعهما (الركن الاسود والركن اليماني) في كل طواف طاف بهما حتى يستلمهما لقد زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف، فخرج فغسل عنه ثم رجع فعاد يزاحم، فلم يصل اليه حتى رعف الثانية، فخرج فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه[৮১৮]"

এখন স্পর্শ শুধু দুই ইয়ামানি রোকনের করবে, না শামি দুই রোকনও স্পর্শ করবে? এ সম্পর্কে দুটি মাজহাব আছে। ১. হজরত মুয়াবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র, জাবের ইবনে ইয়াজিদ, ওরওয়া ইবনে জুবায়র এবং হজরত সুয়াইদ ইবনে গাফালা রা.-এর মাজহাব হলো, সমস্ত রোকনকেই স্পর্শ করবে। ইবনুল মুনজির রহ. বলেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এবং হজরত আনাস ইবনে মালেক ও হাসান-হুসাইন রা. এরও ঐ মাজহাবেই ছিলো। হজরত উমর ইবনে খাত্তাব এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর মতে স্পর্শ শুধু রোকনে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানিকে করবে। হজরত জাবের রা., আবু হুরায়রা এবং হজরত উবায়দ ইবনে উমায়রের আমল তদনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। হানাফি মাজহাবও এটাই। ইবনুল মুনজির রহ. বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত

---

[৮১৫] সুনানে নাসায়ি : ২/৩৫, باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت -সংকলক।

[৮১৬] তিবি রহ. বলেছেন, অর্থাৎ, প্রচণ্ড ভিড়। হতে পারে এটি সমস্ত চক্করে কিংবা প্রথমটিতে কিংবা শেষটিতে হবে। কেনোনা, এ দুটি বেশি তাকিদপূর্ণ অবস্থা। ইমাম শাফেয়ি রহ. উম্মে বলেছেন, স্পর্শ করার সময় ভিড় আমি প্রছন্দ করি না। তবে শুধুমাত্র তাওয়াফ শুরু করার সময় ও শেষ করার সময়। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন ভিড় যা থেকে মানুষের কষ্ট না হয়। মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/৩২০, باب دخول مكة والطواف، الفصل الثاني -সংকলক।

[৮১৭] আহমদ। তবে এতে একজন বর্ণনাকারির নাম তিনি উল্লেখ করেননি। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২৪১, باب في الطواف والرمل والاستلام। তাছাড়া দ্র., আখবারে মক্কা-আজরাকি (১/৩৩৩-৩৩৪, الزحام على استلام الركن الأسود والركن اليماني)। -সংকলক।

[৮১৮] আখবারে মক্কা : ১/৩৩২, الزحام على استلام الركن الأسود والركن اليماني। -সংকলক।

এটাই। কিয়াসের দাবিও এটাই যে, স্পর্শ হবে শুধু দুই রোকনে ইয়ামানির। কেনোনা, এই দুটি রোকন হজরত ইবরাহিম আ.-এর ভিত্তির ওপর আছে। আর রোকনে আসওয়াদের অতিরিক্ত এই ফজিলত আছে যে, এতে হাজরে আসওয়াদও আছে। এই দুটির বিপরীতে শামি দুই রোকনে, না হাজরে আসওয়াদ আছে, না এগুলো ইবরাহিম আ.-এর বুনিয়াদের ওপর আছে। যদি এগুলো ইবরাহিম আ.-এর বুনিয়াদের ওপর থাকতো, তাহলে চারটি স্তম্ভের স্পর্শ হতো।[৮১৯] প্রকাশ থাকে যে, রোকনে ইয়ামানি স্পর্শ করতে হবে দু'হাতে কিংবা ডান হাতে। শুধু বাম হাতে স্পর্শ হবে না। যেমন, অনেক মূর্খ এবং অহংকারি করে থাকে। তারপর রোকনে ইয়ামানি চুম্বন করা হবে না। বরং শুধু স্পর্শ করা হবে। ভিড় ইত্যাদির কারণে যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদের মতো সেখানে ইঙ্গিত করবে না। অবশ্য মুহাম্মাদ রহ.-এর একটি বর্ণনা হলো রোকনে ইয়ামানি স্পর্শ এবং চুম্বনের ক্ষেত্রে হাজরে আসওয়াদের মতো। তারপর শামি দুই রোকন স্পর্শ করা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। তবে এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্য আছে যে, এগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা যাবে না। বরং এটি কুসংস্কার।[৮২০]

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْكَلَامِ فِى الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ–১১২ : তাওয়াফকালে কথাবার্তা বলা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯০)

٩٦٢ - عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : "اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ".

৯৬২। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, বাইতুল্লাহ শরিফের পাশে তাওয়াফ করা নামাজের মতো। তবে তোমরা তাতে কথাবার্তা বলো। সুতরাং যে তাওয়াফেকালে কথাবার্তা বলবে সে যেনো ভালো ব্যতীত কোনো মন্দ কথা না বলে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে তাউস প্রমুখ-তাউস-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে মওকুফ রূপেও এ হাদিসটি বর্ণিত আছে। এটি আমরা মারফূ'রূপে কেবল আতা ইবনে সাইব সূত্রেই জানি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মনে করেন তাওয়াফকালে শুধু প্রয়োজন ব্যতীত কিংবা আল্লাহর জিকির বা ইলমি কথাবার্তা ব্যতীত অন্য কোনো কথাবার্তা না বলা মুস্তাহাব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ–১১৩ : হাজরে আসওয়াদ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯০)

٩٦٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فِي الْحَجَرِ "وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ".

---

[৮১৯] দ্র., উমদাতুল কারি : ৯/২৫৪-২৫৫, باب من لم يستلم الا الركنين। -সংকলক।

[৮২০] দ্র., মানাসিকে মোল্লা আলি কারি -এরশাদুস সারির মূল পাঠ। (৬৩, باب دخول مكة، فصل في صفة للشروع في الطواف)। -সংকলক।

৯৬৩। **অর্থ :** আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন অবশ্যই এটিকে উঠাবেন যে, এর দুটি চোখ থাকবে, যেগুলো দ্বারা সে দেখবে এবং একটি জবান থাকবে তা দ্বারা সে কথা বলবে। যারা আল্লাহর ওয়াস্তে এটিকে (চুম্বন বা) স্পর্শ করবে, তার পক্ষে সে (ঈমানের) সাক্ষি দিবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ[৮২১])

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১১৪ (মতন পৃ. ১৯০)

٩٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ".

৯৬৪। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, যে নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় শুধু সুগন্ধিহীন তেল ব্যবহার করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুকাত্তাতের অর্থ হলো, সুগন্ধিযুক্ত।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। এটি আমরা কেবল ফারকাদ সাবাখি-সায়িদ ইবনে জুবায়র সূত্রেই জানি। ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ রহ. ফারকাদ সাবাখি সম্পর্কে কালাম করেছেন। অবশ্য লোকজন তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

عن[৮২২]ابن عمر رض ان النبي صلى الله عليه وسلم طان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت"

مقتت - مطيب এর অর্থে ব্যবহৃত[৮২৩]। কেনোনা, এটি قت হতে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো, সুগন্ধি। এহরাম অবস্থায় স্বয়ং খুশবুদার তেল, কিংবা সুগন্ধি মিশ্রিত তেল ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ। অবশ্য যে তেলে খুশবুও মিশ্রিত আছে, সেটা ব্যবহার করা ওষুধ রূপে বৈধ।

সুগন্ধি ব্যতীত তেলের যে বিষয়টি ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে মাথায় ও দাড়ি ব্যতীত সমস্ত শরিরে ব্যবহার করা এহরাম অবস্থায় বৈধ। মাথা কিংবা দাড়িতে লাগালে দম ওয়াজিব।

আবু হানিফা রহ.-এর মতে খুশবুহীন তেল ব্যবহার করা এহরাম অবস্থায় দম ওয়াজিবের কারণ। চাই এটা শরিরের যে কোনো অংশেই ব্যবহার করা হোক না কেনো।

---

[৮২১]

[৮২২] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি বলেন, এ হাদিসটি ইমাম তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/২৯৪, নং ৯২২। -সংকলক।

[৮২৩] ইবনুল আছির রহ. বলেছেন, যার মধ্যে ফুল পাকানো হয়। ফলে সেটি সুগন্ধিত হয়ে উঠে। নিহায়া : ৪/১১। -সংকলক।

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে খুশবু ব্যতীত তেল লাগালে দম ওয়াজিব হবে না। অবশ্য সদকা ওয়াজিব হবে। এ অনুচ্ছেদের হাদিস হানাফি মাজহাবের বিপরীত। অবশ্য শাফেয়িগণ এটাকে মাথা এবং দাড়ি ব্যতীত প্রয়োগ করতে পারেন অন্যত্রের ক্ষেত্রে।

আবু হানিফা রহ.-এর দলিল সে বর্ণনা, যাতে উল্লেখ আছে, এক সাহাবি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ কি জিনিস? তিনি জবাবে বললেন, الشعث التفل[৮২৪] অর্থাৎ, আসল হাজি তিনিই যিনি বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট এবং ময়লা হবে। তেল লাগানো (شعث) এর বিপরীত।

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেন, তেল লাগানোর সম্পর্ক মূলত খাদ্যের সংগে। এই হিসেবে তো অপরাধ না হওয়ারই কথা। তবে যেহেতু এর ফলে উকুন মরে যায় এবং এটা বিক্ষিপ্ত হওয়ার বিপরীত, এজন্য ছোট অপরাধ হওয়ার কারণে সদকা ওয়াজিব। হজরত আবু হানিফা রহ. বলেন, এটা হলো সুগন্ধির মূল পদার্থ। এটি এক প্রকার সুগন্ধি হতে শূন্য হয় না, এটা উকুনও ধ্বংস করে, চুলকে করে কোমল, ময়লা দূর করে এবং চুলের বিক্ষিপ্ততা বিপরীত। সুতরাং অপরাধ পূর্ণাঙ্গ। কাজেই দম ওয়াজিব।[৮২৫]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বিষয়টি নির্ভর করে ফারকাদ সাবাখির ওপর। যিনি দুর্বল[৮২৬]। ইমাম তিরমিযী রহ.ও এ হাদিসটিকে গরিব সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ.-এর অভ্যাস হলো, যখন তিনি শুধু গরিব শব্দ ব্যবহার করেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জয়িফ। যদিও উসুলে হাদিসের পরিভাষায় গরিব সহিহ এবং হাসানের সংগে একত্রিত হতে পারে।[৮২৭] আর যদি হাদিসটি সহিহ হয়, তাহলেও এতে সম্ভাবনা আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরামের আগে তেল ব্যবহার করেছেন। যার আছর অবশিষ্ট আছে। এটাকে كان يدهن الخ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, আয়েশা রা. খুশবু সম্পর্কে বলেন, كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم[৮২৮] স্পষ্ট বিষয় যে, এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা সকলের মতেই অবৈধ। অবশ্যই এটাকে এহরামের আগে সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।[৮২৯] যদিও খুশবু এবং এর আছর এহরামের পরেও থাকে।

---

[৮২৪] দ্র., সুনানে ইবনে মাজাহ : ২০৮। -সংকলক।

[৮২৫] দ্র., হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ২/৪৪০-৪৪১, বাবুল জিনায়াত। -সংকলক।

[৮২৬] ইবনে হাজার রহ. তার সম্পর্কে লিখেন, ফারকাদ ইবনে ইয়াকুব সাবাখি (সীনের ওপর যবর, বায়ের ওপর যবর এবং খা সহকারে। আবু ইয়াকুব বসরি মামুলি সত্যবাদী, ইবাদতগোজার। তবে তার হাদিস জয়িফ। তার ভুল হয় বেশি, পঞ্চম শ্রেণির বর্ণনাকারি। ১৩১ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ তার হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাকরিবুত তাহজিব : ২/১০৮, নং ১৬। -সংকলক।

[৮২৭] মা'আরিফুস সুনান : ৬/৬৫৭। -সংকলক।

[৮২৮] সহিহ মুসলিম : ১/৩৭৮, باب استحباب الطيب قبيل الإحرام الخ। -সংকলক।

[৮২৯] এর সমর্থন হয়, হজরত আয়েশা রা.-এরই অপর একটি বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এহরাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সবচেয়ে আফজাল খুশবু ব্যবহার করতেন। এরপর আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে শুভ্রতা দেখতাম। মুসলিম : ১/৩৭৮। -সংকলক।

بَابٌ ^٨٣٠ (بِلاَ تَرْجَمَةٍ)

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১১৫ (মতন পৃ. ১৯০)

٩٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَــانَ يَحْمِلُهُ.

৯৬৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি জমজমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পানি (বরকতের জন্য) তুলে নিয়ে যেতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এটি আমরা কেবল এই সূত্রে জানি।

দরসে তিরমিযী

''عن^٨٣١عائشة رض : انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله"

এই বর্ণনা দ্বারা জমজমের পানি অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া বৈধ বরং এটা উদ্দিষ্ট সুন্নত বলে বুঝা গেলো।

জমজমের অর্থ : অনেকে জমজমের অর্থ বর্ণনা করেছেন আধিক্য। এই বরকতময় কূপের পানি বেহিসাব হওয়ার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে। আরেকটি বক্তব্য হলো, এটি "زم" শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ হলো, বাঁধ এবং বারণ করা। যেহেতু যখন এই কূপ চালু হয়েছে, তখন হাজেরা আ. পানি জমা রাখা এবং বয়ে যাওয়া হতে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মাটির বাঁধ দিয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন, এজন্য এটাকে বলা হয় জমজম।[৮৩২]

জমজমের পানি এবং এর মর্যাদা

জমজমের ফজিলত বহু বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। মু'জামে তাবারানি কবিরে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم الخ

'জমিনে সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হলো, জমজমের পানি। তাতে তৃপ্তিদায়ক খাবার আছে, আবার আছে রোগের চিকিৎসাও।[৮৩৩]

---

[৮৩০] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[৮৩১] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি বলেছেন, তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি। সুনানে তিরমিযী : ৩/২৯৫, নং ৯৬৩। অবশ্য মুসতাদরাকে হাকেম (১/৪৮৫, حمل ماء زمزم) এবং সুনানে কুবরা বায়হাকিতে (৫/২০২, باب الرخصة في الخروج بماء زمزم) এই বর্ণনাটি এসেছে। -সংকলক।

[৮৩২] দ্র., মু'জামুল বুলদান-হামাবি : ৩/১৪৭-১৪৮। -সংকলক।

[৮৩৩] হাইসামি রহ. এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, এটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। মাজমাউজ জাওয়ায়িদ' : ৩/২৮৬, باب في زمزم -সংকলক।

ইবনে মাজাতে[৮৩৪] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماء زمزم لما شرب له[৮৩৫] আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, জমজমের পানি যে উদ্দেশে পান করবে, তার জন্যই তথা সে উদ্দেশ্য সফল হবে।

জমজমের পানি পান করার আদব

জমজমের পানি পান করার একটি নিয়ম হলো, বাইতুল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে ডান হাতে তিন শ্বাসে পান করবে। প্রতিবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে। শ্বাস নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। জমজমের পানি পান করবে খুব পেট ভরে।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

اذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع[٨٣٦] منه فاذا فرغت منها فاحمد الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آية بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم[٨٣٧]

তুমি যখন জমজমের পানি পান করবে, তখন কেবলার দিকে মুখ করো এবং আল্লাহর নাম নেবে আর তিন শ্বাসে পান করো। তৃপ্তি মিটিয়ে পান করবে। তারপর যখন তা হতে অবসর হবে, তখন আল্লাহর প্রশংসা করবে। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাদের মাঝে এবং মুনাফিকদের মাঝে (পার্থক্যের) একটি নির্দশন হলো, তারা জমজমের পানি তৃপ্তি মিটিয়ে পান করতে পারে না।

---

[৮৩৪] ২২০, باب الشرب من زمزم। -সংকলক।

[৮৩৫] সুনানে ইবনে মাজার ওপর তাঁর তা'লিকাতে (টীকায়) বর্ণনা করেন, 'ইমাম সুয়ুতি রহ. এ গ্রন্থের টীকায় বলেছেন, এ হাদিসটি লোকমুখে খুবই প্রসিদ্ধ। হাফেজে হাদিসগণ এ হাদিসটি সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে এটিকে সহিহ বলেছেন। কেউ হাসান, কেউ জয়িফ, তবে সেকাহ হলো প্রথমটি। জাওয়াইদ গ্রন্থে আছে, এ হাদিসের সনদ জয়িফ। কেনোনা, আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াম্মাল জয়িফ। এ হাদিসটি ইমাম হাফেজ রহ. মুসতাদরাকে ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদিসটির সনদ সহিহ। আল্লামা সিনদি রহ. বলেছেন, আমি বলবো– ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়টি পরীক্ষা করে অনুরূপই পেয়েছেন। দ্র., (২/১০১৮, নং ৩০৬২, باب الشرب من زمزم

শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বর্ণনা করেন যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কেয়ামতের দিন পিপাসা হতে বাঁচার নিয়তে জমজমের পানি পান করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. এ জন্য পান করেছিলেন, যাতে তীরান্দাজিতে তাঁর লক্ষ্যবস্তু ঠিক হয়। সুতরাং তিনি প্রতি ১০টির মধ্যে ৯টির ক্ষেত্রেই ঠিক করতেন। ভুল হতো না। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এ রকম অসংখ্য বিষয় আছে যেসব কারণে আয়িম্মায়ে কেরাম জমজমের পানি পান করেছেন, তারপর তারা সে উদ্দেশ্য সফলকাম হয়েছেন। স্বয়ং তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি ইলমে হাদিস অম্বেষণের সূচনাতে জমজমের পানি পান করেছিলাম এই নিয়তে, যাতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে ইমাম জাহাবি রহ.-এর মতো হাদিস মুখস্থ করার শক্তি দান করেন। তারপর প্রায় বিশ বছর পর আমি পুনরায় হজ করলাম। তখন আমি আমার অন্তরে সে মর্যাদার তুলনায় আরো অনেক বেশি অনুভব করলাম। তারপর তার চেয়েও উঁচু মর্তবার দরখাস্ত করলাম। আমি আশা করি আল্লাহর কাছ হতে তা পাবো।

স্বয়ং শায়খ ইবনে হুমাম রহ. নিজের সম্পর্ক লিখেন, জয়িফ বান্দা (ইবনে হুমাম) আল্লাহ তা'আলার দরবারে জমজমের পানি পান করার আশা করে যাতে ইসলামের হাকিকতের ওপর ওফাত এবং ইসতিকামাতের তাওফিক দান করেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., ফতহুল কাদির : ২/৪০০, قبيل فصل فان لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات।

[৮৩৬] তৃষ্ণা নিবারিত হওয়া।

[৮৩৭] দ্র., মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৪৭২, الشرب من زمزم وآدابه, সুনানে বায়হাকি : ৫/১৪৭, باب سقاية الحج والشرب منها ومن ماء زمزم। -সংকলক।

দাঁড়িয়ে পানি পান করা সংক্রান্ত ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার বর্ণনাগুলোর[৮৩৮] আবেদন হলো, দাঁড়িয়ে জমজমের পানি পান করাও নিষিদ্ধ বা মাকরূহ হওয়া। এটি মাকরূহ কিনা? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে, কিন্তু প্রধান হলো, জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা বিনা মাকরূহ বৈধ। তবে মুস্তাহাব নয়।[৮৩৯] বোখারিতে[৮৪০] ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم বৈধতার বর্ণনা[৮৪১] কিংবা ভিড় ইত্যাদির ওজরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৮৪২]

জমজম পান করার পর নিম্নেযুক্ত দোয়া পড়বে, اللهم اني اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء[৮৪৩]

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারি ইলম, প্রচুর রিজিক ও সর্বরোগ হতে শিফা কামনা করছি।'

একটি প্রয়োজনীয় মাসআলা

ওজু বা গোসল করা জমজমের পানি দ্বারা আফজাল নয়। অবশ্য যদি পবিত্র শরির বিশিষ্ট ব্যক্তি বরকত অর্জন করার নিয়তে গোসল করে কিংবা ওজু করে, তবে এটা বৈধ। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন যে, ওজুহীন ব্যক্তির জন্য এর দ্বারা ওজু করা বিনা মাকরূহ বৈধ। অবশ্য গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য এর দ্বারা গোসল না করা উচিত। তাছাড়া জমজম দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা কিংবা শরির কিংবা কাপড় হতে প্রকৃত নাপাক দূর করা হারাম ও মাকরূহ।[৮৪৪] والله اعلم وعلمه اتم وأحكم (সংকলক কর্তৃক)

---

[৮৩৮] দ্র., ফতহুল বারি : ১০/৮২, باب الشرب قائما، كتاب الأشربة -সংকলক।

[৮৩৯] শামি রহ. তাই লিখেন, সারকথা, এ দুটি স্থানে দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহ না হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। দাঁড়ানো এ দুস্থলে মুস্তাহাব হওয়াতো দূরের কথা। সম্ভবত সবচেয়ে আফজাল হলো, মাকরূহ না হওয়া। যদি আমরা মুস্তাহাব হওয়ার প্রবক্তা না হই। রদ্দুল মুহতার : ১/৯৬, مطلب في مباحث الشرب قائما، كتاب الطهارة -সংকলক।

[৮৪০] ২/৮৪০, باب الشرب قائما، كتاب الأشربة । -সংকলক।

[৮৪১] কেনোনা, তিনি কোনো কাজ করতেন একবার কিংবা বহুবার, বিষয়টির (বৈধতার) বর্ণনার জন্য। আবার সর্বদা করতেন আফজালতার ভিত্তিতে। -ফতহুল বারি : ১০/৮৩। -সংকলক।

[৮৪২] খাসায়েলে নববি : ১৫৬। মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া রহ. এখানে জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা আফজাল সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পানি দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। তাই অনেক আলেম জমজমের পানিকেও এ নিষেধের শামিল করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পানি পান করাকে (যার আলোচনা ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় এসেছে) ভিড়ের ওজর কিংবা বৈধতার বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। তবে ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ বক্তব্য হলো, জমজম এই নিষেধাজ্ঞার শামিল নয়। এর পানি দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। -খাসায়েলে নববি শরহে শামায়েলে তিরমিযী : ১৫৫-১৫৬, باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلي الله عليه وسلم -সংকলক।

[৮৪৩] মুসতাদরাকে হাকেম : ১/৪৭৩, ماء زمزم لما شرب فرب له -সংকলক।

[৮৪৪] জুবদাতুল মানাসিক : ১৩৮-গুনইয়াতুল মানাসিক সূত্রে, রদ্দুল মুহতার : ২/২৯৮, مطلب في كراهة الاستنجاء بماء زمزم، كتاب الحج । -সংকলক।

بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১১৬ (মতন পৃ. ১৯০)

٩٦٦ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ حَدِّثْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ بِمِنًى، قَالَ قُلْتُ وَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ".

৯৬৬। **অর্থ :** আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই' বলেন, আনাস রা.কে আমি বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে হাদিস অনুধাবন করেছেন এমন কোনো হাদিস আমাকে বর্ণনা করুন। তারবিয়া তথা জিলহজ্জের ৮ তারিখ দিবসে তিনি জোহরের নামাজ কোথায় আদায় করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, মিনায়। বর্ণনাকারি বলেন, আমি বললাম, তিনি নফরের দিন তথা রওয়ানা করার দিন (জিলহজের ১৩ তারিখ) তিনি আসরের নামাজ কোথায় পড়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, আবতাহে। তারপর বললেন, তুমি অনুরূপ করো যেমন করেন তোমার আমিররা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইসহাক আজরাক-সাওরি সূত্রে এ হাদিসটিকে গরিব মনে করা হয়।

هذا اخر ما أردنا ايراده من شرح ابواب الحج فلله الحمد وله المنة، وذلك بيوم الخميس ٢٤ من شعبان المعظم سنة ١٤٠٧ هـــ الموافق ٢٥ /من ابريل سنة ١٩٨٧ م، بعد ما طرأت عوارض وفترات طويلة اثناء شرح هذه الابواب، والله الموفق لاكمال شرح بقية الكتاب، والحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات، وعلى رسوله لفضل الصلوات والتسليمات وعلى الله وأصحابه الطيبين وازواجه الطاهرات–

أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ [৮৪০]

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

জানাজা অধ্যায় (৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ الْمَرَضِ.

অনুচ্ছেদ—১ : রোগের সওয়াব প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯১)

٩٦٧ - عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : "لَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً".

৯৬৭। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মু'মিনের ওপর কাঁটা কিংবা তার চেয়ে বড় কোনো বিপদ আপতিত হোক না কেনো, এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তার একটি দরজা বুলন্দ করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, আবু সায়িদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আসাদ ইবনে কুরয, জাবের, আবদুর রহমান ইবনে আজহার এবং আবু মুসা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

٩٦٨ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا وَصَبٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهِمُّهُ إِلَّا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّآتِهِ".

৯৬৮। **অর্থ :** আবু সায়িদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো ব্যথা মুমিনের ওপর পেরেশানি কিংবা দুঃখ আপতিত হোক না কেনো, এমনকি কোনো চিন্তা তাকে পেরেশান করে ফেলে, তার ফলে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মিটিয়ে দেন।

---

[৮৪০] جنائز جنازة-এর বহুবচন। جناز থেকে গৃহীত। যার অর্থ হলো, গোপন করা, লুকানো। جنازة শব্দটির জীমে যের এবং যবর সহকারে। এর অর্থ মৃত। তবে যের অধিক ফসিহ। একটি উক্তি হলো, জানাযা জীমের উপর যবর সহকারে মৃতকে বলে। আর জীমের নিচে যের হলে সে খাটিয়াকে বলে যার ওপর মৃতের লাশ থাকে। আরেকটি উক্তি হলো, এর বিপরীত। অর্থাৎ, যবর সহকারে এর অর্থ হলো, সে খাটিয়া যার ওপর মৃতের লাশ বিদ্যমান। আর যের সহকারে অর্থ হলো, মৃত ব্যক্তি। জীমের যবর এবং যের শুধু একবচনে। বহুবচনের শব্দে জীমের যবর সুনির্ধারিত। দ্র. আল-মাজমূ' : ৫/৯৩, আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/১৬৩, লিসানুল আরব : ৫/৩২৪- সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদিসটি حسن।

তিনি বলেছেন, জারূদকে আমি বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকি'কে বলতে শুনেছি যে, তিনি পেরেশানি (গোনাহের) কাফফারা হবে শুধু এ হাদিসেই এটি শুনেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেকে এ হাদিসটি আতা ইবনে ইয়াসার-আবু হুরায়রা-নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ.

অনুচ্ছেদ-২ : রোগীকে দেখতে যাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯১)

٩٦٩ -عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ".

৯৬৯। **অর্থ :** ছাওবান রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে যখন দেখতে যায়, তখন সে সর্বদা চয়ন করতে থাকে জান্নাতের খেজুর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আলি, আবু মুসা, বারা, আবু হুরায়রা, আনাস ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ছাওবান রা.-এর হাদিসটি حسن। আবু গিফার এবং আসেম আহওয়াল এ হাদিসটি আবু কিলাবা-আবুল আশ'আস-আবু আসমা-ছাওবান রা. সূত্রে নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, যিনি এ হাদিসটি আবুল আশ'আস-আবু আসমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তারটি আসাহ।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, আবু কিলাবার হাদিসগুলো কেবল আবু আসমা হতেই বর্ণিত। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র এ হাদিসটি। আমার মতে এটি বর্ণিত আবুল আশ'আস-আবু আসমা সূত্রে।

٩٧٠ - عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءٍ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ: "قِيْلَ مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ جَنَاهَا".

৯৭০। **অর্থ :** ছাওবান রা. সূত্রে নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি আরেকটু বেশি বর্ণনা করেছেন, 'জিজ্ঞেস করা হলো, খুরফাতুল জান্নাত কি? জবাবে তিনি বললেন, তার ছেঁড়া ফল।'

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث.

হজরত আহমদ ইবনে আবদা... ছাওবান রা. সূত্রে নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে খালেদের হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাতে 'আবুল আশ'আস হতে' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, অনেকে এ হাদিসটি হাম্মাদ ইবনে জায়দ হতে বর্ণনা করেছেন। মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি।

٩٧١ - عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: "أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِيْ فَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحُسَيْنِ نَعُوْدُهُ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوْسٰى فَقَالَ عَلِيٌّ أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوْسٰى أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ لَا بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ مِنَ الْجَنَّةِ".

৯৭১। **অর্থ :** আবু ফাখিতা রা. বলেন, আলি রা. একবার আমার হাতে ধরে বললেন, আমার সংগে চল, হুসাইনের নিকট যাব। তাকে দেখার জন্য। তখন আমরা তাঁর নিকট পেলাম আবু মুসা রা.কে। তখন আলি রা. বললেন, আবু মুসা! আপনি কি শুশ্রূষার উদ্দেশে এসেছেন, নাকি দেখা জন্য? জবাবে তিনি বললেন, না বরং এসেছি শুশ্রূষার জন্য। তখন আলি রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের শুশ্রূষার জন্য সকালে যাবে, সত্তর হাজার ফেরেশতা বিকেল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। আর যদি বিকেলে শুশ্রূষার জন্য যায়, তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব হাসান। আলি রা. হতে এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে অনেকে এটিকে মারফূ' আকারে বর্ণনা না করে মওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। আবু ফাখিতার নাম হলো, সায়িদ ইবনে ইলাকা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّيْ لِلْمَوْتِ.

অনুচ্ছেদ–৩ : মৃত্যুর কামনা করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯০)

٩٧٢ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلٰى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوٰى فِيْ بَطْنِهِ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقِيْتُ، لَقَدْ كُنْتُ مَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيْ نَاحِيَةِ بَيْتِيْ أَرْبَعُوْنَ أَلْفًا وَلَوْلَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَوْ نَهٰى أَنْ يَتَمَنَّى الْمَوْتُ لَتَمَنَّيْتُ".

৯৭২। **অর্থ :** হারিসা ইবনে মুজাররিব বলেন, খাব্বাব রা. এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তার পেটে তখন (চিকিৎসার উদ্দেশে) দাগ লাগিয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবি এমন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন বলে আমি জানি না, যেমন কষ্টের শিকার আমি হয়েছি। আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি দিরহাম পেতাম না। অথচ আমার ঘরের কোণে এখন চল্লিশ হাজার (দিরহাম) আছে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মৃত্যু কামান করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু হুরায়রা, আনাস ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, খাব্বাব রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

আনাস ইবনে মালেক রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ কোনো ক্ষতির কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। বরং দোয়া করো, আয় আল্লাহ! আমাকে ততোদিন জীবিত রাখো, যতোক্ষণ পর্যন্ত জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর আমাকে মৃত্যু দাও, যখন ওফাত আমার জন্য কল্যাণকর হয়।

٩٧٣ - حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَٰلِكَ.

৯৭৩। **অর্থ :** হজরত আলি ইবনে হুজর ... আনাস ইবনে মালেক রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن[৮৮৬] حارثة بن مضرب قال : دخلت على خباب وقد اكتوى[৮৮৭] في بطنه

সেক লাগিয়ে চিকিৎসার শরয়ি বিধান

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত ''قد اكتوى'' শব্দ (দাগ লাগানো) চিকিৎসার বৈধতা প্রমাণিত করে। অথচ বিভিন্ন বর্ণনায় এ হতে নিষেধ করা হয়েছে।[৮৮৮] গাঙ্গুহি রহ. বলেন, দাগ লাগানো সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার

---

[৮৮৬] সহিহ বোখারি : ২/৯৪৭ كتاب المرضى، باب نهي تمنى المريض الموت, সহিহ মুসলিম : ২/৩৪২, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهية تمنى الموت لضر نزل به -সংকলক।

[৮৮৭] اكتوى اكتواء দাগ দেওয়া। -সংকলক।

[৮৮৮] যেমন, সহিহ বোখারিতে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোগনিরাময় তিনটি জিনিসের মধ্যে আছে মধু সেবন, শিঙ্গার মাধ্যমে দূষিত রক্ত বের করা এবং আগুনে দাগ দেওয়া। আমি আমার উম্মতকে আগুনে দাগ দেওয়া হতে নিষেধ করি। ইমাম বোখারি রহ. এই বর্ণনাটি দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দ্র., (২/২৪৮, كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث)।

হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রহ. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাগ লাগাতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর আমরা দাগ লাগিয়ে সফলকাম হলাম না। (উভয়স্থলে মুতাকাল্লিমের আলিফ উহ্য থাকবে), সুনানে আবু দাউদ : ২/৫৪০, كتاب

হাদিসগুলো রহিত। আর এই নিষেধাজ্ঞা ছিলো ইসলামের প্রাথমিক দিকে। যখন লোকজন এই বিশ্বাস পোষণ করতো যে, রোগমুক্তি শুধু দাগানোর মধ্যে নিহিত। কিংবা এটাকে রোগ নিরাময়ের কারণের পরিবর্তে সত্তাগতভাবে শিফাদাতা মনে করতো। তারপর যখন মানুষের দিল দেমাগে ইসলামি ধর্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায় তখন এর অনুমিত দেওয়া হয়।

অনেকে বলেছেন, নিষেধাজ্ঞার হাদিসগুলো খারাপ আকিদা নিয়ে সেক দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা না হলে বিশুদ্ধ আকিদা নিয়ে দাগের মাধ্যমে চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে না প্রথমে কোনো অসুবিধা ছিলো, না এখন। অনেকে বলেছেন, নিষেধাজ্ঞার হাদিসগুলো হারামের ক্ষেত্রে নয়, বরং সুপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৮৪৯] অথচ বৈধতার হাদিসগুলো[৮৫০] প্রযোজ্য অবকাশের ক্ষেত্রে।[৮৫১] আহকারের সম্মানিত পিতা হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. বলতেন যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা পছন্দনীয় নয়। কেনোনা, এটা হলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে গভীরে পৌছা তথা বাড়াবাড়ি। অথচ তাওয়াক্কুলের জন্য সঙ্গত হলো, চিকিৎসা অবলম্বন করা। তবে এতে গভীরভাবে বিমগ্ন না হওয়া। বরং উচিত তা অম্বেষণে ভালোমত কাজ নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা থাকা। অথচ আরববাসী দাগ লাগানোর ওপর সীমাতিরিক্ত নির্ভর করতো। তারা বলতো, সর্বশেষ ওষুধ হলো দাগ লাগানো। এজন্য শরিয়তে সেক দেওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করানো হতে বিরত থাকা পছন্দনীয় করেছে।[৮৫২]

ابواب الطب باب ما جاء في كراهية ,সুনানে তিরমিযী : ২/৩৪, باب الكي ,সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৪৯, الطب، باب في الكى الكى। -সংকলক।

[৮৪৯] এর সমর্থন হয় সহিহ বোখারিতে বর্ণিত হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা দ্বারা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কোনো দাওয়া বা প্রতিষেধক। এখানে দরসে তিরমিযীর টীকায় ادعيتكم শব্দ আছে। এটি ভুল। মূলত বোখারি শরিফে আছে, ادويتكم (ওষুধ বা প্রতিষেধক)। থাকে, তবে শিঙ্গায় দূষিত রক্ত বের করা কিংবা আগুনে দাগ লাগানোতে। তবে আমি দাগ লাগানো পছন্দ করি না। (২/৮৫০, كتاب اكتوى، باب من لطتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو)। -সংকলক।

[৮৫০] যেমন, বৈধতার কয়েকটি হাদিস নিম্নেযুক্ত। ১. হারিসা ইবনে মুজাররিব রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। ২. সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হজরত জাবের রা.-এর হাদিস। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে মু'আজ রা.কে তীর নিক্ষেপের ফলে দাগ লাগিয়েছিলেন। (২/৫৪০, كتاب الطب باب في الكي)। ৩. সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হজরত আনাস রা.-এর বর্ণনা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সাদ ইবনে জুরারা রা.কে শরির লাল হয়ে ফুলে যাওয়ার কারণে দাগ লাগিয়েছিলেন। (২/৩৪, ابواب الطب باب ما جاء في الرخصة في ذلك), সুনানে ইবনে মাজাহ বর্ণনায় এসেছে নিম্নেযুক্ত শব্দ। أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله (২৪৯, باب من اكتوى)। ৪. হজরত জাবের রা. বলেন, একবার হজরত উবাই ইবনে কা'ব রা. খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট একজন ডাক্তার পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর আকহাল রগে দাগ দিয়েছেন। সুনানে ইবনে মাজাহতো : ২৪৯। -সংকলক।

[৮৫১] দ্র., আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/১৬৪। আরেকটি জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞার হাদিসগুলো তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন দাগ লাগানোর প্রয়োজন না হবে। এই উক্তি করেছেন আবু তৈয়্যিব রহ.। দ্র. কাওকাব : ২/১৬২। -সংকলক।

[৮৫২] মুফতি সাহেব রহ.-এর কথার সমর্থন এই বর্ণনা দ্বারা হয়, যাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সত্তর হাজার ব্যক্তির গুণ উল্লেখ করে বলেন, যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে এরা তারা যারা ঝাড়ফুঁক করে না, তাবিজ ও কুসিদ্ধিতে বিশ্বাসী নয় এবং দাগ লাগায় না ও তাদের প্রতিপালকের ওপর তাওয়াক্কুল করে। দ্র.. সহিহ বোখারি : ২/৮৫০ كتاب الطب। -সংকলক।

আর সেক দেওয়াতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য মারাত্মক কষ্ট সুনিশ্চিত। আর শিফা কাল্পনিক। সুতরাং দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করার ব্যাপারটি শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হওয়ার এটাই কারণ। দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসার মূল বৈধতার বিষয়টিতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও আফজাল নয়। যে সব বর্ণনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা কর্তৃক দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা বা করানোর উল্লেখ আছে, সেগুলো সবই বৈধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সম্ভবত অন্যান্য চিকিৎসা দ্বারা ফায়দা না হওয়ার কারণে সে ক্ষেত্রে অপারগতার পর্যায়ে সেক দেওয়ার বিষয়টি অবলম্বন করা হয়েছে। সারকথা, সেক দেওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা হতে যথা সম্ভব দূরে থাকা ভালো।

এখনকার অপারেশন দাগ লাগানোর মাধ্যমে চিকিৎসারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উচিত এটাও ভীষণ প্রয়োজন ব্যতীত অবলম্বন না করা।

لو لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا او نهى ان نتمنى الموت لتمنيت

এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, মৃত্যু কামনা করা অবৈধ। হাদিস গ্রন্থাবলিতে এ সংক্রান্ত আরো অনেক বর্ণনা এসেছে। যেমন, বোখারি শরিফে হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে মারফু আকারে বর্ণিত হাদিস আছে,

ولا يتمنى[৮৫৩] احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتب[৮৫৪]

এবং মুসলিমে বর্ণনায় নিম্ন শব্দাবলি বর্ণিত আছে, لا يتمنين احدكم الموت ولا يدع به من قبل ان يأتيه، انه اذا مات احدكم انقطع عمله، وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا[৮৫৫]

প্রশ্ন উঠে যে, হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা.-এর একটি বর্ণনা দ্বারা মৃত্যু কামনা পছন্দনীয় বুঝা যায়। তিনি বর্ণনা করেন,

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه[৮৫৬]،،

জবাব হলো, মৃত্যু কামনা যদি পার্থিব ক্ষতির কারণে হয়, তবে সেটা অবৈধ। আর যদি পরকালীন ক্ষতির কারণে হয়, যেমন তার ঈমান বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে মৃত্যু কামনায় কোনো অসুবিধা নেই। এর দলিল আনাস রা.-এর হাদিস, قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به[৮৫৭]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো, বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে।' এ থেকে বুঝা গেলো, মৃত্যু কামনার নিষেধাজ্ঞা ব্যাপকতার ওপর অবশিষ্ট নেই। বরং এটা পার্থিব ক্ষতির সংগে বিশেষিত। যদি দীনের হিফাজতের উদ্দেশে মৃত্যু কামনা করে, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং আল্লামা নববি রহ. বলেন, এটি মুস্তাহাব।[৮৫৮]

---

[৮৫৩] নফি এখানে নাহির অর্থে ব্যবহৃত। -সংকলক।

[৮৫৪] দ্র. (২/৮৪৭, كتاب المرضى، باب نهى تمنى المريض الموت)। -সংকলক।

[৮৫৫] দ্র. (২/৩৪৩, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهية تمنى الموت لضر نزل به)। -সংকলক।

[৮৫৬] সহিহ মুসলিম : ২/৩৪৩, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب من احب لقاء الله أحب الله لقاءه। -সংকলক।

[৮৫৭] সহিহ মুসলিম : ২/৩৪২, باب كراهية تمني الموت لضر نزل به। এই বর্ণনার পরবর্তী শব্দগুলো নিম্নেরূপ- فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي। -সংকলক।

[৮৫৮] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন, মিরকাতুল মাফাতিহ : ৪/১, ২, باب تمنى الموت، الفصل الأول। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيْضِ.

অনুচ্ছেদ–৪ : রোগীর জন্য প্রার্থনা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯০)

٩٧٤ – عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ "أَنَّ جِبْرَائِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشْفِيْكَ".

৯৭৪। **অর্থ :** আবু সায়িদ রা. হতে বর্ণিত যে, জিবরাইল আ. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। ফলে তিনি বললেন, বিসমিল্লাহি...। আল্লাহর নামে সমস্ত কষ্টদায়ক জিনিস হতে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। সমস্ত অপবিত্র সত্তার অনিষ্ট হতে এবং হিংসুক চক্ষু হতে আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করবেন।

٩٧٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: "دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ. فَقَالَ أَنَسٌ أَفَلَا أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: بَلٰى. قَالَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

৯৭৫। **অর্থ :** আবদুল আজিজ ইবনে সুহায়ব বলেন, আমি এবং সাবেত বুনানি আনাস ইবনে মালেক রা.-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন সাবেত বললেন, আবু হামজা! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন আনাস রা. বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়ফুঁক দ্বারা তোমাকে ঝাড়বোনা? তখন তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন তিনি দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা রাব্বান্নাস.....। অর্থাৎ, হে মানব জাতির প্রতিপালক! রোগ-বিমারি হতে সুস্থতা দানকারি! আপনি শিফা দিন। আপনি শিফাদাতা। আপনি ব্যতীত আর কোনো আরোগ্যদাতা নেই। এমন শিফা কামনা করছি, যা কোনো রোগ ছেড়ে দিবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আনাস ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু সায়িদ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

আবু জুরআ রহ.কে আমি এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আবদুল আজিজ-আবু নাজরা-আবু সায়িদ সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি আসাহ, না আবদুল আজিজ-আনাস সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি? জবাবে তিনি বললেন, উভয়টি সহিহ।

আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস-তার পিতা-আবদুল আজিজ ইবনে সুহায়ব-আবু নাজরা-আবু সায়িদ ও আবদুল আজিজ ইবনে সুহায়ব-আনাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ ٨٥٩ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ ٨٦٠

অনুচ্ছেদ ৪-৫ : ওসিয়তের উৎসাহ প্রদান প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯২)

٩٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ".

৯৭৬। হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো, তার নিকট ওসিয়ত করার কোনো বিষয় হলে সে ওসিয়ত তার নিকট লিখে না রেখে দু'রাতও অতিবাহিত না করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আবু আওফা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن[৮৬১] ابن عمر رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرى مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده"

অধিকাংশের মতে হাদিসের অর্থ হচ্ছে, যার নিকট কোনো আমানত থাকে কিংবা তার দায়িত্বে কোনো ঋণ কিংবা ওয়াজিব থাকে, চাই আল্লাহর হক হোক বা বান্দার হক, ওয়ারিসের হক হোক বা অন্যদের, তার জন্য ওয়াজিব হলো, এ সম্পর্কে ওসিয়ত করে যাওয়া।[৮৬২] যদি কোনো প্রকার হক তার দায়িত্বে না থাকে তাহলে ওসিয়ত ওয়াজিব নয়। দাউদ জাহেরি রহ. এর মতে যেসব আত্মীয়-স্বজন তার মিরাসের হকদার নয়, তাদের জন্য সর্বাবস্থায় ওসিয়ত করা ওয়াজিব। মাসরূক, তাউস, ইয়াস, কাতাদা ও ইবনে জারির রহ.-এরও এটাই মাজহাব। তাদের দলিল আল্লাহ তা'আলার এই বাণী- كتاب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيران الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف [৮৬৩] তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের হাদিসও তাদের দলিল। অধিকাংশের মতে আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াজিব হক ব্যতীত অন্য কোনো ওসিয়ত ওয়াজিব নয়। ইমাম চতুষ্টয়, সুফিয়ান সাওরি,

---

[৮৫৯] সংকলক কর্তৃক এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত।

[৮৬০] ওসিয়ত وصى يصي : الشئ يصي وصيا মিলিত হওয়া। وصى الشئ بأخر মিলানো। ওসিয়তের বহুবচন আসে وصايا। পরিভাষায় বলা হয়, এমন মালেক বানানো, যেটি মৃত্যু পরবর্তীকালের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। -কাওয়ায়িদুল ফিকহ : ৫৪৪। আল্লামা নববি রহ. বলেন, এটিকে ওসিয়ত করে নাম করা হলো, কারণ তার জীবনে (সম্পদ) যা ছিলো, তা তার পরবর্তী লোকদের সংগে মিলিত হয়েছে। -শরহে নববি আলা মুসলিম : ২/৩৮, كتاب الوصية। -সংকলক।

[৮৬১] সহিহ বোখারি : ১/৩৮২, فاتحة كتاب الوصايا, সহিহ মুসলিম : ২/৩৮-৩৯, اول كتاب الوصية। -সংকলক।

[৮৬২] ওসিয়াতনামা কিভাবে লিখতে হবে? কিভাবে বিন্যস্ত করা হবে? এর বিস্তারিত ও প্রশান্তিদায়ক পদ্ধতি আমার মুরশিদ ও শায়খ হজরত মাওলানা ডাক্তার আবদুল হাই রহ. স্বীয় উপকারি গ্রন্থ আহকামে মাইয়িতে (১৭৮-১৮০, সপ্তম অনুচ্ছেদ) লিখেছেন। সেখানে দেখতে পারেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। -সংকলক।

[৮৬৩] সূরা বাকারা : আয়াত-১৮০, পারা-২। -সংকলক।

শা'বি এবং ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এরও এটাই মাজহাব। বাকি আছে আয়াতের বিষয়টি। এটি অধিকাংশের মতে রহিত। কেনোনা, মিরাসের হুকুম নাজিল হওয়ার আগে ওসিয়ত ওয়াজিব ছিলো। যখন মীরাসের হুকুম এসে গেলো, তখন আর ওসিয়তের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। আয়াত রহিত হওয়ার দলিল হলো, এতে মাতা-পিতার জন্য ওসিয়তের উল্লেখ আছে। বস্তুত ওসিয়ত সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ। কেনোনা, তারা ওয়ারিসদের শামিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে, لا وصية لوارث [৮৬৪] তথা কোনো ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত নেই। এতে বুঝা গেলো كتاب عليكم الخ - আয়াত মিরাসের আয়াত[৮৬৫] দ্বারা রহিত। এখন এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হলো, এই হাদিসটি মুসলিম শরিফেও এসেছে। তার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত, ما حق امرئ مسلم له شئ يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده [৮৬৬] এতে له شئ يريد ان يوصي فيه শব্দ দলিল করছে যে, এই হুকুম সে ব্যক্তির সংগে খাস, যে ওসিয়ত করতে চায়, যদি ওসিয়তের হুকুম ওয়াজিব হতো, তবে এটাকে ইচ্ছার সংগে শর্তায়িত করা হতো না। প্রকাশ থাকে যে, অধিকাংশের মতে গর ওয়ারিসের জন্য যদিও ওসিয়ত ওয়াজিব নয়, তবে সর্বাবস্থায় তা মুস্তাহাব।[৮৬৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ[٨٦٨]

অনুচ্ছেদ–৬ : সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশের ওসিয়ত প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯২)

৯৭৭ – عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ : أَوْصَيْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ : بِكَمْ؟ قُلْتُ : بِمَالِيْ كُلِّهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟ قَالَ : هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، فَقَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ، قَالَ : فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ".

৯৭৭। **অর্থ** : সাদ ইবনে মালেক রা. বলেন, আমার অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বললেন, তুমি কি ওসিয়ত করেছো? বললাম, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, কি পরিমাণ? বললাম, আমার সম্পূর্ণ সম্পদের। এগুলো আল্লাহর পথে। তিনি বললেন, তাহলে তোমার সন্তানের

---

[৮৬৪] দ্র. সুনানে নাসায়ি : ২/১৩১, كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث, সুনানে আবু দাউদ : ২/৩৯৬, كتاب الوصايا، ابواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث, সুনানে তিরমিযী : ২/৪২, باب ما جاء في الوصية للوارث, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৪, ابواب الوصايا، باب لا وصية لوارث। -সংকলক।

[৮৬৫] অর্থাৎ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الخ সূরা নিসা : আয়াত-১১, পারা-৪। -সংকলক।

[৮৬৬] দেখুন, (২/৩৮-৩৯, كتاب الوصية)। -সংকলক।

[৮৬৭] দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম-উস্তাদে মুহতারাম : ২/৯৪-৯৫, كتاب الوصية। -সংকলক।

[৮৬৮] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

জন্য কি রেখেছো? জবাবে তিনি বললেন, তারা তথা সন্তানরা বিত্তশালী। তখন তিনি বললেন, এক-দশমাংশের ওসিয়ত করো। তিনি বললেন, এরপর হতে আমি কমাতে থাকলাম। অবশেষে তিনি বললেন, তুমি এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়ত করো, এক-তৃতীয়াংশ অনেক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী বলেছেন, আবু আবদুর রহমান বলেছেন, আমরা এক-তৃতীয়াংশ হতে হ্রাস করা মুস্তাহাব মনে করি। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ প্রচুর।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সাদ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। তাঁর হতে كثير শব্দ বর্ণিত হয়েছে। আবার والثلث كثير বর্ণনা করা হয়। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করার মত পোষণ করেন না। এক-তৃতীয়াংশের কম করা মুস্তাহাব মনে করেন।

ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, তারা ওসিয়তে এক-পঞ্চমাংশ মুস্তাহাব মনে করতেন, এক-চতুর্থাংশ নয়। বস্তুত এক-চতুর্থাংশ এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম। আর যে এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়ত করলো, সে কিছু রেখে গেলো না। অথচ তার জন্য শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশের (ওসিয়তই) বৈধ।

দরসে তিরমিযী

''عن سعد بن مالك....اوص بالعشر، فما زلت اناقصه حتى قال: اوص والثلث، والثلث كثير''[৮৬৯]

স্বীয় মালের এক-তৃতীয়াংশে ওসিয়ত করার এখতিয়ার প্রতিটি ব্যক্তিরই আছে।[৮৭০] অবশ্য হানাফিদের মতে আফজাল হলো, ওসিয়ত এক-তৃতীয়াংশেরও কম সম্পদে যেনো হয়।[৮৭১] চাই তার ওয়ারিসগণ ধনী হোক বা

---

[৮৬৯] সহিহ বোখারি : ১/১৭৩ كتاب الجنائز، باب رثاء النبي صليه الله علي وسلم سعد بن أبي خولة, ১/৩৮২-৩৮৩, كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس وباب الوصية بالثلث , সহিহ মুসলিম : ২/৩৯-৪০, كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث, সুনানে নাসায়ি, ২/১২৯-১৩০, كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث, সুনানে আবু দাউদ : ২/৩৯৫, كتاب الوصايا، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله , সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৭, ابواب الوصايا، باب الوصية بالثلث। -সংকলক।

[৮৭০] প্রকাশ থাকে যে, এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দাফন-কাফন এবং ঋণ আদায়ের পর যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাঁচে তার এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়ত বাস্তবায়িত হবে। সম্পূর্ণ মালের এক-তৃতীয়াংশ নয়। দ্র., মাবসূত-সারাখসি : ২৭/১৪৩, كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث। তারপর যদি কেউ ওয়ারিসদের বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করে, তবে সেটি বাস্তবায়িত হবে না। তবে যদি সেসব ওয়ারিস অনুমতি দেয়। তবে শর্ত হলো, তাদের মধ্য হতে কেউ শিশু কিংবা পাগল না থাকতে হবে। -তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ২/১০২, كتاب الوصايا। -সংকলক।

[৮৭১] এক-তৃতীয়াংশের কমের সীমা নির্ধারণে বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম হতে বিভিন্ন রকমের বক্তব্য বর্ণিত আছে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. সম্পর্কে হজরত কাতাদা রহ. হতে বর্ণিত আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এক-পঞ্চমাংশের ওসিয়ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি এমন মালের ওসিয়ত করছি যার ওপর আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য সন্তুষ্ট। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه

হজরত কাতাদা রহ. হজরত উমর রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন উমর রা. এক-চতুর্থাংশের ওসিয়ত করেছেন।

গরিব।[৮৭২] অথচ শাফেয়িদের মতে যদি। তার ওয়ারিসরা গরিব হয়, তাহলে তো ওসিয়ত এক-তৃতীয়াংশের কমে হওয়া আফজাল। আর যদি তার ওয়ারিসরা ধনী হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়ত উত্তম।[৮৭৩] প্রকাশ থাকে যে, এক-তৃতীয়াংশ মালের ওসিয়ত সংক্রান্ত ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা তখনকার জন্য, যখন ওসিয়তকারির ওয়ারিসরা মওজুদ থাকে। যদি ওসিয়তকারির কোনো ওয়ারিসই না থাকে, না কোরআনে নির্ধারিত অংশবিশিষ্ট ওয়ারিস, না জবিল আরহাম তাহলে হানাফিদের মতে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশিও ওসিয়ত করা বৈধ। এমনকি সম্পূর্ণ মালের ওসিয়ত করাও দুরুস্ত আছে।[৮৭৪]

মাসরূক, শরিক, হাসান বসরি ও ইমাম আহমদ রহ.-এরও এটাই মাজহাব। অনুচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত الثلث كثير-এর তিনটি অর্থ হতে পারে।

১. এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়তের সে চূড়ান্ত পর্যায় যেটি বৈধ; বরং আফজাল হলো, তার চেয়ে কম করা।

২. এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত কিংবা এক-তৃতীয়াংশ সদকা করাও পূর্ণাঙ্গতম। অর্থাৎ, এর সওয়াব প্রচুর।

৩. এক-তৃতীয়াংশও বেশি, কম নয়।

এই তিনটি অর্থ হতে হানাফিগণ প্রথমটি, আর শাফেয়িগণ তৃতীয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৮৭৫]

ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা দ্বারা হানাফিদের অর্থের সমর্থন হয়।

তিনি বলেন,

لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال : الثلث، والثلث كثير[৮৭৬]

এ জন্যই হানাফিদের মতে এক-তৃতীয়াংশের কমে ওসিয়ত করা মুস্তাহাব। যেমন, আমরা কেবলমাত্র এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছি।

হারেস রহ. হজরত আলি রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এক-পঞ্চমাংশ ওসিয়ত করা আমার নিকট এক-চতুর্থাংশের ওসিয়ত করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় এবং এক-চতুর্থাংশের ওসিয়ত করা এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়ত অপেক্ষা আমার নিকট বেশি প্রিয়। ফলে তিনি কিছুই রেখে গেলেন না।

ওপরযুক্ত তিনটি আছরের জন্য দ্র., মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৯/৬৬-৬৭, নং ১৬৩৬৮, ১৬৩৬১ كتاب الوصايا، كم يوصي الرجل من ماله, ইবরাহিম বলেন, 'তাদের নিকট এক-ষষ্ঠমাংশ এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা আফজাল ছিলো।'

অনেকে ওশর তথা এক-দশমাংশ নির্ধারণ করেছেন। যেমন, হজরত উমর রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি দশ ভাগের এক ভাগ সম্পর্কে ওসিয়ত করো।

এই আছরের জন্য দ্র., সুনানে দারেমি : ২/২৯৪, নং ৩২০৫, ৩২০১, كتاب الوصايا باب الوصية بأقل من الثلث

আরেকটি বক্তব্য হলো, যার নিকট সম্পদ কম থাকবে এবং তার ওয়ারিসগণও বিদ্যমান থাকবে, তার জন্য উচিত হলো, ওসিয়ত না করা। -উমদাতুল কারি : ১৪/৩, كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث-সংকলক।

[৮৭২] দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার : ৬/৬৫১-৬৫২, ছাপা, এইচ এম সায়িদ কোম্পানি كتاب الوصايا-সংকলক।

[৮৭৩] শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ২/৩৯। কিতাবুল ওসিয়ত। -সংকলক।

[৮৭৪] দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার : ৬/৬৫২, كتاب الوصايا-সংকলক।

[৮৭৫] দ্র. তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ২/১০২, باب الوصية بالثلث-সংকলক।

[৮৭৬] সহিহ মুসলিম : ২/৪১, كتاب الوصية-সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَلْقِيْنِ الْمَرِيْضِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ.

অনুচ্ছেদ−৭ : মৃত্যুকালে রোগীকে তালকিন দেওয়া এবং তার জন্য দোয়া করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯২)

٩٧٨ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ".

৯৭৮। **অর্থ :** আবু সায়িদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যুশয্যায় শায়িত লোকদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, উম্মে সালামা, আয়েশা, জাবের এবং সু'দা মুররিয়্যা তথা তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা.-এর স্ত্রী হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবু সায়িদ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

(উম্মে সালামা রা.) বলেন, যখন আবু সালামার ইনতেকাল হলো, তখন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামার মৃত্যু হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি দোয়া করো, আল্লাহুম্মাগফিরলি....। তথা আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং আবু সালামাকেও ক্ষমা করো এবং তার পরিবর্তে আমাকে আফজাল বস্তু দান করো। উম্মে সালামা রা. বলেন, তখন আমি বললাম, তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিবর্তে তার চেয়ে আফজাল জিনিস আমাকে মিলিয়ে দিলেন তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।

٩٧٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ.

৯৭৯। **অর্থ :** উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, যখন তোমরা রুগ্ন ব্যক্তি কিংবা মৃত্যুশয্যায়িত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও, তখন ভালো কথা বলো, কারণ তোমরা যা বলো, ফেরেশতারা তার ওপর আমিন বলে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, শাকিক হলেন, ইবনে সালামা আবু ওয়াইল আসাদি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, উম্মে সালামা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

মৃত্যুর সময় মুমূর্ষ ব্যক্তিকে لا اله الا الله এর তালকিন দেওয়া মুস্তাহাব মনে করা হতো।

অনেক আলেম বলেছেন, যখন এটি একবার বলবে, তারপর যতোক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলবে, ততোক্ষণ তালকিন না করা উচিত এবং প্রচুর পরিমাণে তালকিন করা উচিত না।

আল্লামা ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, যখন তার ওফাত নিকটবর্তী হয়ে এলো, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন করতে শুরু করলো এবং অনেকবার তাঁকে এর তালকিন করলো। তখন আবদুল্লাহ তাকে বললেন, আমি যখন একবার তা বলবো, তখন অন্য কোনো কথা না বলা পর্যন্ত এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আবদুল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন, যার শেষ কালিমা لا اله الا الله হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দরসে তিরমিযী

عن[৮৭৭] أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

এখানে আছে মাসআলা দু'টি। একটি হলো, মৃত্যুর সামান্য আগে তালকিন দেওয়া। অন্যটি হলো, কবরের নিকটে তালকিন দেওয়া।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তালকিন দেওয়া প্রসংগে

কারো মধ্যে যখন মৃত্যুর প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে, তখন তাকে কালিমায়ে শাহাদাতের তালকিন করা মুস্তাহাব।[৮৭৮] এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এই অর্থই। কেনোনা, لقنوا موتاكم- لقنوا من قرب موت এর অর্থে ব্যবহৃত। যার পদ্ধতি এই হবে যে, তার নিকটে উপস্থিত লোকজন স্বজোরে কালিমায়ে শাহাদাৎ পড়বে। তাকে পড়ার নির্দেশ দিবে না। কেনোনা, এটি বড় কঠিন মুহূর্ত হয়ে থাকে। হুকুম দিলে আল্লাহ জানে তার মুখ হতে কি বের হয়ে যায়![৮৭৯]

তারপর যখন সে একবার কালিমা শরিফ পড়ে নিবে, তখন বার বার রীতিমত অব্যাহতভাবে কালিমা পড়তে থাকার চেষ্টা যেনো না করা হয়। কেনোনা, উদ্দেশ্য তো শুধু من كان لخر كلامه : لا إله إلا الله، دخل الجنة [৮৮০] এর ফজিলত যেনো সে লাভ করতে পারে। যখন লোকটি কালিমা পড়ে নিলো, তখন তো তার এই ফজিলত অর্জিত হয়ে গেলো। এজন্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।[৮৮১] অবশ্য যদি সে কালিমা পড়ার পর কোনো পার্থিব কথাবার্তা বলে ফেলে, তাহলে দ্বিতীয়বার তালকিন করা মুস্তাহাব।

---

[৮৭৭] সহিহ মুসলিম : ১/৩০০, كتاب الجنائز, সুনানে নাসায়ি : ১/২৫৮-২৫৯ كتاب الجنائز، باب تلقين الميت, সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৪৪, كتاب الجنائز، باب في التلقين, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০৪ ابواب ما جاء في الجنائز-সংকলক।

[৮৭৮] অনেকে বলেছেন, এটা ওয়াজিব। -কিনইয়াহ, নিহায়া শরহে তাহাবি সূত্রে বর্ণিত আছে। তাঁর ভাই-বন্ধুদের ওপর ওয়াজিব হলো, তাকে তালকিন করা। নহর গ্রন্থে বলেছেন, 'তবে এটি রূপকার্থে। কেনোনা, দিরায়া গ্রন্থে আছে এটি সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। সুতরাং সতর্ক হোন।' দ্র., দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতারসহ (১/৫৭০)। -সংকলক।

[৮৭৯] দুররে মুখতার রদ্দে মুহতারসহ (১/৫৭০-৫৭১) -সংকলক।

[৮৮০] এ হাদিসটি হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। -সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৪৪, -كتاب الجنائز باب في التلقين

ইবনে আবু হাতেম আবু জুরআ রহ. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যখন, তার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন লোকজন তাকে তালকিন করতে মনস্থ করলো এবং হজরত মু'আজ রা.-এর ওপরযুক্ত হাদিসের আলোচনা করতে শুরু করলো। ফলে আবু জুরআ রহ. তখন তাদেরকে হজরত মু'আজ রা. হতে বর্ণিত ওপরযুক্ত বর্ণনাটি স্বীয় সনদে বর্ণনা করলেন। হাদিস বর্ণনা করতে করতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত পড়ে শেষ করার পর তাঁর রূহ বেরিয়ে যায়। -ফতহুল মুলহিম : ২/৪৬৬ كتاب الجنائز، لو اثل। -সংকলক।

[৮৮১] যেমন, এই অনুচ্ছেদে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সম্পর্কে বর্ণিত আছে। যখন তার ওফাত নিকটবর্তী হয়ে এলো, তখন এক ব্যক্তি তাকে খুব বেশি পরিমাণ লাইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন দিতে লাগলো। তখন আবদুল্লাহ তাকে বললেন, তুমি যখন একবার বল, তখন আমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য কোনো কথা না বলি। -সংকলক।

কবরের পাশে তালকিন প্রসংগে

জাহেরি বর্ণনা অনুযায়ি হানাফিদের মতে কবরের পাশে তালকিন করা যাবে না।[৮৮২] ইমাম আহমদ রহ.-এর মাজহাবও এটাই বুঝা যায়। কেনোনা, তিনি বলেন, ما رأيت احدا فعل هذا الا اهل الشام [৮৮৩] তথা আমি শামবাসীদের ব্যতীত অন্য কাউকে এটা করতে দেখিনি। যেনো তাঁর মতে এ অনুচ্ছেদের হাদিস لقنوا موتاكم রূপকার্থে প্রযোজ্য। এর দ্বারা শুধু মুমূর্ষ ব্যক্তিকে তালকিন করা উদ্দেশ্য, কবরের পাশে তালকিন করা নয়। শরহে মুনইয়াতে এই বর্ণনাটিকে রূপকার্থে প্রয়োগ করা অধিকাংশের মত সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৮৮৪]

কিফায়া গ্রন্থের লেখক কবরের পাশে তালকিন না করার এই দলিল বর্ণনা করেছেন,

لا فائدة في التلقين بعد الموت لانه ان مات مؤمنا فلا حاجة اليه وان مات كافرا فلا يفيد التلقين [৮৮৫]

'মৃত্যুর পরে তালকিনে কোনো ফায়দা নেই। কেনোনা, লোকটি যদি মুমিন অবস্থায় মারা যায়, তবে এর প্রয়োজন নেই। আর যদি কাফের অবস্থায় মারা যায়, তবে তালকিন দ্বারা কোনো ফায়দা নেই।

শায়খ জাহিদ সাফফার রহ. لقنوا موتاكم কে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করে কবরের পাশে তালকিনকে আহলে সুন্নতের মাজহাব সাব্যস্ত করেছেন এবং তালকিন না করা মু'তাজিলার মাজহাব বলেছেন। কেনোনা, তালকিনের সুরতে মানতে হবে যে, কবরে আল্লাহ তা'আলা মৃতের রূহ ফিরিয়ে দেন। অথচ মু'তাজিলা রূহ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রবক্তা নয়।[৮৮৬] তাছাড়া জাওহারা গ্রন্থকারও কবরের পাশে তালকিনকে আহলে সুন্নতের মতে বিধিবদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন।[৮৮৭] শায়খ ইবনে হুমাম রহ.ও لقنوا موتاكم এর প্রকৃত অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে কবরের পাশে তালকিন বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।[৮৮৮]

কবরের পাশে তালকিনকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাফেয়ি মতাবলম্বীও মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা ইবনে সালাহ রহ.ও এটা পছন্দ করেছেন। মুসলিমের ব্যাখ্যাতা উব্বি রহ. বলেন, ولا يبعد حمل حديث الباب على التلقين بعد الدفن [৮৮৯] তথা দাফনের পর তালকিনের ক্ষেত্রে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি প্রয়োগ করাও অযৌক্তিক নয়।

---

[৮৮২] দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার : ১/৫৭১, باب صلاة الجنائز، مطلب في التلقين بعد الموت। এ স্থানে দুররে মুখতারে আছে, যদি কেউ অপরের নিকট তালকিন করে, তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না। শামিতে শরহে মুনইয়া সূত্রে দাফনের পর তালকিন হতে নিষেধ না করার এ কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, 'কারণ, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরং তাতে ফায়দা আছে। কেনোনা, হাদিস বা আছর অনুযায়ি মৃত ব্যক্তি জিকির দ্বারা অন্তরঙ্গতা ও প্রশান্তি লাভ করে। -সংকলক।

[৮৮৩] মুগনি ইবনে কুদামা : ২/৫০৬, فصل : فأما التلقين بعد الدفن-সংকলক।

[৮৮৪] রদ্দুল মুহতার : ১/৫৭১, مطلب في التلقين بعد الموت-সংকলক।

[৮৮৫] কিফায়া বি হামিশি ফাতহিল কাদির : ২/৬৮, باب الجنائز। -সংকলক।

[৮৮৬] রদ্দুল মুহতার : ১/৫৭১, مطلب في التلقين بعد الموت-সংকলক।

[৮৮৭] ফতহুল মুলহিম : ২/৪৬৬, كتاب الجنائز-সংকলক।

[৮৮৮] ফতহুল কাদির : ২/৬৮-৬৯, كتاب الجنائز -সংকলক।

[৮৮৯] ফতহুল মুলহিম : ২/৪৬৬, كتاب الجنائز -সংকলক।

কবরের পাশে যারা তালকিনের প্রবক্তা, তাদের একটি দলিল আবু উমামা রা.-এর হাদিস। সায়িদ ইবনে আবদুল্লাহ আজদি রহ. বলেন,

شهدت ابا امامة وهو فى النزع، فقال : اذا انا مت فاصنعوا بى كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : اذا مات احد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم احدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فانه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول : يا فلان ابن فلانة فانه يستوى قاعدا ثم يقول : يا فلان ابن فلانة فانه يقول ارشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا! عبده ورسوله، وانك رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما، فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا، ما نقعد عند من لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما، قال رجل، يا رسول الله، فان لم يعرف امه قال : فينسبه الى حواء، يا فلان ابن حواء.

'আবু উমামা রহ. এর জান বের হওয়ার সময় আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, আমার যখন মৃত্যু হয়, তখন আমার সংগে অনুরূপ আচরণ করো, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি বললেন, যখন তোমাদের কোনো ভাই মারা যায়, তারপর তোমরা তার কবরে মাটি ঠিক করে দাও, তবে তোমাদের কেউ যেনো কবরের মাথার দিকে দাঁড়ায়, তারপর বলে, হে অমুকের সন্তান, অমুক রমণীর সন্তান অমুক! তখন সে সোজা হয়ে বসে। তারপর বলে, হে অমুক রমণীর সন্তান, অমুক। তারপর সে বলে, আমাকে তোমরা সঠিক দিক-নির্দেশনা দাও। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। তবে তোমরা তা বুঝতে পারো না। ফলে তখন যেনো সে বলে, তুমি দুনিয়ার হতে যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেরিয়ে এসেছো, তা স্মরণ করো। একথার সাক্ষ্য প্রদান করো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তুমি আল্লাহর প্রতি রব হিসাবে, ইসলামের প্রতি দীন হিসাবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নবী হিসাবে, কোরআনের প্রতি ইমাম বা চালক হিসাবে সন্তুষ্ট হয়েছো। তখন মুনকার ও নকির প্রত্যেকেই একজন অপরজনের হস্তধারণ করে এবং বলে আমাদের সংগে চলো। আমরা এমন লোকের নিকট বসবো না, যাকে তার দলিল তালকিন দেওয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে, তার পক্ষে জেরাকারি হয়ে যান। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি লোকটি তার মাকে না চিনে? তিনি বললেন, তাহলে সে হাওয়া আ.-এর দিকে নিজেকে সম্বোধন করে বলবে, হে হাওয়ার অমুক সন্তান।'

তবে মাজমাউজ জাওয়াইদে[৮৯০] হাইছামি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

''رواه الطبراني الكبير، وفي اسناده جماعة اعرفهم''

'এ হাদিসটি তাবারানি কবিরে বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদে একদল লোক আছেন, যাদেরকে আমি চিনি না।' অবশ্য ইবনে হাজার রহ. এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, واسناده صالح، وقد قواه الضياء في احكامه،

---

[৮৯০] (৩/৪৫ كتاب الجنائز، باب تلقين الميت بعد دفنه)। -সংকলক।

واخرجه عبد العزيز في الشافي[৮৯১] -এর সনদ সহিহ। জিয়া রহ. তার আহকামে এ হাদিসটি শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। এটি আবদুল আজিজ রহ. শাফিতে বর্ণনা করেছেন।

নববি রহ. বলেন,[৮৯২] আবু উমামা রা.-এর বর্ণনাটি সনদগতভাবে যদিও জয়িফ কিন্তু মুহাদ্দিসিন এই ব্যাপারে একমত যে, ফাজায়েল ও তারগিব ও তারহিবের ব্যাপারে প্রচুর অবকাশ দেওয়া হয় এবং তা দ্বারা কার্যোদ্ধার করা হয়। বিশেষত যখন এই বর্ণনার শাহেদও বিদ্যমান আছে। যেমন, কবরে সুদৃঢ় রাখার হাদিস[৮৯৩] এবং হজরত আমর ইবনে আস রা. এর ওসিয়ত সংক্রান্ত হাদিস[৮৯৪]। যে দুটো হাদিসের সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে বিশুদ্ধ।[৮৯৫]

ইলাউস সুনান গ্রন্থকার আল্লামা জাফর আহমদ উসমানি রহ. হানাফি এবং অধিকাংশের মাজহাব অনুযায়ি لقنوا موتاكم কে রূপকার্থে প্রয়োগ করেছেন।

অর্থাৎ, এটাকে لقنوا من قرب موته এর অর্থে গ্রহণ করেছেন। এই রূপকার্থের ওপর এই দলিল বর্ণনা করেছেন যে, সহিহ ইবনে হাব্বানে من كان اخر كلامه : لا اله لا الله، دخل الجنة[৮৯৬] বর্ধিত অংশ সহকারে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। যাতে রূপকার্থ সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

বাকি আছে, দাফনের পর তালকিনের বিষয়টি। এটাকে উসমানি রহ. সত্তাগতভাবে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন। কেনোনা, আবু উমামা রা.-এর বর্ণনায় যে, فليقم احدكم على رأس قبره ثم ليقل.... শব্দ এসেছে, সেটি কমপক্ষে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। তবে পরবর্তীতে তিনি বলেন, যেহেতু দাফনের তালকিন করা আজকাল রাফেজিদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এটাকে বর্জন করেছেন, এজন্য এখন তালকিন করা যাবে না। কেনোনা, তাতে অপবাদের আশংকা আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৮৯১] দ্র. আত তালখিসুল হাবির : ২/১৩৬, নং ৭৯৬ كتاب الجنائز-সংকলক।

[৮৯২] দ্র. আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ৫/২৭২। -সংকলক।

[৮৯৩] এ হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ উসমান ইবনে আফফান রা. হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃতের দাফন হতে অবসর হতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন। তারপর বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য সুদৃঢ় থাকার দরখাস্ত করো। কেনোনা, এখনই তাকে জিজ্ঞেস করা হবে (২/৪৫৯, كتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)। -সংকলক।

[৮৯৪] যাতে তিনি বলেন, যখন আমি মারা যাই তখন যেনো আমার সংগে কোনো বিলাপকারিণী এবং আগুন না যায়। তারপর যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে তখন আমার ওপর ঠিক করে মাটি দাও। তারপর তোমরা আমার কবরের পাশে ততোক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো যতোক্ষণে উটনি কোরবানি করে এর গোশত বন্টন করা যায়। যাতে আমি তোমাদের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করতে পারি এবং দেখতে পারি আমি আমার পরওয়ারদিগারের বাহকদেরকে কি জবাব দিই। -সহিহ মুসলিম : ১/৭৬, كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذالحج والهجرة-সংকলক।

[৮৯৫] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ বর্ণনার আরো অনেক শাহেদ উল্লেখ করেছেন। দ্র., আত-তালখিসুল হাবির : ২/১৩৬। -সংকলক।

[৮৯৬] কানজুল উম্মালে এ হাদিসটি সহিহ ইবনে হাব্বান সূত্রে নিম্নেযুক্ত বর্ণিত হয়েছে لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه (২০/৯৯, নং ৪৮৭)। -সংকলক।

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اتقوا مواضع التهم [৮৯৭] তথা অপবাদের ক্ষেত্রগুলো হতে বেঁচে থাকো। এই বর্ণনাটি যদিও জয়িফ, কিন্তু সমর্থনের জন্য সর্বাবস্থায় পেশ করা যায়। তারপর যদি কোনো স্থানে তোহমতের আশঙ্কা না হয়, তাহলে দাফনের পর এখনও তালকিন করা মুস্তাহাব হবে।[৮৯৮]

দাফনের পর তালকিনের সংগে এসব আলোচনা সংশ্লিষ্ট। দাফনের পর কবরের নিকট কিছুক্ষণ অবস্থান করা মাইয়্যিতের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা এবং কোরআন শরিফ পড়ে সওয়াব পৌঁছানোর যে বিষয়টি, এ সম্পর্কে আমরা বলবো যে, এগুলো সব মুস্তাহাব।[৮৯৯] তাছাড়া কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াতগুলো واولئك هم المفلحون পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষ আয়াত آمن الرسول হতে শেষ পর্যন্ত পড়া মুস্তাহাব।[৯০০]

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ عِنْدَ الْمَوْتِ.

অনুচ্ছেদ–৮ : মৃত্যুকালে প্রচণ্ড কষ্ট অনুভব প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯২)

٩٨٠ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْسَكَرَاتِ الْمَوْتِ".

৯৮০। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখেছি, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁর নিকট ছিলো একটি পানির পেয়ালা। তিনি পেয়ালায় নিজে হাত ঢুকিয়ে তারপর সে পানি দ্বারা চেহারায় মুছছেন। তারপর বলছেন, اللهم اعني على غمرات الموت او سكرات الموت তথা আয় আল্লাহ! আমাকে আমার মৃত্যুর কঠিন পরিস্থিতিতে এবং মৃত্যুকষ্টের সময় সাহায্য করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

٩٨١ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

৯৮১। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের কষ্ট দেখার পর কারো মৃত্যু সহজ হওয়ার কারণে আমি কারো প্রতি ঈর্ষান্বিত হই না।

---

[৮৯৭] তারিখে বোখারি, কুনজুল হাকাইক-মানাবি, জামিউস সগির-সুয়ুতির টীকা : ১/৭। -সংকলক।

[৮৯৮] দ্র. ই'লাউস সুনান : ৮/১৭৪, باب ما يلقن المحتضر الخ -সংকলক।

[৮৯৯] দ্র. ফাতাওয়া আলমগিরিতে : ১/১৬৬, الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن ফাতাওয়া আলমগিরিতে লেখা আছে, কবরের নিকট কোরআন শরিফ পাঠ করা ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে মাকরূহ হবে না। আমাদের মাশায়িখে কেরাম তাঁর মাজহাবই গ্রহণ করেছেন। তবে এর দ্বারা কি মৃতব্যক্তি উপকৃত হবে? পছন্দনীয় উক্তি হলো, এর দ্বারা (মৃত ব্যক্তি) উপকৃত হবে। -সংকলক।

[৯০০] মা'আরিফুস হাদিস : ৩/৪৮৫, দাফনের পদ্ধতি এবং এর আদাব। বায়হাকি ও'আবুল ঈমান ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি সম্পর্কে আমি আবু জুরআ রহ.কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁকে বলেছিলাম, আবদুর রহমান ইবনে আ'লা কে? জবাবে তিনি বললেন, তিনি হলেন, 'আলা ইবনুল লাজলাজ। শুধু এ সূত্রেই তার পরিচিতি।

٩٨٢– عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تُخْرَجُ رَشْحًا وَلَا أُحِبُّ مَوْتًا كَمَوْتِ الْحِمَارِ قِيْلَ : وَمَا مَوْتُ الْحِمَارِ؟ قَالَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ

৯৮২। **অর্থ :** আলকামা বলেন, আবদুল্লাহ রা.কে আমি বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ঈমানদার ব্যক্তির আত্মা ঘর্মাক্ত হয়ে বের হয়। আর আমি গাধার মৃত্যুর মতো মৃত্যু পছন্দ করি না। কেউ জিজ্ঞেস করলো, গাধার মৃত্যু কি? জবাবে তিনি বললেন, হঠাৎ মৃত্যু।

দরসে তিরমিযী

عن[৯০১] عائشة قالت : ما اغبط احدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم''

অনেক[৯০২] বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মুমিনের আত্মা বেরিয়ে যায় খুব সহজে। এমনভাবে এক ধরনের পরস্পর বিরোধ হয়ে যায়। এর জবাব হলো, মুমিন রোগের প্রচণ্ডতার শিকার হয়। তবে তার রূহ সহজে বের হয়ে যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে ছিলো রোগের প্রচণ্ডতা, মৃত্যুর কষ্ট নয়।

بَابُ بِلَاتَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–৯ (মতন পৃ. ১৯২)

٩٨٣ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَيَجِدَ اللهُ فِيْ أَوَّلِ الصَّحِيْفَةِ وَفِيْ آخِرِ الصَّحِيْفَةِ خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى : أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيْفَةِ

৯৮৩। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে কিংবা দিনে যা কিছু সংরক্ষণ করে, তত্ত্বাবধায়ক যে কোনো দু'জন ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তা নিয়ে

---

[৯০১] সুনানে নাসায়ি : ১/২৫৯, كتاب الجنائز – باب شدة الموت -সংকলক।

[৯০২] যেমন, মুসনাদে আহমদে হজরত বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত একটি মারফু' হাদিসে আছে। 'তারপর মালাকুল মউত এসে তার শিয়রের পাশে বসেন। তখন তিনি বলেন, হে পবিত্র আত্মা! তুমি আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। তিনি বলেন, তারপর আত্মাটি এমনভাবে বেরিয়ে আসে যেমন, মশক হতে পানির ফোঁটা প্রবাহিত হয়। তারপর মালাকুল মউত সেটিকে ধারণ করেন।' এই বর্ণনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা সা'আতি রহ. বলেন, তার উদ্দেশ্য হলো, তার আত্মা এতো সহজে বেরিয়ে যায় যেরূপ কলসী বা মশকের মুখ হতে পানির ফোঁটা সহজে বেরিয়ে পড়ে। দ্র., ত আল-ফাতহুর রাব্বানি লি তারতিবি মুসনাদিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আশ শায়বানি এর শরাহ বুলুগুল আমানি সহকারে (৭/৭৪, باب ما يراه المحتضر الخ), নং ৫৩। -সংকলক।

উঠে, তারপর আল্লাহ তা'আলা আমলনামার প্রথমে এবং শেষে কল্যাণ দেখতে পান, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের সাক্ষী বানাচ্ছি, আমি আমার বান্দার আমলনামার দু'পাশের মধ্যবর্তী (অপরাধ) মাফ করে দিলাম।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ[৯০৩]

অনুচ্ছেদ-১০ : মুমিন কপালের ঘাম সহকারে মারা যায় (মতন পৃ. ১৯২)

٩٨٤ – عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : "اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ".

৯৮৪। **অর্থ :** বুরায়দা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি কপালে ঘর্মাক্ত অবস্থায় ইনতেকাল করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা হতে কাতাদার শ্রবণের কথা জানিনা।

দরসে তিরমিযী

عن عبد الله بن بريدة عن ابيه[৯০৪] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المؤمن يموت بعرق الجبين)

ওলামায়ে কেরামের মাঝে এই হাদিসের অর্থ সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। ১. কপালের ঘাম দ্বারা ইঙ্গিত হলো, সে কষ্ট যা একজন মুমিন হালাল রিজিক অন্বেষণের জন্য করে থাকে। আর হাদিসের অর্থ হলো, মুমিন সারা জীবন হালাল রিজিক উপার্জনের চেষ্টা করে। এ অবস্থায় তার মৃত্যু আসে। তাছাড়া ইবাদতের জন্য তার স্থায়ী চেষ্টার দিকেও এর দ্বারা ইঙ্গিত আছে। ২. মৃত্যুর সময় নিজের গোনাহ এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সম্মান দেখে বান্দার ওপর যে লাজুক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার কারণে সে ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। ৩. মুমিন বান্দার গোনাহসমূহ খতম করা এবং তার দরজা বুলন্দ করার জন্য তার সংগে রূহ কবজ করার কঠোর আচরণ করা হয়। ৪. কপালের ঘাম ঈমানদারি মৃত্যুর আলামত। যুক্তি দ্বারা এর কারণ যদিও বুঝা যায় না।[৯০৫]

---

[৯০৩] আহমদ শাকিরের মিসরি কপিতে এই অনুচ্ছেদের ওপর এই শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে। দ্র., (৩/৩১০, কিতাবুল জানাইজ, অনুচ্ছেদ ১০)। তবে আমাদের নিকট ভারত ও পাকিস্তানের যেসব কপি আছে, সেগুলোতে এ অনুচ্ছেদের ওপর কোনো শিরোনাম কায়েম করা হয়নি। -সংকলক।

[৯০৪] সুনানে নাসায়ি : ১/২৫৯, كتاب الجنائز، باب علامة موت المؤمن, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০৫ ابواب الجنائز، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع -সংকলক।

[৯০৫] ওপরযুক্ত সমস্ত মাজহাবের জন্য দ্র., জাহরুর রুবা-সুয়ুতি ও হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানিন নাসায়ি : ১/২৬৯, كتاب الجنائز . باب علامة موت المؤمن, ইনজাহুল হাজাহ আলা সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০৫ أبواب الجنائز، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع। -সংকলক।

بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–১১ (মতন পৃ. ১৯২)

٩٨٥ – عَنْ أَنَسٍ : "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِـدُكَ؟ قَالَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَرْجُوْ اللهَ وَإِنِّيْ أَخَافُ ذُنُوْبِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صـلى الله عليـه وسـلم : لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هٰذَا الْمَوَاطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوْ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ".

৯৮৫। **অর্থ :** হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, এক যুবকের নিকট মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করে বললেন, তুমি তোমাকে কিরূপ অবস্থায় পাচ্ছো? যুবকটি জবাব দিলো আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর (রহমতের) আশা করছি এবং আশঙ্কা করছি আমার গোনাহগুলোর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দুটি বিষয় যে কোনো বান্দার অন্তরে তখন একত্রিত হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই দান করবেন যা সে আশা করে, এবং যা সে ভয় করে তা হতে নিরাপদ রাখবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। আর অনেকে এ হাদিসটি সাবেত সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল আকারে বর্ণনা করেছেন।

এ থেকে বুঝা গেলো, ভয় এবং আশা উভয়টি উদ্দিষ্ট। হজরত উমর রা. সম্পর্কে ইহইয়াউল উলূমে[১০৬] বর্ণিত আছে যে, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাশরের ময়দানে এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, জান্নাতে শুধু একজন মানুষ ব্যতীত কেউ যাবে না, তাহলে আমার এই আশা হবে যে, বাস্তবে সেই ব্যক্তি আমিই হবো। আর যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, জাহান্নামে শুধু এক ব্যতীত আর কেউ যাবে না, তবে আমার এই ভয় হবে যে, সেই ব্যক্তি আমিই হবো। সম্ভবত এই কারণে যে, কোরআনে কারিমে যেখানেই জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা এসেছে, সেখানে তা ভিন্নভাবে আসেনি। বরং দুটির আলোচনা একসঙ্গে এসেছে। যাতে ভয় এবং আশা উভয়টি আবশ্যক বলে বুঝা যায়। ইমাম গাজালি রহ. বলেন, মৃত্যুর কাছাকাছি সময় আশার প্রবলতা সঙ্গত। কেনোনা, এর ফলে মহব্বত সৃষ্টি হয়। আর এর পূর্বে ভীতির প্রবলতা সমীচীন। কেনোনা, এর ফলে আগুন নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং অন্তর হতে দুনিয়ার ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়।[১০৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ.

অনুচ্ছেদ–১২ : মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯২)

٩٨٦ – عَنْ عَبْدِ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ.

---

[১০৬] (8/১৬৫, كتاب للخوف وللرجاء، باب بيان لن الافضل هو غلبة الخوف أو غلبة للرجاء لو اعتدالهما)। -সংকলক।

[১০৭] ইহইয়াউল উলূম : 8/১৬৬, كتاب الخوف و الرجاء، باب بيان لن الأفضل هو غلبة الخوف لو غلبة الرجاء لو اعتدالهما। -সংকলক।

৯৮৬। অর্থ : আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হতে বেঁচে থাকবে। কেনোনা, মৃত্যু সংবাদ প্রচার জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ড।

হজরত আবদুল্লাহ বলেছেন, মৃত্যু সংবাদ প্রচার হলো, মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া। এ অনুচ্ছেদে হুজায়ফা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

٩٨٧ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ)

৯৮৭। সায়িদ... আবদুল্লাহ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এমন বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আমাকে এটি মারফু' রূপে বর্ণনা করেননি এবং তাতে উচ্চৈঃস্বরে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ রা.-এর হাদিসটি حسن غريب।

অনেক আলেম মৃত্যু সংবাদ প্রচার মাকরূহ বলেছেন। তাঁদের মতে মৃত্যু সংবাদ প্রচারের অর্থ হলো, লোকজনের মাঝে একথা ঘোষণা দিয়ে দেওয়া যে, অমুক মারা গেছে। যাতে তারা তার জানাজার উপস্থিত হয়। আর অনেক আলেম বলেছেন, তাঁরা তার আত্মীয়-স্বজন ও ভাই-বোনদের জানানোতে কোনো অসুবিধা মনে করেন না। ইবরাহিম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার আত্মীয়-স্বজনকে মৃত্যু সংবাদ জানানোতে কোনো সমস্যা নেই।

দরসে তিরমিযী

عن[৯০৮] عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والنعي فان النعي من عمل الجاهليه''

অভিধানে نعي বলা হয় মৃত্যুর সংবাদকে।[৯০৯] এখানে نعي দ্বারা উদ্দেশ্য জাহেলি আমলের শোক। যার পন্থা এই হতো যে, আরবে যখন কোনো বড় লোক মরে যেতো কিংবা নিহত হতো, তখন তারা কোনো ব্যক্তিকে ঘোড়ার ওপর আরোহণ করিয়ে বিভিন্ন গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দিতো, যারা কান্নাকাটি করতো এবং বলতে থাকতো نعاء فلانا[৯১০] এর অর্থ হলো, তার ওফাতের খবর প্রকাশ করো। তাছাড়া আরবরা স্বীয় কোনো বড় মনীষীর মৃত্যুর ফলে যখন বিলাপকারিণীদেরকে নিজেদের বাড়িতে অবস্থান করাতো তখন তারা বিলাপের সংগে

---

[৯০৮] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি বলেছেন, এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। (সুনানে তিরমিযী : ৩/৩১২)। -সংকলক।

[৯০৯] نعي الناعي الميت نعيا: -কারো মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে। মৃত হলো منعي যে মরে গেছে। -আল-মাগরিব : ২/৩১৪। -সংকলক।

[৯১০] তাছাড়া বলা হতো, يا نعاء العرب যার অর্থ এই হতো, হে অমুক তুমি আরবকে অমুকের মৃত্যু সংবাদ দাও। কিংবা يا نعا يا فلان يا نعيان العرب بموت فلان يا نعيان العرب هؤلاء انعوا العرب শব্দও এসেছে। তখন نعيان –ناعي এর বহুবচন হবে। এমনভাবে يا نعايا العرب এবং বলা হতো। দ্র., লিসানুল আরব : ১৫/৩৩৪। -সংকলক।

সংগে মৃত্যু সংবাদের কাজও সম্পাদন করতো। প্রতিটি নতুন আগন্তুক ব্যক্তিকে কান্নাকাটি করে এই লোকের মৃত্যু সংবাদ দিতো। বর্ণনাসমূহে[৯১১] যে মৃত্যু সংবাদের নিষেধাজ্ঞা এসেছে, এটি ওপরযুক্ত জাহেলি আমলের মৃত্যু সংবাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বাকি আছে, সাধারণ মৃত্যু সংবাদ। অর্থাৎ, মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও ইষ্টি-কুটুমকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার যে বিষয়টি এতে কোনো সমস্যা নেই। কেনোনা, এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে[৯১২]।[৯১৩]

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى

অনুচ্ছেদ–১৩ : বিপদের প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৩)

৯৮৯ –عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ اَلصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى قال أبو عيسى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

৯৮৯। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধৈর্য (ধারণ করতে হয়) বিপদের শুরুর দিক দিয়েই।

---

[৯১১] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত উক্ত হাদিস এবং হজরত হুজায়ফা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। -সংকলক।

[৯১২] যে সমস্ত বর্ণনায় মৃত্যু সংবাদ প্রমাণিত আছে, সেগুলো সাধারণ সংবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন, হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশির মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলেন সেদিন– যেদিন তার ইনতেকাল হয়েছিলো এবং তিনি ময়দানে বেরিয়ে এসে লোকজনকে নিয়ে কাতারবন্দি হয়ে চারটি তাকবির দিলেন।

আর মাউতার যুদ্ধে হজরত জায়দ ইবনে হারেসা রা. প্রমুখের শাহাদতের সংবাদ প্রদান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেই প্রমাণিত আছে। তাতেও সাধারণ সংবাদ প্রদানই করা হয়েছে, জাহেলিয়াতের মৃত্যু সংবাদ নয়। এজন্য হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জায়দ ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। তারপর তাকে শহিদ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর এ ঝাণ্ডা নিয়েছে জাফর। তারপর তাকে শহিদ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর এ ঝাণ্ডা নিয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তাকেও শহিদ করে দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলো। তারপর এই ঝাণ্ডা হাতে নিলো খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. নির্দেশ ব্যতীত। তাকে বিজয় দান করা হয়েছে।

ওপরযুক্ত দুটি বর্ণনার জন্য দ্র., সহিহ বোখারি : ১/১৬৭, كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه

এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করতে যেতেন। লোকটি ইনতেকাল করলো। তার ওফাত রাতে হওয়ার কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাকে রাতেই দাফন করে ফেললেন। সকাল হলে তাঁরা তাঁকে সংবাদ দিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেনো? এর জন্য প্রতিবন্ধক কি ছিলো? -সহিহ বোখারি : ১/১৬৭, باب الإذن بالجنازة-সংকলক।

[৯১৩] দ্র., উমদাতুল কারি : ৮/১৯-২০, باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه

মৃত্যু সংবাদ সংক্রান্ত আলোচনার সারনির্যাস হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইবনে আরাবি রহ. বলেছেন, হাদিসের সমষ্টি হতে তিনটি অবস্থা উৎসারণ করা যায়। ১. পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও নেককারদেরকে অবহিত করা। এটা সুন্নত। ২. দাওয়াত দেওয়া, গর্ব-অহংকারের জন্য। এটা মাকরূহ। ৩. অন্য কোনো প্রকারে জানান দেওয়া। যেমন, বিলাপ করা, হায়-মাতম করা ইত্যাদি। এটা হারাম। দ্র., ফতহুল বারি : ৩/৯৩, باب الرجل ينعى الخ-সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবূ ঈসা রহ. বলেছেন, হাদিসটি এ সূত্রে غريب।

٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى

৯৯০। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ... আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, হুজুরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবর বিপদের শুরুতে (করতে হয়)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবূ ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن[১১৪] انس رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر في الصدمة الاولى''

সবরের আসল ফজিলত বিপদের শুরু দিকে। কেনোনা, কালো অতিক্রম করলে মানুষের সবর এসেই যায়, তা ধর্তব্য নয়। এখানে মুসিবতের সময় সবরের হাকিকত বুঝাও আবশ্যক। কেনোনা, অনেক সময় মানুষ এ ব্যাপারে ভুল বিভ্রান্তিরও শিকার হয়ে থাকে। এমন অনেক বিষয়কে সবরের বিপরীত মনে করে, যেগুলো মূলত সবরের বিপরীত।

দুটি জিনিস আবশ্যক। ১. আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। ২. ঐচ্ছিকভাবে পেরেশানি ও অস্থিরতা হতে দূরে থাকা। আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকার পন্থা হলো, একথা গভীরভাবে চিন্তা করা যে, আল্লাহ তা'আলা শাসকও বিচারকও। তাঁর শাসক হওয়ার দাবী হলো, তাঁর প্রতিটি ফয়সালা আমাদের বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া। আর তাঁর বিচারক হওয়ার দাবি হলো, তাঁর কোনো কাজ হিকমতশূন্য না হওয়া। সারকথা, আল্লাহ তা'আলা যে ফয়সালা করেছেন, তার পূর্ণ এখতিয়ার তাতে আছে। এর পরিণতিতে আমাদের যেসব কষ্ট ও পেরেশানি ভোগ করতে হয়েছে, সেগুলো যদিও আমাদের জন্য অপছন্দনীয়; কিন্তু তাঁর হিকমতের দাবি অনুযায়ি এতে নিশ্চয় আমাদের জন্য কল্যাণ হবে।

সবরের জন্য দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে অস্থিরতা হতে পরহেজ করা। মনের কষ্ট-তাকলিফ সবরের বিপরীত নয়। الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون - اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون[১১৫] দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায়। কেনোনা, এতে অন্তরের অবস্থা হতে দৃষ্টি ফেরালেও শুধু انا لله وانا اليه راجعون বললে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাত ও রহমতের প্রতিশ্রুতি আছে। এমনভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কান্নাকাটি করাও সবরের বিপরীত নয়। চাই সশব্দে হোক বা নিঃশব্দে। অনেক বুজুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তাদের নিকট নিজ সন্তানের মৃত্যু সংবাদ এসেছে তখন তিনি বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ! তখন তিনি বিলকুল কান্নাকাটি করেননি। অনেকে মনে করেন যে, এটা হলো, সবরের উচ্চ স্ত

---

[১১৪] সহিহ বোখারি : ১/৭১, كتاب الجنائز، باب زيارة القبور, সহিহ মুসলিম : ১/৩০১-৩০২ كتاب الجنائز، فصل الصبر عند الصدمة الأولى। -সংকলক।

[১১৫] সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭, পারা-২। -সংকলক।

র। তবে বাস্তবতা হয়, এটা হালের প্রবলতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা না হলে আমাদের জন্য لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة[৯১৬] এর ওপর আমল করতে গিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতই অনুসরণযোগ্য। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হজরত আনাস রা. বলেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদা হজরত ইবরাহিম রা. এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. তখন বললেন,

وانت يا رسول الله؟ فقال : يا ابن عوف! انها رحمة، ثم اتبعها باخرى، فقال : ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الاما يرضى ربنا، وانا بفراقك يا ابراهيم! لمحزونون[৯১৭]" والله اعلم

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও (কাঁদেন)? তারপর তিনি বললেন, ইবনে আওফ! এটা দয়া। তারপর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, জবাবে তিনি বললেন, নিশ্চয় চোখ অশ্রু ঝরায় (প্রবাহিত করে)। অন্তরও উদ্বিগ্ন হয়। আর আমরা আমাদের প্রভু যার ওপর সন্তুষ্ট শুধু তাই বলি। হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা বিষণ্ণ।'

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : মৃতকে চুম্বন করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৩)

٩٩١ - عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِيْ اَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

৯৯১। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উসমান ইবনে মাজউন রা.-এর ইনতেকালের পর তাঁকে চুম্বন করেছেন কান্না অবস্থায়। কিংবা তিনি বললেন, তাঁর দু'চোখ তখন অশ্রু প্রবাহিত করছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আব্বাস, জাবের ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন, হজরত আবু বকর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁকে চুম্বন করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

وَعَنْ[৯১৮] عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، وَهُوَ يَبْكِيْ اَوْ قَالَ : عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ"

---

[৯১৬] সূরা আহজাব : ২১, পারা-২১। -সংকলক।

[৯১৭] দেখুন, সহিহ বোখারি : ১/১৭৪, كتاب الجنائز باب قول النبي صلي الله عليه وسلم- : إنا بك لمحزونون-সংকলক।

[৯১৮] সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৫১, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০৫, أبواب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت-সংকলক।

এতে বুঝা গেলো, মৃতকে চুম্বন করা বৈধ। এ কারণে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হতে প্রমাণিত আছে। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁকে চুমু দিয়েছেন।[৯১৯]

উসমান ইবনে মাজঊন রা. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারি ছিলেন। তিনি ছিলেন হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই[৯২০]। এটি একটি বিশেষ মর্যাদা ছিলো। তিনি প্রথম দিকের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। ১৩ জনের পর তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। মদিনায় হিজরতের আগে হাবশায় হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মুহাজিরগণের মধ্যে তিনিই প্রথম সাহাবি, যিনি হিজরতের পর সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরিতে মদিনায় ইনতেকাল করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সাহাবি যাঁকে জান্নাতুল বাকি'তে দাফন করা হয়েছে। তিনি শরাব হারাম হওয়ার হুকুম নাজিল হওয়ার আগেই শরাব হারাম করে নিয়েছিলেন নিজের ওপর।

তিনি বলেন, لا اشرب شرابا يذهب عقلي، ويضحك بي من هو ادنى مني 'আমি এমন শরাব পান করবো না- যা আমার আকল, বিবেক খতম করে দেয়। আর যার ফলে আমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোক আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।' নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদা ইবরাহিমের যখন ওফাত হয়, তখন তিনি বললেন, الحق بالسلف الصالح عثمان بن مظعون[৯২১]

'তুমি মিলিত হও তোমার পূর্ববর্তী নেককার ব্যক্তিত্ব উসমান ইবনে মাজঊন রা.-এর সংগে ।'

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ–১৫ : মৃতের গোসল প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৩)

৯৯২ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا بِهِ.

৯৯২। **অর্থ** : উম্মে আতিয়্যা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যার মৃত্যু হলে তিনি বললেন, তাকে বেজোড় তথা তিন কিংবা পাঁচ কিংবা তার চেয়ে অধিকবার তোমরা সঙ্গত মনে করলে গোসল দাও। তাকে গোসল দাও পানি ও বরই পাতা দ্বারা। সর্বশেষে তোমরা তাকে কাফুর দাও, কিংবা কাফুরের কিছু অংশ। যখন তোমরা গোসল হতে অবসর হও তখন আমাকে সংবাদ দিও। যখন আমরা অবসর হয়ে তাঁকে জানালাম, তখন তিনি আমাদের দিকে তাঁর কোমরবন্দ নিক্ষেপ করে বললেন, এটা লাগিয়ে দাও তার শরিরের সংগে ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হুসাইন বলেছেন, এদের ব্যতীত অন্যদের হাদিসে আছে, আমি জানি না, হিশাম তাদের শামিল। উম্মে আতিয়্যা রা. বলেন, 'এবং আমরা তার চুলগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে বেনি বেঁধে দিয়েছি।' হুসাইন বলেন,

---

[৯১৯] সহিহ বোখারি : ২/৬৪০, كتاب المغازي، باب مرض النبي صلي الله عليه وسلم ووفاته-সংকলক।

[৯২০] বজলুল মাজহুদ : ১৪/১৩০, باب في تقبيل الميت-সংকলক।

[৯২১] দ্র., উসদুল গাবা-ইবনুল আছির : ৩/৩৮৫-৩৮৭, এবং আল-ইসাবা- (৪/২২৫)। -সংকলক।

আমার ধারণা বর্ণনাকারি বলেছেন, তারপর লোকজনের কোমরবন্দটি তার পেছনে রেখে দিয়েছি। হুসাইন বলেন, তারপর লোকজনের মধ্য হতে খালেদ আমাদেরকে হাফসা ও মুহাম্মদ সূত্রে উম্মে আতিয়্যা হতে বর্ণিত হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তার ডানদিক ও ওজুর স্থানগুলো হতে শুরু করবে। এ অনুচ্ছেদে হজরত উম্মে সুলায়ম রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা বলেছেন, উম্মে আতিয়্যা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

ইবরাহিম নাখয়ি হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মৃতের গোসল জানাবাত তথা অপবিত্র অবস্থায় (ফরজ) গোসলের মতো।

মালেক ইবনে আনাস বলেছেন, মৃতের গোসলের জন্য আমাদের মতে কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। এর কোনো জানা ধরণও নেই। তবে তাকে পাক-পবিত্র করা হবে।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, মালেক রহ. ইজমালি মন্তব্য করেছেন যে, তাকে গোসল দেওয়া হবে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে। মৃতকে পরিষ্কার পানি দিয়ে কিংবা অন্য কোনো পানি দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলে, গোসল না দিলে চলবে। তবে আমার মতে, তিন বা ততোধিকবার গোসল দেওয়া এবং তিনের কম না করা অধিক পছন্দনীয়। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাকে তোমরা তিন কিংবা পাঁচবার গোসল দাও। আর যদি তিনবারের কম দ্বারাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে তাও যথেষ্ট হবে। তিনি এ মত পোষণ করেন না যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী তিন বা পাঁচবার পরিচ্ছন্ন করার অর্থে ব্যবহৃত, এর জন্য কোনো সময় নির্ধারিত করেননি। ফুকাহায়ে কেরাম অনুরূপ বলেছেন। তাঁরা হাদিসের অর্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, মৃতকে গোসল দিবে পানি এবং বরই পাতা দিয়ে সর্বশেষে থাকবে কাফুরের কিছু ভাগ।

দরসে তিরমিযী

عن[৯২২] ام عطية قال : توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم

احدى بنات (কোনো এক কন্যা) দ্বারা কোনো কন্যা উদ্দেশ্য? এক বক্তব্য মতে, তিনি রোকায়য়া রা.। দ্বিতীয় বক্তব্য মতে, উম্মে কুলসুম রা. উদ্দেশ্য। তবে প্রধান হলো, আবুল আ'স ইবনে রবি' এর স্ত্রী হজরত জায়নাব রা. উদ্দেশ্য।[৯২৩] যিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় কন্যা ছিলেন।[৯২৪]

---

[৯২২] সহিহ বোখারি : ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯ كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر، باب ما يستحب أن يغسل وترا، باب يبدأ بميا من الميت، باب مواضع الوضوء من الميت، باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، باب يجعل الكافور في الأخيرة، باب نقض شعر المرأة، باب كيف الإشعار للميت، باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرن، باب يلقى شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون সহিহ মুসলিম : ১/৩০৪-৩০৫, كتاب الجنائز، فصل في غسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن كانت حاجة، وجعل الكافور في الأخرة، فصل في مشط شعر النساء ثلاثة قرون، فصل في البدو بميامن الميت ومواضع وضوءه। -সংকলক।

[৯২৩] যেমন, মুসলিমের বর্ণনায় উম্মে আতিয়্যা রা. لما ماتت زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم শব্দ সুস্পষ্ট আকারে বর্ণনা করেছেন। দ্র., (১/৩০৫, كتاب الجنائز)। -সংকলক।

فقل[৯২৫] : اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن''

মৃতকে একবার গোসল দেওয়া ফরজে কিফায়া।[৯২৬] তা যদিও বাহ্যত পাক-পবিত্রই হয়। তিনবার পানি প্রবাহিত করা সুন্নত। তারপর যদি পরিচ্ছন্নতা অর্জিত না হয়, তাহলে তিনের অধিকবার গোসল দেওয়া হবে। তবে বেশিবার ধৌত করলেও বেজোড় ধোয়া মুস্তাহাব। যেমন, পাঁচ কিংবা সাতবার। তবে প্রয়োজন ছাড়া তিনের অধিকবার গোসল দেওয়া মাকরূহ।[৯২৭]

واغسلنها بماء وسدر[৯২৮] واجعلن في الآخرة كافورا[৯২৯]، او شيئا من كافور

এখানে ماء مقيد দ্বারা আলোচনায় আসে পবিত্রতার বৈধতার মাসআলাটি।

যে পানিতে কোনো পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয়ে গেছে যেমন, জাফরান, সাবান, উশনান (ঘাস বিশেষ) ইত্যাদি, হানাফিদের মতে এমন পানি দ্বারা ওজু ইত্যাদি বৈধ। তবে শর্ত হলো, পানি সেগুলোতে প্রবল থাকতে হবে, তরল থাকতে হবে এবং এর ক্ষেত্রে পানি শব্দের প্রয়োগ যথার্থ হতে হবে।

আর ইমামত্রয়ের মতে, যদি পানির সংগে কোনো জিনিস মিশে যায় এবং তার স্বাদ, রং কিংবা ঘ্রাণের মধ্য হতে কোনো একটিকে পরিবর্তন করে দেয়, যেমন তরকারির পানি এবং জাফরানের পানি ইত্যাদি। এর দ্বারা ওজু ইত্যাদি করা অবৈধ।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা হানাফিদের মাজহাব প্রমাণিত হয়। তাঁদের এ অনুচ্ছেদের হাদিসে কোনো প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে যেহেতু ইমামত্রয়ের মতে, শর্তায়িত পানি দ্বারা ওজু অবৈধ। এজন্য তাঁরা এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাখ্যা করেন। পানি এবং বরই পাতা ও কর্পূর সম্পর্কে ইমাম চতুষ্টয়ের মাজহাব নিম্নেযুক্ত–

হাম্বলিদের মতে বরই পাতার পানির ফেনা দ্বারা মাইয়িতের শুধু মাথা এবং দাঁড়ি ধৌত করবে। তারপর তাকে তিনবার সাদা পানি দিয়ে গোসল দিবে। অবশ্য শেষবারের পানিতে মেলানো হবে কাফুর এবং বরই পাতা।

শাফেয়িদের মতে, তাকে গোসল দেওয়া হবে তিনবার। প্রতিবার গোসল দেওয়ার সময় তিনবার পানি ঢালা হবে। প্রথমবার বরই পাতার পানি, দ্বিতীয়বার সাদা পানি, তৃতীয়বার সামান্য কাফুর মিশ্রিত পানি। যেহেতু প্রথম এবং তৃতীয় পানি তাঁদের মতে, সাধারণ পানির গণ্ডিতে আসে না এজন্য শুধু দ্বিতীয় পানিটি ধর্তব্য। অতএব তিনবার গোসল দানের সুরতে সাধারণ পানিও বইয়ে দেওয়া হবে তিনবার।

আর মালেকিদের মতে, প্রথমবার সাদা পানি দিয়ে তাকে পবিত্র করা হবে। দ্বিতীয়বার বরই পাতার পানি দিয়ে তাকে পরিষ্কার করা হবে। যার পদ্ধতি এই হবে যে, বরই পাতা ছোট ছোট সূক্ষ্ম করে কেটে পানিতে জাল

---

[৯২৪] দ্র., (৮/৩৯-৪০, كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر), ফতহুল বারি : ৩/১০৩, كتاب الجنائز، باب غسل الميت الخ। -সংকলক।

[৯২৫] এখান হতে فلما فرغنا آذناه থেকে فإذا فرغتن فآذنني পর্যন্ত ইবারতের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক লিখিত। -সংকলক।

[৯২৬] আওজাজুল মাসালিক : ৪/১৯৫, كتاب الجنائز، غسل الميت-সংকলক।

[৯২৭] আদদুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার : ১/৫৭৫, باب صلاة الجنائز, আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/১৭০। -সংকলক।

[৯২৮] ময়লা দূর করার জন্য এবং তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়া হতে রক্ষার জন্য। উমদা : ৮/৪০, باب غسل الميت। -সংকলক।

[৯২৯] এতে হিকমত হলো, কর্পূর দ্বারা দেহ শক্ত হয় এবং এর ঘ্রাণের ফলে বিভিন্ন হিংস্র জন্তু পলায়ন করে। এতে আছে ফেরেশতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। উমদা : ৮/৪০। -সংকলক।

দেওয়া হবে। যাতে তার মধ্যে ফেনা উঠে। তারপর এই পানি দ্বারা মাইয়িতকে পরিষ্কার করা হবে। যদি বরই পাতার পানি সহজে না পাওয়া যায়, তাহলে উশনান ঘাস এবং সাবানের পানিতেও কাজ চলতে পারে। তারপর তৃতীয়বার সুগন্ধির জন্য তাকে কর্পূরের পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হবে। অনেক মালেকি ''اغسلنها بماء وسدر'' এর অর্থ এই নেন যে, বরই পাতা মাইয়িতের ওপর ঢেলে দেওয়া হবে এবং ওপর হতে পান ঢালা হবে।

হানাফিদের মধ্য হতে শায়খুল ইসলাম রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ি মৃতকে প্রথমে সাদা পানি দ্বারা, দ্বিতীয়বার বরই পাতা দিয়ে জাল দেওয়া পানি দ্বারা, তৃতীয়বার কর্পূর বিশিষ্ট পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হবে।[৯৩০] কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বলেন, তাকে প্রথমে দু'বার বরই পাতার পানি দিয়ে ধৌত করা হবে। হিদায়া গ্রন্থের বাহ্যিক ইবারত দ্বারা এটা স্পষ্ট। আর তৃতীয়বার কর্পূর মিলানো পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হবে। উম্মে আতিয়্যা রা.-এর একটি সহিহ বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়,

''عن[৯৩১] محمد بن سيرين انه كان يأخذ الغسل من ام عطية - يغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور[৯৩২]''

'হজরত ইবনে সিরিন রহ. হতে বর্ণিত, তিনি হজরত উম্মে আতিয়্যা রা. হতে গোসল শিখেছেন। তিনি বরই পাতার পানি দিয়ে দুইবার গোসল দিতেন, তৃতীয়বার পানি এবং কর্পূর দ্বারা।'

''فاذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى الينا حقوة[৯৩৩]، فقال : اشعرنهابه[৯৩৪]''

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গি বরকতের জন্য হজরত জায়নাব রা. কাফনের নিচে আর শরিরের সংগে মিলিয়ে রাখা হবে।[৯৩৫]

---

[৯৩০] এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, আল্লামা নববি রহ. কর্পূর ব্যবহার সম্পর্কে আবু হানিফা রহ.-এর যে মাজহাব বর্ণনা করেছেন যে, তার মতে এটি ব্যবহার করা মুস্তাহাব নয়- (শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩০৪, কিতাবুল জানাইজ) -এটি ঠিক নয়।

তাছাড়া এর দ্বারা তাওজিহ গ্রন্থকারেরও রদ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আবু হানিফা রহ.-এর একার মাজহাব হলো, কর্পূর ব্যবহার করা মুস্তাহাব নয়। সুন্নত এর বিপরীত সিদ্ধান্ত দেয়। এজন্য আল্লামা আইনি রহ. তাঁর রদ করতে গিয়ে বলেন, 'আমি বলবো, আবু হানিফা রহ. মোটেও একথা বলেননি।' উমদা : ৮/৪০-৪১, باب غسل الميت-সংকলক।

[৯৩১] সুনানে আবু দাউদ : ৪৪৯, كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت । -সংকলক।

[৯৩২] দ্র., আওজাজুল মাসালিক : ৪/১৯৬-১৯৮, كتاب الجنائز، غسل الميت, ফতহুল কাদির : ২/৭৩, باب الجنائز فصل في الغسل-সংকলক।

[৯৩৩] অর্থাৎ, তার লুঙ্গি। তার মধ্যে আসল হলো লুঙ্গি বাঁধারস্থল। এর বহুবচন হলো احقاء – احق । এটিকে লুঙ্গি তথা ইজার নাম করা হলো, সংগে থাকার কারণে। -মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ১/৫৪৯। -সংকলক।

[৯৩৪] شعار সে কাপড়কে বলে যেটি মানুষের শরিরের সংগে লেগে থাকে। যেমন গেঞ্জি। এর বিপরীতে সে কাপড় যেটি শরিরের সংগে মিলিত থাকে না, সেটিকে বলে دثار । اشعرن বাবে ইফআল হতে। এর শব্দ ها জমিরটির হজরত জায়নাব রা.-এর দিকে এবং به এর জমির সর্বনাম حقو এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ, এর লুঙ্গিটিকে হজরত জায়নাব রা.-এর জন্য শিয়ার (শরিরের সংগে লেগে থাকে এমন পোশাক) বানিয়ে দাও। -সংকলক।

[৯৩৫] আল্লামা আইনি রহ. এর অধীনে লিখেন, এটি নেককারদের কোনো নিদর্শন দ্বারা তাবাররুক বা বরকত হাসিল করার ক্ষেত্রে মূল উৎস। উমদা : ৮/৪১, قبيل باب ما يستحب أن يغسل وترا । -সংকলক।

গাঙ্গুহি রহ. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গি ছিলো সিনাবন্দ[১৩৬] রূপে। আর সিনাবন্দ কাফনের সমস্ত কাপড়ের নিচে রাখা আবশ্যক না। বরং যেখানে ইচ্ছা সেখানেই রাখা যেতে পারে। তবে জায়নাব রা. সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে কাফনের সমস্ত কাপড়ের নিচে রাখার নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন যাতে জায়নাব রা. তা হতে বরকত নিতে পারেন।[১৩৭]

قالت : وضفرنا شعرها ثلاثة قرون، قال هشيم : وأظنه قال : فألقيناه خلفها''

ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, মাইয়িত যদি মহিলা হয়, তবে তার চুল তিন ভাগে ভাগ করা হবে। এই তিনটি বেণি পিঠের নিচে ফেলে রাখা হবে। তাদের মতে, হজরত উম্মে আতিয়্যা রা. যে গোসল দিয়েছিলেন, সেটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমেই এবং তাঁর পক্ষ হতে শিক্ষার মাধ্যমে দিয়েছিলেন। উম্মে আতিয়্যা রা. কর্তৃক চুলের তিনটি অংশ করে সবগুলোকে পেছনে ফেলে রাখা নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশেই হয়ে থাকবে।

মহিলাদের চুলের যে দুটি ঝুঁটি বানানো হবে হানাফিদের মতে এগুলো সিনার জামার ওপর ফেলে রাখা হবে। এক ঝুঁটি ডানদিকে আরেকটি বামদিকে।[১৩৮]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি সম্পর্কে হানাফিগণ বলেন, এতে কোথাও উল্লেখ নেই যে, তিন ঝুঁটি বানিয়ে পেছনে ফেলে দেওয়ার হুকুম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। এটা বলা শুধু সম্ভাবনা পর্যায়ে ঠিক যে, হজরত উম্মে আতিয়্যা রা. কর্তৃক এমন করা তাঁর তালেম অনুযায়িই ছিলো। অথচ হুকুমতো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না।[১৩৯] হজরত গাঙ্গুহি রহ. বলেন, হজরত উম্মে আতিয়্যা রা.-এর কাজকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রিয়া কিংবা অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অকৃত্রিম না।[১৪০]

সুতরাং হানাফিদের মাজহাবই আফজাল।[১৪১]

---

[১৩৬] মহিলার কাফনের যে কাপড়টি লম্বালম্বিভাবে বগল হতে উরু পর্যন্ত কিংবা কমপক্ষে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় এবং এতোটুকু চওড়া হয়, যার ফলে বেঁধে রাখা যায়। -আহকামে মাইয়িত : ৮৫১, عورت کا کفن-সংকলক।

[১৩৭] দেখুন, আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/১৭০-১৭১। -সংকলক।

[১৩৮] দেখুন, আল-মুগনি-ইবনে কুদামা : ২/৪৭২, مسألة : ويضفر شعرها ثلاثة قرون, উমদাতুল কারি : ৮/৪৩-সংকলক।

[১৩৯] উমদাতুল কারিতে আইনি রহ. এ উক্তি করেছেন। (৮/৪৩)। -সংকলক।

[১৪০] যার নিদর্শন হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল সম্পর্কে হজরত উম্মে আতিয়্যা রা.কে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তার আলোচনায় إغسلنها وترا ثلاثا الخ তে এসে গেছে। এগুলোতে মাথার চুলের বেণিগুলোকে পিঠের ওপর রেখে দেওয়ার কোনো আলোচনা নেই। আর যদি তিনি এ ধরনের কোনো দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকতেন, তাহলে তা এখানে তাঁর নিজের দিকে সম্বোধন করে উল্লেখ করা হতো। -সংকলক।

[১৪১] দেখুন, আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/১৭১।

এ মাসআলায় আহকার তালাশ সত্ত্বেও কোনো মজবুত দলিল পেলো না। অবশ্য শামসুল আয়িম্মা সারাখসি রহ. লিখেন, 'মহিলার চুল তার পেছনে ঝুলিয়ে দিবে না। তবে উভয় দিক হতে দুধের মাঝে ছড়িয়ে দিবে। কেনোনা, জীবদ্দশায় তার চুল পেছনে ছেড়ে দেওয়ার কারণ ছিলো সৌন্দর্য। ইনতেকালে ফলে তা শেষ হয়ে গেছে।' -মাবসূত-সারাখসি : ২/৭২ باب غسل الميت বাদায়িউস সানায়ে' : ১/৩০৮, فصل وأما كيفية التكفين। নিজের জন্য সৌন্দর্য না হওয়ার কারণে তার চুলগুলো বিন্যস্ত করা হতো না। এজন্য হানাফি এবং হাম্বলিদের মাজহাবও এটাই। শাফেয়িদের মতে তার কেশ বিন্যাস করা হবে। মুগনি : ২/৪৭২। হানাফি এবং হাম্বলিদের মাজহাবের সমর্থন হয় মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের একটি বর্ণনা দ্বারা। তাতে আছে, ইবরাহিম হতে বর্ণিত যে, হজরত আয়েশা রা. দেখলেন, লোকজন এক মহিলার মাথার চুল বিন্যাস করছে। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের মৃতকে কিসের ভিত্তিতে সাজাচ্ছ? (৩/৪৩৭, নং-৬২৩২, باب شعر الميت وأظفاره)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : মৃতের জন্য মিশ্‌ক প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৩)

٩٩٣ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَطْيَبُ الطِّيْبِ الْمِسْكُ.

৯৯৩। **অর্থ :** আবু সায়িদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম সুগন্ধি হলো মিশ্‌ক বা কস্তুরি।

٩٩٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم سُئِلَ فِي الْمِسْكِ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ طِيْبِكُمْ.

৯৯৪। **অর্থ :** হজরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াকি'... আবু সায়িদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিশ্‌ক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এটি তোমাদের সর্বোত্তম খুশবু।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আর অনেক আলেম মৃতের জন্য মিশ্‌ক মাকরূহ বলেছেন।

এ হাদিসটি মুসতামির ইবনে রাইয়ানও আবু নাজরা-আবু সায়িদ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

মৃতের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য না হওয়ার দাবিও হলো, চুল বেণি না করা এবং পেছনে ছেড়ে না দেওয়া। এজন্য আল-মুগনিতে হানাফিদের মাজহাব নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- 'আওজায়ি ও আসহাবে রায় বলেছেন, তার চুল বেণি করা হবে না। তবে তা ছেড়ে দেওয়া হবে তার গণ্ডদেশ ও দু'হাতের মাঝখানে উভয় দিকে। (২/৪৭২)।

তবে সহিহ ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় নির্দেশিত শব্দ সহকারে- واجعلن لها ثلاثة قرون বর্ণিত হয়েছে। -উমদা : ৮/৪৩। হানাফিদের মাজহাব এ ক্ষেত্রে খাটে না।

এর জবাব দিতে গিয়ে আল্লামা আইনি রহ. বলেন, এখানে এটি চুল বেণি করার জন্য নির্দেশ। তবে আমরা চুল বেণি করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করি। ফলে হাদিসটি আমাদের বিরোধী দলিল হয়ে যায়। অবশ্য আমরা চুল মহিলার পেছনে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি এজন্য অস্বীকার করি যে, এই কাজটি করা হয় সৌন্দর্যের জন্য মৃতের ক্ষেত্রে এটা করা নিষিদ্ধ এজন্য তিনি বেণি না বাঁধার মাজহাব নয়; বরং বেণি বাঁধার মতের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের মতে মহিলার সিনার ওপর জামার ওপর দুই ভাগ করে রেখে দিবে। -উমদা : ৮/৪৩, قبيل باب يبدأ بميامن الميت। যেনো, মহিলার চুলের দুই অংশ যেগুলো ডান-বাম দিক হতে তার সিনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, এগুলোকে আল্লামা আইনি রহ. জফিরা তথা বেণি আখ্যায়িত করেছেন। তবে যেহেতু এর পন্থা রীতিমতো বেণির মতো হতো না, সেহেতু অনেক হানাফি চুলের বেণি না বাঁধার মাজহাব বর্ণনা করেছেন।

সারকথা, যদি হানাফিদের মাজহাব আল্লামা আইনি রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ি চুল বাঁধাই মেনে নেওয়া হয়, তবুও তাঁদের মাজহাবে শুধু দুটি বেণিই হবে। অথচ সহিহ ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় তিন বেণির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হজরত উম্মে সুলায়ম রা.-এর বর্ণনায় ولطوى شعرها ثلاثة قرن قصة وقرنين শব্দ এসেছে। এই বর্ণনার অধীনে আল্লামা হাইছামি রহ. বলেন, এটি তাবারানি কবিরে দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন। এর একটি তে আছেন লাইস ইবনে সুলায়ম নামক বর্ণনাকারি। তিনি মুদাল্লিস, তবে সেকাহ। আরেকটিতে আছেন জুনাইদ। তাকে (অনেকে) সেকাহ বলেছেন। অবশ্য তার সম্পর্কে কিছু কালাম আছে। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/২২, باب تجهيز الميت و غسله

হানাফিদের মাজহাবের সংগে এই দুটি বর্ণনা খাপ খায় না।

আলি বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ রহ. বলেছেন, মুসতমির ইবনে রাইয়ান সেকাহ এবং খুলায়দ ইবনে জা'ফরও সেকাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : মৃতকে গোসল দেওয়ার পর গোসল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৩)

৯৯৫ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوْءُ يَعْنِي الْمَيِّتَ.

৯৯৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃতকে গোসল দেওয়ার ফলে গোসল আছে এবং তাকে বহন করার ফলে ওজু আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن।

আবু হুরায়রা রা. হতে এটি মওকুফ আকারে বর্ণিত আছে। ওলামায়ে কেরাম মৃতের গোসলদাতা সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। সাহাবা প্রমুখ, অনেক আলেম বলেছেন, যখন মৃতকে গোসল দিবে, তখন তার ওপর গোসল করার দায়িত্ব আছে। আর অনেকে বলেছেন, তার ওপর থাকে ওজুর দায়িত্ব। মালেক ইবনে আনাস রহ. বলেছেন, মৃতকে গোসল দেওয়ার ফলে আমি গোসল মুস্তাহাব মনে করি, এটাকে ওয়াজিব মনে করি না। অনুরূপই বলেছেন ইমাম শাফেয়ি রহ.। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, যে মৃতকে গোসল দিবে, আমি আশা করি তার ওপর গোসল ওয়াজিব হবে না। তবে ওজুর কথা খুব কমই বলা হয়েছে। ইসহাক রহ. বলেছেন, ওজু করা আবশ্যক। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে মৃতকে গোসল দিবে, তাকে গোসলও করতে হবে না, ওজুও করতে হবে না।

দরসে তিরমিযী

''عن[৯৪২] ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غسله الغسل و من حمله الوضوء يعني الميت''

এ অনুচ্ছেদের হাদিস এবং এমন অন্যান্য হাদিসের[৯৪৩] ভিত্তিতে অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি বলেন যে, মৃতকে

---

[৯৪২] সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৫০, باب في الغسل من غسل الميت-সংকলক।

[৯৪৩] যেমন, ১. আয়েশা রা.-এর বর্ণনা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃতকে গোসল দেওয়ার ফলে গোসল করবে। ২. মাকহুল বলেন, এক ব্যক্তি হজরত হুজায়ফা রা.কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কিরূপ করবো। তিনি বললেন, তুমি তাকে এমন এমন ভাবে গোসল দাও। যখন তুমি তা হতে অবসর গ্রহণ করো, তখন গোসল করে নাও। ৩. হজরত আলি রা. বলেছেন, যে মাইয়িতকে গোসল দেয় সে যেনো অবশ্যই গোসল করে। ৪. আলি রা. বলেছেন, আবু তালেবের ইনতেকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বৃদ্ধ বিভ্রান্ত চাচা ইনতেকাল করেছেন। তখন তিনি বললেন, যাও, তুমি তাকে যেয়ে মাটির নীচে রেখে এসো। তারপর আমার নিকট আসার আগে কোনো কিছু করবে না। তিনি বলেন, তারপর আমি তাকে মাটির নীচে রেখে এলাম। তারপর তার নিকট এলে তিনি আমাকে গোসলের নির্দেশ দিলেন। ফলে আমি গোসল করলাম।

গোসল দেওয়ার ফলে গোসলদাতার ওপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। হজরত আলি রা., হজরত আবু হুরায়রা রা., সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন এবং জুহরি র-এর মাজহাবও এটাই।[১৪৪]

তবে প্রথম যুগের পর এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মৃতকে গোসল দেওয়ার ফলে গোসল ওয়াজিব হয় না, না জানাজা বহন করার ফলে ওজু ওয়াজিব হয়।[১৪৫] যার দলিল, বায়হাকি[১৪৬] তে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه، انه مسلم ومؤمن طاهر وان المسلم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم''

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন মৃতকে গোসল দিবে, তখন তোমাদের মাইয়িতের গোসলের কারণে তোমাদের ওপর গোসল নেই। সে মুসলমান, মুমিন, পূতঃপবিত্র এবং একজন মুসলমান নাপাক হয় না। সুতরাং তোমাদের জন্য নিজেদের হাত ধৌত করাই যথেষ্ট।'

অবশ্য ইমাম বায়হাকি রহ. এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন,

هذا ضعيف والحمل فيه على ابي شيبة كما اظن''

'এটি জয়িফ। এতে আবু শায়বার ওপর বিষয়টি প্রয়োগ করা হবে। যেমনটি আমি ধারণা করি।' (অর্থাৎ, এ দুর্বলতার কারণ আবু শায়বা রহ.)

তবে ইবনে হাজার রহ.-এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, আবু শায়বাকে দিয়ে ইমাম নাসায়ি রহ. দলিল পেশ করেছেন। লোকজন তাকে সেকাহ মনে করেছেন। সুতরাং সনদটি হাসান[১৪৭]।

দ্র., মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/২৬৮-২৬৯, من قال على غاسل الميت غسل في المسلم يغسل المشرك يغتسل أم لا

[১৪৪] উমদাতুল কারি : ৮/৪৮, باب يلقي شعر المرأة خلفها-সংকলক।

[১৪৫] এজন্য আল্লামা খাত্তাবি রহ. বলেন, আমি এমন কোনো ফকিহ সম্পর্কে জানি না যে, তিনি মাইয়িতকে গোসল দানের ফলে গোসল ওয়াজিব করেছেন এবং মাইয়িতকে বহন করার ফলে ওজু ওয়াজিব করেছেন। -মা'আলিমুস সুনান : ৪/৩০৫, باب في الغسل من غسل الميت

তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আল্লামা খাত্তাবি রহ.-এর উক্তি রদ করে দিয়েছেন। ফতহুল বারি : ৩/১০৮, باب يلقي شعر المرأة خلفها

আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাবে এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দুটি বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। নতুন বক্তব্য হলো, মৃতকে গোসল দেওয়ার ফলে গোসল করা সুন্নত। আর পুরানো বক্তব্য হলো, এটা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো, হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হতে হবে। তা না হলে সুন্নত। (৫/১৪২, فيستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل)।

জুরকানি রহ. এ সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ.-এরও দুটি বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। ১. ওয়াজিব। ২. মুস্তাহাব। মুস্তাহাবের বর্ণনাটিকে প্রসিদ্ধ মাজহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। -আওজাজুল মাসালিক : ৪/২০০। غسل الميت-

আল্লামা আইনি রহ. ইমাম আহমদ, ইসহাক ও ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মাজহাব বর্ণনা করেছেন, মাইয়িতকে গোসল দানের পর ওজু করা। -উমদা : ৮/৪৮, مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة، كتاب الطهارة-সংকলক।

[১৪৬] (১/৩০৬, كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت)। -সংকলক।

[১৪৭] দেখুন, আত-তালখিসুল হাবির : ১/১৩৮, নং-১৮২, كتاب الطهارة، باب الغسل হাফেজ রহ.-এর পূর্ণ আলোচনা নিম্নেযুক্ত-- قلت : أبو شيبة : هو ابراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم

২. গোসল ওয়াজিব না হওয়ার দ্বিতীয় দলিল মুয়াত্তা ইমাম মালেক[১৮৮] রহ.-এর বর্ণনা,

عن عبد الله بن ابي بكر ان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق غسلت ابا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت : اني صائمة، وان هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا : لا"

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা. হতে বর্ণিত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর স্ত্রী উমাইস রা.-এর কন্যা আসমা রা. হজরত আবু বকর রা.কে তাঁর ওফাতের পর গোসল দিয়েছিলেন। তারপর বেরিয়ে উপস্থিত মুহাজিরগণকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি রোজাদার, আর এ দিনটিও প্রচণ্ড শীতের। সুতরাং আমার ওপর গোসল আবশ্যক? তাঁরা বললেন, না।'

৩. আরেকটি দলিল হজরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা। তাঁরা বলেন, قالا ليس على غاسل الميت غسل[১৮৯] 'মাইয়্যিতের গোসলদাতার ওপর গোসল নেই।' والله اعلم[১৯০]

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ

অনুচ্ছেদ–১৮ প্রসংগ : কাফনের জন্য কোন কাপড় মুস্তাহাব? (মতন পৃ. ১৯৪)

٩٩٦ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ

৯৯৬। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাদা পোশাক পরো। কেনোনা, এটি তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক এবং তোমাদের মৃতদের কাফন দাও এ দিয়ে।

البخاري، وابو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولامور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلا، فالإسناد حسن'' -সংকলক।

[১৮৮] (كتاب الجنائز، غسل الميت ২৪০)। -সংকলক।

[১৮৯] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/২৬৮, من قال : ليس على غاسل الميت غسل। এই স্থানে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে মৃতকে গোসল দানের ফলে গোসল না করা সংক্রান্ত আরো অনেক হাদিস উল্লিখিত হয়েছে। ইচ্ছা হলে সেখানে দেখতে পারেন। -সংকলক।

[১৯০] মৃতকে গোসল দানের হুকুমে কি হিকমত আছে? এতে দুটি বক্তব্য আছে। ১. মৃতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং তার গোসলের ক্ষেত্রে বেশি করে খেয়াল করা উদ্দেশ্য। কেনোনা, গোসলদাতা যখন জানবে যে, স্বয়ং তাকে গোসল হতে অবসর গ্রহণের পর গোসল করতে হবে তখন সে মৃতকে গোসল দানের ক্ষেত্রে ছিটা ইত্যাদি হতে বাঁচার চিন্তা করবে না। বরং মৃতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ও গোসলের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে।

২. গোসলদাতাকে ছিটা ইত্যাদি লেগে যাবার সন্দেহ ও কল্পনা হতে বাঁচানো উদ্দেশ্য। কেনোনা, যখন গোসলদাতা মৃতকে গোসল দানের পর স্বয়ং গোসল করবে, তখন তার মধ্যে স্বীয় পবিত্রতা সম্পর্কে পূর্ণ একিন ও এতমিনান থাকবে। -ফতহুল বারি-হাফেজ ইবনে হাজার : ৩/১০৮ باب يلقى شعرا ثمرة خلفها। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত সামুরা, ইবনে উমর ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটাকেই ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব মনে করেন।

আল্লামা ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো, মৃতকে তার নামাজের কাপড়ে কাফন দেওয়া। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, আমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো মৃতকে সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া, বস্তুত আফজাল কাফন দেওয়াই মুস্তাহাব।

بَابٌ مِنْهُ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১৯ (মতন পৃ. ১৯৪)

৯৯৬- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

৯৯৭। **অর্থ :** হজরত আবু কাতাদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের ওলি হয়, সে যেনো তার কাফন দেয় সুন্দর কাপড় দিয়ে।

হজরত জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, সাল্লাম ইবনে মুতি' রহ. وليحسن احدكم كفن اخيه বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন, এটি হলো পরিচ্ছন্ন (কাপড়), বেশি দামি নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم

অনুচ্ছেদ-২০ : কতটি কাপড়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন দেওয়া হয়েছিলো? (মতন পৃ. ১৯৪)

৯৯৮ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ قَالَ فَذَكَرُوْا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ (فِيْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ) فَقَالَ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ.

৯৯৮। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি ইয়ামানি সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিলো। তাতে না ছিলো জামা, না ছিলো পাগড়ি। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর হজরত আয়েশা রা. এর নিকট লোকজন উল্লেখ করলেন যে, মানুষতো বলে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাফনের কাপড় ছিলো দু'টি আর একটি চাদর ছিলো নকশাদার। তারপর হজরত আয়েশা রা. বলেন, চাদর আনা হয়েছে তবে তারা এটি ফেরত দিয়ে দেন। তাঁকে এতে কাফন দেননি।

৯৯৯ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيْ نَمِرَةٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

৯৯৯। **অর্থ :** জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা.কে এক চাদরে এক কাপড়ে কাফন দিয়েছেন।

দরসে তিরমিযী

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাফন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম হাদিস বর্ণিত আছে। তবে নবী করিম স. এর কাফন সংক্রান্ত আসাহ বর্ণনা হলো, আয়েশা রা. এরটি। সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, পুরুষকে তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে। ইচ্ছে করলে একটি জামা ও দু'টি লেফাফাতে, ইচ্ছে করলে তিন লেফাফাতে। যদি কাপড় না পাওয়া যায় তবে একটি কিংবা, দু'টি কাপড়ই যথেষ্ট হবে। আর যারা পায় তাদের জন্য তিনটি কাপড়ই তাঁদের মতে সবচেয়ে প্রিয়। এটি হলো শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এবং তাঁরা বলেছেন, মহিলাকে কাফন দেওয়া হবে পাঁচ কাপড়ে।

দরসে তিরমিযী

عن[৯৫১] عائشة رض قالت : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة''

এই বর্ণনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তবে তাবাকাতে ইবনে সা'দের এক বর্ণনায় সাতটি কাপড়ের উল্লেখ আছে।[৯৫২] পরস্পর বিরোধ হয়ে যায় এমনি করে।

এর জবাব হলো, তাবাকাতে ইবনে সা'দের বর্ণনাটি জয়িফ।[৯৫৩] আর যদি এটি বিশুদ্ধ বলেও মেনে নেওয়া

---

[৯৫১] সহিহ বোখারি : ১/১৬৯, باب الثياب للبيض للكفن، وباب الكفن بغير قميص و باب الكفن بلا عمامة, ১/১৮৬, باب موت يوم الإثنين, সহিহ মুসলিম : ১/৩০৫-৩০৬, فصل في كفن الميت في ثلاثة أثواب، كتاب الجنائز-সংকলক।

[৯৫২] বর্ণনা এবং এর সনদটি নিম্নেযুক্ত- أخبرنا غفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب برد الخ-সংকলক।

[৯৫৩] এই বর্ণনার প্রথম বর্ণনাকারি সেকাহ। অবশ্য ইবনুল মাদিনি রহ. বলেন, 'তিনি যখন হাদিসের কোনো একটি অক্ষরে সন্দেহ করতেন তখন সেটি বর্জন করতেন। আর কখনো কখনো তার ভুল হতো।' ইবনে মা'ইন রহ. বলেন, আমরা তাকে ১৯ হিজরিতে সফর মাসে প্রত্যাখ্যান করলাম। অল্প সময় পরেই তার ইনতেকাল হয়ে গেলো। দ্র., তাকরিবুত তাহজিব : ২/২৫, নং-২২৬।

এই বর্ণনার দ্বিতীয় বর্ণনাকারি হাম্মাদ ইবনে সালামা ইবনে দিনারও সেকাহ। তবে হাফেজ রহ. বলেন, শেষ বয়সে তার স্মরণশক্তিতে পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো। তাকরিব : ১/১৯৭, নং-৫৪২।

হয়, তবুও এটি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, বিভিন্ন সাহাবি তাঁর কাফনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাপড় পেশ করেছিলেন। তবে সাহাবায়ে কেরাম তন্মধ্য হতে তিনটি বাছাই করেছিলেন। আর বাকিগুলো ফেরত দিয়েছেন। যেমন, এই বর্ণনায়ই আয়েশা রা.-এর হাদিসের শব্দ দ্বারাও বুঝা যায়, বর্ণনাকারি বলেন,

''فذكروا لعائشة قولهم : في ثوبين وبرد حبرة[১৫৪] فقالت : قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه، ولم يكفنوه فيه''

'হজরত আয়েশা রা.-এর নিকট তারা তাদের বক্তব্য উল্লেখ করলেন। সে বক্তব্যটি হলো, 'দু'কাপড়ে এবং ইয়ামানি একটি চাদরে, 'তারপর হজরত আয়েশা রা. বলেন, ইয়ামানি চাদর আনা হয়েছে, তবে তারা এটি ফেরত দিয়ে দেন। তাঁকে এতে কাফন দেননি।'

শুধু এক কাপড়ের কাফনও প্রয়োজনের সময় যথেষ্ট হয়ে যায়। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা আছে এ অনুচ্ছেদেই- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب رض في نمرة في ثوب واحد[১৫৫] 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা.কে এক চাদরে, এক কাপড়ে কাফন দিয়েছেন।'

বরং মুসআব ইবনে উমায়র রা. সম্পর্কে এসেছে তাকে যে একটি কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিলো সেটি পা পর্যন্তও পৌছেনি। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে পায়ের ওপর কাপড়ের স্থলে ঘাস ইত্যাদি রেখে দেওয়া হয়েছিলো।[১৫৬]

এটা প্রয়োজনীয় কাফনের বর্ণনা ছিলো। বাকি আছে মাসনুন কাফনের বিষয়টি। অধিকাংশের মতে পুরুষের জন্য তিন কাপড় মাসনুন।[১৫৭] অবশ্য ইমাম মালেক রহ. পুরুষের জন্য পাঁচটি পর্যন্ত আর মহিলার জন্য সাতটি পর্যন্ত মুস্তাহাব বলেন।[১৫৮] সুতরাং পুরুষের কাফন তাঁর মতে তিনটি লেফাফা, একটি জামা, একটি পাগড়ি।[১৫৯]

এই বর্ণনার তৃতীয় বর্ণনাকারি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকিল। তার সম্পর্কে হাফেজ রহ. লিখেন, সত্যবাদী তথা মামুলি ধরনের বর্ণনাকারি। তার হাদিসে কিছুটা দুর্বলতা আছে। বলা হয়, শেষ সময়ে তার (স্মরণশক্তিতে) পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো। তাকরিব : ১/৪৪৭-৪৪৮, নং-৬০৭।

চতুর্থ বর্ণনাকারি মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা। যিনি সেকাহ সুমহান তাবেয়ি। তাকরিব : ২/১৯২, নং-৫৪৯। -সংকলক।

[১৫৪] حبرة –عنبة এর ওজনে। ইয়ামানি নকশাদার চাদর। حبر এবং حبرات বহুবচন আসে। -নেহায়া : ১/২২৮। -সংকলক।

[১৫৫] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি রহ. এর উক্তি অনুযায়ি তিরমিযী ব্যতীত এ হাদিসটি সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৩২২, নং-৯৯৭। -সংকলক।

[১৫৬] সুনানে নাসায়িতে এই বর্ণনাটি এভাবে এসেছে যে, খাব্বাব রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হিজরত করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং আমাদের সাওয়াব আল্লাহর দায়িত্বে আবশ্যক হয়েছে। আমাদের মধ্য হতে কেউ মারা গেছেন। তবে তার কোনো ফলই ভোগ করতে পারেননি। তার মধ্যে আছেন মুসআব ইবনে উমায়র রা.। তাঁকে উহুদের যুদ্ধে শহিদ করা হয়েছে। আমরা তাঁকে কাফন দেওয়ার মত একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পাইনি। সে চাদরটিও এমন ছিলো যে, যখন তার মাথা ঢাকতাম তখন মাথা বেরিয়ে যেতো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা দ্বারা মাথা ঢেকে দেওয়ার এবং পায়ের ওপর ইজখির নামক ঘাস রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।' (১/২৬৯, كتاب الجنائز، القميص في الكفن)। -সংকলক।

[১৫৭] দেখুন, উমদাতুল কারি : ৮/৫০, باب الثياب البيض للكفن। -সংকলক।

[১৫৮] আশ শরহুল কাবির-কাবির-দারদির দুসুকির হাশিয়া সহকারে : ১/৪১৭ فصل ذكر فيه أحكام الموتى। -সংকলক।

হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা অধিকাংশের মত প্রমাণিত হয়। তাতে আছে, ''كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة'' তবে ইমাম মালেক রহ. এর এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, তিন কাপড় কোর্তা এবং পাগড়ি ব্যতীত ছিলো। জামা ও পাগড়ি হতে ভিন্ন ছিলো। সর্বমোট পাঁচটি কাপড় হলো।[১৬০] কিন্তু স্পষ্ট বিষয় হলো যে, এই ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট নয়, বরং এর বিপরীত।

তিন কাপড় নির্ধারণে মতপার্থক্য

অধিকাংশের মতে মাসনুন কাফনের জন্য তিন সংখ্যাতো নির্ধারিত। অবশ্য এই তিন কাপড় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ আছে।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে তিনটি কাপড় হলো, তিন লেফাফা। ইমাম আহমদ রহ.-এরও এটাই মাজহাব[১৬১]। অথচ হানাফিদের মতে সে তিনটি কাপড় হলো, লেফাফা, ইজার বা লুঙ্গি এবং কোর্তা।[১৬২]

শাফেয়িদের দলিল হজরত আয়েশা রা.-এর এ অনুচ্ছেদের হাদিস যাতে সুস্পষ্ট ভাষায় কোর্তা অস্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া তাদের দলিল সুনানে ইবনে মাজাতে[১৬৩] বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদিস,

كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحولية[১৬৪]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একপাট বিশিষ্ট সাদা ইয়ামানি তিনটি চাদর দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিলো।'

এতে رياط শব্দটি ريطة এর বহুবচন। যার অর্থ হলো, একপাটের বড় চাদর।

হানাফিদের দলিলসমূহ

হানাফিদের দলিল সুনানে আবু দাউদে[১৬৫] বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস, ''قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه''

---

[১৫৯] এটি একটি উক্তি। আরেকটি উক্তি হলো, তাতে থাকবে দুটি লেফাফা, একটি লুঙ্গি, একটি জামা এবং একটি পাগড়ি। -বুলুগুল আমানি মিন আসরারিল ফাতহির রাব্বানি : ৭/১৭৭, باب صفة الكفن للرجل والمرأة। -সংকলক।

[১৬০] এই ব্যাখ্যা মুয়াত্তা ইমাম মালিকের টীকা কাশফুল গিতা আনওয়াজহিল মুয়াত্তাতে কাসতাল্লানি রহ. সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। (২০৫, নং-২, ما جاء في كفن الميت)। -সংকলক।

[১৬১] দেখুন, আল-মুগনি : ২/৪৬৪, الكفن وصفة التكفين অবশ্য আল-মুহাজ্জাব ও এর ব্যাখ্যা আল মাজমুতে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব একটি লুঙ্গি ও দুটি লেফাফা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্র., (৫/১৫০, باب الكفن)। -সংকলক।

[১৬২] বাদায়িউস সানায়ে' : ১/৩০৬, فصل وأما كيفية وجوبه-সংকলক।

[১৬৩] (১০৬, باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم)। -সংকলক।

[১৬৪] অনেক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, সীনের ওপর যবর এবং পেশ সহকারে যবর হলে সেটি সাহুল তথা ধোপার দিকে সম্বন্ধযুক্ত। কেনোনা, সে এগুলোকে ধৌত করে। কিংবা ইয়ামানের একটি গ্রাম সাহুলের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আর যদি পেশ হয়, তবে এটি সাহুলুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, শ্বেতশুভ্র পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড়। এটি শুধু সুতার তৈরিই হয়। তবে এটি শাজ তথা নগণ্য। কেনোনা, এটি বহুবচনের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আর অনেকে বলেছেন, পেশ সহকারেও এটি সে গ্রামের নামে। -আন নিহায়া-ইবনুল আছির : ২/৩৪৭। -সংকলক।

[১৬৫] ২/৪৪৯, باب في الكفن-সংকলক।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাজরানী তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিলো। তথা এক জোড়া বা দুটি কাপড়। আর সে কোর্তা যেটিতে তিনি ওফাত লাভ করেছেন।'

আমাদের দলিল কামিল ইবনে আদিতে বর্ণিত জাবের ইবনে সামুরা রা.-এর বর্ণনা, قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب : قميص وازار ولفافة[১৬৬]

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন কাপড় তথা কোর্তা, ইজার ও লেফাফা দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিলো।'

যদিও এই দুটি বর্ণনার সনদের ব্যাপারে কালাম করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও সুনানে আবু দাউদের হাদিসটি حسن হতে নিম্ন পর্যায়ের নয়। কেনোনা, ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদের কারণে এটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদের বর্ণনাগুলো ইমাম মুসলিম রহ. মুতাবাআত স্বরূপ উল্লেখ করেছেন।[১৬৭] ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর বর্ণনার ওপর নিরবতা অবলম্বন করেছেন। শুবা রহ. প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম তাকে সেকাহ সাব্যস্ত করেছেন।[১৬৮] ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর বর্ণনা সম্পর্কে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।[১৬৯]

আরেকটি দলিল মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.-এর আছর। তিনি বলেন,

''الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه''[১৭০]

'মাইয়্যিতকে কোর্তা পরানো হবে, ইজার পরানো হবে এবং তৃতীয় আরেকটি কাপড়ে পেঁচানো হবে। যদি শুধুমাত্র একটিই কাপড় থাকে, তবে তাতেই তাকে কাফন দেওয়া হবে।'

---

[১৬৬] দেখুন, আল-কামিল : ৭/১৫১১। নাসিহ ইবনে আবদুল্লাহর জীবনী। বর্ণনার সনদটি নিম্নেরূপ— حدثنا علي بن أحمد بن مروان حدثنا يحيى بن داؤد أبو الصقر الوراق، حدثنا عبد الله صالح الحضرمي، أخبرنا ناصح عن سماك، عن جابر بن سمرة

হাফেজ জায়লায়ি রহ. লিখেন, নাসিহ ইবনে আবদুল্লাহকে ইমাম নাসায়ি রহ.-এর পক্ষ হতে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তিনি তাকে নরম তথা জয়িফ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'তার হাদিস লেখা যাবে।' -নাসবুর রায়া : ২/২৬১, فصل في التكفين-সংকলক।

[১৬৭] যেমন, স্বয়ং ইমাম মুসলিম রহ. এ বিষয়টির আলোচনা স্বীয় মুকাদ্দমায় করেছেন। দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/৪। -সংকলক।

[১৬৮] এজন্য আলি ইবনে আসেম বলেন, আমাকে শো'বা বলেছেন, 'আমি যখন ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ হতে লিপিবদ্ধ করি তখন আর অন্য কারো কাছ হতে না লিখলেও আমি কোনো পরোয়া করি না।' -মিজানুল ই'তিদাল : ৪/৪২৩, নং-৯৬৯৫। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বলেন, 'ইয়াজিদ সম্পর্কে যদিও লোকজন তার পরিবর্তনের কারণে সমালোচনা করে, তা সত্ত্বেও তিনি আদালত তথা দীনদারির ওপর আছেন। যদিও হাকাম এবং মনসুরের মতো নাই হোন না কেনো।' ইবনে শাহিন রহ. তাকে সেকাহদের শামিল গণ্য করেছেন। যারা তার সম্পর্কে কালাম করেছেন, তাঁদের বক্তব্য আমার নিকট বিস্ময়কর নয়।' -তাহজিবুত তাহজিব : ১১/৩৩০ নং-৬৩০। -সংকলক।

[১৬৯] এজন্য তিনি ابواب الحج، باب ما جاء ما يقبل الحرم من الدواب এর অধীনে আবু সায়িদ রহ.-এর মারফু' বর্ণনা ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর অধীনে তিনি বলেন, আবু ঈসা বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। তিরমিযী : ১/১৩৪। -সংকলক।

[১৭০] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ২০৬, ما جاء في كفن الميت-সংকলক।

তবে আরেকটি দলিল ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর কিতাবুল আছারে[১৭১] আবু হানিফা-হাম্মাদ সূত্রে বর্ণিত হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর একটি মুরসাল বর্ণনা,

''ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة يمانية وقميص''

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজোড়া ইয়ামানি কাপড় ও একটি কোর্তাতে কাফন দেওয়া হয়েছিলো।'

আরেকটি দলিল সহিহ বোখারিতে[১৭২] বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা,

''ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فاعطاه قميصه الخ''

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর যখন মৃত্যু এসেছে, তখন তাঁর ছেলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাকে আপনার কোর্তাখানা দিন। আমি তাকে তা দিয়ে দাফন দেবো। আপনি তার জানাজার নামাজ আদায় করুন এবং তার জন্য ইসতিগফার করুন। তখন তিনি তাকে তাঁর কোর্তাখানা দান করলেন।'

তাছাড়া আমাদের আরেকটি দলিল মুসতাদরাকে বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা.-এর একটি হাদিস। তিনি বলেন,

''اذا انا مت فاجعلوا في آخر غسلي كافورا وكفنوني في بردين وقميص، فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك[১৭৩]''

'যখন আমি ইনতেকাল করি তখন আমার সর্বশেষ গোসল দিও কর্পূর দিয়ে এবং আমার কাফন দিও দুটি চাদর ও একটি কোর্তা। কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগেও অনুরূপ করা হয়েছে।'

তালখিসুল মুসতাদরাকে হাফেজ জাহাবি রহ. এর ওপর নিরবতা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং এটি ন্যূনতম পক্ষে হাসান অবশ্যই।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের যে হাদিসটি এতে মাইয়্যিতের কোর্তা নয়; বরং স্বাভাবিক কোর্তা অস্বীকার করা উদ্দেশ্য। যেগুলো জীবিত ব্যক্তিদের সংগে বিশেষিত। মাইয়িতের কোর্তা জীবিত ব্যক্তিদের কোর্তা হতে ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাতে না আস্তিন থাকে, না কল্লি থাকে, না সেলাইকৃত হয়। বরং এটি গর্দান হতে পা পর্যন্ত। এমন কাপড় হয়, যার এক মাথা মাইয়িতের পিঠের ওপর থাকে, আর দ্বিতীয় মাথা মাইয়িতের সামনে। মাঝখানে এটাকে গিরেবান বা বুক বরাবর ফাড়া থাকে। যাকে গর্দানে ঢুকানো যায়। হানাফিদের মাজহাব অনুসারে সমস্ত বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফি গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাইয়িতের কোর্তায় না কল্লি থাকে, না আস্তিন।[১৭৪] হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর এ কারণ বর্ণনা করেন যে,

---

[১৭১] (৪৬, باب للجنائز وغسل الميت নং ২২৮)। -সংকলক।

[১৭২] ১/১৬৯, باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف الخ-সংকলক।

[১৭৩] ই'লাউস সুনান : ৮/১৯৭, باب كفن الرجل ونوعه, মুসতাদরাক (৩/৫৭৮) সূত্রে। -সংকলক।

[১৭৪] যেমন দ্র., ফতহুল কাদির : ২/৭৯, আল-বাহরুর রায়েক : ২/১৭৫, كتاب الجنائز, রদ্দুল মুহতার : ১/৫৭৮, مطلب في الكفن-সংকলক।

কোর্তায় আস্তিন ইত্যাদির প্রয়োজন হয় জীবিতদের, যাতে চলাফেরা-উঠানামা এবং অন্যান্য গতি ও স্থিতিতে কোনো কষ্ট বা সমস্যা না হয়। অথচ মৃতের জন্য এটা আবশ্যক না। বরং মৃতকে আস্তিনবিশিষ্ট জামা পরিধান করানো একটি জটিল কাজ। এজন্য আস্তিন, কল্লি, সেলাই ইত্যাদির কষ্ট মাইয়্যিতের জামার ক্ষেত্রে আবশ্যক না।

তবে এর ওপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফনের জন্য স্বীয় জামা মুবারক দান করেছিলেন। এটি অবশ্যই আস্তিন ইত্যাদি বিশিষ্ট হবে।

গাঙ্গুহি রহ. এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, আলোচনা চলছে মাইয়্যিতের জন্য জামা তৈরি করা সম্পর্কে। সুতরাং তার জামা আস্তিন ইত্যাদি লৌকিকতা ও কষ্ট ইত্যাদি ব্যতীত বানানো হবে। যেমন, আমরা বর্ণনা করলাম। অবশ্য যদি পূর্ব হতে তৈরিকৃত জামা মওজুদ থাকে এবং বরকত ইত্যাদির জন্য তাকে পরানোর প্রয়োজন হয়, তাহলে এর সেলাই খুলে আস্তিন ইত্যাদি বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের[১৭৫] ঘটনায় আছে।

তবে আল্লামা জাফর আহমদ উসমানি রহ. ইলাউস সুনানে[১৭৬] হাকিমুল উম্মত হজরত থানবি রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, গাঙ্গুহি রহ. ফতওয়া দিয়েছিলেন যে, মৃতের জামা জীবিতের জামার মতো হবে। এর ফলে বুঝা যায় যে, গাঙ্গুহি রহ. মৃত এবং জীবিতের জামায় পার্থক্য হওয়ার ব্যাপারে স্বীয় মত প্রত্যাহার করেছিলেন।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم...... وقميصه الذي مات فيه[১৭৭] দ্বারা এ উক্তিটির সমর্থন হয় যে, মৃতের জামা এবং জীবিতের জামার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আবু বকর রা. এর ঘটনা দ্বারাও এর সমর্থন হয় যে, যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি বললেন, انظروا ثوبي هذين فاغسلو هما ثم كفنوني فيهما، فان الحي احوج الى الجديد منهما[১৭৮]

'আমার এ দুটি কাপড় দেখো। এগুলো ধুয়ে ফেলো। তারপর এগুলোতেই আমাকে কাফন দিও। কেনোনা, একজন জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা এমন নতুন কাপড়ের অধিক মুখাপেক্ষী।'

আমি বলছি যে, হানাফিদের মূল মাজহাব তো এটাই যে, মাইয়্যিতের জামার কল্লি এবং আস্তিন কিছুই হবে না।[১৭৯] অবশ্য বর্ণনার সমষ্টি দ্বারা এটাই প্রধান বুঝা যায় যে, জীবিতদের জামাও বৈধ। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বর্ণনা এ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হবে। বাকি আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফনের যে বিষয়টি। তাতেও প্রধান এটিই পরিলক্ষিত হচ্ছে, যে জামায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছে, সে জামা কাফনে শামিল করে তা ঠিক রাখা হয়েছে।[১৮০] সুতরাং হতে পারে তিনি

---

[১৭৫] দেখুন, আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/১৭৪-১৭৫, باب ما يستحب من الأكفان-সংকলক।

[১৭৬] (৮/১৯৮, باب كفن الرجل ونوعه)। -সংকলক।

[১৭৭] সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৪৯, باب في الكفن-সংকলক।

[১৭৮] আহমদ ইবনে হাম্বল এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কিতাবুজ জুহদে। দ্র., নাসবুর রায়া : ২/২৬২-২৬৩, فصل في التكفين-সংকলক।

[১৭৯] ফতহুল কাদির : ২/৭৯, باب الجنائز فصل في تكفينه, কাফি সূত্রে, বাহরুর রায়েক : ২/১৭৫- كتاب الجنائز-সংকলক।

[১৮০] যেমন, পেছনে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় এসেছে। -সংকলক।

এটাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন[৯৮১]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ–২১ : মাইয়িতের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করা প্রসঙ্গে (মতন পৃ. ১৯৫)

١٠٠٠ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم إِصْنَعُوْا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ ـ

১০০০। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রা. বলেন, যখন জা'ফর রা. এর মৃত্যুসংবাদ এর তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জাফরের পরিবারের জন্য তোমরা খানা তৈরি করো। কেনোনা, তাঁদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে, যা তাদের ব্যস্ততায় ফেলেছে।

দরসে তিরমিযী

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অনেক আলেম মৃতের পরিবারের নিকট (খাবার দাবারের) কোনো জিনিস প্রেরণ করা মুস্তাহাব বলেছেন। কেনোনা, তারা বিপদাপতিত হয়ে ব্যতিব্যস্ত। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের ইবনে খালেদ হলেন সাররার ছেলে। তিনি সেকাহ। তার সূত্রে ইবনে জুরাইজ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

''عن[৯৮২] عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا لاهل جعفر طعاما فانه قد جاء ما يشغلهم''

এ হাদিসের ভিত্তিতে মুস্তাহাব হলো, যে ঘরে মৃত্যু হয় তার নিকট আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশী খাবার রান্না করে সেখানে পাঠাবে। যাতে তাদের স্বীয় মুসিবতের সময় খানার ফিকিরে পড়তে না হয়।

---

[৯৮১] হজরত উস্তাদে মুহতারাম দা.ই.-এর ওপরযুক্ত প্রাধান্য অবলম্বনের সুরতে হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের বর্ণনায় (যাতে ليس فيها قميص ولا عمامة শব্দ বর্ণিত হয়েছে) সে জবাব চলবে না, যেটি মূল বক্তব্যে এসেছে যে, তাতে মূল জামার অস্বীকার নয়; বরং স্বাভাবিক জামা অস্বীকার করা উদ্দেশ্য। কেনোনা, এই প্রাধান্যের সারকথাই হলো, স্বাভাবিক জামা প্রমাণ করা।

তখন আয়েশা রা.-এর বর্ণনার এই জবাব দেওয়া যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফনে জামার অস্বীকৃতি হজরত আয়েশা রা.-এর নিজস্ব জানা অনুযায়ি করা হয়েছে। তবে যেহেতু কাফন-দাফনের স্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, সেহেতু ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা প্রধান। যাতে জামার কথা সাব্যস্ত হয়েছে। -সংকলক।

[৯৮২] সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৪৭ كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১১৫ أبواب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت-সংকলক।

তবে আমাদের যুগে এর বিপরীত এই কুপ্রথা চালু হয়েছে যে, মাইয়্যিতের পরিবার তখন আত্মীয়-স্বজন ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্যে আগত লোকদের জন্য খানা এবং দাওয়াতের ব্যবস্থা করে। এটা মাকরূহ ও বিদআত। কেনোনা, দাওয়াত হয় খুশির স্থলে, বিপদের স্থলে নয়। যেমন, আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি রহ. বলেছেন।[৮৮৩]

এর বিদআত হওয়ার একটি দলিল এটিও যে, আমাদের যুগে জনসাধারণ মাইয়্যিতের পরিবারের পক্ষ হতে এই দাওয়াতকে ধর্মীয় ওয়াজিবের শামিল মনে করে নিয়েছে। অথচ অনাবশ্যকীয় জিনিসকে আবশ্যক করে নেওয়া বিদআত[৮৮৪]। অনেক বিদআতি মাইয়্যিতের পরিবারের পক্ষ হতে জিয়াফত দলিল করার জন্য মিশকাত শরিফে বর্ণিত আসেম ইবনে কুলায়ব রা.-এর বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করে। তাতে একজন আনসারি সাহাবি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো মাইয়্যিতের দাফন কার্য হতে অবসর হয়ে ফিরে আসার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

''فلما رجع استقبله داعی مرأته[৮৮৫]، فاجاب ونحن معه فجئ بالطعام فوضع يده[৮৮৬]'' الخ

'যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁর সামনে এলো মৃতের স্ত্রীর পক্ষ হতে দাওয়াতদাতা। তিনি তার দাওয়াত কবুল করলেন। আমরাও তাঁর সংগে ছিলাম। তারপর খানা হাজির করা হলো, তিনি তাতে হাত রাখলেন।'

এর জবাব হলো, দাওয়াত মাইয়্যিতের স্ত্রীর পক্ষ হতে ছিলো না, বরং অন্য কোনো মহিলার পক্ষ হতে ছিলো। স্পষ্ট বিষয় যে, এ হাদিসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মিশকাতের কোনো লেখক হতে ভুল হয়ে গেছে। তিনি ইজাফত সহকারে داعي امرأته লিখে দিয়েছেন। তা না হলে মূল বর্ণনা হলো داعي امرأة ইজাফত ব্যতীত। সুনানে আবু দাউদের সমস্ত কপিতে বর্ণনা এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।[৮৮৭] মিশকাত শরিফে এই বর্ণনাটি সুনানে আবু

---

[৮৮৩] রদ্দুল মুহতার : ১/৬০৩, باب صلاة الجنائز، مطلب في كراهية الضيافة من أهل الميت তিনি বলেন, মৃতের পরিবারের পক্ষ হতে জিয়াফতের খানার ব্যবস্থা করা মাকরূহ হবে। কেনোনা, জিয়াফতের খানা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে আনন্দের ক্ষেত্রে। অনিষ্ট কিংবা নিরানন্দের ক্ষেত্রে নয়। এটি নিকৃষ্ট বিদআত। -সংকলক।

[৮৮৪] মৃতের পরিবারের পক্ষ হতে দাওয়াত নিষিদ্ধ হওয়ার একটি দলিল সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর একটি বর্ণনা। তিনি বলেন, আমরা মাইয়্যিতের পরিবারের নিকট সমাবেশ ও খানা পাকানোর ব্যবস্থাকে হায়-মাতমের শামিল মনে করতাম। (১১৬, باب ما جاء في النهي عن الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام)।

এই বর্ণনাটি ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদেও উল্লেখ করেছেন। দ্র., আল-ফতহুর রব্বানি : ৮/৯৪-৯৫, নং-২৭৭ باب صنع طعام لأهل الميت

আল্লামা সা'আতি রহ. বুলুগুল আমানি মিন আসরারিল ফাতহির রাব্বানিতে লিখেন– এটি ইবনে মাজাহ দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একটি বোখারির শর্তে উন্নীত, অপরটি মুসলিমের শর্তে। -সংকলক।

[৮৮৫] যেনো, ইবারতের অর্থ হলো, তাঁর সামনে এসেছেন মৃতের স্ত্রীর দাওয়াতদাতা।

[৮৮৬] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৩/১৬৭১-১৬৭২, নং-৫৯৪৩, كتاب الجصائل والشمائل، باب في المعجزات، الفصل الثالث- সংকলক।

[৮৮৭] সুনানে আবু দাউদ : (ছাপা, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান-২/৪৭৩ كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات), সুনানে আবু দাউদ : ৩/২৪৪, নং-৩৩৩২, শায়খ মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদের তাহকিকসহ।

মুসনাদে আহমদেও এই বর্ণনাটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত আছে। দ্র., আল-ফাতহুর রাব্বানি : ১৫/১৪৬, كتاب الغصب، باب فلما انصرف تلقاء داعي امرأة من قريش সুনানে দারাকুতনির একটি বর্ণনায় من لخذ شاة فذبحها وشواها আরেক বর্ণনায়

দাউদের বরাতেই এসেছে। তাছাড়া যদি মিশকাতের বর্ণনাটিকে সহিহ স্বীকার করে নেওয়া হয়[৮৮], তবুও এর জবাব এই হতে পারে যে, এই দাওয়াত যদিও মৃতের স্ত্রীর পক্ষ হতে ছিলো, তবে এটি শুধু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বরকত অর্জনের উদ্দেশে ছিলো, মৃতের পরিবার হিসেবে নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُوْدِ وَشَقِّ الْجُيُوْبِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ : বিপদের সময় গালে চাপড়ানো এবং জামার গিরেবান ছেঁড়া নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৫)

١٠٠١ - عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ.

১০০১। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে গিরেবান ফাড়ে ও গাল চাপড়ায় এবং জাহেলিয়াতের মতো কথা বলে। অর্থাৎ, অকৃতজ্ঞ কথা বলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

অনুচ্ছেদ-২৩ : বিলাপ করা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৫)

١٠٠٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَنِيْحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ ! أَمَا إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ

১০০২। **অর্থ :** আলি ইবনে রবি'আ আল-আসাদি রা. বলেন, কারাজা ইবনে কা'ব রা. নামক জনৈক আনসারি সাহাবির ইন্তেকাল হলে তার ওপর হায়-মাতম ও বিলাপ করা হলো। তারপর মুগিরা ইবনে শো'বা রা. এসে মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহর হামদ ছানা পড়লেন এবং বললেন, ইসলামে হায় মাতম বা বিলাপ করার কি হাল! মনে রেখো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যার ওপর বিলাপ ও হায়-মাতম করা হয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত হায়-মাতম বা বিলাপ করা হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে আজাব দেওয়া হয়।

صنعت لمرأة من المسلمين من قريش لرسول الله صلي الله عليه وسلم طعاما শব্দ বর্ণিত হয়েছে। দ্র., ৪/২৮৬, নং-৫৪-৫৫. باب الصيد و الذبائح و الأطعمة-সংকলক।

[৮৮] এই সম্ভাবনার ওপর যে, এটি বায়হাকির দালায়েলুন নবুওয়াতের শব্দ। কেনোনা, মিশকাতে এই বর্ণনাটি আবু দাউদ এবং দালায়েলুল নবুওয়াতের সূত্রে এসেছে। মিশকাত এবং আবু দাউদের বর্ণনাগুলোতে শাব্দিক কিছুটা পার্থক্য এই সম্ভাবনার সমর্থন করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত উমর, আলি, আবু মুসা, কায়স ইবনে আসেম, আবু হুরায়রা, জুনাদা ইবনে মালেক, আনাস, উম্মে আতিয়্যা, সামুরা ও আবু মালেক আশ'আরি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুগিরা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

١٠٠٣ —عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَالْعَدْوٰى (أَجْرَبَ بَعِيْرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةُ بَعِيْرٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيْرَ الْأَوَّلَ) ؟ وَالْأَنْوَاءُ (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا)

১০০৩। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি জিনিস আমার উম্মতের মধ্যে আছে। এগুলো জাহেলিয়াতের কাজ তথা কাফেরদের প্রথা। যা সম্পূর্ণরূপে কখনো পরিত্যক্ত হবে না যে, কেউ এতে লিপ্ত হবে না। ১. হায়-মাতম ও বিলাপ করা। ২. বংশ নিয়ে ভর্ৎসনা করা। ৩. রোগ সংক্রমণের আকিদা পোষণ করা। একটি উটের মধ্যে খোস-পাঁচড়া হলো, ফলে তা হতে একশ' উটের গা সংক্রমিত হলো। তাহলে প্রথমটিতে এই বিচি-পাঁচড়া কোত্থেকে হলো। অনুরূপভাবে তারকারাজির আকিদা তথা এর রূপ বলা যে, আমাদের ওপর বৃষ্টিপাত হয়েছে অমুক তারকা অমুক স্থানে অবস্থান করার কারণে ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেন, এ হাদিসটি حسن।

দরসে তিরমিযী

عن علي[৯৮৯] بن ربيعة الاسدى قال : مات رجل من الانصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة، فصعد المنبر، فحمد الله واثنى عليه، وقال : ما بال النوح في الاسلام! اما اني صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نيح عليه عذب ما نيح عليه''

তথা মৃতকে তার পরিবারের হায়-মাতম ও বিলাপের কারণে আজাব দেওয়া হয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা বিলাপ করতে থাকে।

এখানে আছে দুটি মাসআলা রয়েছে। প্রথম মাসআলাটি হলো, মৃতের কান্না সংক্রান্ত। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণত কান্নাকাটি করা বৈধ। ভীষণ কান্নাকাটি যা বিলাপের পর্যায়ে পৌছে যায়, তা অবৈধ। ভীষণ কান্নাকাটি এবং হালকা কান্নাকাটিতে পার্থক্য মুশকিল। একটি উক্তি হলো, হালকা কান্নাকাটি সেটিই, যেটি হবে আওয়াজ ব্যতীত। আর ভীষণ কান্নাকাটি হলো, যেটি করা হবে আওয়াজসহ।[৯৯০] কিন্তু বাস্ত

---

[৯৮৯] সহিহ বোখারি : ১/১৭২, باب ما يكره من النياحة علي الميت, সহিহ মুসলিম : ১/৩০৩, لن الميت لا يعذب ببكاء أهله। -সংকলক।

[৯৯০] ইমাম নববি রহ. শরহে আলা মুসলিমে (১/৩০২) যা বলেছেন, এ হলো তার সারসংক্ষেপ। ওপরযুক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন সহিহ বোখারিতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা দ্বারাও হয়। যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হজরত সায়িদ ইবনে উবাদা রা.-এর শুশ্রূষার জন্য আগমনের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'যখন তিনি তার নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে পেলেন তাঁর পরিবারের ভিড়ের মধ্যে। তখন তিনি বললেন, সে কি ইনতেকাল করেছে? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। কাওম যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

বতা হলো, সশব্দে কান্নাকাটি করাও বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে।[৯৯১] সুতরাং বলা হবে যে, ব্যাপক আকারে সশব্দে কান্নাকাটি করাও নিষিদ্ধ নয়, বরং সশব্দে এমন কান্নাকাটি করা নিষিদ্ধ যেটি বিলাপের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ জোরে জোরে কান্নাকাটি-চিৎকার কিংবা মাইয়্যিতের অতিরঞ্জিত ফজিলত আলোচনা করা এবং আল্লাহ তা'আলার তাকদিরকে গলদ এবং ভুল সাব্যস্ত করা। তাছাড়া অন্য লোকদেরকে কান্নাকাটি করার জন্য দাওয়াত দেওয়া।[৯৯২]

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, মৃতকে কি তার পরিবারের কান্নাকাটির কারণে আজাব দেওয়া হয়? অনেক সাহাবি এর প্রবক্তা। এটিই উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং মুগিরা রা.-এর মাজহাব ।[৯৯৩] অথচ হজরত আয়েশা,

---

ওয়াসাল্লামের কান্না দেখলো, তখন তারাও কাঁদলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি শোন না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চোখের অশ্রু এবং অন্তরের পেরেশানির কারণে আজাব দেন না। তবে জিহবার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, এর কারণে আজাব দিবেন। (باب البكاء عند المريض, ১/১৭৪)। -সংকলক।

[৯৯১] যেমন, মুসনাদে আহমদে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় আছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হজরত জায়নাব রা. (আরেকটি বর্ণনায় আছে, রুকায়য়া রা.) ইনতেকাল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তুমি আমাদের নেককার সৎ, আফজাল পূর্ববর্তী উসমান ইবনে মাজউন রা.-এর সংগে মিলিত হও। তারপর মহিলাগণ কাঁদতে শুরু করলেন। তখন হজরত উমর রা. তাদেরকেও বেত্রাঘাত করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে ধরে বললেন, থামো হে উমর! তার পর বললেন, হে মহিলারা! তোমরা কাঁদ, তবে শয়তানের আওয়াজ হতে বেঁচে থেকো। আল-ফাতহুল রাব্বানি : ৭/১৩০, নং-৯৪, باب الرخصة بالبكاء من غير نوح।

এই বর্ণনার অধীনে আল্লামা সা'আতি রহ. লিখেন, 'স্পষ্ট বিষয় যে, মহিলাদের ক্রন্দন ছিলো সশব্দে। তবে উচ্চৈঃস্বরে নয়। ফলে হজরত উমর রা. তাদেরকে নিষেধ করেছেন, যাতে তা হায়-মাতমের পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছে। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন তাদেরকে ছেড়ে দিতে।

তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ রা.-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, হায়-মাতম ব্যতীত কান্নাকাটি করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। -তাবারানি কাবির। এর সনদ হাসান।

তাছাড়া কুরাজা ইবনে কা'ব এবং আবু মাসউদ আনসারি রা. হতে বর্ণিত আছে, আমাদেরকে বিপদের সময় হায়-মাতম ব্যতীত কান্নার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। তাবারানি কাবির। এর বর্ণনাকারিগণ সহিহ বোখারির বর্ণনাকারি। দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/১৯, كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء। -সংকলক।

[৯৯২] যেমন, হায়-মাতমের মধ্যে এমনই করা হয়। এজন্য আল্লামা নববি রহ. إن الميت ليعذب ببكاء أهله এর ব্যাখ্যায় লিখেন, 'একদল বলেছেন, হাদিসগুলোর অর্থ হলো, তারা মৃতের ওপর হায়-মাতম এবং চিৎকার করতো, তা তাদের ধারণা অনুযায়ি বিভিন্ন রকম সৌন্দর্য ও আখলাক চরিত্রের বর্ণনা দিতো অথচ এসব আখলাক-চরিত্র ছিলো শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে নিকৃষ্ট। যার ফলে তাকে আজাব দেওয়া হয়। -শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ২/৩০২, كتاب الجنائز । -সংকলক।

[৯৯৩] মুগনি ইবনে কুদামা : ২/৫৪৮, تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ।

এজন্য ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন হজরত উমর রা.কে আঘাত করা হলো, (অর্থাৎ যে আঘাতে তিনি ইনতেকাল করলেন) তখন হজরত সুহায়ব রা. কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেন, হায়! আমার ভাই, হায়! আমার বন্ধু। তখন উমর রা. তাকে বললেন, সুহায়ব! তুমি আমার ওপর কান্নাকাটি করছো! অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃতকে তার পরিবারের অনেক লোকের কান্নার ফলে শাস্তি দেওয়া হয়। -সহিহ বোখারি : ১/১৭২, باب قول النبي صلى الله عليه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ।

তাছাড়া আবু উমর রহ. বলেন, আমি ইবনে উমর রা.কে বলতে শুনেছি। তিনি রাফে' ইবনে খাদিজ রা.-এর জানাজায় ছিলেন, আর মহিলারা প্রস্তুত হয়েছিলো রাফে' রা.-এর জন্য কান্নাকাটি করতে। তখন তিনি তাদেরকে কয়েকবার বসালেন। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের ধ্বংস। রাফে' ইবনে খাদিজ রা. একজন বয়োবৃদ্ধ মনীষী। আজাবের শক্তি তার নেই। আর মৃতকে

ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা.-এর মাজহাব হলো, পরিবারের কান্নাকাটির ফলে মৃতের শাস্তি হয় না।[১১৪]

যারা মৃতকে সাজা দেওয়ার পক্ষে তাদের দলিল আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত একটি মারফু' হাদিস। ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه[১১৫]

'মৃতের ওপর তার পরিবারে কান্নাকাটির ফলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

যারা মৃতের পরিবারের কান্নাকাটির জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন, তাদের দলিল[১১৬] ولا تزر وازرة وزر اخرى আয়াত। আয়েশা রা. এ আয়াত দ্বারাই দলিল পেশ করেছেন।[১১৭] হজরত ইবনে উমর রা.-এর যে বর্ণনাটি এ সম্পর্কে আয়েশা রা. পরবর্তী অনুচ্ছেদের পরের অনুচ্ছেদে বলেন,

''يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا : ان الميت ليعذب، لن اهله ليبكون عليه''

'তার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন, তিনি মিথ্যা বলেননি। তবে ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি বলেছিলেন। একজন ইয়াহুদি ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে, মৃত ব্যক্তিকে তখন শাস্তি দেওয়া হয়, যখন তার পরিবার কান্নাকাটি করছে।'

তবে ইবনে উমর রা. এর দিকে ভুলের সম্বোধন করা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়।[১১৮] কারণ, এ বিষয়ের বর্ণনা একাধিক সাহাবা হতে সুনিশ্চিতরূপে বর্ণিত আছে।[১১৯] সুতরাং বিশুদ্ধ হলো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-

---

তার পরিবারের কান্নার ফলে শাস্তি দেওয়া হয়। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৩/৫৫৬, নং-৬৬৭৮, كتاب الجنائز باب الصبر والبكاء والنياحة،

মুগিরা ইবনে শো'বা রা.-এর ঘটনা তিরমিযীর এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এসে গেছে। -সংকলক।

[১১৪] আয়েশা ও ইবনে আব্বাস রা.-এর মাজহাবের জন্য দ্র., সহিহ বোখারি : ১/১৭২, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه এবং আবু হুরায়রা রা. এর মাজহাবের জন্য দ্র. ফতহুল বারি : ৩/১২২, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه। -সংকলক।

[১১৫] বোখারি : ১/১৭১। -সংকলক।

[১১৬] সূরা ফাতির -১৮ : পারা-২২। -সংকলক।

[১১৭] তাছাড়া ইবনে আব্বাস রা. আজাব না হওয়ার সমর্থনে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাই হাসান এবং কাঁদান। দ্র., সহিহ বোখারি : ১/১৭২। -সংকলক।

[১১৮] এজন্য আল্লামা সা'আতি রহ. বর্ণনা করেন, 'কুরতুবি রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. কর্তৃক এটি অস্বীকার করা এবং বর্ণনাকারির ভুল-বিস্মৃতির সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং ফয়সালা দেওয়া যে, তিনি কোনো অংশ শুনেছেন কিংবা কোনো অংশ শুনেননি– অযৌক্তিক। কেনোনা, এই অর্থটির বর্ণনাদাতা সাহাবি অনেক এবং তার দৃঢ়তার সংগে তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটাকে কোনো যথার্থ প্রয়োগক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করার কোনো অর্থ হয় না।' দ্র., বুলুগুল আমানি : ৭/১২৭, ৯৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যার অধীনে باب ما جاء في أن الميت يعذب الخ। -সংকলক।

[১১৯] যেমন, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন রা.-এর নিকট আলোচনা করা হলো যে, মৃতকে জীবিতের কান্নার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। তখন ইমরান রা. বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। -সুনানে নাসায়ি : ১/২৬২, النهي عن البكاء على الميت।

হজরত মাসুরা রা. হতে বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জীবিতের কান্নার কারণে মৃতকে আজাব দেওয়া হয়। হাইছামি রহ. বলেছেন, এটি তাবারানি কাবিরে বর্ণনা করেছেন। তাতে একজন বর্ণনাকারি আছেন উমর

এর হাদিস প্রমাণিত। তাতে কোনো প্রকার ভুল নেই। তবে এটা কিছু নির্দিষ্ট অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১. মৃতের পরিবারের কান্নার কারণে তার ওপর শাস্তি হয় তখন, যখন সে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে ওসিয়ত করে যায় যে, আমার ইনতেকালের পর যেনো আমার জন্য খুব কান্নাকাটি করা হয় এবং বিলাপ করা হয়। আরবদের মাঝে এর প্রচলন ছিলো। তারা মৃত্যুর আগে কান্নাকাটি ও বিলাপের জন্য ওসিয়ত করে যেতো। এই বিলাপকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করতো। প্রখ্যাত কবি তরফা ইবনুল আবদ বলেন,

فإن مت فانعني بما انا اهله * وشقي على الجيب يا ابنة معبد[১০০০]

২. মৃতকে শাস্তি দেওয়ার হাদিসের এই বর্ণনা করা হয় যে, বিলাপকারিণীরা বিলাপে প্রশংসা আকারে মৃতের যে সমস্ত ক্রীড়াকর্মের আলোচনা করে অনেক সময় এমন মন্দ কর্ম হয়ে থাকে যে, এগুলোতে লিপ্ত হওয়ার কারণে মৃতকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।[১০০১]

আরেকটি অর্থ হলো, বিলাপকারিণীরা যখন বলে– হে পাহাড়! হে নেতা! তখন ফেরেশতারা তার বুকের ওপর হাতে আঘাত করে বলেন, তুমি কি অনুরূপ ছিলে[১০০২]?

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত মৃতকে শাস্তি দেওয়া সংক্রান্ত ওপরোল্লিখিত বর্ণনাটিতে ওপরযুক্ত সবগুলো সম্ভাবনা হতে পারে এবং ولا تزر وازرة وزر اخرى আয়াতের ওপর আমলের জন্য এসব ব্যাখ্যা হতে কোনো একটি অবলম্বন করা সর্বাবস্থায় আবশ্যক।

باب ما جاء في البكاء ইবনে ইবরাহিম আনসারি। তার সম্পর্কে কালাম আছে। তিনি সেকাহ। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/১৬, হজরত উমর এবং মুগিরা রা.-এর বর্ণনাগুলো পেছনে এসেছে। হাদিস গ্রন্থাবলিতে এ বিষয়ক আরো অনেক বর্ণনা সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত আছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। -সংকলক।

[১০০০] আসসাব'উল মু'আল্লাকাত ৩৪, দ্বিতীয় মু'আল্লাকা কাব্যের অনুবাদ নিম্নেযুক্ত,

হে মা'বাদের কন্যা! (কবির ভাতিজী) যখন আমি মরে যাব, তখন আমার মৃত্যুর সংবাদ এমন গুরুত্ব সহকারে লোকজনকে শোনাবে– যার আমি যোগ্য, আর আমার ওপর (শোক পালনার্থে) গিরেবান ছিঁড়ে ফেলবে। -সংকলক।

[১০০১] আরবদের নিয়ম ছিলো, তারা তাদের হায় মাতমে বলতো, يا مرمل ومؤتم الولدان وما خرب العمران ومفرق الاخزان অর্থাৎ, হে মহিলাদের বিধবাকারি! হে শিশুদের এতিমকারি! হে আবাদী ধ্বংসকারি! এবং বন্ধুদের বিচ্ছিন্নকারি! -শরহে নববি 'আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩০২, কিতাবুল জানাইজ। -সংকলক।

[১০০২] পরবর্তী অনুচ্ছেদে হজরত আবু মুসা আশ'আরি রা. এর বর্ণনা আসছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মরণশীল ব্যক্তি মারা যায় তারপর কোনো ক্রন্দনকারি দাঁড়িয়ে বলে, হায় পাহাড়! হায় নেতা! ইত্যাদি। তখন তার ওপর দু'জন ফেরেশতা সোপর্দ করা হয়, যারা তাকে ঘুষি মারে (লাহজুন শব্দের অর্থ হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বুকে ঘুষি মারা।) এবং বলে, তুমি কি এমন ছিলে?

মুসনাদে আহমাদ হজরত আবু মুসা আশ'আরি রা.-এর বর্ণনা এমন এসেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃতকে তার ওপর জীবিতের চিৎকারের কারণে আজাব দেওয়া হয়। যখন হায় মাতমকারিণী বলে, হায় আমার বাহু! হায় আমার সাহায্যকারি! হায় আমার বস্ত্র দানকারি! তখন মৃতকে টেনে ধরে বলা হয়, তুমি কি তার বাহু? তুমি কি তার সাহায্যকারি? তুমি কি তার বস্ত্র দানকারি? -দেখুন, আল ফাতহুর রাব্বানি ৭/১২৫, নং-৯৩, باب ما جاء ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. সূত্রে বর্ণিত, মৃতকে আজাবদান সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যা সমূহের জন্য দ্র., শরহে নববি 'আলা সহিহ মুসলিম, ১/৩০২, কিতাবুল জানাইজ, বুলুগুল আমানি মিন আসরারিল ফাতহির রাব্বানি : ১/১২৬-২৮, ৯৩, নং হাদিসের ব্যাখ্যা। -সংকলক।

''عن[১০০৩] ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لن يدعهن الناس''

তথা এগুলো সেসব কাজ যেগুলো সম্পূর্ণরূপে কখনো পরিত্যক্ত হবে না যে, কেউ এতে লিপ্ত হবে না। বরং সর্বযুগে কেউ না কেউ এসব আকিদা পোষণকারি এবং বাস্তবে এসব কাজ করণে ওয়ালা অবশ্যই হবে।[১০০৪]

النياحة، والطعن في الاحساب[১০০৫]، والعدوى[১০০৬]، اجرب[১০০৭] بعير فأجرب مائة بعير، من اجرب البعير الاول، والانواء[১০০৮]، مطرنا بنوء كذا وكذا''

আল্লামা গাঙ্গুহি রহ. বলেন, সংক্রমণের কথা রদ করার অর্থ এই নয় যে, এটা মেনে নেওয়া হবে যে, রোগ সংক্রমণ কারণের পর্যায়েও বাস্তবে থাকে না।[১০০৯] বরং মূলত সংক্রমণ সম্পর্কে আরবদের আকিদা বিশ্বাস ছিলো ভ্রান্ত। অনেকে এটাকে সরাসরি ক্রিয়াশীল মনে করতো। অনেকের ধারণা ছিলো, আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে ক্রিয়া দান করে নাউজুবিল্লাহ স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। অনেকে মনে করতো যে, এগুলোর ক্রিয়াতো আল্লাহ তা'আলাই দান করেছেন। তবে এখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এই ক্রিয়া হয় না, বরং এসব জিনিসের পক্ষ হতেই হয়। অনেকের বক্তব্য ছিলো, ক্রিয়াশীল তো আল্লাহ তা'আলাই। তবে রোগ সংক্রমিত না হয়ে পারেনা। ওপরযুক্ত ভ্রান্ত বোধ-বিশ্বাসের কারণে সংক্রমণের কথা খণ্ডন করা হয়েছে। তা না হলে কারণের পর্যায়ে এটাকে স্বীকার করা নিষিদ্ধ না। এটাই অধিকাংশের মত।[১০১০]

[১০০৩] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকির উক্তি অনুসারে তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেন নি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৩২৫, নং-১০০১। -সংকলক।

[১০০৪] আল-কাওকাবুদ্দুররি : ২/১৭৬। -সংকলক।

[১০০৫] أحساب – حسب এর বহুবচন, অর্থাৎ, বংশ। এখানে' বংশ-বুনিয়াদ নিয়ে ভর্ৎসনা করা উদ্দেশ্য। মুসনাদে আহমদে হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত একটি মারফু' হাদিসে আছে,

شعبتان من امر الجاهلية لا يتركهما الناس ابدا النياحة والطعن في النسب–

الفتح الرباني ١١٣–٧. رقم: ٧٩– باب ما لا يجوز من البكاء على الميت

অর্থাৎ, বাপ ব্যতীত অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। -সংকলক।

[১০০৬] عدواى – اعداء এর ইসম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য রোগ সংক্রামিত হওয়া। -সংকলক।

[১০০৭] اجرب البعير তথা উটের গায়ে খোচ-পাঁচড়া হওয়া। -সংকলক।

[১০০৮] انواء – نوء এর বহুবচন। আবু উবায়দ রহ. বলেন, "আনওয়া" হলো ২৮টি বিশেষ তারকা, যেগুলো প্রসিদ্ধ উদয়স্থল হতে পুরো বছর পালাক্রমে উদিত হয়। প্রতি তের রাত্র অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি তারকা সুবহে সাদেকের সময় পশ্চিম দিকে অস্তমিত হয়। ঠিক এ সময় পূর্ব দিকে এর বিপরীতে আরেকটি তারকা উদিত হয়। তের রাত্র পর এই তারকাটিও অস্তমিত হয়ে যায় এবং আরেকটি তারকা উদিত হয়। এটিকে "নাওউন" বলে নাম করার কারণ, যখন তারকাটি ডুবে যায় তখন আটাশটি তারকাই উদিত হয়ে ডুবে যায়। জাহেলিয়্যাতের যুগে আরবের লোকেরা মনে করতো, যখনই এই আটাশটি তারকার মধ্য হতে কোনো একটি অস্তমিত হয়ে উদিত হবে, তখন অবশ্য বৃষ্টি হবে কিংবা বাতাস প্রবাহিত হবে। তারপর যখন বৃষ্টি হতো, তখন তারা বলতো, "বৃষ্টি হয়েছে তারকার উদয়ের কারণে।" যেনো এর উদয়নটিই ক্রিয়াশীল। -দেখুন বুলূগুল আমানি : ৬/২৫২-২৫৩, باب الاعتقاد– ان المطر بيد الله الخ – ابواب صلوة الاستسقاء। -সংকলক।

[১০০৯] যেনো হজরত গাঙ্গুহি রহ. বলতে চান যে, রোগ সংক্রমণ কারণের পর্যায়ে পাওয়া যেতে পারে। কৃত ও কারণের মাঝে আবশ্যকতা নেই; বরং এগুলোর মাঝে বিরোধ হয়ে যায়। অবশ্য অনেক আহলে জাহেরের মাজহাব হলো, রোগ সংক্রমণ কারণের পর্যায়ে পাওয়া যায় না। তবে এটি ঠিক নয় -দ্র. আল কাওকাব : ২/১৭৭।

[১০১০] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., আল কাওকাবুদ্দুররি : ২/১৭৭। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২৪ : মৃতের ওপর চিৎকার করে কান্নাকাটি করা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৫)

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كِيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

১০০৪। **অর্থ :** উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃতের পরিবার কর্তৃক মৃতের জন্য কান্নাকাটির ফলে তাকে আজাব দেওয়া হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর ও ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

একদল আলেম মৃতের জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করা মাকরূহ বলেছেন। তারা বলেছেন, মৃতের পরিবারের পক্ষ হতে তারা এ হাদিস অনুযায়ি মত পোষণ করেন। আল্লামা ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, আমি আশা করি যদি সে তার জীবদ্দশায় পরিবারকে নিষেধ করে যায়, তাহলে তার ওপর কোনো সাজা হবে না।

١٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ أَسِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَسِيْدٍ أَنَّ مُوْسَى بْنَ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِ فَيَقُوْلُ وَاجَبَلَاهُ ! وَاسَيِّدَاهُ ! أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهٰكَذَا كُنْتَ ؟

১০০৫। **অর্থ :** আবু মুসা আশআরি রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মরণশীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাদের কোনো মাতমকারি ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যখন হায় পাহাড়! হায় নেতা! এবং অনুরূপ বাক্য বলে, তখন তার সংগে দুইজন ফেরেশতা অর্পণ করা হয়, যারা তাকে ঘুষি মারে, (এবং বলে) তুমি কি এমন ছিলে?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২৫ : মৃতের জন্য কান্নাকাটির অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৫)

١٠٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَرْحَمُهُ اللهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ وَهِمَ إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُوْدِيًّا إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ.

১০০৬। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃতকে তার পরিবার কর্তৃক তার জন্য কান্নাকাটির ফলে শাস্তি দেওয়া হয়।

তারপর আয়েশা রা. বললেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি, তবে ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কেবল এক ইহুদি ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে বলেছিলেন, মৃতকে তখন শাস্তি দেওয়া হয় যখন তার পরিবার তার জন্য মাতম করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কারাজা ইবনে কা'ব, আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ ও উসামা ইবনে জায়দ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক সূত্রে এটি হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে। অনেক আলেম এ মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নিম্নেযুক্ত আয়াতে এ কথাই বলেছেন। আয়াতটি হলো ولا تزر وازرة وزر اخرى তথা একজনের গোনাহের বোঝা অপরজন বহন করবে না। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটাই ।

١٠٠٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ فَوَجَدَهُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم فَوَضَعَهُ فِيْ حِجْرِهِ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَتَبْكِيْ ؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نُهِيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟ قَالَ لَا وَلٰكِنْ نُهِيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوْهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ.

১০০৭। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রহ. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর হাতে ধরে তাঁর সাহেবজাদা ইবরাহিমের নিকট চলে আসলেন। তখন তিনি তাকে তাঁর জান বের হবার উপক্রম অবস্থায় পেলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহিমকে কোলে তুলে নিলেন এবং কাঁদলেন। তখন আবদুর রহমান রা. তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন! আপনি কি কাঁদতে নিষেধ করেননি? জবাবে তিনি বললেন, না। তবে আমি নিষেধ করেছি দুটি আহমকি অপরাধপূর্ণ আওয়াজ হতে। এক. মুসিবতের সময় কোনো কান্নাকাটির আওয়াজ। আর দুই. চেহারা খামচে দেওয়া, আঁচড় দেওয়া আর গিরেবান ছিঁড়ে ফেলা এবং শয়তানের মতো চিৎকার করা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٠٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللهُ لِأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَلٰى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِيْ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا.

১০০৮। **অর্থ :** আমরা হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রা.কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁর নিকট আলোচনা করা হয়েছিলো যে, ইবনে উমর রা. বলেন, মৃতকে জীবিত ব্যক্তি কর্তৃক তার জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটির কারণে

শাস্তি দেওয়া হবে। তখন আয়েশা রা. বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন। মনে রেখো, তিনি মিথ্যা বলেননি, তবে তিনি ভুলে গেছেন কিংবা ভুল করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এক ইহুদি মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, তখন তার জন্য চিৎকার করে হায়-মাতম করা হচ্ছিলো। তখন তিনি বললেন, তারা মহিলার জন্য কান্নাকাটি করছে। অথচ তাকে তার কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ–২৬ : জানাজার আগে হাঁটা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৬)

١٠٠٩ -عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

১০০৯। **অর্থ :** সালেমের পিতা ইবনে উমর রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রা.কে জানাজার আগে হাঁটতে দেখেছি।

١٠١٠ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

১০১০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রা.কে দেখেছি জানাজার আগে হাঁটতে।

١٠١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِيْ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

১০১১। **অর্থ :** আবদ্ ইবনে হুমাইদ...জুহরি রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রা. জানাজার আগে হাঁটতেন। জুহরি রহ. বলেছেন, আমাকে সালেম বলেছেন, তাঁর পিতা জানাজার আগে হাঁটতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে ওমর রা.-এর হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনে জুরাইজ, জিয়াদ ইবনে সাদ প্রমুখ জুহরি-সালেম-তার পিতা সূত্রে ইবনে উয়াইনা রহ.-এর হাদিসের মতো। মা'মার, ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ, মালেক প্রমুখ হাফেজে হাদিস জুহরি হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার আগে হাঁটতেন।

জুহরি রহ. বলেছেন, সালেম আমাকে বলেছেন, তাঁর পিতা জানাজার আগে হাঁটতেন। সমস্ত মুহাদ্দিসিন এ মত পোষণ করেন যে, এ প্রসঙ্গে মুরসাল হাদিসটি বিশুদ্ধতম।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে মুসাকে বলতে শুনেছি, আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, এ প্রসঙ্গে জুহরির হাদিসটি মুরসাল। এটি ইবনে উয়াইনার হাদিস অপেক্ষা আসাহ। ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, আমার মতে ইবনে জুরাইজ এ হাদিসটি ইবনে উয়াইনা সূত্রে গ্রহণ করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া এ হাদিসটি জিয়াদ তথা ইবনে সাদ, মানসুর, বকর ও সুফিয়ান-জুহরি-সালেম-তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। তাঁর হতে হাম্মাম বর্ণনা করেছেন ।

ওলামায়ে কেরাম জানাজার আগে হাঁটা সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মত হলো, জানাজার আগে হাঁটা আফজাল। শাফেয়ি ও আহমদ রহ.-এর মাজহাব এটিই।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, অবশ্য এ অনুচ্ছেদে আনাস রা.-এর হাদিসটি সংরক্ষিত নয়।

١٠١٢ - عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلمَ و أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

১০১২। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , আবু বকর, উমর ও উসমান রা. জানাজার আগে আগে হাঁটতেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আমি এ হাদিসটি সম্পর্কে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বললেন, এটি ভুল। এতে ভুল করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর। অথচ এ হাদিসটি কেবল বর্ণনা করা হয় ইউনুস-জুহরি সূত্রে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , আবু বকর ও উমর রা. জানাজার আগে হাঁটতেন।

ইমাম জুহরি বলেছেন, সালেম আমাকে বলেছেন, তাঁর পিতা জানাজার আগে হাঁটতেন।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, এটা আসাহ।

দরসে তিরমিযী

عن سالم عن ابيه[১০১১] قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر و عمر يمشون امام الجنازة"

জানাজার সামনে পিছে, ডানে বামে সবদিকেই চলা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। অবশ্য আফজালতার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে।[১০১২]

একটি বক্তব্য হলো, কোনোদিকে চলারই কোনো ফজিলত অপরদিকে চলার ওপর নেই। সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর বক্তব্য এটাই। ইমাম বোখারি রহ.-এরও ঝোঁক এদিকেই।

তৃতীয় উক্তি হলো, পদযাত্রীদের জন্য জানাজার সামনে হাঁটা আফজাল। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটাই। চতুর্থ উক্তি হলো, সাধারণভাবে জানাজার পিছে হাঁটা আফজাল। আবু হানিফা এবং তাঁর সাথিগণ ও

[১০১১] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০৬, ابواب الجنائز، باب ما جاء في للمشي امام الجنازة । -সংকলক।

[১০১২] এই মতানৈক্য সংক্রান্ত পরবর্তী বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. আওজাযুল মাসালিক : ৪/২০৮, المشي امام الجنازة । -সংকলক।

ইমাম আওজায়ি রহ.-এর মাজহাবও এটাই[১০১৩]। এ অনুচ্ছেদের হাদিস ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দলিল। অথচ মালেকি এবং হাম্বলিদের মতে এটা পায়ে হেঁটে চলার সুরতেও হানাফিদের বিষয়টি। তাদের পক্ষ হতে জবাব হলো, এটা বৈধতার বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া এই বর্ণনাটি মুত্তাসিল, না মুরসাল এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। মুহাদ্দিসিনের মতে আসাহ হলো, এটি মুরসাল।[১০১৪] মুরসাল শাফেয়িদের মতে দলিল নয়।

মালেকি এবং হাম্বলিদের দলিল পদযাত্রীর ব্যাপারেতো এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিই। আর আরোহি সংক্রান্ত তাদের দলিল মুগিরা ইবনে শো'বা রা.-এর হাদিস,

''ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الراكب خلف لجنازة والماشي حيث يشاء منها''

"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আরোহি জানাজার পেছনে, আর পদযাত্রী যেখানে ইচ্ছা সেখানেই।"[১০১৫]

এর জবাবে হজরত থানবি রহ. বলেন, আফজালতো আরোহি এবং পদাতিকের জন্য পেছনেই হাঁটা। তবে এই বর্ণনা দ্বারা আরোহির জন্য অতিরিক্ত তাকিদ উদ্দেশ্য। কেনোনা, সে আরোহণের কারণে যে এক প্রকার বেয়াদবিতে লিপ্ত,[১০১৬] পিছে চলার আদবের কারণে এর এক পর্যায়ে ক্ষতিপূরণ হয়ে গেলো। এ কারণেই

[১০১৩] আল্লামা ইবরাহিম নাখয়ি, সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, সুয়ায়দ ইবনে গাফালা, মাসরুক, আবু কিলাবা, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইসহাক ও আহলে জাহেরের মাজহাব হলো, জানাজার পেছনে হাঁটা আফজাল। এটি হজরত আলি ইবনে আবু তালেব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবুদ্দারদা, আবু উমামা ও আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণনা করা হয়। -উমদাতুল ক্বারি : ৮/৮, باب الامر باتباع الجنائز -সংকলক।

[১০১৪] ইমাম তিরমিযী রহ. এটাকে মাওসুলরূপেও বর্ণনা করেছেন, আবার মুরসালরূপেও। মুত্তাসিল বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-জুহরি-সালেম-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, ...। মুত্তাসিল বর্ণনাটির আরেকটি সনদ নিম্নরূপ- মুহাম্মদ ইবনে বকর-ইউনুস - ইয়াজিদ- ইবনে শিহাব-আনাস রা. -নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

প্রথম সূত্রটিতে প্রধান হলো, এটি মুরসাল। যার প্রমাণ হলো, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, জুহরি হতে হাদিস মুখস্থকারি তিনজন-মালেক, মা'মার ও ইবনে উয়াইনা। যখন তাদের মধ্য হতে দু'জন কোনো উক্তির ব্যাপারে একমত হন, তখন আমরা সেটি গ্রহণ করি। অপর জনের উক্তি বর্জন করি (নাসবুর রায়া : ২/২৯৪, فصل في حمل الجنازة এ বর্ণনাটি জুহরি হতে তিনজন হাফেজই বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্য হতে ইবনে উয়াইনা যদিও এই বর্ণনাটি মুত্তাসিলরূপে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইমাম মালেক ও মা'মার রহ. জুহরি হতে এই বর্ণনাটি মুরসালরূপেই বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সমস্ত মুহাদ্দিসিন এ ব্যাপারে মুরসাল হাদিসটি আসাহ বলে মত পোষণ করেন।

মুত্তাসিল সূত্রটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, "আমি মুহাম্মদকে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি ভুল। এতে ভুল করেছেন মুহাম্মদ ইবনে বকর।" এ হাদিসটি বর্ণনা করা হয় কেবল ইউনুস- জুহরি- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। -সংকলক।

[১০১৫] শব্দ সুনানে তিরমিযীর : ১/১৫৫, باب الصلوة على الاطفال তাছাড়া দ্র., সুনানে নাসায়ি : ১/২৭৫, كتاب الجنائز – مكان الراكب من الجنازة و مكان الماشي من الجنازة، سنن ابن ماجة ١٠٦. ابواب الجنائز – باب ما جاء في شهود الجنائز

[১০১৬] জানাজার সংগে আরোহণ করা যে বেয়াদবি, এটা তিরমিযীতে বর্ণিত হজরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত একটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে এক জানাজায় বের হলাম। তিনি কিছু সংখ্যক আরোহি লোক দেখে বললেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না? আল্লাহর ফেরেশতারাতো পায়ে হেঁটে চলছে, অথচ তোমরা জন্তুর পিঠের ওপর! (১/১৫২, باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة)। -সংকলক।

ানাফিদের মধ্য হতে ইসবিজাবি রহ.-এর বক্তব্য হলো, আরোহির জন্য জানাজার সামনে চলে যাওয়া াকরূহ।[১০১৭] অথচ পদাদিকের জন্য মাকরূহ না।[১০১৮]

হানাফিদের দলিলসমূহ

হানাফিদের দলিলগুলো নিম্নেযুক্ত,

১. হানাফিদের দলিল সেসব বর্ণনা যেগুলোতে জানাজার পেছনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১০১৯] যেমন, বাখারি শরিফে বারা ইবনে আজেব রা.-এর বর্ণনা,

امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنازة[١٠٢٠] الخ

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস হতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে জানাজার পেছনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন... ...।'

২. পরবর্তী অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা আসছে,

''سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة، قال: ما دون الخبب'' الخ

এই বর্ণনার ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এতে আবু মাজিদ নামক বর্ণনাকারি অজ্ঞাত।[১০২১] গাঙ্গুহি রহ. বলেছেন যে, আবু মাজিদ রহ. দ্বিতীয় শ্রেণির বর্ণনাকারি তথা বড় তাবেয়িনের শামিল। তাঁর হতে হাদিস বর্ণনাকারি ইয়াহইয়া ইমাম বনি তাইমিল্লাহ রহ.। যিনি তিরমিযী রহ.-এর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ি সেকাহ। তাঁর হতে বর্ণনার স্বল্পতা তাঁর সমালোচনার কারণ নয়।

সুতরাং তাঁর বর্ণনা রদ করা যায় না।[১০২২] তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনা দ্বারাও এই বর্ণনার সমর্থন হয়।

[১০১৭] দেখুন, আল বাহরুর রায়েক : ২/১৯২, فصل السلطان احق بصلوته الخ । -সংকলক।

[১০১৮] হজরত থানবি কু. সি. এর ওপরযুক্ত জবাবের জন্য দ্র. ই'লাউস সুনান ৮/২৪৩, باب المشي خلف الجنازة والاسراء به

সিন্দী রহ. বলেন, হাদিস দ্বারা স্পষ্ট এটাই যে, জানাজার অনুসারী হওয়ার ক্ষেত্রে আসল হলো, তার পেছনে যাওয়া তবে বহনের প্রয়োজনে পায়দল যে হাঁটবে সে বিভিন্ন দিকে মুখ ফিরাতে পারবে। আরোহি এর বিপরীত। সুতরাং আরোহির হুকুম আসলের ওপর অবশিষ্ট রইলো। আর যে পায়ে হেঁটে যায় তার জন্য সমস্ত দিকই বৈধ করা হলো।

-ই'লাউস সুনান : ৮/২৪৩-২৪৪। -সংকলক।

[১০১৯] এ ধরণের বর্ণনাগুলোর জন্য দ্র. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৩/২৯-৩০, باب اتباع الجنازة والمشي معها والصلوة عليها হজরত উসমান ইবনে আফফান, ইবনে আব্বাস, আবু সায়িদ, আবু হুরায়রা, ইবনে ওমর ও আনাস রা. হতে এই অনুচ্ছেদে এ বিষয়ের হাদিসগুলো বর্ণিত আছে। -সংকলক।

[১০২০] সহিহ বোখারি ১/১৬৬, باب الامر باتباع الجنائز । -সংকলক।

[১০২১] হাফেজ রহ. লিখেন, অনেকে বলেছেন, তাঁর নাম হলো, আইজ ইবনে নাজল। তার হতে ইয়াহইয়া আল জাবের ব্যতীত আর কেউ হাদিস বর্ণনা করেন নি। দ্বিতীয় শ্রেণির বর্ণনাকারি। আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ তার হাদিস বর্ণনা করেছেন। -তাকরির : ২/২৬৮, নং-১। -সংকলক।

[১০২২] আল কাওকাবুদ্দুররি : ২/১৮০। তবে এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হজরত গাঙ্গুহি রহ. এর জবাব দ্বারা আবু মাজিদের জাহালাত তথা তিনি যে অজ্ঞাত বর্ণনাকারি এই প্রশ্ন দূর হয়না। কেনোনা, এটার অবসানের জন্য দুই জন পরিচিত বর্ণনাকারি কর্তৃক তার হতে হাদিস বর্ণনা করা আবশ্যক। যা এখানে নেই। তাকরিবুন নববি মা'আ তাদরীবির রাবি : ১/৩১৭, প্রকার ২৩ -এ বিষয়টি আছে।

৩. তাহাবিতে আমর ইবনে হুরাইছ রহ.-এর একটি হাদিস আছে। তিনি বলেন,

قلت لعلي بن ابي طالب رضـــ ما تقول في المشي امام الجنازة؟ فقال علي ابن ابي طالب رضـــ : المشي خلفها افضل من المشي امامها كفضل المكتوبة على التطوع، قال : قلت اني رايت ابا بكر وعمر يمشيان امامها فقال : انما يكرهان ان يحرجا الناس.

'হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা.কে আমি বললাম, জানাজার সামনে হাঁটা সম্পর্কে আপনার কী মত? তখন তিনি বললেন, এর পেছনে চলা সামনে চলা অপেক্ষা আফজাল। যে রকম ফরজের শ্রেষ্ঠত্ব নফল অপেক্ষা। বর্ণনাকারি বলেন, আমি বললাম, আমিতো আবু বকর ও উমর রা.কে জানাজার সামনে চলতে দেখেছি।

তখন জবাবে তিনি বললেন, তাঁরা তো কেবল মানুষকে বিপদে ফেলা খারাপ মনে করে।'

তাহাবিতে আবজা রা. এর একটি হাদিস আছে। তিনি বলেন,

كنت امشي في جنازة فيها ابو بكر وعمر وعلي رضـــ فكان ابو بكر وعمر يمشيان امامها وعلي رضـــ يمشي خلفها، يدي في يده، فقال علي رضـــ اما ان فضل الرجل يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي امامها كفضل صلوة الجماعة على صلوة الفرد وانهما ليعلمان من ذلك مثل الذي اعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس.

'এমন এক জানাজায় আমি হাঁটছিলাম, যাতে ছিলেন আবু বকর, উমর ও আলি রা.। আবু বকর ও উমর রা. জানাজার আগে হাঁটছিলেন। আর আলি বললেন, মনে রেখো, যে ব্যক্তি জানাজার পেছনে হাঁটে তার মর্যাদা সামনে চলন্ত ব্যক্তির ওপর একাকি নামাজের ওপর জামাতের নামাজের ফজিলতের মতো। তাঁরা দু'জনও এটা জানেন যেমন আমি জানি। তবে তাঁরা কোমল চরিত্রের লোক, তারা মানুষের জন্য সহজ করতে চান।'

৪. নাফে' রহ. বর্ণনা করেন,

خرج عبد الله بن عمر وانا معه على جنازة، فرأى معها نساء فوقف ثم قال : ردهن فانهن فتنة الحي والميت، ثم مضى يمشي خلفها فقلت يا ابا عبد الرحمن كيف المشي في الجنازة : اما مها ام خلفها؟ فقال : اما تراني امشي خلفها[১০২৩]

আবদুল্লাহ ইবন ওমর রা. ও আমি এক জানাযায় বের হলাম। তখন তিনি জানাযার সাথে কিছু মহিলা দেখলেন। ফলে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন। 'তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, তারা জীবিত ও মৃতদের জন্য ফিতনার কারণ।' অতঃপর তিনি জানাযার পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! জানাযায় কিভাবে হাঁটতে হয়? সামনে, না পিছনে? জবাবে তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে দেখনা, আমি জানযার পিছনে চলছি?'

প্রবল ধারণা হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর জবাব এই মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল যে, প্রথম তিন কুরুনের বর্ণনাকারি অজ্ঞাত হওয়া ক্ষতিকর নয়। (কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদিস, মুকাদ্দামা ই'লাউস সুনান, পৃ: ১২৭, ছাপা : ইদারাতুল কোরআন, করাচি) কিংবা এই উক্তির ভিত্তি এর ওপর যে, অজ্ঞাত বর্ণনাকারি হতে যখন কোনো একজন সেকাহ বর্ণনাকারি বর্ণনা করেন, তখন আর তিনি অজ্ঞাত থাকেন না। -তাদরিবুর রাবি : ১/৩১৭।

[১০২৩] দ্র., তাহাবি ১/২৩৩। باب المشي مع الجنازة اين ينبغي ان يكون منها -সংকলক।

৫. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে তাউস রহ. থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে,

ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة حتى مات الا خلف الجنازة[১০২৪]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু কেবল জানাজার পেছনেই হেঁটেছেন।'

ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত বর্ণনাটি সর্বদা জানাজার সামনে হাঁটার ওপর এমন দলিল নয়, যেমন তাউসের এই বর্ণনাটি সর্বদা জানাজার পেছনে চলার দলিল।[১০২৫]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ–২৭ : জানাজার পেছনে হাঁটা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৬)

١٠١٣ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ؟ قَالَ مَا دُوْنَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوْهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ اَلْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا

১০১৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা জানাজার পেছনে হাঁটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বললেন, দৌড়ে নয়; বরং উচিত এর চেয়ে কিছুটা কম দ্রুত চলা। যদি সে নেককার হয়, তাহলে তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি পৌছে দিবে। আর যদি মন্দ লোক হয়, তাহলে একজন জাহান্নামি ব্যক্তিকেই তো দূর করা হচ্ছে। উচিত জানাজার পেছনে চলা। তাকে পেছনে ব্যতীত উচিত না। যে জানাজার আগে হাঁটে সে আমাদের দলের নও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানা যায় না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে এ কারণে আবু মাজিদের এ হাদিসটিকে জয়িফ বলতে শুনেছি।

মুহাম্মদ বলেছেন, হুমাইদি বলেছেন, ইবনে উয়াইনা বলেছেন, ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ আবু মাজেদ কে? জবাবে তিনি বললেন, এক উড়ন্ত ব্যক্তি উড়ে এসেছে। তারপর আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছে।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে জানাজার পেছনে চলা আফজাল। এ মতই পোষণ করেন সাওরি ও ইসহাক রহ.। আবু মাজেদ একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে তার দুটি হাদিস আছে। বনি তাইমিল্লার ইমাম ইয়াহইয়া সেকাহ। তাঁর উপনাম আবুল হারেস। তাকে

[১০২৪] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/৪৪৫, নং ৬২৬২. باب المشى امام الجنازة -সংকলক।

[১০২৫] যারা জানাজার আগে হাঁটার প্রবক্তা তারা একটি যৌক্তিক দলিল এই পেশ করেন যে, যারা জানাজার সংগে যান তারা মৃতের জন্য সুপারিশকারি। আর যিনি সুপারিশ করেন তিনি যার জন্য সুপারিশ করেন তার আগেই থাকেন। যারা জানাজার পেছনে হাঁটার প্রবক্তা, তাদের বক্তব্য হলো, তারা মৃতকে বিদায় দানকারি। আর বিদায় দাতা বিদায়ির পেছনেই থাকেন। -আওজাযুল মাসালিক ৪/২১২, المشي امام الجنازة -সংকলক।

ইয়াহইয়া আল জাবেরও বলা হয়। এমনিভাবে ইয়াহইয়া আল মুহবিরও বলা হয়। তিনি কুফার অধিবাসী। শো'বা, সুফিয়ান সাওরি, আবুল আহওয়াস এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তার হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ [১০২৬] مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الرُّكُوْبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ–২৮ : জানাজার পেছনে বাহনে আরোহণ করা মাকরূহ হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৬)

١٠١٤ – عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْ جَنَازَةٍ فَرَأٰى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ اَلَا تَسْتَحْيُوْنَ ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ وَاَنْتُمْ عَلٰى ظُهُوْرِ الدَّوَابِّ.

১০১৪। **অর্থ :** সাওবান রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে আমরা বেরিয়ে এক জানাজায় এলাম। তিনি দেখলেন, কিছুসংখ্যক লোক আরোহণকারি। ফলে তিনি বললেন, তোমরা লজ্জা করো না? আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা পায়ে হাঁটছে, আর তোমরা জন্তুর পিঠে সওয়ার!।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা ও জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সাওবান রা.-এর হাদিসটি তাঁর সূত্রে মওকুফ আকারে বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, তাঁর সূত্রে মওকুফ হাদিসটি আসাহ।

দরসে তিরমিযী

عن[১০২৭] ثوبان قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا، فقال : الا تستحيون، ان ملائكة الله على اقدامهم انتم على ظهور الدواب''

এই বর্ণনা দ্বারা জানাজার সংগে আরোহণ করা মাকরূহ বুঝা যায়। তবে সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হজরত মুগিরা রা.-এর বর্ণনা বাহ্যত এর বিপরীত। কেনোনা, তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, الراكب يسير خلف الجنازة[১০২৮]الخ অর্থাৎ, 'আরোহি চলবে জানাজার পেছনে।'

যা থেকে জানাজার সংগে আরোহণ করে চলার অনুমতি বুঝা গেলো।

এই বিরোধের অবসান করা যায় এভাবে যে, বলা হবে মুগিরা রা.-এর হাদিস আরোহণের বৈধতা বুঝায়। আর বৈধতার জন্য মাকরূহ না হওয়া আবশ্যক না। বরং মাকরূহসহও বৈধতা হতে পারে। এ অনুচ্ছেদের হাদিস প্রমাণ করছে।

হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে আরোহণের ব্যাপারে অস্বীকৃতি ছিলো সেসব ফেরেশতার কারণে, যারা জানাজার সংগে চলছিলো। আর ফেরেশতার সংগে চলা সম্ভব হতে পারে নবী করিম

[১০২৬] এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত। -সংকলক।

[১০২৭] সুনানে ইবনে মাজাহ পৃ : ১০৬। باب ما جاء في شهود الجنائز সংকলক।

[১০২৮] সুনানে আবি দাউদ ২/৪৫৩। باب ما جاء في المشي امام الجنازة -সংকলক।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় উপস্থিতির কারণে। যার অর্থ এই হলো যে, প্রতিটি জানাজার সংগে ফেরেশতা থাকা আবশ্যক নয়। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সাধারণ অবস্থায় জানজার সংগে আরোহণ করা মাকরূহ হীন বৈধ।[১০২৯]

তাছাড়া বিনা ওজরে আরোহণ করা মাকরূহ হতে পারে। ওজর যেমন, রোগ কিংবা ল্যাংড়া, কিংবা অবশ ইত্যাদি হবার কারণে মাকরূহ নাও হতে পারে।[১০৩০]

জাফর আহমদ উসমানি রহ. আরোহণ না করার বর্ণনাটিকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। কেনোনা, এটা হলো, ফেরেশতাদের সংগে আফজাল চরিত্র।[১০৩১]

প্রকাশ থাকে যে, আরোহণ মাকরূহ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জানাজার সংগে যাওয়ার সময়। ফিরে আসার সময় মাকরূহ নয়। যেমন, পরবর্তীতে অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা.-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়,

''ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابي الدحداح ما شيا ورجع على فرس''

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুদদাহদাহ রা.-এর জানাজার পেছনে হেঁটে গেছেন। আর ফিরে এসেছেন ঘোড়ার ওপরে আরোহণ করে।'

তাছাড়া আবু দাউদে[১০৩২] ছাওবান রা. হতে বর্ণিত আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بدابته وهو مع الجنازة فابى ان يركب فلما انصرف اتى بدابة فركب فقيل له فقال ان الملائكة تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت

'জানাজার সংগে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি জন্তু হাজির করা হলে, তিনি তাতে আরোহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফিরে আসার সময় একটি জন্তু উপস্থিত করা হলে, তিনি তাতে আরোহণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, জবাবে তিনি বললেন, ফেরেশতারা হেঁটে চলছিলো। সুতরাং তারা হাঁটবে আর আমি সওয়ার হবো, তা হতে পারে না। ফেরেশতারা যেহেতু চলে গেলো, তাই আমি আরোহণ করলাম।'[১০৩৩]

মাইয়িতকে মাল-আসবাবের মতো পিঠে বহন করা কিংবা কোনো জন্তু কিংবা গাড়ির ওপর রেখে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ।[১০৩৪] অবশ্য যদি ওজর থাকে তাহলে বিনা মাকরূহ বৈধ। যেমন, যদি কবরস্থান অনেক দূরে থাকে।[১০৩৫] তারপর জরুরতের সময় মাইয়িতকে কোনো বাস কিংবা গাড়ি ইত্যাদিতে নিয়ে যাওয়ার সময় যারা সংগে যাবে, তাদের জন্য বাস কিংবা অন্যান্য যানে আরোহণ করা বাহ্যত মাকরূহ না।

[১০২৯] এই পর্যন্ত ব্যাখ্যার জন্য দ্র., বজলুল মাজহুদ ১৪/১৪৪। باب الركوب في الجنازة -সংকলক।

[১০৩০] তোহফাহ : ২/১৩৮। -সংকলক।

[১০৩১] ই'লাউস সুনান : ৭/২৪৭। باب استحباب ان لا يركب مع الجنازة -সংকলক।

[১০৩২] ২/৪৫২-৪৫৩। باب الركوب في الجنازة -সংকলক।

[১০৩৩] এই বর্ণনার শব্দাবলি দ্বারা এটাও বুঝা গেলো যে, আরোহণ করা মাকরূহ এবং আরোহণ না করা মুস্তাহাব হওয়ার কারণ ফেরেশতাদের উপস্থিতি ও তাদের পায়েদল চলা। এতে বুঝা গেলো, যখন এ কারণ পাওয়া যাবে না তখন যাতায়াতে আরোহণে কোনো অসুবিধা নেই। -সংকলক।

[১০৩৪] দেখুন, আদ্দুররুল মুখতার শামি সহ : ১/৫৯৭। مطلب في حمل الميت -সংকলক।

[১০৩৫] বেহেশতি জেওর ১১/৯৪৮, দাফনের মাসাইল। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-২৯ : এ বিষয়ে অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৬)

١٠١٥ - عَنْ سِمَاكٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فِيْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ يَسْعٰى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ

১০১৫। **অর্থ :** জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে আমরা ইবনুদ দাহদাহের জানাজায় ছিলাম। তিনি ছিলেন, তাঁর একটি ঘোড়ার ওপর আরোহি। ঘোড়াটি দ্রুত হাঁটছিলো। আমরা ছিলাম তাঁর আশপাশে। তিনি ঘোড়াটিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ছোট ছোট কদমে।

١٠١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سِمَاكٍ عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم اِتَّبَعَ جَنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلٰى فَرَسٍ

১০১৬। **অর্থ :** জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনুদ দাহদাহের জানাজার পেছনে হেঁটে গিয়েছেন। আর ফিরেছেন ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০ : জানাজা নিয়ে দ্রুত হাঁটা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৬)

١٠١٧ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ يَّكُنْ خَيْرًا تُقَدِّمُوْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَّكُنْ شَرًّا تَضَعُوْهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

১০১৭। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা জানাজা দ্রুত নিয়ে যাও। যদি সে ভালো হয়, তবে তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলে। আর যদি মন্দ হয়, তবে তোমরা তাকে তোমাদের ঘাড় হতে রেখে দিলে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু বকর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلٰى أُحُدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةَ

অনুচ্ছেদ-৩১ : ওহুদের শহিদ এবং হামজা রা.-এর আলোচনা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৬)

١٠١٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَتٰى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَلٰى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِيْ نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتّٰى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ

بُطُوْنِهَا قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيْهَا فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلٰى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا مُدَّتْ عَلٰى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ قَالَ فَكَثُرَ الْقَتْلٰى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُوْنَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

১০১৮। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন হামজা রা.-এর কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, তাঁর লাশ বিকৃত করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন, হজরত সফিয়্যা রা. যদি মনে কষ্ট না নিতেন তাহলে আমি হজরত হামজা রা.কে এভাবেই ছেড়ে দিতাম। তাকে যাতে জন্তু-জানোয়ার খেয়ে ফেলতো। তাই তাকে কেয়ামতের দিন জন্তুর পেট হতেই তাকে হাশরের ময়দানে তোলা হতো।

বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তিনি একটি চাদর আনিয়ে তাতে তাঁকে কাফন দিলেন। যখন এটি মাথার দিকে টেনে দেওয়া হতো, তখন তাঁর পদদ্বয় খুলে যেতো। আর যখন তাঁর দুই পায়ের দিকে টেনে দেওয়া হতো, তখন মাথা খুলে যেতো।

বর্ণনাকারি বলেন, সুতরাং শুহাদা অনেক হলেন। আর কাপড় কম হয়ে গেলো। বর্ণনাকারি বলেন, ফলে একজন, দুইজন ও তিনজনকে এক কাপড়ে কাফন দিতে হয়েছে। তারপর তাঁদেরকে এক কবরে দাফন করা হতো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন, কোরআন বেশি মুখস্থ কার? তাকে তিনি আগে কেবলার দিকে রাখতেন। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জানাজার নামাজ আদায় না করেই তাঁদেরকে দাফন করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আনাস রা.-এর হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা আনাস রা. হতে শুধু এই সূত্রেই জানি। বস্তুত নামিরা শব্দের অর্থ হলো, পুরনো চাদর।

এ হাদিসটির বর্ণনায় উসামা ইবনে জায়দের বিরোধিতা করা হয়েছে। ফলে লাইস ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, ইবনে শিহাব-আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ সূত্রে আর মা'মার জুহরি-আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা-জাবের রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ آخَرُ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৩২ (মতন পৃ. ১৯৭)

١٠١٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلٰى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيْفٍ عَلَيْهِ إِكَافُ لِيْفٍ

১০১৯। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর শুশ্রূষা করতেন, জানাজায় হাজির হতেন, গাধার ওপর চড়তেন, গোলামের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। বনু কুরায়জার যুদ্ধে তিনি খেজুরের ছালের লাগামবিশিষ্ট একটি গাধার ওপর আরোহণ করেছিলেন। তার জিনও ছিলো খেজুরের ছালের।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আমরা এ হাদিসটি কেবল মুসলিম-আনাস সূত্রেই জানি। মুসলিম আওয়ারকে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়। তিনি হলেন, মুসলিম ইবনে কাইসান। তার সম্পর্কে কালাম আছে। তার হতে শো'বা ও সুফিয়ান মুলায়ি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ بِلَا تَرْجَبَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–৩৩ (মতন পৃ. ১৯৭)

١٠٢٠ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اِخْتَلَفُوْا فِيْ دَفْنِهٖ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ قَالَ مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يَحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ اُدْفُنُوْهُ فِيْ مَوْضِعِ فِرَاشِهٖ.

১০২০। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর দাফন নিয়ে মতপার্থক্য করলেন। তখন আবু বকর রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এমন বিষয় শুনেছি, যা আমি ভুলিনি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীর রূহ সেখানেই কবজ করেছেন, যেখানে তিনি সমাহিত হতে পছন্দ করেছেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে দাফন করেন তাঁর শয্যাস্থলেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب ।

আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর মুলাইকিকে স্মরণশক্তির দিক দিয়ে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। অবশ্য এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবু বকর সিদ্দিক রা. সূত্রেও এটি বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ آخَرُ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–৩৪ (মতন পৃ. ১৯৮)

١٠٢١ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ.

১০২১। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃতদের ভালো কাজগুলোর কথা আলোচনা করো। খারাপ কাজগুলোর আলোচনা হতে বিরত থাকো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, ইমরান ইবনে আনাস মক্কি মুনকারুল হাদিস। অনেকে এ হাদিসটি হজরত আতা সূত্রে হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেছেন। ইমরান ইবনে আবু আনাস হলেন, মিসরি। তিনি ইমরান ইবনে আনাস মক্কির চাইতেও অধিক বয়স্ক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوْسِ قَبْلَ أَنْ تُوْضَعَ

অনুচ্ছেদ–৩৫ : জানাজা নামানোর আগে বসা প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৮)

١٠٢٢ -عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حِبْرٌ فَقَالَ هٰكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَقَالَ خَالِفُوْهُمْ.

১০২২। **অর্থ :** উবাদা ইবনে সামেত রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাজার পেছনে যেতেন, তখন লাশ কবরে রাখা পর্যন্ত বসতেন না। তখন তাঁর সামনে ইহুদিদের একজন বড় আলেম উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আমরা অনুরূপই করি। বর্ণনাকারি বললেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

বিশর ইবনে রাফে' হাদিসে দুর্বল।

بَابُ فَضْلِ الْمُصِيْبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

অনুচ্ছেদ–৩৬ প্রসংগ : বিপদের ফজিলত যখন এটাকে মনে করা হবে সওয়াবের বিষয় (মতন পৃ. ১৯৮)

١٠٢٣ - عَنْ أَبِي سِنَانٍ قَالَ : دَفَنْتُ ابْنِيْ سِنَانًا وَ أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلٰى شَفِيْرِ الْقَبْرِ فَمَا أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ أَخَذَ بِيَدِيْ فَقَالَ أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ ! قُلْتُ بَلٰى فَقَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ ! فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ! فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللهُ ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ

১০২৩। **অর্থ :** আবু সিনান বলেন, আমার ছেলে সিনানকে আমি দাফন করলাম, তখন আবি তালহা খাওলানি রা. কবরের পাড়ে বসা ছিলেন। যখন আমি বেরুতে মনস্থ করলাম, তখন তিনি আমার হাতে ধরে বললেন, আবু সিনান! আমি কি তোমাকে শুভ সংবাদ দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। ফলে তিনি বললেন, যাহহাক ইবনে আবদুল রহমান ইবনে আরজাব আবু মুসা আশআরি রা. সূত্রে আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো বান্দার সন্তান ইনতেকাল করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করেছ? তারা জবাবে বলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা তার অন্তরের ফল কবজ করেছ? তখন তারা বলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলেন, আপনার প্রশংসা করেছে ও ইন্না লিল্লাহি...রাজিউন পড়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার জন্য তোমরা জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং এর নাম দাও বাইতুল হাম্দ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ–৩৭ : জানাজার তাকবির প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৮)

١٠٢٤ –عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

১০২৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশির জানাজার নামাজ আদায় করেছেন। এতে চার তাকবির দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু আওফা, জাবের, আনাস, ইয়াজিদ ইবনে সাবেত ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে সাবেত হলেন, জায়দ ইবনে সাবেত রা.-এর ভাই। তিনি তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে জায়দ রা. বদরে অংশগ্রহণ করেননি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা জানাজায় চার তাকবিরের মত পোষণ করেন। এটি সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

١٠٢٥ –عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَبِيْ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يُكَبِّرُهَا

১০২৫। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা রহ. বলেন, জায়দ ইবনে আরকাম রা. আমাদের জানাজাগুলোতে চার তাকবির দিতেন। তিনি এক জানাজায় পাঁচ তাকবির দিয়েছেন। আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তাকবিরগুলো দিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জায়দ ইবনে আরকাম রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন। তাঁরা জানাজার পাঁচ তাকবিরের মত পোষণ করেছেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, যখন ইমাম জানাজায় পাঁচ তাকবির বলেন, তখন তার অনুসরণ করা হবে।

দরসে তিরমিযী

عن[১০৩৬] ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي

نجاشی হাবশার রাজাদের উপাধি। এখানে নাজ্জাশি দ্বারা উদ্দেশ্য আসহামা রহ.। যিনি নববি যুগে হাবশার সম্রাট ছিলেন। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন।[১০৩৭]

গায়েবানা জানাজার নামাজ সম্পর্কে আলোচনা

শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ গায়েবানা জানাজা নামাজের বৈধতার ওপর এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আল্লামা খাত্তাবি রহ. গায়েবানা জানাজা নামাজের বৈধতার এই শর্ত বর্ণনা করেছেন যে, যেখানে মাইয়িতের ইনতেকাল হলো, সেখানে তার ওপর জানাজা আদায়কারি কেউ নেই। শাফেয়িদের মধ্য হতে রূইয়ানি রহ.ও এ উক্তিটি পছন্দ করেছেন। ইমাম ইবনে হাববান রহ. বলেন, গায়েবানা জানাজা নামাজের বৈধতার শর্ত হলো, মুসল্লির তুলনায় মৃত ব্যক্তি পশ্চিম দিকে থাকবে। সুতরাং যদি মৃতের এলাকা মুসল্লী অপেক্ষা কেবলার বিপরীত দিকে হয়, তাহলে গায়েবানা জানাজার নামাজ বৈধ হবে না।[১০৩৮]

হানাফি এবং মালেকিদের মতে, গায়েবানা জানাজার নামাজ বিধিবদ্ধ নয়। বাকি আছে, নাজ্জাশির ঘটনা। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। যেহেতু তিনি মুসলমান সম্রাট ছিলেন, আর তিনি মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর ওপর কেউ নামাজ পড়েননি। তাছাড়া বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নাজ্জাশির মাঝে যেসব আড়াল ছিলো, সেগুলো সব দূরীভূত করে দেওয়া হয়েছিলো। এমনকি নাজ্জাশির জানাজা তাঁর সামনে নজরে আসছিলো। আল্লামা ওয়াহিদি রহ. আসবাবুল নুজুল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রা. হতে সনদবিহীন বর্ণনা করেছেন,

كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى راه وصلى عليه

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নাজ্জাশির জানাজা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো। ফলে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন এবং তার ওপর জানাজা নামাজ পড়েছিলেন।'

আল্লামা ইবনে হাব্বান রহ. আওজায়ি রহ.-ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবু কিলাবা-আবুল মুহাল্লাব সূত্রে ইমরান ইবনে হুসাইন রা.-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون الا ان جنازته بين يديه

'তারপর তিনি দাঁড়ালেন লোকজন কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পেছনে।

অথচ তারা এ ব্যতীত অন্য কোনো ধারণাও করতে পারেননি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ছিলো তাঁর জানাজা।' আবু আওয়ানার বর্ণনায় এসেছে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি,

---

[১০৩৬] সহিহ বোখারি : ১/১৭৬, কিতাবুল জানাইজ, বাবুসসুফূফ 'আলাল জানাজা, সহিহ মুসলিম : ১/৩০৯, كتاب الجنائز - সংকলক।

[১০৩৭] উসদুল গাবাহ : ১/৯৯-সংকলক।

[১০৩৮] অনেক আলেম হতে বর্ণিত আছে যে, এটা সেদিন বৈধ, যে দিন লোকটি মারা গেছে কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে। সময় দীর্ঘায়িত হয়ে গেলে অবৈধ। ইবনে আব্দুল বার রহ. বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। -ফতহুল বারি : ৩/১৮৮, باب الصفوف على الجنازة -সংকলক।

فصلينا خلفه ونحن لا نرى الا ان الجنازة قدامنا''

'আমরা তাঁর পেছনে জানাজা পড়লাম। অথচ আমরা মনে করতাম যে, জানাজা আমাদের সামনে।'

অবশ্য এর ওপর মুজামমি' ইবনে জারিয়া রা.-এর বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন হতে পারে, তাতে নাজ্জাশির ওপর জানাজার নামাজ আদায় করার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا'' اخرجه الطبراني[১০৩৯]

'তারপর আমরা তাঁর পেছনে দুটি কাতার করলাম, তখন আমরা (জানাজা) কিছুই দেখছিলাম না।'-তাবারানি

তবে এই প্রশ্নের এই জবাব দেওয়া যায় যে, সম্ভবত নাজ্জাশির জানাজা হতে এসব আড়াল অনেকের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিলো। আর অনেকের জন্য তুলে দেওয়া হয়নি।[১০৪০] والله اعلم[১০৪১]

গায়েবানা জানাজা নামাজের ওপর হজরত মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া মুজানির ঘটনা দ্বারাও দলিল পেশ করা হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে তাঁর জানাজার নামাজ পড়েছিলেন। অথচ তাঁর ওফাত হয়েছিলো মদিনা মুনাওয়ারায়।[১০৪২]

এর জবাব এই যে, যদি এই বর্ণনাটি প্রমাণিত হয়, তবে এটিও তাঁর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে[১০৪৩]। তাছাড়া এই ঘটনাতেও উল্লেখ আছে যে, মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া রহ.-এর জানাজা হতেও অন্তরালসমূহ দূর করে দেওয়া হয়েছিলো। হাফেজ রহ. আল-ইসাবাতে তাবারানি, ইবনে মান্দা এবং বায়হাকি প্রমুখ সূত্রে বর্ণনা করেন,

وعن انس بن مالك رض قال : نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد! مات معاوية المزني، اتحب ان تصلى عليه؟ قال : نعم، فضرب بجناحيه، فلم يبق اكمة ولا شجرة الا

[১০৩৯] ফতহুল বারি : ৩/১৮৯, باب الصفوف على الجنازة, মাজমাউজ জাওয়াইদে (৩/৩৯, باب الصلوة على الغائب এই বর্ণনাটি এসেছে নিম্নেযুক্ত- ইবনে খারিজা বলেন, নবী করিম সা. এর নিকট যখন নাজ্জাশির মৃত্যুর সংবাদ পৌছলো, তখন তিনি বললেন, তোমাদের ভাই ওফাত লাভ করেছেন। সুতরাং আমরা বেরিয়ে তাঁর পেছনে কাতার বন্দি হয়ে নামাজ পড়লাম। অথচ আমরা কিছুই (লাশ) দেখছিলাম না। -তাবারানি, কাবির। এতে আছে, ইমরান ইবনে আ'ইয়ান রহ. বলেছেন দুর্বল। অবশিষ্ট বর্ণনাকারিগণ সেকাহ। সুনানে ইবনে মাজায় (১১০, باب ما جاء في الصلوة على النجاشي) এই বর্ণনাটি মুজাম্মি' ইবনে জারিয়া রা. হতে وما نراى شيئا এই অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণিত আছে। -সংকলক।

[১০৪০] যেনো তাদের না দেখা সে সব নামাজিদের পর্যায়ভুক্ত যারা জানাজার উপস্থিতিতে ইমামের পেছনে নামাজ পড়ছেন, অথচ তারা জানাজা তথা লাশ দেখছেন না। উমদাতুল কারি : ৮/১১৯, باب الصفوف على الجنازة দ্বারা তাই বুঝা যায়। হাফেজ রহ. ফতহুল বারিতে (৩/১৮৯) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। -সংকলক।

[১০৪১] এই অনুচ্ছেদের এতোটুকু অংশ পর্যন্ত বেশির ভাগ ব্যাখ্যা ফতহুল বারি (৩/১৮৮-১৮৯, باب الصفوف على الجنازة) হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১০৪২] উসদুল গাবা : ৪/;৩৮৯-সংকলক।

[১০৪৩] তাঁর বৈশিষ্ট্যের কারণ স্বয়ং বর্ণনায় এসেছে : তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আ.কে বললেন, মু'আবিয়া এ পর্যায়ে কিভাবে পৌছলো? জবাবে তিনি বললেন, সূরা ইখলাস বেশি তিলাওয়াতের কারণে। তিনি এটি দাঁড়ানো, বসা শোয়া অবস্থায় পাঠ করতেন। যে পর্যায় পর্যন্ত পৌছতে পেরেছে তার কারণ এটাই। -তাবারানি, কাবির, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৩/৩৮র باب الصلوة على الغائب নাজ্জাশির বৈশিষ্ট্যের কারণ পেছনে মূলপাঠে এসেছে। -সংকলক

تضعضعت، فرفع سريره حتى نظر اليه، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة، كل صف سبعون الف ملك...''

'আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, হজরত জিবরাইল আ. নাজিল হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল মুজানির ইনতেকাল হয়েছে, তারপর জিবরাইল আ. তাঁর দুটি ডানা মারলেন। ফলে সব টিলা এবং গাছ নীচু হয়ে গেলো। তারপর তার জানাজা তুলে ধরা হলো। ফলে তিনি তা দেখলেন। তারপর তিনি তার জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তাঁর পেছনে ছিলো ফেরেশতাদের দু'কাতার। প্রতিটি কাতারে ৭০ হাজার ফেরেশতা।'

আরেকটি বর্ণনার শব্দরাজি নিম্নেযুক্ত,

فوضع جبرئيل جناحه الايمن على الجبال فتواضعت حتى نظرنا الى المدينه''

'তখন জিবরাইল আ. তার ডান পাখাটি পাহাড়ের ওপর রাখলে পরে এগুলো সব নিচু হয়ে গেলো। আমরা মদিনা দেখতে পেলাম।' আরেক বর্ণনায় আছে,

قال جبرئيل لك ان تصلى عليه فأقبض لك الارض، قال : نعم، فصلى عليه[১০৮৪]

'জিবরাইল আ. বললেন, তাঁর জানাজা নামাজের প্রতি কি আপনার আগ্রহ আছে? তাহলে আমি আপনার জন্য জমিন সংকুচিত করে দেবো। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তার ওপর জানাজার নামাজ আদায় করলেন।'

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো, এই নামাজ গায়েবানা ছিলো না। বরং অলৌকিক ঘটনারূপে অন্তরাল তুলে দেওয়ার পর হাজিরানা নামাজ ছিলো।

সারকথা, গোটা হাদিস ভাণ্ডারে গায়েবানা জানাজা নামাজের শুধু এই দুটি ঘটনাই আছে। এগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যাও হতে পারে। উভয়টিকে বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। তা না হলে যদি এর সাধারণ অনুমতি হতো, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতো প্রচুর সাহাবায়ে কেরামের ওপর নামাজ আদায় করা বর্জন করতেন না, 'যাদের ওফাত হয়েছে তাঁর জীবদ্দশায় মদিনা তাইয়িবার বাইরে। এমনভাবে তাঁর পর সাহাবায়ে কেরামেরও কোনো আমল গায়েবানা জানাজা নামাজের ব্যাপারে পাওয়া যায় না। এটাও হানাফি মাজহাবের একটি মজবুত দলিল।

আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. লাম'আতুত তানকিহ নামক গ্রন্থে[১০৮৫] বলেন,

وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على غير النجاشي كمعاوية المزني الذي مات بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وعلى زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب استشهد بموتة : كلام من حيث اسناد الاحاديث التي رويت فيها[১০৮৬]''

[১০৮৪] এই বর্ণনাগুলো সব উল্লেখ করেছেন হাফেজ রহ. ইসাবায়।-ই'লাউস সুনান : ৮/২৩৪, باب لن صلوته صلى الله عليه وسلم على الجنازة الغائبة عنه كانت لحضورها عنده على طريق المعجزة -সংকলক।

[১০৮৫] كتاب الجنائز، باب المشي بالجنازة والصلوة عليها، الفصل الاول ৪/৩২৮ সংকলক।

[১০৮৬] হজরত মু'আবিয়া ইবনে মু'আবিয়া রা. এর ঘটনা, হজরত আনাস রা. এর বর্ণনায়ও এসেছে। আল্লামা হাইছামি রহ. এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন আবু ইয়ালা এবং তাবারানি কাবিরে। আবু ইয়ালার সনদে আছেন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম

'নাজ্জাশি ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের ক্ষেত্রে যে নামাজ আদায় করেছেন, যেমন, মুয়াবিয়া মুজানি রা.। যিনি মদিনায় ইনতেকাল করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাবুকে এবং জায়দ ইবনে হারেছা ও জাফর ইবনে আবু তালেব মুতাতে শহিদ হয়েছেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জানাজার নামাজ আদায় করেছেন বলে যে বর্ণনা রয়েছে এগুলোর সনদে কালাম আছে।

জানাজা নামাজের তাকবিরের সংখ্যা

''فكبر اربعا'' এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশের মাজহাব হলো, জানাজা নামাজে চার তাকবির। অবশ্য আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লার মাজহাব হলো, জানাজা নামাজে পাঁচ তাকবির। আবু ইউসুফ রহ.-এর এক বর্ণনা এটি।[১০৪৭]

মূলত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জানাজা নামাজে চার হতে নিয়ে নয় তাকবির প্রমাণিত আছে।[১০৪৮] কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম চার তাকবিরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই মাজহাবটির প্রাধান্যের কারণসমূহ নিম্নেযুক্ত,

১. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি আলি রা. এর আম্মা ফাতেমা বিনতে আসাদ রা.-এর জানাজা নামাজে চার তাকবির বলেছেন। এই সমাবেশে আবু বকর, উমর ও আলি রা. ব্যতীতও হজরত আব্বাস, আবু আইয়ুব আনসারি, উসামা ইবনে জায়দ রা.-এর মতো সুমহান সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন।[১০৪৯]

২. ইবনে আবদুল বার রহ. আল-ইসতিজকার নামক গ্রন্থে আবু বকর ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাছমা-তাঁর পিতা সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

---

ইবনে 'আলা। 'তিনি নেহায়েত জয়িফ।' তাবারানির সনদে আছেন-মাহবুব ইবনে হিলাল। জাহাবি রহ. বলেছেন, 'তিনি অপরিচিত। তাঁর হাদিস মুনকার।'

হজরত মু'আবিয়া ইবনে মু'আবিয়া রা. এর ঘটনা আবু উমামা রা. এর বর্ণনায়ও এসেছে। এটি সম্পর্কে আল্লামা হাইছামি রহ. বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি কবির ও আওসাতে। এর সনদে আছেন নূহ ইবনে ওমর। ইবনে হাব্বান রহ. বলেন, বলা হয়, এ হাদিসটি তিনি চুরি করেছেন। আমি বলবো, এটা কোনো হাদিসের দুর্বলতা নয়। এতে আরেকজন আছেন বাকিয়্যা। তিনি মুদাল্লিস। এছাড়া এতে আর কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি নেই।

এই ঘটনাটি মু'আবিয়া রা. এর বর্ণনায়ও এসেছে। এর সম্পর্কে আল্লামা হাইছামি রহ. বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন তাবরানি কবিরে। এর সনদে আছেন সাদাকা ইবনে আবু সাহল। আমি তাকে চিনি না। অবশিষ্ট বর্ণনাকারিগণ সেকাহ। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/৩৭-৩৮। বাবুস সালাতি 'আলাল গায়েব। জায়েদ ইবনে হারেসা ও জা'ফর ইবনে আবু তালেব রা. হতে জানাজার নামাজ সংক্রান্ত কোনো জয়িফ বর্ণনাও তালাশ করে আহকার পেল না। -সংকলক।

[১০৪৭] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি ৮/১১৬, باب الصفوف على الجنازة । এ স্থানে উমদাতুল কারিতে ঈসা মাওলা হুজায়ফা রা., মু'আজ ইবনে জাবাল রা. এর ছাত্রগণ, জাহিরিয়া ও শিয়াদের মাজহাবও এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরাও পাঁচ তাকবিরের প্রবক্তা ছিলেন। বরং আল্লামা আইনি রহ. হাজেমি রহ. এর এই উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, জানাজার পাঁচ তাকবিরের মত পোষণকারিদের মধ্যে আছেন- হজরত ইবনে মাসউদ, জায়দ ইবনে আরকাম ও হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.। -সংকলক।

[১০৪৮] সব বর্ণনার জন্য দ্র., আত তালখিসুল হাবির : ২/১১৯-১২২, কিতাবুল জানাইজ, নং-৭৬৫-৭৬৭। অবশ্য ৯ তাকবিরের বর্ণনার জন্য দ্র., মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/৩০৪, كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا -সংকলক।

[১০৪৯] মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৯/২৫৭-২৫৮, باب مناقب فاطمة بنت اسد -সংকলক।

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز اربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج الى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه اربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على اربع حتى توفاه الله عزوجل'' اورده الحافظ في التلخيص[১০৫০] وسكت عليه

'তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার নামাজে চার, পাঁচ, সাত এবং আট তাকবির দিতেন। তারপর নাজ্জাশির মৃত্যু সংবাদ এলে তিনি ময়দানে বেরিয়ে আসলেন। লোকজন তাঁর পেছনে কাতার বাঁধলো। তিনি তাঁর জানাজার চার তাকবির বললেন। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাত পর্যন্ত চার তাকবিরে সুদৃঢ় ছিলেন। হাফেজ রহ. এটি তালখিসে বর্ণনা করার পর নিরবতা অবলম্বন করেছেন।'

৩. আবু ওয়াইল রা. হতে বায়হাকিতে[১০৫১] হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا او قال اربعا، فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر رضي الله عنه على اربع تكبيرات كاطول الصلاة''

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁরা সাত, পাঁচ ও ছয় কিংবা বলেছেন চার তাকবির দিতেন। তারপর উমর ইবনে খাত্তাব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন। প্রত্যেকেই তাঁর রায় পেশ করলেন। তারপর উমর রা. চার তাকবিরের ওপর তাঁদেরকে একত্রিত করলেন, দীর্ঘতম নামাজের মতো।'

এই বর্ণনাটি সনদগতভাবে হাসান।

তাহাবিতে[১০৫২] ইবরাহিম নাখয়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون في التكبير على الجنائز لا تشاء ان تسمع رجلا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسا، وآخر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرخمسا، واخر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر اربعا الا سمعته، فاختلفوا في ذلك، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر، فلما ولى عمر ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا، فارسل الى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انكم معاشر أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على امر يجتمع الناس عليه، فانظروا امرا تجتمعون عليه، فكانما ايقظهم، فقالوا : نعم، ما رأيت يا امير

[১০৫০] ২/১২১, ১২২, و كتاب الجنائز , নং- ৭৬৭-সংকলক।

[১০৫১] 8/৩৭, كتاب الجنائز، باب ما يستدل به على ان اكثر الصحابة اجتمعوا على اربع ورأى بعضهم الزيادة منسوخة - সংকলক।

[১০৫২] ১/২৩৯, باب التكبير علي الجنائز كم هو؟ ।-সংকলক।

المؤمنين! فأشر علينا، فقال عمر رضي الله عنه : بل اشيروا انتم علي، فانما انا بشر مثلكم، فتراجعوا الامر بينهم، فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الاضحى والفطر اربع تكبيرات، فاجمع امرهم على ذلك''

'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হলো, তখন লোকজন জানাজা নামাজের তাকবিরে বিভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন। আপনি নিম্নেযুক্ত সব ধরণের লোকের বক্তব্য শুনতে পাবেন। একজন বলবেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাত তাকবির বলতে শুনেছি; আর অপরজন বলবেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঁচ তাকবির দিতে শুনেছি; আরেকজন বলবে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার তাকবির বলতে শুনেছি– সবক'টি আপনি শুনতে পাবেন। লোকজন এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। হজরত আবু বকর রা.-এর ওফাত পর্যন্ত তাঁরা এ অবস্থাতেই ছিলেন। তারপর, যখন উমর রা. খিলাফত লাভ করলেন এবং এ ব্যাপারে লোকজনের মতপার্থক্য প্রত্যক্ষ করলেন তখন এ বিষয়টি তাঁর নিকট ভীষণ ভারি মনে হলো। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছুসংখ্যক সাহাবির নিকট খবর পাঠালেন। তিনি বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা। যতোক্ষণ পর্যন্ত আপনারা লোকদের সামনে বর্ণনা করবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের পরবর্তীরা মতপার্থক্য করবে। আপনারা যখন কোনো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হবেন, লোকজনও এর ওপর একমত হবে। সুতরাং আপনারা কোনো একটি সর্বসম্মত বিষয় নিয়ে ভাবুন। যেনো তিনি তাদেরকে (এ ব্যাপারে) সচেতন করলেন। তারা বললেন, হ্যাঁ। আমিরুল মুমিনিন! আপনার কি রায়? আপনি আমাদের পরামর্শ দিন। তখন উমর রা. বললেন, আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। আমি তো আপনাদেরই মতো একজন মানুষ। তখন তাঁরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করে একমত হলেন যে, জানাজার নামাজে ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের মতো চার তাকবির হবে। তারপর সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন।'

অবশ্য এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, হজরত আলি রা. হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-এর জানাজায় পাঁচ কিংবা তাকবির বলেছিলেন।[১০৫৩]

তবে তাহাবিতে[১০৫৪] এর এই হাকিকত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আলি রা. নামাজের পর বলেছেন, 'তিনি বদরি সাহাবি।' এজন্য আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল রা. এই ঘটনাতেই বর্ণনা করেন, انه من اهل بدر -তথা তিনি বদরি সাহাবি।

ثم صليت مع على رض على جنائز كل ذلك كان يكبر عليها اربعا''

'তারপর আমি আলি রা.-এর সংগে অনেক জানাজার নামাজ পড়েছি। সবক'টিতেই তিনি চার তাকবির দিয়েছেন।'

এতে বুঝা গেলো, আলি রা.-এর আমল চার তাকবিরেরই ছিলো। তবে যেহেতু সাহল ইবনে হুনাইফ রা. বদরি সাহাবি ছিলেন, এজন্য তিনি তাঁর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাকবির দিয়েছেন।[১০৫৫] والله اعلم

[১০৫৩] আত-তালখিসুল হাবির : ২/১২০, নং-৭৬৬, কিতাবুল জানাইজ। -সংকলক।

[১০৫৪] ১/২৩৯ باب التكبير على الجنائز كم هو؟ । -সংকলক।

[১০৫৫] এজন্য তাহাবিতে আবদে খায়ের হতে বর্ণিত আছে, হজরত আলি রা. বদরি সাহাবিদের ওপর ছয় তাকবির দিতেন, সাহাবিগণের ক্ষেত্রে পাঁচ তাকবির দিতেন, আর অন্যান্য লোকের ক্ষেত্রে দিতেন চার তাকবির। (১/২৩৯)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ -৩৮ প্রসংগ : জানাজার নামাজে কী দোয়া পড়বে? (মতন পৃ. ১৯৮)

١٠٢٦ – حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا

১০২৬। **অর্থ** : আবু ইবরাহিম আশহালির পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাজার নামাজ আদায় করতেন তখন বলতেন, اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, বড়-ছোট, নর-নারী সবাইকে ক্ষমা করে দিন।'

ইয়াহইয়া বলেছেন, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান আবু হুরায়রা রা.-এর ওপর জীবিত রেখো। আর যাদেরকে ওফাত দাও তাদেরকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দাও।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আয়েশা, আবু কাতাদা, জাবের ও আওফ ইবনে মালেক রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু ইবরাহিমের পিতার হাদিসটি حسن صحيح।

হিশাম দাস্তাওয়াঈ ও আলি ইবনে মুবারক এ হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইকরামা ইবনে আম্মার ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবু সালামা-আয়েশা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইকরামা ইবনে আম্মারের হাদিসটি সংরক্ষিত না। ইকরামা অনেক সময় ইয়াহইয়া হাদিসে ভুল করেন। আর এ হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা-তার পিতা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছেন।

মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, এ প্রসঙ্গে আসাহ বর্ণনা হলো, ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবু ইবরাহিম আশহালি-তার পিতা সূত্রে বর্ণিততি। তিনি বলেন, আমি তাকে আবু ইবরাহিম আশহালির নাম জিজ্ঞেস করেছি; কিন্তু তিনি তাকে চিনেননি।

١٠٢٧ – عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يُصَلِّيْ عَلٰى مَيِّتٍ فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهٖ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرَدِ وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ

তাবাকাতে ইবনে সা'দেও উমায়র ইবনে সায়িদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হজরত আলি রা. হজরত সাহল ইবনে হুনায়ফ রা.-এর জানাজার নামাজ আদায় করেছেন। তাতে তিনি পাঁচ তাকবির দিয়েছেন। লোকজন বললো, এটি কি তাকবির? তিনি জবাবে বললেন, তিনি হজরত সাহল ইবনে হুনায়ফ রা.। বদরি সাহাবি। আর বদরি সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে অন্যদের ওপর। সুতরাং আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের শিখাতে চেয়েছি। (৩/৪৭৩, সাহল ইবনে হুনায়ফ রা.-এর জীবনী।

১০২৭। **অর্থ :** আওফ ইবনে মালেক রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মৃতের ওপর জানাজা নামাজে দোয়া করতে শুনেছি। তাঁর দোয়া হতে আমি বুঝতে পেরেছি, اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد كما يغسل الثوب। তথা আয় আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো। তার প্রতি রহম করো। তাকে শিলা দ্বারা ধৌত করো যেমন, ধোয়া হয় কাপড়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে এটি হলো, আসাহ হাদিস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ–৩৯ : জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৮)

١٠٢٨ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

১০২৮। **অর্থ :** আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজায় সূরা ফাতেহা পড়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত উম্মে শরিক রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। ইবরাহিম ইবনে উসমান হলেন, আবু শায়বা ওয়াসিতী। তিনি মুনকারুল হাদিস। সহিহ হলো ইবনে আব্বাস রা. হতে তাঁর বক্তব্য 'জানাজায় সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নতের শামিল।'

١٠٢٩ – عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ (إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ)

২০২৯। **অর্থ :** তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ হতে বর্ণিত যে, ইবনে আব্বাস রা.-এর জানাজা নামাজে সূরা ফাতেহা পড়লেন। তখন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, এটি সুন্নত। কিংবা সুন্নতের পরিপূরক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা প্রথম তাকবিরের পর সূরা ফাতেহা পড়া পছন্দ করেন। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

আর অনেক আলেম বলেছেন, জানাজা নামাজে এটি পাঠ করবে না। এটিতো হলো আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ এবং মৃতের জন্য দোয়া। এটা সাওরি প্রমুখ কুফাবাসীর মাজহাব। বস্তুত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ হলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফের ভাতিজা। তার হতে জুহরি রহ. হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة بفاتحة الكتاب''

'শাফেয়ি, হাম্বলিগণ এবং ইসহাক রহ.-এর মাজহাব হলো, জানাজা নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে আবু হানিফা ও মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, জানাজা নামাজে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব নয়।[১০৫৬] তারপর ফাতাওয়া আলমগীরিয়াতে[১০৫৭] এই তাফসিল লেখা আছে যে, যদি জানাজা নামাজে সূরা ফাতেহা দোয়ার নিয়তে পড়ে নেওয়া হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য কেরাতের নিয়তে অবৈধ। কেনোনা, এটি কেরাতের স্থান নয়।

শাফেয়িদের দলিল ইবনে আব্বাস রহ. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তবে এটি ইবরাহিম[১০৫৮] ইবনে উসমানের কারণ জয়িফ। অবশ্য এ অনুচ্ছেদে পরবর্তীতে বর্ণিত হাদিসটি বিশুদ্ধ,

عن[১০৫৯] طلحة بن عوف ان ابن عباس رض صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال : انه من السنة او من تمام السنة''

তাছাড়া সুনানে নাসায়িতে[১০৬০] হজরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত আছে।
তিনি বলেন,

السنة في الصلاة على الجنازة ان يقرأ في التكبيرة الاولى بام القران مخافتة الخ

'জানাজা নামাজের সুন্নত হলো, প্রথম তাকবিরে আস্তে আস্তে সূরা ফাতেহা পাঠ করা।'
সাধারণত হানাফিদের দলিলে পেশ করা হয় আবু দাউদের একটি হাদিস,

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء[১০৬১]''

'হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যখন তোমরা মৃতের ওপর জানাজা আদায় করো, তখন তার জন্য খালেসভাবে দোয়া করো।'

[১০৫৬] আল-মুগনি : ২/৪৮৫, مسألة : قال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الحمد । -সংকলক।

[১০৫৭] ১/১৬৪, باب الجنائز، الفصل الخامس في الصلاة علي الميت । -সংকলক।

[১০৫৮] ইবরাহিম ইবনে উসমান আল আবাসি। আবু শায়বা কুফি। ওয়াসিতের বিচারপতি। তাঁর উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তার হাদিস পরিত্যক্ত। সপ্তম শ্রেণির বর্ণনাকারি। ইনতেকাল করেছেন ৬৯ হিজরিতে। -তাকরিবুত তাহজিব : ১/৩৯, নং-২৪১। -সংকলক।

[১০৫৯] সহিহ বোখারি : ১/১৭৮, كتاب الجنائز، الفصل الخامس في الصلاة علي الميت, সুনানে নাসায়ি : ১/২৮১, كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة । -সংকলক।

[১০৬০] ১/২৮১, كتاب الجنائز باب الدعاء । -সংকলক।

[১০৬১] সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৫৬, كتاب الجنائز، باب الدعاء । এই শব্দাবলি সহকারে এ হাদিসটি সুনানে ইবনে মাজায়ও বর্ণিত হয়েছে। (পৃষ্ঠা-১০৭) كتاب الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة । -সংকলক।

তবে এর দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়। কেনোনা, এর অর্থ হলো, ইখলাসের সংগে দোয়া করা। এর অর্থ এই নয় যে, ফাতেহা পড়া যাবে না। যেমন, অনেক বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।[১০৬২]

সুতরাং হানাফিদের সহিহ দলিল মুয়াত্তা ইমাম মালেকে[১০৬৩] বর্ণিত হজরত নাফে' রহ.-এর হাদিস,

ان عبد الله بن عمر كان لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة،

'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. জানাজার নামাজে (সূরা ফাতেহা) পাঠ করতেন না।'

অনুরূপভাবে হজরত উমর, আলি, আবু হুরায়রা রা. প্রমুখও জানাজা নামাজে ফাতেহার প্রবক্তা ছিলেন না।[১০৬৪] হজরত ইবনে ওয়াহাব রহ. ফাজালা ইবনে উবাইদ, জাবের, ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' রা. এবং ফুকাহায়ে মদিনার এই আমল বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর জানাজায় ফাতেহা পড়তেন না। মালেক রহ. বলতেন, আমাদের শহরে জানাজায় ফাতেহা পড়ার আমল নেই।[১০৬৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. নিজ ফাতাওয়ায়[১০৬৬] লিখেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম হতে এ ব্যাপারে বিভিন্ন আমল বর্ণিত আছে। অনেক সাহাবি ফাতেহা পড়তেন, আবার অনেকে পড়তেন না। এটা বৈধতার লক্ষণ, ওয়াজিব হওয়ার নয়। এটাই আমাদেরও বক্তব্য।

জানাজা নামাজে প্রথম তাকবিরের পর ছানার দলিল হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর বক্তব্য হতে গৃহীত। তিনি বলেন,

فاذا وضعت (الجنازة) كبرت وحمدت الله[১০৬৭] الخ

'যখন জানাজা রাখা হয়, তখন আমি তাকবির বলি ও আল্লাহর প্রশংসা আদায় করি।'

বুঝা গেলো, প্রথম তাকবিরের পর সুন্নত হলো, আল্লাহর প্রশংসা করা। চাই আলহামদুলিল্লাহ'র মাধ্যমে হোক কিংবা এছাড়া ছানা ইত্যাদির মাধ্যমে। ইলাউস সুনান গ্রন্থকার মাবসুত হতে বর্ণনা করেন যে, ছানা

[১০৬২] জুহরি বলেন, আমি আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনায়ফকে বলতে শুনেছি, ইবনুল মুসাইয়িবের নিকট তিনি হাদিস বর্ণনা করছেন, তিনি বলেছেন, জানাজা নামাজের সুন্নত হলো, তাকবির পড়া, তারপর সূরা ফাতেহা পড়া, তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরিফ পড়া। তারপর, খালেসভাবে মৃতের জন্য দোয়া করা। -আল-মুনতাকা-ইবনুল জারূদ : ১৮৯, নং-৫৪০, কিতাবুল জানাইজ।

এই বর্ণনায় ফাতেহার সংগে খালেসভাবে দোয়ারও উল্লেখ আছে। স্পষ্ট বিষয় যে, খালেসভাবে দোয়ার অর্থ ফাতেহা না পড়া হতে পারে না।

হজরত আবু উমামা রা.-এর ওপরযুক্ত বর্ণনাটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকেও বর্ণিত আছে। দ্র., (৩/৪৮৯, নং-৬৪২৮) باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت। -সংকলক।

[১০৬৩] (২১০, كتاب الجنائز ما يقول المصلي على الجنائز। -সংকলক।

[১০৬৪] আওজাজুল মাসালিক : ৪/২৩০, ما يقول المصلي على الجنائز। -সংকলক।

[১০৬৫] দেখুন, ইলাউস সুনান : ৮/২১১, باب كيفية صلاة الجنازة। -আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা : ১/১৫৮-১৫৯। -সংকলক।

[১০৬৬] দ্র., ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া : ২৪/১৯৬, ১৯৭, باب صلاة الجمعة، سئل عن الصلوة بعد أذان الأول يوم الجمعة الخ। এখানে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. জানাজা নামাজে কেরাত পড়া ওয়াজিব নয় বলে উক্তি করতে গিয়ে এটা সুন্নত ও মুস্তাহাব স্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -সংকলক।

[১০৬৭] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ২০৯, ما يقول المصلي على الجنازة। -সংকলক।

সম্পর্কে মাশায়িখে কেরামের মতপার্থক্য আছে। অনেকে বলেছেন, ছানা আলহামদুলিল্লাহ'র মাধ্যমে হবে। যেমন, জাহেরি বর্ণনায় আছে। আর অনেকে বলেছেন, ছানা হবে সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকার মাধ্যমে। এটি হলো, আবু হানিফা রহ. হতে হাসান রহ.-এর বর্ণনা।[১০৬৮]

بَابُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ لَهُ

অনুচ্ছেদ–৪০ : জানাজার নামাজের পদ্ধতি এবং মৃতের জন্য সুপারিশ প্রসংগে (মতন পৃ. ১৯৯)

١٠٣٠ –عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ.

১০৩০। **অর্থ :** মারছাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়াজানি বলেন, হজরত মালেক ইবনে হুবায়রা যখন জানাজার নামাজ আদায় করতেন, আর লোকজন কম হতো, তখন তিনি তাদেরকে তিন কাতারে ভাগ করতেন। তারপর বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন কাতার মানুষ যার জানাজার নামাজ পড়ে সে (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আয়েশা, উম্মে হাবিবা, আবু হুরায়রা ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্ধাঙ্গিনী হজরত মাইমুনা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মালেক ইবনে হুবায়রার হাদিসটি حسن।

একাধিক বর্ণনাকারি এটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহিম ইবনে সাদ এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারছাদ ও মালেক ইবনে হুবাইরার মাঝে এক ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করেছেন। তাঁদের বর্ণনা আমাদের মতে আসাহ।

١٠٣١ –عَنْ عَائِشَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم لَا يَمُوْتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا مِائَةً فَيَشْفَعُوْا لَهُ إِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ

১০৩১। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান মৃত্যুর পর তার ওপর মুসলমানের একটি দল যদি জানাজার নামাজ আদায় করে, যাদের সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌছে, তারা তার জন্য সুপারিশ করে, তাহলে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে অবশ্যই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا

অনুচ্ছেদ–৪১ : সূর্যোদয় এবং অস্তকালে জানাজার নামাজ আদায় করা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২০০)

١٠٣٢ –عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ

১০৩২। **অর্থ** : উকবা ইবনে আমের জুহানি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনটি সময়ে নামাজ পড়তে এবং আমাদের মৃতদেরকে কবর দিতে নিষেধ করতেন– সূর্য যখন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উদিত হয়, তা ওপরে উঠা পর্যন্ত, আর যখন সূর্য ঠিক দুপুর বেলায় পৌঁছে– যতোক্ষণ না হেলে পড়ে এবং যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম যতোক্ষণ না তা অস্তমিত হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা এসব সময় জানাজার নামাজ মাকরূহ মনে করেন।

ইবনে মুবারক রহ. বলেন, এ হাদিসের অংশ او نقبر فيهن موتانا এর অর্থ হলো, জানাজার নামাজ আদায় করা। তিনি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দুপুরের সময় সূর্য হেলার পূর্ব পর্যন্ত নামাজ আদায় করা মাকরূহ মনে করেছেন। আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, যেসব সময়ে নামাজ আদায় করা মাকরূহ সেসব সময়ে জানাজার নামাজ আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

দরসে তিরমিযী

عن[১০৬৯] عقبة بن عامر الجهني رض قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا''

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে মাকরূহ সময়গুলোতে জানাজার নামাজ আদায় করা বৈধ। এ অনুচ্ছেদের হাদিস তাঁর মতে দাফনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১০৭০] অথচ সংখ্যা গরিষ্ঠের মাজহাব হলো, এসব সময় জানাজার নামাজ আদায় করা মাকরূহ।

[১০৬৯] সুনানে নাসায়ি : ১/২৮৩, كتاب الجنائز، باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن, ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা-১০৯, باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن। -সংকলক।

[১০৭০] তুহফাতুল আহওয়াজি : ২/১৪৪, باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها। -সংকলক।

মাওলানা মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন, আমাদের মতে তিন মাকরূহ সময়ে ফরজ, নফল, জানাজার নামাজ এবং সেজদায়ে তেলাওয়াত সবগুলোই অবৈধ। অবশ্য যদি জানাজা মাকরূহ সময়েই আসে, কিংবা তখন সেজদার আয়াত পাঠ করা হয়, তাহলে তখন না সেজদা মাকরূহ হবে, না জানাজার নামাজ।[১০৭১] কিন্তু তখনও মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত এ দুটোকে পিছিয়ে রাখা আফজাল।[১০৭২]

বাকি আছে দাফনের বিষয়টি। এটি আমাদের মতে মাকরূহ সময়গুলোতেও বৈধ। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে او نقبر فيهن موتانا নকবর দ্বারা উদ্দেশ্য জানাজার নামাজ।[১০৭৩] এর কারণে অনেক বর্ণনায় ونقبر فيهن موتانا এর স্থলে ''ان نصلى على موتانا'' শব্দ এসেছে। আবু হাফস উমর ইবনে শাহিন রহ. কিতাবুল জানায়িজে খারিজা ইবনে মুস'আব-লাইছ ইবনে সাদ-মুসা ইবনে আলি সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন,

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلى على موتانا عند ثلاث[১০৭৪] الخ

'আমাদের মৃতদের ওপর তিন সময়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন............।'

এই বর্ণনাটি যদিও জয়িফ কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। এর কোনো কোনোটি তুহফাতুল আহওয়াজি গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।[১০৭৫] সুতরাং একটি শক্তিশালী হয় অপরটি দ্বারা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ

অনুচ্ছেদ–৪২ : শিশুদের জানাজার নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০০)

١٠٣٣ - عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

১০৩৩। **অর্থ :** মুগিরা ইবনে শো'বা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরোহণকারি (চলবে) জানাজার পেছনে, যে পায়ে হেঁটে চলবে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে। আর শিশুর জানাজার নামাজ আদায় করা হবে।

[১০৭১] হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, আলি! তিনটি জিনিস তুমি দেরি করো না– নামাজ- যখন সময় হয়, জানাজা- যখন উপস্থিত হয়, স্বামীহীন মহিলা (এর বিয়ে) যখন তার কোনো কুফু পাও। -সুনানে তিরমিযী : ১/৪৪, أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من النفل। -সংকলক।

[১০৭২] মিরকাতুল মাফাতিহ : ৩/৪১, ৪২, باب أوقات النهي। -সংকলক।

[১০৭৩] মাবসুত-সারাখসি : ২/৬৮, –باب غسل الميت। তাছাড়া মোল্লা আলি কারি রহ. লিখেন, ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, ''ان نقبر فيهن موتانا'' এর অর্থ হলো, জানাজার নামাজ। আল্লামা তিবি রহ. বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর ইবনুল মালেক রহ. বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য জানাজার নামাজ। কেনোনা, এ সময়ে দাফন করা মাকরূহ নয়। -মিরকাত : ৩/৪১। -সংকলক।

[১০৭৪] নাসবুর রায়া : ১/২৫০, فصل في الأوقات المكروهة। -সংকলক।

[১০৭৫] এ জন্য তুহফাতুল আহওয়াজি গ্রন্থকার এ বর্ণনাটি ইমাম আবু হাফস উমর ইবনে শাহিন রহ. ব্যতীত ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর কিতাবুল জানাইজ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। দ্র., ২/১৪৪, باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি ইসরাইল ও একাধিক বর্ণনাকারি সায়িদ ইবনে উবাইদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, শিশুর জানাজার নামাজ আদায় করা হবে। যদিও সে জন্মগ্রহণের পর আওয়াজ নাই দিক না কেনো। যদি জানা যায় যে, তার সৃজন হয়েছে। আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنِيْنَ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

অনুচ্ছেদ-৪৩ : ভূমিষ্ট হয়ে আওয়াজ না করে মৃত্যু হলে শিশুর জানাজার নামাজ না পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২০০)

١٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

১০৩৪। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিশুর জানাজার নামাজ আদায় করা হবে না এবং সে ওয়ারিস হবে না, অন্য কেউও তার ওয়ারিস হবে না, যতোক্ষণ না সে আওয়াজ দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটিতে মুহাদ্দিসিনে কেরামের ইজতেরাব আছে। অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন, আবুজ জুবায়র-জাবের সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফূ' আকারে। আশআছ ইবনে সাওয়ার ও একাধিক বর্ণনাকারি বর্ণনা করেছেন, আবুজ জুবায়র-জাবের রা. সূত্রে মাওকুফ আকারে। বস্তুত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আতা ইবনে আবু রাবাহ-জাবের রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন মাওকুফরূপে। যেনো এ হাদিসটি মারফূ' হাদিস অপেক্ষা আসাহ।

অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন, শিশুর জানাজার নামাজ আদায় করা হবে না যতোক্ষণ না সে জন্মের সময় শব্দ করে। এটি সুফিয়ান সাওরি ও শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ : মসজিদে জানাজার নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০০)

١٠٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ

১০৩৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহায়ল ইবনে বাইজার জানাজার নামাজ মসজিদে আদায় করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, মসজিদে মৃতের জানাজার নামাজ আদায় করা যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, মসজিদে মৃতের জানাজার নামাজ আদায় করা যাবে। তিনি এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

দরসে তিরমিযী

عن[১০৭৬]عائشة رض قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد

এ হাদিস দ্বারা দলিল করে শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ এর প্রবক্তা যে, মসজিদে জানাজার নামাজ আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হলো, মসজিদ অপবিত্র হওয়ার কোনো আশঙ্কা যেনো না হয়। ইমাম ইসহাক, আবু সাওর এবং দাউদ জাহেরি রহ.-এর মাজহাবও এটাই। আবু হানিফা ও মালেক রহ.-এর মতে মসজিদে জানাজার নামাজ আদায় করা মাকরূহ।[১০৭৭]

হানাফিদের মধ্য হতে শায়খ ইবনে হুমাম রহ.-এর মতে মসজিদে জানাজার নামাজ আদায় করা মাকরূহ তানজিহি।[১০৭৮] অথচ তাঁর ছাত্র আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. এটাকে মাকরূহ তাহরিমি সাব্যস্ত করেছেন।[১০৭৯]

হানাফি ও মালেকিদের দলিলসমূহ নিম্নেযুক্ত

১. বোখারিতে[১০৮০] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর প্রসিদ্ধ হাদিস আছে,

ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد''

'ইহুদিরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের এক পুরুষ ও মহিলা নিয়ে হাজির হলো। তারা দু'জন ব্যভিচার করেছিলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন, তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়, মসজিদের নিকট জানাজার স্থানে।'

স্পষ্ট হলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে জানাজা নামাজের জন্য মসজিদের বাইরে একটি বিশেষ স্থান ছিলো। যদি জানাজার নামাজ মসজিদে বৈধ হতো, তাহলে তিনি মসজিদে নববি ছেড়ে বাইরে তাশরিফ নিতেন না। কেনোনা, সমজিদে নববির ফজিলত সুস্পষ্ট।

২. সুনানে আবু দাউদে[১০৮১] বর্ণিত আছে,

[১০৭৬] সহিহ মুসলিম : ১/৩১২, ৩১৩, فصل في جواز الصلاة على الميت في المسجد, সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৫৪, كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنازة في المسجد । -সংকলক।

[১০৭৭] আল-মুগনি : ২/৪৯৩, فصل ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد । -সংকলক।

[১০৭৮] ফতহুল কাদির : ২/৯১, تحت شرح : ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة । -সংকলক।

[১০৭৯] মিনহাতুল খালেক বিহামিশিল বাহরির রায়েক : ২/১৮৭। -সংকলক।

[১০৮০] ১/১৭৭, كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد । -সংকলক।

حدثنا مسدد نا يحيى عن ابن ابي ذئب حدثني صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له[১০৮১].

'আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মসজিদে জানাজার নামাজ পড়ে তার কোনো কিছুই নেই।'

অনেক শাফেয়ি এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এই বর্ণনাটি জয়িফ। কেনোনা, এটি সালেহ মাওলাত তাওআমা রহ.-এর একক বর্ণনা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল[১০৮২] রহ.-এর বক্তব্য মতে তিনি জয়িফ। তাছাড়া ইমাম মালেক রহ.ও তাঁকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন।[১০৮৩]

এর জবাব হলো, সালেহ মাওলাত তাওআমা সেকাহ বর্ণনাকারি। ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন রহ. প্রমুখ তাঁকে সেকাহ সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য শেষ বয়সে তাঁর স্মরণ শক্তিতে গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো। ইমাম মালেক রহ. যেহেতু তাঁর হতে শেষ জীবনে হাদিস গ্রহণ করেছেন, সেহেতু তাঁকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তবে এ হাদিসটি তাঁর হতে ইবনে আবু জিব রহ. বর্ণনা করেছেন। তিনি সালেহ মাওলাত তাওআমা হতে গোলমালের আগে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এজন্য এই বর্ণনাটি স্পষ্ট।[১০৮৪] এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, ইবনে আবু জিব স্বয়ং মসজিদে জানাজার নামাজ মাকরূহ হওয়ার প্রবক্তা। হাফেজ রহ. ফতহুল বারিতে[১০৮৫] এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

আল্লামা নববি রহ. এই হাদিসের ওপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করেছেন যে, আবু দাউদের প্রসিদ্ধ কপিগুলোতে من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ عليه এর স্থলে من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له'' এসেছে। তখন অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়।[১০৮৬]

এর জবাব হলো ''فلا شئ له'' বিশিষ্ট কপিটিই আসাহ। যার সমর্থন এর দ্বারা হয় যে, এই বর্ণনাটি সুনানে ইবনে মাজাহ,[১০৮৭] মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল[১০৮৮] এবং তাহাবি[১০৮৯] সবগুলোতেই ''فلا شئ له'' কিংবা ''فليس له شئ'' শব্দ এসেছে।[১০৯০] তাছাড়া সুনানে আবু দাউদের মূল বর্ণনাকারি খতিব বাগদাদি রহ. বলেন,

---

১০৮১ ২/৪৫৪, باب الصلاة على الجنازة في المسجد। -সংকলক।

১০৮২ শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩১৩, কিতাবুল জানাইজ। -সংকলক।

১০৮৩ মিজানুল ই'তিদাল : ২/২০৩, নং-৩৮৩৩। -সংকলক।

১০৮৪ বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মিজানুল ই'তিদাল : ২/৩০৩, নং-৩৮৩৩। -সংকলক।

১০৮৫ ৩/১৯৯, كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد। -সংকলক।

১০৮৬ শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩১২। -সংকলক।

১০৮৭ ১০৯, باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد। -সংকলক।

১০৮৮ হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জানাজার নামাজ পড়লো, তার জন্য কোনো কিছুই নেই। (সওয়াব হবে না)। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : ২/৫০৫, মুসনাদে আবু হুরায়রা রা.। -সংকলক।

১০৮৯ ১/২৩৭, باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا؟। -সংকলক।

১০৯০ তাছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতেও فلا شئ له কিংবা فلا صلاة له শব্দ বর্ণিত হয়েছে। (৩/২৬৪-২৬৫, من كره الصلاة على الجنازة في المسجد)। -সংকলক।

মাহফুজ বা সংরক্ষিত হলো فلا شيء له শব্দ।[১০৯১] তারপর ইবনে আবু জিবের মাজহাবও এর দলিল যে, فلا شيء له বিশিষ্ট হাদিসটি সহিহ। কেনোনা, যদি فلا شيء عليه বিশিষ্ট বর্ণনাটি সহিহ হতো তাহলে তিনি মসজিদে জানাজার নামাজ মাকরূহ হওয়ার পক্ষে থাকতেন না।

৩. সহিহ মুসলিমে[১০৯২] বর্ণিত আছে,

عن عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشة رض امرت ان يمر بجنازة سعد بن ابي وقاص في المسجد فصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها''

'আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. হতে বর্ণিত যে, আয়েশা রা. নির্দেশ দিয়েছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর জানাজা মসজিদে নিয়ে সেখানে তাঁর জানাজা পড়তে। তবে লোকজন এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা করেছেন।'

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সাধারণত সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে জানাজার নামাজ আদায় করা মাকরূহ সাব্যস্ত করতেন। সুতরাং অবশ্যই তাঁদের নিকট এ ব্যাপারে অনেক সহিহ মারফূ হাদিস থাকবে। তা না হলে তা প্রত্যাখ্যানের কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

তবে এর ওপর বলা হয় যে, এই হাদিসেই পরবর্তীতে আছে যে, আয়েশা রা.-এর দলিল মৌলিক হাদিসগুলোর বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর জবাব এই দেওয়া হয় যে, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এতে কোনো ব্যাপকতা নেই এবং এটি বৃষ্টির অবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, তখন তিনি ইতিকাফকারি ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এর দলিল যে, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি মাকরূহ হওয়ার ওপরই স্থির হয়ে গেছে। তাছাড়া সাহল ইবনে বাইজা রা.-এর ঘটনার বিপরীতে فلا شيء বিশিষ্ট বর্ণনা শক্তির দিক দিয়েও প্রধান।

তখন হানাফিদের মতপার্থক্য আছে, যখন জানাজা মসজিদের বাইরে হবে এবং মুসল্লি থাকবে মসজিদের ভেতরে। ফলে তখন নামাজ বৈধ কিনা? দুটি উক্তিই আছে।[১০৯৩] মূলত মতপার্থক্যের মূল ভিত্তি হলো من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له'' তে في المسجد এর সম্পর্ক صلى এর সংগে? না جنازة এর সংগে? যদি صلى এর সংগে এর সম্পর্ক হয়, তবে এর দাবি হবে জানাজা বাইরে এবং মুসল্লি মসজিদের ভেতরে থাকার সুরতেও জানাজা নামাজের অনুমতি না থাকা। আর যদি জানাজার সংগে এর সম্পর্ক হয়, তবে এর ফল এই দাঁড়াবে যে, ওপরোক্ত সুরতেও নামাজের অনুমতি হবে। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে উসূল তথা উসূলবিদগণ এই

[১০৯১] নাসবুর রায়া : ২/২৭৫, فصل في الصلاة على الميت। -সংকলক।

[১০৯২] ১/৩১২, كتاب الجنائز، فصل في جواز الصلاة على الميت في المسجد। -সংকলক।

[১০৯৩] দুররে মুখতার ইত্যাদিতে আছে, পছন্দনীয় মত হলো, এটি সাধারণতভাবে মাকরূহ। চাই মাইয়্যিত মসজিদে থাকুক কিংবা মসজিদের বাইরে। কেনোনা, মসজিদ তৈরি করা হয়েছে ফরজ নামাজ ও তার আনুষাঙ্গিক ইবাদতের জন্য। ইবনে আবেদিন রহ. বলেছেন, তবে যদি আমরা এর কারণ বর্ণনা করি মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা, তবে মাকরূহ হবে না, যখন মাইয়্যিত মসজিদের বাইরে থাকে। মাবসূত ইত্যাদিতে এদিকেই ঝোঁক আছে। প্রথম কারণটিতে অস্পষ্টতা আছে। কেনোনা, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, মৃতের জন্য জানাজার নামাজ একটি দোয়া ও জিকির। এগুলোর জন্য মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। আওজাজুল মাসালিক : ৪/২৩৫, الصلاة على الجنائز في المسجد। -সংকলক।

মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যে, যদি কর্ম এমন হয়, যার ক্রিয়া কৃত বস্তু পর্যন্ত পৌঁছে, তবে তখন জরফের সম্পর্ক ক্রিয়া এবং কৃত উভয়টির সংগে হবে। আর যদি ক্রিয়াটি এমন হয় যে, তার বাহ্যিক প্রভাব মাফউল (কৃত) পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে জরফের সম্পর্ক ক্রিয়ার সংগে হবে। সুতরাং যদি কেউ বলে ان ضربت زيدا في المسجد فامرأتي كذا''

'আমি যদি জায়দকে মসজিদে মারি তাহলে আমার স্ত্রী এমন, তাহলে– এমতাবস্থায় যেহেতু ক্রিয়াটি কৃতের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে, সেহেতু কসম ভঙ্গকারি হওয়ার জন্য জায়দের মসজিদে থাকা আবশ্যক। সুতরাং যদি আঘাতকারি মসজিদে থাকে, আর জায়দ মসজিদের বাইরে, তবে কসম ভঙ্গকারি হবে না। এর বিপরীত ان شتمت زيدا في المسجد فامرأتي كذا'' এর সুরতে যেহেতু فعل টি مفعول এর মধ্যে ক্রিয়াশীল নয়, তবে গালি মসজিদে আর জায়দ মসজিদের বাইরে থাকার সুরতেও শপথ ভঙ্গকারি হয়ে যাবে।[১০৯৪] এই ব্যাখ্যা দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তাঁদের উক্তিটিই প্রধান। যাঁরা বলেন, মসজিদে জানাজার নামাজ ব্যাপক আকারে মাকরূহ। চাই জানাজা মসজিদে হোক কিংবা বাইরে। কেনোনা, নামাজের প্রভাবও মৃতের ওপর পড়ে না। যার দাবি হলো, জানাজা বাইরে হওয়া এবং নামাজও মসজিদে হওয়া উচিত না।[১০৯৫]

গাঙ্গুহি রহ. এর প্রধান উক্তি লাশ যদি মসজিদের বাইরে হয়, মসজিদে নামাজ হয়, তবুও জায়েজ নেই।) এর ওপর নাজ্জাশির ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার নামাজ মসজিদে পড়েননি।[১০৯৬] অথচ নাজ্জাশির লাশ মসজিদে মওজুদ ছিলো না। এ থেকে বুঝা গেলো, মৃতের লাশ মসজিদের বাইরে থাকলেও মসজিদে জানাজার নামাজ দুরুস্ত নেই।[১০৯৭]

তারপর জায়গার সংকীর্ণতা কিংবা বৃষ্টি ইত্যাদি ওজরের অবস্থায় মসজিদে জানাজার নামাজ বৈধ। তখন আফজাল হলো, মাইয়িত, ইমাম এবং অনেক মুক্তাদি মসজিদের বাইরে থাকবেন এবং অবশিষ্টরা মসজিদে। কেনোনা, এই পদ্ধতিটি অনেক হানাফিদের মতে বিনা ওজরেও বৈধ।[১০৯৮]

[১০৯৪] দেখুন, উসূলুশ শাশী : ৬৪, ৬৫ فصل كلمة '' في'' للظرف, তাছাড়া দ্র., আল-জামিউল কাবির : পৃ-৩৩ باب الحنث في الشتمة ونحوها، كتاب الإيمان। -সংকলক।

[১০৯৫] দেখুন, ফতহুল মুলহিম : ২/৪৯৫, কিতাবুল জানাইজ كتاب الجنائز। সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হাদিসের অর্থের ব্যাখ্যার সংগে সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট। হাদিসটি হলো, যে ব্যক্তি মসজিদে জানাজার নামাজ পড়ে তার জন্য কিছুই নেই। (সওয়াব পাবে না)। -সংকলক।

[১০৯৬] নাজ্জাশির ঘটনা মুসলিমে শরিফে এভাবে বর্ণিত আছে। হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে নাজ্জাশির ইনতেকালের সংবাদ দেন যেদিন তার ইনতেকাল হয়েছে। তারপর তিনি লোকজন নিয়ে ময়দানে বের হলেন এবং চারটি তাকবির বললেন। (১/৩০৯, কিতাবুল জানাইজ)। -সংকলক।

[১০৯৭] দেখুন, আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/১৮৭, باب للصلاة على الميت في المسجد। -সংকলক।

[১০৯৮] ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দে (২/৪৫৪) তথা ইমাদাদুল মুফতিনে এই পদ্ধতিটিকে ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়া সূত্রে বিনা মাকরূহে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তবে ফাতাওয়া আলমগিরিতে (১/১৬৫, الفصل الخامس في الصلوة على الميت) এ সুরতেটিকেও মাকরূহ বলেছেন। যদিও উজরের সুরতে আলমগিরিতে বৈধ বলেই উক্তি আছে। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؟

অনুচ্ছেদ–৪৫ প্রসংগ : পুরুষ ও নারীর জানাজায় ইমাম দাঁড়াবেন কোথায়? (মতন পৃ. ২০০)

١٠٣٦ – عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلٰى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءُوْا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا يَا أَبَا حَمْزَةَ ! صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكُمْ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوْا

১০৩৬। **অর্থ :** আবু গালেব বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা.-এর সংগে এক ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়েছি। তিনি তার মাথা বরাবর দাঁড়িয়েছেন। তারপর লোকজন এক কুরাইশি মহিলার জানাজা নিয়ে এলো। তারপর তাঁরা বললো, আবু হামজা! আপনি তাঁর জানাজার নামাজ আদায় করুন। তখন তিনি খাটের মধ্যখান বরাবর দাঁড়ালেন। তখন আলা ইবনে জিয়াদ তাঁকে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাজার এ স্থানে দাঁড়াতে দেখেছেন, যেখানে আপনি মহিলা ও পুরুষের জানাজায় দাঁড়ালেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন তিনি জানাজা হতে অবসর হলেন তখন বললেন, তোমরা বিষয়টি স্মরণ রেখো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত সামুরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আনাস রা.-এর হাদিসটি حسن।

একাধিক বর্ণনাকারি হাম্মাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ওয়াকি' এ হাদিসটি হাম্মাম হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, 'গালেব সূত্রে আনাস রা. হতে'। সহিহ হলো, 'আবু গালেব সূত্রে'। এ হাদিসটি আবদুল ওয়ারিস ইবনে সায়িদ ও একাধিক বর্ণনাকারি আবু গালেব হতে হাম্মামের বর্ণনার মতো বর্ণনা করেছেন। তাঁরা আবু গালিবের নাম নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। কেউ বলেছেন, তাঁকে বলা হয়, নাফে'। আবার বলা হয়, রাফে'। অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন। আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর বক্তব্য।

١٠٣٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم صَلّٰى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسْطَهَا

১০৩৭। **অর্থ :** সামুরা ইবনে জুনদুব রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার জানাজার নামাজ আদায় করেছেন। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

শো'বা হুসাইন মুআল্লিম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

''عن[১০৯৯] ابي غالب قال : صليت مع انس بن مالك رض على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا : يا ابا حمزة! صل عليها فقام حيال وسط السرير''

শাফেয়িদের মাজহাব এই বর্ণনা অনুযায়ি, পুরুষের জানাজায় মাথা বরাবর আর মহিলার জানাজায় মাঝখানে দাঁড়াবেন।[১১০০] পক্ষান্তরে আবু হানিফা রহ.-এর এই মাসআলাতে দুটি বর্ণনা আছে।[১১০১] একটি শাফেয়িদের অনুরূপ। তাহাবি রহ. এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা আবু ইউসুফ রহ. হতেও বর্ণনা করেছেন।[১১০২] আবু হানিফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো, ইমাম মৃতের সিনা বরাবর দাঁড়াবেন।[১১০৩] চাই মৃত পুরুষ হোক বা মহিলা। আবু ইউসুফ রহ.-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনাও এটিই।[১১০৪] শায়খ ইবনে হুমাম রহ. আবু হানিফা রহ.-এর এই বর্ণনাটিকেই প্রধান সাব্যস্ত করেছেন। এর দলিল হিসেবে ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ان ابا غالب قال : صليت خلف انس رض على جنازة فقام حيال صدرة[১১০৫]

'আল্লামা আবু গালেব বলেছেন, আনাস রা.-এর পেছনে আমি জানাজার নামাজ পড়েছি। তিনি মৃতের সিনা বরাবর দাঁড়িয়েছেন এবং সিনা দেহের মধ্যস্থল।[১১০৬] কিন্তু এই বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা উসমানি রহ. ফাতহুল মুলহিমে[১১০৭] বলেন,

''ولكني لم اجده الى الآن في كتب الحديث''

'তবে আমি এ পর্যন্ত এটি হাদিস গ্রন্থগুলোতে পেলাম না।'

হজরত শাহ সাহেব রহ. আল-আরফুশ শাজিতে বলেন, যেহেতু আবু হানিফা রহ.-এর একটি বর্ণনা এ অনুচ্ছেদের হাদিসের অনুকূল, সেহেতু এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাখ্যা আবশ্যক না।[১১০৮]

[১০৯৯] সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৫৫, كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلي عليه , সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০৭, كتاب الجنائز، باب ما جاء في اين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة । -সংকলক।

[১১০০] বাদায়িউস সানায়ে' : ১/৩১২ فصل وأما بيان كيفية الصلاة على الجنازة । -সংকলক।

[১১০১] হিদায়া ফতহুল কাদির সহকারে : ২/৮৯, فصل في الصلاة على الميت । -সংকলক।

[১১০২] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৭৩, باب الرجل يصلي على الميت أين ينبغي أن يقوم منه । -সংকলক।

[১১০৩] কারণ, এটি হলো, অন্তরের স্থল। তাতে আছে ঈমানের নূর। সুতরাং তার নিকট দাঁড়ানো তার ঈমানের সুপারিশের দিকে ইঙ্গিত। -হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ২/৮৯। -সংকলক।

[১১০৪] তাহাবি : ১/২৩৭, باب الرجل يصلي على الميت أين ينبغي أن يقوم منه । -সংকলক।

[১১০৫] ফতহুল কাদির : ২/৮৯। -সংকলক।

[১১০৬] কারণ, দুই পা ও মাথা এগুলো দুটি শাখা। সুতরাং শরিরটি নিতম্ব হতে গর্দান পর্যন্ত অবশিষ্ট হতে যাবে। সুতরাং শরিরের মধ্যখান হবে সীনা বা বক্ষ। বাদায়িউস সানায়ে' : ১/৩১২, فصل وأما بيان كيفية الصلاة على الجنازة । -সংকলক।

[১১০৭] ২/৫০৪, اين يقوم الإمام من الجنازة وأقوال العلماء في ذلك । -সংকলক।

[১১০৮] জামিউত তিরমিযী আরফুশ শাজিসহ : ১/১৯৯। প্রকাশ থাকে যে, আবু হানিফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি পছন্দ করে হিদায়া গ্রন্থকার এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাখ্যা দেন। সুতরাং ইচ্ছা হলে সেখানে দেখা যেতে পারে। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ : শহিদের ওপর জানাজার নামাজ না পড়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২০০)

١٠٣٨ -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَاءِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَغْسِلُوْا

১০৩৮। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুহাদায়ে ওহুদের দু'জনকে এক কাপড়ে একত্র করে জিজ্ঞেস করতেন, এ দু'জনের মধ্যে কোরআন হিফজ বেশি কার? যখন কারো দিকে ইঙ্গিত করা হতো, তখন তাঁকে কবরে আগে রাখতেন। আর বলেছেন, আমি তাদের পক্ষে কেয়ামত দিবসে সাক্ষী। তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন রক্ত সহ দাফন করার। তাঁদের জানাজার নামাজ পড়েননি এবং তাঁদের গোসলও দেওয়া হয়নি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি জুহরি-আনাস রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। জুহরি-আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা ইবনে আবু সু'আইদ সূত্রে এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। অনেকে এটি হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

দরসে তিরমিযী

ওলামায়ে কেরাম শহিদের জানাজার নামাজ সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, শহিদের জানাজার নামাজ হবে না। এটি হলো, মদিনাবাসীর মাজহাব। এ মতই পোষণ করেন, শাফেয়ি ও আহমদ রহ.।

অনেকে বলেছেন, শহিদের জানাজার নামাজ আদায় করা হবে। তাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি হজরত হামজা রা.-এর জানাজার নামাজ আদায় করেছেন। এটি সাওরি ও কুফাবাসীর মত। ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

ان[১১০৯] جابر بن عبد الله رض اخبره........ولم يصل عليهم و لم يغسلوا

শহিদকে গোসল না দেওয়া সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছে।[১১১০] তবে শর্ত হলো, তার শাহাদাত গোসল ফরজ অবস্থায় যেনো না হয়ে থাকে।

[১১০৯] সহিহ বোখারি : ১/১৭৯, كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১০৯, باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم। -সংকলক।

[১১১০] অবশ্য হাসান বসরি এবং সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. বলেন যে, শহিদকে গোসল দেওয়া হবে। -আল-মুগনি : ১/৫২৮, ৫২৯. مسألة : قال : والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه। -সংকলক।

অবশ্য শহিদের জানাজার নামাজ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য আছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ এবং ইসহাক রহ.-এর মাজহাব হলো, তাঁর জানাজার নামাজ আদায় করা হবে না।

আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি এবং ইবনে আবু লায়লা প্রমুখের মাজহাব হলো, তাঁর জানাজার নামাজ আদায় করা হবে। আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর এক একটি বর্ণনাও অনুরূপ আছে। এটিই হিজাজবাসীর একটি উক্তিও।[১১১১]

ইমামত্রয়ের দলিল জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তাতে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর নামাজ পড়েননি।

হানাফিদের দলিলসমূহ নিম্নেযুক্ত–

১. মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত জাবের রা.-এর হাদিস,

فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال....ثم جئ بحمزة فصلى عليه[১১১২]

'হজরত হামজা রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিয়ে ফেললেন, যখন লোকজন যুদ্ধ হতে ফিরে আসলো। .... তারপর হজরত হামজা রা. (এর লাশ) আনা হলো, তখন তিনি এর ওপর জানাজার নামাজ আদায় করলেন।'

এই হাদিসের ওপর শওকানি রহ. এবং তুহফাতুল আহওয়াজি গ্রন্থকার এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এটি নির্ভর করে আবু হাম্মাদ হানাফির ওপর। তিনি অপাংক্তেয়।[১১১৩]

এর জবাব হলো, তিনি একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারি।[১১১৪] তার সম্পর্কে সহিহ হলো, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

২. সুনানে আবু দাউদে[১১১৫] বর্ণিত হজরত আনাস রা.-এর হাদিস,

"ان النبي صلى الله عليه وسلم مربحمزة وقد مثّل به ولم يصل على احدمن الشهداء غيره"

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হামজা রা.-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, যখন তাঁর লাশ বিকৃত করে রাখা হয়েছিলো। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো শহিদের ওপর তিনি জানাজার নামাজ পড়েননি।'

ইমাম তাহাবি রহ.ও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[১১১৬] এই বর্ণনাটির সনদও শক্তিশালী। এই বর্ণনায় "ولم يصل على احد من الشهداء" বাক্য এসেছে। এর অর্থ পরবর্তীতে আসবে।

[১১১১] মাজহাবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., আল-মুগনি : ২/৫২৫, উমদাতুল কারি : ৮/১৫২, باب الصلاة على الشهيد। -সংকলক।

[১১১২] নাইলুল আওতার : ৪/৪৬, ترك الصلاة على الشهيد। -সংকলক।

[১১১৩] তুহফাতুল আহওয়াজি : ২/১৪৭। -সংকলক।

[১১১৪] যেখানে তাকে জয়িফ বলা হয়েছে, সেখানে অনেকে তাকে সেকাহও বলেছেন। হাফেজ জাহাবি রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে আদি রহ. বলেছেন, আমি মনে করি না তার হাদিসে কোনো অসুবিধা আছে। আহমদ ইবনে মুহাম্মদ শু'আইব রহ. তাঁর পূর্ণ প্রশংসা করতেন। আহওয়াজি রহ. বলেন, আতা ইবনে মুসলিম তাকে সেকাহ বলতেন। -মিজানুল ই'তিদাল : ৪/১৬৮, মুফাজ্জাল ইবনে সাদাকা আবু হাম্মাদ হানাফির জীবনী। (নং-৮৭২৯)। -সংকলক।

[১১১৫] ২/৪৪৭, باب في الشهيد يغسل। -সংকলক।

[১১১৬] তাহাবি : ১/২৪২, باب الصلاة على الشهداء। -সংকলক।

৩. মুসনাদে আহমদে হজরত শা'বি রহ. হতে বর্ণিত আছে,

''عن ابن مسعود رض قال : كان النساء يوم احد خلف المسلمين، يجهزن على جرحى المشركين الى ان قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وجئ برجل من الانصار فوضع الى جنبه فصلى عليه فرفع الانصاري وترك حمزة، ثم جئ باخر فوضع الى جنب حمزة، فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة''[১১১৭]

'হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলারা উহুদের যুদ্ধে ছিলো মুসলমানদের পেছনে। তারা মুশরিকদের আহত ব্যক্তিদের আসবাব উপকরণ তৈরি করে দিতো।......... তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামজা রা.কে রাখলেন এবং একজন আনসারি সাহাবির মৃতদেহ আনা হলো। তিনি তাঁকে তাঁর পাশে রেখে জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তারপর আনসারি সাহাবির মৃতদেহ তুলে নেওয়া হলো। আর হামজা রা.কে রেখে দেওয়া হলো। তারপর আরেক জনকে আনা হলো, তাকে রাখা হলো, হামজা রা.-এর পাশে। তারপর তিনি তাঁর ওপর জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তারপর তাঁকে তুলে নেওয়া হলো, আর হামজা রা.কে সেখানে রেখে দেওয়া হলো। এমনকি সেদিন তাঁর ওপর সত্তরবার জানাজার নামাজ আদায় করেছেন।'

এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, শা'বি রহ. হজরত ইবনে মাসউদ রহ. হতে (হাদিস) শ্রবণ করেননি।

এর জবাব হলো, শা'বি সেকাহ বর্ণনাকারি হতেই ইরসাল করেন। সুতরাং তাঁর হাদিস সহিহ।[১১১৮]

৪. সুনানে ইবনে মাজাহ[১১১৯], সুনানে কুবরা বায়হাকি[১১২০], মুসতাদরাকে হাকেম এবং মু'জামে তাবারানিতে[১১২১] ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস আছে,

قال : اتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد، فجعل يصلى على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع''

[১১১৭] নাসবুর রায়া : ২/৩০৯, باب الشهيد، أحاديث الصلاة على الشهيد।

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকেও এই বর্ণনাটি শাফেয়ি রহ. হতে হজরত ইবনে মাসউদ রা.-এর উল্লেখ ব্যতীত মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত হামজা রা.-এর ওপর উহুদের যুদ্ধে সত্তরবার জানাজার নামাজ আদায় করেছেন। যখনই কোনো একজনের লাশ আনা হতো এবং তার ওপর জানাজার নামাজ আদায় করতেন, তখন হামজা রা. সেখানে থাকতেন। একই সংগে তাঁরও জানাজার নামাজ আদায় করতেন। (৩/৫৪৬, ৫৪৭, নং-৬৬৫৩, باب الصلاة على الشهيد وغسله। -সংকলক।

[১১১৮] হাফেজ জাহাবি রহ. তাজকেরাতুল হুফফাজে বর্ণনা করেন, আহমদ আল আজালি রহ. বলেন, শা'বির মুরসাল সহিহ। তিনি সহিহ ব্যতীত প্রায় কখনো ইরসালই করেন না। (১/৭৯, ৮০, শা'বির জীবনী, নং-৭৬। -সংকলক।

[১১১৯] ১০৯ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم। -সংকলক।

[১১২০] ৪/১২ باب من زعم أن النبي صلي الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد। -সংকলক।

[১১২১] মুসদাতরাকে হাকেম (মা'রিফাতুস সাহাবা : ৩/১৯৮), মু'জামে তাবারানি। -নাসবুর রায়া : ২/৩১০।

এই বর্ণনাটি তাহাবিতেও বর্ণিত হয়েছে। দ্র., ১/২৪২, باب الصلاة على الشهداء, সুনানে দারাকুতনিতেও বর্ণিত আছে। দ্র., ৪/১১৬, নং-৪৩, ৪৭, কিতাবুস সিয়ার। তাছাড়া দ্র., তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১৪। -সংকলক।

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে তাঁদেরকে আনলেন। তারপর দশজন দশজন করে তাঁদের ওপর নামাজ আদায় করলেন। আর হামজা রা. যেমন ছিলেন তেমন অবস্থায় সেখানে পড়েছিলেন, অথচ অন্যদেরকে সেখান হতে তুলে নেওয়া হতো।

এই বর্ণনার ওপর ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদের কারণে প্রশ্ন করা হয়। তবে এর জবাব হলো, তিনি মুসলিমের বর্ণনাকারি। যেখানে তাকে জয়িফ বলা হয়েছে, সেখানে সেকাহও সাব্যস্ত করা হয়েছে।[১১২২]

৫. সহিহ বোখারিতে[১১২৩] উকবা ইবনে আমির রা. হতে বর্ণিত আছে,

''ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت الخ''

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বেরিয়ে এসে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারি শহিদদের ওপর জানাজা নামাজের মতো নামাজ আদায় করলেন।' এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের কিছুদিন আগেকার ঘটনা।[১১২৪] যার হাকিকত সামনে আসছে।

৬. তাহাবিতে[১১২৫] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. হতে বর্ণিত আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر يوم احد بحمزة فسجى ببرده ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم اتى بالقتلى يصفون ويصلى عليهم وعليه معهم

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে হামজা রা.কে নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁকে চাদর দিয়ে ঢাকা হলো।

তারপর তিনি তাঁর ওপর জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তাতে নয় তাকবির দিলেন। তারপর শহিদদেরকে উপস্থিত করা হলো। তাদেরকে কাতারবন্দি করা হলো এবং তাদের ওপর তিনি জানাজার নামাজ পড়ছিলেন। সংগে সংগে হজরত হামজা রা.-এর ওপরও নামাজ পড়ছিলেন।'

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন করা হয় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. উহুদের যুদ্ধের সময় শুধু দু'বছর বয়সের ছিলেন। কেনোনা, হিজরতের বছর তাঁর জন্ম হয়েছে।[১১২৬] অথচ উহুদের যুদ্ধ হয়েছে তৃতীয় হিজরিতে।[১১২৭]

[১১২২] হাফেজ জায়লায়ি রহ. বলেন, তাঁর হাদিস জয়িফ হলেও লেখা যায়। ইমাম মুসলিম রহ. তার হাদিস অন্যের সংগে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। সুনান গ্রন্থকারগণও তার হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ রহ. বলেছেন, তার হাদিস বর্জন করেছেন বলে, আমি কাউকে জানি না। -নসবুর রায়া : ২/৩১১। হাফেজ জাহাবি রহ. তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন, আলি ইবনে আসেম রহ. বলেছেন, শো'বা রহ. আমাকে বলেছেন, আমি যখন ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ হতে (হাদিস) লিপিবদ্ধ করি তখন অন্য কারো কাছ হতে লিপিবদ্ধ করার কোনো পরোয়া করি না। -মিজানুল ই'তিদাল : ৪/৪২৩, নং-৯৬৯৫। প্রকাশ থাকে যে, এখানে ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ দ্বারা উদ্দেশ্য কুফি, দিমাশকি নন। -সংকলক।

[১১২৩] ১/১৭৯, باب لا صلاة على الشهيد। -সংকলক।

[১১২৪] এ কারণে এই বর্ণনাটি বোখারির কিতাবুল মাগাজিতেও এসেছে। তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের শহিদদের ওপর আট বছর পর জানাজার নামাজ আদায় করেছেন, যেনো জীবিত ও মৃতদেরকে তিনি বিদায় জানাচ্ছেন। দ্র., ২/৫৭৮, باب غزوة احد। -সংকলক।

[১১২৫] ১/২৪২, باب الصلاة على الشهداء। -সংকলক।

[১১২৬] দ্র., উসদুল গাবা : ৩/১৬১, ১৬২। -সংকলক।

[১১২৭] এজন্য হাফেজ রহ. লিখেন, উহুদের যুদ্ধ হয়েছে তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে। -ফতহুল বারি : ৩/২১১, باب الصلاة على الشهيد। -সংকলক।

জবাব : তবে এর জবাব হলো, এটা সাহাবির মুরসাল, যা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।[১১২৮]

৭. তাহাবিতে[১১২৯] আবু মালেক গিফারি রহ.-এর মুরসাল বর্ণনা আছে,

قال : كان قتلى احد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

'উহুদের যুদ্ধের শহিদদের হতে নয়জনকে উপস্থিত করা হতো, আর দশম ব্যক্তি থাকতেন হামজা রা.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করতেন। তারপর তাদেরকে সেখান হতে বহন করে নিয়ে যাওয়া হতো। তারপর আরো নয়জন আনা হতো। তিনি তাদের ওপর নামাজ আদায় করতেন আর হামজা রা. সেখানেই তাঁর স্থলে থাকতেন। এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করেছেন।'

৮. আবু দাউদ রা.-এর মারাসিলে[১১৩০] হজরত আতা রহ. হতে বর্ণিত আছে, قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى احد

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুহাদায়ে উহুদের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করেছেন।'

৯. সুনানে নাসায়িতে[১১৩১] হজরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. হতে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, তাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক বেদুইনের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহিদ হওয়ার আলোচনা করেছেন। এতে তিনি তিনি পরবর্তীতে বলেন,

''ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه الخ''

'তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের জুব্বা দ্বারা কাফন পরিয়েছেন। তারপর তাঁকে আগে বাড়িয়ে তার ওপর জানাজার নামাজ আদায় করেছেন।'

এই বর্ণনাটি তাহাবি রহ.ও উল্লেখ করেছেন।[১১৩২]

প্রশ্ন : এর ওপর আল্লামা শওকানি রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, শাদ্দাদ ইবনুল হাদের হাদিসটি মুরসাল। কেনোনা, তিনি তাবেয়ি।[১১৩৩]

জবাব : এর জবাব হলো, শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. নিঃসন্দেহে সাহাবি। বোখারি রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি সুহবতপ্রাপ্ত তথা সাহাবি[১১৩৪] এবং হাফেজ রহ. তাকরিবুত তাহজিবে[১১৩৫] বলেন, 'তিনি সাহাবি। খন্দক ও পরবর্তী যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।'

[১১২৮] ইবনুল হাম্বলি রহ. কাফউল আছার গ্রন্থে বলেছেন, তাফসিলে পছন্দনীয় মত হলো, সাহাবির মুরসাল ইজমায়িভাবে গ্রহণ করা.........। -কাওয়াইদ ফি উলূমিল হাদিস : ১৩৮, الفصل الخامس। -সংকলক।

[১১২৯] ১/২৪২, باب الصلاة على الشهداء। -সংকলক।

[১১৩০] পৃষ্ঠা-১৮, باب الصلاة على الشهداء। -সংকলক।

[১১৩১] ১/২৭৭, باب الصلاة على الشهداء। -সংকলক।

[১১৩২] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৪৪, باب الصلاة على الشهداء। -সংকলক।

[১১৩৩] নাইলুল আওতার : ৪/৪৭, باب الصلاة على الشهيد-সংকলক।

[১১৩৪] তাহজিবুত তাহজিব : ৪/৩১৯, নং-৫৪৬। -সংকলক।

[১১৩৫] ১/২৪৮, নং-৩৩। -সংকলক।

এসব বর্ণনা শহিদের ওপর জানাজার নামাজ দলিল করছে। যদি এগুলোর মধ্য হতে কোনোটিতে দুর্বলতাও থাকে তবুও বর্ণনার আধিক্যের কারণে এর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

অবশিষ্ট আছে, জাবের রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তাতে শুহাদায়ে উহুদের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু ওপরযুক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা তাঁদের জানাজার নামাজ প্রমাণিত হয়ে গেছে, সেহেতু এই হাদিসের ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। এ কারণে এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম তাহাবি রহ. এর জবাব দিতে গিয়ে এই সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন যে, হতে পারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি নিজে তাঁদের জানাজার নামাজ পড়েননি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হয়েছিলেন। তবে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তাঁদের জানাজার নামাজ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১৩৬] সুতরাং যেসব বর্ণনায় শুহাদায়ে উহুদের জানাজার নামাজ আদায় করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে, সেগুলো এরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সমস্ত বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয় না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে لم يصل عليهم দ্বারা উদ্দেশ্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত হামজা রা. ব্যতীত অন্য কারো ওপর স্বতন্ত্রভাবে নামাজ পড়েননি। বরং একাধিক সাহাবির ওপর একসংগে নামাজ আদায় করেছেন। এ ব্যাখ্যাটি আহকারের মতে সঠিক এবং আফজাল। কারণ, এর আলোকে সামগ্রিকভাবে বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।[১১৩৭]

বাকি আছে, হজরত উকবা ইবনে আমের রা.-এর বর্ণনা। যাতে ওফাতের কিছুদিন আগে দ্বিতীয়বার শুহাদায়ে উহুদের ওপর নামাজের উল্লেখ আছে। এতে যদিও একটি সম্ভাবনা এটিও যে, এর দ্বারা শুধু দোয়া উদ্দেশ্য। যেমন, ইমাম নববি[১১৩৮] রহ. এ মতটি পছন্দ করেছেন। তবে একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা এটিও যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ওপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে জানাজার নামাজ আদায় করেছেন।[১১৩৯] আর এই দ্বিতীয়বার জানাজা পড়া শুহাদায়ে উহুদের সংগে বিশেষিত ছিলো।

ইমাম তাহাবি রহ.-এর এই ব্যাখ্যাও করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধের সময় জানাজার নামাজ ওয়াজিব ছিলো না। পরবর্তীতে যখন এটি ওয়াজিব হয়েছিলো, তখন দ্বিতীয়বার নামাজ আদায় করেছেন।[১১৪০]

[১১৩৬] শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৪১। -সংকলক।

[১১৩৭] শুহাদায়ে উহুদ এবং হজরত হামজা রা.-এর ওপর জানাজার নামাজ সংক্রান্ত হাদিসগুলোতে সংখ্যার ব্যাপারে বাহ্যত বিরোধ মনে হয়। এর সংগে সংশ্লিষ্ট আলোচনা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য দ্র., নসবুর রায়া : ২/৩১২, ৩১৩ এবং ই'লাউস সুনান : ৮/৩০৯-৩১১, باب الصلاة على الشهيد। -সংকলক।

[১১৩৮] আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ৫/২৬৫, فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه। -সংকলক।

[১১৩৯] যেমন, বর্ণনায় صلاته على الميت শব্দ দ্বারা এ অর্থই বুঝে আসে এবং দোয়া বিশিষ্ট সম্ভাবনা খণ্ডিত হয়ে যায়। যদিও আল্লামা নববি রহ. صلاته على الميت এরও এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, মৃতের ওপর জানাজা নামাজের দোয়ার মতো তাদের জন্য দোয়া করেছেন। -মাজমু' : ৫/২৬৫। তবে এই ব্যাখ্যা স্পষ্ট বিষয়ের বিপরীত। এজন্য আল্লামা আইনি রহ. এর রদ করেছেন তীব্রভাবে। -উমদাতুল কারি : ৮/১৫৬, باب الصلاة على الشهيد। -সংকলক।

[১১৪০] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., তাহাবি : ১/২৪৩, باب الصلاة على الشهداء। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ : কবরে ওপর জানাজার নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০১)

١٠٣٩ - حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ : أَخْبَرَنِيْ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضــ.

১০৩৯। **অর্থ :** শা'বি রহ. বলেছেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যিনি দেখেছেন। তিনি একটি উঁচু কবর দেখেছেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে পেছনে কাতারবন্দি করে জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনাকে এ সংবাদ কে দিলো? জবাবে তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস রা.।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস, বুরায়দা, ইয়াজিদ ইবনে সাবেত, আবু হুরায়রা, আমির ইবনে রবিয়া, আবু কাতাদা ও সাহল ইবনে হুনায়ফ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি শাফেয়ি ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। অনেক আলেম বলেছেন, কবরের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করা যাবে না। এটি মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর মাজহাব। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, যখন জানাজার নামাজ না পড়ে মৃতকে দাফন করা হয়, তখন তার কবরের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করা হবে।

ইবনে মুবারক রহ. কবরের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করার মত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, কবরের ওপর একমাস পর্যন্ত জানাজা পড়া যাবে। তারা বলেছেন, ইবনুল মুসাইয়িব হতে বেশির ভাগ শুনেছি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সাদ ইবনে উবাদা রা.-এর কবরের ওপর একমাস পর জানাজার নামাজ আদায় করেছেন।

١٠٤٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذٰلِكَ شَهْرٌ

১০৪০। **অর্থ :** সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব হতে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সাদ রা.-এর ইনতেকালের সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যখন এলেন, তখন তাঁর জানাজার নামাজ আদায় করলেন, অথচ তখন তার মৃত্যুর একমাস অতিবাহিত হয়ে গেছে।

দরসে তিরমিযী

أخبرنا الشيباني [১১৪১] حدثنا الشعبي : أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه و سلم ورأى قبرا منتبذا[১১৪২] فصف أصحابه خلفه فصلى عليه فقيل له من أخبركه ؟ فقال ابن عباس رضــ.

[১১৪১] সহিহ বোখারি : ১/১৭৮, كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن, সহিহ মুসলিম ১/৩০৯, باب الصلاة على القبر। -সংকলক।

[১১৪২] অর্থাৎ, দূরে, কবর হতে ভিন্ন। -সংকলক।

ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য আছে কবরের ওপর জানাজার নামাজ সম্পর্কে। মালেক রহ.-এর মতে কবরের ওপর নামাজ আদায় করা ব্যাপক আকারে নাজায়েজ।[১১৪৩] অর্থাৎ, চাই এই মৃতের ওপর আগে জানাজা নামাজ আদায় করা হোক কিংবা না হোক।

ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও দাউদ জাহেরি প্রমুখের মাজহাব হলো, যে ব্যক্তি মাইয়্যিতের জানাজার নামাজ পড়তে পারেননি, তার জন্য কবরের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করার বৈধতা আছে।

হানাফিদের মাজহাব হলো, কবরের ওপর জানাজার নামাজ শুধু মাইয়্যিতের গার্জিয়ানের জন্য বৈধ। যখন তিনি দাফনের আগে নামাজে শামিল হতে না পারেন। কিংবা তখন বৈধ। যখন তিনি দাফনের আগে নামাজে শামিল হতে না পারেন। কিংবা তখন বৈধ যখন কাউকে নামাজ ব্যতীত দাফন করে দেওয়া হয়, এছাড়া হানাফিদের মতে বৈধতার কোনো পন্থা নেই।

তারপর যাদের মতে কবরে জানাজার নামাজ আদায় করা বৈধ। তাঁরা এই বৈধতার জন্য নতুনভাবে দাফনের শর্ত আরোপ করেন। এজন্য ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে, দাফন করার পর হতে নিয়ে একমাস সময় পর্যন্ত নমাযের অবকাশ আছে।[১১৪৪]

আবু হানিফা রহ.-এর মতে যে দুই সুরতে কবরে জানাজার নামাজ আদায় করা বৈধ, সে বৈধতা শুধুমাত্র এতোটুকু সময় পর্যন্ত, যতোক্ষণ পর্যন্ত মৃতের দেহের অংশগুলো বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায়। তারপর এর সীমা বর্ণনা করা হয়েছে তিনদিন। তবে আসাহ হলো, এর কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত নয়। বরং স্থানের পার্থক্যের কারণে হুকুমের পার্থক্য হতে পারে। মূল ভিত্তি এর ওপরেই যে, মৃতের দেহের অংশগুলো যেনো বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায়।[১১৪৫]

সারকথা, দুই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো সুরতে আবু হানিফা রহ.-এর মতে কবরের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করা অবৈধ।

আমাদের দলিল তাবারানিতে বর্ণিত হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর হাদিস,

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى على الجنائز بين القبور'' (قال الهيثمي) رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن.

'কবরে জানাজার নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (হাইছামি রহ. বলেছেন) এটি তাবারানি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহিহ।[১১৪৬]

[১১৪৩] অবশ্য ইমাম মালেক রা.-এর একটি শাজ তথা বিরল বর্ণনা হলো, কবরের ওপর জানাজার নামাজ আদায় করার বৈধতা। -আওজাজুল মাসালিক : ৪/২২৩, التكبير على الجنائز । -সংকলক।

[১১৪৪] আল্লামা নববি রহ. বলেন, দাফনকৃত ব্যক্তির ওপর জানাজার নামাজ আদায় করা কত সময় পর্যন্ত বৈধ হবে। এতে ছয়টি পদ্ধতি আছে। ১. তিনদিন পর্যন্ত তার ওপর জানাজা পড়তে পারবে, এরপর পড়বে না। ২. একমাস পর্যন্ত। ৩. যতোক্ষণ পর্যন্ত তার শরির না ফুলে। ৪. তার ওপরে তারা নামাজ পড়বে যাদের ওপর তার ইনতেকালের দিন জানাজার নামাজ ফরজ হওয়ার যোগ্যতা ছিলো। ৬. সর্বদা তার ওপর নামাজ পড়তে পারবে। এ মত অনুযায়ি সাহাবায়ে কেরামের কবরের ওপর এবং তাদের পূর্ববর্তীগণের কবরের ওপরও জানাজার নামাজ এখন বৈধ হবে। সমস্ত সাথিই এ উক্তিটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একমত। -আল-মাজমু' সংক্ষিপ্তাকারে : ৫/২৪৭, إذا صلى على الميت بودر بدفنه । -সংকলক।

[১১৪৫] মাজহাব ইত্যাদির বিস্তারিত উক্ত বর্ণনা বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১/২৩৮, الباب الخامس، الفصل الأول، المسألة السابعة এবং বাদায়িউস সানায়ে' : ১/৩১৫, ولما بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১১৪৬] মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩/৩৯, باب الصلاة على الجنازة بين القبور । -সংকলক।

আল্লামা উসমানি রহ. এই হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, যখন কবরের মাঝে জানাজার নামাজ নিষিদ্ধ, সুতরাং হুবহু কবরের ওপর জানাজার নামাজ আফজালরূপেই নিষিদ্ধ হবে।[১১৪৭]

আমাদের আরেকটি দলিল উম্মতের তা'আমুলও যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের মধ্য হতে কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আকদাসের ওপর জানাজার নামাজ পড়েননি। অথচ আম্বিয়া আ.-এর দেহ মুবারক হুবহু সংরক্ষিত থাকে। জমিন এগুলোর সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না।[১১৪৮]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বিষয়টি অবশিষ্ট রয়ে গেলো। আসলে এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। কেনোনা, তিনি সমস্ত মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। যেমন, বলা হয়েছে,

''النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم[১১৪৯]''

তথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেদের সত্তা অপেক্ষা মুমিনদের অধিক নিকটবর্তী ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের ওপর মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিস দলিল,

ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه، فقالوا : مات، قال : افلا كنتم آذنتموني؟ قال : فكانهم صغروا امرها او امره، فقال : دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال : ان هذه القبور مملوة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم[১১৫০]

'একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা কিংবা এক যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিতো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হারিয়ে ফেললেন। তারপর এই মহিলা কিংবা যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকজন বললো, তিনি ইনতেকাল করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দিতে পারলো না। বর্ণনাকারি বললেন, লোকজন যেনো এ মহিলার বিষয়টিকে বা এ পুরুষের বিষয়টিকে হালকা করে দেখলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তখন তারা তার কবর দেখিয়ে দেন। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাজার নামাজ আদায় করেন। তারপর বললেন, এই সমস্ত কবরবাসীদের ওপর কবর অন্ধকারে ভরপুর। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের জন্য এগুলোকে নূরে পরিপূর্ণ করে দিবেন, তাদের ওপর আমার জানাজার নামাজ আদায় করার বদৌলতে।'

এই বর্ণনার শেষ বাক্যটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের দলিল। এর চেয়ে আরো বেশি স্পষ্ট বর্ণনা সহিহ ইবনে হাব্বানে বর্ণিত জায়দ ইবনে সাবেত রা.-এর বর্ণনাটি।

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وردنا البقيع اذا هم بقبر، فسأل عنه؟ فقالوا : فلانة، فعرفها فقال : الا آذنتموني بها؟ قالوا : كنت قائلا صائما، قال : فلا تفعلوا، لا اعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين اظهركم الا آذنتموني به فان صلاتي عليه رحمة قال : ثم اتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه اربعا[১১৫১]''

[১১৪৭] ফতহুল মুলহিম : ২/৪৯৮, باب ما جاء في الصلاة على القبر -সংকলক।

[১১৪৮] সূত্র ঐ। -সংকলক।

[১১৪৯] সূরা আহজাব : আয়াত-৬, পারা-২১। -সংকলক।

[১১৫০] ১/৩০৯, ৩১০, কিতাবুল জানাইজ। -সংকলক।

[১১৫১] এই বর্ণনাটি সহিহ ইবনে হাব্বান ব্যতীতও মুসতাদরাকে হাকিমেও (৩/৫৯১, কিতাবুল ফাজাইল) এসেছে। ইমাম হাকেম রহ.-এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া মুসনাদে আহমদেও (৪/৩৮৮) বর্ণিত আছে। দ্র., নাসবুর রায়া এর হাশিয়া বুগইয়াতুল আলমায়িসহ (২/২৬৫, فصل في الصلاة على الميت)।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে আমরা বের হলাম। যখন আমরা জান্নাতুল বাকিতে পৌঁছলাম। তখন তিনি এক কবরের নিকট এসে এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা বললেন, অমুক মহিলার (কবর)। তখন তিনি তাকে চিনতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমাকে তার সম্পর্কে সংবাদ দিলে না কেনো? তারা বললেন, আপনি কায়লুলা (দুপুরের বিশ্রাম) করছিলেন। আপনি ছিলেন রোজাদার। তিনি বললেন, এমন করো না যে, আমি যেনো এ রকম না জানি। তোমাদের মাঝে যে কোনো মৃতের ইনতেকালের পর আমাকে অবশ্যই সংবাদ দিবে। কেনোনা, আমার নামাজ তার ওপর রহমতস্বরূপ। বর্ণনাকারি বললেন, তারপর তিনি কবরের পাশে এলেন। তারপর আমরা তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। এর ওপর তিনি চারটি তাকবির বললেন।'

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم عَلَى النَّجَاشِيِّ

অনুচ্ছেদ–৪৮ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নাজ্জাশির ওপর জানাজার নামাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ২০১)

١٠٤١ –عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ.

১০৪১। **অর্থ :** ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশি মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা দাঁড়িয়ে তার জানাজার নামাজ পড়ো। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর আমরা দাঁড়িয়ে কাতার বাঁধলাম, যেমন, মৃতের জন্য কাতার বাঁধা হয় এবং জানাজার নামাজ আদায় করলাম, যেমন মৃতের জানাজার নামাজ আদায় করা হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু হুরায়রা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবু সায়িদ, হুজায়ফা ইবনে আসিদ ও জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে حسن صحيح غريب।

এটি আবু কিলাবা তাঁর চাচা আবুল মুহাল্লাব সূত্রে ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণনা করেছেন। আবুল মুহাল্লাবের নাম হলো, আবদুর রহমান ইবনে আমর। তাকে মুয়াবিয়া ইবনে আমরও বলা হয়।

ওপরযুক্ত কিতাবাদি ব্যতীতও এই বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত গ্রন্থরাজিতে বর্ণিত আছে। -সুনানে নাসায়ি : ১/২৮৪, الصلاة على القبر, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১১০, باب ما جاء في الصلاة على القبر, শরহে মা'আনিল আছার : ১/২৪৭, باب الدفن بالليل, সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৪/৪৮, باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ : জানাজার নামাজের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২০১)

١٠٤٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُوْ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ

১০৪২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জানাজার নামাজ আদায় করে, তার (সওয়াব) এক কেরাত। আর যে জানাজার পেছনে যাবে তার দাফন কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে, তার দু'কেরাত। এর একটি কিংবা বলেছেন, এর মধ্যে ছোটটি ওহুদ পাহাড়ের মতো। আমি এ বিষয়টি ইবনে উমর রা.-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি হজরত আয়েশা রা.-এর নিকট লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে তিনি বললেন, আবু হুরায়রা রা. ঠিক বলেছেন। তখন ইবনে উমর রা. বললেন, কেরাতের ব্যাপারে আমরা অনেক ত্রুটি করে ফেলেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত বারা, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু সায়িদ, উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে উমর ও সাওবান রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি তাঁর হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ آخَرُ

(শিরোনামহীন) অনুচ্ছেদ-৫০ : লাশের সংগে যাওয়ার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২০১)

١٠٤٣ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَو الْمُهَزَّمِ قَالَ : صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشَرَ سِنِيْنَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهَا

১০৪৩। **অর্থ :** আবুল মুহাজ্জাম বলেন, আমি দশ বছর হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর সোহবতে ছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, জানাজার পেছনে যাবে এবং তিনবার জানাজা বহন করবে, সে তার ওপর মৃতের যে অধিকার তা আদায় করে ফেললো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

অনেকে এই সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে মারফু' আকারে উল্লেখ করেননি। আবুল মুহাজ্জামের নাম হলো, ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ান। শো'বা রহ. তাঁকে জয়িফ বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ–৫১ : জানাজার সম্মানে দাঁড়ানো প্রসংগে (মতন পৃ. ২০১)

١٠٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ : عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ.

১০৪৪। **অর্থ :** আমির ইবনে রবি'আ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোনো জানাজা দেখবে, তখন তার জন্য দণ্ডায়মান হও। যতোক্ষণ না তোমাদেরকে পেছনে ফেলে দেয় কিংবা জানাজা জমিনে না রাখা হয়।

١٠٤٥ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتّٰى تُوْضَعَ.

১০৪৫। **অর্থ :** আবু সায়িদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমারা জানাজা দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাও। যে জানাজার পেছনে যাবে সে লাশ রাখার আগ পর্যন্ত বসবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু সায়িদ রা.-এর হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে حسن صحيح।

এটি আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। তাঁরা বলেছেন, যে জানাজার পেছনে যাবে সে যেনো তা লোকজনের গর্দান হতে রাখা পর্যন্ত না বসে। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা জানাজার আগে যেতেন এবং জানাজা তাঁদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত বসতেন। শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটিই।

দরসে তিরমিযী

عن عامر[১১৫২] بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع''

আহমদ, ইসহাক, ইবনে হাবিব মালেকি এবং ইবনে মাজিশূন মালেকি রহ.-এর মতে জানাজার খাতিরে দাঁড়ানো ও না দাঁড়ানো উভয়টির এখতিয়ার আছে। বরং ইবনে হাজম রহ.ও দাঁড়ানো মুস্তাহাব হওয়ার প্রবক্তা। অথচ ইমাম মালেক, আবু হানিফা এবং শাফেয়ি রহ. এই দাঁড়ানোর হুকুম রহিত মনে করেন।[১১৫৩] পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب الرخصة في ترك القيام له) বর্ণিত আলি রা.-এর বর্ণনাটিকে এর জন্য রহিতকারি সাব্যস্ত করেন।

انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي رض : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد[১১৫৪]

[১১৫২] সহিহ বোখারি : ১/১৭৫, باب القيام للجنازة, সহিহ মুসলিম : ১/২১০, فصل في استحباب القيام للجنازة وجواز القعود

[১১৫৩] দ্র., শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম ; ১/৩১০, আল কাওকাবুদ দুররির টীকা : ২/১৯২। -সংকলক।

[১১৫৪] এই বর্ণনাটি সুনানে আবু দাউদেও (২/৪৫২, باب القيام للجنازة) এসেছে। -সংকলক।

'জানাজার ব্যাপারে তিনি লাশ রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার কথা উল্লেখ করেন। তখন আলি রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়েছেন। তারপর বসেছেন।' যার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুতে জানাজার খাতিরে দাঁড়াতেন। পরবর্তীতে তিনি তা বর্জন করেছেন। فكان لا يقوم اذا رأى الجنازة[১১৫৫]

'তিনি তখন জানাজা দেখলে দাঁড়াতেন না।'

এই বর্ণনাটি তাহাবিতে[১১৫৬] আরো অধিক স্পষ্ট শব্দে এসেছে এবং এটি রহিত হওয়ার দলিল,

''عن على بن ابي طالب رض قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وامرهم بالقعود''

'হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজা মাটিতে রাখা পর্যন্ত জানাজার সংগে দাঁড়িয়েছেন এবং লোকজনও তাঁর সংগে দাঁড়িয়েছে। তারপর তিনি বসেছেন এবং বসার নির্দেশ দিয়েছেন লোকজনকেও।'

এই বর্ণনার বর্ণনাকারিগণ মুসলিমের বর্ণনাকারি।[১১৫৭] তাছাড়া এটি বায়হাকিতেও রয়েছে।[১১৫৮]

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا

অনুচ্ছেদ–৫২ : জানাজার জন্য না দাঁড়ানোর অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ২০১)

١٠٤٦ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتّٰى تُوْضَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم ثُمَّ قَعَدَ

১০৪৬। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি কিংবা অন্য কেউ জানাজার ব্যাপারে কাঁধ হতে তা রাখা পর্যন্ত দাঁড়ানোর কথা আলোচনা করলে হজরত আলি রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়েছেন, তারপর বসেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত হাসান ইবনে আলি ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

[১১৫৫] বরং সুনানে আবু দাউদে হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা.-এর এক বর্ণনা দ্বারা দাঁড়ানো পরিহার করার কারণও বুঝা যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজায় দাঁড়াতেন যতোক্ষণ না কবরে লাশ রাখা হয়। তারপর ইহুদি একজন বড় আলেম তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তিনি বললেন, আমরা অনুরূপই করি। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন এবং বললেন, তোমরা বসো, তাদের বিরোধিতা করো। (২/৪৫২, باب القيام الجنازة)। -সংকলক।

[১১৫৬] ১/২৩৫, باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا ؟। -সংকলক।

[১১৫৭] ই'লাউস সুনান : ৮/৪৮, باب القيام لتابع الجنازة। -সংকলক।

[১১৫৮] ৪/২৭, باب حجة من زعم ان القيام الجنازة منسوخ। -সংকলক।

এতে চারজন তাবেয়ি হতে হাদিসের বর্ণনা আছে। একজন অপরজন হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, এটি এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আসাহ হাদিস। এ হাদিসটি প্রথম হাদিসের জন্য নাসেখ। প্রথম হাদিসটি হলো, 'যখন তোমরা জানাজা দেখো তখন দাঁড়িয়ে যাও।'

আহমদ রহ. বলেছেন, ইচ্ছে হলে দাঁড়াবে, ইচ্ছে না হলে দাঁড়াবে না। তিনি প্রমাণ পেশ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি দাঁড়িয়েছেন, তারপর বসেছেন। অনুরূপই বলেছেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহিম রহ.।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আলি রা.-এর উক্তি 'জানাজার ক্ষেত্রে তিনি দাঁড়িয়েছেন, তারপর বসেছেন'- এর অর্থ হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাজা দেখতেন, তখন দাঁড়াতেন। পরবর্তীতে তিনি এ আমল ত্যাগ করেছেন। তখন জানাজা দেখলে আর দাঁড়াতেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

অনুচ্ছেদ–৫৩ : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী বগলি কবর আমাদের জন্য আর বক্সকবর অন্যদের জন্য প্রসংগে (মতন পৃ. ২০২)

١٠٤٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.

১০৪৭। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বগলি কবর আমাদের জন্য আর বক্সকবর অন্যদের জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ, আয়েশা, ইবনে উমর ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি এ সূত্রে حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

عن[১১৫৯] ابن عباس رض قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللحد[১১৬০] لنا والشق لغيرنا

এই বর্ণনার এক অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, লাহদ তথা বগলি কবর মুসলমানদের জন্য। আর শিক তথা বক্সকবর ইহুদি ও খ্রিস্টান প্রমুখ কাফেরদের জন্য। তখন বর্ণনাটি বক্সকবরের ওপর বগলি কবরের ফজিলত দলিল করবে।

[১১৫৯] সুনানে নাসায়ি : ১/২৮৩, باب اللحد والشق, সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৫৮, باب في اللحد, সুনানে ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা-১১১, باب ما جاء في استحباب اللحد। -সংকলক।

[১১৬০] লাহদের পদ্ধতি হলো, কবর খুঁড়ে কেবলার দিকে গর্ত করবে। সেখানে মৃতকে রাখবে আর শিককের পদ্ধতি হলো, কবরের মধ্যখানে গর্ত খুঁড়ে লাশ সেখানে রাখা। -বাদায়িউস সানায়ে' : ১/৩১৮, ولما سنة الحفر। -সংকলক।

এর আরেকটি অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, বগলি কবর মদিনাবাসীদের জন্য। আর বক্সকবর মক্কাবাসীর জন্য। তখন কোনো একটির ফজিলতের বর্ণনা হবে না। বরং এটি হবে ঘটনার বর্ণনা যে, মদিনার জমিন শক্ত হওয়ার কারণে বগলি কবরের যোগ্যতা রাখে। এজন্য মদিনাবাসী বগলি কবর বানান। আর মক্কার ভূমি যেহেতু বালুকাময়, সেহেতু সেখানে বগলি কবরের উপযুক্ততা নেই। তাই সেখানে বক্সকবর করা হয়।[১১৬১]

এ দুটি অর্থের মধ্যে প্রথমটি প্রধান। এজন্য গরিষ্ঠসংখ্যক আলেম বগলি কবরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা।[১১৬২] অবশ্য যদি জমিন নরম হয়, আর তাতে বগলি কবরের উপযুক্ততা না থাকে, তাহলে বক্সকবরই বৈধ।[১১৬৩]

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

অনুচ্ছেদ–৫৪ প্রসংগ : মৃতকে কবরে রাখার সময় কি দোয়া পড়বে (মতন পৃ. ২০২)

١٠٤٨ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ وَقَالَ أَبُوْ خَالِدٍ مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِيْ لَحْدِهِ قَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَقَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم

১০৪৮। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, আবু খালেদ নামক বর্ণনাকারি বলেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তখন একবার বলেছেন, বিসমিল্লাহ ওয়াবিল্লাহ ওয়াআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ, আরেকবার বলেছেন, বিসমিল্লাহ ওয়াবিল্লাহ ওয়াআলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে حسن غريب।

এটি এ সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রেও ইবনে উমর রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। এটি বর্ণিত হয়েছে আবুস সিদ্দিক নাজি-ইবনে উমর সূত্রে মওকুফ আকারেও।

[১১৬১] দেখুন, লামআতুত তানকিহ ফি শারহি মিশকাতিল মাসাবিহ : ৪/৩৪৯, باب دفن الميت، الفصل الثاني নং-১৭০১। -সংকলক।

[১১৬২] শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩১১, فصل في استحباب اللحد। -সংকলক।

[১১৬৩] কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, যেহেতু লাহদ শিককের তুলনায় আফজাল এবং মদিনা মুনাওয়ারার ভূমিও এর উপযুক্ত, সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরিফ লাহদ কিংবা শিক করার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য কেনো হলো? বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এই মতপার্থক্যের বিষয়টি জানা যায়। দ্র., সুনানে ইবনে মাজাহ : ১১২, باب ما جاء في الشق, তাবাকাতে ইবনে সাদ : ২/২৯৮ ذكر حفر قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم واللحد له।

হজরত গাঙ্গুহি রহ. এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, তাঁরা যদিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, লাহদ আফজাল। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন যৌগিক সমস্যার কারণে তারা শিককে পছন্দ করেছেন এবং লাহদের ওপরে শিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি লাহদের ওপর সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়, বরং সেসব যৌগিক সমস্যার কারণে। তার মধ্যে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে বিলম্ব। যদি তারা লাহদ কবর করতে যেতেন তাহলে বিলম্বের ওপর আরো বিলম্ব হতো। -আল কাওকাবুদ দুররি : ২/১৯৩। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ : মৃতের নিচে কবরে একটি কাপড় রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০২)

١٠٤٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اَلَّذِيْ أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَبُوْ طَلْحَةَ وَالَّذِيْ أَلْقَى الْقَطِيْفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم

১০৪৯। **অর্থ :** মুহাম্মদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা যিনি তৈরি করেছিলেন, তিনি হলেন, আবু তালহা। আর যিনি তাঁর নিচে চাদর বিছিয়েছিলেন, তিনি হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম শুকরান।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জাফর বলেছেন, আমাকে ইবনে আবু রাফে' বলেছেন, আমি শুকরানকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিচে কবর শরিফে চাদরটি বিছিয়েছিলাম।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, শুকরানের হাদিসটি حسن غريب।

আলি ইবনুল মাদিনি রহ. উসমান ইবনে ফারকাদ হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جُعِلَ فِيْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ

১০৫০। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ...ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরিফে রাখা হয়েছিলো একটি লাল চাদর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. অন্যত্র বলেছেন, আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে জাফর ও ইয়াহইয়া শো'বা-আবু জামরা-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে। এটি আসাহ।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

শো'বা আবু হামজা কাসসাব হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আবু হামজার নাম হলো, ইমরান ইবনে আবু আতা। আবার এটি আবু জামরা জাবায়ি হতেও বর্ণিত আছে। আবু জামরার নাম হলো নসর ইবনে ইমরান। তাঁরা উভয়েই ইবনে আব্বাস রা.-এর ছাত্র।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি কবরে মৃতের নিচে কোনো কিছু রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। এ মতই পোষণ করেছেন অনেক আলেম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال[১১৬৪] : الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم

[১১৬৪] মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৩৬৫, নং-১০৪৭। -সংকলক।

শাফেয়িদের মধ্য হতে আল্লামা বাগবি রহ. এই হাদিসের ভিত্তিতে বলেন যে, কবরে মৃতের নিচে চাদর ইত্যাদি বিছানোতে কোনো দোষ নেই। তবে শাফেয়ি রহ.সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এটা মাকরূহ হওয়ার প্রবক্তা।[১১৬৫] কারণ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য সাহাবি হতে এই আমলটি প্রমাণিত নয়।[১১৬৬] বরং আবু বুরদা রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

اوصى ابو موسى حين حضره الموت قال اذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب''

'আবু মুসা রা.-এর মৃত্যুর সময় হলে, তিনি ওসিয়ত করে বললেন, যখন তোমরা আমার জানাজার সংগে চলবে তখন আমাকে নিয়ে দ্রুত হাঁটবে। আমার পেছনে সুগন্ধি নিও না। আমার কবরে এমন কোনো জিনিস রেখো না, যা আমার ও মাটির মাঝে অন্তরাল হয়।'

তারপর বর্ণনার শেষে আছে,

قالوا له : سمعت فيه شيئا؟ قال : نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم[১১৬৭]''

'তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন এই ব্যাপারে কি আপনি কোনো কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে (শুনেছি)।

বাকি আছে, এ অনুচ্ছেদের হাদিস। বস্তুত এই কাজটি হজরত শুকরান রা. সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে করেননি। বরং সাহাবায়ে কেরাম এ সম্পর্কে কোনোক্রমে না জানতে পারারও সম্ভাবনা আছে। তারপর কবরও ছিলো গভীর। তাতে সহজে চাদরও দেখা যেতো না।[১১৬৮]

তারপর স্বয়ং হজরত শুকরান রা.-এর এ কাজটি দাফনের সুন্নতরূপেই ছিলো না। বরং তিনি চাইতেন যে, তাঁর চাদরটি তাঁর পরে আর কেউ যেনো ব্যবহার করতে না পারে। যেমন, আত-তালখিসুল হাবিরের একটি বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট বর্ণনাও এসেছে।[১১৬৯]

তাছাড়া হাফেজ রহ. বর্ণনা করেছেন–

ذكر ابن عبد البر ان تلك القطيفة استخرجت قبل ان يهال التراب[১১৭০]

[১১৬৫] দেখুন, শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩১১। -সংকলক।

[১১৬৬] বরং ইবনে আব্বাস রা. হতে এটি মাকরূহ বলেও বর্ণিত আছে। এজন্য ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন, ইয়াজিদ ইবনুল আসাম্মা সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কবরে মাইয়িতের নীচে কাপড় রাখা মাকরূহ মনে করেছেন। -সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৩/৪০৮, باب ماروي في قطيفة رسول الله صلي الله عليه وسلم । -সংকলক।

[১১৬৭] সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৩/৩৯৫, كتاب الجنائز، باب لايتبع الميت بنار । -সংকলক।

[১১৬৮] আল কাওকাবুদ দুররি : ২/১৯৪। -সংকলক।

[১১৬৯] হাফেজ রহ. লিখেন, ইবনে ইসহাক রহ. মাগাজিতে এবং হাকেম ইকলিলে তার সূত্রে এবং বায়হাকি তার সূত্রে ইবনে আব্বাস রা.-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন শুকরান কবরে রেখেছেন তখন একটি চাদর সেখানে নিয়েছেন, যেটি তিনি পরিধান করতেন এবং বিছাতেন। তাঁকে তিনি কবরে এই চাদরটিসহ দাফন করেছেন! এবং বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আপনার পর এটি আর কেউ পরবে না। সুতরাং আপনাকে এটিসহ দাফন করা হলো। আত-তালখিসুল হাবির : ২/১৩০, নং-৭৮৭, কিতাবুল জানাইজ।

ইমাম বায়হাকি রহ. সুনানে কুবরায় এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদিসটি যদি প্রমাণিত হয়, তবে এতে দলিল আছে যে, তারা কবরে চাদর বিছাতেন। এটি সুন্নত হওয়ার কারণ। (৩/৪০৮, باب ماروي في قطيفة رسول الله صلي الله عليه وسلم ।

[১১৭০] আত তালখিসে (২/১৩০) এ স্থানে হাফেজ রহ. সামনে যেয়ে লিখেন, ওয়াকিদি রহ. আলি ইবনে হুসাইন হতে বর্ণনা করেছেন যে, তারা সে চাদরটি বের করে ফেলেছিলেন। ইবনে আবদুল বার রহ. এ ব্যাপারে দৃঢ়তা পোষণ করেছেন। -সংকলক।

'ইবনে আবদুল বার রহ. উল্লেখ করেছেন যে, এই চাদরটি মাটি ফেলার আগে বের করে নেওয়া হয়েছিলো, যা থেকে বুঝা যায়, যখন সাহাবায়ে কেরাম এই চাদরটি রাখার কথা জানতে পারেন, এই চাদরটি তারা বের করে দেন।' অধিকাংশের সমর্থন হয় এর দ্বারা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ : কবর সমান করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৩)

١٠٥٢ - عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ : أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ أَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِيْ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ لَّا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ

১০৫১। **অর্থ :** আলি রা. আবুল হাইয়াজ আসাদি রহ.কে বলেছেন, আমি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাচ্ছি, যে কাজে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছেন। সেটি হলো যে কোনো উঁচু কবর সঠিক করে দিবে এবং সব মূর্তি চুরমার করে দিবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আলি রা.-এর হাদিসটি حسن।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা জমিনের ওপর কবর উঁচু করা মাকরূহ মনে করেন। শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আমি কবর উঁচু করা মাকরূহ মনে করি। তবে যতোটুকু দ্বারা চেনা যায় যে, এটি কবর এ পরিমাণ ব্যতিক্রম, যাতে কবর না মাড়ানো হয় এবং কেউ যেনো তাতে না বসে।

দরসে তিরমিযী

عن ابي[১১৯১] وائل ان عليا رض قال لابي الهياج الاسدي : ابعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم : ان لا تدع قبرا مشرفا الاسويته ولا تمثالا الاطمسته

এই বর্ণনায় উঁচু কবর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন কবর যেটি সুন্নত পরিমাণ হতে আরো উঁচু। মূলত জাহেলি আমলে কবরের ওপর রীতিমত ইমারত তৈরি করা হতো। এগুলোকে অনেক উঁচু করে তৈরি করতো। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এই বর্ণনায় সমান করা দ্বারা উদ্দেশ্য একদম জমিনের সমান করে দেওয়া নয়। যেমন, অনেক আহলে জাহের মনে করেছেন। বরং এর যথার্থ তর্জমা হলো, ঠিক করা। তথা রীতি অনুযায়ি করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী ونفس وما سواها[১১৯২] তে আছে। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি আইনবিদের মতে কবরকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা বিধিবদ্ধ[১১৯৩] এবং এর বৈধতা একাধিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

[১১৯১] সহিহ মুসলিম : ১/৩১২, فصل في تسوية القبر, সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৫৯, باب في تسوية القبر। -সংকলক।

[১১৯২] সূরা শামস : আয়াত-৭, পারা-৩০। -সংকলক।

[১১৯৩] দেখুন, বাদায়িউস সানায়ে' : ২/৩২০, فصل وأما سنة الدفن, আল মাজমু' : ৫/২৯৫, ২৯৬, ولا يزاد في التراب التي أخرج من القبر الخ, আল মুগনি : ২/৫০৪, فصل وإذا فرغ من اللحد أهال عليه التراب। -সংকলক।

সুনানে আবু দাউদে[১১৭৪] কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আয়েশা রা.-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর, উমর রা.-এর কবর দেখার ফরমায়েশ করেছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেন,

"فكشف لي ثلاثة قبور لا مشرفة و لا لاطئة الخ"

অর্থাৎ, তারপর আমার জন্য তিনটি কবর খোলা হয়েছে, সেসব কবর না বেশি উঁচু ছিলো, না ছিলো জমিনের সমান।

সহিহ ইবনে হাব্বান ও বায়হাকিতে[১১৭৫] জাবের রা.-এর হাদিস আছে,

"انه الحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا نصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره عن الارض قدر شبر"[১১৭৬]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তিনি বগলি কবর করেছেন এবং তাতে ইট রেখেছেন ও তাঁর কবরকে জমিন হতে এক বিঘত উঁচু করেছেন।'

তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ রহ. স্বীয় মারাসিলে[১১৭৭] সালেহ ইবনে আবু সালেহ রহ. হতে বর্ণনা করেছেন,

"رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا او نحوا من شبر يعني في الارتفاع"

'আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক এক বিঘত কিংবা প্রায় এক বিঘত পরিমাণ তথা উঁচু দেখেছি।'

এ অনুচ্ছেদে তাসবিয়ার যে অর্থ আমরা বর্ণনা করেছি এর সমর্থন হয় পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবু মারছাদ গানাবি রা.-এর হাদিস দ্বারা।

তিনি বলেন, لا تجلسو على القبور و لا تصلوا اليها

'তোমরা কবরের ওপর বসো না এবং সেদিকে ফিরে নামাজ পড়ো না।'

স্পষ্ট বিষয় হলো, যদি কবর জমিনের একদম সমান হয় এবং তাতে ও সাধারণত জমিতে কোনো পার্থক্য না থাকে তাহলে এই হুকুমের ওপর আমল কিভাবে হতে পারে? তাছাড়া পেছনে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস এসেছে, তাতে বর্ণিত হয়েছে,

ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه[১১৭৮]

'তিনি একটি উঁচু কবর দেখলেন। তারপর তাঁর পেছনে তাঁর সাথিদের কাতারবন্দি করে দাঁড় করালেন। তারপর তাঁর ওপর নামাজ আদায় করলেন।'

[১১৭৪] ২/৪৫৯, باب في تسوية القبر। -সংকলক।

[১১৭৫] ৩/৪১০, باب لا يراد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا। বায়হাকির এই বর্ণনায় ورفع قبره من الارض نحوا من شبر বাক্য এসেছে। -সংকলক।

[১১৭৬] আত তালখিসুল হাবির : ২/১৩২, নং-৭৮৯। -সংকলক।

[১১৭৭] (পৃষ্ঠা-১৮ في الدفن)। -সংকলক।

[১১৭৮] তিরমিযী : ২/১৫৫, باب ما جاء في الصلاة على القبر। -সংকলক।

যদি কবর ভিন্ন ভাবে চিহ্নিত না থাকতো, তাহলে এটাকে তিনি কিভাবে চিনতেন– অথচ এ কবরটি কবরস্থান হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলো।

শক্তিশালী আরেকটি দলিল হলো, সহিহ বোখারিতে[১১৭৯] সুফিয়ান তামমার রহ. হতে বর্ণিত আছে, ''انه رأى قبرا النبي صلى الله عليه وسلم مسنما'' 'তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক দেখেছেন কুঁজের মতো।'

কবরকে একটি সীমা পর্যন্ত উঁচু করার অনুমতি এসব বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেলো। অবশ্য এক বিঘতের চেয়ে বেশি উঁচু করা মাকরূহ। আর যে কবর এর চেয়ে বেশি উঁচু হবে, সেটিকে এক বিঘত পরিমাণ নামিয়ে আনা মুস্তাহাব। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে ''لا تدع قبرا مشرفا الا سويته'' এরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১১৮০]

তারপর কবরগুলো এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করার পদ্ধতি কি হবে– এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। আবু হানিফা, মালেক, আহমদ ও সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাব হলো, কবর কুঁজের মতো উঁচু বানানো হবে। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এটাকে চতুর্কোণবিশিষ্ট সমতল বানানো হবে।[১১৮১]

আমাদের দলিল সহিহ বোখারি হতে বর্ণিত সুফিয়ান তামমারের বর্ণনা। যেটি কেবল মাত্র বর্ণিত হলো। অর্থাৎ, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর উঁচু দেখেছেন কুঁজের মতো।

আর মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[১১৮২] সুফিয়ান তামমারের হাদিস আছে। তিনি বলেন,

''دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت قبر النبي صلي الله عليه سلم وقبر ابي بكر وعمر مسنمة''

'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক যে ঘরে আমি তাতে প্রবেশ করেছিলাম। আমি নবীজির রওজা এবং আবু হজরত বকর ও হজরত উমর রা.-এর রওজা কুঁজের মতো উঁচু দেখলাম।'

এই বর্ণনাটির সনদ সহিহ। যেমন, ইলাউস সুনানে[১১৮৩] আছে। ইবনে সাদ রহ.ও তাবাকাতে[১১৮৪] এটি উল্লেখ করেছেন।

[১১৭৯] (১/৮৬, باب ما جاء في قبر النبي صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر)। -সংকলক।

[১১৮০] এই বর্ণনাটি সম্পর্কে আল্লামা মারদিনি রহ. বলেন, স্পষ্ট হলো যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুশরিকদের কবর। এর নিদর্শন হলো এর ওপর আততিমছাল শব্দটিকে আতফ করা হয়েছে। তারা কবরে বিভিন্ন রকমের প্রতিমা (মূর্তি) ও ইমারত বানাতো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছেন শিরকের চিহ্নগুলো উৎখাত করতে। -আল জাওহারুন নাকি : ৪/২, باب تسوية القبور أو تسطيحها । এই উক্তিটির ভিত্তিতে لا سويته শব্দ দ্বারা কবরগুলোকে সম্পূর্ণরূপে খতম করে জমিনের সমান করে দেওয়াও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এই হুকুম মুশরিকদের কবরের সংগে বিশেষিত হবে। -সংকলক।

[১১৮১] আল মুগনি : ২/৫০৫, فصل: وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه , বাদায়িউস সানায়ে' : ১/৩২০, فصل ولما سنة الدفن। -সংকলক।

[১১৮২] (৩/৩৩৪, ما قالو في القبر يسنم)। মুসান্নাফে এ স্থানে কবর কুঁজের মতো উঁচু করা সংক্রান্ত আরো অনেক বর্ণনাও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। -সংকলক।

[১১৮৩] (৮/২৭৮, باب النهي عن تربيع القبور واختيار تسنيمها)। -সংকলক।

[১১৮৪] (২/৩০৬, ذكر تسنيم قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم)। -সংকলক।

শাফেয়ি রহ. স্বীয় দলিলে বলেন, بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه ابراهيم[১১৮৫]

'আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহেবজাদা হজরত ইবরাহিমের কবর ছাদের মতো সমান করেছেন। 'তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ''الا سويته'' কেও ছাদের মতো বানানোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।[১১৮৬]

মনে রাখতে হবে, এই মতপার্থক্য শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে, তা না হলে উভয় পদ্ধতিই বৈধ।[১১৮৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْوَطْيِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَالْجُلُوْسِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ–৫৭ : কবরের ওপর হাঁটা ও বসা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৩)

١٠٥٢ -عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ أَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

১০৫২। **অর্থ :** আবু মারছাদ গানাবি রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবরের ওপর তোমরা বসো না, কবরের দিকে ফিরে নামাজ পড়ো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, আমর ইবনে হাজম ও বশির ইবনে খাসাসিয়্যা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

حدثنا محمد بن بشار، اخبرنا عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك، بهذا الا سناد نحوه.

হজরত মুহাম্মদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান ইবনে মাহদি-আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَ أَبُوْ عَمَّارٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ أَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم نَحْوَهٗ وَلَيْسَ فِيْهِ (عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ) وَهٰذَا الصَّحِيْحُ.

১০৫৩। **অর্থ :** হজরত আলি ইবনে হুজর আবু মারছাদ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে 'আবু ইদরিস হতে' শব্দটি নেই। এটাই আসাহ।

[১১৮৫] আল মুগনি : ২/৫০৫। -সংকলক।

[১১৮৬] নাসবুর রায়া : ২/৩০৫, فصل في الدفن। -সংকলক।

[১১৮৭] ফতহুল বারি : ৩/২৫৭, باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, ইবনে মুবারকের হাদিসটি ভুল। তাতে ইবনে মুবারক ভুল করেছেন। তিনি তাতে 'আবু ইদরিস খাওলানি হতে' অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হলেন, 'বুসর ইবনে উবায়দুল্লাহ-ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' রা.'। একাধিক বর্ণনাকারি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ ইবনে জাবের থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে 'আবু ইদরিস খাওলানি হতে' শব্দটি অনুপস্থিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ–৫৮ : কবর পাকা করা এবং তার ওপর লেখা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৩)

١٠٥٤ – عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَأَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنٰى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ

১০৫৪। **অর্থ :** জাবের রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, তার ওপর লিখতে, ইমারত তৈরি করতে এবং তা মাড়াতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক সূত্রে এটি জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে। অনেক আলেম কবর লেপার অনুমতি দিয়েছেন। তার মধ্যে আছেন হাসান বসরি রহ.।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, কবর লেপাতে কোনো সমস্যা নেই।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

অনুচ্ছেদ–৫৯ প্রসংগ : কবরস্থানে প্রবেশ করলে কি দোয়া পড়তে হয় (মতন পৃ. ২০৩)

١٠٥٥ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهٖ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ ! يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ

১০৫৫। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার কবরগুলোর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তাদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে বললেন, السلام عليكم يا اهل القبور ! يغفر الله لنا ولكم، انتم سلفنا ونحن بالاثر

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত বুরায়দা ও আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن غريب।

আবু কুদায়নার নাম হলো ইয়াহইয়া ইবনে মুহাল্লাব। আবু জাবইয়ানের নাম হলো হুসাইন ইবনে জুনদুব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ–৬০ : কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৩)

١٠٥٦ –عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهٖ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

১০৫৬। **অর্থ :** বুরায়দা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মদকে তার আম্মার কবর জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেনোনা, এটি আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সায়িদ, ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা ও উম্মে সালামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, বুরায়দা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা কবর জিয়ারতে কোনো অসুবিধা মনে করেন না। ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ[১১৮৮] قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ وَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهٖ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ)

ইসলামের প্রথম দিকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকজনের আকিদা পরিপক্ক ছিলো না, তখন কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে যখন ধর্মবিশ্বাস পরিপক্ক হলো, তখন কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আছে।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে فزوروها শব্দ আছে, এখানে নির্দেশসূচক এই শব্দ দ্বারা বৈধতা ও মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের ঐকমত্য আছে যে, পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত সুন্নাত ও মুস্তাহাব,[১১৮৯] ওয়াজিব নয়। অবশ্য শুধু ইবনে হাজম রহ. বলেন যে, পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা ওয়াজিব।

[১১৮৮] সহিহ মুসলিম : ১/৩১৪, فصل في الذهاب إلى زيارة القبور, সুনানে নাসায়ি : ১/২৮৫, زيارة القبور। -সংকলক।

[১১৮৯] শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩১৪। -সংকলক।

যদিও জীবনে একবারই হোক না কেনো। তিনি এ অনুচ্ছেদের হাদিসে فزوروا। নির্দেশসূচক শব্দটিকে ওয়াজিববোধক মনে করেন।[১১৯০]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زِيَارَةِ كَرَاهِيَةِ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ–৬২ : নারীদের কবর জিয়ারত মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৩)

١٠٥٨ – عن أبيه عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَعَنَ زُوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ

১০৫৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারতকারিণীদের প্রতি অভিশাপ দিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও হাসান ইবনে সাবেত রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন যে, এটা ছিলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রদানের আগেকার বিষয়। যখন তিনি অনুমতি দিয়েছেন, তখন তাঁর অনুমতিতে নারী-পুরুষ সবাই শামিল হয়ে গেছে। আর অনেকে বলেছেন, মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত মাকরূহ বলা হয়েছে। শুধু এই কারণে যে, তাদের ধৈর্য কম এবং অধিক অস্থির হয়ে পড়ে তারা।

দরসে তিরমিযী

عن ابي[১১৯১] هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور''

অধিকাংশের মতে, মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত মাকরূহ।[১১৯২]

হানাফিদের এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা আছে। একটি হলো, নাজায়েজ।[১১৯৩] এর দলিল হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস।

[১১৯০] ফতহুল বারি : ৩/১৪৮, باب زيارة القبور, নাইলুল আওতার : ৪/১১৭-১১৮, باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء। -সংকলক।

[১১৯১] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১১৩, باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور। -সংকলক।

[১১৯২] স্বয়ং মাজহাব রচয়িতাগণের মাঝে এই মাসআলায় মতপার্থক্য আছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., আল মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ৫/৩০৯-৩১১, ويستحب للرجال زيارة القبور, আল মুগনি : ২/৫৭০, مسألة : قال : وتكره للنساء, আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতিহী : ২/৫৩৯-৫২, زيارة القبور। -সংকলক।

[১১৯৩] হানাফিদের মতে মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত অবৈধ হওয়ার কোনো ব্যাপক বর্ণনা আহকার পেলো না। অবশ্য রদ্দুল মুহতার গ্রন্থকার লিখেন 'খায়ের রামালি রহ. বলেছেন, এটা যদি পেরেশানি কান্নাকাটি ও নতুন করে বিলাপ করার জন্য করা হয়, যেমন তাদের পূর্ব অভ্যাস ছিলো, তবে এটি অবৈধ। -ফতহুল মুলহিম : ২/৫১২, أحاديث زيارة القبور। -সংকলক।

দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, মহিলাদের জন্যও কবর জিয়ারত বিনা মাকরুহ জায়েজ।[১১৯৪] ফাতাওয়া আলমগিরিতে শামসুল আয়িম্মা সারাখসি রহ. হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'আসাহ উক্তি হলো, এতে কোনো ক্ষতি নেই।'[১১৯৫]

এই উক্তিটির সমর্থন হয়, পেছনের অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত বুরায়দা রা. এর হাদিস দ্বারা। তাতে নিষেধের পর فزوروها তথা জিয়ারতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যা নারী-পুরুষকে শামিল করে। কেনোনা, মহিলারা সমস্ত আহকামে পুরুষদের অধীনস্থ হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আত-তালখিসুল হাবির[১১৯৬] মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারতের বৈধতার ওপর মুসলিমে বর্ণিত হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। হজরত আয়েশা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন,

كيف اقول لهم يا رسول الله؟ (تعني اذا زارت القبور) قال : قولي : السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون[১১৯৭]

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাতে কিরূপ বলবো? (অর্থাৎ, যখন মহিলারা কবর জিয়ারত করে)। জবাবে তিনি বললেন, তুমি বলো– السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون

হাফেজ রহ. বৈধতার একটি দলিল মুসতাদরাকে হাকেম সূত্রে উল্লেখ করেছেন,

عن على رض ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلى وتبكي عنده[১১৯৮]

'আলি রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমা রা. তাঁর চাচা হামজা রা.-এর কবর প্রতি শুক্রবারে জিয়ারত করতেন। সেখানে তিনি দোয়া করতেন এবং কান্নাকাটি করতেন।' কিন্তু এই বর্ণনাটির সনদ ইমাম জাহাবি রহ.-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে জয়িফ।[১১৯৯]

বৈধতার একটি দলিল সহিহ বোখারিতে[১২০০] বর্ণিত আনাস রা.-এর বর্ণনা,

---

[১১৯৪] ফাতাওয়া আলমগিরিতে আছে, কবর জিয়ারতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর জাহিরি উক্তির দাবি হলো, এটি মহিলাদের জন্যও বৈধ। কেনোনা, তিনি এটি পুরুষদের জন্য খাস করেননি। (৫/৩৫০, كتاب الكراهية، الباب السادس في زيارة القبور)। -সংকলক।

[১১৯৫] মাবসুত-সারাখসিতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে। আমাদের মতে আসাহ উক্তি হলো, এ অবকাশ নারী-পুরুষ সবার জন্য প্রমাণিত। দ্র., (২৪/১০, كتاب الأشربة، الرخصة في زيارة القبور)। -সংকলক।

[১১৯৬] ২/১৩৭, নং-৩৯৮। -সংকলক।

[১১৯৭] সহিহ মুসলিম : ১/৩১৪, قبيل كتاب الزكوة। -সংকলক।

[১১৯৮] আত তালখিস : ২/১৩৭। -সংকলক।

[১১৯৯] এ জন্য হাফেজ জাহাবি রহ. লিখেন, 'আমি বলবো, এটি নেহায়েত মুনকার। সুলায়মান জয়িফ।' দ্র., তালখিসুল মুসতাদরাক বিজায়লিল মুসতাদরাক : ১/৩৭৭, কিতাবুল জানাইজ। -সংকলক।

[১২০০] (১/১৭১)। -সংকলক।

قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال : اتقي الله واصبري، قالت : اليك عني (اي تنح عني وابعد) فانك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل له : انه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسام فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم اعرفك، فقال : انما الصبر عند الصدمة الاولى``

'তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যিনি একটি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই রমণী! তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। তা শুনে মহিলাটি বললো, আপনি আমার কাছ হতে দূরে সরে যান। কেনোনা, আমার ওপর যে মুসিবত আপতিত হয়েছে, তা আপনার ওপর পতিত হয়নি। বস্তুত তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারেননি। তখন তাকে বলা হলো, ইনি তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এসে তিনি কোনো দারোয়ান পেলেন না। তারপর বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবর তো কেবল বিপদের শুরুতেই হয়।'

এতে বুঝা গেলো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহিলাকে সবরের তালকিন করেছেন ঠিকই, কিন্তু কবর জিয়ারতের কারণে কোনো অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি।

নারীদের কবর জিয়ারতের বৈধতার আরেকটি দলিল তাবাকাতে ইবনে সাদের[১২০১] বর্ণনা,

اخبرنا موسى بن داود سمعت مالك بن انس يقول : قسم بيت عائشة باثنين قسم كان فيه القبر وقسم كان تكون فيه عائشة رض وبينهما حائط فكانت عائشة رض ربما دخلت حيث القبر فضلا[১২০২]، فلما دفن عمر لم تدخله الا وهي جامعة عليها ثيابها[১২০৩]``

'মূসা ইবনে দাউদ বলেন, মালেক ইবনে আনাসকে আমি বলতে শুনেছি, আয়েশা রা.-এর ঘর দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, এক ভাগে ছিলো রওজা মুবারক। অপর ভাগে হজরত আয়েশা রা. থাকতেন। মাঝখানে ছিলো অন্তরাল। হজরত আয়েশা রা. যখন রওজার অংশে প্রবেশ করতেন, তখন সাধারণ পোশাকে যেতেন। যখন হজরত উমর রা.কে দাফন করা হলো, তখন সেখানে পুরো শরির কাপড় দিয়ে ভালোমতে ঢেকে তারপর প্রবেশ করতেন।'

[১২০১] (২/২৯৪ نكر موضع قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم)। -সংকলক।

[১২০২] অর্থাৎ, সাধারণ পোশাক। বলা হয় تفضلت المرأة : إذا لبست ثياب مهنتها أو كانت في ثوب واحد فهي فضل والرجل فضل ايضا। -আন নিহায়া ফি গারিবিল হাদিস ওয়াল আছার (৩/৪৫৬)। -সংকলক।

[১২০৩] মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত বৈধ হওয়ার আরেকটি দলিল হলো, আত-তামহিদে আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা রহ.-এর বর্ণনা। সেটি হলো হজরত আয়েশা একদিন কবরস্থান হতে এগিয়ে এলেন। আমি তাকে বললাম, উম্মুল মু'মিনিন! আপনি কোথেকে এলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমার ভাই আবদুর রহমানের কবর হতে। আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রথমে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করতেন, তারপর জিয়ারত করার নির্দেশ দিয়েছেন। উমদাতুল কারি : ৮/৬৯, باب زيارة القبور।

এর দ্বারা বুঝা গেলো, পেছনের অনুচ্ছেদে বর্ণিত قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور .... فزوروها বর্ণনায় হজরত আয়েশা রা.-এর মতে নারী-পুরুষ সবার জন্য অনুমতি আছে। উভয় লিঙ্গকেই এটি শামিল করে। -সংকলক।

শাহ সাহেব রহ. বলেন, অবস্থার পরিবর্তনে হুকুম পরিবর্তিত হবে।[১২০৪] অর্থাৎ, যদি মহিলাদের হতে বেশি অস্থিরতা কিংবা বেপর্দেগি, পুরুষদের সংগে মেলামেশা কিংবা বিদআতে লিপ্ততা কিংবা অন্য কোনো ফিতনার আশঙ্কা হয়, তবে নিষেধই প্রধান। আর এমন আশঙ্কা না হলে বৈধ। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আয়েশা রা.-এর ঘটনা দ্বারাও এর সমর্থন হয়। আয়েশা রা. কর্তৃক হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা.-এর কবরে যাওয়া মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারতের বৈধতার দলিল। সর্বশেষে তিনি বলেছেন, ولو شهدتك ما زرتك তথা যদি আমি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে তোমার জিয়ারতে আসতাম না। এটা এর প্রমাণ যে, এই অনুমতি ব্যাপক করা উচিত নয়। কেনোনা, ব্যাপক অনুমতি হলে মহিলাদের শর্ত-শরায়েতের পাবন্দি না করার আশঙ্কা আছে।

عن [১২০৫] عبد الله بن ابي مليكة قال : توفي عبد الرحمن بن ابي بكر بالحبشي، قال : فحمل الى مكة فدفن فيها''

মৃতকে একস্থান হতে অন্যত্র স্থানান্তর করা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। অনেকের মতে এটা মাকরূহ। অনেকের মতে বৈধ। একটি উক্তি হলো, শহরের বাইরে দু'এক মাইল নিয়ে যাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এর বেশি হলে মাকরূহ। আরেকটি উক্তি হলো, সফরের কম পরিমাণ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে। আরেকটি উক্তি হলো, সফরের পরিমাণ দূরত্বে নিয়ে যাওয়াও মাকরূহ নয়। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, মৃতকে একস্থান হতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া পছন্দনীয় নয়। তবে মক্কা, মদিনা এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্য হতে সে কোনো একটির নিকটবর্তী হলে তখন সেখানে স্থানান্তরিত করা বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা গোনাহের কাজ।[১২০৬]

সারকথা, হানাফিদের মতে ফতওয়া এর ওপর যে, লাশকে এক জায়গা হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা অবৈধ। তবে সে দ্বিতীয় স্থানটি এক'দুই মাইল দূরে হলে বৈধ। দাফনের পর লাশ বের করে নিয়ে যাওয়াতো সর্বাবস্থায় অবৈধ।[১২০৭]

فلما قدمت عائشة اتت قبر عبد الرحمن بن ابي بكر فقالت :

وكنا كندماني جذيمة حقبة • من الدهر حتى قيل : لن يتصدعا

فلما تفرقنا كأني ومالكا • لطول اجتماع، لم نبت ليلة معا[১২০৮]

[১২০৪] আল আরফুশ শাজি : ১/২০২। -সংকলক।

[১২০৫] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুযায়ি এই হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৩৭১, নং-১০৫৫। -সংকলক।

[১২০৬] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ৮/১৬৩-১৬৪ باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة, আওজাজুল মাসালিক : ৪/২৫২ ما جاء في دفن الميت। -সংকলক।

[১২০৭] আহকামে মাইয়িত : ২৮৮। -সংকলক।

[১২০৮] অনুবাদ : আমরা একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাজিমার দু'জন সাথির মতো ছিলাম। (কখনো বিচ্ছিন্ন হতাম না।) এমনকি যখন বলা শুরু হলো যে, তারা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না, তারপর যখন আমরা একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একসংগে থাকার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম, তখন এমন হয়ে গেলাম, যেনো আমি এবং মালেক এক রাতের জন্যও একসংগে ছিলাম না।

দ্র., লামআতুত তানকিহ : ৪/৩৫৫-৩৫৬, باب دفن الميت، الفصل الثالث, নং-১৭১৮। -সংকলক।

ইরাকের সম্রাটদের মধ্য হতে এক সম্রাটের নাম জাজিমা । তার দুই সাথি ছিলেন মালেক এবং আকিল। যারা দীর্ঘসময় পর্যন্ত তাঁর সাথি ছিলেন। দু'জন সর্বদা একসাথে থাকতেন। এমনকি প্রকৃত বন্ধুত্ব এবং দীর্ঘ সঙ্গের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে গেছেন।

হুকবা দীর্ঘকালকে বলে।

এই দুটি কবিতা, মুতামমিম ইবনে নুয়ায়রা ইয়ারবুয়িয়ের। যিনি স্বীয় ভ্রাতা মালেক ইবনে নুয়ায়রার শোকগাথায় এ কাব্য দুটি বলেছিলেন। মুরতাদ হওয়ার ঘটনায় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর সৈনিক জিরার ইবনুল আজওয়ার রা.-এর হাতে এ লোকটি নিহত হয়েছে।[১২০৯] মুতামমিমের সংগে তার ভাই মালিকের সংগে ভীষণ মহব্বত ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো। তিনি অনেক শোকগাথামূলক কাসিদা মালেক সম্পর্কে রচনা করেছেন। সাহিত্যে তাঁর শোকগাথাগুলো পছন্দ করতেন এবং ডেকে শুনতেন। একবার তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- انك لتجزل في مدح اخيك فأين هو منك؟ তা শুনে মুতামমিম নিম্নেযুক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব দিয়েছেন,

كان والله اخى في الليلة ذات الازيز والصر يركب الجمل الثقال ويخبب الفرس الجرور يحمل الرمح الطويل وعليه الشملة الفلوت وهو بين مزادتين فيصبح وهم متبسم[১২১০]''

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ–৬৩ : রাতে দাফন করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৪)

١٠٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللهُ ! اِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

১০৫৯। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরে রাতে প্রবেশ করেছেন। তাঁর জন্য চেরাগ জ্বালানো হলো। তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছিলো কেবলার দিক হতে এবং তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। তুমি ছিলে খুব কোমল হৃদয়, আহাজারি করনেওয়ালা, প্রচুর কোরআন পাঠকারি। তিনি সেখানে তার ওপর চারটি তাকবির দিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত জাবের ও ইয়াজিদ ইবনে সাবেত রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। ইয়াজিদ ইবনে সাবেত হলেন জায়দ ইবনে সাবেত রা.-এর ভাই, তার হতে বড়।

[১২০৯] মালেক ইবনে নুয়ায়রা সম্পর্কে বলা হয়, তাঁকে কোনো ভুল বুঝাবুঝির ভিত্তিতে মুসলমান অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। দ্র., উসদুল গাবা : ২/৯৫, খালেদ ইবনে ওয়ালিদের জীবনী।

দ্র., আল কামিল-ইবনে আসির : ২/৩৫৭-৩৬০, মালেক ইবনে নুয়ায়রা এটি উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

[১২১০] নুজহাতুল আবসার বিতারাইফিল আখবারি ওয়াল আশআর : ২/১৭৮, متمم بن نويرة اليربوعي অর্থাৎ, আল্লাহর কসম আমার ভাই প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীতের রাতে অবাধ্য উটের ওপর আরোহণ করতেন। শক্তিশালী ঘোড়া দৌড়াতেন। লম্বা লম্বা নেজা বহন করতেন। তখন তার ওপর শুধু একটি ছোট্ট চাদর থাকতো। আর তিনি পানির দুটি মশকের মাঝে বসে থাকতেন। অথচ সকাল হলে তার চোখে মুখে মুচকি হাসি খেলতো। -সংকলক।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি حسن।

অনেক আলেম এ মতই অবলম্বন করেছেন। তারা বলেছেন মৃতকে কেবলার দিক হতে কবরে প্রবিষ্ট করা হবে। আর অনেকে বলেছেন, (পায়ের দিক হতে) টেনে নামানো হবে। অনেক আলেম রাতে দাফন করার অবকাশ দিয়েছেন।

দরসে তিরমিযী

عن[১২১১] ابن عباس رض ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا''

এ থেকে গেলো, মৃতকে রাতে দাফন করা বৈধ। অধিকাংশের মত এটিই। অবশ্য হাসান বসরি, সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং কাতাদা রহ.-এর মতে রাতে দাফন করা মাকরূহ। ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি বর্ণনাও অনুরূপ। ইবনে হাজম রহ. বলেন, রাতে দাফন করা বৈধই নেই। তবে অপারগতা হলে ভিন্ন ব্যাপার।

তাঁদের দলিল জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর হাদিস,

ان رجلا من بني عذرة دفن ليلا ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الدفن ليلا''

'বনি উজরার এক ব্যক্তিকে রাতে দাফন করা হয়েছিলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাজার নামাজ পড়েননি। ফলে রাতে দাফন করতে নিষেধ করেছেন।'

তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تدفنوا موتاكم بالليل[১২১২]

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে রাতে দাফন করো না।'

এ অনুচ্ছেদের হাদিস ব্যতীত অধিকাংশের প্রমাণ সহিহ বোখারিতে[১২১৩] বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি হাদিস, قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه، فقال : من هذا؟ قالوا : فلان، دفن البارحة، فصلوا عليه''

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দাফন করার পর এক ব্যক্তির জানাজার নামাজ আদায় করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এ লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন অমুক। তাকে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। ফলে তারা সবাই তার জানাজা নামাজ আদায় করলেন।'

মৃতকে যদি রাতে দাফন করা মাকরূহ হতো, তাহলে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানে অবশ্যই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন এবং প্রতিবাদ করতেন।

তাছাড়া রাতে দাফন করা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দ্বারাও প্রমাণিত।

[১২১১] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে এটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি। -জামে' তিরমিযী : ৩/৩৭২, নং-১০৫৭। -সংকলক।

[১২১২] এর দুটি বর্ণনার জন্য দ্র., তাহাবি : ১/২৪৭, باب الدفن بالليل। -সংকলক।

[১২১৩] ১/১৭৮-১৭৯, باب الدفن بالليل। -সংকলক।

সুনানে আবু দাউদে[১২১৪] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর হাদিসে আছে, তিনি বলেন,

رأى ناس نارا في المقبرة، فأتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، واذا هو يقول : ناولوني صاحبكم الخ''

'কিছু লোক কবরস্থানে আগুন দেখতে পেলেন। ফলে তারা সেখানে উপস্থিত হলেন। দেখলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে এবং তিনি বলছিলেন, তোমাদের সাথিকে আমার নিকট দাও।'

তাছাড়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দিক, উসমান গনি, আলি এবং হজরত ফাতেমা রা.কে রাতে দাফন করা হয়েছে।[১২১৫] হাদিস গ্রন্থাবলিতে এ ধরনের আরো ঘটনা পাওয়া যেতে পারে। এসব ঘটনাকে জরুরত অর্থাৎ, ভিড়ের আশঙ্কা কিংবা যুদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অকৃত্রিম না।

যেসব বর্ণনা দ্বারা রাতে দাফন করা নিষেধ কিংবা মাকরূহ বুঝা যায়, সেগুলোর জবাব হলো, সে নিষেধ রাতে দাফন করা মাকরূহ হওয়ার কারণে ছিলো না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেসব ঈমানদার ইনতেকাল করেন তিনি তাঁদের সবার জানাজার নামাজ আদায় করতে চাইতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

لا اعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين اظهركم الا آذنتموني به فان صلاتي عليه ورحمة[১২১৬]''

'কেউ যদি তোমাদের মধ্যে আমার উপস্থিতি স্বত্ত্বেও মারা যায়, তাহলে আমাকে অবশ্যই খবর দিবে। এর ব্যতিক্রম যেনো আমি না জানি। কেনোনা, আমার নামাজ তার ওপর রহমত স্বরূপ।'

রাতে দাফন করাতে যেহেতু আশঙ্কা ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে আরামের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না, তাই নিষেধ করা হয়েছে।[১২১৭] [১২১৮]

فاسرج له سراج

এ থেকে বুঝা গেলো, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কবরের পাশে আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য শুধু সৌন্দর্যের জন্য চেরাগ ইত্যাদি জ্বালানো অবৈধ।

فأخذ قبل القبلة

হানাফিদের মতে সুন্নত হলো, মৃতকে কেবলার দিক হতে কবরে প্রবিষ্ট করানো। যার পন্থা হলো, জানাজা কবরের পশ্চিম দিকে রাখবে তারপর তাকে সেদিকে হতেই প্রস্থে কবরে নামানো হবে।[১২১৯]

[১২১৪] ২/৪৫১, باب الدفن بالليل । -সংকলক।

[১২১৫] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/৩৪৬-৩৪৭, باب ماجاء الدفن بالليل, তাবাকাতে ইবনে সাদ : ২/৩০৪-৩০৫ ترجمة علي ابن ابي طالب, উসদুল গাবা : ৪/৩৯, আলি ইবনে আবু তালেব রা.-এর জীবনী। -সংকলক।

[১২১৬] নাসবুর রায়া : ২/২৬৫, فصل في الصلاة على الميت । -সংকলক।

[১২১৭] এই জবাবটি বর্ধিত ব্যাখ্যা সহকারে তাহাবি (১/২৪৭, باب الدفن بالليل) হতে গৃহীত হয়েছে। -সংকলক।

[১২১৮] অনুচ্ছেদের শুরু হতে নিয়ে এটুকু পর্যন্ত ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক লিখিত। এগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠই উমদাতুল কারি (৮/১৫০-১৫১, باب الدفن بالليل) হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১২১৯] বাদায়িউস সানায়ে' : ১/৩১৮, فصل وأما سنة الدفن । -সংকলক।

শাফেয়ি ও আহমদ রহ.-এর মতে, সিল আফজাল। এর পদ্ধতি হলো, মাইয়িতকে কবরের পায়ের দিক হতে এমনভাবে রাখা হবে যে, তার মাথা কবরের পায়ের সংগে থাকবে। তারপর তাকে এভাবে কবরে টেনে নেওয়া হবে যে, প্রথমে মাথা কবরে ঢুকবে আর পরে ঢুকবে পা।[১২২০]

হানাফিদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তাতে فاخذه من قبل القبلة শব্দ এসেছে। তবে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপর এই প্রশ্ন করা হয় যে, এটি হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের ওপর নির্ভরশীল। তিনি মুদাল্লিস। এখানে তিনি শ্রবণের কথা উল্লেখ করেননি। বরং عن عن করে হাদিস বর্ণনা করেন।[১২২১]

এর জবাব হলো, এই বর্ণনাটিকে ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান সাব্যস্ত করেছেন। তিরমিযী রহ. হাদিস এবং রিজাল শাস্ত্রের ইমাম। সুতরাং তিরমিযী কর্তৃক এ হাদিসটিকে হাসান সাব্যস্ত করা এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করার জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া এটাও বুঝা গেলো যে, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত তাঁর মতে সেকাহ। আর সেকাহ বর্ণনাকারি যদি তাদলিস করেন, তবে এই বর্ণনা হাসান হওয়ার বিপরীত নয়। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, তাঁর নিকট এর কোনো মুতাবে' মওজুদ ছিলো।[১২২২]

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের একটি হাদিস হানাফিদের আরেকটি দলিল।

ان عليا رض اخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة [১২২৩]

'আলি রা. ইয়াজিদ ইবনুল মুকাফফাফকে কেবলার দিক হতে গ্রহণ করেছেন।'

এই বর্ণনাটি মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[১২২৪] ও এসেছে। এর সনদও সহিহ। আল মুহাল্লায় এর বিশুদ্ধতার স্বীকারোক্তি করেছেন ইবনে হাজম রহ.।[১২২৫]

শাফেয়ি রহ.-এর দলিল সুনানে আবু দাউদের[১২২৬] একটি হাদিস,

[১২২০] সিল্লের ধরন বাদায়িউস সানায়ে'তে (১/৩১৮) ওপরযুক্ত তাফসিল হতে কিছুটা ভিন্ন রকম বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আমরা এ ব্যাপারে মাজহাব প্রণেতাগণের কিতাবসমূহের ওপর নির্ভর করেছি। দ্র., আল মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ৫/২৯৪, فرع في مذاهب العلماء في كيفية إدخال الميت القبر ও ২৯১, ২৯২, আল মুগনি : ২/৪৯৬, مسألة : قال : ويدخل قبره من عند رجليه । -সংকলক।

[১২২১] নাসবুর রায়া : ২/৩০০, فصل في الدفن بالليل । -সংকলক।

[১২২২] দ্র., ই'লাউস সুনান : ৮/২৫২, باب طريق إدخال الميت في القبر ।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপর একটি প্রশ্ন মিনহাল ইবনে খলিফার দুর্বলতারও করা হয়। -নসবুর রায়া : ২/৩০০। তবে এর জবাব হলো, মিনহাল ইবনে খলিফা একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারি। যেখানে তাকে জয়িফ বলা হয়েছে সেখানে বহু আলেম তাকে সেকাহও সাব্যস্ত করেছেন। বিশেষতো ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক এটি সম্পর্কে হাসান পর্যায়ের সাব্যস্ত করার পরে এই বর্ণনাটি প্রামাণ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। দ্র., ই'লাউস সুনান : ৮/২৫২। -সংকলক।

[১২২৩] মুসান্নাফ গ্রন্থকার ইমাম আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম সান'আনি রহ. এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন, এটিই আমরা গ্রহণ করি। দ্র., (৩/৪৯৯, নং-৬৪৭২, باب من حيث يدخل الميت القبر)। -সংকলক।

[১২২৪] (৩/৩২৮, من أدخل ميتا من قبل القبلة)। -সংকলক।

[১২২৫] দ্র., আ'ছারুস সুনান (৩৩৬, باب الدفن وبعض أحكام القبور, নং-১০৯৭, ই'লাইস সুনান : ৮/২৫২)। -সংকলক।

[১২২৬] ২/৪৫৮, باب كيف يدخل الميت قبره । -সংকলক।

عن ابي اسحق قال : اوصي الحارث لن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه، ثم ادخله القبر من قبل رجلى القبر وقال : هذا من السنة''

'আবু ইসহাক বলেন, হারেস ওসিয়ত করেছিলেন যেনো, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ তাঁর জানাজার নামাজ পড়েন। ফলে তিনি তার জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তারপর তাকে কবরে প্রবিষ্ট করা হয় কবরের পায়ের দিক হতে। তিনি বলেছেন, এটা সুন্নতের শামিল।'

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর আরেকটি দলিল স্বীয় মুসনাদের একটি বর্ণনা,

عن ابن عباس رض قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه[১২২৭]

'ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রওজায় নামানো হয়েছিলো তাঁর মাথার দিক হতে।'

ইলাউস সুনানে আল্লামা উসমানি রহ. [১২২৮] মুসনাদে শাফেয়ির বর্ণনার এই জবাব দিয়েছেন যে, প্রথমতো এর সনদ জয়িফ। আর যদি এর সনদ ঠিকও হয়, তবুও এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের বিপরীতে দলিল নয়। যেমন, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আছে। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের সময় পায়ের দিক হতে রওজায় নামানোর কারণ ছিলো জরুরত। কেনোনা, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক ছিলো দেওয়ালের গোড়ায়। আর কেবলার দিক হতে প্রবিষ্ট করানো সম্ভব ছিলো না।[১২২৯] এই জবাব সুনানে আবু দাউদের বর্ণনাটিরও।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ–৬৪ : মৃতের প্রশংসা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৪)

١٠٦٠ -عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

১০৬০। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় লোকজন তার প্রশংসা করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর বললেন, তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত উমর, কাব ইবনে উজরা ও আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আনাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

[১২২৭] নাসবুর রায়া : ২/২৯৮। -সংকলক।

[১২২৮] ৮/২৫৩-২৫৪। -সংকলক।

[১২২৯] ইবনে হাজার রহ. ইবনে আদি ও ইবনে মাজাহর দুটি বর্ণনায় জবাব দিতে গিয়ে বর্ণনা করেন, 'ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, তাঁকে কেবলার দিক হতে (কবরে) প্রবেশ করানো সম্ভব ছিলোনা। কেনোনা, রওজা ছিলো দেওয়ালের গোড়ায়। -আদ দিরায়া : ১/২৪০ باب في الدفن। -সংকলক।

١٠٦١ - عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَمَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ أَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْنَا وَاثْنَانِ ؟ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَنِ الْوَاحِدِ

১০৬১। **অর্থ :** আবুল আসওয়াদ দীলি রহ. বলেন, আমি মদিনায় আগমন করে উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর নিকট বসলাম। লোকজন একটি জানাজা (লাশ) নিয়ে অতিক্রম করলে লোকজন তার প্রশংসা করলো। উমর রা. তখন বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি উমর রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন, আমিও তেমনি বলেছি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমানের পক্ষে তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, তার জন্য অবশ্যই জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। বর্ণনাকারি বলেন, আমরা বললাম, দু'জনে (সাক্ষ্য দিলে) ? জবাবে তিনি বললেন, দু'জনে সাক্ষ্য দিলেও তাই হবে। বর্ণনাকারি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা একজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবুল আসওয়াদ দীলির নাম হলো জালেম ইবনে আমর ইবনে সুফিয়ান।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

অনুচ্ছেদ-৬৫ : যার আগে তার শিশু সন্তান মারা যায় তার সওয়াব প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৪)

١٠٦٢ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

১০৬২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন কোনো মুসলমান নেই, যার তিনটি সন্তান মারা যায় আর তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে। শুধু এতোটুকু সময় (স্পর্শ) করবে যাতে পূর্ণ হয়ে যায় কসম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত উমর, মু'আজ, কা'ব ইবনে মালেক, উতবা ইবনে আবদ, উম্মে সুলায়ম, জাবের, আনাস, আবু জর, ইবনে মাসউদ, আবু ছা'লাবা আশজায়ি, ইবনে আব্বাস, উকবা ইবনে আমের, আবু সায়িদ ও কুররা ইবনে ইয়াস মুজানি হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু ছা'লাবা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। সেটি হলো এ হাদিস। তবে এই আবু ছা'লাবা কুশানি নন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

١٠٦٣ - عبد الله بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا ؟ قَالَ وَوَاحِدًا وَلٰكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى

১০৬৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার তিনটি শিশু সন্তান আগে মারা যায়, তারা তার জন্য জাহান্নাম হতে (বাঁচার জন্য) মজবুত দূর্গ হবে। আবু জর রা. বলেছেন, আমি দুই সন্তান আগে পাঠিয়েছি। তথা আমার দু'সন্তান আগে ইনতেকাল করেছেন। তখন তিনি বললেন, দু'জনেরও (এই হুকুম)। তখন শীর্ষ ক্বারি উবাই ইবনে কা'ব রা. বললেন, আমার এক সন্তান ইনতেকাল করেছে, আমি তাকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি। জবাবে তিনি বললেন, একজনও। তবে এটা মজবুত দূর্গ হবে প্রথম বিপদের সময়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেন, এ হাদিসটি غريب।

আবি উবাইদা তাঁর পিতা হতে হাদিস শুনেননি।

١٠٦٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَ أَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّيْ أَبَا أُمِّيْ سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ ! قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِيْ لَنْ يُصَابُوْا بِمِثْلِيْ

১০৬৪। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হাদিস বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্য হতে যার দুই ছেলে আগে ইনতেকাল করে, তাদের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন। আয়েশা রা. তখন তাঁকে বললেন, আপনার উম্মতের মধ্য হতে যার আগে একটি সন্তান মারা যায়? জবাবে তিনি বললেন, যার একটি সন্তান মারা যায় সেও। হে তাওফিকপ্রাপ্তা রমণী! তখন হজরত আয়েশা রা. বললেন, আপনার উম্মতের মধ্য হতে যার একটি সন্তানও মারা যায়নি? জবাবে তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমি হলাম তার জন্য সে পূর্বগামী। আমার মতো মনীষীর বিচ্ছেদের মুসিবত তাদের ওপর কখনও আপতিত হবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

এটি আমরা কেবল আবদে রাব্বিহী ইবনে বারিক সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। তাঁর সূত্রে একাধিক ইমাম এ হাদিসটি বর্ণা করেছেন।

হজরত আহমদ ইবনে সায়িদ মুরাবিতী হাব্বান ইবনে হিলাল-আবদে রাব্বিহী ইবনে বারিক সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। মূলত সিমাক ইবনে ওয়ালিদ হানাফি হলেন, আবু জুমাইল হানাফি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ -

অনুচ্ছেদ–৬৬ : শহিদ কারা? (মতন পৃ. ২০৪)

١٠٦٥ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

১০৬৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহিদ পাঁচজন। ১. মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, ২. পেটের অসুখে তথা দাস্ত ইত্যাদির কারণ মৃত ব্যক্তি, ৩. পানিতে ডুবে পড়ে মৃত ব্যক্তি, ৪. ঘর, দেওয়াল কিংবা কোনো কিছুর চাপা পড়ে মৃত, ৫. আল্লাহর রাস্তায় তথা জিহাদের শহিদ।

দরসে তিরমিযী

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, জাবের ইবনে আতিক, খালেক ইবনে উরফুতা, সুলায়মান ইবনে সুরাদ, আবু মুসা ও আয়েশা রা. হতে এ অনচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

١٠٦٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا أَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ السَّبِيْعِيُّ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ (أَوْ خَالِدُ لِ سُلَيْمَانَ) أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِيْ قَبْرِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَعَمْ

১০৬৬। **অর্থ :** সুলায়মান ইবনে সুরাদ, খালেদ ইবনে উরফুতাকে (কিংবা খালেদ সুলায়মানকে) বলেছেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন? যাকে তার পেট হত্যা করবে অর্থাৎ কলেরা, বদহজম কিংবা পেটের অসুখের কারণে যে মারা যাবে, তাকে কবরে সাজা দেওয়া হবে না। তখন একজন অপরজনকে বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে حسن غريب।

এ সূত্র ব্যতীত এটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

অনুচ্ছেদ–৬৭ : মহামারী হতে পালানোর নিন্দা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৪)

١٠٦٧ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم ذَكَرَ الطَّاعُوْنَ فَقَالَ بَقِيَتْ رِجْزٌ لَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوْا عَلَيْهَا.

১০৬৭। **অর্থ :** উসামা ইবনে জায়দ রা. হতে বর্ণিত যে, মহামারির আলোচনা করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি হলো বনি ইসরাইলের একটি দলের ওপর প্রেরিত আজাবের অবশিষ্টাংশ। যখন কোনো ভূখণ্ডে এ মহামারি দেখা দেয় সেখানে থাকা অবস্থায়, তখন তোমরা সেখান হতে বেরিয়ো না। আর যখন কোনো এলাকায় তোমাদের অবর্তমানে মহামারি দেখা দেয়, তখন সেখানে তোমরা যেয়ো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত সাদ, খুজায়মা ইবনে সাবেত, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, জাবের ও আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, উসামা ইবনে জায়দ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن[১২৩০] اسامة بن زيد رض ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون، فقال : بقية رجز او عذاب ارسل على طائفة من بني اسرائيل

আল্লামা তিবি রহ. বলেন, এই দল দ্বারা উদ্দেশ্য বনি ইসরাঈলের সেসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেন وادخلو الباب سجدا[১২৩১] তথা তোমরা সেজদাবনত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তবে তারা এ হুকুমের ওপর আমল করেনি, বরং বিরোধিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের ওপর মহামারী চাপিয়ে দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে, فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون[১২৩২]

এই মহামারীর কারণে একই সময়ে তাদের চব্বিশ হাজার মানুষ মারা যায়।[১২৩৩]

فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا

দুররে মুখতারে রয়েছে, মহামারী আক্রান্ত এলাকায় যাওয়া এবং সেখান হতে বেরিয়ে আসা তার জন্য বৈধ, যার আকিদা এ বিষয়ে পরিপক্ক যে, লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেনো, আল্লাহ তা'আলার তাকদিরের পক্ষ হতে হয়। তবে যদি তার আকিদা জয়িফ থাকে এবং সে মনে করে, শহর হতে বেরিয়ে গেলে মুক্তি পাবে, আর এতে প্রবেশ করলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, তবে এমন ব্যক্তির জন্য যাতায়াত মাকরূহ।[১২৩৪] এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, এটা প্রযোজ্য এই বদ আকিদার সুরতেই।

হজরত শায়খুল হাদিস রহ. বলেন, কারো আকিদা যদি সঠিক ও পরিপক্ক হয়, কিন্তু তার যাতায়াতের কারণে অন্যদের আকিদা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে তখনও যাতায়াত করা অবৈধ।[১২৩৫]

[১২৩০] সহিহ বোখারি : ২/৮৫৩, كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون, সহিহ মুসলিম : ২/২২৮, كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها। -সংকলক।

[১২৩১] সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৬১, পারা-৯। -সংকলক।

[১২৩২] সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৬২, পারা-৯। -সংকলক।

[১২৩৩] তুহফাতুল আহওয়াজি : ২/১৬০। -সংকলক।

[১২৩৪] দুররে মুখতার ফাতাওয়া শামিসহ : ৫/৪৮২, কিতাবুল ফারাইজের সামান্য আগে। -সংকলক।

[১২৩৫] টীকা আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২০৪। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদ–৬৮ প্রসংগ : যে আল্লাহর সাক্ষাত ভালোবাসে আল্লাহও তার সাক্ষাত ভালোবাসেন (মতন পৃ. ২০৪)

١٠٦٨ -عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

১০৬৮। **অর্থ :** উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর সংগে সাক্ষাতকে ভালোবাসে আল্লাহ ত'আলাও তার সংগে সাক্ষাতকে ভালোবাসেন। আর যে আল্লাহর সংগে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সংগে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু মুসা, আবু হুরায়রা ও আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, উবাদা ইবনে সামেত রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

١٠٦٩ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

১০৬৯। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর সাক্ষাতকে যে পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সংগে সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সংগে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সংগে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। আয়েশা রা. বললেন; তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সবাইতো মৃত্যুকে অপছন্দ করে? জবাবে তিনি বললেন, ব্যাপারটি তেমন না। তবে ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের শুভ সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহকে ভালোবাসে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালোবাসেন। আর একজন কাফেরকে যখন আল্লাহর শাস্তি এবং অসন্তোষের দুঃসংবাদ শোনানো হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ[١٢٣٦] مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ : যে আত্মহত্যা করে তার জানাজার নামাজ আদায় করা হবে না প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৫)

١٠٧٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه و سلم

১০৭০। **অর্থ :** জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে বর্ণিত যে, এক লোক আত্মহত্যা করলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাজার নামাজ আদায় করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে এমন সবাই জানাজার নামাজ আদায় করা হবে। আত্মহত্যাকারিরও জানাজার নামাজ আদায় করা হবে। এটি সুফিয়ান সাওরি ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, ইমাম সাহেব (রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা মসজিদের ইমাম) আত্মহত্যাকারির জানাজার নামাজ পড়বেন না। ইমাম ব্যতীত অন্যরা পড়বে।

দরসে তিরমিযী

عن[১২৩৭] جابر بن سمرة رض أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم''

আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি এবং দাউদ জাহেরির মতে আত্মহত্যাকারির জানাজার নামাজ আদায় করা যাবে। ইমাম আহমদ রহ.-এর মাজহাব হলো, তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান তথা খলিফা তার জানাজার নামাজ পড়বেন না। তবে অন্যান্য লোক তার নামাজ পড়বে।[১২৩৮] হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও ইমাম আওজায়ি রহ.-এর মতে, আত্মহত্যাকারির ওপর কোনো অবস্থাতেই নামাজ আদায় করা যাবে না।[১২৩৯]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ না পড়াকে ইমাম আহমদ রহ. প্রয়োগ করেন এরই ক্ষেত্রে।

দলিল সুনানে দারাকুতনিতে বর্ণিত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস, صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر الخ''

'তোমরা নেককার বদকার সবার পেছনে নামাজ পড় এবং নেককার বদকার সবার ওপর জানাজার নামাজ আদায় করো।' কিন্তু এই বর্ণনায় আছেন মাকহুল। তিনি যদিও সেকাহ[১২৪০], তা সত্ত্বেও হজরত আবু হুরায়রা রা.

[১২৩৬] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[১২৩৭] সহিহ মুসলিম : ১/৩১৪, কিতাবুল জানাইজের শেষ হাদিস সুনানে নাসায়ি : ১/২৭৯, ترك الصلاة على من قتل نفسه। -সংকলক।

[১২৩৮] দ্র., আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ৫/২৬৭, فرع من قتل نفسه। -সংকলক।

[১২৩৯] আল-মুগনি : ২/৫৫৬, مسألة قال : ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه। -সংকলক।

[১২৪০] তাকরিব : ২/২৭৩, নং-১৩৫৪। -সংকলক।

হতে তাঁর শ্রবণ প্রমাণিত নয়। এজন্য ইমাম দারাকুতনি রহ. এ বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, 'মাকহুল আবু হুরায়রা রহ. হতে শ্রবণ করেননি। অন্যান্য বর্ণনাকারি সেকাহ[১২৪১]।

ইবনে কুদামা রহ. অধিকাংশের দলিলরূপে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন,[১২৪২] صلو على من قال : لا اله الا الله''

'যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকারোক্তি করে তোমরা তার জানাজার নামাজ আদায় করো।'

হজরত জাবের রা.-এর আছর দ্বারাও অধিকাংশের মাজহাবের সমর্থন হয়। তাতে তিনি বলেন,[১২৪৩] صل على من قال لا اله الا الله

অর্থাৎ, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তথা এর স্বীকারোক্তি করে তার ওপর জানাজার নামাজ পড়ো।'

তাছাড়া মুনান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[১২৪৪] কাতাদা রা.-এর আছর আছে,

صل على من قال : لا اله الا الله، وان كان رجل سوء جدا، قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، قال : ولا اعلم احدا من اهل العلم اجنب الصلاة على من قال : لا اله الا الله''

'যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকারোক্তি করে তার জানাজার নামাজ পড়ো। যদিও সে নিশ্চিতই খারাপ লোক হোক না কেনো। তুমি বল হে আল্লাহ! তুমি মুমিন নর-নারী ও মুসলিম নর-নারীদেরকে ক্ষমা করো। তিনি আরো বলেন, আমি কোনো আলেম সম্পর্কে জানি না যে, তিনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহে স্বীকারোক্তিকারি কোনো ব্যক্তির জানাজার নামাজ হতে বিরত রয়েছেন।'

এ অনুচ্ছেদের যে হাদিসটি প্রযোজ্য অধিকাংশের মতে সতর্কবাণীর ক্ষেত্রে। যাতে এ কাজটি যে মন্দ -এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। তা না হলে অন্যান্য সাহাবি অবশ্যই তার ওপর নামাজ পড়ে থাকবেন। যেমন, এ ধরনের কাজ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কেও প্রমাণিত।[১২৪৫] এজন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসছে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل ليصلى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا على صاحبكم فان عليه دينا''

[১২৪১] সুনানে দারাকুতনি : ২/৫৭, নং-১০, باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه । -সংকলক।

[১২৪২] এই বর্ণনা সম্পর্কে তিনি লিখেন, খাল্লাল এটি তাঁর নসদে বর্ণনা করেছেন। আল-মুগনি : ২/৫৫৬, مسألة : قال : ولا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه , সুনানে দারাকুতনিতেও এ ধরনের একাধিক হাদিস এসেছে। তবে এগুলো সব জয়িফ। ইমাম দারাকুতনি রহ. বলেন, 'এগুলোতে সামান্য কোনো কিছুই নেই (দলিল্য নয়)। দারাকুতনি : ২/৫৫-৫৭, নসবুর রায়া : ২/২৬২৮, كتاب الصلاة، باب الإمامة । -সংকলক।

[১২৪৩] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৩/৩৫০, كتاب الجنائز، في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم । -সংকলক।

[১২৪৪] ৩/৫৩৬, নং-৬৬২৩, باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم । -সংকলক।

[১২৪৫] এই জবাবটি আল্লামা নববি রহ.-এর বক্তব্য হতে গৃহীত। দ্র., শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৩১৪, কিতাবুজ জাকাতের সামান্য আগে। -সংকলক।

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাজা নামাজের জন্য এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথিদের ওপর তোমরা নামাজ পড়। কেনোনা, তার দায়িত্বে ঋণ আছে।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আত্মহত্যাকারির নামাজ বর্জন করা ছিলো শুধু সতর্কবাণীর ওপর। এই জবাবটির সমর্থন হয়, সুনানে নাসায়ির একটি হাদিস দ্বারা। তাতে হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ এসেছে, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اصلى عليه [১২৪৬]

'তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে আমি তার জানাজার নামাজ পড়বো না।'

সারকথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের প্রতি লক্ষ্য রেখে এটা সমীচীন যে, আত্মহত্যাকারির জানাজা নামাজে কোনো অনুসরণীয় ব্যক্তি যেনো অংশগ্রহণ না করেন। যাতে এক পর্যায়ে এই মন্দ কাজটির প্রতি সতর্কবাণী হয়। যেমন, আল-মিসকুল জাকিতে রয়েছে।[১২৪৭]

بَابُ[١٢٤٨] مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُوْنِ

অনুচ্ছেদ–৭০ : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাজার নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৫)

١٠٧١ – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم بِالْوَفَاءِ ؟ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ

১০৭১। **অর্থ :** আবু কাতাদা রা. বলেন, এক ব্যক্তিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হলো, তার জন্য জানাজার নামাজ আদায় করার জন্য। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথির জানাজার নামাজ তোমরা আদায় করো। কেনোনা, সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা রা. বললেন, এই ঋণের দায়িত্ব আমার ওপর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, পরিপূর্ণ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, পরিপূর্ণ। তা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাজার নামাজ আদায় করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত জাবের, সালামা ইবনুল আকওয়া' ও আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু কাতাদার হাদিসটি حسن صحيح।

[১২৪৬] সুনানে নাসায়ি : ১/২৭৯ ترك الصلاة على من قتل نفسه। -সংকলক।

[১২৪৭] অর্থাৎ, তাকরিরে হাকিমুল উম্মত হজরত থানবি রহ. আলা সুনানে তিরমিযী (পাণ্ডুলিপি : ১/২৭৭)। -সংকলক।

[১২৪৮] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

١٠٧٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقُوْلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

১০৭২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, কোনো ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি বলতেন, তার ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো কিছু কি সে রেখে গেছে? যদি বলা হতো, হ্যাঁ, পূর্ণ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা সে রেখে গেছে, তাহলে তিনি তার জানাজার নামাজ আদায় করতেন। তা না হলে মুসলমানদেরকে বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথির জানাজার নামাজ আদায় করো। যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক বিজয় দান করলেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মুমিনদের নিজেদের আত্মার চেয়েও বেশি নিকটতম। সুতরাং কোনো ঈমানদার ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে মাল সে রেখে যায় সেগুলো তার ওয়ারিসদের।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইয়াহইয়া ইবনে ইবনে বুকাইর ও একাধিক বর্ণনাকারি লাইস ইবনে সাদ হতে অনুরূপ আবদুল্লাহ ইবনে সালিহের হাদিসের মতো এটি বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

মৃতের পক্ষ হতে যিম্মাদার হওয়া প্রসংগে

سمعت عبد الله بن ابي قتادة يحدث عن ابيه [১২৪৯] ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فان عليه دينا''

যার জিম্মায় ঋণ থাকতো এবং সে দুনিয়াতে মাল না রেখে ইনতেকাল করতো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুর দিকে তার জানাজার নামাজ আদায় না করে, অন্যদের দিয়ে পড়াতেন। তবে পরবর্তীতে তিনি ঋণগ্রস্তের জানাজার নামাজও পড়াতে শুরু করেন। যেমন, এই অনুচ্ছেদে পরবর্তী বর্ণনায় রয়েছে,

فلما فتح الله عليه الفتوح قام، فقال : انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفى من المسلمين فترك دينا، على قضاءه الخ''

قال ابو قتادة : هو على، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء؟ قال : بالوفاء، فصلى عليه''

[১২৪৯] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৩৮১, নং-১০৬৯। -সংকলক।

এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইমামত্রয় এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাব হলো, মৃতের পক্ষ হতে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ। চাই সে এমন সম্পদ রেখে যাক, যা থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা যায়, কিংবা নাই রেখে যাক।

আবু হানিফা রহ. ও সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাব হলো, যদি ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ মৃত ব্যক্তি রেখে না যায়, তাহলে মাইয়িতের পক্ষ হতে যিম্মাদার হওয়া অবৈধ। তবে মৃতের জীবদ্দশাতেই যদি কেউ তার পক্ষ হতে যিম্মাদার হয়ে যায়,[১২৫০] তবে ভিন্ন ব্যাপার। কেনোনা, যিম্মাদারির অর্থ হলো, সাধারণভাবে পাওনার তাগাদার ব্যাপারে একজনের দায়িত্বের সংগে অন্যের দায়-দায়িত্ব মিলানো[১২৫১]। বস্তুত মৃতের ইনতেকালের পর তার হতে তাগাদা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এক দায়িত্বকে অপর দায়িত্বের সংগে মিলানো সম্ভব থাকলো না, যার কারণে মৃতের পক্ষ হতে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ দুরুস্ত হতে পারে। তবে যদি জীবদ্দশায়ই যিম্মাদার হয়ে যায়, তবে এক দায়িত্বকে অন্য দায়িত্বের সংগে মিলানোর বাস্তবায়ন ঘটে যাবে। তারপর মূল দায়িত্বশীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাগাদা তো তার হতে বাতিল হয়ে গেছে। তবে যিম্মাদারের দায়-দায়িত্ব অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সুতরাং এই দায়-দায়িত্ব গ্রহণযোগ্য হবে।[১২৫২]

বাকি আছে, এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এতে আবু কাতাদা রা.-এর বক্তব্য هو علي কফিল বা যিম্মাদার হওয়ার জন্য নয়। বরং এটি একটি ওয়াদা। যার নির্দশন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের بالوفاء؟ [১২৫৩] উক্তিটি। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, আবু কাতাদা রা. এই মৃতের জীবদ্দশাতেই কফিল হয়েছিলেন। আর তখন هو علي বলে সে সাবেক দায়-দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো। নতুনভাবে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়নি।[১২৫৪]

তবে সুনানে নাসায়ি এবং ইবনে মাজাহর একটি বর্ণনায় এসেছে নিম্নেযুক্ত শব্দ– ''قال ابو قتادة : انا أتكفل

[১২৫০] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ১৪/৮, কিতাবুজ জামান, আল-মুগনি : ৪/৫৯৩, বাবুজ জামান ও বাদায়িউস সানায়ে' : ৬/৬, كتاب الكفالة، فصل وأما شرائط الكفالة হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১২৫১] আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৫/১৪১। -সংকলক।

[১২৫২] আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৫/১৪১, المبحث الثاني شروط الكفالة। বাদায়ি' (৬/৬ –وأما شرائط الكفالة) গ্রন্থে আছে। আবু হানিফা রহ.-এর উক্তির কারণ হলো, ঋণ পরিশোধ হলো কর্ম। অথচ মৃত ব্যক্তি কাজ করতে অক্ষম। সুতরাং এটি হবে বাদপড়া বা বাতিল একটি ঋণের জিম্মাদারি। সুতরাং এটি সহিহ হবে না। এটি ঠিক এমনই যেমন, এক ব্যক্তির ওপর কোনো ঋণ নেই, অথচ আরেকজন তার ঋণের দায়িত্বশীল হয়েছে। আর যখন সে বিত্তশালী অবস্থায় মারা যায়, তখন সে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে ক্ষমতাবান। অনুরূপভাবে যখন সে কোনো জিম্মাদার রেখে মারা যায় (সেটিও সহিহ হবে)। কেনোনা, সেতো তার ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মৃতের স্থলাভিষিক্ত। -সংকলক।

[১২৫৩] কারণ, যদি এটি জিম্মাদারি হতো, তাহলে بالوفاء শব্দ বলে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিলো না। বরং আবু কাদাতা রা. কর্তৃক 'এটি আমার দায়িত্বে' বলাই যথেষ্ট ছিলো। কেনোনা, علي শব্দ দায়দায়িত্বের জন্য যথেষ্ট ছিলো। এটি এর নিদর্শন যে, আবু কাতাদা রা.-এর উক্তিকে ওয়াদা মনে করা হয়েছে। যাতে আইনত ও বিচারের ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এজন্য بالوفاء শব্দ বলে পরিপক্ব প্রতিশ্রুতি কামনা করা হয়েছে। যদিও এ তাগিদের পরেও বিচারগতভাবে দায়-দায়িত্ব চাপানো যাবে না। দ্র., আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২০৭, আল-মিসকুল জাকি : ১/২৭৭, পাণ্ডুলিপি। -সংকলক।

[১২৫৪] বজলুল মাজহুদ : ১৪/৩০৪, كتاب البيوع، قبيل باب في المطل। -সংকলক।

''به'।[১২৫৫] এটাকে না ওয়াদার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, না সাবেক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে। যেমন, ইলাউস সুনানে[১২৫৬] আছে।

সুতরাং এর বিশুদ্ধ জবাব হলো, আমাদের আলোচনা মাইয়িতের পক্ষ হতে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ কাজা সম্পর্কে, দিয়ানাত সম্পর্কে নয়। আর মাইয়িতের পক্ষ হতে কাজারূপে দায়-দায়িত্ব গ্রহণের দলিল এই বর্ণনা দ্বারা হয় না। এটা প্রমাণিত তো তখনই হতে পারতো, যখন যিম্মাদারের অস্বীকৃতির পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঋণ আদায় করা আবশ্যক সাব্যস্ত করতেন। অথচ বর্ণনায় এর কোনো উল্লেখ নেই।[১২৫৭]

আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবু হুরায়রা রা.-এর পরবর্তী বর্ণনাটিকেও অধিকাংশের পক্ষ হতে দলিলরূপে পেশ করা যায়[১২৫৮]। তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী আছে, ''فمن توفي من المسلمين فترك دينا، علي قضاءه'' তথা যে মুসলমান ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ওফাত লাভ করে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার।'

এই বর্ণনার জবাবে ও এমন বলা যায় যে, এটি প্রযোজ্য ওয়াদার ক্ষেত্রে। এতে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ উদ্দেশ্য নয়। বরং এর ওয়াদা করা হচ্ছে যে, এমন ব্যক্তির ঋণ রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে পরিশোধ করা হতো।[১২৫৯]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ—৭১ : কবরের আজাব প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৫)

١٠٧٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ (أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ) أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ (يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرِ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِيْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ أَرْجِعُ إِلٰى أَهْلِيْ فَأُخْبِرُهُمْ ؟ فَيَقُوْلَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لَا يُوْقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ

১০৭৩। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মৃতকে কবর দেওয়া হয় (কিংবা বলেছেন, তোমাদের কাউকে) তখন তার নিকট দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ ও হলুদ চক্ষুবিশিষ্ট ফেরেশতার আগমন ঘটে। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপরজনকে বলা হয় নাকির। তারা বলে, তুমি

[১২৫৫] সুনানে নাসায়ি : ২/২৩৩, كتاب البيوع، الكفالة بالدين, সুনানে ইবনে মাজাহ : (১৭৩) أبواب الصدقات، باب الكفالة। -সংকলক।

[১২৫৬] ১৪/৪৭৬-৪৭৭ باب الكفالة عن الميت। -সংকলক।

[১২৫৭] এ জবাবটি কিছুটা বিশদ বর্ণনা সহকারে আল-আরফুশ শাজি : ১/২০৫ হতে গৃহীত। তাছাড়া দ্র., ইলাউস সুনান : ১৪/৪৭৭। -সংকলক।

[১২৫৮] আল-মাজমু' : ১৪/৮, কিতাবুজ জামান। -সংকলক।

[১২৫৯] আল-মাজমু' : ১৪/৮, কিতাবুজ জামান। -সংকলক।

এই (নির্দিষ্ট মনীষী তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে) মনীষী সম্পর্কে কি বলতে? তখন সে তাই বলবে যা আগে বলতো– তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা দু'জন বলবে, আমরা জানতাম তুমি এ জবাব দিবে। তখন তার কবরকে দৈর্ঘ-প্রস্থে সত্তর গজ করে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। তার জন্য তার কবরে নূরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তারপর তাকে বলা হয়, ঘুমাও। তখন লোকটি বলে, আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যাব। তাদেরকে সংবাদ দেবো। তখন ফেরেশতার দল বলে, তুমি নববিবাহিত বরের মতো ঘুমাও। যাকে তার পরিবারের প্রিয়তম মানুষ ব্যতীত আর কেউ জাগাবে না। এমন কি আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এই শয্যা হতে (কেয়ামতের দিন) পুনরায় উঠাবেন। আর যদি মুনাফিক হয়, তখন সে বলে, লোকজনকে বলতে শুনেছি, আমি অনুরূপই বলেছি। বাস্তব অবস্থা আমি জানি না। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলে, আমরা জানতাম তুমি এটা বলবে। তখন জমিনকে বলা হবে– তার ওপর তুমি মিলে যাও। তখন জমিন তার ওপর মিলে যাবে এবং তার এক পাঁজরের হাড্ডি অপর পাঁজরে ঢুকে যাবে। তাকে এমন আজাব দেওয়া হতে থাকবে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাকে তার শয্যা হতে (কেয়ামতের দিন) পুনরায় উঠানো পর্যন্ত।]

এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি, জায়দ ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস, বারা ইবনে আজেব, আবু আইউব, আনাস, জাবের, আয়েশা ও আবু সায়িদ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁরা সবাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কবরের আজাব সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن غريب।

١٠٧٤ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১০৭৪। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির ইনতেকাল হয়, তখন তার সামনে তার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতি হয়, তবে জান্নাতিদের ঠিকানা। আর যদি জাহান্নামি হয়, তাহলে জাহান্নামিদের ঠিকানা। তারপর তাকে বলা হয়, এটি হলো কেয়ামত দিবসে তোমার পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত তোমার ঠিকানা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَجْرِ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا

অনুচ্ছেদ–৭২ : বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনাদাতার সওয়াব প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৫)

١٠٧٥ – عَنْ عَبْدِ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

১০৭৫। **অর্থ :** আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয় তার সওয়াব বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির মতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এটি আমরা মারফূ'রূপে কেবল আলি ইবনে আসেম সূত্রেই জানি।

অনেকে এটি মুহাম্মদ ইবনে সূকা হতে এই সনদে অনুরূপ মওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন, মারফূ আকারে নয়। বলা হয় আলি ইবনে আসেম এ হাদিসের কারণেই বেশির ভাগ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। লোকজন এ কারণে তার সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ–৭৩ প্রসংগ : যে জুম'আর দিনে ইনতেকাল করে (মতন পৃ. ২০৫)

١٠٧٦ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

১০৭৬। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোনো মুসলমান শুক্রবার দিনে কিংবা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের আজাব হতে রক্ষা করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসের সনদ মুত্তাসিল নয়। কেবল রবি'আ ইবনে সাইফ বর্ণনা করেন আবু আবদুর রহমান হুবুল্লি-আবদুল্লাহ ইবনে আমর সূত্রে। আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে রবি'আ ইবনে সাইফের হাদিস শ্রবণের শোনার বিষয়টি আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ–৭৪ : তাড়াতাড়ি জানাজার নামাজ আদায় করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৬)

١٠٧٧ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ! ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوءًا

১০৭৭। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, আলি! তিনটি কাজ বিলম্ব করো না– ১. নামাজ, যখন তার সময় হয়ে যায়। ২. জানাজা, যখন তা উপস্থিত হয়। ৩. বিধবা বা স্বামীহীন রমণীর (বিয়ে) যখন তার উপযুক্ত পাত্র পাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। এর সনদ আমি মুত্তাসিল মনে করি না।

بَابٌ آخَرُ فِيْ فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৫ : সান্ত্বনা প্রদানের ফজিলত (মতন পৃ. ২০৬)

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْأَسْوَدِ عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِيْ بَرْزَةَ عَنْ جَدِّهَا أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ.

১০৭৮। **অর্থ :** আবু বারজা আসলামি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো সন্তানহারা মাকে সান্ত্বনা দিবে, তাকে জান্নাতে একজোড়া (মূল্যবান) পোশাক পরানো হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এ সনদ শক্তিশালী নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ : জানাজার নামাজে দু'হাত তোলা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৬)

١٠٧٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى

১০৭৯। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তাকবিরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন এবং বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা এটি জানি না।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। ১. সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, পুরুষের জন্য জানাজার প্রত্যেক তাকবিরে দু'হাত তুলেছেন। এটি ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। ২. আর অনেক আলেম বলেছেন, প্রথমবার ব্যতীত আর হস্তদ্বয় উত্তোলন করবে না। এটি হলো সাওরি ও কূফাবাসীর মত। ৩. ইবনে মুবারক রহ. হতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি জানাজার নামাজ সম্পর্কে বলেছেন, ডান হাতে বাম হাত ধারণ করবে না। ৪. অনেক আলেমের মত হলো, ডান হাতে বাম ধারণ করবে, যেমন- নামাজের মধ্যে করে থাকে। **আবু ঈসা রহ. বলেছেন,** হাত ধারণ করাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

দরসে তিরমিযী

عن[১২৬০] ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في اول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى''

প্রথম তাকবিরের সময় জানাজা নামাজের হাত উঠানো হবে। সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। অবশ্য বাকি তাকবিরগুলো সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক, আওজায়ি এবং উমর ইবনে আজিজ রহ. প্রমুখের মাজহাব হলো, প্রতিটি তাকবিরের সময় হাত তোলা হবে।

আবু হানিফা, মালিক ও সুফিয়ান সাওরি রহ. প্রমুখের মতে বাকি তাকবিরগুলোতে হাত তোলা হবে না। কেনোনা, প্রতিটি তাকবির রুকুর স্থলাভিষিক্ত। অথচ সমস্ত রুকুতে হাত তোলা হয় না।[১২৬১]

সারসংক্ষেপ এই বলা যায় যে, যাঁরা সাধারণত নামাজে রুকুর সময় হস্ত উত্তোলনের প্রবক্তা তাঁরা সবাই জানাজা নামাজের প্রতিটি তাকবিরেও হস্ত উত্তোলনের প্রবক্তা। আর যাঁরা সাধারণ নামাজে রুকুর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলনের প্রবক্তা নন, তাঁরা অবশিষ্ট তাকবিরগুলোতে হাত তোলার পক্ষে না।[১২৬২]

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি আমাদের দলিল। এতে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু প্রথম তাকবিরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন।

তবে এই বর্ণনায় ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালা আসলামি এবং আবু ফারওয়া ইয়াজিদ ইবনে সিনান দুইজন জয়িফ বর্ণনাকারি আছে।[১২৬৩] তবে আল্লামা উসমানি রহ. দলিল করেছেন যে, এ হাদিসটি حسن অপেক্ষা নিম্ন স্তরের না।[১২৬৪]

এই বর্ণনাটির সমর্থন ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস দ্বারা হয়।

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في اول تكبيرة ثم[১২৬৫] لا يعود

[১২৬০] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৩৮৮, নং-১০৭৭। -সংকলক।

[১২৬১] দ্র., আল-মুগনি : ২/৪৯০ قال ويرفع يديه في كل تكبيرة, আল-মাজমু' : ৫/২৩২, فرع رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة ।

[১২৬২] বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১/২৩৫, الفصل الاول في صفة صلاة الجنازة দ্বারা তাই বুঝা যায়। -সংকলক।

[১২৬৩] দ্র., তাকরিবুত তাহজিব : ২/৩৬১, নং-২০৮।

তবে আল্লামা উসমানি রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তবে তার হতে উঁচু শ্রেণির মহামনীষীগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাব্বান রহ. তার সহিহে তাঁর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তার হাদিস লেখা যায়। তার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।' -ই'লাউস সুনান : ৮/২২০।

আবু ফাওয়া ইয়াজিদ ইবনে সিনানের জন্য দ্র., তাকরিব : ২/৩৬৬, নং-২৬৫।

তবে তিনিও বিতর্কিত বর্ণনাকারি। মারওয়ান ইবনে মুয়াবিয়া রহ. তাকেও মজবুত সাব্যস্ত করেছেন। আবু হাতেম রহ. বলেন, 'তিনি সত্যবাদী। তার হাদিস লেখা যায়। তবে দলিল পেশ করা যায় না।' ইমাম বোখারি রহ. বলেছেন, 'তিনি মুকারিবুল হাদিস।'

তাছাড়া শো'বা রহ.ও তার হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অথচ শো'বা রহ. তাঁর মতে যিনি সেকাহ এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের হতে হাদিস বর্ণনা করেন না। ই'লাউস সুনান : ৮/২২০। -সংকলক।

[১২৬৪] দ্র. ই'লাউস সুনান : ৮/২২০-২২১। -সংকলক।

[১২৬৫] সুনানে দারাকুতনি : ২/৭৫, كتاب الجنائز، باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير । এই বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনি রহ. নীরবতা অবলম্বন করেছেন। -সংকলক।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজায় প্রথম তাকবিরে হস্তদ্বয় উঠাতেন। তারপর আর উঠাতেন না। তবে এতেও ফজল ইবনে সাকান অজ্ঞাত বর্ণনাকারি।[১২৬৬]

শাফেয়ি প্রমুখের দলিল ইবনে উমর রা.-এর হাদিস,

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة واذا انصرف سلم'' اخرجه الدارقطني في علله'

"যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজা নামাজ আদায় করতেন, তখন প্রতিটি তাকবিরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। আর যখন নামাজ হতে অবসরের সময় হতো তখন সালাম ফেরাতেন।"

দারাকুতনি এই হাদিসটি ইলালে বর্ণনা করেছেন।

তবে এই বর্ণনাটিকে মারফূ' সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।[১২৬৭] মূলত এই অনুচ্ছেদে কোনো মারফু সহিহ হাদিস দুই পক্ষের কারো নিকট নেই। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর উক্তি অনুসারে বর্ণনাও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে, বৈধতার ব্যাপারে না।[১২৬৮]

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

এটি প্রথমটি অপেক্ষা আসাহ।

[১২৬৬] হাফেজ জায়লায়ি রহ. লিখেন, উকায়লি রহ. তার কিতাবে ফজল ইবনুস সাকানের কারণে এটিকে মালূল সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, তিনি অজ্ঞাত। তারপর তিনি বলেন, আমি তাকে জু'আফায়ে ইবনে হাব্বানে পাইনি। -নসবুর রায়া : ২/২৮৫, أحاديث رفع اليدين في التكبيرة الأولى। -সংকলক।

[১২৬৭] স্বয়ং ইমাম দারাকুতনি রহ. এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, 'অনুরূপভাবে উমর শুববাহ এটিকে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন। তার বিরোধিতা করেছেন এক জামাত। তারা এটি বর্ণনা করেছেন, ইয়াজিদ ইবনে হারুন হতে মওকুফ সূত্রে। এটিই সঠিক। -নসবুর রায়া : ২/২৮৫। এবার যদি হজরত ইবনে উমর রা. এর এই বর্ণনাটিকে মওকুফ মেনে নেওয়া হয়, তবে এই বর্ণনার বিপরীত তাঁর অন্য মওকুফ বর্ণনাও আছে। যেটি হানাফিদের মাজহাবের অনুকূল। আল্লামা আইনি রহ. বর্ণনা করেন, 'মাবসুতে আছে, হজরত ইবনে উমর ও আলি রা. বলেছেন, তাতে শুধু এহরামের তাকবির ব্যতীত অন্যত্র হাত তোলা যাবে না। এটিই ইবনে হাজম রহ., হজরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, প্রথম তাকবির ব্যতীত অন্যত্র হাত তোলার ব্যাপারে কোনো নস এবং ইজমা নেই।' -উমদাতুল কারি : ৮/১২৩, باب سنة الصلاة على الجنازة। -সংকলক।

[১২৬৮] আল-আরফুশ শাজি : ১/২০৬। অবশ্য হানাফিদের দলিলরূপে ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে। যেটি মু'জামে তাবারানিতে মারফূ' আকারে এবং মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে মওকুফ আকারে বর্ণিত আছে, 'সাত জায়গায় হাত তোলা– নামাজের শুরুতে, বায়তুল্লাহ শরিফ সামনে নিলে, সাফা-মারওয়ায় ও দুই মাওকিফে আর হাজরে আসওয়াদের নিকট।' (শব্দাবলি তাবারানির।) দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ২/১০৩, باب رفع اليدين في الصلاة, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ১/২৩৬-২৩৭, من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود। এই বর্ণনায় হাত উঠানোর যে সাতটি স্থানের উল্লেখ আছে, এগুলোতে জানাজা নামাজের অবশিষ্ট তাকবিরগুলো শামিল নেই।

এই বর্ণনার সংগে সংশ্লিষ্ট আলোচনা দরসে তিরমিযীতে (২/৩৪-৩৫, باب رفع اليدين عند الركوع এর আওতায়) এসেছে। তাছাড়া দ্র., নসবুর রায়া : ১/৩৮৯-৩৯২।

كِتَابُ النِّكَاحِ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

বিয়ে অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّزْوِيْجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ–১ : বিয়ে করানোর ফজিলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৬)

١٠٨٢ – عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

১০৮২। **অর্থ :** আবু আইউব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি জিনিস রাসূলগণের সুন্নত। লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক ও বিয়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত উসমান, সাওবান, ইবনে মাসউদ, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবের ও 'আক্কাফ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু আইউবের হাদিসটি حسن غريب।

মাহমুদ ইবনে খিদাশ বাগদাদি-আব্বাদ ইবনুল আওয়াম-মাকহুল-আবুশ শিমাল-আবু আইউব রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাফসের হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হুশায়ম, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ আল ওয়াসিতি, আবু মুয়াবিয়া প্রমুখ হাজ্জাজ-মাকহুল-আবু আইউব সূত্রে। তবে তাঁরা তাতে 'আবুশ শিমাল হতে' শব্দটি উল্লেখ করেননি। হাফস ইবনে গিয়াস ও আব্বাদ ইবনুল আওয়ামের হাদিসটি আসাহ।

١٠٨٣ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

১০৮৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে আমরা বের হলাম, আমরা ছিলাম তখন যুবক। বিয়ের সামর্থ্য আমাদের ছিলো না। তিনি বললেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমরা অবশ্যই বিয়ে করো। কেনোনা, এটি চোখকে অবনত রাখার বড় মাধ্যম এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করার আফজাল উপায়। সুতরাং তোমাদের মধ্য হতে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, সে যেনো রোজা রাখে। কেনোনা, রোজা তার ব্যাপারে যৌনশক্তি দমনের একটি মাধ্যম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

হাসান ইবনে আলি আল খাল্লাল-আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র-আ'মাশ-ওমরারা সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, দুটো হাদিসই সহিহ।

দরসে তিরমিযী

عن ايوب ابوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اربع من سنن مرسلين

نكاح-এর শাব্দিক অর্থ সংগমও হয়, আবার আক্‌দও। তারপর অনেকে প্রথম অর্থটিকে হাকিকত তথা প্রকৃত, আর দ্বিতীয়টিকে রূপক সাব্যস্ত করেছেন এটাই হানাফিদের মত। অনেকে এর উল্টো বলেছেন। অর্থাৎ, আক্‌দের অর্থ প্রকৃত, সহবাসের অর্থ রূপক। আবার অনেকে এটাকে মুশতারাক (যৌথ) সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, দুটো অর্থই রূপক।[১২৬৯] সাহারানপুরি রহ. আবুল হাসান ইবনুল ফারেসের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনে কারিমে যেখানেই এই শব্দটি এসেছে, সেখানেই এটি আক্‌দ এবং বিয়ের অর্থেই এসেছে। শুধুমাত্র একটি আয়াত ব্যতিক্রম। সেটি হলো وابتلوا اليتمى حتى اذا بلغوا النكاح[১২৭০] এখানে নিকাহ দ্বারা حلم বালেগ হওয়া উদ্দেশ্য।[১২৭১]

عن[১২৭২] ابي ايوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اربع من سنن المرسلين

মুরসালীন দ্বারা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাসূল উদ্দেশ্য। কারণ এসব স্বভাব হতে কোনো কোনোটি অনেক নবীর মধ্যে ছিলো না। হজরত ঈসা আ. এবং ইয়াহইয়া আ. হতে বিয়ে প্রমাণিত না।[১২৭৩]

''الحياء'' আল্লামা তুরপশতি রহ. বলেন যে, এই বর্ণনায় الحياء (লজ্জা) শব্দের স্থলে আল খিতান (খৎনা করা) শব্দও বর্ণিত আছে। বরং এক উক্তি মতে, আল হায়ার স্থলে আল হিন্না (মেহেদি) শব্দও আছে। প্রথম দুটি বর্ণনাও সঠিক। তবে আল হিন্না-এর বর্ণনাটিতে বিকৃতি ঘটেছে। কেনোনা, পুরুষদের জন্য হাত-পায়ে মেহেদি

[১২৬৯] এই শব্দটির সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য দ্র.- তাজুল আরূস : তাহকিক-আবদুস সালাম মুহাম্মদ হারুন : ৭/১৯৫, আল-বাহরুর রায়েক : ৩/৭৬, বজলুল মাজহুদ : ১০/৪৫৩।

পরিভাষায় নিকাহ বলা হয়, এমন একটি আক্‌দকে, যেটি ঐচ্ছিকভাবে স্ত্রী সম্ভোগের অধিকার তৈরি করে। -তাবিনরুল আবসার, দুররে মুখতার ও ফাতাওয়া শামিসহ : ২/২৫৮-২৬০। -সংকলক।

[১২৭০] সূরা নিসা : আয়াত-৬, পারা-৪। -সংকলক।

[১২৭১] বজলুল মাজহুদ : ১০/৪। আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু (৭/৩০) গ্রন্থে আছে, আল্লামা জমখশরি বলেছেন, তিনি হানাফি আলেমদের একজন। কোরআনে নিকাহ শব্দ সহবাসের অর্থে حتى تنكح زوجا غيره আয়াত ব্যতীত অন্য কোথাও নেই।

[১২৭২] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে তিরমিযী ব্যতীত এটি সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৩৯১, নং-১০৮০। -সংকলক।

[১২৭৩] দ্র., মিরকাতুল মাফাতিহ : ২/৬, باب السواك، الفصل الثاني।

হজরত ইয়াহইয়া আ.-এর সিফত স্বয়ং কোরআনে কারিমে হাসূর বর্ণিত হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে এর অর্থ হলো যে, স্ত্রীর সান্নিধ্যে যেতে পারে না। অক্ষমতার কারণে নয়, বরং পবিত্র ও দুনিয়া বিমুখ হওয়ার কারণে। -আত-তাফসিরুল কাবির : ৮/৩৯। -সংকলক।

লাগানো মহিলাদের সংগে সাদৃশ্যের কারণে অবৈধ। এজন্য এটা রাসূলগণের সুন্নত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আর মাথায় মেহেদি লাগানোর বিষয়টি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। তবে অন্যান্য নবী হতে প্রমাণিত নয়। এজন্য এটাকেও রাসূলগণের সুন্নত গণ্য করা ঠিক-না।[১২৭৪]

বিয়ের শরয়ি মূল্যায়ন তাই

'و النكاح' শাফেয়ি রহ.-এর মতে বিয়ে ইবাদত নয়। যেনো অন্যান্য আর্থিক চুক্তির মতো একটি লেনদেন। অথচ হানাফিদের মতে এটি আর্থিক চুক্তির সংগে ইবাদতও বটে।[১২৭৫]

এর দ্বারা হানাফিদের উক্তির সমর্থন হয় যে, বিয়েতে খুৎবা ওলিমা মাসনুন। বিয়ে দুইজন সাক্ষী ব্যতীত অবৈধ। তার রহিত করা অপছন্দনীয়। এরপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়। তিন তালাকের পর তাহলিল ব্যতীত বিয়ে নবায়নের অনুমতি নেই। এসব বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো লেনদেনে পাওয়া যায় না। যা থেকে বুঝা যায়, বিয়ে অন্যান্য লেনদেনের মতো শুধু একটি লেনদেন নয়, বরং একটি ইবাদত।

সবাই এ ব্যাপারে একমত আছে যে, প্রবল যৌন চাহিদার অবস্থায় বিয়ে আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি মহর এবং খোরপোষের সামর্থ্য রাখে, দাম্পত্য অধিকারসমূহ আদায়ে সক্ষম তা সত্ত্বেও যদি সে বিয়ে না করে তবে গোনাহগার হবে।[১২৭৬]

তবে যদি প্রবল যৌন চাহিদার অবস্থা না হয়, তাহলে বিয়ের শরয়ি মর্যাদা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে।

জাহেরিয়ার মতে বিয়ে তখনও ফরজে আইন। তবে শর্ত হলো, দাম্পত্য অধিকারসমূহ আদায়ে সক্ষম হতে হবে।

তাঁদের দলিল সেসব আয়াত ও হাদিস যেগুলোতে বিয়ের জন্য নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ''فانكحوا ما طاب لكم من النساء''[১২৭৭] এবং ''وانكحوا الايامى منكم والصّٰلحين من عبادكم''[১২৭৮] এমনভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم وامانكم''[১২৭৯]

'তোমরা বিয়ে করো। কেনোনা, আমি তোমাদের আধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মতের ওপর ফখর করবো।

তবে অধিকাংশের মতে এমন অবস্থায় বিয়ে ফরজ নয়। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় জমানায় অনেক সাহাবি বিয়ে পরিহার করেছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেননি। যদি বিয়ে ফরজ হতো তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে অবশ্যই বিয়ের নির্দেশ দিতেন। অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন তা বর্জনের ফলে[১২৮০]।

[১২৭৪] মিরকাত : ২/৭, বাবুস সিওয়াক। -সংকলক।

[১২৭৫] ফতহুল বারি : ৯/১০৪, باب الترغيب في النكاح, উমদাতুল কারি : ২০/৬৬, باب الترغيب في النكاح। -সংকলক।

[১২৭৬] বাদায়িউস সানায়ে' : ২/২২৮, কিতাবুন নিকাহ। -সংকলক।

[১২৭৭] সূরা নিসা : আয়াত-৩, পারা-৪। -সংকলক।

[১২৭৮] সূরা নূর : আয়াত-৩২, পারা-১৮। -সংকলক।

[১২৭৯] এটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি আওসাতে হজরত সাহল ইবনে হুনাইফ রা. হতে। এর সনদে আছেন মূসা ইবনে উবায়দা। তিনি জয়িফ। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/২৫৩, باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك। -সংকলক।

[১২৮০] তাফসিরে কাবির : ২৩/২১১ وانكحوا الايامى منكم الخ আয়াত।

তারপর অধিকাংশের মধ্য হতে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে বিয়ে শুধু মুবাহ বা বৈধ। নফল ইবাদতের জন্য নিজেকে অবসর করে নেওয়া বিয়েতে মশগুল হওয়া অপেক্ষা আফজাল।

তাঁর দলিল ''وتبتل اليه تبتيلا''[১২৮১] আয়াত। তাবাত্তুলের অর্থ হলো, মহিলাদের হতে বিচ্ছিন্ন থাকা ও বিয়ে বর্জন করা।[১২৮২] তাছাড়া কোরআনের আয়াত ''سيدا وحصورا''[১২৮৩] ও একটি দলিল। কোরআনে করিম এতে হজরত ইয়াহইয়া আ.-এর ফজিলত উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর গুণ বর্ণনা করেছে হাসূর। যার অর্থ হলো, যে মহিলাদের নিকট যায় না। যদি বিয়ে আফজাল হতো, তাহলে হাসূরকে উল্লেখ করা হতো না সৎগুণ হিসেবে প্রশংসার ক্ষেত্রে।[১২৮৪]

হানাফিদের তিনটি বর্ণনা আছে এই মাসআলাতে- ১. মুস্তাহাব, ২. সুন্নত, ৩. ওয়াজিব।[১২৮৫]

তবে এর ওপর আক্কাফ ইবনে বিশর তামিমি রা.-এর ঘটনা দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তাতে আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তোমার কি স্ত্রী আছে? তিনি বললেন না। প্রশ্ন করলেন, বাঁদিও নেই? জবাবে বললেন, না। প্রশ্ন করলেন, তুমি সুস্থ, বিত্তবান? বললেন, হ্যাঁ। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি বললেন, তাহলেতো তুমি শয়তানের ভাই। হয় তুমি খৃস্টান পাদ্রীদের শামিল হবে, তাহলেতো তুমি তাদের একজন। কিংবা তুমি আমাদের শামিল হবে। তাহলে আমরা যা করি তুমি তা করো। কেনোনা, আমাদের সুন্নতের মধ্যে আছে বিয়ে। তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক হলো- যারা বিয়ে করে না। আর তোমাদের মৃতদের মধ্যে নিকৃষ্ট হলো, তারা- যারা বিয়ে করেনি। -আবু ইয়ালা, তাবারানি।

এর জবাব হলো, এই ঘটনাটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে মুসনাদে আহমদেও এসেছে।কিন্তু এর সম্পর্কে আল্লামা হাইছামি রহ. বলেছেন, এতে একজন অনির্দিষ্ট বর্ণনাকারি আছেন। বাকি আছে, মুসনাদে আবু ইয়ালা ও তাবারানি ওপরযুক্ত বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা হাইছামি রহ. বলেছেন, এতে আছেন আবু মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াহইয়া সাদাফি নামক একজন বর্ণনাকারি। তিনি জয়িফ। দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/২৫০-২৫১, باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك।

তারপর যদি এই ঘটনাটিকে সঠিক মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এর সম্পর্কে শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বলেন, 'কিন্তু আককাফ রা. এর হাদিসের যে ঘটনাটি, তাতে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ঘটনায় বিয়ে ওয়াজিব করা হয়েছে। হতে পারে সেখানে বিয়ে ওয়াজিব হওয়ার কোনো বাস্তব কারণ ঘটেছে।' -ফতহুল কাদির : ৩/১০১, কিতাবুন নিকাহ। -সংকলক।

[১২৮১] সূরা মুজ্জাম্মিল : আয়াত-৮, পারা-২৯। -সংকলক।

[১২৮২] নিহায়া : ১/৯৪। -সংকলক।

[১২৮৩] সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৩৯, পারা-৩। -সংকলক।

[১২৮৪] শাফেয়ি রহ.-এর দলিল কোরআনে কারিমের এরশাদ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين (সূরা আলে-ইমরান : পারা-৩, আয়াত-১৪ দ্বারাও। এই আয়াতে রমণী ও সন্তানদের ভালোবাসার নিন্দা করা হয়েছে। যা থেকে বিয়ে আফজাল না হওয়া বুঝা যায়। তাছাড়া ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দলিল এটাও যে, বিয়ে বেচাকেনার মতো একটি পারস্পরিক লেনদেন। যেমনভাবে বেচাকেনা অপেক্ষা ইবাদতে রত হওয়া আফজাল, এমনভাবে বিয়ের পরিবর্তেও নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া আফজাল হবে। -আল মুগনি : ৬/৪৪৭, فصل : والناس في النكاح على ثلاثة أضرب।

আয়াত দ্বারা দলিলের জবাব হলো, এ আয়াতে রমণী ও সন্তানদের স্বাভাবিক ভালোবাসার উল্লেখ আছে। যদি সীমার ভেতরে থাকে তাহলে নিন্দনীয় নয়। বাকি আছে, বিয়েকে বেচাকেনার মতো এটি পারস্পরিক লেনদেন সাব্যস্ত করার বিষয়টি। এ সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিয়ে শুধু একটি লেনদেনই নয়, বরং ইবাদতও। সুতরাং বেচাকেনার সংগে এটিকে তুলনা করা ঠিক নয়। والله اعلم। -সংকলক।

[১২৮৫] ফতহুল কাদির : ৩/১০১। শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এখানে ওয়াজিবের সংগে কিফায়ার এবং সুন্নতের সংগে মুয়াক্কাদার শর্তও উল্লেখ করেছেন এবং সুন্নত মুয়াক্কাদার উক্তিটিকেই আসাহ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া তিনি বলেন, যারা সাধারণভাবে মুস্তাহাব বলেছেন, সুন্নতের উক্তি উল্লেখ করেননি। তাদেরও উদ্দেশ্য মুস্তাহাব দ্বারা সুন্নতই। অনেক সময় মুস্তাহাবকে সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করেন।

সারকথা, হানাফিদের মতে বিয়ে মাসনুন। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে বর্জন করা অনুত্তম। তাছাড়া ইবাদতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন অপেক্ষা বিয়েতে মশগুল হওয়া আফজাল।

হানাফিদের দলিলসমূহ নিম্নেযুক্ত

১. কোরআনে কারিমের আয়াত,

''ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم[১২৮৬] ازواجا وذرية

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নবী বিয়ে করে এসেছেন। যদি বিয়ে বর্জন করা আফজাল হতো, তবে তারা এর ওপর আমল ছাড়তেন না।

২. আবু আইয়ুব আনসারি রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস,

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اربع من سنن المرسلين : الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح

তিরমিযী রহ. এ হাদিসটিকে حسن غريب বলেছেন। তাহলে এর ওপর প্রশ্ন করা হয় যে, তাতে আবুশ শিমাল নামক বর্ণনাকারি[১২৮৭] অজ্ঞাত। সুতরাং ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক এটাকে হাসান সাব্যস্ত করা কিভাবে সঠিক হলো?

জবাব : এর জবাব এই যে, তিরমিযী রহ. কর্তৃক এটিকে হাসান সাব্যস্ত করা এর নিদর্শন যে, এই বর্ণনাকারি তাঁর মতে অজ্ঞাত নন। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, ইমাম তিরমিযী রহ. এই বর্ণনাটিকে এই কারণে হাসান সাব্যস্ত করেছেন যে, এর বহু শাহেদ আছে।[১২৮৮]

৩. এই অনচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يا معشر الشباب، عليكم بالباءة، فانه اغض للبصر واحصن للفرج''

باءة অর্থ হলো বিয়ে। مباءة হতে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো, ঠিকানা। সামঞ্জস্য স্পষ্ট। কেনোনা, যে ব্যক্তি কোনো রমণীকে বিয়ে করে, সে তার জন্য ঠিকানাও প্রস্তুত করে নেয়।[১২৮৯]

আল্লামা কাসানি রহ. হানাফিদের মাজহাব বর্ণনা করতে গিয়ে নিম্নেযুক্ত উক্তিসমূহ উল্লেখ করেছেন। ১. মানদূব ও মুস্তাহাব। এটি আল্লামা কারখি রহ.-এর মাযহাব। ২. জিহাদ এবং জানাজা নামাজের মতো ফরজে কিফায়া। কেউ আদায় করলে অন্যদের পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে যাবে। ৩. সালামের জবাবের মতো ওয়াজিবে কিফায়া। ৪. বিতরের নামাজ, সাদকাতুল ফিতর এবং কোরবানির মতো ওয়াজিবে আইন। তবে আমলগতভাবে, আকিদাগতভাবে নয়। -বাদায়িউস সানায়ে' : ২/২২৮, কিতাবুন নিকাহের শুরু। মূল বক্তব্যে বিয়ের শরয়ি মর্যাদা সংক্রান্ত মাজহাবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনাও বাদায়ে' হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১২৮৬] সূরা রা'দ : আয়াত-৩৮, পারা-১৩। -সংকলক।

[১২৮৭] আবুশ শিমাল। শীনের নিচে জের। মীম তাদদিদশূন্য। তিনি অজ্ঞাত বর্ণনাকারি। তৃতীয় শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। ت (তা)। তাকরিবুত তাহজিব : ২/৪৩৪, নং-১২। -সংকলক।

[১২৮৮] ইবনে হাজার রহ. এই বর্ণনাটি সম্পর্কে লিখেন, এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও তিরমিযী রহ.। ইবনে আবু খায়সামা প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন। মালিহ ইবনে আবদুল্লাহ-তার পিতা-তার দাদা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে। -আত তালখিসুল হাবির : ১/৬৬, নং-৬৯। বাবুস সিওয়াক। -সংকলক।

[১২৮৯] আর অনেকে বলেছেন, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার স্থান বানিয়ে নেয়। যেরূপ ঘরকে তার স্থান বানিয়ে নেয়। -নিহায়া : ১/১৬০। -সংকলক।

ইমাম নববি রহ. কাজি আয়াজ রহ. হতে الباءة তে চারটি লুগাত বর্ণনা করেছেন। (১) الباءة মদ ও হা সহ। (২) الباء মদ ব্যতীত হা সহ (৩) الباء হা ব্যতীত মদসহ (৪) الباهة দুই হা সহ। আল্লামা নববি রহ. বলছেন, সর্বাবস্থায় এর আভিধানিক অর্থ সংগম করা। যদিও পরবর্তীতে বিয়ের অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার হয়ে আসছে।[১২৯০]

৪. হজরত আয়েশা রা. হতে সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتي فليس منى، وتزوجوا فاني مكاثر بكم الامم، ومن كان ذا طول فلينكح[১২৯১] الخ''

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিয়ে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের ওপর আমল করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো। কেনোনা, আমি তোমাদের আধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করবো। যে সামর্থ্যবান হয়, সে যেনো অবশ্যই বিয়ে করে।'

৫. পরবর্তী অনুচ্ছেদে (في النهي عن التبتل) হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو اذن له لاختصينا

'হজরত উসমান ইবনে মাজউন রা.-এর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবাত্তুল (বিয়ে বর্জন) রদ করে দিয়েছেন। যদি তিনি তার জন্য এর অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা খাসি হয়ে যেতাম।'

৬. সুনানে আবু দাউদে[১২৯২] ইবনে আব্বাস রা. হতে একটি মারফু' হাদিস বর্ণিত আছে ''لا صرورة في الاسلام'' অর্থাৎ, বিয়ে বর্জন (সন্যাসবাদ) ইসলামে নেই।

'وتبتل اليه تبتيلا'এর দ্বারা বৈরাগ্যবাদ উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ না থাকা। যার সারমর্ম হলো, অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রবল থাকবে। পার্থিব বিভিন্ন সম্পর্ক এতে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। যদি এতে বিয়ে বর্জনের হুকুম হতো, তাহলে প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । যার দাবি হলো, তিনি কখনো বিয়ে করতেন না। অথচ তিনি একাধিক বিয়ে করেছেন। এটা এর দলিল যে, এই আয়াতে বিয়ে বর্জন উদ্দেশ্য নয়। এর সমর্থক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার আরেকটি বাণীও।

[১২৯০] শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪৪৮, كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه الخ । -সংকলক।

[১২৯১] সুনানে ইবনে মাজাহ (১৩৩ باب ما جاء في فضل النكاح)। এই বর্ণনায় যদিও কাসেম ইবনে মুহাম্মদের আজাদকৃত গোলাম ঈসা ইবনে মাইমুন মাদানি জয়িফ। -তাকরিব : ২/১০২, নং-৯২৬। তবে সহিহ বোখারি-মুসলিম এর শাহেদ আছে। আনাস ইবনে মালেক রা.-এর একটি সুদীর্ঘ হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হয়েছে। সাবধান! আল্লাহর কসম। আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয়কারি এবং আল্লাহর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারি। তবে আমি রোজা রাখি, আবার রোজা বাদও দেই, আবার নামাজ পড়ি, ঘুমাই এবং রমণীদের বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। শব্দ বোখারির। (২/৭৫৭-৭৫৮, الترغيب في النكاح), সহিহ মুসলিম : ১/৪৪৯, كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت لنفسه إليه الخ । -সংকলক।

[১২৯২] ১/২৪২, كتاب المناسك، باب لا صرورة في الإسلام । -সংকলক।

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم [১২৯৩] তথা বৈরাগ্যবাদ তারা উদ্ভাবন করেছে। আমি তা তাদের ওপর ফরজ করিনি।

'سيدا وحصورا' দলিলের জবাব হলো, ইয়াহইয়া আ.-এর শরিয়তে যদি বিয়ে বর্জন আফজাল হয়, তবে তা ওপরযুক্ত দলিলসমূহের আলোকে শরিয়তে মুহাম্মদির জন্য দলিল না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

অনুচ্ছেদ-২ : বিয়ে বর্জন নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৭)

١٠٨٤ - عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ.

১০৮৪। **অর্থ :** সামুরা রা. হতে বর্ণিত, বিয়ে বর্জন করতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জায়দ ইবনে আখজাম তার হাদিসে আরেকটু অতিরিক্ত বলেছেন, 'এবং কাতাদা পাঠ করেছেন, ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية অর্থাৎ, আপনার আগে আমি অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্য আমি রেখেছি স্ত্রী ও সন্তানাদি।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সাদ, আনাস ইবনে মালেক, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সামুরা রা.-এর হাদিসটি حسن غريب।

আশআছ ইবনে আবদুল মালেক এ হাদিসটি حسن-সাদ ইবনে হিশাম-আয়েশা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বলা হয়, দুটো হাদিসই বিশুদ্ধ।

١٠٨٥ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ : رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

১০৮৫। **অর্থ :** সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাজউন রা.-এর বিয়ে বর্জন রদ করেছেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা খাসি হতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

[১২৯৩] সূরা হাদিদ : আয়াত-২৭, পারা-২৭। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ

অনুচ্ছেদ–৩ : যার দীনে তোমরা সন্তুষ্ট তার বিয়ে দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৭)

١٠٨٦ –عَنْ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

১০৮৬। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নিকট যখন এমন কোনো লোক বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার দীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তাকে বিয়ে দাও। তা যদি না করো তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা হবে, হবে মারাত্মক ফাসাদ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হাতেম মুজানি এবং আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটিতে আবদুল হামিদ ইবনে সুলায়মানের বিরোধিতা করা হয়েছে। ফলে লাইস ইবনে সাদ ইবনে আজলান সূত্রে আবু হুরায়রা রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল আকারে এটি বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ রহ.বলেছেন, লাইসের হাদিসটি (বিশুদ্ধতার) অধিক সদৃশ। আবদুল হামিদের হাদিসটিকে তিনি সংরক্ষিত মনে করেননি।

١٠٨٧ –عَنْ أَبِيْ حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَإِنْ كَانَ فِيْهِ ؟ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

১০৮৭। **অর্থ :** আবু হাতেম মুজানি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নিকট যখন এমন কোনো লোক আসে যার দীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তাকে বিয়ে করিয়ে দাও। তা না হলে পৃথিবীতে ফিৎনা ফাসাদ হবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও তার মধ্যে কিছু (দরিদ্রতা) থাকে? জবাবে তিনি বললেন, যখন তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি আসে যার দীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন তাকে বিয়ে করিয়ে দাও। তিনি একথাটি বললেন, তিনবার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

আবু হাতেম মুজানি রহ. সাহাবি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদিস ব্যতীত আমরা তার আর অন্য কোনো হাদিস জানি না।

দরসে তিরমিযী

عن ابي[১২৯৪] هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.

মালেক রহ. এর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, কুফু শুধু দীনের ব্যাপারে ধর্তব্য, পেশা এবং বংশতে নয়। অথচ সংখ্যগরিষ্ঠের মতে এটা পেশা ও বংশেও ধর্তব্য।[১২৯৫] তাঁদের মতে এই হাদিসেই وخلقه শব্দ বংশ ও পেশায় কুফু দলিল করছে। কেনোনা, বংশ এবং পেশার বহু প্রভাব পড়ে মানুষের আখলাক-চরিত্রে।

তারপর কুফু ইসলামের সাম্য মূলনীতির বিপরীত। কেনোনা, এর উদ্দেশ্য কাউকে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা নয়; বরং শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তো শুধু তাকওয়া। আর কুফুর উদ্দেশ্য হলো, বৈবাহিক বিষয়ে সুসম্পর্ক এবং দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও মজা সৃষ্টি করা। যা স্বভাবত এ ব্যতীত হয় না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ

অনুচ্ছেদ–৪ প্রসংগ : রমণীকে বিয়ে করা হয় তিনটি বিষয় দেখে (মতন পৃ. ২০৭)

١٠٨٨ -عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِيْنِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

১০৮৮। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমণীকে বিয়ে করা হয় তিনটি বিষয় দেখে– তার দীন, তার সম্পদ, তার রূপ। সুতরাং তুমি অবশ্যই বিয়ে করো দীনদার মেয়ে। তোমার হস্তদ্বয় ধূলিময় হোক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আওফ ইবনে মালেক, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু সায়িদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

[১২৯৪] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৪১, باب الأكفاء। -সংকলক।

[১২৯৫] দ্র., আল-মুগনি : ৬/৪৮২ مسألة : قال : والكفو في الدين والمنصب। কুফু সম্পর্কে চতুষ্টয়ের মাজহাবের সারনির্যাস হলো, তারা সবাই দীনি ব্যাপারে কুফু সম্পর্কে একমত। মালিকি ব্যতীত অন্যরা সবাই স্বাধীনতা, বংশ ও পেশা সম্পর্কে একমত। মালিকি ও শাফেয়িগণ এখতিয়ার দলিলকারি দোষত্রুটি হতে নিরাপদ থাকার বিষয়ে একমত। হানাফিগণ জাহেরি বর্ণনায় এবং হাম্বলিগণ মালের ব্যাপারে একমত। আর হানাফিগণ এককভাবে তাদের মাতা-পিতা মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। -আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু। ৭/২৪০-২৪১, المبحث الخامس ما تكون فيه الكفائة। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ

অনুচ্ছেদ–৫ : প্রস্তাবিত কনে দেখা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৭)

١٠٨٩ –عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرٰى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

১০৮৯। **অর্থ :** মুগিরা ইবনে শো'বা রা. হতে বর্ণিত, তিনি এক রমণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেনোনা এতে আশা করা যায়, তোমাদের উভয়ের মাঝে সম্প্রীতি তৈরি হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, জাবের, আনাস, আবু হুমাইদ ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অনেক আলেম এ হাদিস অনুযায়ি মতপোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রস্তাবিত মহিলার হারাম অংশ ব্যতীত অন্য অংশ দেখাতে কোনো দোষ নেই। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী احرى ان يؤدم بينكما এর অর্থ হলো, তোমাদের দু'জনের মাঝে এর ফলে স্থায়ী মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার বেশি আশা করা যায়।

দরসে তিরমিযী

عن المغيرة بن شعبة[১২৯৬] انه خطب امرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر اليها فانه احرى ان يؤدم[১২৯৭] بينكما''

অনেকের মতে, প্রস্তাবদাতার জন্য প্রস্তাবিত মহিলাকে দেখা অবৈধ। বিয়ের আগে তার মধ্যে বিয়ের পর অন্য মহিলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[১২৯৮]

ইমাম মালেক রহ. হতেও একটি বর্ণনা এটিই। তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, প্রস্তাবিত কনেকে তার অনুমতি সাপেক্ষে দেখা বৈধ।[১২৯৯]

[১২৯৬] সুনানে নাসায়ি : ২/৭২, إباحة النظر قبل التزويج , সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৪, باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها। -সংকলক।

[১২৯৭] এই শব্দটি أدما، يأدم، أدم হতেও উৎপত্তি হতে পারে, আর إيداما باب افعال، أدم হতেও অর্থাৎ ভালোবাসা ও ঐকমত্য সৃষ্টি করা। -নিহায়া : ১/৩২। -সংকলক।

[১২৯৮] শরহে মা'আনিল আছার : ২/৯, باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا। -সংকলক।

[১২৯৯] মালেক রহ.-এর মাজহাব সংক্রান্ত এই দুটি বর্ণনা আমরা মোল্লা আলি কারি রহ.-এর মিরকাত হতে গ্রহণ করেছি। দ্র., (৬/১৯৫, كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، الفصل الأول)। তবে আল্লামা নববি রহ. ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাবও অধিকাংশের মতো অনুমতি ব্যতীতই বৈধ বলে বর্ণনা করেছেন। অনুমতির বর্ণনাটিকে তিনি জয়িফ সাব্যস্ত

আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক, আওজায়ি এবং সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাব হলো, প্রস্তাবিত কনে দেখা সাধারণত বৈধ। তার অনুমতি হলেও, অনুমতি ব্যতীতও। প্রস্তাবিত কনে দেখা শুধু বৈধই নয়, বরং মুস্তাহাবও বটে।[১০০০]

এ অনুচ্ছেদের হাদিস অধিকাংশের মাজহাবের দলিল। যেনো এই হাদিসে ''انظر و اليها'' নির্দেশসূচক শব্দ অধিকাংশের মতে প্রযোজ্য মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে। ওয়াজিব না হওয়ার নির্দশন মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.-এর হাদিস। তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها''[١٠٠١]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারো অন্তরে কোনো মহিলার বিয়ের প্রস্তাব প্রক্ষিপ্ত করেন, তখন তাকে দেখাতে কোনো সমস্যা নেই।'

হজরত আবু হুমায়দ রা. বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبته وان كانت لا تعلم''[١٠٠٢]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো রমণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে তখন তাকে দেখাতে কোনো গোনাহ নেই। তবে সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে শুধু তার বিয়ের প্রস্তাবের কারণেই। যদিও সে কনে নাই জানুক।'

করেছেন। অবৈধতার কোনো বর্ণনা তিনি ইমাম মালেক রহ. এর সংগে সংশ্লিষ্ট উল্লেখ করেননি। অবশ্য তিনি লিখেন, 'তবে ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, আমি রমণীর বেখবর অবস্থায় পুরুষ কর্তৃক তার দিকে দৃষ্টিপাত করার বিষয়টিকে মাকরূহ মনে করি। কেনোনা, তখন রমণীর ছতরের দিকে নজর পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।' যেমন, ইমাম মালেক রহ.-এর মতে অনুমতি ব্যতীতও দৃষ্টিপাত করা বৈধ। তবে প্রস্তাবিত মহিলাকে জানিয়ে দেখতে হবে। দ্র., শরহে নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৬, باب ندب من أراد نكاح امرأة الى أن ينظر الى وجهها الخ । -সংকলক।

[১০০০] মোল্লা আলি কারি রহ. লিখেন, এটা মানদূব। কেনোনা, এটি বিয়ে অর্জনের কারণ। আর বিয়ে হলো, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। -মিরকাত : ৬/১৯৮, باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الثاني । মূল বক্তব্যে উল্লিখিত অধিকাংশের মাজহাব মিরকাত : ৬/১৯৫ হতে গৃহীত। তাছাড়া আল্লামা নববি রহ. বলেন, আমাদের সাথিগণ বলেছেন, রমণীর দিকে বিয়ের প্রস্তাবের আগে দেখা মুস্তাহাব। সুতরাং যদি সে সেই রমণীকে অপছন্দ করে, তাহলে কোনো কষ্ট দেওয়া ব্যতীতই তাকে ত্যাগ করতে পারবে। তবে প্রস্তাবের পরে পরিহার করার বিষয়টি এর বিপরীত। -শরহে নববি : ১/৪৪৭।

প্রস্তাবিত কনে দেখার বৈধতা কি যৌন কামনা ব্যতীত শর্ত, নাকি যৌন কামনা হলেও বৈধ? এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/১১৯, باب النظر إلى المرأة قبل التزويج , আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২১৩-২১৪, রদদুল মুহতার ভিন্ন দুররুল মুখতার : ৫/২৩৭, كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس । -সংকলক।

[১০০১] হাকেম রহ. এই বর্ণনাটি ফাজাইলে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা আনসারি রা. (৩/৪৩৪)-তে উল্লেখ করেছেন। দ্র., নাসবুর রায়া : ৪/২৪১, فصل في الوطئ والنظر والمس , সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৪, باب النظر إلى المرأة إذا اراد أن يتزوجها । -সংকলক।

[১০০২] এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও বাজ্জার। তাবারানি বর্ণনা করেছেন আওসাত ও কাবিরে। আহমদের বর্ণনাকারিগণ সহিহ বোখারির হাদিসের বর্ণনাকারি। দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/২৭৬, باب النظر إلى من يريد تزويجها । -সংকলক।

অধিকাংশের মতে, বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত শুধু চেহারা এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত সীমিত। আওজায়ি রহ. বলেন, ''يجتهد وينظر الى ما يريد منها الا العورة'' সে তার যে কোনো স্থান ইচ্ছা করে তা দেখতে পারবে। ব্যতিক্রম শুধু পর্দার স্থান। ইবনে হাজম রহ. বলেন, শরিরের সর্বাংশ দেখতে পারবে।[১০০৩] এটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত বক্তব্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৬ : বিয়ের ঘোষণা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৭)

١٠٩٠ -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ.

১০৯০। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে হাতেম জুমাহি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হারাম এবং হালালের মধ্যে পার্থক্য হলো, দফ ও প্রচার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, জাবের ও রুবাইয়্যি' বিনতে মুয়াওয়িয রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে হাতেমের হাদিসটি حسن।

আবু বাল্‌জের নাম হলো, ইয়াহইয়া ইবনে আবু সুলায়ম। তাকে ইবনে সুলায়মও বলা হয়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেম শৈশবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন।

١٠٩١ -عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ

১০৯১। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ বিয়ের বিষয়টি তোমরা প্রচার করো এবং বিয়ের আক্‌দ করো মসজিদগুলোতে এবং বিয়ে উপলক্ষে দফ বাজাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে حسن غريب।

ঈসা ইবনে মাইমুন আনসারিকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। তাহলে যে ঈসা ইবনে মাইমুন ইবনে আবু নাজিহ হতে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন, তিনি সেকাহ।

[১০০৩] দ্র., ফতহুল বারি : ৯/১৮২, باب النظر إلى المرأة قبل التزويج। হাফেজ রহ. এ স্থানে ইমাম আহমদ রহ.-এর মাজহাব সংক্রান্ত তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ১. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো। ২. যে স্থান অধিকাংশ সময়ে প্রকাশ্য থাকে, সেদিকে তাকাতে পারবে। ৩. তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পারবে।

৪. আল্লামা নববি রহ. দাউদে জাহেরিরও এই মাজহাব বর্ণনা করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, এটি সুস্পষ্ট ভুল। সুন্নত ও ইজমার মূলনীতির বিপরীত। -শরহে নববি : ১/৪৫৬। -সংকলক।

١٠٩٢ -عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَدَخَلَ عَلٰى غَدَاةَ بُنِيَ بِيْ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوْفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ إِلٰى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ (وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ) فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أُسْكُتِيْ عَنْ هٰذَا وَقُوْلِي الَّذِيْ كُنْتِي تَقُوْلِيْنَ قَبْلَهَا.

১০৯২। **অর্থ :** রুবাইয়্যি' বিনতে মুয়াওয়িজ রা. বলেন, আমার মধুরাত্রি যাপনের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করে আমার বিছানার ওপর বসলেন। যেমন, তুমি আমার নিকট বসেছো। তখন আমাদের কিছু সংখ্যক ছোট ছোট বালিকা দফ বাজাচ্ছিলো এবং আমাদের যেসব পিতা-প্রপিতা বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন তাদের শোকগাঁথা গাইছিলো। এমনকি তাদের মধ্য হতে একজন এই ছন্দ গাইলো- وفينا نبي يعلم ما في غد (আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন যিনি আগামিকালের বিষয়ও জানেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, এটা বলো না। তুমি আগে যা বলছিলে সেটা বলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن الربيع [১০০৪] بنت معوذ قالت : ''جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني''

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, হজরত রুবাইয়্যি' রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পর নারী এবং গায়রে মাহরাম ছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট কিভাবে তাশরিফ নিলেন?

জবাব : এর এক জবাব তো এই দেওয়া হয় যে, মহিলাদের পর্দার হুকুম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ছিলো না। তবে এই জবাবটি তখনই সঠিক হতে পারে, যখন পর্দার হুকুমের বিশেষত্বের ওপর কোরআন-হাদিসের কোনো দলিল কায়েম হয়।[১০০৫]

[১০০৪] সহিহ বোখারি : ২/৭৭৩ باب ضرب الدف للنكاح والوليمة, সুনানে আবু দাউদ : ২/৬৭৪ كتاب الأدب، باب في الغناء। -সংকলক।

[১০০৫] তবে ইবনে হাজার রহ. এ জবাবটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শক্তিশালী দলিলসমূহের আলোকে আমাদের নিকট যে জিনিসটি স্পষ্ট হয়েছে সেটি হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পর নারীর সংগে নির্জনতা অবলম্বন ও তাকে দর্শন তাঁর জন্য বৈধ। এটি সহিহ জবাব। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের ঘটনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁর নিকট ঘুমিয়েছিলেন এবং তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উকুন বেছেছিলেন। অথচ তাঁদের দু'জনের মধ্যে মাহরাম কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক ছিলো না। -ফতহুল বারি : ৯/২০৩, باب ضرب الدف في النكاح والوليمة। আইনি রহ.ও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য রেখে বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত জবাবটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/১৩৬, باب ضرب الدف في النكاح والوليمة।

সুতরাং বিশুদ্ধ জবাব হলো, হয়তো এটা পর্দার হুকুম নাজিল হওয়ার আগেকার ঘটনা। আর যদি পর্দার হুকুম নাজিল হওয়ার পরের ঘটনা হয়। তবুও বলা যেতে পারে যে, চেহারা ও দুই হাতের তালু পর্দার হুকুম হতে ব্যতিক্রমভুক্ত। তবে ফিতনার কারণে এগুলো গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১০০৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় যেহেতু ফিতনার সামান্যতম আশঙ্কাও ছিলো না, তাই তাঁর ক্ষেত্রে এটা ছিলো বৈধ।

وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر. الى ان قالت احداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسكتي عن هذه، وقولى التي كنت تقولين قبلها''

এই হাদিসের সর্বশেষ বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, বিয়ের ঘোষণা দফ বাজিয়ে এবং গান গেয়ে করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, তা সীমার ভেতরে থাকবে। তাতে গান-বাদ্যের অন্যান্য উপকরণ এবং সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করা নিষেধ ।

গান-বাদ্যের শরয়ি বিধান

এই বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করে অনেক সুফি এবং এ যুগের অনেক আধুনিকতাবাদী বলেছেন যে, গান-বাদ্য বৈধ।

তবে এ দলিলটি যে বাতিল এটা স্পষ্ট। কেনোনা, বর্ণনায় শুধু দফ শব্দের উল্লেখ আছে। যেটি বাদ্যযন্ত্রের শামিল নয়। বাকি আছে গানের বিষয়টি। এ সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোনো আনন্দের মুহূর্তে সীমার ভেতরে হতে বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত এর বৈধতা সর্বসম্মত বিষয়। সারকথা, কোনোক্রমেই এ হাদিসটি দ্বারা বাদ্যের বৈধতার দলিল হতে পারে না।

এ ধরনের উপকরণের প্রকারসমূহ

এই মাসআলাটির বিস্তারিত বর্ণনা হলো, এ ধরনের উপকরণ তিন প্রকার।

এক. সেসব উপকরণ যেগুলো মূলত ঘোষণা ইত্যাদির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য ক্রীড়া-

---

তবে বাস্তব ঘটনা হলো, বৈশিষ্ট্যের দাবি করার জন্য মজবুত দলিলের প্রয়োজন। বাকি আছে, উম্মে হারাম রা.-এর ঘটনা। তাঁর সম্পর্কে বক্তব্য হলো, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহরাম ছিলেন। এজন্য আল্লামা নববি রহ. বলেন, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছে, যে, উম্মে হারাম রা. ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহরাম। অবশ্য এর ধরণ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইবনে আবদুল বার রহ. প্রমুখ বলেছেন, তিনি ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ সম্পর্কিত খালাদের একজন। অন্যরা বলেছেন, বরং তিনি ছিলেন তাঁর পিতা কিংবা দাদার খালা। কেনোনা, আবদুল মুত্তালিবের মা ছিলেন বনু নাজ্জারের। -শরহে নববি : ২/১৪১, كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر ।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের যে বিষয়টি -এর দুটি জবাবতো মূল বক্তব্যেই এসেছে। তাছাড়া আল্লামা কিরমানী রহ. এই সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন যে, فجلس على فراشي كمجلسك مني বাক্যে مجلسك শব্দের লামের মধ্যে যবর হবে। তখন এই শব্দটি جلوس তথা বসার অর্থে ব্যবহৃত হবে। ফলে হাফেজ রহ.-এর উক্তি অনুসারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। তাছাড়া আল্লামা কিরমানি রহ. مجلسك শব্দের সুরতে আরেকটি জবাব দিয়েছেন যে, হতে পারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো নিকটবর্তী হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু পর্দার আড়ালে ছিলেন। (১৯/১০৯, ফতহুল বারি : ৯/২০৩)। -সংকলক।

[১০০৩] তানবিরুল আবসার ও দুররে মুখতার ফাতওয়া শামিসহ : ৫/২৩৬-২৩৭ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس । -সংকলক।

কৌতুক ও ফূর্তি নয়। এটি আরেকটি বিষয় যে, তাতে মজা অনুভূত হতে শুরু করে। যেমন, দফ, নাককারা, ঘণ্টি ইত্যাদি এগুলো ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।

দুই. সেসব উপকরণ যেগুলো আনন্দ ও ক্রীড়া কৌতুকের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং ফাসেকদের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন। যেমন, সেতারা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

তিন. সেসব উপকরণ যেগুলো যদিও ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবে ফাসেকদের বিশেষ নিদর্শন নয়। গাজালি রহ.-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তবলা। ইমাম গাজালি রহ. এবং অনেক সুফি বিশেষ শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছেন। যেমন, একটি শর্ত হলো, গায়ক কোনো শ্মশ্রুহীন বালক এবং পরনারী হতে পারবে না। দ্বিতীয়তো এতে যেসব কাপড় পরা হবে সেগুলো শরিয়তের বিপরীত হতে পারবে না। তৃতীয়তো উদ্দেশ্য হবে মনের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করা, ক্রীড়া কৌতুক নয়।[১০০৭] কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতে, গাজালি রহ. প্রমুখের এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বাদ্যের সমস্ত যন্ত্র ও উপকরণ যেগুলো ক্রীড়া কৌতুকের জন্য তৈরি করা হয়েছে, নির্বিশেষে এগুলো সব অবৈধ।

হারামের দলিলসমূহ

অধিকাংশের দলিলসমূহ নিম্নেযুক্ত,

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী,

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم[১০০৮]

(এক শ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ হতে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে)। এই আয়াতে 'لهو الحديث' দ্বারা উদ্দেশ্য গান এবং বাদ্যযন্ত্র। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে এর এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে।[১০০৯]

২. কোরআনে কারিমের আয়াত ''واستفزز من استطعت منهم بصوتك''[১০১০]

"তুই সত্যচ্যুত, তাদের মধ্য হতে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা আক্রমণ কর" এতে صوت الشيطان এর তাফসির গান এবং বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা করা হয়েছে। যেমন হজরত মুজাহিদ থেকে এটি বর্ণিত।[১০১১]

[১০০৭] ওপরযুক্ত বিষয়টি ইহইয়াউল উলুম (২/২৮১-২৮৩, كتاب آداب السماع والوجد، الباب الأول في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه، العوارض المحرمة للسماع.) হতে গৃহীত। আল্লামা জুবাইদি রহ. সোহরাওয়ার্দি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন, যেসব ফকিহ এটাকে বৈধ বলেছেন, তাঁরাও এটাকে মসজিদে ও সম্মানিত ভূমিতে প্রকাশে করার মতপোষণ করেন না। -ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৬/৪৫৭। -সংকলক।

[১০০৮] সূরা লোকমান : আয়াত-৬, পারা-২১। -সংকলক।

[১০০৯] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার বিশুদ্ধ সনদে তার হতে এর ব্যাখ্যা هو والله الغناء শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি ইমাম হাকেম রহ. ও বায়হাকি রহ. বর্ণনা করেছেন। এটাকে সনদগতভাবেও বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া বায়হাকিতে ইবনে আব্বাস রা. হতেও এ ব্যাখ্যা هو الغناء وأشباهه শব্দে বর্ণিত আছে। ওপরযুক্ত সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য দ্র., নায়লুল আওতার : ৮/১০৩, أبواب السبق والرمي، باب ما جاء في آلة اللهو। -সংকলক।

[১০১০] সূরা ইসরা : আয়াত-৬৪, পারা-১৫। -সংকলক।

[১০১১] সূরা ইসরা : আয়াত-৬৪, পারা-১৫। -সংকলক

৩. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكونه وانتم سامدون

(তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্য বোদ করছো" এবং হাসছ-ক্রন্দন করছোনা? তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছো)

আবু উবায়দা রহ. বলেন যে, হিমইয়ারি ভাষায় 'سمود' বলা হয় গানকে। ইকরিমা রহ. হতেও এটাই বর্ণিত আছে। তাছাড়া ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এটা হলো ইয়ামানি ভাষায় গান।[১০১২]

৪. সহিহ বোখারিতে[১০১৩] হজরত আবু মালেক আশ'আরি রা. হতে একটি মারফু' হাদিস বর্ণিত আছে,

''ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر[১০১৪] والحرير والخمر والمعازف''

'আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় হবে যারা লজ্জাস্থান, রেশমি পোশাক, শরাব এবং গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে'।

৫. সুনানে ইবনে মাজাহতে[১০১৫] মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে,

قل: كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل اصبعيه في أذنيه، ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم''

'তিনি বলেন, ইবনে উমর রা.-এর সংগে আমি ছিলাম। তিনি তবলার শব্দ শুনে তাঁর দুই কানে আঙুলদ্বয় প্রবিষ্ট করলেন। তারপর পেছন দিকে সরে আসলেন। এমন তিনি তিনবার করলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করেছেন।'

এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ইমাম আবু দাউদ রহ. এ বর্ণনাটিকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন।[১০১৬] লূলুয়ির কপিতে অনুরূপ আছে।

এর জবাব হলো, হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তালখিসে এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর এর ওপর নিরবতা অবলম্বন করেছেন[১০১৭]। এটা তাঁর মতে, হাদিস দলিলযোগ্য হওয়ার নিদর্শন। এ কারণে আবু দাউদ কর্তৃক মুনকার সাব্যস্ত করা হয়তো কোনো বিশেষ সূত্রের কারণে কিংবা মুনকার দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য গরিব। পূর্ববর্তীদের

[১০১২] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., রূহুল মা'আনি : ২৭/৭২, সূরা কামারের আগে।

প্রকাশ থাকে যে, শীর্ষস্থানীয় সুফিসাধক শায়খ সোহরাওয়ার্দি রহ.ও নিজ গ্রন্থ আওয়ারিফুল মা'আরিফে ওপরযুক্ত তিনটি আয়াত দ্বারা গান হারাম হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেছেন। আহকামুল কোরআন : শায়খ মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. : ৩/২০৫। তাছাড়া ولا يشهدن الزور আয়াত (সূরা ফুরকান : আয়াত-৭২, পারা-১৯) দ্বারা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা, মুজাহিদ এবং আবু হানিফা রহ. হতেও এর একটি ব্যাখ্যা 'গান' বলে বর্ণিত আছে। সূত্র ঐ। -সংকলক।

[১০১৩] ২/৮৩৭, كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه। -সংকলক।

[১০১৪] الحر এর অর্থ হলো লজ্জাস্থান। মূলত শব্দটি ছিলো حرح। এর বহুবচন أحراح। আবার অনেকে এটির রায়ের মধ্যে তাশদিদ যুক্ত করেন। তবে এটি আফজাল নয়। তাশদিদ শূন্য হলে এটি في حرح হবে في حرر এ নয়। -নিহায়া : ১/৩৬৬, মাদ্দা حرر। -সংকলক।

[১০১৫] পৃষ্ঠা-১৩৭ أبواب النكاح، باب الغناء والدف। -সংকলক।

[১০১৬] দ্র., সুনানে আবু দাউদ : ২/৬৭৪, كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر। -সংকলক।

[১০১৭] নায়লুল আওতার : ৮/১০০। -সংকলক।

কিতাবাদিতে এ ধরনের প্রয়োগের প্রচুর নজির পাওয়া যায়।[১০১৮] সুতরাং এ হাদিসটিকে পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ হতে মুনকার সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।[১০১৯]

৬. সুনানে তিরমিযীতে[১০২০] হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.-এর হাদিস আছে,

''ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في هذه الامة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال : اذا ظهرت القيان[১০২১] والمعازف[১০২২] وشربت الخمور''

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ উম্মতের মাঝে ভূমিধ্বস ও বিকৃতি এবং প্রস্তর বর্ষণ হবে। তারপর একজন মুসলমান বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কখন হবে এসব? জবাবে তিনি বললেন, যখন বাঁদি ও গান-বাদ্যের প্রকাশ্যে প্রচলন হবে এবং শরাব পান শুরু হবে।'

গান-বাদ্য অবৈধ হওয়ার ওপর এসব হাদিস ব্যতীতও আরো অনেক হাদিস আছে। ওয়ালিদ মাজিদ হজরত মাওলানা মুফতি শফি সাহেব রহ. স্বীয় আরবি পুস্তিকা 'কাশফুল আনা আনওয়াসফিল গানা'তে সেগুলো সংকলন

[১০১৮] যার বিশদ বর্ণনা হলো, পরিভাষায় মুনকার বলা হয় এমন বর্ণনাকে, যেটি কোনো জয়িফ বর্ণনাকারি সেকাহ বর্ণনাকারির বিপরীত বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস : ৯৫। তবে উসুলে হাদিসের এই পরিভাষাগুলো পূর্ববর্তীদের যুগে এতোটা সুবিন্যস্ত ও সংরক্ষিতরূপে ছিলো না। যতোটা সুবিন্যস্ত-সংরক্ষিত হয়েছে পরবর্তীদের যুগে। এ কারণে, মুতাকাদ্দিমিনের যুগে একটি পরিভাষাকে অপর পরিভাষার স্থলে ব্যবহার করা হতো। অথচ পরবর্তীদের নিকট আবশ্যক করা হয়, যাতে প্রতিটি পরিভাষা সুনির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তারপর বুঝে রাখতে হবে যে, মুতাকাদ্দিমিন মুনকার শব্দ বলে অনেক সময় গরিব (যার বর্ণনাকারি একক যদিও তিনি সেকাহই হোন না কেনো) উদ্দেশ্য করতেন। এই বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. আররাফউ ওয়াত তাকমিল ফিল জারহি ওয়াততা'দীল : ২০০-২০৩ সতর্ক বাণী নং-৭ : فى الفرق بين قولهم حديث منكر ومنكر الحديث، ويروى المناكير।

এ বর্ণনায়ও এই সম্ভাবনা পূর্ণভাবে আছে যে, ইমাম আবু দাউদ রহ. এটিকে যে মুনকার বলেছেন, এটি মুতাকাদ্দিমিনের পরিভাষা অনুযায়ি বলেছেন। অর্থাৎ, মুনকার বলে এখানে গরিব উদ্দেশ্য করেছেন। যদিও প্রধান হলো, মুনকারতো দূরে থাক, এই বর্ণনাটি গরিবও নয়। কেনোনা, যারা এটিকে গরিব সাব্যস্ত করেছেন তারা সুলায়মান ইবনে মুসাকে একক সাব্যস্ত করেন। অথচ সুলায়মান এই বর্ণনায় একক নন। মুসনাদে আবু ইয়ালাতে মাইমুন ইবনে মিহরান এবং তাবারানিতে মুতইম ইবনে মিকদাম সান'আনি তাঁর মুতাবা'আত করেছেন। -আওনুল মা'বুদ : ৪/৪৩৪-৪৩৫, كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر। -সংকলক।

[১০১৯] বজলুল মাজহুদ, গ্রন্থকার (১৯/১৬৬, الأدب، كرهية الغناء والزمر)। লিখেন, 'ইমাম আবু দাউদ রহ. যে, এ হাদিসটিকে মুনকার বলেছেন, এর বর্ণনাকারিগণ সেকাহ। তাঁর চেয়ে সেকাহ বর্ণনাকারিদের বিরোধীও নন والله اعلم।'

আওনুল মা'বুদ (৪/৪৩৪) গ্রন্থকার লিখেন, মুনকার হওয়ার কারণ জানা যায়নি। কেনোনা, এ হাদিসের সমস্ত বর্ণনাকারি সেকাহ। তাঁদের চেয়ে বেশি সেকাহ বর্ণনাকারিদের বর্ণনার বিপরীতও নয়। -সংকলক।

[১০২০] أبواب الفتن، باب بلا ترجمة قبيل باب ما جاء في قول النبي صلي الله عليه وسلم ''بعثت أنا والساعة كهاتين'' 2/58। -সংকলক।

[১০২১] القيان : قينة এর বহুবচন। অর্থাৎ, বাঁদি। অনেক সময় এ শব্দটি গায়িকা বাঁদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর একটি বহুবচন قينات আসে। দ্র., নিহায়া : ৪/১৩৫। -সংকলক।

[১০২২] معازف : معزفة এর বহুবচন। গান-বাদ্যের উপকরণ। -সংকলক।

করেছেন। এই পুস্তিকাটি আহকামুল কোরআনের একটি অংশ।[১০২৩] এই পুস্তিকাতে তিনি এ বিষয়ক ৩২টি হাদিস সংকলন করেছেন। তার মধ্যে অনেকগুলো সহিহ, কোনোটি হাসান, আবার কোনোটি জয়িফ। তবে এর সমষ্টি বাদ্যযন্ত্রের অবৈধতা দলিলের জন্য যথেষ্ট।[১০২৪]

[১০২৩] মুফতি সাহেব রহ.-এর রিসালা السعي الحثيث في تفسير لهو الحديث এর একটি অংশের মর্যাদা রাখে। এই দুটি রিসালা আহকামুল কোরআনে শামিল হয়েছে। দ্র., (৩/১৮৪-২৬০)। নতুন সংস্করণ, ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যা, করাচি। -সংকলক।

[১০২৪] এসব বর্ণনার ইজমালি তালেকা উৎসের বরাতসহ নিম্নেযুক্ত– ১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা। সুনানে আবু দাউদ : ২/৫১৯ كتاب الأشربة باب ما جاء في السكر, মুসনাদে আহমদ : ২/১৫৮। ২. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা : ২/৫২০ باب في الأوعية, মুসনাদে আহমদ : ১/২৮৯, সুনানে কুবরা বায়হাকি : ১০/২২১, كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي أبواب الفتن باب (بلا ترجمة) بعد, । ৩. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সুনানে তিরমিযী : ২/৫৪, من المعازف والمزامير ونحوها باب ما جاء في أشراط الساعة ৪. আলি ইবনে আবু তালেব রা. এর বর্ণনা। সূত্র ওই। ৫. ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা। নায়লুল আওতার : ৮/১০৪, باب ما جاء في آلة اللهو মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে। ৬. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা। সূত্র ঐ। ৭. আলি রা.-এর বর্ণনা। ইবনে গায়লান এটি বর্ণনা করেছেন। সূত্র ওই। ৮. উমর রা.-এর বর্ণনা। তাবারানি সূত্রে ঐ। ৯. আলি রা.-এর বর্ণনা। এটি বর্ণনা করেছেন কাসেম ইবনে সাল্লাম। সূত্র ওই। ১০. আবু উমামা রা.-এর বর্ণনা। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল : ৫/২৫৭। কানজুল উম্মাল : ১১/৪৪৩-৪৪৪, নং-৩২০৮৯, সংকেত ط، حم، طب । ১১. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা। বায়হাকি : ১০/২২২ كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف، والمزامير ونحوها । ১২. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা। আহকামুল কোরআনে (৩/২০৯) মুসাদ্দাদ এবং ইবনে হাব্বান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া দ্র. কানজুল উম্মাল : ১৪/২৮১, كتاب القيامة، الخسف والمسخ । ১৩. সাহল ইবনে সাদ রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল। সূত্র ঐ। আবদ ইবনে হুমাইদের বাতে। ইবনে আবিদ দুনইয়া ও ইবনে নাজ্জার সূত্রে। তাছাড়া দ্র. সুনানে ইবনে মাজাহ (২৯৫, كتاب الفتن، باب الخسوف)। ১৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা। সুনানে কুবরা বায়হাকি : ১০/২২৩, باب الرجل يغني, সুনানে আবু দাউদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ সম্পাদিত। (৪/২৮৩, كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر) কানজুল উম্মাল : ১৫/২১৮-২১৯, নং-৪০৬৫৮ التغني المحظور كتاب اللهو واللعب بحوالة ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي । ১৫. আলি রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২২৭, নং-৪০৬৯৩, দারাকুতনি সূত্রে। ১৬. আনাস রহ.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২৩০, নং-৪০৬৬৯ التغني المحظور بحور بحوالة ابن مصري في اماليه وتاريخ ابن ابي عساكر। ১৭. সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২২১-২২২, নং-৪০৬৭১, التغني المحظور । বায়হাকি তাবারানি ও দায়লামি সূত্রে। তাছাড়া দ্র., সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৭ أبواب الحدود، باب المخنثين । ১৮. আলি রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২২২, নং-৪০৬৭৩, হাকিমের তারিখ ও দায়লামি সূত্রে। ১৯. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা। আহকামুল কোরআন : ৩/২১০। এই বর্ণনাটি শাব্দিক কিছু পার্থক্য সহকারে এই টীকার দ্বিতীয় নম্বরে এসেছে। ২০. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা। আহকামুল কোরআন : ৩/২১১, দায়লামি সূত্রে। অবশ্য কানজুল উম্মালে : ১৫/২২০, নং-৪০৬৬৫, দায়লামি সূত্রেই হজরত জাবের রা.-এর দিকে সম্বযুক্ত। ২১. হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২২০, নং-৪০৬৬৮, দায়লামি সূত্রে। ২২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২২০, নং-৪০৬৬৭। তাছাড়া দ্র., নং-৪০৬৭০, দায়লামি-আনাস রা. সূত্রে। ২৩. আবু মুসা আশআরী রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২১৯, নং-৪০৬৬০, হাকেম তিরমিযী সূত্রে। ২৪. আনাস রা. ও হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২২২, নং-৪০৬৭২, ইবনে মারদুওয়াইহ ও বাজ্জার সূত্রে। এটি কানজুল উম্মালে জিয়া হতে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হজরত আনাস রা. হতেও একটি বর্ণনা আছে। (২১৯, নং-৪০৬৬১), ২৫. ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : নং-৪০৬৬২, তাবারানি ও খাত্তাবি সূত্রে। ২৬. আলি রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ১৫/২২৬, নং-৪০৬৮৮, আল-গিনা, মুসনাদে আবু ইয়ালা সূত্রে। ২৭. জায়দ

বৈধতার প্রবক্তাদের দলিলগুলো ও এসবের জবাব

সে সব বর্ণনার প্রতি এবার একটু দৃষ্টিপাত করা উচিত, যেগুলো দ্বারা বর্তমান যুগের আধুনিকতাবাদী ও সুফিরা গান-বাদ্যের বৈধতার ওপর দলিল পেশ করেন।

এক. তাদের প্রথম দলিল হজরত রুবাইয়্যি' বিনতে মুয়াওয়াজ রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তবে এর জবাব আগে প্রদত্ত হয়েছে যে, আনন্দের স্থানে দফ (তাম্বুর) বাজানো বৈধ।

দুই. দ্বিতীয় দলিল সহিহ বোখারিতে[১৩২৫] হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত হাদিস,

قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث، قالت : وليسنا بمغننيتين، فقال أبو بكر: ابمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابا بكر! ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا''

'তিনি বলেন, একবার হজরত আবু বকর রা. আমার নিকট প্রবেশ করলেন, তখন আমার নিকট ছিলো আনসারি দুইজন কুমারি। বু'আসের যুদ্ধে আনসারিদের যে উক্তি ছিলো সেগুলো দিয়ে তারা গান গাইছিলো। আয়েশা রা. বলেন, আসলে তারা দুইজন গায়িকা ছিলো না। তখন আবু বকর রা. বলেন, আরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এসব? এটা ঘটেছিলো ঈদের দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবি বকর! প্রতিটি জাতির একটি ঈদ আছে। এটা হলো, আমাদের ঈদ।'

তবে এর জবাব হলো, এই গান, বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত এমনিই হয়েছে। কিংবা শুধু দফ সহকারে তা হয়েছিলো। খুশির স্থলে এমন করা বৈধ।[১৩২৬]

ইবনে আরকাম রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : নং-৪০৬৯১, হাসান ইবনে সুফিয়ান ও দায়লামি সূত্রে। ২৮. আবু উমামা রা.-এর বর্ণনা। কানজুল উম্মাল : ৪/৩৯, নং-৯৩৯৪ المكاسب المحظرة، الاكمال بحوالة لبن ابي الدنيا ولبن مردويه । ২৯. আয়েশা রা.-এর বর্ণনা। এটি তাবারানি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ' : ৪/৯১ باب في ثمن القينة، كتاب البيوع ।

এখানে ২৯টি বর্ণনার মূল সূত্রের বরাত দেওয়া হয়েছে। তিনটি বর্ণনা মূল বক্তব্যে এসেছে। এভাবে মোট ৩২টি বর্ণনা হলো। এ সবগুলো বর্ণনা আহকামুল কোরআনে (৩/২০৫-২১৩) একত্রে দেখা যেতে পারে। হাদিস গ্রন্থাবলিতে এ এ বিষয় সংক্রান্ত আরো অনেক বর্ণনা আছে। তালাশ করার পর এই সংখ্যার সংগে আ়রো অনেক সেকাহ সংখ্যক হাদিস যোগ হতে পারে। والله اعلم ।-সংকলক।

[১৩২৫] সহিহ বোখারি : ১/১৩০, كتاب العيدين، باب السنة العيدين لأهل الإسلام, এক বর্ণনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নেযুক্ত শব্দাবলি বর্ণিত আছে, 'আবু বকর! তাদের ছেড়ে দাও। কেনোনা, এগুলো ঈদের দিবস।' (১/১৩৫ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين)। হজরত আয়েশা রা.-এর ওপরিউক্ত বর্ণনা এ দুটি স্থান ব্যতীতও বোখারির নিম্নেযুক্ত স্থানসমূহেও এসেছে। ১. ১/৪০৭----, ২. ১/৫০০ كتاب المناقب، باب قصة الحبش, ৩. ১/৫৫৯, كتاب المناقب، باب مقدم النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة। তাছাড়া দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/২৯১, كتاب العيدين، فصل في جولز لعب الجولر الصغار وغناء هن ।-সংকলক।

[১৩২৬] এই জবাবটির সমর্থন হজরত আয়েশা রা.-এর শব্দ- وليستا بمغنيتين দ্বারাও হয়। যার অর্থ হলো তাঁরা দু'জন কোনো পেশাদার গায়িকা নয়। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., ফতহুল বারি : ২/৪২ باب الحراب والدرق يوم العيد ।-সংকলক।

৩. বোখারিতে[১০২৭] হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে,

انها زفت امراة الى رجل من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فان الانصار يعجبهم اللهو

'এক আনসারি সাহাবির সংগে এক মহিলার বাসররাত্রি যাপন হয়েছিলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা! তোমাদের সংগে ক্রীড়া-কৌতুকের কোনো উপকরণ নেই। কেনোনা, আনসারিরা ক্রীড়া-কৌতুক পছন্দ করে।' এখানে لهو শব্দ ব্যাপক। গান-বাদ্যের সমস্ত যন্ত্র উপকরণকে এটি শামিল করে।

এর জবাব হলো, এখানে لهو দ্বারা উদ্দেশ্য বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত গান। এ কারণে, সুনানে ইবনে মাজাহর[১০২৮] বর্ণনায় এ হাদিসে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে,

ارسلتم معها من يغني؟ قالت : لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول :

اتيناكم اتيناكم * فحيانا وحياكم

'তোমরা কি সে কনের সংগে কোনো গায়ক পাঠিয়েছো? জবাবে তিনি বলেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আনসারিদের মধ্যে গজল গায়ক আছে। যদি কনের সংগে এমন কোনো লোক পাঠাতে যে, বলতো– اتيناكم اتيناكم * فحيانا وحياكم তবে ভালোই হতো।

কিংবা বেশির চেয়ে বেশি এর দ্বারা দফ সহকারে গান উদ্দেশ্য। এক বর্ণনা আছে فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟'' অর্থাৎ, তোমরা কনের সংগে কি এমন কোনো কুমারি পাঠিয়েছে যে, দফ (তাম্বুরা) বাজাবে এবং গান গাইবে।[১০২৯] সারকথা, বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত গান কিংবা দফ সহকারে গান উভয়টি বৈধ। বিশেষত খুশির স্থলে।

৪. উমদাতুল কারিতে[১০৩০] বর্ণিত একটি হাদিসও তাদের দলিল।

عمر بن شبه عن ابي عاصم النبيل حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال : كان لداوٗد عليه الصلاة السلام معزفة يتغنى عليها ويبكي ويبكى.

'হজরত উবাইদ ইবনে উমায়ের বলেন, দাউদ আ.-এর বাদ্যযন্ত্র ছিলো। তিনি তা দিয়ে গান গাইতেন, কাঁদতেন আর কাঁদাতেন।'

[১০২৭] ২/৭৭৫, كتاب النكاح، باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها। -সংকলক।

[১০২৮] পৃষ্ঠা-১৩৭ باب الغناء والدف। -সংকলক।

[১০২৯] শরিকের বর্ণনায় এই শব্দগুলোই এসেছে। ফতহুল বারি: ৯/২২৬, باب النسوة اللاتي الخ। -সংকলক।

[১০৩০] ২০/৪০, كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن। -সংকলক।

এর জবাব হলো, এ হাদিসটি ইবনে হাজার রহ.ও ফতহুল বারিতে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে বাদ্যযন্ত্রের কোনো উল্লেখ নেই।[১৩৩১] যদি মেনে নিই– আইনি রহ.-এর বর্ণনাটি ঠিক, তবুও এটি উবাইদ ইবনে উমায়েরের উক্তি মনে করা হবে। কেনোনা, যদিও তিনি তাবেয়ি সেকাহ। তা সত্ত্বেও হাফেজ রহ. লিখেছেন, তিনি ছিলেন মক্কাবাসীদের ওয়ায়েজ[১৩৩২] খাজরাজি রহ. খুলাসাতু[১৩৩৩] তাজহিবি তাহজিবিল কামাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রথম কিচ্ছা-কাহিনী বলতে শুরু করেছেন তিনি।' তাঁর এই বর্ণনাটির সম্বন্ধ তিনি না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি করেছেন, না কোনো সাহাবির দিকে। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেলো, এটা কোনো হাদিস কিংবা আছর নয়। বরং তার কিচ্ছাগুলোর মধ্য হতে একটি, যা শরয়িভাবে দলিল নয়।

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, শাওকানি রহ. গান সম্পর্কে স্বীয় পুস্তিকায়[১৩৩৪] এই বর্ণনাটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। তবে প্রবল ধারণা, এই বর্ণনায় শাওকানি রহ. কিংবা এই পুস্তিকার কোনো লেখকের ভুল হয়ে গেছে। তিনি উবাইদ ইবনে উমায়েরের পরিবর্তে এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। এর দলিল হলো, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক শাওকানি রহ.-এর নিকট ছিলো না।[১৩৩৫] সুনিশ্চিতরূপে তিনি এই বর্ণনা অন্য কোথাও হতে বর্ণনা করেছেন। আর নকলের পর নকলে এ ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়েই যায়। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ছাপার পর আহকার এই বর্ণনাটি তাতে তালাশ করেছিলো। তবে সম্ভাব্য স্থানগুলোতে যেমন, গান-বাদ্য, দফ অনুচ্ছেদ[১৩৩৬] এবং ফাজায়িলুল কোরআন পর্বে[১৩৩৭] পাওয়া গেলো না। হতে পারে কোনো সম্পর্কের কারণে অন্য কোনো অনুচ্ছেদে এসেছে।[১৩৩৮] অবশ্য আহকার এই বর্ণনাটি হাফেজ ইবনে কাসির রহ.-এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে পেয়ে গেছে। সেখানে মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকেরই সূত্রে

[১৩৩১] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. উমর ইবনে শুব্বাহ-আবু আসেম নাবিল-ইবনে জুরাইজ-আতা-উবাইদ ইবনে উমায়র সূত্রে নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন, كان داؤد عليه السلام يتغنى অর্থাৎ, হজরত দাউদ আ. যখন পাঠ করতেন তখন কাঁদতেন ও অন্যদেরও কাঁদাতেন। ফতহুল বারি : ৯/৭১। -সংকলক।

[১৩৩২] তাকরিবুত তাহজিবে (১/৫৪৪, নং-১৫৬১)। হাফেজ রহ. তাদের আলোচনা নিম্নেযুক্ত ভাষায় করেছেন, 'উবাইদ ইবনে উমায়র ইবনে কাতাদা লাইসি আবু আসেম মক্কি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. এ উক্তি করেছেন। অন্যরা তাঁকে শীর্ষস্থানীয় তাবেয়িদের শামিল করেছেন। তিনি ছিলেন, মক্কাবাসীর ওয়ায়েজ। তার সেকাহতার ব্যাপারে সবাই একমত। ইবনে উমর রা.-এর আগে ইনতেকাল করেছেন। সংকেত ع । -সংকলক।

[১৩৩৩] ২/২০৩, নং-৪৬৪৭, সাবেত বলেছেন, তিনি সর্বপ্রথম ওয়াজ করেছেন........। -সংকলক।

[১৩৩৪] যার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع । দ্র., নায়লুল আওতার : ৮/১০৬, آخر باب ما جاء في آلة اللهو । তবে চেষ্টা করেও এই পুস্তিকাটি হস্তগত হলো না। -সংকলক।

[১৩৩৫] এর কোনো সূত্র আহকার তালাশ করেও পেলো না। অবশ্য এর শক্তিশালী নিদর্শন আছে যে, এ কিতাবটি পাণ্ডুলিপি আকারে মওজুদ ছিলো, ছাপা আকারে নয়। কিছুদিন আগেই ছেপে বাজারে এসেছে। এজন্য স্পষ্ট এটাই যে, এটি শওকানি রহ.-এর নিকট হয়তো ছিলো না। والله اعلم । -সংকলক।

[১৩৩৬] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ১১/৪। -সংকলক।

[১৩৩৭] মুসান্নাফে : ৩/৩৩৫-৩৮৪। -সংকলক।

[১৩৩৮] আলহামদুলিল্লাহ, এই বর্ণনাটি أبواب القراءة في الصلوة، باب النائم والسكران والقراءة على الغناء এর অধীনে পাওয়া গেলো। দ্র., মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২/৪৮১, নং-৪১৬৫। বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত– عبد الرزاق قال أخبر نا ابن جريج قال : قلت لعطاء : القراءة على الغناء؟ قال : ما بأس بذلك، سمعت عبيد الله بن عمير يقول : كان داؤد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المعرفة فيعرف به عليه، يردد عليه صوته يريد أن يبكى بذلك ويبكى । -সংকলক।

বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বর্ণনাটি উবাইদ ইবনে উমায়েরের দিকেই সম্বন্ধযুক্ত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর দিকে না।[১০৩৯]

৫. জবাইদি রহ. ইহইয়াউল উলুমের ব্যাখ্যা ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিনে[১০৪০] উস্তাদ আবু মনসুর বাগদাদি শাফেয়ি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন,

كان عبد الله بن جعفر مع كبرشانه يصوغ الالحان لجواريه ويسمعها منهن على اوتاره''

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর উচু মর্যাদাশীল হওয়া সত্ত্বেও তার বাঁদিদের জন্য সুর তৈরি করতেন এবং তাদের কাছ হতে তাঁর বাদ্য যন্ত্রে তা শ্রবণ করতেন।

তাছাড়া তিনি বর্ণনা করেন,

كان لعبد الله ابن الزبير جوار عوادات

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. এর অনেক বীনা বাদক বাঁদি ছিলো।

হজরত ইবনে উমর রা. একবার তার নিকট এলেন।

তখন তিনি সেখানে উদ দেখলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি! তখন ইবনে জুবায়র রা. সে উদ (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) তার হাতে দিলেন। হজরত ইবনে উমর রা. এটা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর বললেন, এটা হলো শামি পাল্লা। হজরত ইবনে জুবায়র রা. জবাব দিলেন এর দ্বারা আকল পরিমাপ করা হয়।

জবাব : এসব বর্ণনা আল্লামা শাওকানি রহ.ও নায়রুল আওতারে[১০৪১] উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি এই বর্ণনাটিও আবু মুহাম্মদ ইবনে হাজম রহ. হতে বর্ণনা করেছে,

''ان رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد الله بن عمر رض وفيهن جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئا، قال : انطلق الى رجل هو امثل لك بيعا من هذا، قال : من هو؟ قال : عبد الله ابن جعفر، فعرضهم عليه، فأمر جارية منهن فقال له : خذ العود فأخذته فغنت فبايعه''

তবে সাহাবা ও তাবেয়িনের এসব বর্ণনা না সনদগতভাবে প্রমাণিত, না এগুলোর উৎস সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আছে। বাকি আছে, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা.-এর বিষয়টি। তাঁর সম্পর্কে এ কথাটি প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি গান শ্রবণে কোনো অসুবিধা মনে করতেন না।[১০৪২] কিন্তু স্পষ্টত, এই গান হতো বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত। এ কারণে, বাদ্যযন্ত্র সহকারে গানের দলিল কোনো সেকাহ বর্ণনায় পাওয়া যায় না। আহকার আল-ইসাবা[১০৪৩], আল-ইসতি'আব[১০৪৪], উসদুল গাবা[১০৪৫] এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া[১০৪৬] ইত্যাদি সমস্ত সেকাহ ইতিহাস গ্রন্থে

[১০৩৯] দ্র., আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/১১, قصة داؤد عليه السلام وما كان في أيامه الخ। তবে এতে বর্ণনাকারির নাম উল্লিখিত হয়েছে উবাইদ ইবনে উমর। সুনিশ্চিতরূপে সঠিক হলো, উবাইদ ইবনে উমায়েরই। যেমন, মূল সূত্র অর্থাৎ মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের বরাতে পেছনের টীকায় আমরা উল্লেখ করেছি। -সংকলক।

[১০৪০] ৬/৪৫৮-৪৫৯, كتاب السماع والوجد، الباب الأول، بيان الدليل على إباحة السماع। -সংকলক।

[১০৪১] ৮/১০৪, باب ما جاء في آلة اللهو। -সংকলক।

[১০৪২] এই উক্তি করেছেন ইবনে আবদুল বার ইসতি'আবে : ২/২৬৭। -সংকলক।

[১০৪৩] ২/২৮০-২৮১, নং-৪৫৯১। এতে গান সংক্রান্ত কোনো প্রকার বর্ণনার উল্লেখ নেই।

[১০৪৪] আল-ইসাবা : ২/২৬৬-২৬৮। এই বর্ণনাটি শুধু সাধারণ গান সংক্রান্ত।

তালাশ করেছে। বাদ্যযন্ত্রসহকারে গান শোনার ওপর কোনো সেকাহ বর্ণনা পায়নি। বর্ণনাগুলোতে শুধু গানের উল্লেখ আছে, বাদ্যযন্ত্রের কোনো উল্লেখ নেই। এমনকি হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. স্বীয় তারিখে হজরত ইবনে জাফর রা.-এর আলোচনা প্রায় ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী করেছেন।[১৩৪৭] স্বীয় রীতি অনুযায়ি তাতে সব ধরনের সেকাহ ও অসেকাহ বর্ণনা সংকলন করেছেন। তবে তাতে শুধু গানের উল্লেখ আছে। বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোনার কোনো আলোচনা নেই। এটা এর স্পষ্ট দলিল যে, এসব বর্ণনা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা.-এর দিকে গলদভাবে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং সূত্রহীন, সনদ বিহীন বর্ণনার কোনো মূল্য নেই।[১৩৪৮]

বাদ্যহীন গানের বিধান

যদি আনন্দের স্থানে এটা হয়। কিংবা মানুষ নিঃসঙ্গতা বা ভীতি দূর করার জন্য গান গায়, তবে এটা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। তবে শর্ত হলো, কাব্যের অর্থ শরিয়ত বিপরীত না হতে হবে। যেমন, তাতে কোনো সুনির্দিষ্ট রমণীর নাম নিয়ে যৌবন ও প্রেমবিদদের প্রেমপ্রীতির আলোচনা থাকতে পারবে না। যেসব হানাফি হতে সেসব স্থানেও গান মাকরূহ হওয়ার উক্তি বর্ণিত আছে, সেটি বৈধ আলোচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সারকথা, প্রধান হলো, যদি স্বাভাবিক সরলতা নিয়ে গান হয় এবং এটাকে অভ্যাসে বা পেশা না বানানো হয়, তবে এর অবকাশ রয়েছে।[১৩৪৯]

তবে প্রকাশ থাকে যে, ওপরযুক্ত গানের বৈধতা সে সুরতের সংগে সীমাবদ্ধ, যখন গান পরনারী হতে না শুনে। পরনারী হতে গান শোনা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনকি গাজালি রহ.ও এটাকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, পেছনে এ বিষয় বলা হয়েছে।

তবে এর ওপর মুসনাদে আহমদ[১৩৫০] এবং তাবারানির একটি হাদিস দ্বারা প্রশ্ন হয়,

عن السائب ابن يزيد ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يا عائشة! تعرفين هذه؟ قالت : لا يا نبي الله! فقال : هذه قينة بني فلان، تحبين ان تغنيك؟ قالت : نعم قال : فأعطاها طبقا فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد نفخ الشيطان في منخريها''

[১৩৪৫] ৩/১৩৩-১৩৫ (গান সংক্রান্ত কোনো প্রকার বর্ণনা বর্ণিত নেই)। -সংকলক।

[১৩৪৬] ৯/৩৩-৩৪। শুধু সাধারণ গানের বর্ণনা আছে। -সংকলক।

[১৩৪৭] তাহজিব : তারিখে ইবনে আসাকির : খণ্ড-৭, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা.-এর আলোচনায় (৩২৫-৩৪৪ পর্যন্ত আছে)। এগুলোতে গানের শুধু দুটি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। -সংকলক।

[১৩৪৮] আল্লামা জুবাইদি রহ. গানের দলিল উল্লেখ করেছেন হজরত উমর রা. (ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন), উসমান ইবনে আফফান রা. (এটি বর্ণনা করেছেন মাওয়ারদি হাবি হতে), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (আবু বকর ইবনে আবু শায়বা এটি বর্ণনা করেছেন), উবায়দা ইবনে আবুল জাররাহ (বায়হাকির মতে), সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (ইবনে কুতায়বার মতে), আবু মাসউদ বদরি (বায়হাকির মতে), বিলাল আল মুয়াজ্জিন (বায়হাকির মতে), আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (ইবনে আবদুর বার এটি বর্ণনা করেছেন), উসামা ইবনে জায়দ (বায়হাকির মতে), হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (বোখারি-মুসলিমে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (ইবনে তাহির এটি বর্ণনা করেছেন), বারা ইবনে মালেক (আবি নু'আইম এটি বর্ণনা করেছেন), আমর ইবনে আস (ইবনে কুতায়বার মতে), নু'মান ইবনে বশির (আগানি গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেছেন), হাসসান ইবনে সাবেত রা. (আগানী) প্রমুখ হতে। ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৬/৪৫৯, بيان الدليل على اباحة السماع। জয়িফ বান্দা (মাওঃ তকী উসমানি দা. বা.) বলে, হয়তো এগুলো বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত গান শোনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রযোজ্য। -উসতাদে মুহতারাম।

[১৩৪৯] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., ফতহুল কাদির : ৬/৪৮০-৪৮২, كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل। তাছাড়া দ্র., আহকামুল কোরআন- থানবি রহ. : ৩/২৩০-২৫১। -সংকলক।

[১৩৫০] ৩/৪৪৯। -সংকলক।

'হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক মহিলা এলো, তখন তিনি তাকে বললেন, আয়েশা! তুমি তাকে চিনো? জবাবে তিনি বললেন, না। হে আল্লাহর নবী! তখন তিনি বললেন, এ হলো, অমুক গোত্রের গায়িকা। তুমি কি পছন্দ করো, সে তোমাকে গান গেয়ে শোনাবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তিনি মহিলাকে একটি তবক (বাদ্যের ঢাকনা বিশেষ) দিলেন। তারপর মহিলা সেখানে গান গাইলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার দুই নাসারন্ধ্রে শয়তান ফুৎকার দিয়েছে।'

এই বর্ণনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরনারী হতে গান শোনা প্রমাণিত হচ্ছে। আল্লামা হাইছামি রহ. মাজমাউজ জাওয়ায়িদে[১৩৫১] এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও তাবারানি। আহমদের বর্ণনাকারিগণ সহিহ বোখারির বর্ণনাকারি।'

পূর্ববর্তীগণের কিতাবাদিতে আহকার এর কোনো জবাব পায়নি। অবশ্য এটা বলা যায় যে, রমণী সত্তাগতভাবে হারাম নয়। না তার গান শোনা সত্তাগতভাবে হারাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সব ফিৎনা হতে নিরাপদ ছিলেন। এ কারণে, তাঁর জন্য এ ধরনের গান শোনাতে কোনো অসুবিধা ছিলো না। তবে সাধারণ লোকের জন্য ফিৎনা হতে নিরাপত্তা নেই। না তাঁর পর কেউ মাসুম বা নিষ্পাপ হতে পারে। সুতরাং এই বর্ণনা দ্বারা বৈধতার ব্যাপকতার ওপর দলিল পেশ করা যায় না। কেনোনা, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এতে ব্যাপকতা নেই। সারকথা, এই বর্ণনাটি সে ব্যাপক হুকুমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, যেগুলোতে নিষিদ্ধতা মশহুর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

بَابُ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

অনুচ্ছেদ–৭ : বিয়েকারিকে দোয়া করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৭)

١٠٩٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ.

১০৯৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিয়েকারির বিয়ের পর দো'আ করতেন, তখন বলতেন بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في الخير 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দিন এবং তোমার ওপর বরকত নাজিল করুন। তোমাদেরকে কল্যাণের সংগে একত্রে রাখুন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

[১৩৫১] ৮/১৩০, كتاب الأدب، باب غناء النساء। -সংকলক।

عن[১০৫২] ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفأ الانسان اذا تزوج قال : بارك الله[১০৫৩] وبارك عليك وجمع بينكما في الخير''

رفاء অভিধানে ব্যবহৃত হয় মিলানো এবং ঐকমত্যের অর্থে[১০৫৪]। رفاء এর উদ্দেশ্য হয়, বিয়ের মুবারকবাদের স্থলে বরকত এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলের জন্য দোয়া দেওয়া। জাহেলি আমলে মানুষ বিয়ের মুবারকবাদ দিত بالرفاء البنين[১০৫৫] শব্দে। তবে বাকি ইবনে মাখলাদ রহ. স্বীয় মুসনাদে এই বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন।[১০৫৬] যা থেকে বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারকবাদের এই পদ্ধতি খতম করে সে বরকতের দোয়া শিখিয়েছিলেন, যেটি এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এসেছে।[১০৫৭] যদিও এই বর্ণনার সনদে একজন বর্ণনাকারি অজ্ঞাত আছেন।[১০৫৮] কিন্তু এর সমর্থন হয়, হজরত আকিল ইবনে আবু তালেব রা.-এর আছর দ্বারা। (যার বরাত ইমাম তিরমিযী রহ.ও ''وفي الباب عن عقيل بن ابي طالب'' শব্দ দ্বারা দিয়েছেন।) তিনি بالرفاء البنين'' শব্দ উচ্চারণকারির প্রতিবাদ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ি দোয়া দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।[১০৫৯]

[১০৫২] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৯০, كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج, সুনানে ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা-১৩৭। -সংকলক।

[১০৫৩] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির তাহকিক অনুসারে আহমদ শাকিরের কপিতে আছে بارك الله لك। দ্র., (৩/৪০০, নং-১০৯১। -সংকলক।

[১০৫৪] ইবনুল আসির রহ. লিখেন, الرفاء এর অর্থ হলো, মিল-মহব্বত, ঐক্য, বরকত ও বৃদ্ধি। নেহায়া : ২/২৪০। -সংকলক।

[১০৫৫] তোমাদের উভয়ের মাঝে ঐক্য-একতা হোক এবং তোমাদের ছেলে হোক। -সংকলক।

[১০৫৬] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেন, বাকি ইবনে মাখলাদ-গালেব-হাসান-বনু তামিমের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহেলি আমলে বলতাম بالرفاء والبنين। যখন ইসলামের আগমন ঘটলো, তখন আমাদের নবী আমাদেরকে শিখালেন, তিনি বললেন, তোমরা বলো بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم। -ফতহুল বারি : ৯/২২, باب كيف يدعى للمتزوج। -সংকলক।

[১০৫৭] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে (৯/২২২, باب كيف يدعى للمتزوج) বলেছেন, এ সংক্রান্ত নিষেধের কারণ কি? এ নিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। অনেকে বলেছেন, কারণ, তাতে হামদ সানা ও জিকরুল্লাহ নেই। আর অনেকে বলেছেন, কারণ, তাতে কন্যা সন্তানের প্রতি বিদ্বেষের ইঙ্গিত আছে। কেনোনা, এখানে শুধু ছেলেদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। (আইনি রহ. বলেছেন, এই কারণ অনুসারে যখন মিল-মহব্বত ও সাধারণ সন্তানের কথা বলা হয়, তখন মাকরূহ না হওয়া সঙ্গত মনে হয়। উমদাতুল কারি : ২০/১৪৬)। ইবনুল মুনাইয়্যির রহ. বলেছেন, যে কথাটি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, সেটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দটি বলা অপছন্দ করেছেন। কেনোনা, তাতে জাহেলিয়াতের সংগে আনুকূল্য রক্ষা করা হয়েছে। কেনোনা, তারা এসব বলতো শুভ লক্ষণরূপে, দোয়া রূপে নয়। সুতরাং এটি স্পষ্ট হয় যে, যদি বিয়েকারিকে দোয়া রূপে বলে তাহলে মাকরূহ হবে না। যেমন, সে বললো, আয় আল্লাহ! তুমি তাদের মাঝে মিল-মহব্বত সৃষ্টি করে দাও এবং তাদেরকে নেককার ছেলে সন্তান দান করো, কিংবা বললো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে প্রেম-ভালোবাসার সৃষ্টি করুন এবং তোমাদেরকে ছেলে সন্তান দান করুন ইত্যাদি। -সংকলক।

[১০৫৮] পেছনে টীকায় ফতহুল বারি সূত্রে এর সনদ উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে হাসান-বনু তামিমের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে শব্দটি এসেছে। -সংকলক।

[১০৫৯] নাসায়িতে হজরত আকিল রা.-এর বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাষায় এসেছে,

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ عَلٰى أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ–৮: স্ত্রীর সংগে যখন মিলনের ইচ্ছা করবে তখন কী দোয়া পড়বে? (২০৭)

١٠٩٤ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتٰى أَهْلَهٗ قَالَ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا – فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ.

১০৯৪। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর নিকট এসে নিম্নেযুক্ত দোয়াটি পাঠ করে, بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا তাহলে আল্লাহ তা'আলা যদি এর ফলে তাদের দু'জনের কোনো সন্তান তাকদিরে রেখে থাকেন, তাহলে শয়তান এব সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِيْ يُسْتَحَبُّ فِيْهَا النِّكَاحُ

অনুচ্ছেদ–৯ প্রসংগ : বিয়ে করা যেসব সময়ে মুস্তাহাব (মতন, পৃ. ২০৭)

١٠٩٥ –عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْ شَوَّالَ وَبَنٰى بِيْ فِيْ شَوَّالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنٰى بِنِسَائِهَا فِيْ شَوَّالَ.

১০৯৫। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেছেন শাওয়ালে এবং শাওয়ালে আমার সংগে মধুরাত্রিও যাপন করেছেন। হজরত আয়েশা রা. মনে করতেন শাওয়ালে মহিলাদের মধুরাত্রি যাপন মুস্তাহাব।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আমরা এটি সাওরি-ইসমাইল ইবনে উমাইয়া সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না।

عن الحسن قال : تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم فقيل له : بالرفاء والبنين، قال : قولوا كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : بارك الله فيكم وبارك لكم ,২/৯০ । باب كيف يدعي للرجل اذا تزوج

আর সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে, لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث । (باب تهنئة النكاح ,১৩৭)।

সুনানে নাসায়ি এবং সুনানে ইবনে মাজাহতে এই বর্ণনাটি হাসান-আকিল ইবনে আবি তালেব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া তাবারানিতেও বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. নাসায়ি ও তাবারানি সূত্রে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'এর বর্ণনাকারিগণ সেকাহ ব্যতিক্রম শুধু হাসান। তিনি আকিল হতে শুনেননি। যেমন, বলা হয়। ফতহুল বারি : ৯/২২২। তবে মুসনাদে আহমদে এই বর্ণনাটি দুই সূত্রে বর্ণিত আছে। একটি সূত্রে আছে, سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : تزوج عقيل بن أبي طالب الخ । এতে হাসান নেই। দ্র., (১/২০১, ৩/৪৫১)। সুতরাং এর বর্ণনাটি হাসান অপেক্ষা নিম্নপর্যায়ের নয়। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ–১০ : ওলিমা (বৌ-ভাত) প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৭)

١٠٩٦ –عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم رَأٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

১০৯৬। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর গায়ে হলুদ দেখে বললেন, এটা কি? জবাবে তিনি বললেন, আমি এক রমণীকে একটি খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ (মহর) দিয়ে বিয়ে করেছি। তখন তিনি বললেন, بارك الله لك 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন'। ওলিমা খাওয়াও, তা একটি বকরি দিয়েই হোক না কেনো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, আয়েশা, জাবের ও জুহায়ের ইবনে উসমান রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেন, হজরত আনাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রা. বলেছেন, এক খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ হলো তিন দিরহাম ও এক-তৃতীয়াংশ সমান। ইসহাক রহ. বলেছেন, এটি পাঁচ দিরহাম ও এক-তৃতীয়াংশ বরাবর।

١٠٩٧ –عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ.

১০৯৭। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাতু এবং খেজুর দ্বারা সফিয়্যা বিনতে হুয়াই রা.-এর ওলিমা করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٠٩٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ : نَحْوَ هٰذَا.

১০৯৮। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া হুমাইদি সূত্রে সুফিয়ান হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

একাধিক বর্ণনাকারি ইবনে উয়ায়না-জুহরি-আনাস রা. সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তারা তাতে 'ওয়াইল-তার পিতা কিংবা তার পিতা নাউফ সূত্রে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না এ হাদিসে তাদলিস করতেন। অনেক সময় তাতে 'ওয়াইল হতে' তাঁর পিতা কিংবা তার ছেলে হতে কথাটি বর্ণনা করেননি। আবার অনেক সময় এ কথাটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٩٩ –عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ.

১০৯৯। **অর্থ :** ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রথম দিনের খানা হক। দ্বিতীয় দিনের খানা সুন্নত। আর তৃতীয় দিনের খানা লোক দেখানো ও সুখ্যাতির জন্য। আর যে সুখ্যাতির কাজ করলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বিয়ের প্রচার করবেন। (এর শাস্তি সকলের সামনে দিবেন।)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিসটি আমরা মারফু' আকারে জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। বস্তুত জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ প্রচুর গরিব ও মুনকার হাদিস বর্ণনাকারি।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইন ইসমাইলকে মুহাম্মদ ইবনে উকবা হতে উল্লেখ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ওয়াকি' বলেছেন, জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও হাদিসে মিথ্যা বলেন।

দরসে তিরমিযী

زوابكو শব্দটি ولم হতে নির্গত। যার অর্থ হলো, জমা করা। তারপর এর প্রয়োগ সেসব খানার ওপর হতে লাগলো, যার জন্য লোকজনকে জমা করা হয়। পরবর্তীতে এই শব্দটি বৌ-ভাতের সংগে বিশেষিত হয়ে গেছে।[১০৬০]

সব ধরনের জিয়াফতের জন্য আরবগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করেন। ১. বৌ-ভাতের জন্য ওলিমা الوليمة, ২. সন্তান জন্ম উপলক্ষে খানার জন্য الخرس او الخرص ,[১০৬১] ৩. ফিতনার সময় যে খানা খাওয়ানো হয়, এর জন্য الاعذار, ৪. ঘর তৈরি উপলক্ষে যে খানা হয়, এর জন্য الوكيرة , ৫. মুসাফিরের আগমন উপলক্ষে যে খানা তৈরি করা হয়, এটাকে বলা হয়[১০৬২] النقيعة ৬. সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডানো উপলক্ষে যে খানা হয় এর জন্য العقيقة, ৭. মুসিবতের সময় যে খানা হয়, এটাকে বলে الوضيمة , এটি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে হলে অবৈধ। ৮. কোনো কারণ ব্যতীত মেহমানদারির জন্য যে খানা তৈরি করা হয়, এর জন্য المأدبة, ৯. বাচ্চার বুঝ-জ্ঞান হলে, কিংবা কোরআনে করিম খতমের সময় যে খানা দেওয়া হয়, তার জন্য الحذاق শব্দ ব্যবহৃত হয়। -تحفة الاحوذى।[১০৬৩]

[১০৬০] বর-কনের মিলন উপলক্ষে। -সংকলক।

[১০৬১] আর অনেকে বলেন, তালাক হতে মহিলা নিরাপদ থাকার কারণে। -সংকলক।

[১০৬২] আর অনেকে বলেছেন, নাকি'আ হলো, যে খাবার আগন্তুক তৈরি করে। আর যেটি আগন্তুকের জন্য তৈরি করা হয়, সেটিকে বলে তোহফা। -সংকলক।

[১০৬৩] (باب ما جاء في الوليمة ,২/১৯২)। তাছাড়া দ্র., ফিকহুল লুগাহ ওয়াসিররুল আরাবিয়্যা সাআলিবি : ২৬৪, باب ٢٤ فصل في تقسيم لطعمة الدعوات وغيرها। অতিরিক্ত তাহকিকের জন্য দ্র., ফতহুল বারি : ৯/২৪১, باب حق إجابو للوليمة والدعوة। -সংকলক।

عن[১০৬৪] انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رض اثر صفرة فقال : ما هذا؟

এটা ছিলো, হলুদের সামান্য চিহ্ন। এজন্য এটা সেসব হাদিসের বিপরীত না, যেগুলোতে পুরুষের জন্য রংবিশিষ্ট সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১০৬৫] আর এটাও সম্ভব যে, এই চিহ্ন অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর কাপড় হতে লেগে গিয়েছিলো।

'فقال : اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب' আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. আশারায়ে মুবাশাশারার একজন।[১০৬৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক গোপন ছিলো না। তা সত্ত্বেও তিনি বিয়েতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। না প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাঁর নিকট কোনো অভিযোগ করেছেন। এতে বুঝা গেলো, সাহাবায়ে কেরাম বিয়ের মজলিসে পারস্পরিক দাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন না। জাবের রা. সম্পর্কেও বর্ণিত আছে, তিনি বিয়ের পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেছিলেন।[১০৬৭] এর ফলে বিয়েতে সাদাসিধে অবস্থা ও সরলতা পছন্দনীয় ও মুস্তাহাব বুঝা যায়।

[১০৬৪] সহিহ বোখারি : ২/৭৭৩, كتاب النكاح، باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقتهن نحلة ,১/২৭৫, كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى : فإذا قضيت الصلوة فانتشروا الخ ,১/৫৩৩, كتاب المناقب، باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৮, باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن । -সংকলক।

[১০৬৫] যেমন, আনাস রা.-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে জাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -সহিহ বোখারি : ২/৮৭৯, كتاب اللباس، باب : نهى الرجل عن التز عفر সহীহ মুসলিম : كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر للرجال । আর তিরমিযী রহ. বলেছেন, পুরুষের জন্য জাফরান ব্যবহার করা মাকরূহ মানে জাফরানের সুগন্ধি ব্যবহার করা। -তিরমিযী : ২/১২৩, ابواب الإستيذان والأدب، باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال ।

তাছাড়া আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলো। তখন তার গায়ে ছিলো হলুদের আছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কমই কারো সামনাসামনি হতেন চেহারা খারাপ করে। অর্থাৎ, কেনো আগন্তুক অপছন্দ করে এভাবে তিনি কারো সম্মুখীন হতেন না। যখন লোকটি বের হলো, তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা তাকে নির্দেশ দিতে যেনো সে এই জাফরান শরির হতে ধুয়ে ফেলে, (তাহলে কতোই না ভালো হতো।) সুনানে আবু দাউদ : ২/৫৭৬, كتاب الترجل، باب في الخلوق للرجال ।

সুনানে আবু দাউদে এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না, যার গায়ে খালুকের (এক প্রকার রঙিন সুগন্ধি) সামান্য অংশও থাকে।

অতিরিক্ত আরো বর্ণনার জন্য দ্র., জামে'উল উসুল : ৪/৭৪৬-৭৪৯, নং-২৮৭৯-২৮৮২, الزينة، الباب الثالث في الخلوق । -সংকলক।

[১০৬৬] তাকরিবুত তাহজিব : ১/৪৯৪, নং-১০৭০। -সংকলক।

[১০৬৭] যেমন, তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে عن جابر بن عبد الله قال : تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتزوجت يا جابر؟ فقلت نعم – الحديث । হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি এক রমণীকে বিয়ে করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলে তিনি বললেন, জাবের! তুমি কি বিয়ে করেছো? বললাম, হ্যাঁ....। তিরমিযী :

''والم '' ''فقال : بارك الله لك'' ''لولم'' নির্দেশসূচক শব্দ হতে দলিল পেশ করে আহলে জাহের বলেন যে, ওলিমা ওয়াজিব।[১০৬৮] কিন্তু অধিকাংশের মতে ওলিমা সুন্নত।[১০৬৯] তাঁরা اولم নির্দেশসূচক শব্দটিকে সুন্নত ও মুস্ত াহাবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

অধিকাংশের দলিল আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত একটি মারফু' বর্ণনা। এটি বর্ণনা করেছেন, আবুশ শায়খ রহ.। তাছাড়া আল্লামা তাবারানি রহ. মু'জামে তাবারানিতে উল্লেখ করেছেন, الوليمة حق[১০৭০] وسنة[১০৭১] -তথা ওলিমা হক ও সুন্নত।

''ولو بشاة'' সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এখানে لو শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন স্বল্পতার অর্থে।[১০৭২] গাঙ্গুহি রহ.

كتاب الجهاد، باب استيذان الرجل الإمام كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين وباب ১/১৬৮, বোখারি : ১/৪১৬, استحباب نكاح البكر। -সংকলক।

[১০৬৮] ইবনে হাজম রহ. লিখেন, যেই বিয়ে করবে তার ওপর ফরজ হলো, কমবেশি দিয়ে ওলিমা করা। দ্র., মুহাল্লা : ৯/৪৫০, মাসআলা নং১৮১৯। অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বীর মতেও ওলিমা (বৌ-ভাত) ওয়াজিব। এজন্য আল্লামা নববি রহ. লিখেন, বিয়ের ওলিমা সম্পর্কে আমাদের সাথিগণের মতবিরোধ হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এটা ওয়াজিব। আবার অনেকে বলেছেন, মুস্তাহাব। আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ১৫/৫৪৮, باب الوليمة والنثر । তাছাড়া আল্লামা কুরতুবি রহ. মালিকিদের অপ্রসিদ্ধ মাজহাব ওয়াজিব বর্ণনা করেছেন। তারপর মুস্তাহাবকে প্রসিদ্ধ মাজহাব সাব্যস্ত করেছেন। ইবনুত তীন রহ. ইমাম আহমদ রহ.-এর মাজহাবও ওয়াজিব বর্ণনা করেছেন। তবে আল-মুগনিতে সুন্নতের উক্তি বর্ণিত আছে। সূত্রে ঐ। (১৫/৫৫০)। -সংকলক।

[১০৬৯] মুয়াফফাক রহ. বলেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো বর্ণনা নেই যে, বিয়েতে ওলিমা সুন্নত......। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের উক্তি মতে ওয়াজিব নয়। আওজাজুল মাসালিক : ৯/৪৩৫, ما جاء في الوليمة । -সংকলক।

[১০৭০] ইবনে বাত্তাল রহ. বলেছেন الوليمة حق । অর্থাৎ, এটি বাতিল নয়। বরং এদিকে দাওয়াত দেওয়া হলো। এটি সুন্নত, ফজিলত। এখানে হক দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়। ফতহুল বারি : ৯/২৩০, باب الوليمة حق। -সংকলক।

[১০৭১] ফতহুল বারি : ৯/২৩০। তবে সুন্নতের উক্তির ওপর মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হজরত বুরায়দা রা.-এর বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেনোনা, এর দ্বারা ওলিমা ওয়াজিব বুঝা যায়। তিনি বলেছেন, হজরত আলি রা. যখন হজরত ফাতেমা রা.কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরের জন্য ওলিমা আবশ্যক। সূত্র ঐ। তাছাড়া দ্র., কানজুল উম্মাল : ১৬/৩০৫, নং-৪৪৬১৬।

তবে আল্লামা উসমানি রহ. ইলাউস সুনানে এ সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা যে ওলিমার তাকিদ বুঝায়, তা স্পষ্ট। অর্থাৎ, মুস্তাহাব মুয়াক্কাদ তথা তাকিদপূর্ণ মুস্তাহাব। দ্র., (১১/১০ باب استحباب الوليمة)। -সংকলক।

[১০৭২] হাফেজ রহ. লিখেন, এখানে لو শব্দটি অসম্ভব বুঝানোর জন্য নয়। এটি স্বল্পতা বুঝানো জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ফতহুল বারি : ৯/২৩৫ باب الوليمة ولو بشاة।

আল্লামা আইনি রহ. বলেন, অনেকে বলেছেন, لو শব্দটি এখানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আমি বলবো, ব্যাপারটি তা নয়। বরং এটি স্বল্পতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উমদাতুল কারি : ২০/১৫৪ باب الو ليمة ولو بشاة।

আওজাজুল মাসালিকে (৯/৪৪২, باب ما جاء في الوليمة) আছে, আল্লামা বাজি রহ. বলেছেন, قوله : ولو بشاة وإن كان يقتضي التقليل إلا أنه ليس بحد الأقل الوليمة، فإنه لا حد لأقلها، وإنما ذلك على حسب الوجود। এটি যদিও স্বল্পতা দাবি করে, তবে এটি ন্যূনতম ওলিমার সীমা নয়। কেনোনা, স্বল্পতম ওলিমার কোনো সীমা নেই। এটি যা পাওয়া যায়, তার ওপর নির্ভর করে। হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর হাল সে সময়ে স্বল্পতম দেখেছেন। -সংকলক।

বলেন, এটা আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।[১০৭৩] সারকথা, এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, এর কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। অপচয় হতে বেঁচে সব পরিমাণ বৈধ।

عن[১০৭৪] ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طعام اول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به''

এই বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম বলেন যে, ওলিমা দু'দিন পর্যন্ত বৈধ। এর বেশি মাকরূহ।[১০৭৫] এই বর্ণনাটি যদিও জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহর[১০৭৬] কারণে জয়িফ, তবে বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এর দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। সেসব বর্ণনা ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে আলোচনা করেছেন।[১০৭৭]

আর সাতদিন পর্যন্ত মালেকিগণ ওলিমা মুস্তাহাব বলেন।[১০৭৮] তাঁরা সেসব বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন, যেগুলোতে অনেক সাহাবি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সাতদিন পর্যন্ত ওলিমার দাওয়াত করেছেন।[১০৭৯] কিন্তু অধিকাংশের মতে, এসব ঘটনা তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন প্রতিদিনের দাওয়াতি মেহমান ভিন্ন ভিন্ন হয়।[১০৮০] তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, এটা অনেক সাহাবির ইজতিহাদ, যা বর্ণনার পরিপন্থী দলিল না।

[১০৭৩] তিনি বলেন, لو শব্দটি এখানে আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। হজরত আবদুর রহমান রা. ছিলেন বিত্তশালী। সুতরাং তাঁকে এর নির্দেশ দেওয়া ঠিক হয়েছে। এটি ছিলো এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, তাতে ইসরাফ তথা অপচয় নেই। আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২১৬। -সংকলক।

[১০৭৪] মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুযায়ি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি। তিরমিযী : ৩/৪০৩, নং-১০৯৭। অবশ্য সুনানে আবু দাউদের একটি বর্ণনা নিম্নেযুক্ত বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না-উসমান ইবনে মুসলিম-হাম্মাম-কাতাদা-হাসান-আবদুল্লাহ ইবনে উসমান সাকাফি-সাকিফের জনৈক ট্যারা চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি। যাকে বলা হতো, মা'রূফ। অর্থাৎ, তার সুপ্রশংসা করা হতো। যদি তার নাম জুহাইর ইবনে উসমান না হয়, তাহলে তার কি নাম তা আমি জানি না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রথমদিন ওলিমা হক তথা বাতিল নয়। দ্বিতীয় দিন ভালো। আর তৃতীয় দিন লোক দেখানো, সুখ্যাতি ও রিয়া। (২/৫২৬ كتاب الأطعمة، باب في كم تستحب الوليمة)। -সংকলক।

[১০৭৫] শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মাজহাবের জন্য দ্র., আল-মুগনি : ৭/৩ كتاب الوليمة، فصل وإذا صنعت للوليمة أكثر من يوم جاز। হানাফিদের মাজহাব সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেলো না। অবশ্য মোল্লা আলি কারি রহ. এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'এতে মালেকিদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট রদ আছে। কেনোনা, তারা বলেন, সাতদিন পর্যন্ত (ওলিমা করা) মুস্তাহাব। মিরকাত : ৬/২৫৬, نكاح، باب الوليمة। যা থেকে বুঝা যায়, হানাফিদের মাজহাবও শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতো। তাছাড়া দ্র., ইলাউস সুনান : ১১/১৩, باب جواز الوليمة إلى ايام إن لم يكن فخرا।

[১০৭৬] তাঁর দুর্বলতা সম্পর্কে স্বয়ং তিরমিযী রহ. সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

[১০৭৭] দ্র., ফতহুল বারি : ৯/২৪৩, باب حق إجابة الوليمة। তাই ইবনে হাজার রহ. বলেন, এসব হাদিস যদিও ভিন্নভাবে প্রতিটি কালাম শূন্য নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলো দলিল করছে যে, এ হাদিসটির ভিত্তি আছে। -সংকলক।

[১০৭৮] মালেকিদের মাজহাবের বরাত মিরকাতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া দ্র. ফতহুল বারি : ৯/২৪৩। -সংকলক।

[১০৭৯] যেমন, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার হাদিস- আবু উসামা-হিশাম-হাফসা রা. বলেন, যখন আমার পিতা সিরিন বিয়ে করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে সাতদিন পর্যন্ত দাওয়াত দিয়েছেন। যখন আনসারিদের দিবস এলো, তখন তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং দাওয়াত দিলেন উবাই ইবনে কা'ব ও জায়দ ইবনে সাবেত রা.কে..... । (৪/৪, পৃষ্ঠা নং-৩১৩ من كان يقول يطعم في العرس والختان)। তাছাড়া দ্র., সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৭/২৬১, باب أيام الوليمة । -সংকলক।

[১০৮০] ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, ওমরানি রহ. বলেছেন, এটা মাকরূহ হবে তখন যখন তৃতীয় দিনের দাওয়াতি ব্যক্তি প্রথম দিনের দাওয়াতি ব্যক্তি হন। আল্লামা রূইয়ানি রহ. এই পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী অনেক আলেম এটাকে অযৌক্তিক মনে

باب ما جاء في إجابة الداعي

অনুচ্ছেদ–১১ : দাওয়াত দাতার দাওয়াত গ্রহণ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৮)

١١٠٠ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اِئْتُوا الدَّعْوٰى اِذَا دُعِيْتُمْ

১১০০। **অর্থ** : ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন তোমরা সে দাওয়াতে যাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আবু হুরায়রা, বারা, আনাস ও আবু আইউব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن[১০৮১] ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائتو الدعوة اذا دعيتم''

অধিকাংশের মতে, ওলিমার দাওয়া গ্রহণ করা ওয়াজিব। অন্য বর্ণনায় আছে, দাওয়াতদাতার দাওয়াত গ্রহণ করা মাসনুন ও মুস্তাহাব।[১০৮২] হানাফি মাশায়েখের এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। প্রধান হলো, ওলিমার দাওয়াতে যাওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা।[১০৮৩]

করেছেন। বস্তুত এটি অযৌক্তিক নয়। কেনোনা, রিয়া সুখ্যাতি একথা বুঝায় যে, সে খানা ফখর ও গর্ব অহংকারের জন্য তৈরি করা হয়েছিলো। আর যখন লোকজন বেশি হয় এবং প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন দলকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সময়ে কোনো গর্ব অহংকার থাকে না। ফতহুল বারি : ৯/১৪৩। -সংকলক।

১০৮১ সহিহ বোখারি : ২/৭৭৯, باب حق أجابة الوليمة والدعوة الخ, সহিহ মুসলিম : ১/৪৬২, باب الامر بإجابة الداعي। -সংকলক।

১০৮২ ফতহুল বারি : ৯/২৪৪, باب حق إجابة الوليمة। এই মাসআলাতে ইমামগণের উক্তি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে উক্ত গ্রন্থের ২৪২ পৃষ্ঠা দ্র.। -সংকলক।

১০৮৩ শামি রহ. লিখেন, الاختيار নামক গ্রন্থে আছে, বিয়ের ওলিমা প্রাচীন সুন্নত। এটা কবুল না করলে গোনাহগার হবে। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দাওয়াত কবুল করলো না, সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি করলো। সুতরাং যদি রোজাদার হয়, তবে দাওয়াত কবুল করবে ও দোয়া করবে। আর যদি রোজাদার না হয়, তাহলে খাবে ও দোয়া করবে। আর যদি না খায় এবং দাওয়াতও কবুল না করে তবে সে গোনাহগার হবে এবং গোঁয়ো আচরণ হবে। কেনোনা, এটি মেজবানের সংগে ঠাট্টা-কৌতুকের নামান্তর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যদি আমাকে একটি খুরের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই সে দাওয়াত কবুল করবো। এর দাবি হলো, এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অন্যগুলো এর বিপরীত। হিদায়া ব্যাখ্যাতাগণ সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, এটি ওয়াজিবের নিকটবর্তী। তাতারখানিয়াতে ইয়ানাবী' হতে বর্ণিত হয়েছে, যদি কাউকে কোনো দাওয়াতে আহবান করা হয়, যদি সেখানে কোনো গোনাহ বা বিদআত না হয় তবে ওয়াজিব হলো, তার দাওয়াত কবুল করা। তবে তা হতে বিরত থাকাই আমাদের যুগে সবচেয়ে নিরাপদ। তবে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সেখানে কোনো বিদআত ও গোনাহের কাজ নেই, তবে সেটা ব্যতিক্রম। স্পষ্ট বিষয় হলো, এটিকে ওলিমা ব্যতীত অন্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। এর কারণ সামনে আসবে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন। রদ্দুল মুহতার : ৫/২৪৫ كتاب الحظر والاباحة تحت قوله دعي الى وليمة قبل فصل في اللبس। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيْءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

অনুচ্ছেদ–১২ : দাওয়াত ব্যতীত যে ওলিমায় আসে তার প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৮)

١١٠١ – عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شُعَيْبٍ إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ فَقَالَ اِصْنَعْ لِيْ طَعَامًا يَكْفِيْ خَمْسَةً فَإِنِّيْ رَأَيْتُ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم الْجُوْعَ قَالَ فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم اِتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِيْنَ دُعُوْا فَلَمَّا انْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِلَى الْبَابِ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ اِتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِيْنَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ قَالَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ

১১০১। **অর্থ :** আবু মাসউদ রা. বলেন, আবু শু'আয়ব নামক এক ব্যক্তি তার গোশত বিক্রেতা এক গোলামের নিকট এসে বললো, আমার জন্য পাঁচজন লোকের জন্য যথেষ্ট হয়, এমন খানা পাকাও। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আমি ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর সে খানা পাকালো। তারপর তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে ও তার সংগে উপবেশনকারিদেরকেও দাওয়াত দিলেন। যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাদের পেছনে বিনা দাওয়াতে এক লোকও চলে এলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দরজা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন বাড়িওয়ালাকে বললেন, আমাদের সংগে এক ব্যক্তি পিছে পিছে চলে এসেছে। যখন তুমি আমাদের দাওয়াত দিয়েছিলে সে তখন আমাদের সংগে ছিলো না। যদি তুমি তাকে অনুমতি দাও তবে সে প্রবেশ করবে। তখন বাড়িওয়ালা বললেন, ঠিক আছে, আমরা তাকে অনুমতি দিলাম। সুতরাং সে যেনো প্রবেশ করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

তিনি আরো বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

عن[১০৬৪] ابي مسعود رض قال : قال : جاء رجل...انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فان اذنت له دخل، قال : فقد اذنا له فليدخل''

এ থেকে বুঝা গেলো, বিনা দাওয়াতে কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াতে নিয়ে যাওয়া অবৈধ। হ্যাঁ, দাওয়াতদাতার অনুমতি হলে সেটা ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন : তবে এর ওপর হজরত জাবের রা.-এর একটি ঘটনা দ্বারা প্রশ্ন হয়, যে ঘটনাটি ঘটেছিলো খন্দকের যুদ্ধে। তাছাড়া হজরত আবু তালহা রা.-এর সংগেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো বলে বর্ণিত আছে। এই দুটি

[১০৬৪] সহিহ বোখারি : ২/৮১৭, الأطعمة، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه, সহিহ মুসলিম : ২/১৭৬, الأشربه، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام। -সংকলক।

ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতে বিনা দাওয়াতি একটি সংখ্যক দলকে সাথে করে নিয়ে গেছেন।[১৩৮৫]

জবাব : এর জবাব হলো, যে স্থানে দৃঢ়বিশ্বাস থাকে যে, দাওয়াতদাতার কষ্ট কিংবা সংকীর্ণতা থাকবে না, সেখানে এমন করা বৈধ। এসব ঘটনায়ও এমনই ছিলো। তাছাড়া এ দুটি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষ্য সেই মু'জিজার বহিঃপ্রকাশও ছিলো, যার ফলে খানা প্রচুর হয়ে গিয়েছিলো। স্পষ্ট বিষয় যে, খানা অলৌকিক ঘটনা রূপে বৃদ্ধি করে বিনা দাওয়াতি লোকজনকে নিয়ে যাওয়াতে, এতে দাওয়াতদাতার কোনো পেরেশানি বা উদ্বেগের আশঙ্কা ছিলো না। তাই এ ধরনের ঘটনা এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বিপরীত না।[১৩৮৬]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَزْوِيْجِ الْأَبْكَارِ

অনুচ্ছেদ–১৩ : কুমারি মেয়ে বিয়ে প্রসংগে (মতন পৃ. ২০৮)

١١٠٢ – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ لَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ فَقُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلاَّ جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَدَعَا لِيْ.

১১০২। **অর্থ :** কুতায়বা...হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, এক রমণীকে আমি বিয়ে করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বললেন, জাবের! তুমি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারি না বিধবা? আমি বললাম, না, বরং বিধবা। তখন তিনি বললেন, কুমারি বিয়ে করলে না কেনো? তাহলে তো তুমি তার সংগে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সংগে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতো? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আমার পিতা) আবদুল্লাহ রা. সাত কিংবা নয়টি কন্যা রেখে শহিদ হয়েছেন। সুতরাং আমি তাদের তত্ত্বাবধানকারিণী নিয়ে আসলাম। তিনি বলেন, তা শুনে তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উবাই ইবনে কাব ও কাব ইবনে উজরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

[১৩৮৫] দুটো ঘটনার জন্য দ্র., সহিহ মুসলিম : ২/১৭৮-১৭৯, باب جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه। -সংকলক।

[১৩৮৬] তারপর যে বর্ণনায় হজরত আবু বকর ও উমর রা.কে সংগে নিয়ে যাওয়ার উল্লেখ আছে, সেটাও মেজবানের সংগে অকৃত্রিম সম্পর্ক ও নির্ভরতার ওপর ভিত্তি করেই ছিলো। সুতরাং কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। এই ঘটনাটির জন্য দ্র., সহিহ মুসলিম : ২/১৭৬-১৭৭। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

অনুচ্ছেদ-১৪ : অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে না হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ.২০৮)

١١٠٣ - عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

১১০৩। **অর্থ :** আবু মুসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিয়ে নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ.বলেছেন, হজরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইমরান ইবনে হুসাইন ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

١١٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ.

১১০৪। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত যে মহিলা বিয়ে করলো, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। স্বামীর সংগে যদি স্বামীর সঙ্গে তার সহবাস হয় তবে তার জন্য রয়েছে মহর। কারণ, সে স্বামী তার লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছে। যদি তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়, মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে যার কোনো অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক রাষ্ট্রপ্রধান।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আনসারি, ইয়াহইয়া ইবনে আইউব, সুফিয়ান সাওরি ও একাধিক বর্ণনা হাফেজ ইবনে জুরাইজ হতে।

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু মুসা রা.-এর হাদিসের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। এটি বর্ণনা করেছেন ইসরাইল, শরিক ইবনে আবদুল্লাহ, আবু আওয়ানা, জুহায়র ইবনে মুয়াবিয়া এবং কায়স ইবনে রবি'-আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মুসা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

হজরত আসবাত ইবনে মুহাম্মদ ও জায়দ ইবনে হুবাব ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক-আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মুসা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু উবায়দা হাদ্দাদ, ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মুসা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাতে 'আবু ইসহাক হতে' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

ইউনুস ইবনে ইসহাক-আবু বুরদা- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

শো'বা, সাওরি, আবু ইসহাক-আবু মুসা- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে নেই।

হজরত সুফিয়ানের অনেক ছাত্র সুফিয়ান-আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মুসা রা. সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তবে এটি বিশুদ্ধ নয়।

হজরত আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মুসা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে যারা 'অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে নেই' হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণনাটি আমার মতে আসাহ। কেনোনা, আবু ইসহাক হতে তাদের শ্রবণ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। যদিও শো'বা ও সাওরি বড় হাফেজ এবং অধিক সেকাহ এসব বর্ণনাকারি অপেক্ষা, যারা আবু ইসহাক হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কেনোনা, তাদের বর্ণনা আমার মতে হকের সংগে অধিক সদৃশ ও আসাহ। কেনোনা, শো'বা ও সাওরি এ হাদিসটি আবু ইসহাক হতে একই মজলিসে শুনেছেন। এর দলিল মাহমুদ ইবনে গায়লান-আবু দাউদ-শো'বা-সুফিয়ান সাওরি সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি। সুফিয়ান সাওরি আবু ইসহাককে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আবু বুরদা রা.কে বলতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে নেই? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এ হাদিসটি দলিল করে যে, শো'বা ও সাওরি কর্তৃক এ হাদিসটি একই সময়ে শ্রুত হয়েছে। ইসরাইল আবু ইসহাকের ব্যাপারে মজবুত ও সেকাহ।

আমি মুহাম্মদ ইবনে মুসান্নাকে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান ইবনে মাহদিকে আমি বলতে শুনেছি, আমি আবু ইসহাক হতে সাওরির যেসব হাদিস ফওত করেছি, সেগুলো কেবল তখনই, যখন আমি ইসরাইলের হাদিসের ওপর নির্ভর করেছি। কেনোনা, তিনি আবু ইসহাকের হাদিস পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করতেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ অনুচ্ছেদে হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিস হাসান। হাদিসটি হলো, অভিভাব ব্যতীত বিয়ে নেই। এটি ইবনে জুরাইজ সুলায়মান ইবনে মুসা-জুহরি-ওরওয়া-আয়েশা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

হজরত হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ও জাফর ইবনে রবিআ জুহরি-ওরওয়া-আয়েশা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা-আয়েশা- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অনেক মুহাদ্দিস জুহরি-ওরওয়া-আয়েশা- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিসটির ব্যাপারে কালাম করেছেন। ইবনে জুরাইজ রহ. বলেছেন, তারপর আমি জুহরির সংগে সাক্ষাত করে তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অস্বীকার করেন। সুতরাং ওলামায়ে কেরাম এ কারণে এ হাদিসটিকে জয়িফ বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন হতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, এ অংশটুকু ইবনে জুরাইজ হতে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম ব্যতীত আর কেউ উল্লেখ করেননি। ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন বলেছেন, ইসমাইল ইবনে ইবরাহিমের স্বীয় কিতাবগুলো আবদুল মজিদ ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে আবু রাওয়াদের কিতাবে সংগে মিলিয়ে শুদ্ধ করেছেন। তিনি ইবনে জুরাইজ হতে শুনেননি।

ইয়াহইয়া ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম-ইবনে জুরাইজের বর্ণনাটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের মতে, এ অনুচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস 'অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে নেই'– এর ওপর আমল অব্যাহত। সেসব সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আছেন উমর ইবনে খাত্তাব, আলি ইবনে আবু তালেব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ।

অনুরূপভাবে এটি অনেক ফুকাহায়ে তাবেয়িন হতেও বর্ণিত আছে। তারা বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে (দুরস্ত) নেই। তার মধ্যে আছেন, সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব, হাসান বসরি, শুরাইহ, ইবরাহিম নাখয়ি ও উমর ইবনে আবদুল আজিজ প্রমুখ।

সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, মালেক, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

প্রথমে বুঝতে হবে, এখানে দুটি বিতর্কিত স্বতন্ত্র মাসআলা আছে। তবে এগুলোর মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ সময় গড়-বড় এবং সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়।

প্রথম মাসআলাটি হলো, মহিলাদের বাক্য দ্বারা বিয়ে সংঘটিত হয় কীনা? অর্থাৎ, রমণী তার বিয়ে নিজে করতে পারে কিনা?

দ্বিতীয় মাসআলাটি হলো, বিয়েতে অভিভাবকদের জন্য অনেক মেয়ের ওপর বেলায়াতে ইজবার অর্জিত হয়। প্রকাশ থাকে যে, এখানে শুধু প্রথম মাসআলাটি এ বিষয়। দ্বিতীয় মাসআলাটির জন্য ইমাম তিরমিযী রহ. পরবর্তীতে স্বতন্ত্র একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। অর্থাৎ, ''باب ما جاء في استئمار البكر و الثيب'' এ এই মাসআলাটি সবিস্তারে ইনশাআল্লাহ এর অধীনে আলোচিত হবে।

মহিলাদের কথায় বিয়ের বিধান

অধিকাংশের মতে, মহিলাদের কথায় বিয়ে সংঘটিত হয় না। বরং অভিভাবকের কথা আবশ্যক।[১৩৮৭] এতে বড়-ছোট, বিবাহিতা-অবিবাহিতা, জ্ঞানসম্পন্না ও পাগলী সব সমান।

এর বিপরীত আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব হলো, মহিলাদের কথায় বিয়ের আক্দ হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, মহিলাকে স্বাধীনা এবং জ্ঞানসম্পন্না ও বালেগা হতে হবে।[১৩৮৮]

হানাফিদেরকে খুব বেশি নিন্দনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেনোনা, এতে আবু হানিফা রহ. একা। বরং এই মাসআলাতে এমন অনেক ফকিহও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছেন, যাঁদের মাজহাব সাধারণত আবু হানিফা রহ.-এর

[১৩৮৭] দ্র., বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/৭, نكاح، الباب الثاني، الفصل الأول। আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ১৫/৩০২, باب نكاح، مسألة قال : ''ولا ما يصح به النكاح। হাম্বলি এবং ইমাম ইসহাক রহ.-এর মাজহাবের জন্য দ্র., আল-মুগনি : ৬/৪৪৯, نكاح إلا بولي''। আল্লামা ইবনে হাজম রহ.-এর মাজহাবের জন্য দ্র., মুহাল্লা : ৯/৪৫১, মাসআলা নং-১৮২১। -সংকলক।

[১৩৮৮] দ্র., হিদায়া : ২/৩১৩, باب في الأولياء والأكفاء। আবু হানিফা রহ. হতে এই মাসআলাত দুটি বর্ণনা আছে, একটি বর্ণনা মূল বক্তব্যে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ, সাধারণত বিয়ে করা বৈধ। কুফুতে হোক কিংবা অন্যত্র। অবশ্য গার্জিয়ান ব্যতীত খেলাফে মুস্তাহাব। এটি হলো জাহেরি বর্ণনা। দ্বিতীয় বর্ণনা হাসান ইবনে জিয়াদ হতে বর্ণিত। অর্থাৎ, যদি সে মহিলা কুফুতে বিয়ে করে তবে দুরুস্ত আছে। আর গরকুফুতে বিয়ে করলে দুরুস্ত নেই। পরবর্তী অনেক আলেম এই বর্ণনার ওপর ফতওয়া পছন্দ করেছেন। কেনোনা, যুগ খারাপ হয়ে গেছে। -তাবয়িনুল হাকাইক : ২/১১৭, باب الأولياء والأكفاء।

আবু ইউসুফ রহ. হতে এই মাসআলাতে তিনটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। তাঁর প্রথম বর্ণনা অধিকাংশের মতো ছিলো। অর্থাৎ, অভিভাবক ব্যতীত হলে সাধারণভাবে অবৈধ। পরবর্তীতে তিনি আবু হানিফা রহ.-এর প্রথম বর্ণনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অর্থাৎ, ব্যাপক আকারে বৈধ। যেটি জাহেরি বর্ণনা।

এই মাসআলাতে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর দুটি বর্ণনা আছে। প্রথম বর্ণনাটি হলো, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে হলে অভিভাবকের অনুমতির ওপর এটি মওকুফ থাকবে। চাই বিয়ে কুফুতে হোক কিংবা গরকুফুতে। অবশ্য যদি কুফুতে হয় এবং অভিভাবক অনুমতি না দেয়, তাহলে বিচারপতির উচিত বিয়ের আক্দ নবায়ন করা এবং অভিভাবকের কথার দিকে না তাকানো। তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, তিনি আবু হানিফা রহ.-এর প্রথম বর্ণনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সারকথা, আবু হানিফা রহ. এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এ ব্যাপারে একমত যে, শরয়ি আহকামের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলার ইবারত দ্বারা বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যায়। চাই কুফুতে হোক বা গাইরে কুফুতে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., ফতহুল কাদির : ৩/১৫৭ باب الأولياء والأكفاء মাবসূত-সারাখসি : ৫/১০ باب النكاح بغير ولي। -সংকলক।

অনুকূল হয়ে থাকে। যেমন, ইবরাহিম নাখয়ি, সুফিয়ান সাওরি এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. প্রমুখ।[১৩৮৯] অথচ বাস্তব ঘটনা হলো, এই মাসআলাতেও আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও নেহায়েত মজবুত, শক্তিশালী এবং মূল।

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل[১৩৯০]

সনদগতভাবে এই দুটি হাদিস সম্পর্কে কালাম করা হয়েছে। পরবর্তীতে শীঘ্রই এ বিষয়ে আলোচনা আসবে।

[১৩৮৯] যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। -সংকলক।

[১৩৯০] অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ওপরযুক্ত দুটি হাদিস ব্যতীতও আরো অনেক দলিল দ্বারা স্বীয় মতের ওপর দলিল পেশ করেছেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের সারনির্যাস জবাবসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী– وانكحوا الأيامى منكم। (সূরা নূর : আয়াত-৩২)। এতে অভিভাবকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, অর্থাৎ, যারা স্বামীহীন তাদেরকে বিয়ে দাও। এতে বুঝা গেলো, মহিলাদের নিজেদের বিয়ে করার অধিকার নেই। এই জিম্মাদারি অভিভাবকদের। এজন্য বিয়ে করানোর বা দেওয়ার সম্বোধন তাদের দিকে করা হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা আল্লামা কুরতুবি মালেকি রহ. স্বীয় তাফসিরে (১২/২৩৯), তাছাড়া অন্যান্য মুহাককিকিন অধিকাংশের মাজহাবের ওপর দলিল পেশ করেছেন।

তবে এর জবাব হলো, أيامى শব্দটি أيم এর বহুবচন। أيم বলা হয় যার স্বামী বা স্ত্রী নেই। চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। স্বয়ং আল্লামা কুরতুবি রহ.ও এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এর আলোকে আয়াতের অর্থ এই হলো যে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আফজাল পন্থা হলো প্রত্যক্ষভাবে অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে করে তবে হুকুম কি হবে? এ ব্যাপারে এ আয়াতটি নীরব। অতঃপর যখন আয়ামা এর বাস্তব অর্থে বালেগ নর-নারী উভয়ে শামিল। এ কারণে বালেগ ছেলেদের বিয়ে অভিভাবকের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি সর্বসম্মতিক্রমে দুরুস্ত হয়ে যায়। কেউ এটাকে বাতিল বলেন না। এমনভাবে স্পষ্ট এটাই যে, যদি বালেগা মেয়ে নিজের বিয়ে নিজে করে ফেলে, তবে এটাও দুরস্ত হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের খেলাফ কাজের ফলে নিন্দনীয় হবে। বিশেষতো মেয়ে। হজরত মুফতি শফি সাহেব রহ. মা'আরিফুল কোরআনে (৬/৪০৯) এ জবাবটিকে পছন্দ করেছেন।

২. আল্লাহ তা'আলার বাণী– ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا। (সূরা বাকারা : আয়াত-২২১। এ আয়াত দ্বারাও আল্লামা কুরতুবি রহ. অধিকাংশের মাজহাবের দলিল পেশ করেছেন যে, এতে সম্বোধন করা হয়েছে অভিভাবকদেরকে, মহিলাকে নয়।

তবে এর জবাবও এই যে, বিয়ের মাসনুন ও মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো, হানাফিদের মতেও এটাই যে, অভিভাবকগণ বিয়ে করাবেন। এই মুস্তাহাব পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই অভিভাবকদের সম্বোধন করেছেন। এতে এর ওপর কোনো দলিল নেই যে, জ্ঞানসম্পন্না বালেগা মেয়ে যদি বিয়ে নিজে করে ফেলে তবে তার বিয়ে সম্পাদিত হবে না। এর আরেকটি জবাবের জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/১২১।

৩. আল্লাহ তা'আলার বাণী : فانكحوهن بإذن أهلهن। (সূরা নিসা : আয়াত-২৫)। এ আয়াত দ্বারাও অধিকাংশের মাজহাবের ওপর দলিল পেশ করা হয়েছে। এতেও পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদি বিয়ের ব্যাপারটি মহিলাদের ওপর সোপর্দ হতো, তবে অবশ্যই তাদের কথা উল্লেখ করতেন।

এর জবাব হলো, বিয়ের সম্বোধন মহিলার দিকে অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেগুলোর উল্লেখ মূল বক্তব্যে হানাফিদের দলিলের আওতায় আসছে। তাছাড়া ওপরযুক্ত আয়াত দ্বারাতো হানাফিদের মাজহাব প্রমাণিত হয়। কেনোনা, এতে এর দলিল আছে যে, মহিলার জন্য তার বাঁদিকে বিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলার বাণী أهلهن। দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গোলাম বাঁদি চাই নর হোক বা নারী। -আহকামুল কোরআন-থানবি রহ. : ২/২৩৯।

৪. সুনানে ইবনে মাজায় হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মহিলা কোনো মহিলাকে বিয়ে দিবে না এবং না কোনো মহিলা নিজে অন্য কাউকে বিয়ে করবে। কেনোনা, বেশ্যা মহিলাই কেবল নিজেকে অন্যের নিকট বিয়ে দেয়। (১৩৫, باب لا نكاح الا بولي)।

এর জবাব হলো, এতে জামিল ইবনুল হুসাইন আল-আতাকি সম্পর্কে কালাম আছে। যদি তিনি সেকাহ বলে যে উক্তি করা হয়েছে সেটি অবলম্বন করা হয়, তবুও এই বর্ণনাটি দলিলবিহীন বিয়ে এবং গরকুফুতে বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন, মোল্লা আলি কারি রহ. মিরকাতে (৬/২০৯, قبيل باب إعلان النكاح) ইঙ্গিত করেছেন। -সংকলক।

আহনাফের দলিলসমূহ

সংখ্যাগরিষ্ঠের দলিলসমূহের বিপরীতে হানাফিদের নিকট দলিলসমূহের একটি বিশাল ভাণ্ডার মওজুদ আছে। যেগুলোর সারনির্যাস নিম্নেযুক্ত,

১. কোরআনে কারিমে অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ আছে,

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن[১৩৯১]

এই আয়াত দ্বারা হানাফিদের মাজহাবের ওপর দু'ভাবে দলিল হতে পারে।

১. এতে বিয়ের সম্বন্ধ মহিলাদের দিকে করা হয়েছে। যা এর দলিল যে, বিয়ে মহিলাদের কথায় সংঘটিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়তো এতে অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে মেয়েদেরকে সাবেক স্বামীদের সংগে বিয়ে বসতে বাধা না দেয়। এতে বুঝা গেলো যে, অভিভাবকদের জন্য মুকাল্লাফ (শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত) মহিলার ব্যাপারে দখল দেওয়ার অধিকার নেই। এতে প্রথম দলিল إشارة النص দ্বারা, আর দ্বিতীয়টি عبارة النص দ্বারা।

প্রশ্ন : তবে এর ওপর শাফেয়িদের পক্ষ হতে এই প্রশ্ন হয় যে, এই আয়াতটি তো আমাদের দলিল। কেনোনা, নিষেধাজ্ঞা তো তখনই সঠিক হতে পারে, যখন অভিভাবকদের বিয়েতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সংঘটিত হতে পারে, তাহলে অভিভাবকদের নিষেধ করার বা বাধা দেওয়ার ক্ষমতাই থাকলো না। তখন নিষেধাজ্ঞা হবে নিরর্থক।[১৩৯২]

জবাব : এর জবাব হলো, এখানে আইনগত এবং শরয়ি বাধা উদ্দেশ্য নয়; বরং নৈতিক ও সামাজিক চাপ উদ্দেশ্য। যা মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্রিয়াশীল হয়।[১৩৯৩] তাই এই আয়াতটি হজরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রা.-এর ঘটনায় নাজিল হয়েছে। যিনি স্বীয় বোনকে তার প্রাক্তন স্বামীর সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিচ্ছিলেন।[১৩৯৪] আয়াতের এই অর্থটি ينكحن শব্দের বিয়ের সম্বোধন মহিলাদের দিকে করার ফলে আরো তাকিদপূর্ণ হয়ে যায়।

٢. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف[১৩৯৫]

٣. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره[১৩৯৬]

৪. মুয়াত্তা ইমাম মালিকে[১৩৯৭] উম্মে সালামা রা. বলেছেন,

[১৩৯১] আর যখন তোমরা মহিলাদেরকে তালাক দাও তারপর তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে ফেলে, তবে এবার তাদেরকে স্বামীর সংগে বিয়ে বসতে বারণ করো না। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩২)। -সংকলক।

[১৩৯২] শাফেয়ি রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে এটি সুস্পষ্টতম আয়াত যেটি দলিল করছে যে, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে বৈধ হয় না। কেনোনা, এখানে অভিভাবককে বারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অভিভাবক হতে বারণতো বাস্তবে তখনই হতে পারে, যখন নিষিদ্ধ ব্যক্তি বা বিষয় তার হাতে (আয়ত্তে) থাকে। -মাবসূত-সারাখসি : ৫/১১, باب النكاح بغير ولي। -সংকলক।

[১৩৯৩] এই আয়াত দ্বারা হানাফিদের দলিল পেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্র., আহকামুল কোরআন : (১/৪০০, باب النكاح بغير ولي)। কেনোনা, বিষয়টি খুব আকর্ষণ। -সংকলক।

[১৩৯৪] দ্র., তাফসিরে কুরতুবি : ৩/১৫৮। -সংকলক।

[১৩৯৫] সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৪, পারা-২। -সংকলক।

[১৩৯৬] সূরা বাকারা : আয়াত-২৩০, পারা-২। -সংকলক।

ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان، احدهما شاب والاخر كهل، فحطت الى الشاب، فقال الكهل : لم تحلى بعد وكان اهلها غيبا ورجا اذا جاء اهلها ان يؤثره بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال : قد حللت فانكحى من شئت''

'সুবাই'আ আসলামিয়া রা. তাঁর স্বামীর ইনতেকালের অর্ধমাস পর সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তখন দুই ব্যক্তি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। একজন যুবক, অপরজন বৃদ্ধ। তখন তিনি যুবকের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তখন বৃদ্ধি বললেন, তুমি তো এখনো পর্যন্ত হালাল হওনি। অথচ তখন তার পরিবার ছিলো অনুপস্থিত। বৃদ্ধ আশা করেছিলেন, সুবাই'আর পরিবারের লোকজন আসলে তাকেই প্রাধান্য দিবেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটলো। ফলে বিষয়টি তাঁর সংগে আলোচনা করলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি হালাল হয়ে গেছো। সুতরাং যার সংগে ইচ্ছা বিয়ে বসতে পার।'

৫. মুয়াত্তা ইমাম মালিকে[১৩৯৮] এবং বোখারিতে একটি হাদিস আছে।[১৩৯৯] এক মহিলা নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করেছিলেন। তিনি নিরবতা অবলম্বন করলেন এবং একজন সাহাবির আবেদনের ভিত্তিতে তাঁর সংগে তাকে বিয়ে দিয়ে দেন। এ ঘটনায় মহিলার কোনো অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন না।

৬. তাহাবিতে হজরত উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত আছে,

''قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفات ابي سلمة فخطبني الى نفسى، فقلت : يا رسول الله! انه ليس احد من اوليائ شاهدا، فقال : انه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، قالت : قم يا عمر! (ابن ابي سلمة) فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها[১৪০০]''

'তিনি বলেন, হজরত আবু সালামা রা.-এর ওফাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করে সরাসরি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোনো অভিভাবক তো উপস্থিত নেই। জবাবে তিনি বললেন, উপস্থিত-অনুপস্থিত কোনো অভিভাবকই এটা অপছন্দ করবে না। তখন তিনি বললেন, উমর! (আবু সালামার ছেলে) উঠ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বিয়ে দিয়ে দাও। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেন।'

এই বিয়েটিও হয়েছিলো অভিভাবক ব্যতীত। কেনোনা, হজরত উমর ইবনে আবু সালামা রা. তখন নাবালেগ ছিলেন।[১৪০১] সুতরাং তার বিয়ে প্রদান শরয়িভাবে ধর্তব্য নয়। সুতরাং তাকে বিয়ের জন্য বলেছেন শুধু মজাক করে এবং এটা বলা অযৌক্তিক যে, এই বিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ তত্ত্বাবধানে হয়েছিলো।

[১৩৯৭] كتاب الطلاق، عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا। তাছাড়া দ্র., সুনানে নাসায়ি : ২/১১৪, باب عدة الحامل المتو فى عنه زوجها। -সংকলক।

[১৩৯৮] ৪৯৮-৪৯৯, ما جاء في الصداق والجباء। -সংকলক।

[১৩৯৯] (২/৭৬৭, باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح)। -সংকলক।

[১৪০০] তাহাবি : ২/৮, باب النكاح بغير ولي عصبة, নাসায়ি : ২/৭৬, إنكاح الإبن لمه। -সংকলক।

[১৪০১] ইমাম তাহাবি রহ. বলেন, তিনি তখন ছিলেন ছোট নাবালেগ শিশু। তাহাবি : ২/৮। -সংকলক।

কেনোনা, সাধারণ তত্ত্বাবধান তখনই প্রয়োগ করা হয়, যখন বংশগত অভিভাবক জীবিত না থাকে।

৭. সিহাহ সিত্তার প্রসিদ্ধ হাদিস আছে,

عن ابن عباس رض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الايم احق بنفسها من وليه، والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماته [১৪০২]

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামীহীন মহিলা তার অভিভাবক অপেক্ষা নিজের অধিক হকদার। অবিবাহিতা মহিলার নিকট তার নিজের ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করবে। তাঁর অনুমতি হলো, নিরবতা অবলম্বন করা।'

''ايم'' এর অর্থ, স্বামীহীন রমণী। হানাফিদের মতে এই শব্দটি বিবাহিতা ও কুমারি উভয় মহিলাকে শামিল করে। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু বিবাহিতা মহিলা।[১৪০৩] যদি নিচে নেমে এসে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয় এবং এর দ্বারা শুধু বিবাহিতা উদ্দেশ্য হয়, তবুও এ মাসআলাটিতে এর দ্বারা হানাফিদের দলিল সঠিক। কেনোনা, কমপক্ষে বিবাহিতা সম্পর্কে এর দ্বারা দলিল হলো যে, সে নিজের ক্ষেত্রে অভিভাবক অপেক্ষা অধিক হকদার।

৮. তাহাবি শরিফে[১৪০৪] একটি বর্ণনা আছে। হজরত আয়েশা রা. স্বীয় ভাতিজি হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের বিয়ে তার পিতার অবর্তমানে মুনজির ইবনে জুবায়র রা.-এর সংগে দিয়েছিলেন। এই বিয়েটিও হয়েছিলো অভিভাবক ব্যতীত।

৯. কানজুল উম্মালে একটি হাদিস আছে যে, হজরত আলি রা. অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে করতে তাকিদ সহকারে নিষেধ করতেন।[১৪০৫] কিন্তু যদি এমন কোনো বিয়ে হয়ে যেতো, তখন এটিকে অনুমোদন করে বাস্তবায়ন করতেন।[১৪০৬]

[১৪০২] সহিহ মুসলিম, শব্দ মুসলিমের। (১/৪৫৫, باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت), নাসায়ি : ২/৭৬ , باب ما جاء في إستيمار البكر والثيب ১/১৬৪ : তিরমিযী ,باب في الثيب ১/২৮৬ : আবু দাউদ , ,استيذان البكر في نفسها মুয়াত্তা (৪৯৮ باب استيذان البكر والأيم في أنفسهما)। -সংকলক।

[১৪০৩] নববি রহ. বলেন, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, আইয়্যিম শব্দটির অর্থ এখানে বিবাহিত....। শরহে নববি : ১/৪৫৫। -সংকলক।

[১৪০৪] ২/৬, باب النكاح بغير ولي عصبة। -সংকলক।

[১৪০৫] আল্লামা শাবি রহ. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অভিভাবক ব্যতীত বিয়ের ব্যাপারে হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. অপেক্ষা এতো কঠোর আর কেউ ছিলেন না। এমনকি এ ব্যাপারে তাঁকে উপমা দেওয়া হতো। কানজুল উম্মাল : ১৬/৫৩১, নং-৪৫৭৭০ الأولياء। -সংকলক।

[১৪০৬] হাকাম রহ. বলেন, হজরত আলি রা.-এর নিকট যখন কোনো এমন ব্যক্তির মুকাদ্দমা পেশ করা হতো, যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করেছে অভিভাবক ব্যতীত এবং তার সংগে সে সংগমও করেছে, তার বিয়ে তিনি বাস্তবায়ন করে দিতেন। -কানজ : ১৬/৫৩২, নং-৪৫৭৭৫। তাছাড়া দ্র., মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ২/৪, পৃষ্ঠা নং-১৩৪ من أجازه بغير ولي ولم يفرق।

আবু কায়স আল-আজাদি হতে বর্ণিত, জনৈক বর্ণনাকারি হতে তিনি বর্ণনা করেন যে, এক মহিলাকে তার মা তার সম্মতিতে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ মুকাদ্দমা হজরত আলি রা.-এর সামনে পেশ করা হলে তিনি বললেন, তার স্বামী কি তার সংগে সংগম করেছে? তাহলে বিয়ে বৈধ। -কানজ : ১৬/৫৩১, নং-৪৫৭৭২।

١٠. عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة الا[১৪০৭] بأذن وليها او ذي الرأى من اهلها او السلطان

হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন, কোনো মহিলা বিয়ে করবে না তার অভিভাবক কিংবা তার পরিবারের রায় দেওয়ার মতো ব্যক্তি, কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত।'

এমনভাবে তিনি অভিভাবক ব্যতীত বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন, তবে শর্ত হলো, রায়ের অধিকারি নিকটাত্মীয়ের অনুমতিতে হতে হবে। যদিও তিনি অভিভাবক নাই হোন না কেনো। দশটি দলিল পূর্ণাঙ্গ হলো।

বাকি আছে, হজরত আবু মুসা ও আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। অনেক হানাফি এগুলোর জবাব দিয়েছেন যে, এ দুটি হাদিস সূত্রগতভাবে জয়িফ।[১৪০৮] হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিস এ কারণে যে, এটি ইবনে জুরাইজ-সুলায়মান ইবনে মুসা-জুহরি সূত্রে বর্ণিত। স্বয়ং ইবনে জুরাইজ বলেন, ثم لقيت الزهري فسألته فانكره، كما نقل الترمذي في الباب 'তারপর আমি জুহরির সংগে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন। বিষয়টি ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।'[১৪০৯]

তবে বাস্তব ঘটনা হলো, এসব প্রশ্নের কারণে এসব হাদিস সম্পূর্ণরূপে রদ করে দেওয়া যায় না। আবু মুসা রা.-এর হাদিসে যে ইজতিরাব আছে তিরমিযী রহ. বিচ্ছিন্ন সূত্র হতে ইসরাইল ইবনে ইউনুস সূত্রটিকে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন।[১৪১০] এভাবে ইজতিরাবের অবসান ঘটে যায়। আয়েশা রা.-এর হাদিসের ওপর ইবনে

আবু কায়স আল-আজাদি হতে বর্ণিত, জনৈক সংবাদদাতা তাকে হজরত আলি রা. হতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি এক মহিলার বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন, যে মহিলাকে তার মা তার সম্মতিতে বিয়ে দিয়েছেন। -কানজ : ১৬/৫৩২, নং-৪৩৭৭৪। -সংকলক।

[১৪০৭] কানজুল উম্মাল : ১৬/৫৩০, নং-৪৫৭৬২ الأولياء। -সংকলক।

[১৪০৮] স্বয়ং তিরমিযী রহ. বলেন, আবু মুসা রা.-এর হাদিসটিতে মতবিরোধ আছে। ইজতিরাবের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নেযুক্ত– এটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ১. ইসরাইল শরিক ইবনে আবদুল্লাহ, আবু আওয়ানা, জুহায়র ইবনে মুয়াবিয়া এবং কায়স ইবনে রবি' -আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মুসা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি বর্ণনা করেন। ২. আসবাত ইবনে মুহাম্মদ ও জায়দ ইবনে হুবাব এটিকে ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক-আবু হুরায়রা-আবু মুসা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তাছাড়া উবায়দা আল-হাদ্দাদও এই সূত্রে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ, আবু ইসহাকের মাধ্যম ব্যতীত। ৩. ইউনুস ইবনে ইসহাক এটিকে আবু ইসহাক সূত্রে আবু বুরদা-আবু মুসা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সনদে বর্ণনা করেন। ৪. শো'বা ও সুফিয়ান সাওরি এটি আবু ইসহাক-আবু বুরদা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেন। ৫. সুফিয়ানের অনেক ছাত্র এটি সুফিয়ান-আবু ইসহাক-আবু বুরদা-আবু মুসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এর ওপর ইমাম তিরমিযী রহ. সহিহ নয় বলে হুকুম লাগিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সেই বর্ণনাটিই প্রধান, যেটি শো'বার অনুকূল এই ব্যাখ্যা হতে কয়েকটি কারণে এর ইজতিরাব স্পষ্ট হয়। এজন্য আলি কারি রহ. এ সম্পর্কে বলেন, এটি জয়িফ। এর সনদে ইজতিরাব আছে। মুত্তাসিল, মুনকাতি' এবং মুরসাল হিসাবেও তাতে ইজতিরাব আছে। -মিরকাতুল মাফাতিহ : ৬/২০৭, باب الولي في النكاح واستئذان المرأة، الفصل الثاني। -সংকলক।

[১৪০৯] তাহাবি রহ.ও এটি হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনার জবাব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দ্র., তাহাবি : ২/৬।

[১৪১০] এ স্থলে ইমাম তিরমিযী রহ.-এর আলোচনার সারনির্যাস হলো, যদিও শো'বা ও সুফিয়ান সাওরি সমস্ত বর্ণনাকারিদের তুলনায় বড় হাফেজ ও অধিক সেকাহ, কিন্তু তাঁদের বিপরীতে ইসরাইল প্রমুখের বর্ণনা এজন্য প্রধান যে, এসব বর্ণনাকারি এ বর্ণনাটি আবু ইসহাক হতে বিভিন্ন সময়ে শুনেছেন। সবাই এ হাদিসটি আবু বুরদা-আবু মুসা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেন। অথচ শো'বা ও সুফিয়ান আবু ইসহাক হতে এই বর্ণনাটি এক মজলিসে শুনেছেন। যার দলিল হলো, শো'বা বলেন, আপনি কি আবু বুরদাকে একথা বলতে শুনেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিয়ে নেই'? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাছাড়া ইসরাইল আবু ইসহাক হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অধিক সেকাহ ব্যক্তি। এজন্য আবদুর

জুরাইজের যে উক্তির কারণে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, এর জবাবে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন যে, ইবনে জুরাইজের এই বাক্যটি ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেন না। আর ইসমাইল ইবনে ইবরাহিমের শ্রবণ ইবনে জুরাইজ হতে সঠিক নয়। এজন্য ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন রহ. ইবনে জুরাইজ হতে তাঁর বর্ণনাগুলোকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং তাঁর উক্তির ফলে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে জয়িফ বলা মুশকিল।

সুতরাং হানাফিদের পক্ষ হতে এসব বর্ণনার সহিহ জবাব হলো, হয়তো এগুলো তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন মহিলা অভিভাবক ব্যতীত অকুফুতে বিয়ে বসে। আর হাসান ইবনে জিয়াদের বর্ণনা অনুযায়ি আবু হানিফা রহ.-এর মতেও তখন বিয়ে বাতিল। এই বর্ণনাটির ওপর ফতওয়াও।[১৪১১] কিংবা ''لا نكاح الا بولى'' তে না করার অর্থ হলো, পূর্ণাঙ্গতাকে অস্বীকার করা।[১৪১২] পক্ষান্তরে হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনায় ''فنكاحها باطل'' এর অর্থ হলো, এমন বিয়ে উপকারি হয় না।[১৪১৩] তাছাড়া এই বর্ণনায় ''نكحت نفسها بغير اذن وليها'' শব্দ এসেছে। যার দাবি হলো, যদি অনুমতি নিয়ে নেয়, তবে মহিলার কথায় বিয়ে সংঘটিত হবে।

যদিও ওপরযুক্ত ব্যাখ্যাগুলোর প্রতি মন দ্রুত এগোয় না। তবে ওপরোল্লিখিত দশটি দলিলের বর্তমানে এছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এই অনুচ্ছেদের দুটি বর্ণনাকে অনুকূল বানাতেই হবে। বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন। যিনি এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারি। তাহাবি শরিফে এ বিষয়টি এসেছে। তাছাড়া জুহরি রহ.-এর মতও হানাফিদের অনুকূল।[১৪১৪] যিনি আয়েশা রা.-এর হাদিসের বর্ণনাকারি।

بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

অনুচ্ছেদ–১৫ : সাক্ষ্য ব্যতীত বিয়ে না হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ১০৯)

١١٠٥ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ الْبَغَايَا اللَّاتِيْ يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

রহমান ইবনে মাহদি রহ. বলেন, সুফিয়ান সাওরি-আবু ইসহাক সূত্রে বর্ণিত যেসব হাদিস আমার ফওত হয়ে গেছে, সেগুলোর কারণ শুধু এই যে, আমি ইসরাইলের ওপর নির্ভর করেছি। কেনোনা, তিনি হাদিস পূর্ণাঙ্গরূপে পেশ করেন। -সংকলক।

[১৪১১] সূত্র পেছনে গেছে। -সংকলক।

[১৪১২] অনেক আলেম এই ব্যাখ্যাটিকে অচল বলেছেন। তারা বলেছেন, এতো শুধু সেসব ইবাদত ও নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে চলে যেগুলোর মধ্যে বৈধতার দুটি দিক তথা পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ দুটি দিক আছে। তবে যেসব লেনদেনে শুধুমাত্র একটি দিকই আছে, সেখানে নফি ফাসাদকে ওয়াজিব করে। কিংবা অনুরূপ অর্থ বোধক উক্তি করেছেন। আমি বলবো, এই উক্তিকারক নফি কামাল দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন, বৈবাহিক আকদ মজবুতভাবে হওয়ার পর ত্রুটি যুক্ত হওয়া তথা যে ক্ষেত্রে অভিভাবকের প্রশ্ন তোলার অধিকার আছে সেখানে অভিযোগ উত্থাপন করা। সুতরাং যখন অভিভাবকের সম্মতিতে আকদ হবে সেখানে ত্রুটি থাকবে না। পক্ষান্তরে একথাটি যথার্থ। আত তালিকুস সাবিহ : ৪/১৭, ১৮ باب الولي في النكاح الخ الفصل الثاني ।-সংকলক।

[১৪১৩] আল্লাহ তা'আলার বাণী– ربنا ما خلقت هذا باطلا) সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৯১) তে বাতিল শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া باطل এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, এমন বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। (কারণ, কুফু না হলে এবং মোহরে মিছলের চেয়ে কম হলে অভিভাবক দাবি করলে তা খতম করে দেওয়া যায়।) বাতিল শব্দটি এ অর্থে কবি লাবিদের কাব্যেও এসেছে। তিনি বলেন, الا كل شئ ما خلا الله باطل অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসোন্মুখ। -সংকলক।

[১৪১৪] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (৪/১৩৩, من أجازة بغير ولي ولم يفرق) মা'মার হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি জুহরিকে একজন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যিনি অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, যদি এটি কুফুতে হয়ে থাকে তবে তা বৈধ। -সংকলক।

১১০৫। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারা ব্যভিচারকারিণী যারা নিজেদেরকে সাক্ষ্য ব্যতীত বিয়ে দিয়েী।

ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ বলেছেন, আবদুল আ'লা এ হাদিসটি ব্যাখ্যা পর্বে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন, আর মারফূ' আকারে বর্ণনা না করে মওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন তালাক অধ্যায়ে।

١١٠٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ : نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهٰذَا أَصَحُّ.

১১০৬। **অর্থ :** কুতায়বা গুনদার মুহাম্মদ ইবনে জাফর-সায়িদ ইবনে আবু আরূবা সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি। এটি আসাহ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি সংরক্ষিত নয়। আমরা কাউকে এ হাদিসটি মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন বলে জানি না, শুধুমাত্র আবদুল আ'লা-সায়িদ-কাতাদা সূত্রে বর্ণিত মারফূ' আকারের হাদিসটি ব্যতীত। আবদুল আ'লা-সায়িদ সূত্রে এ হাদিসটি মওকুফ আকারেও বর্ণিত আছে। তবে সহিহ হলো, ইবনে আব্বাস রা. হতে 'দলিল ব্যতীত বিয়ে নেই'– হাদিসটি তার উক্তি আকারে বর্ণিত। অনুরূপভাবে একাধিক বর্ণনাকারি সায়িদ ইবনে আবু আরূবা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন মওকুফ হিসেবে।

এ অনুচ্ছেদে হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন, আনাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

এর ওপর সাহাবা ও তৎপরবর্তী তাবেয়িন প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে দুরুস্ত নেই। পরবর্তী একদল আলেম ব্যতীত পূর্ববর্তী কোনো মনীষী এ ব্যাপারে আমাদের সংগে মতপার্থক্য করেননি। ওলামায়ে কেরাম শুধু এই ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন– যখন একজনের পর একজনকে সাক্ষী রাখা হবে। ফলে কুফাবাসী প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম বলেছেন, আক্বদে নিকাহের সময় একসংগে দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য না দিলে বিয়ে বৈধ হবে না। মদিনাবাসী অনেকের মত হলো, একজনের পর একজনকে সাক্ষী বানানো হলেও বিয়ে বৈধ যদি তার ঘোষণা দেওয়া হয়। এটা মালেক ইবনে আনাস প্রমুখের মাজহাব। অনুরূপ বলেছেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহিম মদিনাবাসী হতে মাজহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে। অনেক আলেম বলেছেন, একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য (হলে) বিয়েতে চলবে। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

দরসে তিরমিযী

عن [১৪১৫] ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ''البغايا اللاتي ينكحن انفسهن

এই হাদিসের ভিত্তিতে অধিকাংশের মাজহাব হলো, সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে সংঘটিত হয় না। অবশ্য ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি শুধু ঘোষণা দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করতেন।[১৪১৬] কিন্তু এই হাদিসটি তাঁর বিপরীত দলিল।[১৪১৭]

[১৪১৫] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। -তিরমিযী : ৩/৪১১, নং-১১০৩। -সংকলক।

[১৪১৬] দ্র., বাদায়িউস সানায়ে : ২/২৫২ نكاح، فصل ومنها الشهادة। কাসানি রহ. এ স্থানে ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, সাক্ষ্য শর্ত নয়। শর্ত হলো, ঘোষণা দেওয়া। সুতরাং যদি বিয়ে আক্বদ করে এবং ঘোষণা দেওয়ার শর্ত করে তবে বিয়ে বৈধ হয়ে যায়। যদিও সাক্ষীরা উপস্থিত না থাকুক। আর যদি সাক্ষীগণ উপস্থিত থাকে এবং তাদের নিকট এ বিয়ের কথা গোপন রাখার শর্ত করে, তবে বিয়ে বৈধ হবে না। -সংকলক।

[১৪১৭] অথচ ইমাম মালেক রহ.-এর দলিল হলো, ব্যভিচার হয় গোপনে। যার দাবি হলো, বিয়ে প্রকাশ্যে হওয়া। যাতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে গোপনে বিয়ে সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আছে। হজরত

তিরমিযী রহ. ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাবের ব্যাখ্যা এমনভাবে দিয়েছেন যে, একই সময় দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিকে আবশ্যক মনে করতেন না। বরং যদি একের পর এক দুইজন সাক্ষীর সামনে বিয়ে হয়ে যায়, তবুও বৈধ। তারপর এখানে হানাফিদের মূলনীতির ওপর একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন আছে।

প্রশ্ন : এটি হলো, কোরআনে কারিমের আয়াতে

''فانكحوا ما طاب لكم من النساء''[১৪১৮]

দলিলের কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতে এর ওপর কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

জবাব : ফখরুল ইসলাম বজদবি রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, দলিলের শর্তের হাদিসটি মশহুর বা প্রসিদ্ধ। যা থেকে কিতাবুল্লাহর ওপর বৃদ্ধি বৈধ। তবে শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এই জবাবটি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে ইবনে হাববান রহ.-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, এই অনুচ্ছেদে হজরত আয়েশা রা.-এর একটি মারফু' হাদিসের যে ''لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل'' শব্দ বর্ণিত আছে, [১৪১৯] এছাড়া আর কোনো সহিহ হাদিস নেই।

স্বয়ং শায়খ ইবনে হুমাম রহ.-এর একটি জবাব এই উল্লেখ করেছেন যে, ''فانكحوا ما طاب لكم من النساء'' আয়াতটি ''عام خص عنه البعض''। কেনোনা, এর ব্যাপকতা হতে মুহাররামাত স্বয়ং কিতাবুল্লাহতেই ব্যতিক্রমভুক্ত বা খাস করে নেওয়া হয়েছে।[১৪২০] সুতরাং এবার খবরে ওয়াহেদ দ্বারা এতে অতিরিক্ত তাখসিস (বিশেষিতকরণ) হতে পারে।[১৪২১]

আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। -মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/২৮৫ باب نكاح السر। মু'জামে তাবারানি আওসাত সূত্রে। তাছাড়া তিরমিযী : ১/১৬১, ما جاء في اعلان النكاح তে পেছনে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, اعلنوا النكاح الخ। হানাফিদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস ব্যতীত সেসব বর্ণনা যেগুলোতে সাক্ষীগণকে বিয়ের জন্য আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়েছে। দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/২৮৫-২৮৭।

বাকি আছে, نهى عن نكاح السر হাদিসের ব্যাপারটি। এর জবাব হলো, বাস্তবে গোপন বিয়ে হলো সেটি যাতে কোনো সাক্ষী থাকবে না। আর যে বিয়েতে সাক্ষী থাকবে, সেটি প্রকাশ্য বিয়ে, গোপন বিয়ে নয়। কেনোনা, কোনো বিষয় দুই ব্যক্তি হতে অতিক্রম করলে তখন সেটি গোপন থাকে না। এ জন্য কবি বলেছেন, وسرك ما كان عند امرئ * وسر للثلاثة غير الخفي অর্থাৎ, তোমার গোপন কথা সেটি, যেটি একজনের নিকট গোপন থাকে, পক্ষান্তরে তিনজনের নিকট যে গোপন তথ্য জানা হয়ে গেছে সেটি গোপন নয়।

বাদায়িউস সানায়ে' -কাসানি : ৪/২৫৩। -সংকলক।

[১৪১৮] সূরা নিসা : আয়াত-৩, পারা-৪। -সংকলক।

[১৪১৯] দ্র., মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদে ইবনে হাব্বান : পৃষ্ঠা-৩০৫, নং-১২৪৭, باب ما جاء في الولي والشهود আল-ইসহান বিতারতিবি সহিহ ইবনে হাব্বান : ৬/১৫২, নং-৪০৬৩। ذكر نفي اجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل، باب الولي। -সংকলক।

[১৪২০] حرمت عليكم امهتكم -সূরা নিসা : আয়াত-২৩, পারা-৪। -সংকলক।

[১৪২১] ফতহুল কাদির : ৩/১১১, কিতাবুন নিকাহ। -সংকলক।

বিয়ের সাক্ষীর সংখ্যা

وقال بعض اهل العلم : يجوز شهادة رجل ولمرأتين في النكاح

এটি হানাফিদের মাজহাব। অর্থাৎ, বিয়ে যেমনভাবে দুইজন পুরুষের সাক্ষীতে সংঘটিত হয়ে যায়, এমনভাবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষীতেও হয়ে যায়।[১৪২২] ইমাম আহমদ রহ.-এর মাজহাবও এটাই।[১৪২৩] অথচ ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে বিয়েতে দুইজন পুরুষের সাক্ষী আবশ্যক। মহিলাদের সাক্ষী এ ব্যাপারে ধর্তব্য নয়।[১৪২৪]

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দলিল شاهدى عدل বিশিষ্ট বর্ণনা। এতে পুরুষ লিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ দলিলটি যে, জয়িফ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেনোনা, ওরফে দুই সাক্ষীর অর্থে সেসব লোক এসে যায়, যারা সাক্ষের নেসাব পূর্ণ করেন। বস্তুত সাক্ষের নেসাব কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ি নিম্নেযুক্ত'

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان[১৪২৫] الايه

'তোমরা তোমাদের পুরুষদের হতে দুইজন সাক্ষী রাখো। যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী।'

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ–১৬ : বিয়ের খুতবা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১০)

١١٠٧ – عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اَلتَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ اَلتَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا فَمَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ قَالَ عَبْثَرٌ فَفَسَّرَهٗ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (اِتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا) الْآيَةَ.

[১৪২২] হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ (৩/১১০), নিকাহ এবং (৬/৪৫)। -সংকলক।

[১৪২৩] যেমন, তিরমিযী এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। অথচ আল-মুগনি মুহাম্মদ রহ.-এর আসল বর্ণনা শাফেয়িদের মত। ইবনে কুদামা রহ. ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি বর্ণনা হানাফিদের অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনাও উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

[১৪২৪] আল-মুগনি : ৬/৪৫২। -সংকলক।

[১৪২৫] সূরা বাকারা : আয়াত-২৮২, পারা-৩। ইমাম শাফেয়ি রহ. প্রমুখের একটি দলিল জুহরি রহ.-এর একটি বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত চলে এসেছে যে, মহিলাদের সাক্ষ্য প্রদান দণ্ডবিধি, বিয়ে ও তালাকে অবৈধ। এটি আবু উবায়দ রহ. বর্ণনা করেছেন আমওয়ালে। তবে প্রথমতো এটি খবরে ওয়াহিদ। যেটি কোরআনে কারিমের মুকাবিলা করতে পারে না। তাছাড়া তাতে সূত্রগত বিচ্ছিন্নতাও আছে। -সংকলক।

১১০৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের ও বিয়ে ইত্যাদির হাজতের তাশাহহুদ শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নামাজের তাশাহহুদ হলো আত্তাহিয়্যাতু....এবং হাজতের তাশাহহুদ হলো, ان الحمد لله الخ । তিনি বলেছেন, আর তিনটি আয়াত পাঠ করবে।

আবছার বলেছেন, সুফিয়ান সাওরি তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

(اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون)– (يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا)– (اتقوا الله قولوا قولا سديدا) الاية–

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ রা.-এর হাদিসটি حسن।

এটি বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ আবু ইসহাক-আবুল আহওয়াস-আবদুল্লাহ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। শো'বা এটি বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক-আবু উবায়দা-আবদুল্লাহ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে।

অনেক আলেম বলেছেন, খুৎবা ব্যতীত বিয়ে বৈধ। এটি সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ আলেমের মাজহাব।

١١٠٨ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

১১০৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব খুতবাতে তাশাহহুদ নেই, সেগুলো কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হাতের মতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

عن[১৮২৬] عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد... ويقرأ ثلاث ايات

واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون[১৮২৭]، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا[১৮২৮]، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا[১৮২৯]،

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে এই তিনটি আয়াতের কোনোটিতেও বিয়ের উল্লেখ নেই। অথচ কোরআনে করিমে বিয়ে সংক্রান্ত একাধিক আয়াত আছে। তবে সেগুলো ছেড়ে ওপরযুক্ত তিনটি আয়াত অবলম্বন করা হয়েছে। এর

[১৮২৬] মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুযায়ি এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। সুনানে তিরমিযী : ৩/৪২৩, নং-১১০৫। -সংকলক।

[১৮২৭] সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১০২, পারা-১২। -সংকলক।

[১৮২৮] সূরা নিসা : আয়াত-১, পারা-৪। -সংকলক।

[১৮২৯] সূরা আহজাব : আয়াত-৭০, পারা-২২। -সংকলক।

কারণ, কোথাও সুস্পষ্ট আকারে নজরে পড়েনি। তবে মুফতি শফি রহ.-এর হিকমত এই বর্ণনা করেছেন যে, এই তিনটি আয়াতে তাকওয়ার হুকুম যৌথ। বিয়ে এমন একটি লেনদেন যে, তাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুমধুর রূপে গড়া এবং পারস্পরিক অধিকার আদায় তাকওয়া ব্যতীত সম্ভব না।[১৪৩০]

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : কুমারি ও বিধবার অনুমতি নেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২১০)

١١٠٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوْتُ.

১১০৯। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধবার অনুমতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারির অনুমতি নেওয়া ব্যতীত তাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না। আর তার অনুমতি হলো নীরবতা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, ইবনে আব্বাস, আয়েশা ও 'উরস ইবনে 'আমিরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এর ওপর ওলামায়ে কেরামের মতে আমল অব্যাহত যে, বিবাহিতাকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবে না। যদি তার বাপ তার অনুমতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দেয়, তারপর সে বিবাহিতা রমণী এ বিয়েকে অপছন্দ করে, তবে এ বিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে বাতিল বিয়ে।

ওলামায়ে কেরাম কুমারিদেরকে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছেন, যখন তাদেরকে পিতাগণ বিয়ে দেয়। কুফাবাসী প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, যখন বাপ কুমারি বালেগা মেয়েকে তার নির্দেশ ব্যতীত বিয়ে দেয়, আর বাপের এ বিয়েতে সে রাজি না থাকে, তবে বিয়ে বাতিল।

অনেক মদিনাবাসী বলেছেন, পিতা কর্তৃক কুমারিকে বিয়ে দেওয়া বৈধ। যদিও সে তা অপছন্দ করোক না কেনো। মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

١١١٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

১১১০। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামীহীনা নারী তার অভিভাবক অপেক্ষা নিজের সত্তার অধিক হকদার। কুমারির নিকট তার নিজের ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। আর তার অনুমতি হলো নীরবতা।

[১৪৩০] শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এ বিষয়টি মা'আরিফুল কোরআন (২/২৭৮) হতে গৃহীত। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসটি حسن صحيح। শো'বা ও সুফিয়ান সাওরি এ হাদিসটি মালেক ইবনে আনাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

অনেক আলেম অভিভাবক ব্যতীত বিয়ের অনুমতির ব্যাপারে এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। অথচ এ হাদিসে তাদের দলিল নেই। কেনোনা, একাধিক সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত রয়েছে যে, অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিয়ে দুরুস্ত নেই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইবনে আব্বাস রা. এই ফতওয়াই দিতেন। তিনি বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিয়ে দুরুস্ত নেই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– 'স্বামী হীনা রমণী নিজের সত্তার ব্যাপারে তার অভিভাবক অপেক্ষা বেশি হকদার। এ হাদিসের অর্থ- সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে অভিভাবক তাকে তার সম্মতি ও নির্দেশ ব্যতীত বিয়ে দিতে পারবে না। যদি তাকে বিয়ে দেয় তবে বিয়ে বাতিল, হজরত খানসা বিনতে খিজাম রা. এর হাদিসের ভিত্তিতে। কেনোনা, তার পিতা তাকে বিধবা অবস্থায় বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তখন তা অপছন্দ করেছেন। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিয়ে স্থগিত করেছেন।

বেলায়েতে ইজবার তথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভিভাবকত্বের বিষয়টি এই অনুচ্ছেদের আলোচনায় আসে। যার বিস্তারিত বর্ণনা এই। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে, বেলায়েতে ইজবার নির্ভর করে মহিলার বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা হওয়ার ওপর। অর্থাৎ, কুমারির ওপর অভিভাবকের বেলায়েতে ইজবার আছে। চাই সে ছোট হোক বা বড়। বিবাহিতার ওপর বেলায়েতে ইজবার নেই। চাই সে ছোট হোক কিংবা বড়।

এর বিপরীত আমাদের মতে, বেলায়েতে ইজবার নির্ভর করে ছোট এবং বড় হওয়ার ওপর। সুতরাং ছোট'র ওপর বেলায়েতে ইজবার রয়েছে, বড়'র ওপর নেই। চাই সে বিবাহিতা হোক কিংবা অবিবাহিতা। তাছাড়া কুমারি ছোট'র ওপর সর্বসম্মতিক্রমে বেলায়েতে ইজবার আছে। আর বড় বিবাহিতার ওপর সর্বসম্মতিক্রমে বেলায়েতে ইজবার নেই। বড় তথা বয়স্ক কুমারির ওপর শাফেয়িদের মতে বেলায়েতে ইজবার আছে। আমাদের মতে নেই। ছোট তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহিতার ওপর আমাদের মতে বেলায়েতে ইজবার আছে। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে নেই। সারকথা, চার সুরতের মধ্য হতে দুই পদ্ধতি সর্বসম্মত, আর দুই পদ্ধতি বিতর্কিত।[১৪৩১]

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দলিল এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হরত ইবনে আব্বাস রা.-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الايم احق بنفسها من وليها[١٤٣٢]، الحديث

তিনি বলেন, এখানে ايم শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য বিবাহিতা। কেনোনা, কুমারির উল্লেখ এই বর্ণনায় পরবর্তীতে স্বতন্ত্রভাবে এসেছে। অর্থাৎ, والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها। যেহেতু ايم দ্বারা বিবাহিতা উদ্দেশ্য হলো, সেহেতু এর বিরোধী অর্থ হলো, البكر ليست احق بنفسها من وليها 'তথা অবিবাহিতা তার অভিভাবক অপেক্ষা নিজের ব্যাপারে অধিক হকদার নয়। মূলত বিরোধী অর্থ তাঁর মতে দলিল।

[১৪৩১] বাদায়িউস সানায়ে' : ২/২৪১, فصل ولما الذي يرجع إلى المولى عليه, ফাতহুল কাদির : ৩/১৬১ باب الأولياء والأكفاء। -সংকলক।

[১৪৩২] এই বর্ণনাটি তিরমিযী ব্যতীত সুনানে আবু দাউদেও (১/২৮৬, باب في الثيب) এসেছে। তাছাড়া দ্র., সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৪। -সংকলক।

হানাফিদের দলিল নিম্নেযুক্ত-

১. আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের মারফু' বর্ণনা-

لا تنكح[১৪৩৩] الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وانها الصموت

এতে বিবাহিতা অবিবাহিতা উভয়ের হুকুম এক বর্ণনা করা হয়েছে। পার্থক্য শুধু অনুমতির পদ্ধতিতে।

২. সুনানে নাসায়িতে[১৪৩৪] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত একটি হাদিস,

ان فتاة دخلت عليها فقالت : ان ابى زوجنى ابن اخيه ليرفع بى خسيسته وانا كارهة، فقال : اجلسنى حتى ياتى النبى صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فارسل الى ابيها فدعاء فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله! قد اجرت ما صنع ابى ولكن اردت ان اعلم أللنساء من، الامر شئ.

'তাঁর নিকট এক যুবতী প্রবেশ করে বললো, আমাকে আমার পিতা তাঁর ভাতিজার নিকট বিয়ে দিয়েছেন। যাতে আমার মাধ্যমে তার নিচুতা দূর করতে পারেন। অথচ আমি এ বিয়েতে সম্মত নই। তখন জবাবে তিনি বললেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন পর্যন্ত তুমি বসো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটলো। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। তখন তিনি যুবতীর পিতার নিকট সংবাদ পাঠালেন, তাকে ডাকালেন। তখন তিনি (বিয়ের) এ বিষয়টি যুবতীর হাওয়ালা করলেন। তখন যুবতী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা যা করেছেন, আমি তার অনুমতি দিয়ে দিলাম। তবে আমি জানতে চাই যে, মহিলাদের এ ব্যাপারে কোনো অধিকার আছে কিনা?'

সুনানে ইবনে মাজাহতে[১৪৩৫] তাঁর নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো বর্ণিত রয়েছে,

فقالت : قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت

ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شئ

'তিনি বললেন, আমার আব্বা যা করেছেন, আমি তার অনুমতি দিয়ে দিলাম। তবে আমি মনস্থ করেছি, নারীরা জানুক, বিয়ের বিষয়ে বাপের অধিকার নেই।'

অনেক শাফেয়ি এতে এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই রমণী ছিলেন বিবাহিতা। তবে প্রথমতো হাদিসে এর ওপর কোনো দলিল নেই। দ্বিতীয়তো এই মহিলা বলেছেন, আমার উদ্দেশ্য এই বিষয়টির জানান দেওয়া যে, মহিলাদের ওপর পিতাদের বেলায়েতে ইজবার (অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভিভাবকত্ব) নেই। আর তিনি এই ঘোষণা ব্যাপক শব্দে করেছেন। তাতে বিবাহিতা-অবিবাহিতার কোনো পার্থক্য নেই। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে কোনো প্রকার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি।

৩. সুনানে আবু দাউদ[১৪৩৬] এবং সুনানে ইবনে মাজাহতে[১৪৩৭] আছে,

[১৪৩৩] শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এই বর্ণনাটি বোখারিতেও (২/১০৩০, كتاب الحيل، باب في النكاح) এসেছে। দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৫, باب استيذان الثيب في النكاح الخ । -সংকলক।

[১৪৩৪] ২/৭৭, البكر يزيدها أبوها وهي كارهة । -সংকলক।

[১৪৩৫] ১৩৪-১৩৫, من زوج ابنته وهي كارهة । -সংকলক।

جرير بن جازم عن ايوب عن عكرمة

জারির ইবনে হাজেম-আইয়ুব-ইকরামা সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে,

ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

'এক কুমারি মেয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছেন তার অমতে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিয়ে দিলেন।'

এই বর্ণনাটি হানাফিদের মাজহাবের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হওয়ার সংগে সংগে সহিহও। ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান রহ. এই বর্ণনাটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।[১৪৩৮] হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও এর বিশুদ্ধতার স্বীকারোক্তি করেছেন।[১৪৩৯] কিন্তু তারপর তিনি এর জবাব দিয়েছেন যে, এই হাদিসটি কুফু ব্যতীত অন্যত্র বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৪৪০] কিন্তু এই জবাবটি উপকারি নয়। কেনোনা, এই বর্ণনাটি কুফু-অকুফুর বর্ণনা হতে শূন্য। না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, তুমি কুফুতে বিয়ে করেছ, না অকুফুতে। সুতরাং অকুফুর সম্ভাবনা বিনা দলিলে সৃষ্ট। তাছাড়া বর্ণনায় هل زوجت في الكفو ام في غير الكفو বাক্য দলিল করছে যে, এই এখতিয়ার তার অমত থাকার কারণে ছিলো। কুফু না হওয়ার কারণে নয়।

বাকি আছে, ইবনে আব্বাস রহ.-এর বর্ণনা الايم احق بنفسها من وليها দ্বারা শাফেয়িগণ যে দলিল পেশ করেছেন, এর জবাব হলো, ايم দ্বারা উদ্দেশ্য স্বামীহীন নারী। আর এর প্রয়োগ বিবাহিতা-অবিবাহিতা উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়।[১৪৪১] অবশ্য বিবাহিতার উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে এই জন্য করেছেন যে, এর অনুমতির পদ্ধতি ছিলো ভিন্নরকম। যদি মেনে নিই ايم দ্বারা বিবাহিতাই উদ্দেশ্য হয়, তখনও বিরোধী অর্থ দ্বারা দলিল[১৪৪২] আমাদের মতে ঠিক নয়। বিশেষত যখন এটি মূল এ বিষয়ের বিপরীত। এখানে মূল এ বিষয় হলো– البكر تستأذن في نفسها - অবিবাহিতার নিকট তার ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করা হবে।

[১৪৩৬] ১/২৮৫-২৮৬, باب في البكر يزوجها أبوها ولا يسامرها । -সংকলক।

[১৪৩৭] ১৩৫, من زوج لبنته وهي كارهة । -সংকলক।

[১৪৩৮] আইনি রহ. বলেন, এটি আবু দাউদ রহ. সহিহ বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত সনদে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ রহ. বলেছেন, সহিহ হলো এটি মুরসাল। আবু হাতেম রহ. বলেছেন, এটিকে মারফু' সাব্যস্ত করা ভুল। ইবনে হাজম রহ. বলেছেন, এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের সহিহ। এর কোনো বিপরীত বিষয় নেই। ইবনুল কাত্তান রহ. এটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। -উমদাতুল কারি : ২০/১৩০, باب اذا زوج لبنته وهي كارهة فنكاحها مردود । -সংকলক।

[১৪৩৯] তিনি বলেন, এর বর্ণনাকারিগণ সেকাহ। ফাতহুল বারি : ৯/১৯৬। -সংকলক।

[১৪৪০] হাফেজ রহ. এই জবাবটি বায়হাকি সূত্রে উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারি : ৯/১৯৬, সুনানে কুবরা-বায়হাকি : ৭/১১৮, باب ما جاء في إنكاح الابكار । -সংকলক।

[১৪৪১] লিসানুল আরব : ১২/৩৯। -সংকলক।

[১৪৪২] এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, শব্দ হতে যা বুঝা যায়, এটি যদি সুস্পষ্ট শব্দ হতে বুঝা যায়, তবে মানতুক, তা না হলে মাফহুম। মাফহুম দুই প্রকার। মাফহুমে মুয়াফেক ও মাফহুমে মুখালেফ। মাফহুমে মুয়াফেক হলো, উল্লিখিত বিষয় অনুযায়ি অনুল্লিখিত বিষয়ের অবস্থা শব্দ হতে জানার নাম। আর মাফহুমে মুখালেফ হলো, উল্লিখিত শব্দ হতে অনুধাবিত এমন বিষয় যেটি উল্লিখিত বিষয়ের বিপরীত। নূরুল আনওয়ার : ১৫৩ فصل التنصيص على الشيء باسمه العلم । -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِكْرَاهِ الْيَتِيْمَةِ عَلَى التَّزْوِيْجِ

অনুচ্ছেদ–১৮ : অনাথ মহিলাকে বিয়ের ব্যাপারে জোর করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১০)

١١١١ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اَلْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِيْ نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا يَعْنِيْ إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ.

১১১১। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনাথ মহিলার নিকট তার নিজের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে। যদি সে নীরব থাকে তবে এটা তার অনুমতি। আর যদি সে অস্বীকার করে তবে তার এই বিয়ের ব্যাপারে বৈধতা নেই। অর্থাৎ, যখন সে বালেগা হয়ে যায় এবং তা প্রত্যাখ্যান করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু মুসা, ইবনে উমর ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن।

দরসে তিরমিযী

ওলামায়ে কেরাম অনাথ মহিলার বিয়ের ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। অনেক আলেম বলেছেন, অনাথ মহিলাকে যদি বিয়ে দেওয়া হয়, তবে এই বিয়ে তার বালেগা হওয়া পর্যন্ত মওকুফ থাকবে। যখন সে বালেগা হয়ে যাবে, তখন এই বিয়ের অনুমতি প্রদান কিংবা রহিত করে দেওয়ার এখতিয়ার তার থাকবে। এটি অনেক তাবেয়ি প্রমুখের মাজহাব।

অনেক আলেম বলেছেন, বালেগা হওয়া পর্যন্ত অনাথ মহিলার বিয়ে জায়েজ নেই। বিয়েতে তার এখতিয়ারের বৈধতা নেই। এটি সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি প্রমুখ আলেমের মত।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. বলেছেন, যখন এতিম মহিলা নয় বছরে পৌছে, তারপর তাকে বিয়ে দেওয়া হয়, এতে সে রাজি থাকে, তবে তার বিয়ে বৈধ। বালেগা হওয়ার পর তার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। তারা আয়েশা রা.-এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিয়ে মধুরাত্রি যাপন করেছেন, যখন তাঁর বয়স নয় বছর। হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, কোনো মেয়ে নয় বছরে পৌছলে সে বয়স্কা রমণী।

অনাথ শব্দের প্রয়োগ অপ্রাপ্ত বয়স্ক উভয়ের ওপর হয়। এখানে যদি বয়স্কা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো হাদিসের অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে সংঘটিত হবে না। আর যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, তার নিকট অনুমতি প্রার্থনা শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে কোন পর্যায়ের।

এর জবাব হানাফিদের পক্ষ হতে এই দেওয়া হয় যে, তার ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য খেয়ারে বুলূগ। অর্থাৎ, তার কাছ হতে অনুমতি প্রার্থনা করা হবে, বালেগা হওয়ার সময়।

শাফেয়ি রহ. বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা অনাথ মহিলার বিয়ে হতেই পারে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে বালেগা না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিয়েতে এখতিয়ারেরও প্রবক্তা নন।[১৪৪৩]

[১৪৪৩] মাজহাবসমূহের বিস্তারিত এ বর্ণনা ইমাম তিরমিযী রহ.-এর এনা হতে গৃহীত। -সংকলক।

তিনি বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে এতিমের অনুমতি ধর্তব্য নয়। আর বাপ-দাদার অনুপস্থিতিতে কারো জন্য এর ওপর বেলায়েতে ইজবার হবে না।[১৪৪৪]

সারকথা, শাফেয়িগণ বলেন, এই বর্ণনায় এতিম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেটি অপ্রাপ্ত বয়স্কা-প্রাপ্ত বয়স্কা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বিশেষত অপ্রাপ্ত বয়স্কার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বেশি হয়।[১৪৪৫] সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্কাকে হাদিসের অর্থ হতে খারিজ করা ঠিক নয় এবং যে জটিলতা শাফেয়ি রহ. বর্ণনা করেছেন, তার সমাধান খেয়ারে বুলুগে বর্তমান আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

অনুচ্ছেদ-১৯ প্রসংগ : দুই অভিভাবক বিয়ে দিলে (মতন পৃ. ২১১)

١١١٢ - عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

১১১২। **অর্থ :** সামুরা ইবনে জুনদুব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রমণীকে দুই অভিভাবক বিয়ে দিয়েছে, সে রমণী এই দুই স্বামীর প্রথম জনের জন্য। আর যে দুই জনের নিকট বিক্রি করলো, সেটি তাদের মধ্য হতে যে, প্রথম ক্রেতা তার জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। যখন দুই অভিভাবকের একজন অপর জনের আগে বিয়ে দেয়, তখন প্রথম জনের বিয়ে বৈধ, দ্বিতীয় জনের বিয়ে বাতিল। আর যখন দুই অভিভাবক একই সংগে বিয়ে দেয় তখন তাদের উভয়ের বিয়ে বাতিল। এটি সাওরি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ : মনিবের অনুমতি না নিয়ে গোলামের বিয়ে প্রসংগে (মতন পৃ. ২১১)

١١١٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

১১১৩। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে সে ব্যভিচারকারি।

[১৪৪৪] ফতহুল কাদির হিদায়াসহ (৩/১৭২-১৭৩, باب الأولياء والأكفاء)। -সংকলক।

[১৪৪৫] বরং এটি অপ্রাপ্ত বয়স্কার অর্থে প্রকৃত ও প্রাপ্ত বয়স্কার ক্ষেত্রে রূপক। এজন্য আল্লামা ইবনুল আসির রহ. বলেন, যখন এতিম ছেলে-মেয়ে বালেগা হয়ে রূপকার্থে বালেগ হওয়ার পরেও এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।-নিহায়া : ৫/২৯১-২৯২। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن।

অনেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকিল-ইবনে উমর- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। তবে এটি সহিহ নয়। বিশুদ্ধ হলো আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকিল-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. সূত্রে।

সাহাবা প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, মনিবের অনুমতি ব্যতীত গোলামের বিয়ে অবৈধ। এটি বিনা ইখতেলাফে তথা সর্বসম্মতিক্রমে আহমদ ও ইসহাক প্রমুখের মাজহাব।

١١١٤ – عَنْ جَابِرٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
هذا حديث حسن صحيح.

১১১৪। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে সে ব্যভিচারকারি। এ হাদিসটি صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُهُوْرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-২১ : মহিলাদের মহরানা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১১)

١١١٥ –عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلٰى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ.

১১১৫। **অর্থ :** আমের ইবনে রবি'আ হতে বর্ণিত যে, বনু ফাজারার এক মহিলা বিয়ে করেছিলো দুটি চপ্পল (মহর) নির্ধারণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার নিজের ওপর ও নিজের এ সম্পদের ওপর দুটি চপ্পল নিয়ে সম্মত আছো? মহিলা বললো, হ্যাঁ। বর্ণনাকারি বলেন, তখন তিনি তাকে এ বিয়ের অনুমতি দিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, আবু হুরায়রা, সাহল ইবনে সাদ, আবু সায়িদ, আনাস, আয়েশা, জাবের ও আবু হাদরাদ আসলামি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, 'আমের ইবনে রবিআর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরাম মহর সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। অনেকে বলেছেন, পরস্পরে সম্মত হয়ে যা নির্ধারণ করবে, তাই মহর। এটি সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। মালেক ইবনে আনাস রহ. বলেছেন, মহর এক দিনারের এক-চতুর্থাংশের কম হতে পারবে না। বস্তুত অনেক কুফাবাসী বলেছেন, মহর দশ দিরহামের কম হতে পারবে না।

দরসে তিরমিযী

ইসলামি আইনবিদদের মহরের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ, সুফিয়ান সাওরি এবং ইসহাক রহ. প্রমুখের মতে মহরের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। বরং যেসব জিনিস মাল হবে এবং বেচা-কেনায় মূল্য হতে পারে, সেগুলো সব বিয়েতে মহর হতে পারবে।[১৪৪৬] আল্লামা ইবনে হাজম রহ.-এর মতে প্রায় সব জিনিসই মহর হতে পারে। এমনকি পানি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিও।[১৪৪৭] ইমাম মালেক রহ.-এর মতে মহরের ন্যূনতম পরিমাণ হলো, এক-চতুর্থাংশ দিনার কিংবা এক দিরহাম।[১৪৪৮] তিনি এটাকে চোরের হাত যে পরিমাণ জিনিস চুরির কারণে কাটা যায়, তার ন্যূনতম পরিমাণের ওপর কিয়াস করেন। কেনোনা, সেখানেও তার মতে এক-চতুর্থাংশ দিনারের পরিবর্তে একটি অংশ কর্তন করা হয়। আর এখানে এর বিনিময়ে একটি অঙ্গের মালিকানা অর্জিত হয়।[১৪৪৯]

আবু হানিফা রহ.-এর মতে ন্যূনতম মহর দশ দিরহাম।[১৪৫০]

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের দলিল এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আমের ইবনে রবিয়া রা.-এর হাদিস।

''ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارضيت من نفسك ومالك بنعلين : قالت : نعم قال : فأجازه''[১৪৫১]

'বনু ফাজারার এক মহিলা দুটি চপ্পলের বিনিময়ে বিয়ে করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুটি চপ্পলের বিনিময়ে তোমার ব্যক্তিত্ব ও মালের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিলেন।

তাছাড়া তাঁদের দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত সাহল ইবনে সাদ রা.-এর বর্ণনা। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, فالتمس ولو خاتما من حديد [১৪৫২]

[১৪৪৬] আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ১৫/৪৮২, كتاب الصداق، مسئلة وليس لأقل صداق حد, আল-মুগনি : ৬/৬৮০, كتاب الصداق। -সংকলক।

[১৪৪৭] ইবনে হাজম রহ. বলেছেন, যেসব জিনিসের মালিক হওয়া যায়, হেবা কিংবা মিরাস সূত্রে সেগুলো মহর এবং খোলা ও ভাড়া হতে পারে। চাই এগুলো বিক্রি বৈধ হোক কিংবা না হোক। যেমন- পানি, কুকুর, বিড়াল এবং সেসব ফল যেগুলোর (খাবার) যোগ্যতা এখনও প্রকাশিত হয়নি এবং শীষ পাকার আগে। কেনোনা, বিয়ে বেচাকেনা নয়। তিনি আরো বলেছেন, সেসব জিনিসও মহর হতে পারে যেগুলোর অর্ধেক আছে। কম হোক কিংবা বেশি। যদিও একটি গমের কিংবা যবের শস্যদানা ইত্যাদি হোক না কেনো। অনুরূপভাবে যেসব কাজ হালাল প্রশংসিত। যেমন, কোরআনের কোনো অংশ শিক্ষা দেওয়া কিংবা ইলমের কোনো অংশ শিক্ষা দেওয়া, কিংবা বাড়ি তৈরি করা বা সেলাই করা ইত্যাদি। যখন স্বামী-স্ত্রী দুজন এ ব্যাপারে সম্মত হয়। -আল-মুহাল্লা : ৯/৪৯৪, মাসআলা-১৮৪৬, ১৮৪৭। -সংকলক।

[১৪৪৮] বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/১৪ كتاب النكاح، الباب الثاني، الفصل الثالث في الصداق। -সংকলক।

[১৪৪৯] আল-মাজমু' : ১৫/৪৮২। -সংকলক।

[১৪৫০] কোনো প্রকার পার্থক্য ব্যতীত হানাফিদের মতেও চুরির নেসাবই ধর্তব্য। যা তাদের মতে দশ দিরহাম। ইমাম জায়লায়ি রহ. বলেন, সর্বনিম্ন মোহর হলো দশ দিরহাম। চাই এগুলো মুদ্রা আকারে হোক কিংবা না হোক। এমনকি দশ দিরহাম পরিমাণ টুকরা হলেও এটাকে তারা বৈধ মনে করেন। যদিও এর মূল্য তার চেয়ে কম হোক না কেনো। তবে চুরির নেসাব এর বিপরীত। -তাবয়িনুল হাকাইক : ২/১৩৬, باب المهر। -সংকলক।

[১৪৫১] এই বর্ণনাটি তিরমিযী ব্যতীত সুনানে ইবনে মাজাহতেও (১৩৬, باب صداق النساء) এসেছে। -সংকলক।

[১৪৫২] বোখারির বর্ণনায় শব্দ এসেছে নিম্নোক্ত- 'দেখ, একটি লোহার আংটি হলেও।' দ্র., (২/৭৬১, باب تزويج المعسر), সহিহ মুসলিম (১/৭৫৭, باب صداق الخ)। -সংকলক।

'তুমি তালাশ করো, যদিও লোহার একটি আংটিই হোক না কেনো।'

এই দুটি বর্ণনা ব্যতীতও হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা দ্বারা তারা দলিল পেশ করেন।

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اعطى في الصداق امرأة ملأ كفيه سويقا او تمرا فقد استحل

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মহরে স্ত্রীকে দু'অঞ্জলি ভরে ছাতু কিংবা খেজুর দিলো, তখন সে তাকে হালাল করে নিলো।'

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর ঘটনাও তাদের দলিল। তাতে তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের বিয়ের সংবাদ দিয়েছেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন এর মহর কি দিয়েছেন। জবাবে আবদুর রহমান রা. বললেন,

وزن[١٤٥٣] نواة[١٤٥٤] من ذهب

তথা স্বর্ণের একটি দানা পরিমাণ।

হানাফিদের দলিল সুনানে কুবারা বায়হাকি এবং সুনানে দারাকুতনিতে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা,

"قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح النساء الا كفوا ولا يزوجهن الا الاولياء ولا[১৪৫৫] مهر دون عشرة دراهم.

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলাদেরকে কুফুতেই বিয়ে দেওয়া হবে, অন্যত্র নয় এবং তাদেরকে অভিভাবক ব্যতীত অন্য কেউ বিয়ে দিও না। দশ দিরহামের কম কোনো মহর নেই।' মুবাশশির ইবনে উবায়দ এবং হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের কারণে এই হাদিসটির ওপর দুর্বলতার হুকুম লাগানো হয়েছে।[১৪৫৬]

[১৪৫৩] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৮৭, باب قلة المهر। তাছাড়া দ্র. সুনানে তিরমিযী : ১/১৬২ باب ما جاء في الوليمة, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৭, باب الوليمة। -সংকলক।

[১৪৫৪] ইবনুল আসির রহ. আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর হাদিস تزوجت الخ সম্পর্কে বলেছেন, নাওয়াতের অর্থ হলো, ৫ দিরহাম। আর অনেকে বলেছেন, স্বর্ণের একটি দানা পরিমাণ। যার মূল্য ছিলো ৫ দিরহাম। সেখানে স্বর্ণ ছিলো না। আবু উবায়দ রহ. এটি অস্বীকার করেছেন। আজহারি রহ. বলেছেন, হাদিসের শব্দটি দলিল করে যে, তিনি স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে। যার মূল্য ছিলো পাঁচ দিরহাম। আপনি কি লক্ষ্য করেননি? তিনি বলেছেন نواة من ذهب। আমি বুঝতে পারি না, আবু উবায়দ কেনো তা অস্বীকার করলেন। -নিহায়া : ৫/১৩১-১৩২। -সংকলক।

[১৪৫৫] শব্দ বায়হাকির : ৭/২৪০, كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهر), সুনানে দারাকুতনি : ৩/২৪৫, باب المهر, নং-১১। -সংকলক।

[১৪৫৬] উসমানি রহ. বলেন, তবে ইমাম বায়হাকি রহ. এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এগুলো সম্পর্কে জয়িফ বলে মন্তব্য করেছেন। (সুনানে কুবরা : ৭/২৪০। -সংকলক।) জয়িফ হাদিস যখন বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, তখন প্রামাণ্যের স্তরে পৌঁছে যায়। ইমাম নববি রহ. শরহুল মুহাজ্জাবে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। -ফতহুল মুলহিম : ৩/৪৭৯, باب الصداق।

প্রকাশ থাকে যে, সুনানে দারাকুতনিতেও এই বর্ণনাটি দুই সূত্রে এসেছে। দ্র., (৩/২৪৪-২৪৫, নং-১১, ১২, باب المهر)। -সংকলক।

মুহাক্কিক ইবনে হুমাম রহ. বলেন, এই হাদিসটি ইবনে আবু হাতেম রহ. বর্ণনা করেছেন, এর সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন,

انه بهذا الاسناد[১৪৫৭] حسن ولا اقل منه[১৪৫৮]

'এটি এই সনদে হাসান, এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়।'

জাবের রা.-এর এ বর্ণনার সমর্থন আলি রা.-এর আছর দ্বারাও হয়- لا مهر اقل من عشر دراهم[১৪৫৯] তথা- দশ দিরহামের কম কোনো মহর নেই।

জাবের রা.-এর বর্ণনার সমর্থন قد علمنا ما فرضنا عليكم في ازواجهم[১৪৬০] আয়াত দ্বারাও হয়।

এতে ফরজ শব্দটি দলিল করছে যে, মহরের পরিমাণ শরিয়তে সুনির্দিষ্ট। কেনোনা, ফরজের অর্থ নির্দিষ্ট করা। তবে কোরআন ও হাদিসের পূর্ণ ভাণ্ডারে হজরত জাবের রা.-এর ওপরযুক্ত হাদিস ব্যতীত কোনো হাদিসেই মহরের কোনো পরিমাণ বর্ণিত নেই। সুতরাং বলা যায় যে, এ আয়াতটি পরিমাণের বর্ণনায় ইজমালি বা সংক্ষিপ্ত। আর হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনা এর বিশদ বর্ণনার মর্যাদা রাখে।

জাবের রা.-এর হাদিস একটি মূলনীতির বর্ণনা দিচ্ছে। অথচ শাফেয়িদের দলিলসমূহ শুধু বিচ্ছিন্ন ও শাখাগত ঘটনাবলির মর্যাদা রাখে। অতিরিক্ত মহর যেসব হিকমতের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর দাবিও হলো, মহরের মাঝে সম্পদের এমন পরিমাণ হওয়া যার কিছুটা গুরুত্ব বুঝা যায়।

যেসব দলিলসমূহ ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর আছে, প্রথমত এগুলোর মধ্য হতে সংখ্যাগরিষ্ঠগুলোকেই জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, আমের ইবনে রবি'আ হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। (যাতে দুটি চপ্পলের বিনিময়ে বিয়ের উল্লেখ আছে)। এটি আসেম ইবনে উবায়দুল্লাহর কারণে জয়িফ।[১৪৬১] এবং সুনানে আবু

[১৪৫৭] বর্ণনা এবং সনদ নিম্নেযুক্ত- ইবনে আবু হাকেম বলেন, حدثنا عمر وبن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ولا مهر أقل من عشرة، من الحديث الطويل ফতহুল কাদির : ৩/১৮৬ فصل في الكفاءة । -সংকলক।

[১৪৫৮] মুহাক্কিক ইবনে আমিরুল হাজ্জ রহ. শরহুত তাহরিরে এটি সম্পর্কে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। -ফতহুল মুলহিম : ৩/৪৮০, باب الصداق الخ । -সংকলক।

[১৪৫৯] সুনানে দারাকুতনি : ৩/২৪৫-২৪৭, নং-১৩, ১৪, ১৬, ২০ باب المهر । হজরত আলি রা.-এর এই আছর সুনানে কুবরা বায়হাকিতেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দ্র., (৭/২৪০)।

এ আছরটি যেসব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে হতে কোনো কোনোটি হাসানের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের নয়। ইলাউস সুনান : ১১/৮০-৮১ باب المهر । তাছাড়া সূত্রের আধিক্যের কারণেও এতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। শরহুন নিকায়া-আলি ইবনে মুহাম্মদ আল-কারি : ১/৫৭৯, باب الصداق । -সংকলক।

[১৪৬০] সূরা আহযাব : আয়াত-৫০, পারা-২২। -সংকলক।

[১৪৬১] তিরমিযী রহ. যদিও এই বর্ণনাটি সম্পর্কে সহিহ হাসান বলেছেন, তা সত্ত্বেও প্রধান হলো, এটি জয়িফ। কেনোনা, আসেম ইবনে উবায়দুল্লাহর দুর্বলতা সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের ঐকমত্য আছে। ইয়াহইয়া, আহমদ, ইবনে উয়ায়না, আবু জুরআ, আবু হাতেম, ইবনে খুজায়মা, ইমাম দারাকুতনি ও ইমাম নাসায়ি রহ. তাকে জয়িফ বলেছেন। ইবনে হাব্বান রহ. তার সম্পর্কে বলেন, 'তার প্রচুর ও মারাত্মক ভুল হয়। ফলে তাকে বর্জন করা হয়েছে।' শো'বা রহ. বলেন, আমি যদি তাকে বলি, বসরার মসজিদ কে তৈরি করেছে? তবে সে অবশ্যই বলবে- অমুক আমাদেরকে অমুক সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদ তৈরি করেছেন।' -মিজানুল ই'তিদাল : ২/৩৫৩-৩৫৪, নং-৪০৫৬। -সংকলক।

من اعطى في الصداق امرأة ملأ كفيه سويقا او تمرا فقد দাউদে[১৪৬২] হজরত জাবের রা.-এর বর্ণনা (যাতে استحل শব্দ বর্ণিত হয়েছে।) ইসহাক ইবনে জিবরাইল এবং মুসলিম ইবনে রুমানের কারণে জয়িফ।[১৪৬৩] এমনভাবে অন্যান্য বর্ণনাও জয়িফ।[১৪৬৪]

শাফেয়িদের সমস্ত দলিলসমূহে দুটি বর্ণনা সনদগতভাবে শক্তিশালী। ১. আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর ঘটনা। ২. হজরত সাহল ইবনে সাদ রা.-এর বর্ণনা। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর ঘটনা। এর সংগে খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণের উল্লেখ আছে। হতে পারে এই স্বর্ণের মূল্য দশ দিরহামের সমান। আরেকটি হলো, হজরত সাহল ইবনে সাদ রা.-এর ঘটনা। এটি নিঃসন্দেহে সনদগতভাবে সহিহ। তবে এর জবাব হলো, এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহার আংটির দাবি পূর্ণাঙ্গ মহররূপে করেননি। বরং নগদ মহর হিসেবে করেছিলেন।

সারকথা, আরবদের মাঝে এই রীতি ছিলো যে, বৌ তুলে নেওয়ার সময় স্বামী স্ত্রীকে নগদ অর্থ ইত্যাদি কিছু না কিছু দিতো। এই জিনিস হয়ত উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া হতো এবং মহরে গণ্য করা হতো না, কিংবা মহরের অংশ হতো। এই উপঢৌকন কিংবা নগদ মহর ব্যতীত তুলে নেওয়াটাকে দূষণীয় মনে করা হতো। এর সমর্থন সুনানে আবু দাউদের[১৪৬৫] বর্ণনা দ্বারা হয়,

ان عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اراد ان يدخل بها فمنعه[১৪৬৬] رسول الله! ليس لى شئ'' فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ''اعطها درعك'' فاعطاها درعه ثم دخل بها''

'আলি রা. যখন ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ে করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর সংগে মধু রাত্রি যাপন করতে চেয়েছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.কে কিছু না দিয়ে মধুরাত্রি যাপন করতে নিষেধ করেছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট

[১৪৬২] ۲۸۷/۱، باب قلة المهر । -সংকলক।

[১৪৬৩] ফতহুল কাদির : ৩/২০৯ باب المهر । -সংকলক।

[১৪৬৪] যেমন, সুনানে দারাকুতনিতে (৩/২৪৪, নং-১০) ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা স্বামীহীন মহিলাদেরকে বিয়ে দাও। তিনবার এটি বলেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, তাদের মাঝে কি মোহর হবে, হে আল্লাহর রাসূল? জবাবে তিনি বললেন, পরিবার যার ওপর সম্মত হয়। যদিও বাবলা গাছের একটি ডালই হোক না কেনো। এই বর্ণনাটি মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আল-বাইলামানের কারণে মা'লুল তথা ত্রুটিযুক্ত। -নাসবুর রায়া : ৩/২০০, باب المهر । -সংকলক।

[১৪৬৫] ১/২৮৯-৯০, باب في الرجل بامرأته قبل أن ينعقدها । -সংকলক।

[১৪৬৬] হাদিসের এ বাক্যটি দলিল করছে যে, সহবাসের আগে কিছু দেওয়া আবশ্যক। অথচ সুনানে আবু দাউদে হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এক মহিলাকে তার স্বামীর নিকট প্রবেশ করিয়ে দিতে, তাকে স্বামী কর্তৃক কিছু দেওয়ার আগেই।' দ্র., (১/২৯০) যা থেকে বুঝা যায়, সহবাসের আগে কিছু দেওয়া জরুরি নয়। ফলে বাহ্যত পরস্পর বিরোধ মনে হয়। আল্লামা উসমানি রহ. উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেন, প্রথম বর্ণনাটি নগদ কিছু দেওয়া মুস্তাহাব, আর দ্বিতীয়টি পরে দেওয়া জায়েজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং পরস্পর কোনো বিরোধ রইলো না। দ্র., ই'লাউস সুনান : ১১/৮৭, باب استحباب تعجيل شئ من المهر عند الدخول । -সংকলক।

কিছু নেই। ফলে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাকে তোমার লৌহবর্মটি দিয়ে দাও। তখন তিনি তা তাকে দান করলেন। তারপর তার নিকট প্রবেশ করলেন।'

এই বর্ণনায় যে লৌহবর্ম দেওয়ার উল্লেখ আছে, এটি সুনিশ্চিতরূপে নগদ মহর হিসেবে দেওয়া হয়েছিলো। কেনোনা, এটি সিদ্ধান্তকৃত বিষয় যে, হজরত ফাতেমা রা.-এর মহর এর চেয়ে বেশি ছিলো।[১৪৬৭] সম্পূর্ণ অনুরূপ শাফেয়িদের সমস্ত দলিল নগদ মহর কিংবা উপঢৌকনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৪৬৮]

بَابُ مِنْهُ

একই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ-২২ (মতন পৃ. ২১১)

١١١٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَزَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ إِلَّا إِزَارِيْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ مَا أَجِدُ قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

[১৪৬৭] ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝে নিন যে, হযরত ফাতেমা রা.কে বর্ম শুধু নগদ মহর হিসেবে দেওয়া হয়েছিলো। তাঁর পরিপূর্ণ মহর এর চেয়ে বেশি ছিলো। তবে বর্ণনাগুলো তালাশ করলে বুঝা যায় যে, বর্ম নগদ মহরের সংগে সংগে তার পরিপূর্ণ মহরও ছিলো।

যার বিস্তারিত বর্ণনা হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কোনো কন্যার মহরই বার উকিয়ার (৪৮০ দিরহাম) বেশি নির্ধারণ করেননি। নাসায়ি (২/৮৭ আবু দাউদের (১/২৮৭, باب الصداق) বর্ণনায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে এবং আলি রা.-এর বর্মও এই পরিমাণ মূল্যে বিক্রি করা হয়েছিলো। স্বয়ং আলি রা. বলেন, এটি আমি বার উকিয়ায় বিক্রি করেছি। সুতরাং এটি ছিলো হজরত ফাতেমা রা.-এর মহর। আবু ইয়ালা রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৪/২৮৩ باب الصداق। এতে বুঝা গেলো বর্ম শুধু নগদ মহর ছিলো না, পূর্ণ মহরও ছিলো। তারপর যেভাবে বর্ণনাটিকে সমর্থক হিসেবে পেশ করা হয়েছে, এর ফলে বাহ্যত এটা বলা উদ্দেশ্য যে, যেমনভাবে এই ঘটনায় মহরের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিলো এবং মধুরাত্রির জন্য তুলে নেওয়ার সময় এটা দেওয়া আবশ্যক মনে করা হয়েছিলো, ঠিক এ প্রকারের ওপর সেসব বর্ণনাও প্রযোজ্য যেগুলো শাফেয়িদের দলিল, যেগুলো দ্বারা মহরের পরিমাণ দশ দিরহামের কম মনে হয়। তবে আমাদের ওপরযুক্ত ব্যাখ্যার পর এই দলিল পদ্ধতি সঠিক মনে হয় না। কেনোনা, বর্ম পূর্ণ মহর ছিলো বলে জানা গেছে। অবশ্য এ বর্ণনাটিকে এই হিসেবে এখনও সহায়ক হিসেবে পেশ করা যায় যে, (হজরত ফাতেমা রা.কে) তুলে নেওয়ার আগে কিছু দেওয়া ব্যতীত হজরত আলি রা.কে মধুরাত্রি যাপনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কেমন যেনো হজরত আলি রা. এ হুকুম তামিলে পূর্ণ মহরই আদায় করে দিয়েছেন। তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হজরত ফাতেমা রা.-এর ক্ষেত্রে পূর্ণ মহরের দাবি ছিলো না। বরং আরবের ওরফ অনুযায়ি মধুরাত্রি যাপনের আগে কিছু না কিছু দেওয়ার দাবি ছিলো। দশ দিরহাম অপেক্ষা কমের দলিল সমস্ত হাদিসও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পূর্ণাঙ্গ মহর আদায় করা হয়েছিলো। باب الصداق। -সংকলক।

[১৪৬৮] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে ফতহুল কাদির : ৩/২০৬, باب المهر থেকে গৃহীত। -সংকলক।

১১১৬। **অর্থ :** সাহল ইবনে সাদ সায়েদি রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক মহিলা এসে বললো, আমার নিজেকে আমি আপনাকে দান করে দিলাম। একথা বলে দাঁড়িয়ে রইলো দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যদি তার কোনো প্রয়োজন না হয়, তবে তাকে আমার সংগে বিয়ে করিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার নিকট কি তাকে মহর দেওয়ার মতো কোনো কিছু আছে? তখন তিনি বললেন, আমার নিকট আমার এ লুঙ্গিটি ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এই লুঙ্গি যদি তাকে দিয়ে দাও তাহলে তো তোমাকে লুঙ্গি ব্যতীতই বসে থাকতে হবে। অতএব, অন্যকিছু খুঁজো, তখন তিনি বললেন, আমি কিছু পাচ্ছি না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজো। বর্ণনাকারি বললেন, তখন তিনি তালাশ করে কিছুই পেলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার নিকট কি কোরআনের কোনো অংশ আছে? তখন তিনি কয়েকটি সূরার নাম বলে বললেন, অমুক অমুক সূরা আমার জানা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার নিকট তাকে বিয়ে দিয়ে দিলাম কোরআনের যে অংশ তোমার নিকট আছে তার পরিবর্তে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এ হাদিস অনুযায়ি মতপোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি লোকটির নিকট মহর দেওয়ার মত কোনো কিছু না থাকে এবং কোরআনের কোনো সূরার বিনিময়ে মহিলাকে বিয়ে করে তাহলে এ বিয়ে বৈধ। সে তাকে কোরআনের একটি সূরা শিখিয়ে দিবে।

অনেক আলেম বলেছেন, এ বিয়ে বৈধ। তাকে মহরে মিছল প্রদান করবে। এটি হলো কুফাবাসী, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

١١١٧ - عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَةً.

১১১৭। **অর্থ :** ইমর ইবনে খাত্তাব রা. বললেন, সাবধান! তোমরা মহিলাদের মহর খুব বেশি নির্ধারণ করো না। কেনোনা, যদি এটি দুনিয়াতে সম্মানের বিষয় হতো কিংবা আল্লাহর নিকট তাকওয়ার কারণ হতো, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে বেশি হকদার ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বার উকিয়ার বেশি মহর নির্ধারণ করে তাঁর কোনো স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন কিংবা তাঁর কোনো কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বলে জানি না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবুল আজফা সুলামির নাম হলো হারম। ওলামায়ে কেরামের মতে এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম। বার উকিয়া চারশত আশি দিরহাম।

দরসে তিরমিযী

عن[١٤٦٩] سهيل بن ساعد ن الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته مرأة....... قال : فالتمس ولو خاتما من حديد

লোহার আংটি ব্যবহারের বিধান

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, লোহার আংটি ব্যবহার করা বৈধ। তবে শর্ত হলো, তার ওপর রূপা চড়ানো থাকতে হবে।[১৪৭০] হানাফিদের মতে লোহা, পিতল ইত্যাদির আংটি পরা হারাম। চাই তার সংগে রূপা মিশ্রিত হোক না কেনো।[১৪৭১]

[১৪৬৯] সহিহ বোখারি : ২/৭৬১, باب تزويج المعسر, সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৭, باب الصداق الخ। -সংকলক।

[১৪৭০] হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর আলোচনা হতেও এটাই বুঝা যায়। দ্র., ফতহুল বারি : ১০/৩২২-৩২৩, باب فص الخاتم। নববি রহ.-এর আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, তিনি খালেস লোহার আংটিকেও বিনা মাকরূহ বৈধ সাব্যস্ত করতেন। তিনি লিখেন, 'তাতিম্মা গ্রন্থকার বলেছেন, পিতল কিংবা লোহার আংটি মাকরূহ নয়। কেনোনা, সহিহ বোখারি ও মুসলিমের হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে বলেছিলেন, যিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) নিজেকে হেবা করেছিলেন– তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তুমি একটি লোহার আংটি হলেও তালাশ করো।' তিনি বলেন, যদি এতে কোনো প্রকার মাকরূহ থাকতো, তবে তিনি এর অনুমতি দিতেন না। সুনানে আবু দাউদে আফজাল সনদে সাহাবি মু'আইকিব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির দায়িত্বশিল ছিলেন। তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটিটি ছিলো লোহার। এটিতে মোড়ানো ও যুক্ত ছিলো রূপা। সুতরাং পছন্দনীয় মত হলো, এই লোহা বা পিতলের আংটি মাকরূহ নয়, ওপরযুক্ত দুটি হাদিসের কারণে এবং প্রথম হাদিসটির দুর্বলতার কারণে। -আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ৪/৩৪৪, باب ما يكره لبسه وما لا يكره فصل في مسائل تتعلق بالباب। -সংকলক।

রূপা চড়ানোর শর্ত সুনানে নাসায়িতে বর্ণিত হজরত মু'আইকিব রা.-এর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিলো লোহার। তার ওপর চড়িয়েছিলেন রূপা। বর্ণনাকারি বলেন, অনেক সময় এটি ছিলো আমার হাতে। মু'আইকিব রা. ছিলেন হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির দায়িত্বশীল আমানতদার। দ্র., كتاب الخاتم باب ما جاء في خاتم, সুনানে আবু দাউদ : ২/৫৮০, كتاب الزينة، لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة, ২/২৮৯) (الحديد)।-সংকলক।

[১৪৭১] লোহা, পাথর ও পিতলের আংটি ইত্যাদি হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা হানাফিদের কিতাবাদিতে বিদ্যমান আছে। যেমন, দ্র. আল-রায়েক : ৮/১৯১ كتاب الكراهة في اللبس, ফতহুল কাদির : ৮/৪৫৭, كتاب الكراهة، فصل في اللبس, আল-জামিউস সগির : ৩৯১, باب الكراهة، في اللبس। এতে নিম্নোক্ত ইবারত আছে। ولا تختم إلا بالفضة অর্থ: রূপা ব্যতীত অন্য কিছুর আংটি বানাবে না।

আর রূপা মোড়ানো লোহার আংটির ব্যাপার। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা আহকার হানাফিদের গ্রন্থাবলিতে পেলো না। অবশ্য যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি সম্পর্কে রূপার তৈরি হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান আছে। যেমন, বোখারিতে হজরত আনাস রা.-এর বর্ণনায় আছে। দ্র., (২/৮৭২, باب فص الختم)। অথচ পেছনের টীকায় রূপা মোড়ানো লোহার আংটির বর্ণনা এসেছে। এভাবে বর্ণনাগুলোতে পারস্পরিক বিরোধ হয়ে যায়। আল্লামা আইনি রহ. পরস্পর বিরোধ অবসান করতে গিয়ে বলেন, এর কয়েকটি জবাব দেওয়া হয়েছিলো। ১. অসম্ভব নয় যে, তাঁর দুটি আংটি ছিলো। একটি রূপার আরেকটি রূপা মোড়ানো লোহার। ২. হতে পারে রূপা মোড়ানো লোহার আংটি তাঁর ছিলো যখন লোহার আংটি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। (যার অর্থ হলো, রূপা মোড়ানো লোহার আংটিও অবৈধ। যেমন, মূল বক্তব্যে এ কথাটি উল্লিখিত হয়েছে।) ৩. যখন লোহার আংটির ওপরে রূপা মোড়ানো হয়েছিলো তখন তার শুধু বাহ্যিক অংশই দেখা যেতো। ফলে মনে করা হলো যে, এর পুরোটিই রূপা। দ্র., উমদাতুল কারি : ২২/৩৩, باب فص الخاتم।

হানাফিদের দলিল সুনানে আবু দাউদে[১৪৭২] বর্ণিত হজরত বুরায়দা রা.-এর হাদিস। তাতে আছে, এক ব্যক্তি লোহার আংটি পরিধান করে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ما لي ارى عليك حلية اهل النار

'কী ব্যাপার! আমি তোমার শরিরে দেখছি জাহান্নামিদের অলঙ্কার।'

ফলে লোকটি সে আংটি খুলে ফেললো এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোন জিনিসের আংটি তৈরি করবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন لتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا[১৪৭৩]

'তুমি রূপার আংটি তৈরি করো। তবে এক মিসকাল পূর্ণ করো না।'

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের অংশ فالتمس ولو خاتما من حديد এর একটি জবাব হলো, এর দ্বারা আংটি পরিধানের অনুমতি বুঝা যায় না। তবে এই জবাব স্পষ্ট বিষয়ের বিপরীত।[১৪৭৪] বিশুদ্ধ জবাব হলো, যখন حلية اهل النار বিশিষ্ট বর্ণনা এর বিরোধী হয়ে গেলো এবং তারিখও জানা নেই, সুতরাং সতর্কতা হলো, হারামকারি বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেওয়া।

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القران

কোরআন শিক্ষাদানকে মহর হিসাবে ধরা

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপরযুক্ত বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করে শাফেয়িগণ কোরআনের তালিমকে মহর বানানো বৈধ সাব্যস্ত করেন।[১৪৭৫]

আল্লামা শামি রহ. বলেন, রূপা মোড়ানো লোহার আংটি বানাতে কোনো অসুবিধা নেই। যার ফলে লোহা দেখা যাবে না। রদ্দুল মুহতার : ৫/২৩০, كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس । -সংকলক।

[১৪৭২] ২/৫৮০, باب ما جاء في خاتم الحديد । -সংকলক।

[১৪৭৩] কিন্তু এই বর্ণনাটির সনদে একজন বর্ণনাকারি আছেন আবু তাইবা আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম মারওয়াজি। তার সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেন, আবু হাতেম রাজি রহ. বলেছেন, 'তার হাদিস লেখা যাবে, তবে দলিল হিসাবে পেশ করা যাবে না। ইবনে হাব্বান রহ. সিকাতে বলেছেন, তিনি ভুল ও বিরোধিতা করেন। সুতরাং যদি এ হাদিসটি সংরক্ষিত হয়, তাহলে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে শুধু লোহার আংটি হওয়ার ক্ষেত্রে। -ফতহুল বারি : ১০/৩২৩।

তবে আল্লামা আইনি রহ. বলেন, ইবনে হাব্বান রহ. তার হাদিস বর্ণনা করেছেন ও সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা আইনি রহ. এস্থলে অন্যান্য বর্ণনাও এ বর্ণনার সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। দ্র., উমদাতুল কারি : ২২/৩৩। -সংকলক।

[১৪৭৪] কারণ, স্পষ্ট এটাই যে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে আংটি তালাশের নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং তা পরারও অনুমতি হবে। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. যিনি নিজেও লোহার আংটি বৈধ হওয়ার প্রবক্তা, তিনি আংটি তালাশ করার বর্ণনাটি দ্বারা লোহার আংটি বৈধ হওয়ার দলিলটিকে সঠিক সাব্যস্ত করেননি। তিনি বলেন, এতে কোনো দলিল নেই। কেননা, বানানোর বৈধতা দ্বারা পরিধানের বৈধতা আবশ্যক হয় না। সুতরাং হতে পারে তিনি শুধু আংটির অস্তিত্ব উদ্দেশ্য করেছেন, যাতে মহিলা এর মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে। -ফতহুল বারি : ১০/৩২৩। -সংকলক।

[১৪৭৫] আল-মাজমূ' শরহুল মুহাজ্জাব : كتاب الصداق، مسألة اذا تزوجها وأصدقها تعليم القرآن، ٤٨٦/١٥ -সংকলক।

অধিকাংশের মতে, কোরআনের তালিমকে মহর বানানো অবৈধ।[১৪৯৬]

তাঁদের দলিল واحل لكم ما ورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم[১৪৯৭]। এতে মাল অন্বেষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো, যা মাল নয়, তা মহর হতে পারে না। যেহেতু তালিমে কোরআনও মাল নয়, আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা আয়াত রহিত করা অবৈধ, সুতরাং زوجتكها بما معك من القرآن এর এমন অর্থ উদ্দেশ্য হবে, যেটি আয়াতের অনুকূল হয়। সেটি হলো, এতে বা অব্যয়টি বিনিময়ের জন্য নয়; বরং কারণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, زوجتكها بما معك من القرآن অর্থাৎ তোমার কোরআনের জ্ঞান থাকার কারণে তোমার ওপর নগদ মহর আবশ্যক করা হলো না। অবশ্য বাকি মহর নিয়ম অনুযায়ি ওয়াজিব হবে।[১৪৯৮] والله اعلم।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

অনুচ্ছেদ–২৩ : যে বাঁদিকে মুক্ত করে তারপর বিয়ে করে ফেলা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১১)

١١١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

১১১৮। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সফিয়্যা রা.কে আজাদ করে দিয়েছিলেন। তারপর তার আজাদিকেই তার মহর নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সফিয়্যা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আনাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। অনেক আলেম আজাদিকে মহিলার মহর নির্ধারণ করা মাকরূহ মনে করেছেন। যতোক্ষণ না তার জন্য আজাদি ব্যতীত অন্য কোনো কিছু মহর ঠিক করা হয়। তবে প্রথম উক্তিটি আসাহ।

[১৪৯৬] আবু হানিফা, মালেক, লাইস, মাকহুল এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ.-এরও এটাই মাজহাব। অথচ ইমাম আহমদ রহ.-এর এক বর্ণনায় আছে মাকরূহ, অপর বর্ণনায় বৈধ। দ্র., আল-মুগনি : ৬/৬৮৩-৬৮৪, كتاب الصداق، فصل فلما تعليم القرآن। -সংকলক।

[১৪৯৭] সূরা নিসা : আয়াত-২৪, পারা-৫। তাছাড়া নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও অধিকাংশের দলিল হয়। ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنت المؤمنت (সূরা নিসা : আয়াত-২৫, পারা-৫)। তাওলের অর্থ হলো মাল। আল-মুগনি : ৬/৬৮৪। -সংকলক।

[১৪৯৮] এ অনুচ্ছেদের হাদিসের একটি জবাব হলো, তা'লিমে কোরআনকে মহর বানানোর ব্যাপারটি ছিলো সংশ্লিষ্ট সাহাবির বৈশিষ্ট্য। এর সহায়তা হয় নিম্নোক্ত বর্ণনাটি দ্বারা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি সূরার বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন। তারপর বলেছেন, তোমার পরে এটি আর কারো জন্য মহর হতে পারবে না। নাজাদ এ হাদিসটি তার সনদে বর্ণনা করেছেন। আল-মুগনি : ৬/৬৮৪। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

''عن [১৪৭৯] انس بن مالك رضـــ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها''

ইমাম আহমদ রহ. এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করতে গিয়ে বাঁদি মুক্ত করাকে মহর বানানো বৈধ সাব্যস্ত করেন।[১৪৮০] অথচ অধিকাংশের মতে, এটা অবৈধ।[১৪৮১] এ অনুচ্ছেদের হাদিসের অর্থ তাদের মতে এই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সফিয়্যা রা.কে আজাদ করে দিয়েছিলেন। তারপর বিনা মহরে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। যেটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বৈধ ছিলো।[১৪৮২] বর্ণনাকারি এটাকে جعل عتقها صداقها দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এটা ঠিক এমনি যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী আছে وتجعلون رزقكم انكم تكذبون।[১৪৮৩] তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিনিময় নির্ধারিত করে আজাদ করেছিলেন এবং পরে বিনিময়কে মহর বানিয়েছিলেন। আর এটা সবার মতেই বৈধ।

এ বিষয়টিও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব ইমাম আহমদ রহ.-এর সংগে উল্লেখ করেছেন। তবে এটা ঠিক নয়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এটা রদ করেছেন।[১৪৮৪]

[১৪৭৯] সহিহ বোখারি : ২/৭৬১, , كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها, সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৯, كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها। -সংকলক।

[১৪৮০] আল-মুগনি : ৬/৫২৭, كتاب النكاح، من عتق لمته صداقها। -সংকলক।

[১৪৮১] দ্র. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/১৬, كتاب النكاح، الباب الثاني في موجبات صحة النكاح، الفصل الثالث, উমদাতুল কারি : ২০/৮১, باب من جعل عتق الأمة صداقها। -সংকলক।

[১৪৮২] তাহাবি রহ. বলেন, এ ব্যাপারে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন অন্যান্য আলেম। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত এটি আর কারো জন্য করার অনুমতি নেই। সুতরাং আজাদি ব্যতীত মহর ছাড়া তাঁর জন্য বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এটা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে খাস হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে মহর দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين। সূরা আহজাব : আয়াত-৫০, পারা-১২২। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর নবীর জন্য মহর ব্যতীত বিয়ে বৈধ করে দিয়েছেন, সেহেতু আজাদি মহর নয়, এর ভিত্তিতে তার বিয়ে করার অধিকার আছে। আর যাদের জন্য মহর ব্যতীত বিয়ে বৈধ করেননি তাদের জন্য আজাদিকে মহর বানিয়ে বিয়ে করার অধিকার থাকবে না। কেনোনা, আজাদি মহর নয়। -শরহে মা'আনিল আছার : ২/১২, باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها। -সংকলক।

[১৪৮৩] সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত-৮২, পারা-২৭। তাছাড়া হাফেজ ইবনে সালাহ রহ. বলেন, হাদিসের অর্থ হলো আজাদি মহরের স্থলাভিষিক্ত হবে যদিও মহর না হোক না কেনো। এটি ঠিক একথাটিরই মতো যেমন, লোকজন বলে -যার কোনো পাথেয় নেই, ক্ষুধাই তার পাথেয়। -ফতহুল বারি : ৯/১২৯, باب من جعل عتق لمته صداقها। -সংকলক।

[১৪৮৪] ফতহুল বারি : ৯/১২৯-১৩০। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ–২৪ : দাসীকে মুক্ত করে তাকে বিয়ে করার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২১২)

١١١٩ – عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ عَبْدٌ أَدّٰى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَذَاكَ يُؤْتٰى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيْئَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ فَذَاكَ يُؤْتٰى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الْآخَرُ فَآمَنَ بِهِ فَذَاكَ يُؤْتٰى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ.

১১১৯। **অর্থ :** আবু মুসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে– গোলাম, যে আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক আদায় করেছে। সুতরাং তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। আরেক ব্যক্তির নিকট একটি সুন্দরী বাঁদি ছিলো, সে তাকে আদব শিখিয়েছে এবং আফজাল আদব শিখিয়েছে, তারপর তাকে আজাদ করে বিয়ে করেছে। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ ব্যক্তিকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। আরেক ব্যক্তি প্রথম কিতাবের ওপর ঈমান আনয়ন করেছে তারপর পরবর্তী কিতাবের ওপর ঈমান এনেছে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে।

حدثنا ابن ابى عمر، حدثنا سفيان عن صالح بن صالح، وهو ابن حى، عن الشعبى عن ابى بردة عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.

ইবনে আবু উমর রহ. ... হজরত আবু মুসা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু মুসা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

আবু বুরদা ইবনে আবু মুসার নাম হলো আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স। শো'বা ও সুফিয়ান সাওরি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সালেহ ইবনে সালেহ ইবনে হাই সূত্রে। সালেহ ইবনে সালেহ ইবনে হাই হলেন, হাসান ইবনে সালেহ ইবনে হাইয়ের পিতা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا أَمْ لَا ؟

অনুচ্ছেদ–২৫ : যে মহিলাকে বিয়ে করে তার সংগে সহবাসের আগে তালাক দিয়ে উক্ত মহিলার কন্যাকে সে বিয়ে করতে পারবে কিনা? (মতন পৃ. ২১২)

١١٢٠ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ اِبْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا.

১১২০। **অর্থ :** কুতায়বা-ইবনে লাহিআ'-আমর ইবনে শো'আয়ব-তার পিতা-তার দাদা সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রমণীকে বিয়ে করলো, এরপর তার সংগে মিলিত হলো, তার জন্য তার কন্যাকে বিয়ে করা হালাল হবে না। যদি তার সংগে সহবাস না করে তাহলে যেনো তার মেয়েকে ইচ্ছে করলে বিয়ে করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ে করে তার সংগে মিলিত হলো, কিংবা তার সংগে মিলিত হলো না, তার জন্য তার মাকে বিয়ে করা হালাল হবে না। (তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি।)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, সনদগতভাবে এ হাদিসটি বিশুদ্ধ না। এটি শুধু ইবনে লাহিআ' ও মুসান্না ইবনে সাব্বাহ, আমর ইবনে শো'আয়ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত মুসান্না ইবনে সাব্বাহ ও ইবনে লাহিআ'কে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ে করে, এরপর তার সংগে সহবাসের আগে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তার জন্য তার কন্যাকে বিয়ে করা হালাল হয়ে যায়। আর যখন কোনো ব্যক্তি সে মহিলার কন্যাকে বিয়ে করে, এরপর তার সংগে সহবাসের আগে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তার জন্য তার মাকে বিয়ে করা হালাল হবে না। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলার বাণী আছে (এবং হারাম করা হয়েছে) তোমাদের জন্য তোমাদের শাশুড়ীদেরকে। এটি শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

অনুচ্ছেদ–২৬ : যে লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, এরপর তাকে অন্য কেউ বিয়ে করে এরপর তার মিলিত হওয়ার আগে তাকে তালাক দেয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৩)

١١٢١ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ اِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلَاقِيْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ زَبِيْرٍ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلٰى رِفَاعَةَ ؟ لا حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

১১২১। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রিফাআ' কুরাজি রা.-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমি রিফাআ'র নিকট (বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ) ছিলাম, তিনি আমাকে নিশ্চিত তালাক দিয়েছেন। তারপর আমি আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র রা.কে বিয়ে করেছি। তার সংগে কাপড়ের আঁচলের মতো বস্তু ব্যতীত আর কিছু নেই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি রিফাআ'র নিকট ফিরে যেতে চাও? না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার সামান্য মধুর স্বাদ তুমি গ্রহণ না করবে এবং সেও তোমার সামান্য মধুর স্বাদ গ্রহণ না করবে (সংগম না করবে)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর, আনাস, রুমাইসা কিংবা উমাইসা এবং আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, কোনো ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তারপর সে অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে, তারপর সে তাকে সহবাসের আগে তালাক দিয়ে দেয়, সে মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যদি দ্বিতীয় স্বামী তার সংগে সংগম না করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

অনুচ্ছেদ–২৭ : হালালকারি এবং যার জন্য হালাল করা হয়েছে প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৩)

١١٢٢– عَنْ عَلِيٍّ قَالَا : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

১১২২। **অর্থ :** হজরত আলি রা. ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মহিলাকে) হালালকারি এবং যার জন্য হালাল করা হয়েছে তাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি ও জাবের রা.-এর হাদিসটি মা'লূল। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, আশআছ ইবনে আবদুর রহমান-মুজালিদ-আমির তথা শাবি-হারিস-আলি ও আমের-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এ হাদিসের সনদটি কায়েম তথা সঠিক নয়। কেনোনা, মুজালিদ ইবনে সায়িদকে অনেক আলেম জয়িফ বলেছেন। তার মধ্যে আছেন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। আবদুল্লাহ-আলি রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এখানে ইবনে নুমায়র ভুল করেছেন। প্রথম হাদিসটি আসাহ। মুগিরা, ইবনে আবু খালেদ প্রমুখ শাবি-হারিস-আলি রা. সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

١١٢٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اَلْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

১১২৩। **অর্থ :** মাহমুদ ইবনে গায়লান...আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম যে হালাল করে আর যার জন্য হালাল করা হয় এতোদুভয়ের প্রতি লানত করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবু কায়স আল আওদির নাম হলো আবদুর রহমান ইবনে ছারাওয়ান। এ হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তিনি একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সাহাবি আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তার মধ্যে আছেন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. প্রমুখ। এটি তাবেয়িন ফুকাহায়ে কেরামেরও মাজহাব। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.এ মতই পোষণ করেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি জারূদকে ওয়াকি' থেকে উল্লেখ করতে শুনেছি তিনি এ উক্তি করেছেন এবং বলেছেন, এ অনুচ্ছেদের কারণে আসহাবে রায়ের উক্তি ছুঁড়ে ফেলা উচিত।

জারুদ, ওয়াকি' থেকে বলেছেন, 'সুফিয়ান বলেছেন, যখন কোনো মহিলাকে বিয়ে করে তাকে হালাল করার জন্য তারপর তাকে তার নিকট রেখে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তার জন্য বিয়ে নবায়ন ব্যতীত তাকে রেখে দেওয়া অবৈধ।'

দরসে তিরমিযী

عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا : لن[১৪৮৫] رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له[১৪৮৬]

হালাল করার শর্তে বিয়ে করা সর্বসম্মতিক্রমে এই হাদিসের ভিত্তিতে অবৈধ।[১৪৮৭] অবশ্য যদি আক্দ এর মধ্যে হালাল করার শর্তারোপ না করা হয়, কিন্তু মনে মনে নিয়ত থাকে যে, কিছুদিন নিজের নিকট রেখে তারপর ছেড়ে দেবো? তবে হানাফিদের মতে এ পন্থা বৈধ।[১৪৮৮] বরং ইমাম আবু সাওর রহ.-এর উক্তি, এমন যে করবে

[১৪৮৫] সুনানে আবু দাউদ : ১/২৮৪, باب في التحليل, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৯, باب المحلل والمحلل له । -সংকলক।

[১৪৮৬] তাদের দু'জনের প্রতি অভিশম্পাতের কারণ হলো, তাতে মরুওয়াত ছিন্ন করে ফেলা হয়। অন্তরঙ্গতা থাকে না। তারপর ছোট আত্মা ও নিচুতার দলিল পাওয়া যায়। মুহাল্লাল লাহুর (স্বামীর) বিষয়টিতো স্পষ্ট। আর যে হালালকারি তার দিকে লক্ষ্য করলে এ কারণে যে, সেতো তার নিজেকে সহবাসের জন্য ধার দিচ্ছে অন্যের উদ্দেশে। সেতো মহিলার সংগে সঙ্গম করছে। যাতে তাকে প্রথম স্বামীর সহবাসের ন্য পেশ করতে পারে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ধার দয়া পাঠার সংগে।-মিরকাত : ৬/২৯৭। -সংকলক।

[১৪৮৭] ইবনে কুদামা রহ. বলেন, হালালকারির বিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে হারাম-বাতিল। তার মধ্যে আছেন হাসান, নাখয়ি, কাতাদা, মালেক, লাইস, সাওরি, ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি রহ.। চাই সে এ কথা বলুক যে, আমি তাকে বিয়ে করেছি তার সংগে সঙ্গম করা পর্যন্ত। কিংবা সে এই শর্তারোপ করুক যে, যখন এ মহিলাকে হালাল করে দিবে তখন তাদের মাঝে কোনো বিয়ে নেই। কিংবা এই শর্ত করুক যে, যখন তাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করে দিবে তখন তাকে তালাক দিয়ে দিবে। -আল-মুগনি : ৬/৬৪৬, كتاب النكاح إن شرط عليه أن يحلها لزوج। অথচ আবু হানিফা রহ.-এর মতে হালাল করার শর্তে বিয়ে করা মাকরূহ। (বাহরুর রায়েক গ্রন্থকারের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ি এটি মাকরূহ তাহরিমি- আল- বাহরুর রায়েক : ৪/৫৮, كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة) এবং আল্লাহর লানতবিশিষ্ট বর্ণনাটিও এক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য তাঁর মতে বিয়ে দুরুস্ত হয়ে যায়। কেনোনা, বিয়ে শর্তের কারণে বাতিল হয় না এবং প্রথম স্বামীর জন্য হালালও হয়ে যায়।

আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে হালাল করার শর্তে বিয়ে ফাসেদ। কেনোনা, এটি ওয়াকতি বিয়ের পর্যায়ে আসে। বিয়েটি ফাসেদ হওয়ার কারণে উক্ত বিয়ে এই মহিলাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করবে না।

ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে বিয়ে দুরুস্ত। কেনোনা, ফাসেদ শর্তের কারণে বিয়ে ফাসেদ হয় না। অবশ্য সেই মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। কেনোনা, প্রথম স্বামী এমন একটি জিনিসের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে আগে করে ফেলেছে, যেটিকে শরিয়ত পিছিয়ে রেখেছে। সুতরাং তার কাছ হতে প্রতিশোধ নেওয়া হবে, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে বিরত রেখে। যেমন, মীরাস দানকারি ব্যক্তিকে হত্যা করলে হয়ে থাকে। দ্র., হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ৪/৩৪-৩৫, كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة। -সংকলক।

[১৪৮৮] বরং হানাফিদের গ্রন্থাবলি দ্বারা জানা যায়, সেও সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। এজন্য শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বলেন, যদি তারা স্বামী-স্ত্রী দুইজন এর নিয়ত করে এবং এটি না বলে তবে তা ধর্তব্য হবে না। পুরুষ সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে সংশোধনের উদ্দেশ্য থাকার কারণে। ফতহুল কাদির : ৪/২৪, فيما تحل المطلقة, আল-বাহরুর রায়েক : ৪/৫৮।

প্রকাশ থাকে যে, এই মাসআলাতে শাফেয়িদের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা আছে। উভয় সূরতেই বিয়ে অবৈধ ও বাতিল। ১. শর্তের সংগে বিয়ে করবে যে, যখন সঙ্গম করবে তখন উভয়ের মাঝে বিয়ে অবশিষ্ট থাকবে না। ২. এই শর্তে বিয়ে করা যে, এই মহিলাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করে দিবে।

সে সওয়াব পাবে।[১৪৮৯] ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে, এই পদ্ধতিটিও অবৈধ এবং বাতিল।[১৪৯০] তিনি এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাপকতা দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, হালালকারির ওপর ব্যাপক আকারে অভিসম্পাত করা হয়েছে। আর খাস করার কোনো দলিল এখানে নেই। আমরা বলি, খাস তো আপনিও করেছেন। সেটি এভাবে যে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাপকতার দাবি হলো, যদি বিয়ে হালাল করার শর্তে না হয় এবং হালাল করার নিয়তে না হয়, তবুও যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে তাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করে দেয়, তবুও অবৈধ হবে। কেনোনা, হালালকারি বা মুহাল্লিল শব্দ এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। অথচ এমন ব্যক্তি কারো মতেই অভিশপ্ত নয়।

তারপর ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ রহ.-এর মতে, হালাল করার শর্তে বিয়েই সংঘটিত হয় না এবং না এর দ্বারা প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হয়। অথচ আমাদের মতে এমন করা যদিও হারাম; কিন্তু যদি কেউ এটা করে ফেলে, তবে বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে এবং মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে।[১৪৯১]

তাঁদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। তবে এর জবাব হলো, এই বর্ণনায় হালাল করতে নিষেধ করা হয়েছে, বিয়ে অস্বীকার করা হয়নি। বস্তুত শরয়ি ক্রিয়াকর্ম হতে নিষেধাজ্ঞা মূল কর্মের বিধিবদ্ধতার দাবি রাখে। যেমন, উসুলে ফিকহে বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।

শাফেয়িদের মাজহাবের ওপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করা হয়েছে,[১৪৯২]

عن عمر بن نافع عن ابيه انه قال : جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها اخ له من غير مؤامرة منه ليحله لاخيه هل تحل للأول؟ قال : لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم

'নাফে' রহ. বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর রা.-এর নিকট এসে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তারপর এ মহিলাকে তার সংগে পরামর্শ ব্যতীত তার ভাই বিয়ে করে ফেলেছে। যাতে সে এই মহিলাকে তার ভাইয়ের জন্য হালাল করে দিতে পারে। এই মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? জবাবে তিনি বললেন, না। তবে আগ্রহের বিয়ে ব্যতিক্রম। আমরা তো এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ব্যভিচার গণ্য করতাম।'

এই বর্ণনাটি ইমাম হাকেম রহ. স্বীয় মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছেন এবং বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।[১৪৯৩] হাফেজ জাহাবি রহ.ও এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

একটি পদ্ধতি হলো, এই শর্তের সংগে বিয়ে করবে যে, সহবাসের পর তাকে তালাক দিয়ে দিবে। এই তৃতীয়টি সম্পর্কে শাফেয়িদের দুটি উক্তি রয়েছে ১. এমতাবস্থায়ও বিয়ে বাতিল। ২. শর্ত বাতিল, আকদ সহিহ।

চতুর্থ আরেকটি পদ্ধতি হলো, এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করবে যে, সঙ্গমের পর তালাক দিয়ে দিবে। শর্তের কোনো উল্লেখ থাকবে না। এমতাবস্থায় মাকরূহসহ বিয়ে দুরস্ত আছে। দ্র., আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ১৫/৪০৫-৪০৬ باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم، فصل ولا يجوز نكاح المحلل, আল-মুগনি : ৬/৬৪৬। -সংকলক।

[১৪৮৯] তালিকাতুশ শায়খ কামালউদ্দিন আলাল কাওকাবিদ দুররি : ২/২৩৩। -সংকলক।

[১৪৯০] আল-মুগনি : ৬/৬৪৬-৬৪৭, فصل فإن شرط عليه التحليل । -সংকলক।

[১৪৯১] মাজহাবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা পেছনে বরাতসহ এসেছে। -সংকলক।

[১৪৯২] আত তালখিসুল হাবির : ৩/১৭১, باب موانع النكاح, নং-১৫৩০, তুহফাতুল আহওয়াজি : ২/১৮৫। -সংকলক।

[১৪৯৩] মুসতাদরাকে হাকেম : ২/১৯৯, كتاب الطلاق لعن الله المحلل والمحلل له । -সংকলক।

এই দলিলের কোনো জবাব আহকারের দৃষ্টিতে পড়েনি। অবশ্য এর জবাব এটা বুঝে আসে যে, কোরআনে কারিমের আয়াত حتى تنكح زوجا غيره [১৬২৪] তে সাধারণ বিয়ের উল্লেখ আছে। চাই হালাল করার শর্তে হোক, কিংবা না হোক। এর ওপর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোনো কিছু বাড়ানো যায় না।

ইবনে উমর রা.-এর উক্তিতে ব্যভিচারের সংগে এই আমলটির উপমা শুধু হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে, বিয়ে সম্পাদিত না হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, ইবনে উমর রা. এই ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছেদের কোনো হুকুম দেননি।

বিয়ে হালাল করার শর্তে অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও আক্দ সম্পাদিত হয়ে যায়–

এর ওপর হানাফিদের দলিল মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[১৬২৫] বর্ণিত উমর রা.-এর একটি ফতওয়া,

عن ابن سيرين قال : ارسلت لمرأة الى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر رضي الله عنه ان يقيم عليها ولا يطلقها واوعه بعاقبة ان طلقها''

'ইবনে সিরিন রহ. বলেন, এক মহিলা এক লোকের নিকট প্রস্তাব পাঠালো, তারপর মহিলাটি সে পুরুষটিকে বিয়ে করে ফেললো। যাতে নিজেকে তার স্বামীর জন্য হালাল করে নিতে পারে। তখন উমর রা. সে লোকটিকে নির্দেশ দিলেন, সে যেনো তার বিয়ে ঠিক রাখে। এ মহিলাকে তালাক না দেয় এবং তিনি তাকে শাস্তির ভয়ও দেখালেন, যদি তাকে তালাক দেয়।'

এতে বুঝা গেলো, তিনি এই বিয়েটিকে সঠিক বলে গণ্য করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

অনুচ্ছেদ–২৮ : মুত'আ বিয়ে প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৩)

١١٢٤ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

১১২৪। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধকালে মহিলাদের মুত'আ বিয়ে ও গৃহ পালিত গাধার গোশত সম্পর্কে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেন, হজরত সাবরা জুহানি ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। শুধু ইবনে আব্বাস রা. হতে মুত'আ সম্পর্কে অনুমতি বর্ণিত হয়েছে। এরপর তিনি তার এ মত প্রত্যাহার করেছেন যখন তাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বলা হলো।

[১৬২৪] আত তালখিসুল হাবির : ৩/১৭১, باب موانع النكاح, নং-১৫৩০, তুহফাতুল আহওয়াজি : ২/১৮৫। -সংকলক।

[১৬২৫] ৬/২৬৭, كتاب النكاح باب التحليل। -সংকলক।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের হুকুম হলো, মুত'আ হারাম। সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটি।

١١٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ.

১১২৫। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ইসলামের প্রথম দিকে মুত'আ ছিলো। কোনো ব্যক্তি কোনো শহরে আগমন করতো তার সেখানে কোনো পরিচয় থাকতো না, তখন সে সেখানে যতোদিন থাকবে বলে মনে করতো ততোদিনের জন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করে নিতো। সে তার মাল-সামানের হেফাজত করতো এবং তার রান্নাবান্নার কাজ করতো। তারপর যখন الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم নাজিল হলো, তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, সুতরাং এই দুই পদ্ধতি ব্যতীত সমস্ত লজ্জাস্থান হারাম।

দরসে তিরমিযী

عن[১৪৯৬] على بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر''

মুত'আর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বলবে– اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال [১৪৯৭] অর্থাৎ, আমি এতো সম্পদের বিনিময়ে এতো সময় তোমার দ্বারা উপকৃত হবো। সে মহিলা তা গ্রহণ করে নেবে। এতে নিকাহ বা বিয়ে শব্দ ব্যবহৃত হয় না এবং দুই সাক্ষীর উপস্থিতিও আবশ্যক হয় না। তবে সাময়িক বিয়ে এর বিপরীত। কেনোনা, তাতে নিকাহ শব্দও থাকে এবং থাকে দুইজন সাক্ষীও। অবশ্য মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে।[১৪৯৮]

মুত'আ বিয়ে হারাম

মুত'আ হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য আছে। রাফেজিরা ব্যতীত উম্মতের কেউ এটাকে হালাল বলেন না।[১৪৯৯] বস্তুত তাদের বিরোধিতারও কোনো মূল্য নেই। অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে এর বৈধতা বর্ণিত আছে।[১৫০০] তিনিও শুধু অপারগতার ক্ষেত্রে বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন।[১৫০১] তারপর তা হতে মত

[১৪৯৬] সহিহ বোখারি : ২/৬০৬, كتاب المغازى، باب غزوة خيبر , সহিহ মুসলিম : ২/১৪৯, كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية । -সংকলক।

[১৪৯৭] হিদায়া : ২/৩১২, فصل في بيان المحرمات । -সংকলক।

[১৪৯৮] হিদায়া : ২/৩১৩। -সংকলক।

[১৪৯৯] ফতহুল কাদির : ৩/১৫১-১৫২, فصل في بيان المحرمات । -সংকলক।

[১৫০০] দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : ২/১৪, باب نكاح المتعة । -সংকলক।

[১৫০১] সায়িদ ইবনে জুবাইর রহ. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.কে বললাম, আপনার ফতওয়া নিয়ে আরোহিরা সফর করেছে। এ সম্পর্কে কবিগণ বিভিন্ন কাব্য উচ্চারণ করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি বলেছে? জবাবে আমি বললাম, তাঁরা বললেন–

قلت للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس.

প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।[১৫০২] তাই ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,

"عن ابن عباس رضي الله عنه شئ من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم"

দুটি জিনিস এখানে চিন্তার বিষয়।

মুত'আ বিয়ে হারাম হওয়ার দলিল আয়াতের ওপর আপত্তি ও তার জবাব

প্রথম বিষয় হলো, মুত'আ হারাম হওয়ার ওপর সাধারণত কোরআনের নিম্নেযুক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা হয়।

واللذين هم لفروجهم حافظون الا على ازولجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين[১৫০৩]

'আর যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, কিন্তু তাদের স্ত্রী কিংবা মালিকানাভুক্ত বাঁদিদের বেলায়। কেনোনা, এ ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না।'

প্রশ্ন : আয়াতটি মক্কি। কেনোনা, কোরআনে কারিমে এই আয়াতটি দুই স্থানে এসেছে– সূরা মুমিনূনে এবং সূরা মা'আরিজে। বস্তুত এই দুটি সূরা মক্কায় নাজিল।[১৫০৪] এবং এই দুটি সূরা মক্কি। অথচ মুত'আ হালাল ও হারাম হওয়ার সমস্ত বর্ণনা দলিল করছে যে, মুত'আ হিজরতের পর হারাম হয়েছে এবং এটি একাধিক যুদ্ধে হালাল ছিলো।[১৫০৫] তাহলে এই আয়াতটি মুত'আকে কিভাবে হারাম করতে পারে।

জবাব : জবাবে হাদিস এবং তাফসিরে ব্যাখ্যাতাগণ প্রচুর মেধা খরচ করেছেন এবং পেরেশান হয়েছেন। তবে প্রশান্তিদায়ক জবাব কমই দেওয়া হয়েছে।

هل لك في رخصة الأطراف آنسة • تكون مثواك حتى مصدر الناس.

'শায়খকে আমি বললাম, যখন তার মজলিস দীর্ঘ হলো, হে নেককার! ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়ার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ আছে? বান্ধবী মহিলার (মুত'আ বিয়ের ব্যাপারে) আপনার আকর্ষণ আছে? সে মহিলা আপনার আশ্রয়স্থল হবে লোকদের ফিরে আসা পর্যন্ত।'

ইবনে আব্বাস রা. তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি এ ফতওয়া দেইনি। এটাতো মৃত, রক্ত এবং শূকরের মাংসের মতো। এটি অপারগ ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য হালাল নয়। -নাসবুর রায়া : ৩/১৮১, فصل في بيان المحرمات । -সংকলক।

[১৫০২] ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে মুত'আ সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়, এ ব্যাপারে তিনি ব্যাখ্যা দিতেন। তথা মুত'আ বিয়ে বৈধ হওয়ার ব্যাখ্যা দিতেন তিনি সে অপারগ ব্যক্তির জন্য যে মুত'আ বিয়ের জন্য বাধ্য। দীর্ঘদিন সফরের কারণে এবং অর্থবিত্ত কম হওয়ার কারণে। তারপর তিনি এ ব্যাপারে বিরত থেকেছেন এবং এ সংক্রান্ত ফতওয়া হতে দূরে রয়েছেন। সূত্র ঐ।

ইবনে জুরাইজের এই উক্তি দ্বারা অপারগতার অর্থও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর প্রত্যাহারও প্রমাণিত হয়ে যায়। -সংকলক।

[১৫০৩] সূরা মুমিনুন : আয়াত-৫, ৬, পারা-১৮, সূরা মা'আরিজ : আয়াত-২৯, ৩০, পারা-২৯। -সংকলক।

[১৫০৪] সূরা মুমিনুন সম্পর্কে আল্লামা কুরতুবি রহ. বলেন, এটি সবার মতেই সম্পূর্ণ মক্কি। দ্র., তাফসিরে কুরতুবি : ১২/১০২। আর সূরা মা'আরিজ সম্পর্কে বলেন, এটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কি। তাফসিরে কুরতুবি : ১৮/২৭৮। -সংকলক।

[১৫০৫] বর্ণনাগুলোর জন্য দ্র., নসবুর রায়া : ৩/১৭৬-১৮১, بيان المحرمات । -সংকলক।

শাহ আবদুল আজিজ রহ. ফাতাওয়া আজীজিয়াতে[১৫০৬] দাবি করেছেন যে, প্রসিদ্ধ অর্থে মুত'আ ইসলামে কখনও হালাল হয়নি। এটাকে ওপরযুক্ত আয়াত শুরুতেই হারাম করে দিয়েছিলো। অবশ্য বিভিন্ন যুদ্ধে যে মুত'আর অনুমতি হাদিসগুলোতে বর্ণিত আছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাময়িক বিয়ে। সুতরাং এই আয়াতটি প্রথম হতে মুত'আ হারাম বুঝাচ্ছে।

ফয়জুল বারিতে[১৫০৭] আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.ও এরই প্রায় নিকটবর্তী জবাব অবলম্বন করেছেন যে, প্রসিদ্ধ অর্থে মুত'আ তো সর্বদাই হারাম ছিলো। অবশ্য যেটির অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেটি দ্বারা উদ্দেশ্য বিচ্ছেদের নিয়ত সুপ্ত রেখে বিয়ে করা। এই বিয়ে প্রথমে কাজারূপে এবং দিয়ানত হিসেবে উভয় প্রকার বৈধ ছিলো। পরবর্তীতে যদিও কাজা হিসাবে বৈধ ছিলো, কিন্তু দিয়ানত হিসাবে এটাকে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ বিষয়টিকে হাদিসসমূহের নিম্নেযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শুরুতে মুত'আর অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো, পরবর্তীতে এটাকে অবৈধ করে দেওয়া হয়েছে।

শাহ সাহেব রহ. স্বীয় এই দাবির সমর্থনে তিরমিযীতে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

قال : انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزلت الاية : ''الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم'' قال ابن عباس رضـــ فكل فرج سواى هذين فهو حرام[১৫০৮]

'তিনি বলেছেন, মুত'আ ছিলো ইসলামের প্রথমদিকে। কোনো ব্যক্তি কোনো শহরে আগমন করতো, সেখানে তার কোনো পদপরিচয় থাকতো না। ফলে সেখানে লোকটি যতোদিন থাকবে বলে মনে করতো, সে পরিমাণ সময়ের জন্য সে কোনো মহিলাকে বিয়ে করতো। মহিলা তার আসবাব-উপকরণের হেফাজত করতো এবং তার জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতো। ঠিকমতো রান্নাবান্নার কাজ করতো। তারপর এই আয়াত الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم নাজিল হলো, তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, 'সুতরাং এই দুই পদ্ধতি ব্যতীত লজ্জাস্থানের (সম্ভোগের) অন্য সব পন্থা হারাম।'

হজরত শাহ আবদুল আজিজ রহ. এবং শাহ সাহেব রহ.-এর ওপরযুক্ত দুটি জবাব যদি দলিলসমূহ দ্বারা সমর্থিত হতো, তাহলে বিশেষ শক্তিশালী হতো। তবে বাস্তবতা হলো, এই দুটি জবাব দাবিই। এসব হাদিসের বাহ্যিক অর্থ যেগুলোতে মুত'আ শব্দ এসেছে, সেগুলো এসব জবাব রদ করে দেয়। হজরত শাহ সাহেব রহ.-এর তাহকিকের ওপর একাধিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথমতো এই বর্ণনাটি মুসা ইবনে উবায়দার[১৫০৯] কারণে

[১৫০৬] ২/৩৯। হুকমে হুরমতে মুত'আ, মাতবা' মজিদি কানপুর। -সংকলক।

[১৫০৭] ৪/১৩৭-১৩৮, كتاب المغازى تحت قوله نهى عن متعة النساء يوم خيبر । -সংকলক।

[১৫০৮] মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে এটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। সুনানে তিরমিযী : ৩/৪৩০, নং-১১২২। -সংকলক।

[১৫০৯] মুসা ইবনে উবায়দা (তা.কাফ), তিরমিযী। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, 'তার হাদিস লেখা যায় না।' নাসায়ি প্রমুখ বলেছেন, 'তিনি জয়িফ।' ইবনে আদি রহ. বলেছেন, 'তার বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা স্পষ্ট।' ইবনে মা'ইন রহ. বলেছেন, 'তিনি কিছুই নিন।' আরেকবার বলেছেন, 'তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা যায় না।' ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ রহ. বলেছেন, 'তার হাদিস হতে আমরা পরহেজ করতাম।' ইবনে সায়িদ রহ. বলেছেন, 'সেকাহ তবে প্রামাণ্য নয়।' ইয়াকুব ইবনে শায়বা বলেছেন, 'সত্যবাদী, তবে তার হাদিস নেহায়েত জয়িফ।' মিজানুল ই'তিদাল : ৪/২১৩, নং-৮৮৯৫। -সংকলক।

সমালোচিত। দ্বিতীয়তো শাহ সাহেব রহ. মুত'আর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এটা তাঁর দলিল হাদিসের শব্দরাজি দ্বারা পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট হয় না। বরং এই বর্ণনাটিকেও প্রসিদ্ধ অর্থে মুত'আর ক্ষেত্রে সহজে প্রয়োগ করা যায়। তৃতীয়তো এই বর্ণনাটির শেষে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم আয়াত মুত'আ রহিত করে দিয়েছে। এবার যদি মুত'আ দ্বারা হজরত শাহ সাহেব রহ. কর্তৃক বর্ণিত অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও মূল প্রশ্ন ফিরে আসে যে, এই আয়াতটি মক্কি। আর মুত'আ হালাল হওয়ার বর্ণনাগুলো মাদানি।

জবাব : আহকারের মতে এই প্রশ্নের যথার্থ জবাব হলো, প্রসিদ্ধ অর্থে মুত'আকে কোরআনের ওপরোল্লিখিত আয়াত মক্কা-মুকাররমাতেই হারাম করে দিয়েছিলো এবং এটি রীতিমতো হারামই ছিলো। অবশ্য অনেক যুদ্ধে ভীষণ প্রয়োজনের খাতিরে এটি সীমিত সময়ের জন্য এর অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। যেটি ছিলো অবকাশ, হালাল নয়। যেমন, শূকরের গোশত হারাম, কিন্তু অপারগতার ক্ষেত্রে তা খাওয়া বৈধ হয়ে যায়। এ জন্য নয় যে এটি হালাল হয়ে গেছে; বরং এই কারণে যে, বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরিয়ত এটির সীমিত অবকাশ দান করেছে। সারকথা, এমন অবকাশ হারামের সংগে একত্রিত হয়ে যায়। এই অবকাশের কারণে এটা বলা যায় না যে, এটির হারাম হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

এই জবাবটির সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, মুত'আর অনুমতির প্রায় সবগুলো বর্ণনায় রুখসত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, হিল্লত নয়।[১৫১০]

আরেকটি জবাব এই যে, والذين هم لفروجهم حفظون আয়াতে ازواج দ্বারা সেসব রমণী উদ্দেশ্য, যাদেরকে বিধিবদ্ধ আক্‌দের মাধ্যমে হালাল করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামের প্রাথমিক দিকের বিধিবদ্ধ আক্‌দ যেহেতু শুধু বিয়ে ছিলো, এজন্য এ আয়াতটি মুত'আ হারাম হওয়ারও দলিল ছিলো। পরবর্তীতে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিছু সময়ের জন্য মুত'আর অনুমতি দিয়েছেন, তখন মুত'আও বিধিবদ্ধ আকদের আওতাধীন এসে গিয়েছিলো এবং এমন সমস্ত রমণী যাদের সংগে মুত'আ করা হয়েছে, তারা ازواج এর আওতায় শামিল হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং না আয়াতের বিরোধিতা হলো, না আয়াত রহিত করা হলো। তারপর পরবর্তীতে যখন দ্বিতীয়বার মুত'আ নিষিদ্ধ করা হলো, তখন সে আক্‌দ বিধিবদ্ধ থাকেনি। এমন মহিলারা ازواج এর অর্থ হতে খারিজ হয়ে গেলো। এ কারণে এখন এই আয়াতটি চিরকালের জন্য মুত'আ হারাম হওয়ার দলিল।

মুত'আ বিয়ে হারাম হওয়ার সময় সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর বিরোধ ও সামঞ্জস্য বিধান

দ্বিতীয় বিষয় হলো, মুত'আ কখন হারাম হয়েছে? এ সম্পর্কে বর্ণনাগুলোতে ভীষণ বিরোধ পাওয়া যায়। হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। ان النبي صلى الله عله وسلم نهى عن متعة النساء

[১৫১০] সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্ণনায় رخصة এবং اذن শব্দ এসেছে। কোনো কোনোটিতে استمتاع শব্দও এসেছে। বর্ণনাগুলোর জন্য দ্র., জামিউল উসুল : ১১/৪৪৪-৪৫১, নং-৮৯৮৬-৮৯৯৩, الفرع الأول في نكاح المتعة, মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/২৬৪-২৬৬, باب المتعة، النكاح। বিস্তারিত দ্র., কানজুল উম্মাল : ১৬/৩২৮, نكاح المتعة, ১৬/৫১৮-৫২৭, নং-৪৫৭১২-৪৫৭৫১, نكاح المتعة। حلة শব্দ কোনো বর্ণনায় খুঁজে পায়নি। অবশ্য হাসান বসরি রহ.-এর একটি মুরসাল বর্ণনা নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام ما حلت قبلها ولا بعدها। -কানজুল উম্মাল : ১৬/৫২৭, নং-৪৫৭৪৯। -সংকলক।

وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر দ্বারা বুঝা যায় যে, খায়বরের যুদ্ধের সময় মুত'আ হারাম হয়েছিলো। আবার কোনোটি দ্বারা বুঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের সময়[১৫১১] হারাম হয়েছিলো, আবার কোনোটি দ্বারা বুঝা যায়- হুনায়নের যুদ্ধের সময়, [১৫১২] কোনোটি দ্বারা বুঝা যায়- আওতাসের যুদ্ধের সময়, [১৫১৩] আবার কোনোটি দ্বারা বুঝা যায়- তাবুকের[১৫১৪] যুদ্ধের সময় হারাম হয়েছিলো।[১৫১৫]

এই বিরোধ অবসানের জন্য অনেকে বলেছেন, মুত'আ হারাম তো হয়েছিলো একবার, কিন্তু তার ঘোষণা বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার দেওয়া হয়েছিলো। যারা যে যুদ্ধে এই হুকুম প্রথমবার শুনেছেন, তারা মুত'আ হারাম হওয়ার বিষয়টিকে সে যুদ্ধের সংগেই সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন।[১৫১৬]

[১৫১১] হজরত সাব্‌রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের মুত'আ করতে নিষেধ করেছেন মক্কা বিজয়ের দিন। কানযুল উম্মাল : ১৬/৫২৫, নং-৪৫৭৩৭ المتعة । তাছাড়া দ্র., সহিহ মুসলিম : ২/৪৫১ باب نكاح المتعة । -সংকলক।

[১৫১২] ইমাম নাসায়ি রহ. হজরত আলি রা.-এর বর্ণনায় একটি সূত্র সম্পর্কে বলেন, ইবনুল মুসান্না রহ. বলেছেন, 'হুনায়নের দিন' এবং তিনি বলেছেন, আবদুল ওয়াহহাব আমাদেরকে তার পিতা হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুনানে নাসায়ি : ২/৮৯, تحريم المتعة । আরো বিস্তারিত দেখতে হলে দ্র., ফতহুল বারি : ৯/১৬৮, كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا । -সংকলক।

[১৫১৩] হজরত সালামা ইবনে আকওয়া' রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাসের যুদ্ধের বছর মুত'আ সম্পর্কে তিনদিন অবকাশ দিয়েছিলেন। এরপর তা হতে নিষেধ করেছেন। -সহিহ মুসলিম : ১/৪৫১, باب نكاح المتعة । -সংকলক।

[১৫১৪] হাজিমি রহ. স্বীয় গ্রন্থ আল-ই'তিবার ফিননাসিখ ওয়াল মানসুখ মিনাল আছারে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারি রা.-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাবুকের যুদ্ধে বেরিয়েছি। আমরা যখন শামের নিকটবর্তী একটি স্থান আকাবার নিকট এসে পৌঁছলাম। তখন কয়েকজন মহিলা এলো, তখন আমরা আমাদের মুত'আ বিয়ের কথা আলোচনা করলাম। মহিলাগুলো আমাদের অবস্থানস্থলে ঘুরাফেরা করছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে সে মহিলাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এসব মহিলা কারা। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা সেসব মহিলা যাদের সংগে আমরা মুত'আ করেছি। বর্ণনাকারি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন, এমনকি তাঁর গণ্ডদ্বয় লাল হয়ে গেলো। চেহারায় পরিবর্তন এসে গেলো এবং আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি আল্লাহর হাম্‌দ-ছানা করলেন। তারপর মুত'আ হতে আমাদের নিষেধ করলেন। তখন তিনি সকল নারী পুরুষদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমরা পরস্পর মুত'আ করবো না। ফলে আমরা পুনরায় এ কাজ করলাম না এবং আর কখনো তা করবো না। সেখান হতে সেদিন সানিয়াতুল বিদা' নাম রাখা হলো। দ্র., নসবুর রায়া : ৩/১৭৯, , فصل في بيان المحرمات। -সংকলক।

[১৫১৫] তাছাড়া একটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মুত'আ হারাম হয়েছিলো ওমরাতুল কাজার সময়। হজরত হাসান বসরি রহ.-এর বর্ণনায় আছে, মুত'আ ওমরাতুল কাজার তিনদিন ব্যতীত অন্য কখনো হালাল হয়নি। এর আগে এর পরে কখনো তা হালাল হয়নি। -কানযুল উম্মাল : ১৬/৫২৭, নং-৪৫৭৪৯, সংকেত আইন বা।

তাছাড়া আরেকটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মুত'আ হারাম হয়েছিলো বিদায় হজের সময়। হজরত সাব্‌রা রা. বললেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজে মহিলাদের সংগে মুত'আ করতে নিষেধ করতে শুনেছি। -কানযুল উম্মাল : ১৬/৫১৫, নং-৪৫৭৩৮, ইবনে জারির সূত্রে। -সংকলক।

[১৫১৬] নববি রহ. উপর্যুক্ত জবাব কাজি ইয়াজ রহ.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। দ্র., শরহে নববি : ১/৪৫০. باب نكاح المتعة । -সংকলক।

তবে এই জবাবটি প্রশান্তিদায়ক নয় এবং বর্ণনার শব্দরাজি এটা সমর্থন করে না।[১৫১৭]

হজরত শাহ সাহেব রহ. এই জবাব দিয়েছেন যে, যেই বর্ণনায় তাবুকের যুদ্ধের উল্লেখ আছে, তাতে কোনো বর্ণনাকারির ভুল হয়েছে।[১৫১৮] আলি রা. হতে বর্ণিত– نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر বর্ণনায় زمن خيبر এর সম্পর্ক শুধু لحوم الحمر الاهلية এর সংগে। অর্থাৎ, গাধার গোশত খায়বরের যুদ্ধে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। আর نهى عن متعة النساء একটি বাক্য। যার কোনো সম্পর্ক زمن خيبر এর সংগে নেই।[১৫১৯] তা না হলে মূলত মক্কা বিজয়ের সময় মুত'আর অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। তারপর এটিকে হারাম করে দেওয়া হয়েছিলো। তবে যেহেতু মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধ এবং আওতাসের যুদ্ধ একই সফরে হয়েছিলো, সেহেতু কেউ এর সম্বন্ধ করেছেন মক্কা বিজয়ের দিকে, আর অনেকে হুনায়ন কিংবা আওতাসের দিকে।[১৫২০] শাহ সাহেব রহ.-এর এই জবাবও কৃত্রিমতা শূন্য নয়।

সর্বোত্তম জবাব হলো, আইনি রহ.-এরটি যে, একবার খায়বরের যুদ্ধের সময় মুত'আ হারাম হয়ে গেছে। তারপর মক্কা বিজয়ের সময় একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য দ্বিতীয়বার এর অবকাশ দেওয়া হয়েছিলো। তারপর

[১৫১৭] কারণ, বহু বর্ণনায় বিভিন্ন যুদ্ধের সময় মুত'আর অবকাশ তারপর পরবর্তীতে এ সম্পর্কে নিষেধের উল্লেখ আছে। যদি মুত'আ হারাম শুধু একই স্থানে হতো আর অন্য স্থানগুলোতে এর তাকিদ হতো, তাহলে অন্য স্থানগুলোতে রুখসত এবং ইজন শব্দের উল্লেখ আছে। এতে বুঝা গেলো, মুত'আ হারাম হওয়ার বিষয়টিকে শুধু একবার সাব্যস্ত করা সহিহ নয়। -সংকলক।

[১৫১৮] আল্লামা নববি রহ.ও তাবুকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা ভুল সাব্যস্ত করেছেন। দ্র., শরহে নববি : ১/৪৫০। -সংকলক।

[১৫১৯] সারকথা, زمن خيبر শব্দটি উভয়ের জরফ নয়। বরং শুধু وعن لحوم الحمر الأهلية এর জরফ।

তবে এর ওপর প্রশ্ন হতে পারে যে, তিরমিযীর ওপরযুক্ত অনুচ্ছেদের এ হাদিসে আপনার এ ব্যাখ্যা চলতে পারে। যাতে زمن خيبر উভয়টির পরে এসেছে। তবে সহিহ বোখারি-মুসলিমে এই বর্ণনাটি এসেছে নিম্নেযুক্ত– عن علي بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية । -বোখারি : ২/৬০৬, كتاب المغازي، باب غزوة خيبر , মুসলিমেও এই বর্ণনাটি অনুরূপ এসেছে। দ্র., (১/৪৫২, باب نكاح المتعة)। এ দুটি সূত্রে জামানা খায়বর শব্দ স্পষ্টভাবে نهى عن متعة النساء এর জরফ হচ্ছে। যার অর্থ স্পষ্ট যে, মুত'আ হারাম হয়েছিলো খায়বরের যুদ্ধকালে।

জবাব : আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. এই বর্ণনা করেছেন যে, এতে বর্ণনাকারির ভুল হয়েছে। তা না হলে আসল বর্ণনা সেটি যাতে জামানা খায়বরকে উভয়টির পরে উল্লেখ করা হয়েছে। (কিন্তু এই জবাবটির দুর্বলতা ও কৃত্রিমতা স্পষ্ট।) তাছাড়া আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, খায়বরের যুদ্ধকালে মুত'আর কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না যে, তৎকালে তা হারাম করতে হবে। কেনোনা, খায়বরের সমস্ত মহিলা ছিলো ইহুদি। তাদের সংগে মুত'আর কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। কেনোনা, তখন কিতাবি মহিলার সংগে বিয়ে করা বৈধ ছিলো না। মুত'আ দুরুস্ত কিভাবে হতে পারে। কেনোনা, কিতাবি মহিলার সংগে বিয়ে নিম্নেযুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর বৈধ হয়েছে। আয়াতটি হলো– اليوم احل لكم الطيبت وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم । এ আয়াতটি সূরা মায়িদার। যেটি একদম সর্বশেষ সূরার শামিল। দ্র., জাদুল মা'আদ : ৩/৪৬০, تحريم متعة النساء عام الفتح ।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ওপরযুক্ত প্রশ্নের এই জবাব দিয়েছেন যে, মক্কা বিজয়ের সময়ে মুত'আ সম্পর্কে যে অবকাশ দেওয়া হয়েছিলো, হজরত আলি রা. তা জানতেন না। তিনি শুধু খায়বরের সময়ে এর হারাম হওয়ার বিষয়টি জানতেন। -ফতহুল বারি : ৯/১৬৯, باب نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا । -সংকলক।

[১৫২০] শাহ সাহেব রহ. বিদায় হজ সংক্রান্ত বর্ণনাটির এই জবাব দিয়েছেন যে, এতে মুত'আ দ্বারা উদ্দেশ্য হজে তামাত্তু, মুত'আ বিয়ে নয়। ওমরাতুল কাজার বর্ণনাটি সম্পর্কে হজরত শাহ সাহেব রহ. কোনো কিছু বলেননি। তাছাড়া আওতাস ও হুনায়নের বর্ণনাগুলোর জবাবও স্পষ্ট আকারে উল্লেখ করেননি। দ্র., ফয়জুল বারি : ৪/১৩৫-১৩৬, মাগাজি। -সংকলক।

চিরকালের জন্য এর হারাম হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।[১৫২১] এর মাধ্যমে[১৫২২] ইনশাআল্লাহ সমস্ত বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

মুত'আ হালাল হওয়ার ওপর রাফেজিরা এই আয়াত দ্বারাও দলিল পেশ করেছিলো– فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة[১৫২৩]।

তবে এই আয়াতে استمتاع এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য পারিভাষিক অর্থ নয়[১৫২৪] এবং منهن ইত্যাদির সর্বনাম বিবাহিতা মহিলাদের দিকে ফিরেছে। আয়াতের পূর্বাপর তাই দলিল করছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ ঠিক নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

অনুচ্ছেদ–২৯ : শিগার বিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৩)

١١٢٦ – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

১১২৬। **অর্থ :** ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামে না জালাব, না জানাব, না শিগার আছে। যে কোনো কিছু লুটপাট করে নেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

[১৫২১] টীকা সুনানে তিরমিযী- শায়খ আহমদ আলি সাহারানপুরি রহ. : ১/১৬৬। তাছাড়া আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. লিখেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, মুত'আ ব্যতীত আমি এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে জানি না, যেটি আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন তারপর হারাম করেছেন, তারপর পুনরায় হালাল করেছেন, আবার হারাম করেছেন। আল-মুগনি : ৬/৬৪৫, جواز المتعة । -সংকলক।

[১৫২২] তখনও ওমরাতুল কাজার বর্ণনাটির কোনো বিশুদ্ধ প্রয়োগ ক্ষেত্র নেই এবং তাবুকের বর্ণনাটিকে ভুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা আবশ্যক হবে। বোধ হয়, এ কারণে সুহায়লি রহ. বলেন, মুত'আ বিয়ে হারাম হওয়ার সময় সম্পর্কে মতপার্থক্য হয়েছে। নগণ্যতম বর্ণনা হলো যিনি বলেছেন, তা হয়েছে তাবুকের যুদ্ধের। তারপর হাসানের বর্ণনা যে, এটি হলো, ওমরাতুল কাজায়। -ফতহুল বারি : ৯/১৬৯, باب نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا । -সংকলক।

[১৫২৩] সূরা নিসা : আয়াত-২৪, পারা-৫। -সংকলক।

[১৫২৪] আলুসি রহ. বলেন, ইসতিমতা' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সংগম-সঙ্গম। শিয়ারা যে মুত'আর কথা বলে, সে অর্থে নয়। -রূহুল মা'আনি : ৩/৭, পারা-৫।

কুরতুবি রহ. فما استمتعتم এর এক অর্থ ইসলামের শুরুকালীন যুগের মুত'আ বিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। এর সমর্থনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব রা. এবং সায়িদ ইবনে জুবাইর রহ.-এর সংগে সম্বন্ধযুক্ত একটি কেরাত পেশ করেছেন। সেটি হলো– فما استمتعتم به منهن...فلتوهن أجورهن। তারপর জবাবে বলেছেন, এই মুত'আর পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করে দিয়েছেন। (যেনো এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে)। সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. বলেন, এটিকে মীরাসের আয়াত মানসুখ করে দিয়েছে। যখন মুত'আ ছিলো তখন তাতে মীরাস ছিলো না। হজরত আয়েশা রা. এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, এটি হারাম হওয়া ও মানসুখ হওয়ার বিষয় কোরআনে কারিমে আছে। সেটি হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم اوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين । দ্র.. তাফসিরে কুরতুবি : ৫/১৩০। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

তিনি বলেছেন, আনাস, আবু রাইহানা, ইবনে উমর, জাবের, মুয়াবিয়া, আবু হুরায়রা ও ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

١١٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ

১১২৭। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা শিগার বিয়ের মতপোষণ করেন না। শিগার মানে কোনো ব্যক্তি তার কন্যাকে এই শর্তে বিয়ে দিবে যে, অপর ব্যক্তি তার কন্যা বা বোন তার নিকট বিয়ে দিবে। তবে উভয়ের জন্য কোনো মহর থাকবে না। আর অনেক আলেম বলেছেন, শিগার বিয়ে বাতিল। এটি শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। আতা ইবনে আবু রাবাহ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, তাদের দু'জনকে তাদের বিয়ের ওপর স্থির রাখা হবে এবং তাদের জন্য মহরে মিছল নির্ধারণ করা হবে। এটি কুফাবাসীর মত।

দরসে তিরমিযী

عن[١٥٢٥] عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب

جلب وجنب এর একটি অর্থ জাকাত বিষয়ের সংগে সংশিষ্ট। তখন جلب এর অর্থ হয়, জাকাত উসুলকারি সবার নিকট গিয়ে জাকাত উসুল করার পরিবর্তে কোনো একস্থানে বসবে এবং লোকজনকে সেখানে এসে জাকাত পরিশোধ করতে বাধ্য করবে। আর جنب এর অর্থ হলো, জাকাত পরিশোধকারি স্বীয় মাল নিয়ে কোথাও দূরে চলে যাবে, যেখানে জাকাত উসুলকারির জন্য পৌঁছা কষ্টকর হবে।[১৫২৬] দুটো কাজই নিষিদ্ধ।

আর جلب و جنب এর দ্বিতীয় অর্থ, প্রতিযোগিতার সংগে সংশিষ্ট। তখন جلب এর অর্থ হবে একজন অশ্বারোহি নিজের পেছনে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে রাখবে, সে চিৎকার করবে এর ফলে ঘোড়া দ্রুত দৌড়

[১৫২৫] সুনানে নাসায়ি : ২/৮৪-৮৫ كتاب النكاح باب الشغار, সংক্ষিপ্ত আবু দাউদ : ২/৩৮৪, باب الجلب على الخيل في السباق। -সংকলক।

[১৫২৬] নিহায়াতে (১/৩০৩) جنب এর এই ব্যাখ্যাটি قيل শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ جنب এর জাকাত অনুচ্ছেদের সংগে সম্পৃক্ত আসল অর্থ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, أن ينزل العامل بأقصى مواضع لصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجب إليه: اي تحضر। এ অর্থ হলে جلب এবং جنب উভয়টির সারমর্ম একই হবে। -সংকলক।

দিবে, এই পদ্ধতিটি নিষিদ্ধ। কেনোনা, এতে অন্য প্রতিযোগীদের ক্ষতি হয়। আর جنب এর অর্থ হলো, দৌড়ের সময় একটি শূন্য ঘোড়া সংগে রাখবে, যাতে সওয়ারি ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেলে এর ওপর আরোহণ করতে পারে।[১৫২৭] এই পদ্ধতিটিও নিষিদ্ধ।

ولا شغار[١٠٢٨] في الاسلام

শিগার অর্থ বদল বিয়ে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি তার কন্যা কিংবা বোনকে অন্য আরেক জনের নিকট বিয়ে দিবে এভাবে যে, সে তার কন্যা কিংবা বোনকে তার সংগে বিয়ে দিবে। অর্থাৎ, একটি আক্দ অপরটির বিনিময় হয়ে যাবে, এছাড়া অন্য কোনো মহর থাকবে না।[১৫২৯]

হানাফিদের মতে শিগার অবৈধ, কিন্তু যদি করে ফেলে তবে বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে। এতে মহরে মিছ্ল ওয়াজিব হয়। অথচ ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে তখন বিয়েই হয় না। তাঁদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এখানে শিগার বিয়ে নিষিদ্ধ। আর নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ বস্তুর ফাসাদকে আবশ্যক করে।[১৫৩০]

হানাফিদের মতে, শরয়ি ক্রিয়াকর্ম হতে নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ বিষয়ের বিধিবদ্ধতার আবেদন রাখে। সুতরাং বিয়ে বৈধ।[১৫৩১]

[১৫২৭] جلب এবং جنب এর উক্ত অর্থের জন্য দ্র., আন-নিহায়া-ইবনে আসির রহ.। (১/২৮১, ৩০৩), মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ১/৩৭০, ৩৯৬, ৩৯৭। -সংকলক।

[১৫২৮] এটি জাহেলি যুগের একটি প্রসিদ্ধ বিয়ে। একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষকে বলতো شاغرني অর্থাৎ, তুমি আমার নিকট তোমার বোন কিংবা কন্যা কিংবা তোমার আয়ত্তাধীন রমণীকে বিয়ে দাও, আমি তোমার নিকট আমার বোন কিংবা কন্যা বা আমার আয়ত্তাধীন রমণীকে বিয়ে দেবো। তবে এ দুটোতে কোনো মহর থাকবে না। একজনের লজ্জাস্থান অপর জনের লজ্জাস্থানের বিনিময় হবে। আর শিগার বলা হয়েছে, উভয়ের মধ্য হতে মহর উঠে যাওয়ার কারণে। এটি شغر الكلب হতে গৃহীত। এ বাক্যটি তখন বলা হয়, যখন কুকুর তার এক পা উঠিয়ে নেয় প্রস্রাব করার জন্য। আর অনেকে বলেছেন, الشغر এর অর্থ হলো দূরত্ব। আর অনেকে বলেছেন, এর অর্থ হলো প্রশস্ততা। -নিয়াহা ইবনুল আসির : ২/৪৮২। -সংকলক।

[১৫২৯] শিগারের আরেকটি পদ্ধতি হলো, কোনো ব্যক্তি নিজের ছেলের বিয়ে অন্যের কন্যার সংগে এই শর্তের ওপর করবে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার ছেলের বিয়ে এর কন্যার সংগে করে দিবে এবং একটি আক্দ অপরটির বিনিময় হবে। দ্র., ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ : ৭/২৯০। -সংকলক।

[১৫৩০] নিজেদের মাজহাবের সপক্ষে শাফেয়িগণ একটি যৌক্তিক দলিলও পেশ করেছেন। সেটি হলো শিগারের সুরতে প্রতিটি মহিলার লজ্জাস্থান মহর এবং বিবাহিতা হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ এটা দুরস্ত নেই।

হানাফিরা এর জবাব দেন যে, আমাদের মতে শিগারের সুরতে মহরে মিছ্ল ধর্তব্য হবে। সুতরাং প্রতিটি মহিলার লজ্জাস্থান শুধু বিবাহিতই হবে। মহর এবং বিবাহিত উভয়টি নয়। দ্র., ফতহুল কাদির : ৩/২২২ باب المهر। -সংকলক।

[১৫৩১] হানাফিদের মাজহাবের অতিরিক্ত বিশদ বর্ণনা এই যে, শিগারের সুরতে একটি লজ্জাস্থানকে দ্বিতীয়টির মহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, এটা ফাসেদ। কেনোনা, লজ্জাস্থান মাল নয়। তাই এটি মহর হতে পারে না। সুতরাং তখন প্রতিটি মহিলা মহরে মিছলের অধিকারি হবে। সারকথা, লজ্জাস্থানকে মহর সাব্যস্ত করা একটি ফাসেদ শর্ত। আর ফাসেদ শর্তের কারণে বিয়ে বাতিল হয় না। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি এই শর্তে কোনো মহিলাকে বিয়ে করে যে, তাকে তালাক দিয়ে ফেলবে। কিংবা মহিলাকে তার মনজিল হতে স্থানান্তর করে দিবে ইত্যাদি। (তখন শর্ত ফাসেদ, বিয়ে বাতিল নয়।)

বাকি আছে এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এটি আমাদের মতে নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বাতিল করার ক্ষেত্রে নয়। আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., বাদায়িউস সানায়ে' : ২/২৭৮, فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا, ফতহুল কাদির : ৩/২২২। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا

অনুচ্ছেদ–৩০ : ফুফু বা খালাকে বিয়ে করার পর ভাতিজি অথবা বোনজিকে বিয়ে করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৪)

١١٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

১১২৮। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুফুকে কিংবা খালাকে বিয়ে করার পর মহিলাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু হারিজের নাম হলো আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন।

حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله.

নসর ইবনে আলি...... আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু সায়িদ, আবু উমাম, জাবের, আয়েশা, আবু মুসা ও সামুরা ইবনে জুনদুব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

١١٢٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيْهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

১১২৯। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, কোনো মহিলার ফুফুকে বিয়ে করার পর তাকে বিয়ে করতে কিংবা ভাইজিকে বিয়ে করার পর ফুফুকে বিয়ে করতে কিংবা খালাকে বিয়ে করার পর মহিলাকে কিংবা বোনজিকে বিয়ে করার পর মহিলাকে বিয়ে করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন আর বড়কে বিয়ে করার পর ছোট মহিলাকে, ছোটকে বিয়ে করার পর বড় মহিলাকে বিয়ে করা যাবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো বর্ণনা আমরা জানি না যে, কোনো পুরুষের জন্য ফুফু ও ভাতিজি বা বোনজি কিংবা খালা ও বোনজি বা ভাইজিকে একত্রে বিয়ে করা হালাল নয়। যদি কেউ ফুফু ও ভাইজি বা বোনজিকে কিংবা খালা কিংবা ফুফুকে বোনজির সংগে একত্রে বিয়ে করে তবে দ্বিতীয় বিয়ে বাতিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এ মতপোষণ করেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, শা'বি আবু হুরায়রা রা.কে পেয়েছেন এবং তার হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মদ রহ.কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, শা'বি রহ. জনৈক ব্যক্তি সূত্রে আবু হুরায়রা রা. হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

''عن[১৫৩২] ابن عباس رضـــ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة على عمتها او على خالتها''

ফুফু এবং ভাতিজি, খালা এবং ভাইজিকে একই সময় বিয়েতে একত্রিত করা এই হাদিসের আলোকে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে সবাই একমত।[১৫৩৩]

তবে এখানে হানাফিদের মূলনীতির ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, احل لكم ما وراء ذلكم ব্যাপক। যার ব্যাপকতায় ওপরযুক্ত পদ্ধতিও শামিল। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের খবরে ওয়াহেদ হাদিসটি দ্বারা কিতাবুল্লার ব্যাপক বিষয়টিকে কিভাবে খাস করা যায়?

জবাব : ওপরযুক্ত আয়াতে ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن[১৫৩৪] দ্বারা একবার তাখসিস হয়েছে এবং যে আম হতে কোনো বিষয় খাস করে নেওয়া হয়েছে, তার হতে খবরে ওয়াহিদ এবং কিয়াসের আলোকেও অতিরিক্ত খাস করা যায়।[১৫৩৫] এ বিষয়টি উসূলে ফিকহে প্রমাণিত হয়েছে।

بَابُ[١٠٣٦] مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৩১ : বিবাহ বন্ধনের সময় শর্তারোপ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৪)

١١٣٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ يُوْفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

১১৩০। **অর্থ :** উকবা ইবনে আমির জুহানি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সব শর্ত অপেক্ষা এ শর্ত পূরণ করার অধিক হক আছে, যা থেকে তোমরা লজ্জাস্থানসমূহকে হালাল করে নাও।

[১৫৩২] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি। -সুনানে তিরমিযী : ৩/৪৩২। -সংকলক।

[১৫৩৩] ইবনুল মুনজির রহ. বলেছেন, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এই উক্তিতে একমত। আলহামদুলিল্লাহ! এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে কিছু কিছু বিদআতি আছে, তারা এটাকে হারাম মনে করে না। এরা হলো রাফেজি ও খারিজি যাদের বিরোধিতার কোনো পরোয়া করা হয় না। এটাকে বর্ণনা মনে করা হয় না, আল-মুগনি : ৬/৫৭৩, الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها । -সংকলক।

[১৫৩৪] সূরা বাকারা : আয়াত-২২১, পারা-২। -সংকলক।

[১৫৩৫] এসব জবাব এ অনুচ্ছেদের হাদিস খবরে ওয়াহিদ হওয়ার সুরতে। অথচ হিদায়া গ্রন্থকার ফুফু এবং ভাইজি, খালা ও বোনজি উভয়কে একত্রে বিয়ে করা হারাম হওয়ার ওপর لا تنكح المرأة على عمتها হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং এটাকে খবরে মশহুর সাব্যস্ত করে বলেছেন, এমন হাদিস দ্বারা আল্লাহর কিতাব কোরআনের ওপর বৃদ্ধি করা বৈধ। শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, ওপরযুক্ত হাদিস সহিহ মুসলিম ও ইবনে হাব্বানে আছে। এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ি। প্রথম শতাব্দির সাহাবা, তাবেয়িন এটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। একটি বিরাট দল বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে আছেন- হজরত আবু হুরায়রা, জাবের, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও আবু সায়িদ খুদরি রা.। হিদায়া ফাতহুল কাদিরসহ : ৩/১২৪-১২৫, فصل في بيان المحرمات । -সংকলক।

[১৫৩৬] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না-ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-আবদুল হামিদ ইবনে জাফর সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক সাহাবির মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। তার মধ্যে আছেন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তিনি বলেছেন, যখন কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে বিয়ে করে এবং সে তার প্রতি শর্তারোপ করে, সে তার শহর হতে তাকে বের করবে না, তবে স্বামীর জন্য তাকে শহর হতে বের করা অবৈধ। এটি অনেক আলেমের মাজহাব। এ মতই পোষণ করেন শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.। হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর শর্ত মহিলার শর্তের আগে (অগ্রাধিকার পাবে)। যেনো তিনি সে স্বামীর জন্য মহিলাকে বের করার মতপোষণ করেন। যদিও মহিলা তার নিজের ব্যাপারে স্বামীকে (শহর হতে) বের করার শর্ত আরোপ করুক না কেনো। অনেক আলেম এ মত পোষণ করেছেন। এটি সুফিয়ান সাওরি ও অনেক কুফাবাসীর মত।

দরসে তিরমিযী

عن[১৫০৭] عقبة ابن عامر الجهنى رضـــ قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم : ''ان احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج''

অর্থাৎ, পূর্ণ করার সবচেয়ে যোগ্যতর শর্ত হলো, যার মাধ্যমে তোমরা লজ্জাস্থানগুলোকে হালাল করেছো।

বিয়ের আক্‌দে যেসব শর্তারোপ করা হয়, এগুলো তিন প্রকার।

১. যেটি আক্‌দের দাবির বিপরীত। যেমন, অপর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার শর্ত। খোরপোষ এবং বাসস্থান না দেওয়ার শর্ত। এ প্রকারের হুকুম হলো, শর্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে।[১৫০৮]

২. وما ليس من القسمين যেটি ওপরযুক্ত দুই প্রকারের কোনো এক প্রকার হবে না। যেমন, অন্য মহিলাকে বিয়ে না করার শর্ত, কিংবা অন্য ঘরে না যাওয়ার শর্ত,[১৫০৯] কিংবা এ ধরনের অন্যান্য বৈধ শর্ত।

এই তৃতীয় প্রকারের হুকুম বিতর্কিত। আহমদ, ইসহাক এবং আওজায়ি রহ. প্রমুখের মাজহাব হলো, শর্ত অনুযায়ি আমল করা ওয়াজিব। যদি শর্ত পূর্ণ না করে তাহলে মহিলার জন্য বিয়ে বাতিল করার অধিকার থাকবে।

আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি এবং সুফিয়ান সাওরির রহ.-এর মতে, শর্তের এই তৃতীয় প্রকার পূর্ণ করা কাজা হিসাবে আবশ্যক নয়, অবশ্য দিয়ানত হিসাবে আবশ্যক।

[১৫০৭] সহিহ বোখারি : ২/৭৭৪, باب الشروط في النكاح , সহিহ মুসলিম : ৩/৪৫৫, باب الوفاء بالشروط في النكاح । -সংকলক।

[১৫০৮] ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে (৯/২১৮ باب الشروط في النكاح) বলেছেন, তবে বিয়ের আবেদনের বিপরীত কোনো শর্ত করা হলে যেমন, তার জন্য কোনো সময় বণ্টন করা হবে না। কিংবা তার পর সহবাসের জন্য বাঁদি রাখা হবে। কিংবা তাকে খোরপোষ দেওয়া হবে না ইত্যাদি- এমন শর্ত পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। বরং যদি মূল আক্‌দে এমন শর্ত হয় তবুও চলবে এবং বিয়ে মহরে মিছলের বিনিময়ে সহিহ হয়ে যাবে। আরেক ব্যাখ্যা অনুসারে যা বলেছিলো, তা ওয়াজিব হবে। শর্তের কোনো ক্রিয়া বা প্রভাব থাকবে না। আর ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর এক উক্তি অনুসারে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। -সংকলক।

[১৫০৯] এ দৃষ্টান্তটি আল-কাওকাবুদ দুররিতে (২/২৩৬) দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আল্লামা আইনি রহ. এটিকে তৃতীয় প্রকারের শামিল করেছেন। যেমন, আমরা উদ্ধৃতি দিলাম। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব ইমাম আহমদ রহ.-এর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে সঠিক হলো, তিনি আবু হানিফা, ইমাম মালেক রহ.-এর সংগে আছেন। ইবনে হাজার রহ. ইমাম তিরমিযী রহ.-এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

''والنقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عند هم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده''

'শাফেয়ি রহ. হতে এ বর্ণনা দুষ্প্রাপ্য। বরং তাঁদের মতে, হাদিসটি সেসব শর্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো বিয়ের দাবি বিপরীত না। বরং বিয়ের দাবি ও উদ্দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[১০৪০]

ইমাম নববি রহ.[১০৪১] এবং আল্লামা ইবনে কুদামা রহ.[১০৪২] ও ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব আবু হানিফা রহ.-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ. এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। অথচ হানাফিগণ বলেন যে, আক্দের দাবির বিপরীত শর্তগুলো পূর্ণ করা আপনার মতেও আবশ্যক নয়। আর যেসব শর্ত আক্দের আবেদনের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলো সবার মতে আবশ্যক। সেগুলো ব্যতীত যেসব শর্ত আছে তা পূর্ণ করা দিয়ানত হিসাবে আমাদের মতেও আবশ্যক। কেনোনা, মুমিনের শান হলো অঙ্গীকার পূর্ণ করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী– واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا[১০৪৩] এর আবেদনও এটাই। তবে যদি কেউ এসব শর্ত পূর্ণ না করে তবে বিয়ের জন্য ক্ষতিকর হবে কিনা– এ অনুচ্ছেদের হাদিস এ সম্পর্কে নিরব। সুতরাং এই বর্ণনাটি আমাদের দলিল না।[১০৪৪]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشَرَةُ نِسْوَةٍ

অনুচ্ছেদ–৩২ প্রসংগ : দশজন স্ত্রী রেখে যে ব্যক্তি মুসলমান হয় (মতন পৃ. ২১৪)

١١٣١ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعً مِنْهُنَّ.

১১৩১। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত যে, গায়লান ইবনে সালামা সাকাফি রা. এমন সময় মুসলমান হয়েছেন, যখন তাঁর বিয়েতে জাহেলি যুগের দশজন স্ত্রী ছিলেন। তারাও তার সংগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্য হতে তাঁকে যে কোনো চারজন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

[১০৪০] ফতহুল বারি : ৯/২১৮, باب الشروط في النكاح। -সংকলক।

[১০৪১] শরহে নববি : ১/৪৫৫, باب الوفاء بالشروط في النكاح। -সংকলক।

[১০৪২] আল-মুগনি : ৬/৫৪৯, مسألة : قال : وإذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها الخ। -সংকলক।

[১০৪৩] সূরা ইসরা : আয়াত-৩৪, পারা-১৫। -সংকলক।

[১০৪৪] উক্ত অনুচ্ছেদের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য ওপরযুক্ত হাদিস ও ফিকহ গ্রন্থাদি ব্যতীতও দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/১৪০, باب الشروط في النكاح গাওহারে মাহমুদি (ইফাদাতে শায়খুল হিন্দ রহ. : ১০৪)। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জুহরি-সালেম-তার পিতা সূত্রে এটি বর্ণিত।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল রহ.কে বলতে শুনেছি, এ হাদিসটি সংরক্ষিত নয়। সহিহ হলো শো'আয়ব ইবনে আবু হামজা প্রমুখ-জুহরি ও হামজা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সুয়াইদ হতে আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, গায়লান ইবনে সালামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তার অধীনে ছিলেন ১০ জন স্ত্রী। মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, আসলে জুহরি-সালেম-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি হলো, সাকিফের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছিলেন, তখন উমর রা. তাকে বলেছিলেন, হয়ত তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে আনবে কিংবা আমি তোমার কবরে পাথর নিক্ষেপ করবো। যেমন, আবু রিগালের কবরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আমাদের সাথিদের মতে, গায়লান ইবনে সালামার হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। সেসব সঙ্গিদের মধ্যে আছেন শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. প্রমুখ।

দরসে তিরমিযী

عن[১০৪৫] ابن عمر رض الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخير أربع منهن.

ইমামত্রয় এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, অনেক স্ত্রীর অধিকারি কাফের যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের মধ্য হতে চারজনকে মনোনীত করে অন্যদেরকে বিচ্ছেদ করে দিবে।[১০৪৬] অথচ আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে, মনোনয়নের অধিকার নেই। বরং যে চার স্ত্রীকে প্রথমে বিয়ে করেছে তাদের বিয়ে ঠিক থাকবে।[১০৪৭] অবশিষ্টগুলো নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যাবে।

আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবের ভিত্তি হলো, ইবরাহিম নখয়ি রহ.-এর বক্তব্য।[১০৪৮] এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব এই হতে পারে যে, এখানে تخير দ্বারা এখতিয়ার উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো তার নিকট সর্বমোট চারজন স্ত্রী অবশিষ্ট থাকবে।[১০৪৯]

যদিও আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মাজহাব কিয়াসের অধিক অনুকূল, তবে ইমামত্রয়ের মাজহাব হাদিসের অধিক অনুকূল। নিঃসন্দেহে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা ইমাত্রয়ের মাজহাবের সমর্থন

[১০৪৫] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৪০, باب الرجل يسلم وعنده اكثر من أربع نسوة। -সংকলক।

[১০৪৬] এই হুকুমটি তখন হবে যখন এসব স্ত্রী স্বীয় ইদ্দতকালে ইসলাম গ্রহণ করে। কিংবা এসব স্ত্রী আহলে কিতাব হয়, তা না হলে দীন ভিন্ন হওয়ার কারণে বিয়ে নিজে নিজেই খতম হয়ে যাবে। দ্র., আল-মুগনি : ৬/৬২০, لو نكح أكثر من أربع। -সংকলক।

[১০৪৭] এই চারজনেরও বিয়ে তখন স্থির থাকবে, যখন স্ত্রীদের বিয়ে বিভিন্ন আক্দে হয়ে থাকে। তবে যদি একই আক্দে সমস্ত স্ত্রীদের সংগে বিয়ে হয়ে থাকে, তাহলে এই চারজনসহ সমস্ত স্ত্রীদের বিয়ে রহিত হয়ে যাবে। আল-মুগনিতে বিষয়টি স্পষ্ট আকারে বর্ণিত হয়েছে। (৬/৬২০) এই মাসআলাটির বিস্তারিত বর্ণনার জন্য উক্ত গ্রন্থ ও মাবসুত-সারাখসি (৫/৫৩-৫৪, باب نكاح اهل الحرب) দ্রষ্টব্য। -সংকলক।

[১০৪৮] মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ৩৪৫, باب للرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج। -সংকলক।

[১০৪৯] অনেক বর্ণনায় يتخير এর পরিবর্তে امسك منهن اربعا শব্দ এসেছে। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে (২৪৪) আছে। আবার কোনোটিতে خذ منهن اربعا শব্দ এসেছে। যেমন, দারাকুতনির (৩/২৬৯, নং-৯৪, باب المهر) বর্ণনায় আছে। -সংকলক।

হয়।[১৫৫০] আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষ হতে এর কোনো প্রশান্তিদায়ক জবাব নজরে পড়েনি। তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের হাদিস ব্যতীত অন্যান্য অনেক বর্ণনা[১৫৫১] দ্বারাও ইমামত্রয়ের মাজহাবের সমর্থন হয়। বোধহয়, এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদ রহ.ও ইমামত্রয়ের মাজহাব অবলম্বন করেছেন।[১৫৫২] এটাই সুফিয়ান সাওরি রহ.-এরও মাজহাব ।[১৫৫৩]

سمعت محمد بن اسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ الخ

বোখারি রহ.-এর উদ্দেশ্য হলো, গাইলান ইবনে সালামা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস। যেটি মামার জুহরি-সালেম ইবনে আবদুল্লাহ-ইবনে উমর রা. সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনাটি এর সনদে বর্ণিত নয়। বরং মূলত এই বর্ণনাটি زهری قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي সূত্রে বর্ণিত।

শো'আয়ব ইবনে আবু হামজা প্রমুখ জুহরি হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মামার ওপরযুক্ত বর্ণনার যে সনদ উল্লেখ করেছেন, এটি মূলত গাইলান ইবনে সালামা রা.-এর অন্য ঘটনার,

ان رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك او لأرجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال[১৫৫৪] فقال له عمر: لتراجعن نساءك

[১৫৫০] বরং সুনানে দারাকুতনিতে (৩/২৭১, নং-১০১) কায়স ইবনুল হারিসের একটি বর্ণনা নির্বাচনের অধিকার পাওয়া সম্পর্কে এর চেয়ে আরো স্পষ্টতর যে, এতে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদিসের ওপরযুক্ত জবাবও চলতে পারে না। তিনি বলেন, বনু আসাদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তার অধীনে ছিলো আটজন স্ত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এদের হতে চারজন মনোনীত করো। তখন তিনি বলতে লাগলেন, হে অমুক স্ত্রী! তুমি আমার দিকে এসো। এ কথাটি দু'বার বললেন। হে অমুক স্ত্রী! তুমি পেছনে সরে যাও। হে অমুক স্ত্রী! তুমি পেছনে চলে যাও। -সংকলক।

[১৫৫১] দ্র. সুনানে দারাকুতনি : ৩/২৬৯-২৭৩, নং-৯৩-১০৪। -সংকলক।

[১৫৫২] মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ২৪৪। -সংকলক।

[১৫৫৩] আল-মুগনি : ৬/৬২০। -সংকলক।

[১৫৫৪] তবে মুসনাদে ইমাম আহমদে (২/১৪-মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে উমরে) হাদিসটি এসেছে নিম্নোযুক্ত- আবদুল্লাহ-তার পিতা-ইসমাইল, মুহাম্মদ ইবনে জাফর-মা'মার-জুহরি-ইবনে জাফর-ইবনে শিহাব-সালেম-তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত যে, গায়লান ইবনে সালামা সাকাফি মুসলমান হয়েছেন তখন তার অধীনে (বিয়েতে) ছিলো দশজন স্ত্রী। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তাদের মধ্য হতে চারজনকে মনোনীত করো। যখন হজরত উমর রা.-এর শাসনকাল এলো, তখন তিনি তার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং তার মাল-সম্পদ তার ছেলেদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তারপর এ সংবাদ পৌঁছলো হজরত উমর রা.-এর নিকট। ফলে তিনি বললেন, আমি মনে করি– শয়তান যে সমস্ত জিনিস চুরি করে শুনে তার মধ্যে আছে তোমার মৃত্যু সংবাদ। এটি শুনে সে তোমার অন্তরে তা প্রক্ষিপ্ত করেছে। হয়তো তুমি (দুনিয়ার মধ্যে) আর অবস্থান করবে না। (তালখিসে : ৩/১৬৯, মুসনাদের বরাতে) আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, অল্পসময়ই তুমি অবস্থান করবে। আল্লাহর কসম! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে আনবে এবং অবশ্যই তোমার মাল ফিরিয়ে নিবে। কিংবা আমি সে স্ত্রীদেরকে তোমার হতে ওয়ারিস বানাবো এবং অবশ্যই আমি তোমার কবরে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেবো। ফলে আবু রিগালের কবরে যেমন পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তোমার কবরেও এমন পাথর নিক্ষেপ করা হবে।

এর ফলে বুঝা গেলো, মা'মার জুহরি-সালেম-তার পিতা সূত্রে গায়লান ইবনে সালামা রা.-এর উভয় ঘটনার বর্ণনাকারি। সুতরাং মা'মারের দিকে ভুলের সম্বোধন জটিল ব্যাপার। সুনানে দারাকুতনি : ৩/২৭১-২৭৩, নং-১০৪ বাবুল মহরে এই বর্ণনাটি আইউব-নাফে'-সালেম-ইবনে উমর রা. সূত্রে এসেছে। এতেও উভয় ঘটনার উল্লেখ আছে। এ কারণে ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান রহ. মা'মারের বর্ণনাটিকে সঠিক সাব্যস্ত করেছেন। দ্র., তালিকাতুশ শায়খ আহমদ মুহাম্মদ শাকির আলাল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ : ৬/২৭৭-২৭৮, আত তালখিসুল হাবির : ৩/১৬৮-১৭০, নং-১৩৫৭, باب موانع النكاح। -সংকলক।

গাইলান ইবনে সালামা সাকাফি রা.-এর তালাক যেহেতু তালাকে[১৫৫৫] ফাররের পর্যায়ভুক্ত ছিলো, যেটি নিষিদ্ধ। সেহেতু উমর রা. কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। এর দ্বারা এটাও বুঝা গেলো যে, এমন স্থানে রাষ্ট্রনায়কের, সতর্কীকরণ অব্যাহত রাখা উচিত।

او لأرجمن[١٥٥٦] قبرك كما رجم قبر ابي رغال

আবু রিগালের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রকমের উক্তি আছে।[১৫৫৭] প্রধান বক্তব্য হলো, [১৫৫৮] আবু রিগাল ছিলো কাওমে সামুদের এক ব্যক্তি। যখন কাওমে সামুদের ওপর আজাব এসেছিলো, তখন তাকে আজাব হতে এজন্য ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিলো যে, সে হেরেমের হেফাজত করতো। পরবর্তীতে যখন সে সেখান হতে চলে এলো, তখন কাওমের ওপর যে আজাব এসেছিলো, সে আজাব তার ওপরেও আপতিত হয়েছিলো। তাকে তায়েফের নিকটবর্তী স্থানে দাফন করা হয়েছে। লোকজন তার কবরের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতো।[১৫৫৯]

উমর ফারুক রা.-এর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদের দিকে প্রত্যাবর্তন না করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবো। তোমাদের পরিণতি এমন শিক্ষণীয় হবে, যেমন আবু রিগালের

[১৫৫৫] তালাকে ফার হলো, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মরজে মওত তথা মৃত্যুরোগে পতিত হওয়ার পর স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তাকে বায়েন তালাক দেওয়া, তারপর ইদ্দত অবস্থায় সে মহিলার মৃত্যু হওয়া। আল-কামুসুল ফিকহি লুগাতান ওয়া ইস্তিলাহান : ২৩১। -সংকলক।

[১৫৫৬] এক বর্ণনা নিম্নেযুক্ত শব্দ এসেছে। 'অবশ্যই আমি তোমার কবরে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেবো। ফলে তাতে তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করা হবে।' যেমন, পেছনের টীকায় এই বর্ণনাটি এসেছে। -সংকলক।

[১৫৫৭] তা হতে কয়েকটি বক্তব্য নিম্নেযুক্ত- ১. সে ছিলো হজরত শো'আইব আ.-এর গোলাম। সে উশর ইত্যাদি উসুল করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলো। সে উশর ইত্যাদি উসুল করার সময় মানুষের ওপর জুলুম করতো। কামুস গ্রন্থাকার এই উক্তিটিকে ইবনে সাইয়িদিহীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। তিনি এটাকে অনুত্তম সাব্যস্ত করে রদ করে দিয়েছেন। ২. আবরাহার (যিনি হাবশা সম্রাটের পক্ষ হতে ইয়ামানের শাসনকর্তা ছিলেন) নেতৃত্বে যে সৈন্যবাহিনী বাইতুল্লাহ শরিফ ধ্বংস করার নাপাক মতলবে এসেছিলো, আবু রিগাল ছিলো তার রাহবর। আবু রিগাল পথিমধ্যেই মারা গিয়েছিলো।

কামুস গ্রন্থকার এ উক্তিটিকে জাওহারির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করতে গিয়ে এটাকেও রদ করেছেন। ৩. আবু রিগালের নাম জায়দ ইবনে মাখলাফ। সে ছিলো হজরত সালেহ আ.-এর গোলাম। তিনি তাকে সদকা উসুলকারি বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে সদকা ইত্যাদি উসুল করার জন্য এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট পৌছলো, যাদের নিকট দুধের শুধু একটি বকরিই ছিলো। সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি শিশু ছিলো যার মা মরে গিয়েছিলো। লোকজন এই বকরির দুধ দ্বারা সে বাচ্চাটির প্রতিপালন করছিলো। আবু রিগাল সে বকরিটি নেওয়ার জন্য গো ধরেছিলো। অথচ লোকজন সে শিশুটির কারণে সে বকরিটি দিতে চাইছিলো না। বলা হয়, সে স্থলে আবু রিগালের ওপর আসমান হতে আজাব অবতীর্ণ হয় এবং সে মরে যায়। আরেকটি বক্তব্য হলো, স্বয়ং বকরির মালিক তাকে হত্যা করেছিলো। হজরত সালেহ আ. যখন তার সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি তার ওপর অভিসম্পাত করেছেন। দ্র., লিসানুল আরব : ১১/২৯১, رغل শব্দের অধীন, আল-কামুসুল মুহিত : ৩/৩৮৫-৩৮৬, الرغل শব্দের অধীনে। -সংকলক।

[১৫৫৮] সুনানে আবু দাউদে : (২/৪৪৪) আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর একটি বর্ণনা দ্বারা এই জবাব সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, তিনি বলেন, আমি যখন তার সংগে তায়েফের দিকে বের হলাম এবং কবরের দিকে অতিক্রম করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম, এটি হলো আবু রিগালের কবর। সে ছিলো হেরেমে। তার ওপর হতে আজাব প্রতিহত করছিলো। যখন সে হেরেম হতে বের হলো, তখন তার কওমের ওপর যে আজাব এসেছিলো সে আজাব তার ওপর পতিত হলো। তখন তাকে সেখানে দাফন করা হয়। এর নিদর্শন হলো, তার সংগে সোনার একটি ঢাল দাফন করা হয়েছিলো। তোমরা যদি তার কবর খুঁড় তাহলে তার সংগে তা পাবে। তখন লোকজন সেখানে দ্রুত গিয়ে সে ঢালটি বের করে আনলো। -সংকলক।

[১৫৫৯] প্রসিদ্ধ কবি জারির বলেন,

اذا مات الفرزدق فار جموه * كما ترمون قبر أبي رغال

'ফারাযদাক যখন মারা যায় তখন তোমরা তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করো, যেমন আবু রিগালের কবরে তোমরা পাথর নিক্ষেপ করো'। -লিসানুল আরব : ১১/২৯১। -সংকলক।

হয়েছে। তাছাড়া অভিধানে رجم القبر চিহ্নরূপে কবরের ওপর পাথর লাগানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৫৮০] তখন অর্থ এই হবে যে, আমি তোমার কবরের ওপর চিহ্ন লাগিয়ে দেবো, যাতে লোকজন জানতে পারে যে, এটি সে ব্যক্তির কবর যে তার স্ত্রীদের ওপর জুলুম করেছিলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

অনুচ্ছেদ–৩৩ : কেউ যদি দুই বোনকে বিয়েতে রেখে মুসলমান হয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৪)

١١٣٢ – عَنْ أَبِيْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّيْ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اِخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

১১৩২। **অর্থ :** ফাইরূজ দায়লামি রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। অথচ আমার অধীনে (বিয়েতে) আছে দুই বোন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের দু'জন হতে যে কোনো একজনকে বেছে নাও ।

١١٣٣ – حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت.

১১৩৩। **অর্থ :** ফাইরূজ দায়লামি রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, অথচ আমার অধীনে আছে দুই বোন। জবাবে তিনি বললেন, তুমি এ দুই জনের মধ্য হতে যে কোনো একজনকে মনোনীত করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী বলেন- এ হাদিসটি حسن غريب।

আবু ওয়াহাব জাইশানির নাম হলো দায়লাম ইবনে হুশা'।

باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل

অনুচ্ছেদ–৩৪ : যে ব্যক্তি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাঁদি ক্রয় করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৪)

١١٣٤ – عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

[১৫৮০] লিসানুল আরব : ১২/২২৮। -সংকলক।

১১৩৪। **অর্থ :** রুয়াইফি' ইবনে সাবেত রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাস করে সে যেনো তার বীর্যদ্বারা অন্যের সন্তানকে সিক্ত না করে। অর্থাৎ, যে মহিলা অন্য ব্যক্তি দ্বারা গর্ভবতী তাকে ক্রয় করার পর তার সংগে যেনো সংগম না করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

একাধিক সূত্রে এ হাদিসটি রুয়াইফি' ইবনে সাবেত রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা কোনো ব্যক্তির জন্য যখন কোনো অন্তঃসত্ত্বা বাঁদি ক্রয় করে তখন তার সংগে সংগম করার মতপোষণ করেন না, যতোক্ষণ না সে সন্তান প্রসব করে।

হজরত ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারদা, ইরবাজ ইবনে সারিয়া ও আবু সায়িদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ يَسْبِي الْأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْيُهَا

অনুচ্ছেদ-৩৫ প্রসংগ : নিজের স্ত্রী রেখে যে ব্যক্তি স্বামী বিশিষ্ট বাঁদি কয়েদ করে তার জন্য কি তার সংগে সংগম করা বৈধ? (মতন ২১৪)

١١٣٥ -عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِيْ قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَنَزَلَتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

১১৩৫। **অর্থ :** আবু সায়িদ খুদরি রা. বলেন, আমরা আওতাসের যুদ্ধে কিছুসংখ্যক মহিলা কয়েদি হস্তগত করলাম। তাদের সম্প্রদায়ে ওইসব মহিলাদের স্বামী ছিলো। এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করলেন, তখন আয়াত অবতীর্ণ হলো- والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمانكم তথা, স্বামীবিশিষ্ট মহিলাদেরকে বিয়ে করা ও তাদের সংগে সংগম করা হারাম। তবে যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের হাতগুলো। তথা বাঁদিদের বিষয় ব্যতিক্রম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

এটি সাওরি, উসমান বাত্তি-আবুল খলিল-আবু সায়িদ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুল খলিলের নাম হলো, সালেহ ইবনে আবু মারইয়াম। হাম্মাম এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কাতাদা-সালেহ আবুল খলিল-আবু আলকামা হাশেমি-আবু সায়িদ-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। আমাদেরকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ-হাব্বান ইবনে হিলাল-হাম্মাম সূত্রে।

দরসে তিরমিযী

عن[১৫৮১] أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.

[১৫৮১] সহিহ মুসলিম : ১/৪৭০, كتاب الرضاع, باب جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء، وان كان له زوج انفس نكاحه بالسبى، আবু দাউদ : ১/২৯৩ كتاب النكاح، باب في وطي السبايا। -সংকলক।

কেনোনা, এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, স্বামীবিশিষ্ট মহিলাদেরকে যখন তাদের স্বামী ব্যতীত গ্রেফতার করা হয়, তখন তাদের স্বামীদের হতে তাদের বিয়ে খতম হয়ে যায়।[১৫৬২] মালিকের জন্য তাদের সংগে সংগম করা হালাল হয়ে যায়।

তবে এরপর বিয়ে বাতিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। ইমামত্রয়ের মতে বিয়ে বাতিলের কারণ, গ্রেফতার করে নেওয়া। তবে আবু হানিফা রহ.-এর মতে, এর কারণ দেশের ভিন্নতা।[১৫৬৩]

তাঁদের দলিল আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর বর্ণনা যে, আওতাসের যুদ্ধে যেসব মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো, তাদের স্বামী তাদের সংগে ছিলো এজন্য দুই দেশ তথা দেশের পার্থক্য হয়নি।[১৫৬৪] প্রবল ধারণা তাদের দলিল মুসলিমের[১৫৬৫] বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করে। যার শব্দরাজি নিম্নেযুক্ত,

اصابوا سبيا يوم اوطاس لهن ازواج، فتخوفو، فانزلت هذه الاية– والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمانكم

'তাঁরা স্বামীবিশিষ্ট অনেক কয়েদি পেলেন আওতাসের যুদ্ধে। তখন তারা শঙ্কায় পড়লেন। ফলে নিম্নেযুক্ত আয়াত নাজিল হলো– والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمانكم । আবু সায়িদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত তিরমিযী শরিফের এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা হানাফি মাজহাবের সমর্থন হয়। কেনোনা, সেখানে নিম্নেযুক্ত শব্দ আছে ولهن ازواج في قومهن । যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের স্বামীরা এসব মহিলা কয়েদিদের সংগে ছিলো না।[১৫৬৬]

তাছাড়া আবু বকর জাসসাস রহ. মুহাম্মদ ইবনে আলির বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

'যখন আওতাসের যুদ্ধের দিন এলো, তখন পুরুষরা পাহাড়ে চলে গেলো, মহিলাদের গ্রেফতার করা হলো। তখন মুসলমানরা বললেন, আমরা এদের নিয়ে কি করবো, তাদের তো স্বামী আছে? তখন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আয়াত অবতীর্ণ করলেন, والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمانكم।

[১৫৬২] অবশ্য ওয়াসনিয়া তথা প্রতিমা পূজকের বিয়ে আতা ও আমর ইবনে দিনার রা.-এর মতে তখন শেষ হবে না। (যেহেতু ওয়াসনিয়ার এই হুকুম, সুতরাং অগ্নিপূজকদেরও এই হুকুমই হবে)। আরিজাতুল আহওয়াজি : ৫/৬৬। -সংকলক।

[১৫৬৩] হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ৩/২৯১, باب نكاح اهل الشرك ।

ওপরযুক্ত বর্ণনা হতে শাখাগতভাবে আরেকটি বর্ণনা বের হয়, সেটি হলো যদি একই সংগে স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয় তাহলে ইমামত্রয়ের মতে বিয়ে রহিত হয়ে যাবে। কেনোনা, বিয়ে রহিত হওয়ার কারণ অর্থাৎ গ্রেফতারি পাওয়া গেছে। অথচ হানাফিদের মতে বিয়ে সুদৃঢ় থাকবে। কেনোনা, দেশের ভিন্নতা পাওয়া যায়নি। তাদের বিপরীতে আহওয়াজি রহ. এবং লাইস ইবনে সাদ রহ.-এর মাজহাব হলো, তখন স্বামী-স্ত্রীকে যখন গনিমতের সম্পদরূপে বণ্টন করে দেওয়া হবে, তখন বিয়ে স্থির থাকবে। অবশ্য মালিক যদি বিক্রি করে দেয়, তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে ইচ্ছে করলে তাদের বিয়ে স্থির রাখতে পারবে, আর ইচ্ছে করলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাকে নিজের জন্য খাস করে নিবে কিংবা অন্য কারো নিকট বিয়ে দিতে পারবে। সর্বশেষ দুই সুরতে এক মাসিক দ্বারা তার গর্ভাশয় অন্যের বীর্য হতে পবিত্র কিনা তা পরীক্ষা করা আবশ্যক। দ্র., আহকামুল কোরআন-জাসসাস : ২/১৩৭, مطلب في حكم الزوجين الحربيين اذا سبيا معا । -সংকলক।

[১৫৬৪] ফতহুল কাদির : ৩/২৯২। -সংকলক।

[১৫৬৫] বরাত পেছনের টীকায় এসেছে। -সংকলক।

[১৫৬৬] শায়খ ইবনে হুমাম রহ. তিরমিযীর বর্ণনার শব্দাবলিতে হানাফিদের সমর্থনে পেশ করেছেন। দ্র., ফতহুল কাদির : ৩/২৯৪। -সংকলক।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেসব মহিলাকে তাদের স্বামীদের ব্যতীত গ্রেফতার হয়েছিলো। সুতরাং দুই দেশ সাব্যস্ত হলো।[১৫৬৭]

بَابُ[١٥٦٨] مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

অনুচ্ছেদ–৩৬ : ব্যভিচারকারিণীর পারিশ্রমিক হারাম প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৪)

١١٣٦ – عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

والسند فى النسخة الهندية هكزا : حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن ابى بكر عن عبد الرحمن عن ابى مسعود الانصارى قال الخ– المترجم غفر له.

১১৩৬। **অর্থ :** লাইস আনসারি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য ও বেশ্যার পারিশ্রমিক এবং ভবিষ্যদ্বক্তার নজর-নেয়াজ হতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ, আবু জুহায়ফা, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু মাসউদ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن[١٥٦٩] ابى مسعود الانصارى رضــ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.

ইনশাআল্লাহ কুকুরের মূল্য সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা باب ما جاء في ثمن الكلب অনুচ্ছেদে আসবে।

ومهر البغس – بغي قوي এর ওজনে এর অর্থ ব্যভিচারকারিণী। এর বহুবচন بغايا আসে। بغي এর অর্থ আসে ব্যভিচার।

مهر البغي দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যভিচারের পারিশ্রমিক। এই পারিশ্রমিকের জন্য মহর শব্দের প্রয়োগ রূপকার্থে[১৫৭০]। ব্যভিচারকারিণীর পারিশ্রমিক হারাম। এটা স্পষ্ট ও সর্বসম্মত বিষয়।[১৫৭১]

[১৫৬৭] আহকামুল কোরআন-জাসসাস : ২/১৩৭, باب تحريم نكاح ذوات الأزواج। তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/৬২-৬৫. باب جواز وطئ المسبية। -সংকলক।

[১৫৬৮] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[১৫৬৯] সহিহ বোখারি : ১/২৯৮, كتاب البيوع، باب ثمن الكلب, মুসলিম : ২/১৯, كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم ثمن الخ -সংকলক।

[১৫৭০] উমদাতুল কারি : ১২/৫৮, كتاب البيوع، باب ثمن الكلب। -সংকলক।

[১৫৭১] শরহে নববি : ২/১৯। -সংকলক।

وحلوان الكاهن[১৫৭২] অর্থাৎ, ভবিষ্যদ্বক্তার পারিশ্রমিক। حلوان শব্দ যদি সাধারণরূপে বলা হয়, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ভবিষ্যদ্বক্তার পারিশ্রমিক।[১৫৭৩]

আরবগণ কাহেন শব্দের প্রয়োগ এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে করেন যে, অদৃশ্যের সংবাদ জানার দাবি করে। কাহেন এবং আররাফের মাঝে পার্থক্য হলো, কাহেন ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সংবাদ দেয়। আর আররাফ বিদ্যমান গোপন বস্তু সম্পর্কে অবহিত করে। যেমন, হৃত বস্তু এবং চোরাই মাল সম্পর্কে মন্তব্য করে। কখনও আররাফকেও কাহেন বলা হয়।[১৫৭৪]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের আলোকে অদৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করার পারিশ্রমিকও হারাম। এ বিষয়ে সবাই একমত।

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَّا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ–৩৭ প্রসঙ্গ : অপর ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর কেউ যেনো প্রস্তাব না দেয় (মতন পৃ. ২১৪)

١١٣٧ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : (قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم) لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

১১৩৭। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, কুতায়বা বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু' আকারে এটি বর্ণনা করেছেন। আহমদ রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যেনো তার ভাইয়ের বিক্রির ওপর কোনো জিনিস বিক্রি না করে এবং বিয়ের প্রস্তাব না দেয় তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত সামুরা ও ইবনে উমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

[১৫৭২] حلوان শব্দটি غفران এর মতো মাসদার তথা ক্রিয়ামূল। এটি حلاوة হতে গৃহীত। এতে নূন অতিরিক্ত। বলা হয় حلوته কলوان অর্থাৎ, আমি তাকে মিষ্টি খাইয়েছি।

ভবিষ্যদ্বক্তার (কাহনের) পারিশ্রমিকের ওপর حلوان শব্দের প্রয়োগ এজন্য করা হয়েছে যে, এটি সহজে কোনো কষ্ট ব্যতীত সে লাভ করে।

حلوان শব্দটি ঘুষের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আরেকটি অর্থ আসে নিজের কন্যার মহর নিজের জন্য নিয়ে নেওয়া। দ্র., আন-নিহায়া : ১/৪৩৫, ফতহুল বারি : ৪/৪২৭। -সংকলক।

[১৫৭৩] অবশ্য আবু আলি রহ. বলেন যে, حلوان শব্দটির প্রয়োগ কখনো শুধু পারিশ্রমিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/৫৩২। -সংকলক।

[১৫৭৪] দেখুন শরহে নববি : ২/১৯, ফতহুল বারি : ১০/২১৬-২১৭, كتاب الطب، باب الكهانة । -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

মালেক ইবনে আনাস বলেন, ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর কারো বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মাকরূহ হওয়ার অর্থ হলো, যখন কেউ কোনো মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তারপর সে মহিলা এর ওপর সম্মত হয়ে যায়, তখন কারো জন্য তার মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার নেই।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, 'কেউ তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর বিয়ের প্রস্তাব দিবে না'- আমাদের মতে এর অর্থ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, এরপর তার প্রতি সে সম্মত হয় এবং সে মহিলা তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে কারো অধিকার নেই তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া। তবে মহিলার সম্মতি কিংবা তার প্রতি ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি জানার আগে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এর দলিল ফাতেমা বিনতে কায়েস রা.-এর হাদিস। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে উল্লেখ করলেন যে, আবু জাহম ইবনে হুজায়ফা ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আবু জাহম তো মহিলাদের হতে তার লাঠি উঠায় না। আর মুয়াবিয়া গরিব। তার সম্পদ নেই। তবে তুমি উসামাকে বিয়ে করো।

আমরা বলবো এ হাদিসের অর্থ, ফাতেমা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের দু'জনের কোনো একজন সম্পর্কে সম্মতির সংবাদ দেননি। যদি তিনি এ সংবাদ দিতেন তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আলোচিত দু'জন ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করার পরামর্শ দিতেন না।

١١٣٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنٰى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ وَوَضَعَ لِيْ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيْرًا وَخَمْسَةً بُرًّا قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ قَالَتْ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيْكٍ بَيْتٌ يَغْشَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَلٰكِنِ اعْتَدِّيْ فِيْ بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَعَسٰى أَنْ تُلْقِيْ ثِيَابَكِي وَلَا يَرَاكِ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِيْنِيْ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِيْ خَطَبَنِيْ أَبُوْ جَهْمٍ وَ مُعَاوِيَةُ قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيْدٌ عَلَى النِّسَاءِ قَالَتْ فَخَطَبَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِيْ فَبَارَكَ اللهُ لِيْ فِيْ أُسَامَةَ رضـــ.

১১৩৮। **অর্থ :** আবু বকর ইবনে জাহম বলেন, আমি ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ফাতেমা বিনতে কায়সের নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের শোনালেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছেন কিন্তু তার খোরপোষ দেননি। তিনি বললেন, আমার জন্য তিনি দশ টুকরি খাদ্য তার চাচাতো ভাইয়ের নিকট রেখে দিয়েছেন। পাঁচ টুকরি যব আর পাঁচ টুকরি গম। তিনি বললেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ বিষয়টি আলোচনা করলাম। তিনি বলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ঠিক কাজ করেছে। তারপর তিনি আমাকে উম্মে শরিকের ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, উম্মে শরিকের ঘরে মুহাজির লোকজনের আগমন বেশি ঘটে। তাই তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের ঘরে ইদ্দত পালন করো। তুমি হয়ত তোমার

কাপড় ফেলে রাখবে, তারপর সে তোমাকে দেখতে পাবে না। যখন তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তারপর কেউ তোমার নিকট এসে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন তুমি আমাকে অবহিত করো।

আমার ইদ্দত যখন শেষ হলো, তখন আবু জাহম ও মুয়াবিয়া রা.আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ বিষয়টি আলোচনা করলে তিনি বললেন, মুয়াবিয়া সম্পদহীন এক ব্যক্তি। আর আবু জাহম হলো মহিলাদের ব্যাপারে কঠোর। তখন বললেন, তারপর আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, উসামা ইবনে জায়দ রা.। ফলে তিনি আমাকে বিয়ে করলেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বরকত দিয়েছেন উসামার মধ্যে।

দরসে তিরমিযী

ভারতীয় কপিতে এ হাদিসটি আছে আবু বকর আবু ইবনে আবু জাহম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে করো।'

মাহমুদ ইবনে গায়লান-ওয়াকি-সুফিয়ান-আবু বকর ইবনে আবু জাহম হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

عن[১৫৭৫] ابي هريرة رضي الله عنه... لا يبيع الرجل على بيع اخيه''

এর পদ্ধতি হলো, কেউ কোনো আসবাবপত্র খরিদ করবে এবং নিজের জন্য এখতিয়ার রেখে দিবে। তারপর কোনো ব্যক্তি এই ক্রেতাকে বলবে যে, ক্রয়ের এই লেনদেন তুমি খতম করে দাও। আমি তোমাকে এই জিনিসটি এর চেয়ে কম পয়সায় দেবো।

এর মতোই আরেকটি পন্থা হলো, شراء على شراء اخيه অর্থাৎ, অন্য আরেক ভাইয়ের ক্রয়ের ওপর ক্রয় করা। এর পদ্ধতি হলো, বিক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত অর্জিত হবে। এবার অন্য কোনো ব্যক্তি বিক্রেতাকে বলবে তুমি এই বিক্রয় খতম করে দাও। আমি এই জিনিসই তোমার কাছ হতে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করছি।

এই দুটি পদ্ধতি উক্ত অনুচ্ছেদের হাদিসের আলোকে নিষিদ্ধ।

আরেকটি পদ্ধতি হলো, আরেক ভাইয়ের দরদামের সময় দরদাম করা। অর্থাৎ, ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো মূল্যের ব্যাপারে যখন একমত হয়ে যাবে এবং বিক্রয়ের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এসে বিক্রেতাকে বলবে– তোমার কাছ হতে আমি এ জিনিসটি ক্রয় করছি। এই পদ্ধতিটিও হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর নিম্নেযুক্ত মারফু হাদিসের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ।[১৫৭৬] হাদিসটি হলো,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسنام الرجل على سوم اخيه''[১৫৭৭]

[১৫৭৫] সহিহ বোখারি : ১/২৮৭, باب لا يبيع على بيع أخيه الخ ,كتاب البيوع، সহিহ মুসলিম : ১/৪৫৪, كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه الخ। -সংকলক।

[১৫৭৬] সহিহ মুসলিম : ২/৩, كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه। -সংকলক।

[১৫৭৭] তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/৩২৩-৩২৫। -সংকলক।

অনেকের মতে[১৫৭৮] এ অনুচ্ছেদের হাদিসে بيع على بيع اخيه দ্বারা উদ্দেশ্য سوم على سوم اخيه তথা অপর ভাইয়ের দামাদামির ওপর দামাদামি করা।[১৫৭৯]

''ولا يخطب على خطبة اخيه'' এই নিষেধ তখনকার জন্য যখন মহিলার ঝোঁক অপরজনের দিকে স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে যদি কারো দিকে এর ঝোঁক না হয়, তাহলে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ। যেমন, ফাতেমা বিনতে কায়েস রা.-এর এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। যেটি তিরমিযী রহ. এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।[১৫৮০]

''واما معاوية فصعلوك لا مال له''

صعلوك বলে ফকিরকে[১৫৮১]। এই অর্থ স্বয়ং বর্ণনার শব্দ হতেই স্পষ্ট।

তারপর যার সংগে বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করা হয় তার উচিত হলো, যেকথা সঠিক মনে করবে তা দীনদারির সংগে প্রকাশ করা। যদিও এতে সংশিষ্ট ব্যক্তির গীবত এবং তার দোষ প্রকাশ করা হোক না কেনো। ফাতেমা বিনতে কায়েস রা.-এর বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়টি বুঝা যায়।

[১৫৭৮] আরিজাতুল আহওয়াজি গ্রন্থকার বলেন, এখানে بيع দ্বারা উদ্দেশ্য দরদাম করো। কেনোনা, বেচাকেনা যদি পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে অন্য ব্যক্তি অন্য কিছুর চিন্তাই করতে পারে না। দ্র., (৫/৭৩)।

তবে এই দলিলটি সামঞ্জস্যশীল নয় এবং নিজের (মুসলিম) ভাইয়ের বিক্রিয় সময় অন্য আরেকজনের বিক্রি খেয়ারে শর্তের সঙ্গে সম্ভব। যেমন, এ সুরতের আলোচনা মূল বক্তব্যে এসেছে। -সংকলক।

[১৫৭৯] অনুচ্ছেদের শুরু হতে নিয়ে এতোটুকু পর্যন্ত ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক সংযুক্ত। -সংকলক।

[১৫৮০] বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত মহিলার তিনটি অবস্থা আছে, ১. প্রস্তাবদাতার পয়গাম নিজে কবুল করে নিবে কিংবা অভিভাবক গ্রহণ করে নিবে। কিংবা বিয়ের অনুমতি দিবে। এমতাবস্থায় একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অপরজন কর্তৃক বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ। কেনোনা, এর ফলে প্রথম প্রস্তাবকের প্রস্তাব রহিত করে দেওয়া হয় এবং ফাসাদ সৃষ্টি করা হয়, মানুষের মাঝে শত্রুতা পয়দা করা হয়। ২. বিয়ের প্রস্তাবকারির প্রস্তাব রদ করে দিবে কিংবা তার প্রতি আগ্রহী হবে না। তখন প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। ৩. প্রস্তাবকের পয়গামের দিকে ঝুঁকে পড়বে বা আগ্রহ প্রকাশ করবে ইঙ্গিতে। এই তৃতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. হতে তখন দুটি বর্ণনা আছে, ১. তখনও বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ। যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত দ্বিতীয় বর্ণনা হলো তখন প্রস্তাব দেওয়া বৈধ। আল্লামা নববি এই বর্ণনাটিকে আসাহ সাব্যস্ত করেছেন।

কাজি ইয়াজ রহ. তখন প্রস্তাব দেওয়া বৈধ বলে ইমাম আহমদ রহ.-এর স্পষ্ট উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। অথচ আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. তখনও নিষেধকে ইমাম আহমদ রহ.-এর স্পষ্ট উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

হানাফি এবং মালেকিদের মাজহাব এই বর্ণিত হয়েছে যে, ইঙ্গিত কবুল করার সুরতে মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্য আরেকজনের প্রস্তাব বৈধ। যেমন, মহিলা প্রস্তাব কাকে বলবে, তোমার ব্যাপারে আমার অনাগ্রহ নেই। দ্র., আল-মুগনি : ৬/৬০৪-৬০৬, من خطب امرأة فلم تسكن اليه শরহে নববি : ১/৪৫৪, باب تحريم الخطبة الخ ফতহুল বারি : ৯/১৯৯, باب لا يخطب على خطبة اخيه ولا يخطب الخ। বাকি আছে, ولا يخطب على خطبة اخيه এর অধীনে হজরত উস্তাদে মুহতারামের ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা। এটি তিরমিযী রহ.-এর উক্তি হতে গৃহীত মনে হয়। যেটি তিনি শাফেয়ি রহ.-এর উক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন। হানাফিদের ব্যাপারে এ কথা আহকার তালাশ করেও পেলো না। والله اعلم। -সংকলক।

[১৫৮১] মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ৩/৩২৩। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ—৩৮ : আজল (সংগমকালে বীর্যপাতের সময় বীর্য যৌনাঙ্গের বাইরে ফেলা) প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৫)

١١٣٩ -عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ فَزَعَمَتِ الْيَهُوْدُ أَنَّهَا الْمَوْءُوْدَةُ الصُّغْرٰى فَقَالَ كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ

১১৩৯। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজল করতাম। তখন ইহুদিরা বললো, এটি হচ্ছে ছোট হত্যা। তখন তিনি বললেন, ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ যখন কাউকে সৃষ্টি করতে চাইবেন, তখন এটা তার জন্য প্রতিবন্ধক না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, বারা, আবু হুরায়রা ও আবু সায়িদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদের হাদিস বর্ণিত আছে।

١١٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

১১৪০। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমরা আজল করতাম, যখন কোরআন নাজিল হচ্ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

তার সূত্রে একাধিক সনদে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা প্রমুখ একদল আলেম আজলের অবকাশ দিয়েছেন। মালেক ইবনে আনাস রহ. বলেছেন, স্বাধীন মহিলার নিকট আজলের অনুমতি চাইতে হবে। আর বাঁদির নিকট অনুমতি চাইতে হবে না।

দরসে তিরমিযী

عن[১৫৮২] جابر رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله! انا كنا نعزل فزعمت اليهود انها الموءودة الصغرى، فقال : كذبت اليهود، ان الله اذا اراد ان يخلقه فلم يمنعه"

হাদিসগুলো আজল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের। অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, এটি বৈধ। যেমন, হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত ওপরযুক্ত হাদিস এবং হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস,

قال : كنا نعزل و القرآن ينزل[১৫৮৩]

[১৫৮২] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি। সুনানে তিরমিযী : ৩/৪৪২। -সংকলক।

[১৫৮৩] দ্র., সহিহ বোখারি : ২/৭৮৪, باب العزل, সহিহ মুসলিম : ১/৪৬৫, باب حكم العزل। -সংকলক।

অনেক বর্ণনা দ্বারা আজল এর অবৈধতা বুঝা যায়। যেমন, সহিহ মুসলিমে হজরত জুজামা বিনতে ওয়াহাব আসাদি রা.-এর হাদিস আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজল সম্পর্কে বলেছেন, ذلك الوأد الخفي[১৫৮৪] তথা ওটা হলো, গুপ্তহত্যা।

অনেক বর্ণনা দ্বারা এই কাজটি নিরর্থক বুঝা যায়। যেমন, পরবর্তী অনুচ্ছেদ (في كراهية العزل) আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর বর্ণনায় আজল সম্পর্ক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নেযুক্ত বাণী এসেছে, ''لم يفعل ذلك احدكم؟'' তাছাড়া তাঁরই একটি বর্ণনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে,

لا عليكم ان لا تفعلوا ما كتب الله خلق[১৫৮৫] نسمة هي كائنة الى يوم القيامة الا ستكون

এসব বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হলো, আজল যদি কোনো যথার্থ উদ্দেশে হয়, তবে বৈধ। স্বাধীনা মহিলার সংগে তার অনুমতিতে[১৫৮৬] বৈধ। কেনোনা, সংগম তার অধিকার। আর বাঁদির সংগে ব্যাপক আকারে বৈধ।[১৫৮৭] এক্ষেত্রেই বৈধতার হাদিসগুলো প্রযোজ্য। তবে এটা তখন যখন কেউ এ কাজটি স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করে। আর যদি কারো আজল দ্বারা ফাসেদ উদ্দেশ্য হয়, যেমন, দরিদ্রতার ভয় কিংবা কন্যা সন্তানের ফলে বদনামির ধারণা, তবে তখন আজল করা অবৈধ। নিষেধের হাদিসগুলো এই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য[১৫৮৮]।

পরিবার পরিকল্পনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ

বর্তমান পরিবার পরিকল্পনা কিংবা বার্থ কন্ট্রোল নামে যে আন্দোলন চলছে এর অবৈধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমতো এ জন্য যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমতি যেসব স্থানে প্রমাণিত সেগুলোর সারকথা হলো, ব্যক্তিগত পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা। তবে এটিকে একটি সার্বজনীন আন্দোলনে পরিণত করা অবৈধ। দ্বিতীয়তো এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যও হারাম। কেনোনা এর উদ্দেশ্য হলো, দরিদ্রতার ভয়। আর এটি, কোরআনের সুস্পষ্ট নস দ্বারা ফাসেদ। বলা হয়েছে, ''ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق'' এতে এমন বুঝা ভুল যে, এই হুকুম সন্তান হত্যার সংগেই বিশেষিত। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা ''خشية املاق[১৫৮৯]''শব্দে এই কর্মটির মন্দ হওয়ার কথা

[১৫৮৪] (১/৪৬৬)। -সংকলক।

[১৫৮৫] মুসলিম : ১/৪৬৪। -সংকলক।

[১৫৮৬] যেমন, মুসনাদে আহমদে (১/৩১, মুসনাদে উমর ইবনে খাত্তাব রা.) হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর একটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, সেটি তিনি উমর রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন মহিলার সংগে তার অনুমতি ব্যতীত আজল (সংগম কালে বীর্যপাতের সময় নারীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত না করে বাইরে নিক্ষেপ করা।) করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া দ্র., সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৮ باب العزل, সুনানে বায়হাকি : ৭/২৩১ باب من قال يعزل عن الحرة باذنها الخ। -সংকলক।

[১৫৮৭] মুসলিমে (১/৪৬৫) হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বাঁদি সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে তার সংগে আজল করো। কেনোনা, তার তাকদিরে যা আছে তাতো তার থেকে হবেই (সন্তান)'। -সংকলক।

[১৫৮৮] তারপর বর্ণনাগুলোতে আকিদা পাকাপোক্ত করার এই সবকও দেওয়া হয়েছে যে, উদ্দেশ্য যেনো সহিহ হয়, খারাপ না হয়। আল্লাহ তা'আলা যে প্রাণ সৃষ্টি করতে চাইবেন সেটি অবশ্যই সৃষ্টি হবে। যেমন, ما خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون ইত্যাদি শব্দ দ্বারা স্পষ্ট। -সংকলক।

[১৫৮৯] সূরা ইসরা : আয়াত-৩১, পারা-১৫। -সংকলক।

একটি সাধারণ হুকুম আকারে বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো, যেসব কাজ দ্বারা দরিদ্রতার ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ হয় সেগুলো অবৈধ।

এই আন্দোলন মূলত সৃষ্টিকর্তার প্রভুত্ব ব্যবস্থাকে নিজের হাতে নেওয়ার সমর্থবোধক। অথচ আল্লাহ তা'আলার বলেছেন, ''وما من دابة في الارض الا على الله رزقها''[১৫৯০]। কুদরতের আইন হলো, সর্বযুগে উৎপাদনের পরিমাণ সে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ি হয়ে থাকে। যেমন, পুরনো যুগের সমস্ত সফর হতো ঘোড়া ইত্যাদির ওপর চড়ে। সে যুগে এ ধরনের সফরে কাজে আসার মতো জন্তুর সংখ্যাও হতো বহুল পরিমাণ। এখন যেহেতু সফর অন্যান্য গাড়িতেও হয়, ফলে ঘোড়া ইত্যাদির বংশও কমে গেছে।

এমনভাবে প্রথম যুগে পেট্রোল ইত্যাদির প্রয়োজন সীমিত ছিলো। যেমন, খুজলি বিশিষ্ট উটের দেহে ওষুধরূপে ব্যবহার করা হতো। তখন এর উৎপাদনও কম ছিলো। বস্তুত বর্তমানে গোটা জীবনই পেট্রোলের সংগে ঘূর্ণায়মান। সুতরাং জমিনও তার ভাণ্ডারগুলো অকৃপণভাবে তুলে দিচ্ছে। এই বাস্তব সত্যটিকে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন নিম্নেযুক্ত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন,

وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم-[১৫৯১] انا كل شئ خلقنه بقدر[১৫৯২]

তাছাড়া বলা হয়েছে,

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض[১৫৯৩] ولكن ينزل بقدر ما يشاء

ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রয়োজন অনুপাতে উপকরণ উৎপাদনের ব্যবস্থা কুদরতের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। বাস্তব সত্য হলো, জন্মনিয়ন্ত্রণের এই আন্দোলন কোনোক্রমেই যৌক্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং এটি একটি রাজনৈতিক প্রতারণা মাত্র।

এখন তো ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণও এই ফলের দিকে আসছেন যে, পরিবার পরিকল্পনার এই আন্দোলন নেহায়েত ক্ষতিকর। অর্থনৈতিকভাবে এর প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আহকারের পুস্তিকা ضبط ولادت کی عقلی اور شرعی حیثیت[১৫৯৪] আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ–৩৯ : আজল করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৬)

١١٤١ – عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ ؟

[১৫৯০] সূরা হূদ : আয়াত-৬, পারা-১২। -সংকলক।

[১৫৯১] সূরা হিজর : আয়াত-২১, পারা-১৪। -সংকলক।

[১৫৯২] সূরা কামার : আয়াত-৪৯, পারা-২৭। -সংকলক।

[১৫৯৩] সূরা শূরা : আয়াত-২৭, পারা-২৫। -সংকলক।

[১৫৯৪] এই পুস্তিকাটি দারুল ইশা'আত করাচি হতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এর দুটি অংশ– ১. জন্মনিয়ন্ত্রণের শরয়ি মর্যাদা। এ অংশটুকু মুফতি আজম রহ. কর্তৃক লিখিত। দ্বিতীয় অংশে জন্মনিয়ন্ত্রণের যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা। এটি উস্তাদে মুহতারাম কর্তৃক লিখিত। পুস্তিকাটির অধিকাংশ এই বিষয় সম্বলিত। -সংকলক।

১১৪১। **অর্থ** : আবু সায়িদ রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আজলের আলোচনা হলে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তা কেনো করে?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে আবু উমর তার হাদিসে আরেকটু অতিরিক্ত বলেছেন। তিনি বলেননি, এটা তোমাদের কেউ যেনো না করে। আর ইবনে আবু উমর ও কুতায়বা উভয়ের হাদিসে আছে। কেনোনা, কোনো সৃষ্টি প্রাণী এমন নেই যার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু সায়িদ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি একাধিক সূত্রে আবু সায়িদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। এটাকে এক দল আলেম সাহাবা প্রমুখ মাকরূহ বলেছেন।

باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب

অনুচ্ছেদ-৪০ : কুমারি ও বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য পালা বণ্টন প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৬)

١١٤٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَلسُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلٰى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

১১৪২। **অর্থ** : আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিন্তু তিনি বলেছেন, সুন্নত হলো যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর পরে কুমারি মেয়েকে বিয়ে করে, তাহলে তার সাতদিন থাকবে। আর যখন নিজের স্ত্রীর পর কোনো বিবাহিতাকে বিয়ে করে, তবে তার নিকট থাকবে তিনদিন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উম্মে সালামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছে, আনাস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এটিকে আইয়ুব-আবু কিলাবা-আনাস সূত্রে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন। তবে অনেকে এটিকে মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, যখন কোনো পুরুষ কোনো কুমারি মহিলাকে নিজের স্ত্রীর পরে বিয়ে করবে, তবে তার নিকট থাকবে সাতদিন। তারপর উভয়ের মাঝে সময় বণ্টন করে দিবে ইনসাফের সংগে। আর যখন কোনো বিবাহিতা নারীকে তার স্ত্রীর পরে বিয়ে করবে তখন তার নিকট থাকবে তিনদিন। এটি মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। অনেক তাবেয়ি আলেম বলেছেন, যখন কেউ তার স্ত্রীর পরে কুমারি মেয়েকে বিয়ে করে, তখন তার নিকট তিনদিন যাপন করবে। আর যখন বিবাহিতাকে বিয়ে করবে, তখন তার নিকট অবস্থান করবে দু'রাত। প্রথম উক্তিটি আসাহ।

দরসে তিরমিযী

عن [১৫৯৫] ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : لو شئت ان اقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال : السنة اذا تزوج الرجل البكر على امرأته 'اقام عندها سبعا' 'واذا تزوج الثيب على امرأته اقام عندها ثلاثا'

ইমামত্রয় এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম ইসহাক ও আবু সাওর রহ. প্রমুখের মাজহাব হলো, দ্বিতীয় বিয়েকারি নতুন স্ত্রীর নিকট থাকতে পারে সাতদিন যদি সে কুমারি হয়, আর যদি বিবাহিতা হয়, তবে তিনদিন অবস্থান করতে পারে। আর এটি পালার সময়ের বাইরে থাকবে।[১৫৯৬]

আবু হানিফা ও হাম্মাদ রহ. প্রমুখের মাজহাব হলো, এদিনগুলো ভাগের দিন হতে খারেজ হবে না। বরং এগুলোও পালার ভেতরে হিসেবে ধর্তব্য হবে।[১৫৯৭]

আবু হানিফা রহ.-এর দলিল সেসব আয়াত যেগুলোতে বণ্টন ফরজ করা হয়েছে। যেমন,

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم'' ولن تستطيعوا[১৫৯৮] تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে এসব আয়াতে। শুরু এবং শেষ দিনের কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে (في التسوية بين الضرائر) হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিস আসছে,

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط[১৫৯৯]

হানাফিদের পক্ষ হতে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাখ্যা এই যে, ভাগ তো সর্বাবস্থায়ই ওয়াজিব। তবে কুমারির সংগে বিয়ে করার সময় প্রাথমিক দিনগুলোতে বণ্টনের পদ্ধতি বদলে দেওয়া হবে। একদিনের পরিবর্তে কুমারির সাতদিন এবং বিবাহিতার জন্য তিনদিনের পালা নির্ধারিত করা হবে।

[১৫৯৫] সহিহ বোখারি : ২/৭৮৫, باب اذا تزوج البكر على الثيب, মুসলিম : ১/৪৭২ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج الخ। -সংকলক।

[১৫৯৬] নববি রহ. ইমামত্রয়ের মাজহাবে বিবাহিতার সুরতে এই তাফসিল উল্লেখ করেছেন যে, বিবাহিতার এখতিয়ার থাকবে, হয় স্বামী তার নিকট তিনদিন থাকবে এবং এ তিনদিন পালা হতে বহির্ভূত থাকবে, কিংবা সাতদিন থাকবে এবং এই সাতদিন পালার শামিল হবে। দ্র., শরহে নববি : ১/৪৭২, باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج الخ। -সংকলক।

[১৫৯৭] দ্র. ফতহুল কাদির : ৩/৩০০, باب القسم। -সংকলক।

[১৫৯৮] সূরা নিসা : আয়াত-৩, পারা-৪। -সংকলক।

সূরা নিসা : আয়াত-১২৯, পারা-৫। -সংকলক।

[১৫৯৯] আর এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনাটি হানাফিদের দলিল। হাদিসটি হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (পালা) বণ্টন করতেন এবং ইনসাফ করতেন। আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমার ক্ষমতায় যা আছে তা হলো, তার ক্ষেত্রে বণ্টন। সুতরাং যে ব্যাপারে তুমি মালিক, আমি মালিক নই, তাতে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করো না। -সংকলক।

এই ব্যাখ্যার সমর্থন সুনানে আবু দাউদে[১৬০০] বর্ণিত উম্মে সালামা রা.-এর বর্ণনা দ্বারা হয়,

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة رضي الله عنها اقام عندها ثلاثا، ثم قال : ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك، وان سبعت لك سبعت لنسائي[১৬০১]

একটি আপত্তি ও এর জবাব

প্রশ্ন : সুনানে দারাকুতনিতে[১৬০২] উম্মে সালামা রা.-এর এক বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দাবলি এসেছে,

ليس بك هوان على اهلك ان شئت اقمت معك ثلاثا خالصة لك وان شئت سبعت لك، وان سبعت لك سبعت لنسائي فقالت : تقيم معى ثلاثا خالصة"

জবাব : এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

১. এই বর্ণনাটি ওয়াকিদি সূত্রে বর্ণিত, তিনি ضعيف।

২. স্বয়ং ওয়াকিদি হতে সুনানে দারাকুতনিতে[১৬০৩] হজরত আয়েশা রা.-এর মারফু' বর্ণনা এসেছে- "للبكر اذا نكحها رجل وله نساء له ثلاث ليال وللثيب ليلتان" এমনভাবে এই বর্ণনায় এবং পেছনের বর্ণনাগুলোতে বৈপরিত্য হয়ে গেলো। সুতরাং দুটোই বাদ পড়ে যাবে।

৩. ইবনে আবু হাতেম রহ. স্বীয় ইলালে[১৬০৪] আবু কুতায়বা-ইসরাইল-আবু ইসহাক-আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান-উম্মে সালামা রা. সূত্রে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন,

ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها قال له : ان شئت سبعت لك، وان سبعت لك سبعت لنسائي، وان شئت زدت في مهرك وزدت في مهرهن"

'যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমি তোমার নিকট সাতদিন থাকবো। আর যদি তোমার নিকট সাতদিন থাকি তবে আমার অন্যান্য স্ত্রীর নিকটও সাতদিন থাকবো। আর তুমি ইচ্ছা করলে তোমার মহর বাড়িয়ে দেবো এবং তাদের মহরও বৃদ্ধি করবো।'

[১৬০০] ১/২৮৯, باب في المقام عند البكر। -সংকলক।

[১৬০১] মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে নিম্নেযুক্ত বাক্য- 'তুমি ইচ্ছে করলে আমি তোমার নিকট সাতদিন থাকবো। আর ইচ্ছে করলে তিনদিন থাকবো। তারপর ঘুরে আসবো। তিনি বললেন, তাহলে তিনদিন থাকুন।'

তাছাড়া মুসলিমেরই অপর একটি বর্ণনায় আছে, হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজরত উম্মে সালামা রা.কে বিয়ে করে তার নিকট প্রবেশ করেছেন এবং তারপর তার কাছ হতে বেরিয়ে যাবার জন্য মনস্থ করেছেন, তখন তিনি তাঁর কাপড়ে ধরেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে আরো সময় তোমাকে বাড়িয়ে দেবো এবং এটি তোমার হিসেবে ধরবো। অবিবাহিতার জন্য সাতদিন, আর বিবাহিতার জন্য তিনদিন। দ্র., (১/৪৭২, باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج الخ)। -সংকলক।

[১৬০২] ৩/২৮৪, باب المهر। -সংকলক।

[১৬০৩] সূত্র ঐ। নং-১৪৪। -সংকলক।

[১৬০৪] ১/৪০৫, فصل لأخبار رويت في النكاح, নং-১২১৩। -সংকলক।

এই বর্ণনাটির সমস্ত বর্ণনাকারি সেকাহ।[১৬০৫]

এতে ''لما خطب قال له'' শব্দ এর দলিল যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিয়ের আগেও (অন্য) স্ত্রীদের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতেন। এমনকি মহরেও সমতা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি হজরত উম্মে সালামার নিকট শুরুতে এমনভাবে তিনদিন থাকবেন যে, এ তিনদিন তাঁর সংগেই বিশেষিত থাকবে, পালার হিসেবে ধর্তব্য হবে না?

৪. যদি তিনদিন হজরত উম্মে সালামা রা.-এর খালেস হক হতো, তাহলে এর দাবি ছিলো– যদি তিনি সাতদিনের ওপর আমল করতেন এবং হজরত উম্মে সালামা রা.-এর নিকট সাতদিন থাকতেন তখন তিনদিন তাদের অধিকারে গণ্য হতো না। আর সমস্ত স্ত্রীগণের জন্য চার চারদিনের পালা হতো।

ওয়াকিদি ব্যতীত অন্যান্যের যে বর্ণনা,

مثلا ''واذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم[১৬০৬] للبكر سبعة ايام وللثيب ثلاثة ايام، ثم يعود الى نسائه[১৬০৭] والا فَلِثَيِّبٍ ثم أدور[১৬০৮]

এ ব্যাপারে সেগুলো স্পষ্ট নয় যে, যদি কুমারির নিকট সাতদিন থাকে তাহলে অন্যান্য স্ত্রীর নিকট সাতদিন থাকবে না। আর যদি বিবাহিতার নিকট তিনদিন থাকে, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে তিনদিন থাকবে না। বরং বর্ণনাগুলোতে হানাফিদের বর্ণিত অর্থেরও সম্ভাবনা আছে। যা হানাফিদের ওপরযুক্ত দলিলসমূহের ভিত্তিতে শক্তিশালী হয়ে যায়।[১৬০৯]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব অনেক হানাফি অন্যভাবেও দিয়েছেন যে, বণ্টন ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কোরআনের নস দ্বারা প্রমাণিত, যেটি ব্যাপক।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি হলো, খবরে ওয়াহিদ। যা থেকে আল্লাহর কিতাবের ওপর বৃদ্ধি করা অবৈধ। তবে এই জবাবটি প্রশান্তিদায়ক নয়। কেনোনা, সফরে বণ্টন বাদ পড়ে যাওয়ার প্রবক্তা হানাফিগণও।[১৬১০] এর দলিলও খবরে ওয়াহিদ।[১৬১১] এতে বুঝা গেলো, স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের আয়াত ব্যাপক নয় যে, এগুলোতে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তাখসিস (খাসকরণ) হতে পারবে না। বরং এই আয়াতগুলো মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত। খবরে ওয়াহিদগুলো এগুলোর জন্য মুফাসসির হতে পারে। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের হাদিসে ইনসাফের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা হতে পারে। সুতরাং এই জবাব সঠিক না।

[১৬০৫] আল্লামা উসমানি রহ. ইলাউস সুনানে অনুরূপ উক্তি করেছেন। ১১/১১৪। -সংকলক।

[১৬০৬] তাহাবি : ২/১৬, باب مقدار ما يقيم الرجل عند البكر الخ برواية انس رضـــ। -সংকলক।

[১৬০৭] সুনানে দারাকুতনি : ৩/২৮৩, নং-১৪০। -সংকলক।

[১৬০৮] তাহাবি : ৬/১৬, আবদুল মালেক ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানের বর্ণনা। -সংকলক।

[১৬০৯] প্রশ্ন এবং জবাবগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওপরযুক্ত আলোচনা ইলাউস সুনান : ১১/১১৪-১১৫, باب وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق হতে গৃহীত। তাছাড়া দ্র., কিতাবুল হুজ্জত আলা আহলিল মাদিনা : ৩/২৪৯-২৫৩, باب القسم بين النساء। -সংকলক।

[১৬১০] দ্র., হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ৩/৩০২, باب القسم। -সংকলক।

[১৬১১] যেমন, হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের মনস্থ করতেন তখন তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারি দিতেন, যার নাম লটারিতে আসতো সফরে তাঁকে নিয়ে বের হতেন। আল-হাদিস। সুনানে আবু দাউদ : ১/২৯১, كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

অনুচ্ছেদ-৪১ : দুই সতিনের মধ্যে সমতা রক্ষা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৬)

١١٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ ! هٰذِهِ قِسْمَتِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

১১৪৩। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের মাঝে সময় বণ্টন করতেন এবং তাতে ইনসাফ বজায় রাখতেন এবং বলতেন, আয় আল্লাহ! এ হলো আমার সামর্থ্যের আওতায়, যা কিছু আছে তার ক্ষেত্রে বণ্টন। সুতরাং তুমি আমাকে এমন বিষয়ে ভর্ৎসনা করো না, যে বিষয়ে তুমি মালিক, আমি মালিক নই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসটি অনুরূপ। একাধিক বর্ণনাকারি এটি হাম্মাদ ইবনে সালামা-আইয়ুব-আবু কিলাবা-আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ-আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীদের নিকট কাল যাপনের সময়) বণ্টন করতেন।

এটি হাম্মাদ ইবনে জায়দ প্রমুখ আইয়ুব-আবু কিলাবা সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণ্টন করতেন। এটি হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদিস অপেক্ষা আসাহ।

لا تلمني فيما تملك ولا املك এর অর্থ হলো, মহব্বত ও ভালোবাসা। অনেক আলেম এর এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

١١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ

১১৪৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তির অধীনে দুই স্ত্রী ছিলো। সে তাদের মাঝে ইনসাফ করেনি। ফলে সে কেয়ামতের দিন একদিকে কাত অবস্থায় কিংবা একদিক অবশরূপে আগমন করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটির সনদ হাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেছেন, কাতাদা সূত্রে। এটি বর্ণনা করেছেন হিশাম দাস্তাওয়ায়ি কাতাদা সূত্রে। তিনি বলেছেন, 'বলা হতো'। এ হাদিসটি আমরা হাম্মামের সূত্রেই কেবল মারফু'রূপে জানি। বস্তুত হাম্মাম সেকাহ হাফেজ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

অনুচ্ছেদ-৪২ : মুশরিক স্বামী-স্ত্রী একজন মুসলমান হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৭)

١١٤٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيْعِ بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيْدٍ.

১১৪৫। **অর্থ :** আমর ইবনে শো'আইবের দাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা হজরত জায়নাব রা.কে আবুল আস ইবনে রাবি'-এর নিকট নতুন মহর এবং নতুন বিয়ের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটির সনদে কালাম আছে। এমনিভাবে কালাম আছে পরবর্তী হাদিসটিতেও। ওলামায়ে কেরামের মতে, এ হাদিস অনুযায়ি আমল অব্যাহত। স্ত্রী যখন তার স্বামীর আগে মুসলমান হয়ে যায়, তারপর তার স্বামী মুসলমান হয় মহিলার ইদ্দত অবস্থায়, তখন ইদ্দতে থাকাকালীন সময়ে তার স্বামীই তার বেশি হকদার। মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

١١٤٦ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

১১৪৬। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা জায়নাব রা.কে আবুল আস ইবনে রাবি'-এর নিকট ছয় বছর পর প্রথম বিয়ের মাধ্যমে বিয়ে নবায়ন না করে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটির সনদে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ হাদিসটির ব্যাখ্যা আমরা বুঝতে পারিনি। হতে পারে এ হাদিসটি দাউদ ইবনে হুসাইনের তরফ হতে বর্ণিত হয়েছে তাঁর স্মরণশক্তি হতে।

١١٤٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

১১৪৭। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলমান হয়ে এলো, তারপর তার স্ত্রী মুসলমান হয়ে আগমন করলো, তখন লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ স্ত্রী আমার সংগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলাকে তার নিকটই ফিরিয়ে দিলেন।

এ হাদিসটি صحيح। আমি আবদ ইবনে হুমাইদকে বলতে শুনেছি, আমি ইয়াজিদ ইবনে হারুনকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে এ হাদিসটি আলোচনা করতে শুনেছি।

আমর ইবনে শো'আইব-তার পিতা-তার দাদা সূত্রে হাজ্জাজের হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাকে আবুল আস ইবনে রবি'-এর নিকট নতুন মহর ও নতুন বিয়ের মাধ্যমে ফেরত দিয়েছেন। ইয়াজিদ ইবনে হারুন বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটি সূত্রগতভাবে সর্বোত্তম। আমর ইবনে শো'আইবের হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত।

দরসে তিরমিযী

عن[১৬১২] عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد''

[১৬১২] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৪৪-১৪৫, باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الأخر، لكن ليس فيه بمهر جديد -সংকলক।

عن[১৬১৩] ابن عباس رضي الله عنه قال : ''رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا''

শুরুর কথা হলো, স্ত্রী যদি মুসলমান হয়ে যায় আর স্বামী কাফের থাকে, তাহলে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে স্ত্রীর শুধু ইসলাম গ্রহণের কারণে বিয়ে রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য যদি স্ত্রীর মিলিত হয়ে থাকে এবং স্বামী ইদ্দতের সময় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সাবেক বিয়ে ফিরে আসবে। অথচ হানাফিদের মতে, শুধু ইসলাম গ্রহণের ফলে বিচ্ছেদ হয় না; বরং স্বামীর ওপর ইসলাম পেশ করা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে স্ত্রী তারই। আর যদি অস্বীকার করে, তবে তার এই অস্বীকৃতির ফলেই বিয়ে বাতিল যাবে।[১৬১৪]

এ সম্পর্কে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[১৬১৫] হানাফিদের দলিল বর্ণিত– ইয়াজিদ ইবনে আলকামার বর্ণনা,

ان رجلا من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت، فدعاه عمر رضي الله عنه، فقال : ''اما ان تسلم واما ان انزعها منك'' فأبى ان يسلم، فنزعها منه عمر رضي الله عنه''

'বনি ছা'লাবের এক ব্যক্তিকে আব্বাদ ইবনে নোমান বলা হতো। তার অধীনে (বিয়েতে) ছিলো বনু তামিমের এক মহিলা। সে মুসলমান হয়ে যায়। তখন উমর রা. তার স্বামীকে ডাকলেন। তিনি তাকে বললেন, হয় তুমি মুসলমান হয়ে যাবে, কিংবা এই স্ত্রীকে তোমার কাছ হতে ছিনিয়ে নেবো। তখন সে মুসলমান হতে অস্বীকার করে। ফলে হজরত উমর রা. তার হতে তার স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে দেন।'

তাছাড়া কিতাবুল হুজ্জাতে[১৬১৬] মুহাম্মদ রহ. দাউদ ইবনে কিরদাউসের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

اسلمت امرأة نصراني، فقال له عمر رضي الله عنه : لتسلمن اولا فرق بينكما قال لا تحدث العرب اني اسلمت من اجل بضع امرأة، ففرق بينهما عمر رضي الله عنه

'এক খ্রিস্টানের এক স্ত্রী মুসলমান হয়ে যায়। তখন উমর রা. তাকে বললেন, হয় তো তুমি মুসলমান হবে, তা না হলে আমি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবশ্যই বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবো। লোকটি বললো, আরবের লোকজন যেনো, এ কথা বলতে না পারে যে, আমি একজন রমণীর তথা আমার স্ত্রীর লজ্জাস্থানের জন্য মুসলমান হয়েছি। উমর রা. তখন তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।'

ইবনুল কাইয়িম রহ.ও এই ঘটনা জাদুল মা'আদে উল্লেখ করেছেন এবং এটাকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।[১৬১৭]

[১৬১৩] আবু দাউদ : ১/৩০৪, كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا اسلم بعدها। -সংকলক।

[১৬১৪] দ্র., হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ৩/২৮৮, باب نكاح أهل الشرك প্রকাশ থাকে যে, ওপরে মূল বক্তব্যে বর্ণিত, হানাফিদের মাজহাব তখন হবে যখন স্বামী-স্ত্রী দারুল ইসলামে থাকে। তবে যদি দু'জনেই দারুল হরব তথা শত্রুকবলিত রাষ্ট্রে থাকে তাহলে তাদের বিচ্ছেদ ইদ্দত অতিক্রান্ত, হওয়ার ওপর মওকুফ থাকবে। আল-মুগনি : ৬/৬১৪, باب نكاح أهل الشرك।

তাছাড়া প্রকাশ থাকে যে, দারুল ইসলামে ইসলাম পেশ করার পর অস্বীকৃতির সুরতে যখন বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, তারপর যদি স্বামী ইদ্দতের ভেতরেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তখনও সাবেক বিয়ে ফিরে আসবে না। বরং নতুন বিয়ের প্রয়োজন হবে। -কিতাবুল হুজ্জত : ৪/২০, باب النصراني تكون تحته نصرانية فتسلم النصرانية والزوج غائب ثم يسلم الخ। -সংকলক।

[১৬১৫] ৫/৯১, كتاب الطلاق، من قال يفرق بينهما، ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها। -সংকলক।

[১৬১৬] ৪/৭। -সংকলক।

এই ভূমিকার পর এখানে দুটি বিষয় আছে। প্রথম বিষয়টি হলো, এই অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা হজরত জায়নাব রা.কে তাঁর স্বামী আবুল 'আস রা.-এর নিকট ছয় বছর পর ফিরিয়ে দিয়েছেন। অথচ অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, চার বছর পর ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১৬১৮] এমনভাবে বর্ণনাগুলোর মাঝে বিরোধ হয়ে যায়।

হজরত শাহ সাহেব রহ. এসব বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেন যে, মূলত আবুল 'আস রা.কে বদরের যুদ্ধের সময় কয়েদি বানিয়ে আনা হয়েছিলো। অর্থাৎ, হিজরতের দুই বছর পর। এই ওয়াদার ভিত্তিতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো যে, তিনি জায়নাব রা.কে মক্কা-মুকাররমা হতে পাঠিয়ে দিবেন।[১৬১৯] আবুল 'আস রা.কে দ্বিতীয়বার পাকড়াও করা হয়েছিলো। যার ঘটনা হলো, তিনি কুরাইশের বাণিজ্যিক মাল নিয়ে শামে গিয়েছিলেন। বাণিজ্যিক সফর হতে ফেরার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সারিয়্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারা তার সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পদ নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেন। তিনি রাতে পালিয়ে জায়নাব রা.-এর নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিরাপত্তা অবশিষ্ট রেখেছেন। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ি মুসলমানগণ তাঁর সমস্ত মাল তাকে ফেরত দিয়েছেন। তিনি মক্কা-মুকাররমায় ফিরে এসে কুরাইশকে তাদের আমানতের সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি মক্কা-মুকাররমাতেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। ছয় হিজরিতে হিজরত করেন।[১৬২০] তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কন্যাকে তার নিকট অর্পণ করেন।

এসব বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় ছয় বছর মেয়াদ দ্বারা উদ্দেশ্য হিজরতের পর আবুল 'আস রা.-এর ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত করা পর্যন্ত সময়কাল। আর যে বর্ণনায় চার বছরের উল্লেখ আছে, তাতে বদর হতে নিয়ে হিজরত পর্যন্ত সময়কাল উদ্দেশ্য। যে বর্ণনায় দুই বছরের উল্লেখ আছে, তাতে আবুল 'আস রা.-এর পুনরায় তথা দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হওয়া থেকে নিয়ে তাঁর হিজরত পর্যন্ত সময়কাল উদ্দেশ্য।[১৬২১]

দ্বিতীয় বিষয় হলো, এ অনুচ্ছেদের আমর ইবনে শো'আইবের হাদিসে নতুন মহর এবং নতুন বিয়ের সংগে ফিরিয়ে দেওয়ার উল্লেখ আছে। অথচ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রথম বিয়ের সংগে ফিরিয়ে দেওয়ার উল্লেখ আছে। এতদুভয়ের মাঝে পরস্পর বিরোধ স্পষ্ট।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস এই বিরেধের অবসান এভাবে করেছেন যে, আমর ইবনে শো'আইবের হাদিসটিকে হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের[১৬২২] কারণে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসটিকে সহিহ ও প্রধান সাব্যস্ত করেছেন।

[১৬১৭] জাদুল মা'আদ : ৫/১৩৯, فصل في حكمه صلي الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الأخر। -সংকলক।

[১৬১৮] দ্র., সুনানে আবু দাউদ : ১/৩০৪, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৪৪। -সংকলক।

[১৬১৯] হজরত জায়নাব রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মেয়ে। হিজরতের আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী আবুল আস ইবনে রবি' ছিলেন তাঁর খালাত ভাই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করেন তখন হজরত জায়নাব রা. মক্কাতেই হতে যান। বদরের যুদ্ধের সময় আবুল আসকে গ্রেফতার করা হয়। মক্কাবাসীরা স্ব স্ব কয়েদিদের মুক্তিপণ পাঠিয়ে দেয়, তখন হজরত জায়নাব রা. আবুল আসের মুক্তিপণে নিজের সে হারটি পাঠিয়েছিলেন, যেটি হজরত খাদিজা রা. বিয়ের সময় তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হারটি দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন এবং সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, যদি তোমরা সঙ্গত মন করো, তাহলে এ হারটি ফিরিয়ে দাও এবং এই কয়েদিকে ছেড়ে দাও। আনুগত্যের গর্দনগুলো তৎক্ষণাৎ নত হয়ে যায়। কয়েদিকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। হারটিও ফেরৎ এসে যায়।-সীরাতে মুস্তফা : ২/৬২৪, ৩/৩৬৫। -সংকলক।

[১৬২০] সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/৮২। -সংকলক।

[১৬২১] আল-আরফুশ শাজি : ৩৬৭। -সংকলক।

[১৬২২] তাঁর প্রচুর ভুল ও তাদলিস হতো। হাফেজ রহ. তাকরিবে এ উক্তি করেছেন। (১/১৫২)। -সংকলক।

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ছয় বছর পর প্রথম বিয়ের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেওয়া কিভাবে সম্ভব? অথচ স্পষ্ট এটাই যে, এই মেয়াদের মধ্যে তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে থাকবে। বিচ্ছেদের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

জবাব : ইবনে হাজার রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, হজরত জায়নাব রা. এর তুহ্র বা পবিত্রতা ছিলো প্রলম্বিত। এ কারণে এই মেয়াদে তাঁর ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়নি। সুতরাং আবুল 'আস রা.-এর নিকট তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়েছে ইদ্দতের ভেতরেই। যখন আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন এ কারণে দ্বিতীয় বিয়ের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি। রীতিগতভাবে এর কোনো প্রতিবন্ধক নেই। সাধারণ সম্ভাবনা তো দূরের কথা।[১৬২৩]

তবে হাফেজ রহ.-এর এই ব্যাখ্যা যেখানে স্পষ্ট বিষয়ের বিপরীত, সেখানে আল্লামা সুহাইলি রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারাও এটি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। তা হলো, হজরত জায়নাব রা. যখন হিজরতের ইচ্ছায় মক্কা হতে মদিনায় রওয়ানা হন, তখন হুবার ইবনুল আসওয়াদ তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করেছিলো এবং শাসিয়েছিলো। যার ফলে তাঁর গর্ভপাত ঘটেছিলো এবং গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।[১৬২৪] তখন হতে হজরত জায়নাব রা.-এর অব্যাহতভাবে একাধারে রক্ত যেতো। এমনকি তিনি এভাবেই ইনতেকাল করেছেন।[১৬২৫] সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এটা বলা কিভাবে সম্ভব যে, তাঁর পবিত্রতা প্রলম্বিত ছিলো?

হানাফিগণও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনাটিকে সনদের শক্তির ভিত্তিতে প্রাধান্য দিয়ে বিরোধ নিরসন করেছেন।

প্রশ্ন : ছয় বছরের দীর্ঘসময় পর প্রথম বিয়ের সংগে ফিরিয়ে দেওয়া কিভাবে সম্ভব?

জবাব : হানাফিদের মাজহাবের ওপর এই প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। কেনোনা, স্বামী-স্ত্রীর একজনের শুধু ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁদের মতে বিচ্ছেদ ঘটে না। বরং বিচ্ছেদের জন্য ইসলাম পেশ করা এবং তাঁর পক্ষ হতে অস্বীকার করা আবশ্যক। আবুল 'আস রা.-এর ওপর ইসলাম পেশ করা হয়েছিলো ছয় হিজরিতে। তখন তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। এজন্য বিয়ে বাতিল হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নের আরেকটি জবাব এই দেওয়া যায় যে, মুসলমান মহিলাদের বিয়ে মুশরিকদের সংগে হারাম হওয়ার বিষয়টি নিম্নেযুক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত,

"لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"[১৬২৬]

এই আয়াতটি মাদানি। ছয় হিজরিতে এটি নাজিল হয়েছে।[১৬২৭] যেনো হজরত জায়নাব রা.কে আবুল 'আস রা.-এর নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো এ আয়াত নাজিল হওয়ার আগে। কিংবা আয়াত নাজিল হওয়ার সংগে সংগেই, কিন্তু ইদ্দতের মাঝে।[১৬২৮]

[১৬২৩] ফতহুল বারি : ৯/৪২৪, كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية الخ। -সংকলক।

[১৬২৪] সীরাতে মুস্তফা : ২/১২৪-১২৫। -সংকলক।

[১৬২৫] আর -রওজুল উনুফ : ২/৮১, فصل في خبر خروج زينب الخ। -সংকলক।

[১৬২৬] সূরা মুমতাহিনা : আয়াত-১০, পারা-২৮। -সংকলক।

[১৬২৭] কারণ, এ আয়াতটি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সন্ধি হয়েছিলো ছয় হিজরিতে দ্র., তাফসিরে কুরতুবি : ১৮৬১, সীরাতে মুস্তফা : ২/৩৬৫। -সংকলক।

[১৬২৮] তবে এই জবাবের সুরতে এ প্রশ্ন তার পরও থেকে যাবে যে, যখন আবুল আস রা.কে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হয়েছিলো, হজরত জায়নাব রা. তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আশ্রয় ঠিক রেখেছিলেন। তখন

সুহাইলি রহ. আররাওজুল উনুফে[১৬২৯] আমর ইবনে শো'আইব এবং ইবনে আব্বাস রা. এ দু'জনের বর্ণনাগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায়

''بالنكاح الاول'' দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথম বিয়ের মতো। অর্থাৎ,

لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره''[১৬৩০]ردها بمثل النكاح الاول في الصداق والحباء

তবে এই ব্যাখ্যাটিও সুস্পষ্ট বিষয়ের বিপরীত, কৃত্রিমতা শূন্য নয়।

''والعمل على حديث عمر وبن شعيب''

আমর ইবনে শো'আয়বের বর্ণনাটি শাফেয়ি প্রমুখের মতে আমলযোগ্য। যার অর্থ হলো, স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত হলে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। এই বাক্য হতে এই ধারণা করবেন না যে, হজরত জায়নাব রা.কে আবুল 'আস রা.-এর নিকট নতুন বিয়ের মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হয়েছে। বরং এই ঘটনায় হানাফিসহ অধিকাংশের মতে বাস্তবতা এটাই যে, হজরত জায়নাব রা.কে প্রথম বিয়ের মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হয়েছিলো। পেছনে এ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা এসেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوْتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ لَهَا

অনুচ্ছেদ–৪৩ প্রসংগ : যে ব্যক্তি বিয়ে করার পর স্ত্রীর মহর পুরা করার আগেই মারা যায় (মতন পৃ. ২১৭)

١١٤٨ –عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ ابن مَسْعُودٍ ر ضى الله عنه.

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জায়নাব রা.কে বলেছিলেন, হে আমার আদরের কন্যা! সসম্মানে তার থাকার ব্যবস্থা করো। তবে সে যেনো তোমার নিকট আসতে না পারে। কেনোনা, তুমি তার জন্য হালাল নও। সীরাতে ইবনে হিশাম আর -রওজুল উনুফের টীকায় (২/৮৩)। যার অর্থ হচ্ছে, দ্বিতীয় বার গ্রেফতারের সময় হারাম হওয়ার হুকুম এসে গিয়েছিলো। সুতরাং হজরত জায়নাব রা.কে হারাম হওয়ার হুকুম আসার আগে তৎক্ষণাৎ পরে ফিরিয়ে দেওয়ার উক্তিটি কিভাবে সঠিক হতে পারে? তাছাড়া আবুল আস রা.-এর শাম সফরে যাওয়ার ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে নিম্নেযুক্ত– 'তারপর যখন মক্কা বিজয়ের সামান্য আগের সময় এলো, তখন আবুল আস শামে ব্যবসার জন্য বেরিয়ে গেলেন.....। তিনি যখন তার ব্যবসা হতে অবসর হলেন এবং কাফেলার সংগে আবার ফিরে চলে আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনীর সংগে তাঁর সাক্ষাত ঘটে....। -সীরাতে ইবনে হিশাম আর -রওজুল উনুফের হাশিয়া : ২/৮২। যা থেকে বুঝা যায় যে, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো ফাতহে মক্কার নিকটবর্তী সময়ে। অথচ হারাম সংক্রান্ত আয়াত এর অনেক আগে ছয় হিজরিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তখনও না শুধু এতোটুকু যে, ওপরযুক্ত জবাব ঠিক থাকে না, বরং মূল প্রশ্নও ফিরে আসে। সেটি হলো, যেহেতু হারাম হওয়ার হুকুম ছয় হিজরিতে এসেছিলো, সেহেতু মক্কা বিজয়ের (অষ্টম হিজরিতে রমজানে অর্জিত হয়েছে।) নিকটবর্তী সময়ে কিভাবে তাকে ফেরত দেওয়া হলো। অথচ মাঝখানে দীর্ঘ সময়ের পার্থক্য আছে। সুতরাং হানাফিদের ইসলাম পেশ করার জবাবই আফজাল মনে হয়। والله اعلم। -সংকলক।

[১৬২৯] ২/৮৪। -সংকলক।

[১৬৩০] আতিয়্যা এর অর্থ হলো মহর। -সংকলক।

১১৪৮। **অর্থ :** এক ব্যক্তি সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যিনি এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন তার জন্য মহর নির্ধারণ না করে এবং তার সংগে সহবাসের আগেই লোকটি ইনতেকাল করেছেন। তখন ইবনে মাসউদ রা. বললেন, তার জন্য হবে মহরে মিছল। তার চেয়ে কমও না, বেশিও না। আর সে মহিলার ওপর আছে ইদ্দত। সে পাবে মিরাস। তখন হজরত মা'কিল ইবনে সিনান আশজায়ি রা. দাঁড়িয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক মহিলা বারওয়া বিনতে ওয়াশিক রা. সম্পর্কে আপনি যেমন ফয়সালা দিয়েছেন এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। তখন ইবনে মাসউদ রা. আনন্দিত হলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত জাররাহ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি তার হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। সাওরি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে অনেক আলেম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ে করে এবং তার মহর নির্ধারণের আগে তার সংগে সহবাসের আগে মারা যায়, তবে তাদের মতানুযায়ী সে মহিলা মিরাস পাবে। তার কোনো মহর নেই। তার ওপর ইদ্দত আছে। সেসব সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আছেন, হজরত আলি ইবনে আবু তালেব, জায়দ ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা.। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব। তিনি বলেছেন, যদি বারওয়া বিনতে ওয়াশিক রা. এর হাদিসটি প্রমাণিত হতো, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত বিষয়ে দলিল হতো। ইমাম শাফেয়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি এই উক্তি মিসরে আসার পর প্রত্যাহার করেছেন এবং মতপোষণ করেছেন বারওয়া বিনতে ওয়াশিক রা.-এর হাদিস অনুযায়ি।

দরসে তিরমিযী

عن[১৬৩১] ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لها مثل صداق نسائها لا وكس[১৬৩২] ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان الأشجعى رضى الله عنه فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذى قضيت، ففرح بها ابن مسعود ر ضى الله عنه''

স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি এ অবস্থায় মারা যায় যে, স্ত্রীর মহর নির্ধারিত করা হয়নি, কিংবা তার সংগে সংগম করা হয়েছে– তবে হানাফিদের মতে, তখন পূর্ণ মহরে মিছল দেওয়া হবে। এটাই সুফিয়ান সাওরি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর নতুন উক্তিও অনুরূপ।

আহমদ রহ.-এর মতে, তখন কিছুই ওয়াজিব হবে না। শাফেয়ি রহ.-এর পুরনো উক্তিও এটাই[১৬৩৩]।

[১৬৩১] আবু দাউদ : ১/২৮৮, باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات, নাসায়ি : ২/৮৮, اباحة التزويج بغير صداق। - সংকলক।

[১৬৩২] الوكس মানে কম। আর الشطط মানে জুলুম। নিহায়া : ৫/২১৯। অর্থাৎ, এতে বেশিও হবে না, কমও হবে না। - সংকলক।

[১৬৩৩] মাজহাবসমূহের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা ইমাম তিরমিযী রহ.ও দিয়েছেন। তাছাড়া দ্র., হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ৩/২১০-২১১, باب المهر। -সংকলক।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস হানাফি প্রমুখের দলিল।

প্রশ্ন : এর ওপর মালেকি প্রমুখের পক্ষ হতে হাদিসটি মুজতারিব বলে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।[১৮০৪] কারণ অনেক বর্ণনা বারওয়া বিনতে ওয়াশিক রা. এর ঘটনা বর্ণনাকারি সাহাবির নাম মা'কিল ইবনে সিনান রা. এসেছে। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এটাই এসেছে। আবার অনেক বর্ণনায় মা'কিল ইবনে ইয়াসার আবার কোনোটিতে আশজায়ের জনৈক ব্যক্তি, আবার কোনোটিতে আশজায়ের কিছুসংখ্যক লোক এসেছে।[১৮০৫] সুতরাং এই বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়।

জবাব : এই প্রশ্নটি সঠিক নয়। প্রথমতো এ কারণে যে, হজরত মাকেল ইবনে সিনান রা. সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটিকে ইমাম তিরমিযী রহ. حسن صحيح সাব্যস্ত করেছেন। এভাবে ইজতেরাব দূরীভূত হয়ে যায়।[১৮০৬] তাছাড়া যদি ইজতেরাব মেনেও নেওয়া হয়, তবুও এই ইজতেরাব হলো, সাহাবি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। এটা বর্ণনার বিশুদ্ধতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কেনোনা, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম আদেল তথা দীনদার। বোধহয়, এ কারণেই ইমাম শাফেয়ি রহ. পুরনো উক্তি প্রত্যাহার করে নতুন উক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যেমনটি ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন।

[১৮০৪] বজলুল মাজহুদ : ১০/১৪৩, باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا الخ। -সংকলক।

[১৮০৫] এসব বর্ণনার জন্য দ্র., সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৭/২৪৫-২৪৬, كتاب الصداق، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض له صداقا ولم يدخل بها। -সংকলক।

[১৮০৬] বরং স্বয়ং ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যাওয়া' বিনতে ওয়াশিক রা.-এর ঘটনা বর্ণনাকারির নাম সংক্রান্ত এই এখতেলাফ হাদিসটিকে জখম করবে না এবং এসব বর্ণনার সনদ সহিহ। অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেখানে আশজা' গোত্রের একদল লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। সুতরাং অনেক বর্ণনাকারি তাদের মধ্য হতে একজনের নাম উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ উল্লেখ করেছেন, দুইজনের নাম। আর অনেকে কারো নাম উল্লেখ না করে এমনিই বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ঘটনায় কোনো হাদিস রদ করা যায় না। যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনাকারি লোকটি না হতেন, তবে তার বর্ণনাটির ফলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর খুশির কোনো অর্থ হয় না। والله اعلم।-সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৭/২৪৮। -সংকলক।

كِتَابُ الرِّضَاعِ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

দ্বাদশ অধ্যায়

শিশুর দুধপান সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা

بَابُ مَا جَاءَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ–১ প্রসংগ : যারা বংশীয় সম্পর্কে হারাম দুধপানের কারণেও সেসব লোক হারাম (মতন পৃ. ২১৭)

١١٤٩ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

১১৪৯। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দুধের কারণে তা হারাম করেছেন, যা বংশের কারণে হারাম করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস ও উম্মে হাবিবা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ সম্পর্কে তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ আছে বলে আমরা জানি না।

١١٥٠ –عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ.

১১৫০। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দুধপানের কারণে তা হারাম করেছেন, জন্মদানের কারণে যা হারাম করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এ ব্যাপারে তাঁদের মাঝে কোনো মতানৈক্য আছে বলে, আমরা জানি না।

দরসে তিরমিযী

عن[১৬৩৭] علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع ما حرم من النسب.

সর্বসম্মতিক্রমে এই হাদিসের ওপর আমল আছে যে, যেসব আত্মীয় বংশীয় কারণে হারাম, তারা দুগ্ধপান সম্পর্কের কারণেও হারাম। অবশ্য হানাফিদের গ্রন্থরাজিতে কয়েকজন আত্মীয়কে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।[১৬৩৮]

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, হাদিসের শব্দগুলো ব্যাপক। তাহলে কিছু কিছু আত্মীয়কে ব্যতিক্রমভুক্ত কেনো করা হলো?

জবাব : এর জবাব হলো, বস্তুত এসব ব্যতিক্রমভুক্ত বিষয়গুলো ইস্তিসনা মুনকাতি'-এর শামিল। অর্থাৎ, প্রথম হতেই এগুলো হাদিসের শব্দরাজির গণ্ডিতে শামিল ছিলো না। শুধু বাহ্যিক দিকে লক্ষ্য করে এগুলোকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। কেনোনা, হুরমতে রিজা'আত (দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) তখন প্রমাণিত হয়, যখন রিজা'আতের সম্পর্ক সেই হিসেবেই পাওয়া যায়, যে হিসেবে নসবে তথা বংশে হারাম। ধরণ পাল্টে গেলে হারাম থাকে না। ফুকাহায়ে কেরাম যেসব ব্যতিক্রম বর্ণনা করেছেন, সেগুলোতে হারাম না হওয়ার কারণ এটিই যে, এগুলোতে ধরণ পাল্টে গেছে। যেমন, ফুকাহায়ে কেরাম দুধভাইয়ের বংশীয় আত্মীয়দের ব্যতিক্রমভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। মূলত এর কারণ হলো, বংশীয় আত্মীয়দের মধ্যে ভাতিজি হারাম হওয়ার কারণ এটা নয় যে, সে ভাইয়ের কন্যা। বরং এর কারণ হলো, সে বংশীয় বোন। আর দুধ সম্পর্কে এ কারণটি পাওয়া যায় না। কেনোনা, দুধ ভাইয়ের বোনের সংগে প্রত্যক্ষভাবে কোনো বংশীয় সম্পর্ক ও দুধ সম্পর্ক নেই। সুতরাং এই পদ্ধতিটি হাদিসের অধীনে শুরু হতেই শামিল নয়। অবশ্য যেহেতু বাহ্যিকভাবে শামিল মনে হয়, এজন্য এর ওপর ব্যতিক্রমভুক্তের প্রয়োগ হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে আরেকটি মাসআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো, অনেক ফকিহ দুধ সম্পর্কের কারণে অনেক শ্বশুর সংক্রান্ত আত্মীয়কেও হারাম সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, দুধ ছেলের স্ত্রী সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

এর ওপর শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এই প্রশ্ন করেছেন যে, এটি হারাম হওয়ার কোনো কারণ বুঝে আসে না। কেনোনা, এই হুকুমটির সমর্থন না কোরআনে করিম দ্বারা হয়, না হাদিস দ্বারা। কোরআন দ্বারা তো এ কারণে হয় না যে, সেখানে حلائل ابنائكم এর সংগে الذين من اصلابكم এর শর্ত আছে।[১৬৩৯] আর হাদিস দ্বারা এজন্য হয় না যে, يحرم من الرضاع এর সংগে ما يحرم من النسب শর্ত বিদ্যমান আছে। যা থেকে বুঝা যায় যে, দুধ সম্পর্কে শুধু বংশীয় আত্মীয় হারাম হয়। শ্বশুরালয়ের সংগে সংশিষ্ট আত্মীয় হারাম হয় না। আর ছেলের স্ত্রীর সম্পর্ক শ্বশুরালয়ের সংগে জড়িত, বংশীয় নয়। সুতরাং দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম শ্বশুরালয়ের উচিত।[১৬৪০]

[১৬৩৭] নাসায়ি হজরত আয়েশা রা. হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। (ما يحرم من الرضاع ২/৮১)। -সংকলক।

[১৬৩৮] আল্লামা ইবনে নুজায়ম রহ. এসব ব্যতিক্রমগুলো একাধিক সুরতে বর্ণনা করেছেন। দ্র., আল-বাহরুর রায়েক : ৩/২২৩-২২৪, কিতাবুর রিজা'। -সংকলক।

[১৬৩৯] সূরা নিসা : আয়াত-২৩, পারা-৪। -সংকলক।

[১৬৪০] ফতহুল কাদির : ৩/৩১১-৩১২, কিতাবুর রিজা'। -সংকলক।

ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে এই প্রশ্নটি জটিল হয়ে আছে। আল্লামা শামি রহ. এ প্রশ্নটির উদ্ধৃতির পর এর কোনো জবাব দেননি।[১৬৪১] অথচ দুধ ছেলের স্ত্রী হারাম হওয়ার যে বিষয়টি সর্বসম্মত। এমনকি তাফসিরে মাজহারি[১৬৪২] এবং তাফসিরে কুরতুবিতে[১৬৪৩] এর ওপর ইজমা বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে কাসির রহ. যদিও এ হুকুমটিকে অধিকাংশের মত সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু তিনিও অনেক মনীষীর বর্ণনা দ্বারা এ সম্পর্কে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।[১৬৪৪] কারণ, দুধ ছেলের স্ত্রী হালাল হওয়ার উক্তি প্রায় ইজমা ভঙ্গের সমার্থক[১৬৪৫]। যার ফলে উক্ত প্রশ্নের জবাব প্রদান আবশ্যক হয়ে যায়।

ইবনে হুমাম রহ.-এর যে বিষয়টি, তাহলো- প্রথমতো তার এই প্রশ্ন ফতওয়া হিসেবে নয়, তারপর যদি ফতওয়াই হয়, তবুও এটা তাঁর একক মত। আর তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. বলেন, لا تقبل تفردات شيخنا[১৬৪৬] অর্থাৎ, আমাদের শায়খের একক উক্তিগুলো গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং তাঁর ইবারতের ভিত্তিতে উম্মতের বিপরীত ফতওয়া দেওয়া মুশকিল।

আহকার দীর্ঘদিন পর্যন্ত শায়খ ইবনে হুমাম রহ.-এর উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব অন্বেষণ করছিলো। তবে সফল হয়নি। তারপর সৃষ্টিকর্তার তাওফিকে এই জবাব বুঝে এসেছে যে, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[১৬৪৭] হাদিসে من সবব বা কারণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, যেসব আত্মীয়ের হারাম হওয়ার কারণ মোটামুটি বংশ, সেগুলো দুধপানের ক্ষেত্রেও হারাম। বংশ যেমনভাবে বংশীয় আত্মীয়দের মাঝে হারাম হওয়ার কারণ হয়, এমনভাবে শ্বশুরালয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বংশ মোটামুটি হারাম হওয়ার কারণ হয়, এর বিস্তারিত বর্ণনা হচ্ছে, শ্বশুর দুটি জিনিস দ্বারা গঠিত। একটি বংশ অপরটি দাম্পত্য সম্পর্ক। যদি এগুলোর মধ্য হতে একটিও অবিদ্যমান হয়, তখন শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। ছেলের স্ত্রী এজন্য হারাম যে, সে যার স্ত্রী সে তার ছেলে। সুতরাং ছেলের সংগে যে বংশীয় সম্পর্ক সেটাও তার স্ত্রী হারাম হওয়ার একটি কারণ। এতে বুঝা গেলো, সমস্ত শ্বশুরালয়ের সম্পর্কে বংশও মোটামুটি হারাম হওয়ার কারণ হয়। হাদিসের আওতায় আসার জন্য এটুকু বিষয় যথেষ্ট।

এই জবাবটি বুঝে এসেছিলো, কিন্তু কোথাও বর্ণিত দেখিনি, অবশেষে আল বাহরুর রায়েকে[১৬৪৮] আল্লামা ইবনে নুজায়ম রহ.-এর সুস্পষ্ট একটি বর্ণনা নজরে পড়লো। তাতে তিনি ওপরযুক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এই হাদিসে নসব বা বংশ দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক দুটিই। এর

[১৬৪১] রদ্দুল মুহতার : ২/৪০৫, باب الرضاع। -সংকলক।

[১৬৪২] ২/৬২, وحلائل أبنائكم الخ এর অধীনে। -সংকলক।

[১৬৪৩] ৫/১১৬।

[১৬৪৪] তাফসিরুল কোরআনিল আজিম : ১/৪৭২।

[১৬৪৫] অবশ্য হাফেজ ইবনে কাইয়িম রহ. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখেন, তাঁর সম্পর্কে আমাদের শায়খ নীরব রয়েছেন। আরো বলেছেন, যদি কেউ হারাম না হওয়ার কথা বলে থাকেন, তবে সেটি অধিক শক্তিশালী। জাদুল মা'আদ : ৫/৫৫৭, ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة। -সংকলক।

[১৬৪৬] বিষয়টি উল্লেখ করেছেন শায়খ বিন্নৌরি রহ. মা'আরিফুস সুনানে (১/৫৫, باب في التسمية عند الوضوء)। -সংকলক।

[১৬৪৭] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৩৯, باب يحرم من الرضاع الخ। হজরত আয়েশা রা. এর সূত্রে। -সংকলক।

[১৬৪৮] ৩/২২২, কিতাবুর রিজা'। -সংকলক।

ফলে স্বীয় এই জবাবটির সমর্থন পাওয়া গেলো। তারপর আল আরফুশ শাজিতেও[১৬৪৯] এই প্রশ্নের এই জবাব পাওয়া গেলো।

আলহামদু লিল্লাহ!

এখন বাকি আছে আয়াত প্রসংগ। এর জবাব স্পষ্ট যে, বিরোধী অর্থ দলিল নয়। তাছাড়া হিদায়া গ্রন্থকার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যে, الذين من اصلابكم আয়াতের শর্ত (কয়েদ) পোষ্যপুত্রকে বের করে দেওয়ার জন্য।[১৬৫০] অর্থাৎ, (পোষ্য) পুত্রের স্ত্রী হারাম না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لَبَنِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ-২ : পুরুষের দুধ সম্পর্কে (মতন পৃ. ২১৮)

١١٥١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهٗ حَتّٰى أَسْتَأْمِرَ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه و سلم فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه و سلم فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهٗ عَمُّكِ قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ فَإِنَّهٗ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.

১১৫১। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বললেন, আমার দুধচাচা এসে আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে আমি তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম, যতোক্ষণ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি যেনো তোমার নিকট প্রবেশ করেন। কেনোনা, তিনি তো তোমার চাচা। আয়েশা রা. বললেন, আমাকে দুধপান করিয়েছেন মহিলা, পুরুষ তো দুধপান করাননি? জবাবে তিনি বললেন, তিনি তোমার চাচা। তিনি যেনো তোমার নিকট প্রবেশ করেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা নরের দুধকে মাকরূহ মনে করেছেন। এ ব্যাপারে হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিস মৌলিক। অনেক আলেম নরের দুধপানের অবকাশ দিয়েছেন। তবে প্রথম উক্তিটি আসাহ।

١١٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهٗ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهٗ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرٰى غُلَامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ ؟ فَقَالَ لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ (وَهٰذَا تَفْسِيْرُ لَبَنِ الْفَحْلِ)

১১৫২। **অর্থ :** আব্বাস রা.কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যার দুটি বাঁদি ছিলো। তাদের একজন একটি মেয়েকে দুধপান করিয়েছিলো। অপরজন পান করিয়েছিলো একটি ছেলেকে। এই ছেলের জন্য কি সে মেয়েকে বিয়ে করা হালাল হবে? তখন তিনি বললেন, না। কেনোনা, দুধ সৃষ্টি হয়েছে একই ব্যক্তির সংগম ও বীর্যের কারণে।

[১৬৪৯] ৩৬৮ باب ما جاء يحرم من الرضاع الخ। -সংকলক।

[১৬৫০] হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ৩/৩১২, الرضاع। -সংকলক।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদিসটি হলো মৌলিক। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

লাবানুল ফাহ্‌ল একটি ফিক্‌হি পরিভাষা। অর্থাৎ, সেই হুরমতে রিজা'আত যেটি দুধবাপের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। যেমন, দুধ সম্পর্কীয় ফুফু, দুধ সম্পর্কীয় চাচা এবং দুধ সম্পর্কীয় দাদা-দাদি।

প্রথমদিকে এই মাসআলাতে কিছু মতপার্থক্য ছিলো। অনেক সাহাবি যেমন, ইবনে উমর, জাবের, রাফে' ইবনে খাদিজ, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. এবং তাবেয়িনে কেরাম প্রমুখ যেমন– সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আতা ইবনে ইয়াসার, মাকহুল, ইবরাহিম নাখয়ি, আবু কিলাবা, আয়াস ইবনে মুয়াবিয়া, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সালেম, হাসান বসরি এবং ইবরাহিম ইবনে উলাইয়া রহ. এর প্রবক্তা ছিলেন যে, এসব আত্মীয় হারাম নয়। হজরত আয়েশা রা., শাবি এবং দাউদ জাহেরি হতেও এক একটি বর্ণনা অনুরূপ আছে। অথচ তাঁদের দ্বিতীয় বর্ণনা ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশের মাজহাব মুতাবিক এসব আত্মীয় হারাম।[১৬৫১]

প্রশ্ন : যারা হারামের পক্ষে না, তাদের দলিল وامهتكم اللاتى ارضعنكم[১৬৫২] এতে لم শব্দের উল্লেখ আছে। তবে ফুফু প্রমুখের উল্লেখ নেই। অথচ বংশীয় আত্মীয়দের মধ্যে তাদেরও উল্লেখ আছে। এতে বুঝা গেলো, এসব আত্মীয় হারাম নয়।

জবাব : এই দলিলটি تخصيص الشئ بالذكر এর শামিল। যা ভিন্ন জিনিস হতে হুকুম না হওয়া বুঝায় না। সুতরাং এটি দলিল নয়।[১৬৫৩]

যারা হারামের প্রবক্তা তাদের দলিল এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা। এতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আশিয়া রা.-এর দুধ সম্পর্কীয় চাচাকে তাঁর সামনে আসার অনুমতি দিতে গিয়ে বলেছেন, فليلج عليك فانه عمك[১৬৫৪] অর্থাৎ, তিনি যেনো তোমার নিকট প্রবেশ করেন। কেনোনা, তিনি তোমার চাচা।

তাছাড়া যারা হারাম বললেন, তাদের দলিল ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে,

انه سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال : لا اللقاح[১৬৫৫] واحد

[১৬৫১] দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/৯৭, باب لبن الفحل، كتاب النكاح । -সংকলক।

[১৬৫২] সূরা নিসা : আয়াত-২৩, পারা-৪। -সংকলক।

[১৬৫৩] অনেকে হারাম না হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেছেন যৌক্তিকভাবে যে, দুধ পুরুষ হতে বের হয় না। বের হয় মহিলা হতে। সুতরাং হুরমত পুরুষের দিকে ছড়িয়ে যায় কিভাবে। এর জবাব হলো, এটি নসের বিপরীত কিয়াস। সুতরাং এদিকে কর্ণপাত করা যাবে না। আরো বিস্তারিত দেখতে হলে দ্র., ফতহুল বারি : ৯/১৫১ باب لبن الفحل । -সংকলক।

[১৬৫৪] এই বর্ণনাটি শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বোখারি-মুসলিমে এসেছে। দ্র., বোখারি : ২/৭৬৪...., মুসলিম : ১/৬৬৭, كتاب الرضاع -সংকলক।

[১৬৫৫] শব্দটিতে লাম যবর সহকারে। পুরুষের বীর্যকে বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের দুইজনের প্রত্যেককেই যে দুধ পান করিয়েছে তার মূল হলো, পুরুষের বীর্য। -নিহায়া : ৪/২৬২, ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে। -সংকলক।

এই মতপার্থক্য ছিলো প্রথমযুগেই। পরবর্তীতে এর ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, এসব আত্মীয় হারাম।[১৬৩৬]

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

অনুচ্ছেদ–৩ : একবার ও দুইবার দুধ চুষলে হারাম না হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৮)

١١٥٣ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

১১৫৩। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার দু'বার শিশু মুখে দুধ নিলে তথা চুষলে তা হারামের কারণ হয় না।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উম্মুল ফজল, আবু হুরায়রা, জুবায়র ইবনুল আওয়াম ও ইবনে জুবায়র রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। একাধিক বর্ণনাকারি এ হাদিসটি হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা-আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনর। তিনি বলেছেন, একবার দু'বার দুধ চুষলে হুরমতে রিজা'আত প্রমানিত হয় না।

মুহাম্মদ ইবনে দিনার বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা-আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র-জুবায়র সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তাতে মুহাম্মদ ইবনে দিনার বসরি জুবায়র সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন বলে অতিরিক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। এটি সংরক্ষিত নয়। সহিহ হলো মুহাদ্দিসিনের মতে, ইবনে মুলাইকা-আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র-আয়েশা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح। আমি মুহাম্মদ রহ.কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বললেন, সহিহ হলো ইবনে 'জুবায়র-আয়েশা রা. সূত্রে'। বস্তুত মুহাম্মদ ইবনে দিনারের হাদিসে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, 'জুবায়র রা. হতে। তবে এটি হলো, মূলত হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা-জুবায়র রা.। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

আয়েশা রা. বলেছেন, কোরআনে কারিমে সুনির্দিষ্ট দশবার দুধপান করানোর বিষয়টি নাজিল হয়েছে। তারপর তা হতে পাঁচবারের বিষয়টি রহিত করা হয়েছে। এখন অবশিষ্ট আছে সুনির্দিষ্ট পাঁচবার দুধপান করার বিষয়টি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন, এ অবস্থায় মুসা আনসারি-মা'কিল-মা'ন-আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর-আমরা-আয়েশা রা. সূত্রে। হজরত আয়েশা রা. ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক স্ত্রী এর ওপর ফতওয়া দিতেন। এটি শাফেয়ি ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। ইমাম আহমদ রহ. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ি মতপোষণ করেছেন যে, একবার

[১৬৩৬] লাবানুল ফাহল অর্থাৎ, এসব আত্মীয়ের হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমায়ের উক্তি আহকার পেলো না। বাহ্যত এটাই সঠিক মনে হয় যে, হুরমত যদিও অধিকাংশের উক্তি কিন্তু এর ওপর ইজমা নেই। এজন্য হাফেজ রহ.ও এটাকে অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। দ্র., ফতহুল বারি : ৯/১৫১। আল্লামা আইনি রহ.ও এই মাসআলায় মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে ঐকমত্যের বর্ণনা দেননি। দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/৯৭। তাছাড়া আল্লামা ইবনে হাজম রহ. স্বীয় গ্রন্থ মারাতিবুল ইজমায়ে (৬৭) লিখেন, নরের দুধের বিষয়ে (এসব আত্মীয়তার সম্পর্ক হারাম হওয়ার ব্যাপারে) ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। -সংকলক।

দু'বার দুধ চুষলে হুরমতে রিজা'আত প্রমাণিত হয় না। তিনি আরো বলেছেন, যদি কোনো মত অবলম্বনকারি পাঁচবার দুধপান করার ক্ষেত্রে হজরত আয়েশা রা.-এর উক্তি গ্রহণ করে, তবে সেটি হবে শক্তিশালী মাজহাব এবং তিনি এ প্রসঙ্গে কোনো উক্তি করতে দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম এবং অনেক আলেম বলেছেন, দুধপান কম হোক বা বেশি– এর ফলে হুরমতে রিজা'আত তখন প্রমাণিত হয়, যখন তা পেট পর্যন্ত পৌছে। এটি সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, আওজায়ি, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ওয়াকি' ও কুফাবাসীর মত। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা। তার উপনাম হলো, আবু মুহাম্মদ। আবদুল্লাহ রহ. তাকে তায়েফের বিচারপতি নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

ইবনে জুরায়জ ইবনে আবু মুলায়কা হতে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি ৩০ জন সাহাবিকে পেয়েছি।

عن[১৬৫৭] عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحرم المصة ولا المصتان

এক বর্ণনা ولا الإملاجة ولا الاملاجتان অতিরিক্ত শব্দও এসেছে।[১৬৫৮] مصة হলো ইসমে মাররা। مص يمص হতে গৃহীত। অর্থাৎ, চোষা। যা শিশুর কাজ। পক্ষান্তরে إملاج এর অর্থ হলো, প্রবিষ্ট করানো। যা দুগ্ধদানকারিণীর কাজ। অর্থাৎ, দুগ্ধদানকারিণী কর্তৃক স্তন শিশুর মুখে প্রবিষ্ট করানো।

এই মাসআলাতে মতপার্থক্য আছে যে, দুগ্ধপান কতটুকু পরিমাণ হারামকারি হয়। এতে চারটি মাজহাব আছে।

১. প্রথম মাজহাব হলো, দুগ্ধপানের প্রতিটি পরিমাণই হারামকারি। কম হোক বা বেশি। আবু হানিফা তাঁর ছাত্রগণ, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালেক, আওজায়ি, লাইছ ইবনে সাদ, হাকাম, তাউস, মাকহুল, আতা, সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব এবং হাসান বসরি রহ.-এর মাজহাব। ইমাম আহমদ রহ.-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনাও অনুরূপ।

২. দ্বিতীয় মাজহাব হলো, হারাম কমপক্ষে তিনবার দুগ্ধপান করার দ্বারা প্রমাণিত হয়। আবু উবায়দ, ইসহাক, আবু সাওর, ইবনুল মুনজির এবং দাউদ জাহেরি প্রমুখের মাজহাব এটাই। আহমদ রহ.-এর এক বর্ণনাও এমনটি। তাঁদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এতে একবার ও দুইবার দুধ চোষাকে হারামকারি নয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যার বিপরীত অর্থ হলো, তিনবার চোষণ হারামের কারণ।[১৬৫৯]

৩. তৃতীয় মাজহাব হলো, পাঁচবারের চেয়ে কম দুধপান করার ফলে হারাম হয় না। আর এই পাঁচবারও বিভিন্ন সময়ে হওয়া চাই। তন্মধ্য হতে প্রতিবার তৃপ্তিদায়ক পান আবশ্যক। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাবও

[১৬৫৭] সহিহ মুসলিম : فصل لا تحرم المصة ولا المصتان الخ ،٤٦٨/١, আবু দাউদ : ১/২৮২, باب هل يحرم ما دون خمس رضعات। -সংকলক।

[১৬৫৮] সহিহ মুসলিম : ১/৪৬৮-৪৬৯, مصتان বিশিষ্ট বর্ণনা (আয়েশা রহ.-এর হাদিস) স্বতন্ত্রভাবে এবং إملاجتان বিশিষ্ট হাদিস (উম্মে ফজল রা.-এর হাদিস) স্বতন্ত্রভাবে এসেছে। অথচ সহিহ ইবনে হাব্বানে (النوع ٣١ من القسم الثالث) দুটি শব্দই এক বর্ণনায় একত্রে এসেছে। যেটি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র-তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে। তবে ইমাম তিরমিযী রহ. এটিকে অসংরক্ষিত সাব্যস্ত করেছেন। দ্র., নসবুর রায়া : ৩/২১৭-২১৮, كتاب الرضاع। -সংকলক।

[১৬৫৯] এ দুটি মাজহাবের জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/৯৬, باب من قال لا رضاع بعد الحولين -সংকলক।

এটাই। ইমাম আহমদ রহ.-এরও দ্বিতীয় বর্ণনা এমনটি।[১৬৬০] হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস তাঁদের দলিল। তিনি বলেন,

أنزل في القرآن عشر رضع معلومات، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك

এই বর্ণনাটি সহিহ মুসলিমেও এসেছে।[১৬৬১]

৪. চতুর্থ মাজহাব হলো, দশবারের চেয়ে কম দুধপান করলে হারাম সাব্যস্ত হবে না। এটি হজরত হাফসা রা.-এর মাজহাব।[১৬৬২] তাছাড়া আয়েশা রা. হতেও বর্ণিত আছে।[১৬৬৩]

জমহুরের দলিলসমূহ নিম্নেযুক্ত–

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী وامهتكم اللاتى ارضعنكم[১৬৬৪]। এতে সাধারণ দুধপানকে হারাম করার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কম-বেশির কোনো পার্থক্য হয়নি। বস্তুত কিতাবুল্লাহর ওপর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা খাস করা এবং শর্তারোপ করার মাধ্যমে কোনো পরিবর্ধন করা যায় না। এই আয়াত দ্বারা অধিকাংশের দলিল এবং এর ওপর উত্থাপিত সংশয়গুলো ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. আহকামুল কোরআনে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[১৬৬৫]

২. তাছাড়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [১৬৬৬] এতেও সাধারণ দুধপানকে হারামকারি সাব্যস্ত করা হয়েছে। কম-বেশির কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

৩. ওপরযুক্ত বর্ণনাটি আবু হানিফা রহ. হাকাম ইবনে উতায়বা-কাসেম ইবনে মুখায়মিয়া-শুখায়মিরা-শুরাইহ ইবনে হানি-আলি ইবনে আবু তালেব রা. সূত্রে এভাবে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره[১৬৬৭]। এই বর্ণনাটি যেখানে অধিকাংশের মাজহাবের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, সেখানে এর বর্ণনাকারিগণও সেকাহ মজবুত। আবু হানিফা রহ. ব্যতীত সবাই সহিহ মুসলিমের বর্ণনাকারি।

[১৬৬০] ফতহুল কাদির : ৩/৩০৫. كتاب الرضاع। -সংকলক।

[১৬৬১] দ্র., (১/৪৬৯, فصل لا تحرم المصة)। -সংকলক।

[১৬৬২] যেমন, মুয়াত্তা মালিকের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মালেক-নাফে'-সফিয়্যা বিনতে আবু উবায়দ সূত্রে বর্ণিত যে, হজরত উম্মুল মু'মিনিন হাফসা রা. আসেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ রা.কে তাঁর বোন ফাতেমা বিনতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন দশবার তাকে দুধপান করানোর জন্য। যাতে তিনি তার নিকট প্রবেশ করতে পারেন। তখন আসেম ছিলেন ছোট দুগ্ধপোষ্য। তখন হজরত ফাতেমা রা. তাই করেছেন। ফলে আসেম তার নিকট প্রবেশে করতেন। (৫৩৬, باب رضاعة الصغير)। -সংকলক।

[১৬৬৩] আয়েশা রা. হতে এই মাসআলাতে তিনটি উক্তি বর্ণিত আছে, ১. দশবার দুধপান করা। ২. সাতবার। ৩. পাঁচবার। দ্র., উমদা : ২০/৯৬, باب من قال لا رضاع بعد الحولين। -সংকলক।

[১৬৬৪] সূরা নিসা : আয়াত-২৩, পারা-৪। -সংকলক।

[১৬৬৫] দ্র., ২/১২৪-১২৬, مطلب اختلاف السلف في التحريم بقليل الرضاع। -সংকলক।

[১৬৬৬] সুনানে নাসায়ি : ২/৮১, ما يحرم من الرضاع। -সংকলক।

[১৬৬৭] জামিউল মাসানিদ-খারিজমি : ২/৯৭, الباب الثالث والعشرون في النكاح, উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনিফা : ১/১৫৯, باب الرضاع। -সংকলক।

৪. সুনানে নাসায়িতে[১৬৬৮] কাতাদা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كتبنا إلى ابراهيم بن يزيد النخعى نسأله عن الرضاع، فكتب ان شريحا حدثنا ان عليا رضى الله عنه وابن مسعود رضى الله عنه كانا يقولان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره''

৫. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে[১৬৬৯] ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ما كان من الحولين وان كانت مصة واحدة فهي تحرم

৬. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[১৬৭০] আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে এমন একটি হাদিস বর্ণিত আছে, যা থেকে স্পষ্ট আকারে বুঝা যায় যে, দুধপানের কম-বেশি সব পরিমাণই হারামকারি।

৭. পরবর্তী অনুচ্ছেদে (في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع) হজরত উকবা ইবনে হারেছ রা.-এর একটি হাদিস আসছে, যেটি সহিহ বোখারিতেও[১৬৭১] আছে। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র اني قد ارضعتكما শুনে دعها عنك এর নির্দেশ দিয়েছেন। একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, কতবার দুধপান করা হয়েছে।

৮. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[১৬৭২] বহু আছর এমন বর্ণিত আছে, যেগুলো সব ধরনের কম-বেশি পরিমাণ হারামকারি হওয়ার কথা বুঝায়।

অবশিষ্ট আছে– এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এটি হজরত আলি রা.-এর ওপরযুক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা গৃহীত হয়ে গেছে। যার দলিল হচ্ছে, জাসসাস রহ. আহকামুল কুরআনে[১৬৭৩] স্বীয় সনদে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর এই আছর বর্ণনা করেছেন যে, কেউ তাঁর সামনে لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان উল্লেখ করলেন, তখন তিনি বললেন– قد كان ذلك فاما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم

মানসুখ হওয়ার আরেকটি দলিল এটিও যে, সহিহ মুসলিমে[১৬৭৪] হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিসের শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن''

অথচ উসমান রা.-এর মুসহাফসমূহে কোথাও خمس رضعات শব্দ নেই। যা এর সুস্পষ্ট দলিল যে, এই শব্দগুলোও পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।

[১৬৬৮] ২/৮২, القدر الذي يحرم من الرضاع। -সংকলক।

[১৬৬৯] পৃষ্ঠা-২৭৬, باب الرضاع।

[১৬৭০] ৭/৪৬৬, নং-১৩৯১১, باب القليل من الرضاع। -সংকলক।

[১৬৭১] ২/৭৬৪-৭৬৫, كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة। -সংকলক।

[১৬৭২] দ্র., ৭/৪৬৭-৪৭০। -সংকলক।

[১৬৭৩] ২/১৫২, مطلب اختلف السلف في التحريم بقليل الرضاع। -সংকলক।

[১৬৭৪] ১/৪৬৯।

অবশিষ্ট আছে এ হাদিসের শব্দাবলি-فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأمن القران । এ সম্পর্কে তাহাবি রহ. মুশকিলুল আছারে বলেছেন যে, এই অতিরিক্ত অংশটুকু আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের একক বর্ণনা। আমরার দ্বিতীয় ছাত্র ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আনসারি[১৬৭৫] এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মদ যিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর হতেও বড় হাফেজ- এটি বর্ণনা করেন। সুতরাং এটা আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের ভুল।

যদি এটাকে বিশুদ্ধ স্বীকার করা হয়, তবুও وهي فيما يقرأ من القرآن এর অর্থ কারো মতেই এটা নয় যে, পাঁচবার দুধপান শেষসময় পর্যন্ত কোরআনে কারিমের অংশ ছিলো। বরং অর্থ হচ্ছে, এসব শব্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের কয়েকদিন আগে মাত্র রহিত হয়েছে। এজন্য অনেক সাহাবি এগুলো রহিত হওয়া সম্পর্কে জানতে পারেননি। এ কারণে অনেক সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত কোরআন হিসেবে এসব শব্দ পাঠ করতে থাকেন। আল্লামা নববি রহ. এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।[১৬৭৬]

হজরত শাইখুল হিন্দ রহ.ও এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন।[১৬৭৭] তা না হলে স্পষ্ট বিষয় হলো যে, হজরত আয়েশা রা.-এর উদ্দেশ্য যদি এই হতো যে, এসব শব্দ রহিত হয়ে গেছে, তাহলে এগুলোকে তিনি মুসহাফে শামিল করানোর চেষ্টা করবেন না- এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

আর এটাও সম্ভব যে, নববি যুগের একদম শেষদিকে রহিত হওয়ার কারণে স্বয়ং হজরত আয়েশা রা.ও এ সম্পর্কে জানতে পারেননি। এটা কোনো অযৌক্তিক বিষয় নয়।

অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী এর জবাবে এই বলেন যে, এসব শব্দ যে রহিত হয়েছে, এটাতো স্বীকৃত। তবে এটির শুধু পাঠ রহিত হয়েছে। হুকুম রহিত হয়নি। তবে আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে আসল হলো শব্দের সংগে সংগে হুকুম রহিত হওয়া। শব্দ রহিত হওয়ার পর হুকুম রহিত না হওয়া কোনো দলিলের ওপর ভিত্তি করেই হয়।[১৬৭৮] অথচ এখানে দলিল মওজুদ নেই; বরং এর বিপরীত দলিলাদি উল্লেখ হয়েছে।

باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

অনুচ্ছেদ-৪ : দুধপানের ক্ষেত্রে মাত্র একজন মহিলার সাক্ষ্য প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৮)

١١٥٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : (وَسَمِعْتُهُ عَنْ عُقْبَةَ وَلٰكِنِّيْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ) قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ.

[১৬৭৫] ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ রহ.-এর বর্ণনার জন্য দ্র., মুসলিম : ১/৪৬৯। -সংকলক।

[১৬৭৬] শরহে নববি : ১/৪৬৮। -সংকলক।

[১৬৭৭] দ্র., আনওয়ারুল মাহমুদ-নাজিবাবাদী : ২/৯, ছাপা দিল্লি, ১৩৫৬ হিজরি।

[১৬৭৮] ফতহুল কাদির : ৩/৩০৬, كتاب الرضاع । -সংকলক।

১১৫৪। **অর্থ :** হজরত উকবা ইবনে হারেস রা. বলেন, উবায়দ বলেন, আমি এটি উকবা হতে শুনেছি। তবে উবায়দের হাদিসটি আমি বেশি মুখস্থ রেখেছি। তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। তারপর আমাদের নিকট এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এলো, সে বললো, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। তারপর আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমি বিয়ে করেছি অমুকের কন্যা অমুককে। তারপর এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বললো, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। অথচ সে মিথ্যাবাদী। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হতে মুখ ফিরিয়ে ফেললেন। বর্ণনাকারি বললেন, তারপর আমি তাঁর চেহারা যেদিকে সেদিকে দিয়ে সামনে এলাম এবং তাঁকে বললাম, সে মহিলা মিথ্যাবাদিনী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কিভাবে হয়, অথচ সে মহিলা দাবি করছে যে, সে তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছে! তুমি তোমার কাছ হতে সে মহিলাকে ছেড়ে দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছে, উকবা ইবনে হারেস রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক বর্ণনাকারি এটি ইবনে আবু মুলায়কা-উকবা ইবনে হারিস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা তাতে 'উবায়দ ইবনে আবু মারইয়াম' শব্দটি উল্লেখ করেননি। তাতে 'তুমি তাকে তোমার কাছ হতে ছেড়ে দাও' এ কথাটিও উল্লেখ করেননি। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা দুধপান করানোর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন এক মহিলার সাক্ষ্যেরও।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, দুধপান করানোর ক্ষেত্রে এক মহিলার সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ এবং তার কাছ হতে কসম নেওয়া হবে। আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। আর অনেক আলেম বলেছেন, এক মহিলার সাক্ষ্য বৈধ হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত বেশি মহিলা না হয়। এটি ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা। তাঁর উপনাম দেওয়া হয়, আবু মুহাম্মদ। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. তাঁকে তায়েফের বিচারপতি নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ইবনে জুরাইজ ইবনে আবু মুলায়কা হতে বর্ণনা করেছেন, আমি ৩০জন সাহাবিকে পেয়েছি। আমি জারুদ ইবনে মুয়াজকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকি'কে বলতে শুনেছি, এক মহিলার সাক্ষ্য বিচারের ক্ষেত্রে দুধপান করানোর ক্ষেত্রে বৈধ হবে না। তাকে সতর্কতামূলক স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

দরসে তিরমিযী

عن عقبة بن الحارث، قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : اني قد ارضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت : اني قد ارضعتكما وهي كاذبة، قال : فأعرض عني قال : فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه، فقلت : انها كاذبة، قال : وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما! دعها عنك''

ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আওজায়ি রহ. প্রমুখের এই হাদিসের ভিত্তিতে মাজহাব হলো, দুধপানের ক্ষেত্রে এক মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট। যখন সে মহিলা নিজে দুগ্ধদানকারিণী হয়।

অধিকাংশের মতে, এক মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। তারপর মালেকিদের মতে দুই মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট। আবু হানিফা রহ.-এর মতে, সাক্ষ্যের নেসাব তথা দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা

আবশ্যক। অথচ শাফেয়ি রহ.-এর মতে, চার মহিলার সাক্ষী আবশ্যক। এটাই শাবি ও আতা রহ.-এর মাজহাবেও দলিল।[১৬৭৯]

হানাফিদের দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان[১৬৮০]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব, এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কতামূলক এই নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণে বোখারির বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ এসেছে– كيف وقد قيل دعها عنك[১৬৮১] অর্থাৎ, একটি কথা বলে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং স্ত্রীকে বিয়েতে কিভাবে রাখবে? কারণ, সন্দেহের অবস্থায় মজা ও আনন্দ হবে না। এর আরেকটি দলিল এটিও যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার হজরত উকবা রা.-এর কথা শুনে এর ওপর সিদ্ধান্ত দেননি, বরং বিমুখ হয়েছেন। যদি একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হতো, তাহলে তিনি তখনই হারাম হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

তাছাড়া শামসুল আয়িম্মা সারাখসি রহ. মাবসুতে বলেছেন যে, এই মহিলার এই সাক্ষ্য কারো মাজহাবেই আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। কেনোনা অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, উকবা ইবনে হারেছ রা.-এর সংগে এই মহিলার কোনো মনোমালিন্য হয়েছিলো। এই মনোমালিন্য ও কষ্টের পরে তিনি এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, এটা ছিলো শত্রুতামূলক সাক্ষ্য। যা কারো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।[১৬৮২] সুতরাং এই হাদিসটিতে হাম্বলিদের মতেও ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যক। সতর্কতা অবলম্বন ব্যতীত এর কোনো প্রয়োগক্ষেত্র নেই। এজন্য ইমাম বোখারি রহ.ও এই হাদিসটি বেচাকেনা পর্বে বাবু তাফসিরিল মুশতাবিহাতে উল্লেখ করেছেন।[১৬৮৩] যেটি কায়েম করা হয়েছে সতর্কতার ওপর আমল করার জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ فِي الصِّغَرِ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ–৫ : শুধুমাত্র দুধপান হারাম সাব্যস্ত করে দু'বছরের কম শিশুকালেই (২১৮)

١١٥٥ –عَنْ[১৬৮৪] أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عليه و سلم لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ[১৬৮৫] الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

[১৬৭৯] দেখুন, উমদাতুল কারি : ২০/৯৯, كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة , ফতহুল বারি : ৫/২৬৮-২৬৯, كتاب الشهادة، باب شهادة المرضعة । -সংকলক।

[১৬৮০] সূরা বাকারা : আয়াত-২৮২, পারা-৩। -সংকলক।

[১৬৮১] সহিহ বোখারি : ১/৩৬৩, كتاب الشهادة، باب شهادة المرضعة । -সংকলক।

[১৬৮২] মাবসূত সারাখসি : ৫/১৩৮, كتاب النكاح، باب الرضاع، اثبات الرضاع بشهادة النساء তে বলেন, এর দলিল হলো, এই সাক্ষ্যটি ছিলো শত্রুতা বা হিংসাবশত। কেনোনা বর্ণনাকারি বলেন, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা আমাদের নিকট এসে খাবার চাইলো। আমরা তাকে খাবার দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর সে মহিলা দুধপানের ব্যাপারে সাক্ষী দিতে এলো। সর্বসম্মতিক্রমে এমন সাক্ষ্য দ্বারা হারাম প্রমাণিত হয় না। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, এটা ছিলো সতর্কতামূলক পবিত্র থাকার জন্য। -সংকলক।

[১৬৮৩] সহিহ বোখারি : ১/২৭৫-২৭৬। -সংকলক।

[১৬৮৪] من فتقه: شوقه অর্থাৎ, সেটি খাদ্যের স্থান দখল করে। এর পদ্ধতি হলো দুধপানের সময় তা পান করবে। في الثدي শব্দটি فتق এর ফায়েল হতে হাল। অর্থাৎ, فائضا منها তথা মহিলার স্তন হতে প্রবাহিত হয়ে। স্তন হতে দুধ পান শর্ত নয়। কেনোনা, স্তন হতে দুধ বের করে শিশুর মুখে দিলেও দুধ সম্পর্কীয় হারাম প্রমাণিত হয়। মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার : ৪/৯৩। -সংকলক।

[১৬৮৫] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। সুনানে তিরমিযী : ৩/৪৫৮, নং-১১৫২। -সংকলক।

১১৫৫। অর্থ : উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হুরমতে রিজা'আত কার্যকর হয় না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে দুধ পাকস্থলিতে না পৌছে এবং দুধ ছাড়ানোর আগে পান না করে। অর্থাৎ, যদি শরিয়তের নির্ধারিত সময়ে মধ্যে পান করে তবেই হারাম হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এর ওপর আমল যে, হুরমতে রিজা'আত প্রমাণিত হয় শুধুমাত্র দু'বছরের কমে। পূর্ণ দু'বছরের পর এটি কোনোক্রমেই হুরমতে রিজা'আত দলিল করে না।

দরসে তিরমিযী

عن لم سلمة رضى الله عنها قالت : ''قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام''

অর্থাৎ, হুরমতে রেজাআত সে দুধ দ্বারাই প্রমাণিত হয়, যেটি শিশুর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে খাদ্য হয়। এর উপস্থিতিতে অন্য কোনো খাবারের প্রয়োজন হয় না। এ হাদিসটি এর সুস্পষ্ট দলিল যে, হুরমতে রেজাআত দুধপানের মেয়াদেই প্রমাণিত হয়, এর পরে নয়। এটাই অধিকাংশের উক্তি।

তবে আল্লামা ইবনে হাজম রহ.-এর মাজহাব হলো, দুধপানের কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। বরং দুধপান শৈশবে হোক কিংবা বয়স্ক হওয়ার পর, সর্বাবস্থায় তা হারামকারি।[১৬৮৬] তাছাড়া তাঁদের মতে, দুধপানকারির জন্য আবশ্যক হলো, সরাসরি মুখে চুষে দুধপান করা। সুতরাং পাত্র ইত্যাদিতে বের করা দুধ দ্বারা তাঁদের মতে হুরমতে রেজাআত প্রমাণিত হবে না।[১৬৮৭]

তাঁদের দলিল হজরত আয়েশা রা.-এর হাদিস,

عن[১৬৮৮] سالما مولى ابي حذيفة كان مع ابى حذيفة واهله في بيتهم، فأتت يعني بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت : ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفس ابى حذيفة من ذلك شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ارضعيه تحرمي عليه و يذهب الذي في نفس ابى حذيفة، فرجعت اليه، فقالت : اني قد ارضعته، فذهب الذي في نفس ابى حذيفة''

'আবু হুজায়ফা রা.-এর আজাদকৃত গোলাম সালেম আবু হুজায়ফা রা. ও তাঁর পরিবারের সংগে তাদের ঘরে ছিলেন। তারপর সুহাইলের কন্যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, সালেম পুরুষ যেখানে পৌছে সেখানে পৌছে গেছে (বালেগ হয়ে গেছে) এবং পুরুষরা যা বুঝে সেও তা বুঝে ফেলেছে। সে আমাদের নিকট আসে। আমি মনে করি এ ব্যাপারে আবু হুজায়ফা রা.-এর মনে কিছু (কুধারণা) প্রবেশ করেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও। তুমি তার ওপর হারাম হয়ে যাবে এবং আবু হুজায়ফার মনে যে কুধারণা তা খতম হয়ে যাবে। তখন তিনি তার নিকট গিয়ে বললেন, আমি তাকে দুধপান করিয়েছি। তখন আবু হুজায়ফা রা.-এর মনের ধারণা খতম হয়ে যায়।'

[১৬৮৬] আল-মুহাল্লা : ১/১৭-১৯, رضاع الكبير, নং-১৮৬৯। -সংকলক।

[১৬৮৭] সূত্র ওই। (১০/৭, صفة الرضاع المحترم)। -সংকলক।

[১৬৮৮] সহিহ মুসলিম : ১/৪৬৯। -সংকলক।

তবে তাবাকাতে ইবনে সা'দে ওয়াকিদীর একটি বর্ণনায় সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, হজরত সাহলা বিনতে সুহাইল রা. একটি পাত্রে নিজের দুধ বের করে নিতেন যা সালেম পান করে নিতেন। পরে তিনি তার নিকট প্রবেশ করতেন খোলামেলা অবস্থায়। কেনোনা, সাহলা বিনতে সুহায়লের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে এ ব্যাপারে অবকাশ ছিলো।[১৬৮৯]

এই সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা যেখানে বুঝা গেলো যে, হজরত সাহলা রা. সরাসরি দুধপান করাননি। সেখানে এটাও বুঝা গেলো যে, বড় হওয়ার পর হারাম সাব্যস্ত হওয়া ছিলো হজরত সাহলা রা.-এর বৈশিষ্ট্য। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এতে কোনো ব্যাপকতা নেই। অথচ এ অনুচ্ছেদের হাদিস যেটি অধিকাংশের দলিল, সেটি মৌলিক নীতির মর্যাদা নীতির মর্যাদা রাখে।

দুধপানকাল সংক্রান্ত ফুকাহায়ে কেরামের মাজহাব

তারপর অধিকাংশের মাঝে দুধপানকালের সীমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে। অধিকাংশের মাজহাব হলো, দুধপানের সর্বোচ্চ পূর্ণ মেয়াদকাল দুই বছর। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাব। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে দুই বছর দুই মাস।[১৬৯০] আবু হানিফা রহ.-এ মতে দুধপানের মেয়াদকাল আড়াই বছর। ইমাম জুফার রহ.-এর মতে দুধপানের পূর্ণ মেয়াদ হলো তিন বছর।[১৬৯১]

অধিকাংশের দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী,

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين[١٦٩٢]

তাছাড়া ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا رضاع الا ما كان في الحولين[١٦٩٣]

আবু হানিফা রহ. والوالدات يرضعن اولا دهن حولين كاملين আয়াত দ্বারা অধিকাংশের দলিলের এই জবাব দেন যে, দু'বছর উল্লেখ করার ফলে এটা আবশ্যক হয় না যে, দু'বছরের পর দুধপান ঠিক নয়। বরং আগে فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما তে فان এর ফা পরিণতিবোধক। যা এর দলিল যে, দুই বছরের পরে দুধ ছাড়ানো হবে। যা থেকে বুঝা গেলো যে, দুই বছরের পরেও দুধপান হতে পারে। এতে

[১৬৮৯] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৮/২৭১, في تسمية النساء المسلمات المبايعات من قريش وترجمة سهلة। তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও আল-ইসাবাতে (৪/৩২৯) হজরত সাহলা রা.-এর জীবনীতে একথা উল্লেখ করেছেন। তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/৪৯। -সংকলক।

[১৬৯০] ইমাম মালেক রহ.-এর এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনা আছে, ১. অধিকাংশের মত। ২.দুই বছর এক মাস। ৩. মূলপাঠে তথা মূল বক্তব্যে বর্ণিত। ৪. আবু হানিফা রহ.-এর মত। ৫. দুই বছর এবং অতিরিক্ত এতোটুকু সময় যাতে শিশু অন্য খাবারে অভ্যস্ত হতে পারে। ফতহুল কাদির : ৩.৩০৭, ফতহুল বারি : ৯/১৪৬, باب من قال لا رضاع بعد حولين। -সংকলক।

[১৬৯১] ফতহুল কাদির : ৩/৩০৭, كتاب الرضاع। -সংকলক।

[১৬৯২] সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৩, পারা-২। -সংকলক।

[১৬৯৩] সুনানে দারাকুতনি : ৪.১৭৪, নং-১০ الرضاع এবং তিনি বলেছেন, এটিকে সনদ সহকারে ইবনে উয়ায়না হতে হাইছাম ইবনে জামিল ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। হাইছাম সেকাহ হাফেজ।

ইমাম নাসায়ি রহ. বলেন, হাইছাম ইবনে জামিলকে ইমাম আহমদ আজালি, ইবনে হাব্বান প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি সেকাহ বলেছেন। তিনি হাফেজ ছিলেন তবে তিনি এ হাদিসটিকে মারফু' করার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। সহিহ হলো, এটি আব্বাস রা.-এর মাওকুফ। নসবুর রায়া : ২/২১৯। এ গ্রন্থটি দ্র.। -সংকলক।

বুঝা গেলো, এই আয়াতটি দুধপানের মেয়াদের সীমা নির্ধাণের জন্য আসেনি। বরং এর দ্বারা এটা বলা উদ্দেশ্য যে, যার সন্তান তথা পিতার দায়িত্বে দুগ্ধদানকারিণীর খোরপোষ দুই বছরের গণ্ডিতে আবশ্যক, এর অধিক না।[১৬৯৪]

অধিকাংশের একটি দলিল নিম্নেযুক্ত আয়াতও- وحمله وفصاله ثلاثون شهرا[১৬৯৫] অর্থাৎ, গর্ভধারণের ন্যূনতম মেয়াদ হলো ছয় মাস। সুতরাং দুধ ছাড়ানোর জন্য অবশিষ্ট রইলো দুই বছর।[১৬৯৬]

আবু হানিফা রহ.-এর দলিলও এই আয়াতটিই। হিদায়া গ্রন্থকার এই দলিলটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে দুটি জিনিসের কথা উল্লেখ করে এগুলোর মেয়াদ একটি বর্ণনা করেছেন। যার দাবি এই ছিলো যে, গর্ভধারণ ও দুধপান প্রত্যেকটির মেয়াদই হবে ত্রিশ মাস। যেমন, দুই ঋণের জন্য নির্ধারিত সময়। তবে গর্ভধারণের ক্ষেত্রে সময় হ্রাসকারি দলিল পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা। لا يكون الحمل اكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل[১৬৯৭] অর্থাৎ, গর্ভধারণ (কাল) দুই বছরের বেশি হয় না যদিও চরকার ছায়া পরিবর্তিত হওয়ার পরিমাণ সময়ও হোক না কেনো (ফতহুল কাদিরে ইবারতটি আছে, قول عائشة الولد لا يبقى في بطن امه اكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل- وفي رواية ولو بقدر ظل مغزل - এ কারণে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ মেয়াদ দুই বছর হলো।[১৬৯৮] শাহ সাহেব রহ. বলেন, হিদায়া গ্রন্থকার এখানে যে জবাবটি দিয়েছেন, এটি মোটেও সামঞ্জস্যশীল নয়। কেনোনা, এখানে হজরত আয়েশা রা.-এর আছর দ্বারা আয়াত রহিত হওয়া আবশ্যক হয়[১৬৯৯] যা ঠিক নয়।

সুতরাং নাসাফি রহ.-এর জবাবটি বিশুদ্ধ। তিনি বলেছেন যে, حمله এর অর্থ حمل على الايدى। যেনো, এই আয়াতে এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, দুধপানের মেয়াদ আড়াই বছর। যেটি সাধারণত শিশুদেরকে কোলে রাখারও কাল।[১৭০০] এর ওপর যদি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, حملته امه كرها ووضعته كرها[১৭০১] আয়াতে

[১৬৯৪]এই জবাবটির জন্য দ্র., ফতহুল কাদির : ৩/৩০৯, তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/৫৩-৫৪, مسألة مدة الرضاع। -সংকলক

[১৬৯৫] সূরা আহকাফ : আয়াত-১৫, পারা-২৬। -সংকলক।

[১৬৯৬] ফতহুল কাদির : ৩/৩০৯। -সংকলক।

[১৬৯৭] সুনানে দারাকুতনি : ৩/২২, নং-২৮০ باب المهر, সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৭/৪৪৩, كتاب العدد، باب ما جاء في اكثر الحمل। হজরত আয়েশা রা. এ আছরটি যদিও মাওকুফ। তা সত্ত্বেও কিয়াস অনুভূত না হওয়ার কারণে মারফু' পর্যায়ভুক্ত। -সংকলক।

[১৬৯৮] দ্র., হিদায়া : ফতহুল কাদিরসহ : ৩/৩০৮, কিতাবুর রিজা'। -সংকলক।

[১৬৯৯] কেউ যদি এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, আয়েশা রা.-এর আছর নাসেখ নয়। বরং খাসকারি। তবে এর জবাব আমরা এই দেবো যে, খাস করা হয় আমের মধ্যে, অথচ আয়াতে সংখ্যার উল্লেখ আছে যেটি খাসের শামিল। সুতরাং আছরটি রহিতকারিই হবে খাসকারি নয়। ফয়জুল বারি : ৪/২৭৮, باب من قال لا رضاع بعد الحولين। -সংকলক।

[১৭০০] নাসাফি রহ. এই জবাবটি আবু হানিফা রহ.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। দ্র., তাফসিরে মাদারিক : ৫/২৫। তবে ফয়জুল বারিতে (৪/২৭৮) এই জবাবটি জমখশরির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তবে জমখশরির কাশশাফে এই জবাব পাওয়া গেলো না। -সংকলক।

[১৭০১] সূরা আহকাফ : আয়াত-১৫, পারা-২৬। -সংকলক।

স্পষ্ট হলো, حمل দ্বারা উদ্দেশ্য গর্ভে সন্তান ধারণ, হাতে-কোলে ধারণ নয়। যার দাবি হলো, حمله وفصاله তেও গর্ভের সন্তান দাবি করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং এর জবাব এই দেবো যে, মূলত এ আয়াতে শিশুর খাতিরে মায়ের কষ্ট সহ্য করার বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ,

١. حملته امه كرها أى في البطن ٢. ووضعته كرها ٣. وحمله اى على الايدي ٤. وفصاله-

তবে এতে সন্দেহ নেই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মাজহাব দলিলসমূহের আলোকে নেহায়েত শক্তিশালী ও প্রধান। এজন্য ইবনে নুজায়ম রহ. বলেন,[১৭০২] ولا يخفى قوة دليلهما তথা তাদের দলিলের শক্তি অস্পষ্ট নয়। কেনোনা, والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين আয়াতে পরবর্তীতে لمن اراد ان يتم الرضاعة শব্দাবলি এর দলিল যে, দু'বছরের পর দুধ ছাড়ানো সম্মতি ও পরামর্শের ওপর মওকুফ। এতে বুঝা গেলো, সম্মতি না থাকলেও দু'বছরের পরেও দুধপান করানো যেতে পারে।

এর জবাব হলো, এই পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শ, দুই বছরের মাঝে। দুই বছরের পর এর প্রয়োজনই নেই। বরং দুধপান না করানোই তখন নির্ধারিত।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ

অনুচ্ছেদ-৬ : দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিনিময় শোধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৯)

١١٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَا يُذْهِبُ عَنِّيْ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

১১৫৬। অর্থ : হাজ্জাজ আসলামি রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুধপানের হক আমার হতে কিসে আদায় করবে? জবাবে তিনি বললেন, গুররা- তথা একটি গোলাম কিংবা একটি বাঁদি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ এর অর্থ হলো, দুধপান করানোর হক। তিনি বলতে চান, যখন দুগ্ধদানকারিণীকে তুমি একটি গোলাম কিংবা বাঁদি দান করলে, তখন তুমি তার হক আদায় করে ফেললে।

আবুত তুফাইল রা. হতে বর্ণনা করা হয় যে, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তখন এক মহিলা তাঁর সামনে আসলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর মুবারক বিছিয়ে দিলেন। তিনি সে চাদরের ওপর বসলেন। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন বলা হলো যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধপান করিয়েছিলেন।

[১৭০২] আল-বাহরুর রায়েক : ৩/২২৩, কিতাবুর রিজা'। -সংকলক।

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান, হাতেম ইবনে ইসমাইল ও একাধিক ব্যক্তি হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা-হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ-তার পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-হাজ্জাজ ইবনে আবু হাজ্জাজ-তার পিতা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তবে ইবনে ওয়াইনার হাদিসটি সংরক্ষিত নয়। সহিহ হলো, তাঁদের সে বর্ণনাটি, যেটি হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। হিশাম ইবনে ওরওয়ার উপনাম হলো, আবুল মুনজির। তিনি পেয়েছেন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমর, ফাতেমা বিনতে মুনজির ইবনে জুবায়র ইবনে আওয়াম রা.কে। হিশাম ইবনে ওরওয়ার স্ত্রী ফাতেমা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

অনুচ্ছেদ–৭ : স্বামীবিশিষ্ট যে বাঁদিকে আজাদ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৯)

١١٥٧ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

১১৫৭। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, বারিরা রা.-এর স্বামী ছিলো গোলাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তিনি নিজেকে এখতিয়ার করেছেন। তথা নিজেকে স্বামী হতে পৃথক করে ফেলেছেন। যদি তাঁর স্বামী আজাদ হতো, তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ এখতিয়ার দিতেন না।

١١٥٨ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم.

১১৫৮। **অর্থ :** হজরত আয়েশা রা. বলেন, বারিরা রা.-এর স্বামী ছিলো আজাদ। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, হিশাম-তার পিতা-আয়েশা রা. সূত্রে। তিনি বলেছেন, বারিরা রা.-এর স্বামী ছিলো গোলাম। আর ইকরামা ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি বারিরা রা.-এর স্বামীকে দেখেছি, সে ছিলো গোলাম। তাকে বলা হতো মুগিস।

অনুরূপ বর্ণিত আছে ইবনে উমর রা. হতে। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, যখন কোনো বাঁদি স্বাধীন ব্যক্তির অধীনে (বিয়েতে) থাকে, অতঃপর তাকে আজাদ করে দেয়া হয়, তখন এ বাঁদীর কোন ইখতিয়ার থাকে না। তার ইখতিয়ার হবে শুধু তখন যখন গোলামের অধীনে থাকার পর তাকে আজাদ করে দেওয়া হয়। এটি ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

আ'মাশ-ইবরাহিম-আসওয়াদ-আয়েশা রা. সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বারিরা রা.-এর স্বামী আজাদ ছিলো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারিরাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন।

আবু আওয়ানা এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আ'মাশ-ইবরাহিম-আসওয়াদ-আয়েশা রা. সূত্রে বারিরার ঘটনায়। আসওয়াদ বলেন, তার স্বামী ছিলো আজাদ। তাবেয়ি ও তৎপরবর্তী অনেক আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত এটিই।

١١٥٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ أَيُّوْبَ وَ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيْرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيْرَةُ وَاللهِ ! لَكَأَنِّيْ بِهِ فِيْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَنَوَاحِيْهَا وَإِنَّ دُمُوْعَهُ لَتَسِيلُ عَلٰى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ.

১১৫৯। **অর্থ :** আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, বারিরা রা.-এর স্বামী ছিলো বনু মুগিরার একজন কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম, যেদিন বারিরাকে আজাদ করা হয়। আল্লাহর কসম, সে যেনো আমার সামনে আছে। মদিনার রাস্তাগুলোতে এবং বিভিন্ন কিনারায় ঘুরাফেরা করছিলো, আর তার চোখের অশ্রু তার দাঁড়ির ওপর প্রবাহিত হচ্ছিলো, সে চাইছিলো বারিরাকে তার নিকট থাকার জন্য রাজি করাতে, কিন্তু সে সম্মত হয়নি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সায়িদ ইবনে আবু আরূবা হলেন, সায়িদ ইবনে মাহরান। তাঁর উপনাম হলো, আবুন নজর।

দরসে তিরমিযী

বাঁদিকে মুক্ত করার সময় যদি তার স্বামী গোলাম থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বাঁদির এখতিয়ার আছে, সে স্বামীকে এখতিয়ার করতে চাইলে তা করতে পারে, আর ছেড়ে দিতে চাইলে ছাড়তে পারে। এই এখতিয়ারকে বলে খিয়ারে ইতক।

যদি বাঁদির স্বামী মুক্ত হয়, তাহলে বাঁদির খিয়ারে ইতক হবে কিনা, এ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। হানাফিদের মতে, তখনও তার এই এখতিয়ার আছে।[১৭০৩]

অথচ ইমামত্রয় তখন এই এখতিয়ারের পক্ষে না।[১৭০৪]

হানাফিদের দলিল হজরত বারিরা রা.-এর আজাদের ঘটনা,

عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة رضى الله عنه حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم[١٧٠٥]

'হজরত আয়েশা রা. বলেন, বারিরার স্বামী ছিলো আজাদ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন।'

[১৭০৩] তাউস, ইবনে সিরিন, মুজাহিদ, ইবরাহিম নাখরি, হাম্মাদ এবং সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাবও এটাই। দ্র., আল-মুগনি : ৬/৬৫৯, كتاب النكاح، عتق الأمة وزوجها عبد أو حر। -সংকলক।

[১৭০৪] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., সায়িদ ইবনে মুসাইয়্যিব, হাসান বসরি, আতা, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবু কিলাবা, ইবনে আবু লায়লা, আওজায়ি এবং ইমাম ইসহাক রহ.ও-এর এটাই মাজহাব। সূত্র ঐ। -সংকলক।

[১৭০৫] এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী এ অনুচ্ছেদে, আবু দাউদ তাঁর সুনানে (১/৩০৪ كتاب الطلاق، باب من قال كان حرا, নাসায়ি তাঁর সুনানে (১/৩৬৬, كتاب الزكوة، إذا تحولت الصدقة)। -সংকলক।

ইমামত্রয়ের দলিলও হজরত বারিরা রা.-এরই ঘটনা। যেটি এ অনুচ্ছেদে হিশাম ইবনে ওরওয়া-তাঁর পিতা-আয়েশা রা. সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

''قالت كان زوج بريرة رضي الله عنها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها

'তিনি বলেন, বারিরার স্বামী ছিলো গোলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, ফলে সে নিজেকে এখতিয়ার করেছে। যদি তার স্বামী স্বাধীন হতো, তবে তিনি তাকে এখতিয়ার দিতেন না।'

এর জবাব হলো, ولو كان حرا لم يخيرها বাক্যটি হাদিসের অংশ নয়। বরং ওরওয়ার উক্তি। এজন্য নাসায়ির বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট বর্ণনাও আছে।[১৭০৬] আর এই উক্তিটি তাঁর ইজতিহাদের মর্যাদা রাখে। যা অন্য মুজতাহিদের মুকাবিলায় দলিল নয়।

অবশিষ্ট রইলো, বারিরার স্বামী গোলাম সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা। সেটির সংগে আয়েশা রা.-এর এই সূত্রের বর্ণনাটির সংগে বিরোধ আছে যেটি হানাফিদের দলিল। এবার হয়, এই দুটিতে প্রাধান্যের পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, কিংবা সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি ধরা হবে।

প্রাধান্যের পদ্ধতি যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে আসওয়াদের বর্ণনা প্রধান। যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ি নিম্নেযুক্ত– এই ঘটনাটি হজরত আয়েশা রা. হতে তিনজন বর্ণনাকারি বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ, ওরওয়া এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রহ.। তার মধ্যে ওরওয়া হতে দুটি পরস্পর বিরোধী হাদিস বর্ণিত আছে, ১. বারিরার স্বামী স্বাধীন হওয়ার[১৭০৭], ২. তার গোলাম হওয়ার[১৭০৮], কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে দুটি বর্ণনা বর্ণিত আছে, ১. স্বাধীন হওয়ার[১৭০৯] অথচ আরেকটি বর্ণনা হলো, স্বাধীন কিংবা গোলাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ।[১৭১০] এই দুটির তুলনায় আসওয়াদের বর্ণনায় কোনো বিরোধ নেই। বরং এতে বারিরার স্বামী শুধু মুক্ত-স্বাধীন হওয়ার উল্লেখ আছে।[১৭১১] সুতরাং আসওয়াদের মুক্ত-স্বাধীন হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাটি প্রধান।[১৭১২] তাছাড়া আসওয়াদের বর্ণনা অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণকারি হওয়ার ফলেও প্রাধান্য উপযোগী। আর যদি সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে আল্লামা আইনি রহ. বলেন যে, বর্ণনাকারিদের এমন দুটি গুণের ক্ষেত্রে বর্ণনা আছে– যা একই সময়ে একত্রিত হতে পারে না। অর্থাৎ, স্বাধীন হওয়া ও গোলাম হওয়া

[১৭০৬] সুনানে নাসায়িতে নিম্নেযুক্ত শব্দ এসেছে– 'ওরওয়া বলেন, যদি সে স্বাধীন হতো, তবে বারিরা রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখতিয়ার দিতেন না।' দ্র., (২/১০৬, كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك)। -সংকলক।

[১৭০৭] ওরওয়া রহ.-এর এই বর্ণনা তালাশ করে পাওয়া গেলো না। -সংকলক।

[১৭০৮] দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/৪৯৪, كتاب العتق، باب بيان الولاء لمن اعتق। -সংকলক।

[১৭০৯] এই বর্ণনাটিও পাওয়া গেলো না। অবশ্য কাসেম ইবনে মুহাম্মদের বর্ণনা পাওয়া গেছে। তাতে বারিরা রা.-এর স্বামী গোলাম বলে উল্লেখ আছে। দ্র., সুনানে আবু দাউদ : ১/৩০৪, كتاب الطلاق، باب في المملوك تعتق وهي تحت حر أو عبد। -সংকলক।

[১৭১০] সহিহ মুসলিম : ১/৪৯৪। -সংকলক।

[১৭১১] এই বর্ণনাটি তিরমিযীর এ অনুচ্ছেদ ব্যতীতও সুনানে আবু দাউদে (১/৩০৪, باب من قال كان حرا)।

[১৭১২] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা বজলুল মাজহুদ (১০/৩৬২, باب في المملوك الخ। হতে আল-হুদা-ইবনুল কাইয়্যিমের বরাতে গৃহীত)। -সংকলক।

এজন্য আমরা এ দুটি গুণকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মেনে নিবো। আমরা বলবো, তিনি এক সময় গোলাম ছিলেন, অন্য সময় স্বাধীন ছিলেন। তখন একটি অবস্থা আগে হবে। অপরটি হবে পরে। আর এটা নির্ধারিত যে, গোলামির পর স্বাধীনতা আসতে পারে। তবে স্বাধীনতা পর গোলামি আসতে পারে না। যার দাবি হলো, গোলামি আগে, স্বাধীনতা পরে। এতে প্রমাণিত হলো, যখন হজরত বারিরা রা. এখতিয়ার লাভ করেছিলেন, তখন তার স্বামী স্বাধীন ছিলেন, এর আগে ছিলেন গোলাম।[১৭১৩]

আইনি রহ.-এর বক্তব্যের সমর্থন এই বর্ণনা দ্বারা হয় যেটি হাফেজ রহ. আল ইসাবাতে মুগিসের জীবনীর অধীনে উল্লেখ করেছেন। তাতে নিম্নেযুক্ত বাক্য এসেছে। وكان اسم زوجها مغيثا وكان مولى، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم[১৭১৪]

'তার স্বামীর নাম ছিলো মুগিস। তিনি ছিলেন আজাদকৃত গোলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারিরা রা.কে এখতিয়ার দিয়েছিলেন।'

এই বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাষায় মাওলা বা আজাদকৃত গোলাম এসেছে। যেটি স্বাধীন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা সম্ভব যেসব বর্ণনায় আব্দ বা গোলাম এসেছে সেটি আজাদকৃত দাসের অর্থে হতে পারে। সুতরাং বর্ণনাগুলোতে কোনো বিরোধ রইলো না। হানাফিদের মাজহাবের ওপর কোনো প্রশ্ন থাকলো না।

প্রশ্ন : বলা যায় যে, গোলাম হওয়ার বর্ণনাটি এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত। ان زوج بريرة كان عبدا اسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة

জবাব : ইবনে আব্বাস রা. আজাদ হওয়ার কথা জানতেন না এবং তাঁর বর্ণনা হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। কেনোনা, তিনি বারিরাকে মুক্তকারিণী এবং লেনদেনের সংগে জড়িত ছিলেন।

আর যদি এটা দলিল হয়ে যায় যে, মুগিস রা. হজরত বারিরা রা.-এর আজাদির সময় গোলাম ছিলেন, তবুও এর ফলে হানাফিদের মত খণ্ডন হয় না। কেনোনা, তখন হানাফিদের মাজহাব কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হবে। সেটি এভাবে যে, হজরত বারিরা রা.কে এখতিয়ার দেওয়ার কারণ ছিলো, বিয়ের সময় তাঁর মর্জি আকদে ক্রিয়াশীল ছিলো না। বরং মনিবের মর্জিতে বিয়ে হয়েছিলো। আজাদির সময় তাঁকে নিজ মর্জি ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিলো। আর এই কারণটি তখন পাওয়া যায়, যখন তাঁর স্বামী আজাদ হবে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

অনুচ্ছেদ–৮ : স্ত্রী যার সন্তানও তার প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৯)

١١٦٠ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

১১৬০। **অর্থ** : হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিছানার মালিক বাচ্চার মালিক হবে। আর ব্যভিচারীর জন্য আছে পাথর।

[১৭১৩] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/২৬৭, كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد । -সংকলক।

[১৭১৪] ইবনে হাজার রহ. আসওয়াদের বর্ণনায় ইমাম তিরমিযী রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (তবে সুনানে তিরমিযীতে এই বর্ণনাটি আহকার পেলো না)। দ্র., আল-ইসাবা : ৩/৪৫২, নং-৮১৭২। -সংকলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, উসমান, আয়েশা, আবু উমামা, আমর ইবনে খারিজা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, বারা ইবনে আজেব ও জায়দ ইবনে আরকাম রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা আলেমগণের মতে, এর ওপর আমল চলছে।

এটি বর্ণনা করেছেন, জুহরি সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং আবু সালামা আবু হুরায়রা রা. হতে।

দরসে তিরমিযী

"عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر[১৯১৫]

এই হাদিসটি জাওয়ামিউল কালিমের শামিল। অর্থাৎ, কথা কম, অর্থ অনেক ব্যাপক। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে এটি মুতাওয়াতির[১৯১৬]। এই বর্ণনাটি বিশের অধিক সাহাবি হতে বর্ণিত আছে।[১৯১৭] এই বর্ণনায়

[১৯১৫] শিশু, বিছানার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে (স্বামী বা মনিবের)। ব্যভিচারীর জন্য আছে পাথর। -সংকলক।

[১৯১৬] জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. এ হাদিসটিকে মুতাওয়াতির হাদিসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/৮৩, كتاب الرضاع قبيل باب العمل بإلحاق القائف الولد, তাকমিলায়ে শরহুল মুহাজ্জাব-আল-মুতিঈ রহ. সূত্রে। (১৬/৪০০)।

ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন الولد للفراش হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আসাহ হাদিসের একটি। বিশের অধিক সাহাবি হতে এটি বর্ণিত হয়েছে। উমদাতুল কারি : ২৩/২৫১, كتاب الفرائض، باب الولد للفراش الخ , ফতহুল বারি-হাফেজ ইবনে হাজার : ১২/৩৯। -সংকলক।

[১৯১৭] বর্ণনাকারি সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের বর্ণনার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নেযুক্ত- ১. হজরত উমর ফারুক রা.-এর হাদিস, মুসনাদে আহমদ : ১/২৫, মুসনাদে উমর রা.। ২. হজরত উসমান গনি রা.-এর বর্ণনা, মুসনাদে আহমদ : ১/৫৯, ৬৫, ১০৪, মুসনাদে উসমান রা.। ৩. হজরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা, বোখারি : ১/২৭৬, كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات। ৪. হজরত আবু উমামা বাহেলি রা.-এর বর্ণনা, মুসনাদে আহমদ : ৫/২৬৭, মুসনাদে আবু উমামা রা.। ৫. হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা, তিরমিযীর এ অনুচ্ছেদের হাদিস। ৬. হজরত আমর ইবনে খারিজা রা.-এর বর্ণনা, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৪, ابواب الوصايا، باب لا وصية لوارث। ৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা.-এর বর্ণনা, সুনানে নাসায়ি : ২/১১০, كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش। ৮. হজরত আলি রা.-এর বর্ণনা, মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে বাজ্জার। ৯. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা, মুসনাদে বাজ্জার। ১০. হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর বর্ণনা, মুসনাদে আবু ইয়ালা। ১১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা, মু'জামে তাবারানি। ১২. হজরত বারা ইবনে আজেব রা.-এর বর্ণনা, মু'জামে তাবারানি। ১৩. হজরত জায়দ ইবনে আরকাম রা.-এর বর্ণনা, মু'জামে তাবারানি। ১৪. হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা.-এর বর্ণনা, মু'জামে তাবারানি ও মুসনাদে আহমদ। ১৫. হজরত আবু মাসউদ রা.-এর বর্ণনা, মু'জামে তাবারানি। ১৬. হজরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা' রা.-এর বর্ণনা, মু'জামে তাবারানি। ১৭. হজরত আবু ওয়াইল রা.-এর বর্ণনা, মু'জামে তাবারানি। ওপরযুক্ত বরাতগুলোতে ৮নং হতে ১৭নং পর্যন্ত মোট ১০টি বর্ণনার জন্য দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৫/১৩-১৫, كتاب الطلاق باب الولد للفراش ১৮. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর বর্ণনা, সুনানে আবু দাউদ : ১/৩১০, كتاب الطلاق باب الولد للفراش। ১৯. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা, সুনান নাসায়িতে এই বর্ণনাটি ইবনে মাসউদের সুস্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত এসেছে। অবশ্য আল্লামা আইনি রহ.-এর বর্ণনার জন্য নাসায়িরই বরাত দিয়েছেন। ২০. হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর বর্ণনা, মুসনাদে বাজ্জার। ২১. হজরত হুসাইন ইবনে আলি রা.-এর রেওয়ায়া, মু'জামে তাবারানি। সর্বশেষ দুটি বর্ণনায় হাদিসের শুধু প্রথম বাক্যটি বর্ণিত আছে। দ্র., মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৫/১৩, ১৫। -সংকলক।

حجر দ্বারা কি উদ্দেশ্য? অনেকে বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বঞ্চনা। অর্থাৎ, যে সন্তানের দাবি করছে, সে সন্তান হতে বঞ্চিত থাকা। আর অনেকে বলেছেন حجر দ্বারা উদ্দেশ্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। ইবনে হাজার রহ. প্রথম অর্থটিকে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন।[১৯১৮]

আহকার আরজ করছে যে, যদিও হাদিসের পূর্বাপর হতে প্রথম অর্থ প্রধান মনে হয়, কিন্তু প্রস্তরাঘাতের অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। ভাষা পণ্ডিতদের কথাবার্তায় এ ধরনের প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়।

তারপর হানাফিদের মতে ফেরাশ তিন প্রকার।

১. শক্তিশালী ফেরাশ। অর্থাৎ, বিবাহিতার ফেরাশ। যাতে দাবি ব্যতীতই বংশ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং অস্বীকৃতির ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। তবে যদি স্বামী লেআন করে, তাহলে ব্যতিক্রম।

২. মধ্যম ধরনের ফেরাশ। উম্মে ওয়ালাদ। এর দ্বিতীয় বাচ্চা হতে দাবি ব্যতীত বংশ প্রমাণিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, মুনিবের নিরবতা বংশ দলিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য বংশ অস্বীকার করলে তা বাতিল হয়ে যায়। লি'আনের প্রয়োজন হয় না।

৩. জয়িফ ফেরাশ। তথা সাধারণ বাঁদিদের ফেরাশ। যাতে বংশ প্রমাণিত হওয়ার জন্য দাবি আবশ্যক। অবশ্য মুনিবের ওপর দিয়ানত হিসেবে বংশের দাবি করা আবশ্যক।[১৯১৯]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ভিত্তিতে হানাফি গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ আছে যে, স্বামী যদি মাশরিকে থাকে আর স্ত্রী মাগরিবে, তখন যদি স্ত্রীর সন্তান হয়ে যায়, তবুও বংশ প্রমাণিত হয়ে যায়। চাই কয়েক বছর পর্যন্ত সাক্ষাত না হওয়া প্রমাণিত হোক না কেনো। কেনোনা, এটি শক্তিশালী ফেরাশ।[১৯২০] বস্তুত সন্তান হয় ফেরাশের জন্য।

প্রশ্ন : শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখ এর ওপর এই প্রশ্ন করেছেন যে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং হাদিসের শব্দাবলির ওপর অস্বাভাবিক জড়তা সৃষ্টির নামান্তর।[১৯২১]

জবাব : শাহ সাহেব জবাবে বলেছেন, এই মাসআলাটি যৌক্তিক। কেনোনা, যদি এই বাচ্চা বাস্তবে স্বামীর না হয়, তাহলে স্বামীর ওপর লি'আন করা ওয়াজিব এবং লি'আন পরিত্যাগ করা হারাম। যখন স্বয়ং স্বামী এই ওয়াজিবের ওপর আমল করছে না, সেহেতু এটা এর নিদর্শন যে, উভয়ের মাঝে কোনো সাক্ষাত ঘটেছে[১৯২২] এবং এ সাক্ষাতও সম্ভব। চাই কারামতের ভিত্তিতেই হোক না কেনো।

[১৯১৮] ফতহুল বারি : ১২/৩৬-৩৭, كتاب الفرائض، باب الولد للفراش। -সংকলক।

[১৯১৯] দ্র., ফয়জুল বারি : ৩/১৮৯, كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات। -সংকলক।

[১৯২০] আল-বাহরুর রায়েক : ৪/১৫৫, باب ثبوت النسب-সংকলক।

[১৯২১] ফতহুল বারি : ১২/৩৫, كتاب الفرائض، باب الولد للفراش, শরহে নববি : ১/৪৭০, باب الولد للفراش، كتاب الرضاع। -সংকলক।

[১৯২২] ফয়জুল বারি : ৩/১৮৯-১৯০। তাতে আছে, তবে শাফেয়িগণ বিছানা তথা স্ত্রী প্রমাণিত হওয়ার পর সহবাসের সম্ভাবনাকেও শর্ত করেছেন। (হানাফিদের মতে এটি শর্ত নয়, বরং বিছানা বা স্ত্রী প্রমাণিত হলেই চলবে)। তারপর সহবাসের সম্ভাবনার শর্তারোপ দ্বারা কি হবে? কারণ, হতে পারে তারা দু'জন কোনো একস্থানে একত্রিত হয়েছে। তারপর স্বামী তার সাথে সংগম করেনি। অথচ এই সময়ে তার থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। কিংবা তার সংগে সংগম করেছে, কিন্তু তার দ্বারা সে অন্তঃসত্ত্বা হয়নি এবং সে মহিলা ব্যভিচার করেছে। নাউজুবিল্লাহ! এবং এ হতেই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। এ ধরনের সম্ভাবনা কখনও বন্ধ হবে না। যদিও এসব সম্ভাবনা কোনোটি শক্তিশালী এবং কোনোটি জয়িফ। সুতরাং যার ওপর বংশের বিষয়টি নির্ভর করে সেটি হলো, বিছানা তথা স্ত্রীত্ব। বিচারকের ওপরে মানুষের গোপন বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য নেওয়ার দায়িত্ব নেই।

তারপর আমাদের যুগে যেহেতু দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কার হয়েছে, সেহেতু এতে বেশি অযৌক্তিকতাও অবশিষ্ট থাকে না।

আর এ অনুচ্ছেদের হাদিসের শব্দাবলির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে হানাফি মাজহাবের শক্তির আন্দাজ হয়। কেনোনা, الولد للفراش এরপর وللعاهر الحجر বাক্যের সংযোগ এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, হাদিস সে পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করছে, যখন বাহ্যিক অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। কেনোনা, তখনও সন্তানের সম্বন্ধ হবে ফেরাশেরই দিকে। এতে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বিষয়টি ফেরাশের সংগে ঘূর্ণায়মান, বাস্তবে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সংগে নয়। কেনোনা, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি গোপনই। এটা সম্পর্কে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করার কোনো পথ নেই।

মূল কথা হলো, শরিয়ত চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করেছে বংশ প্রমাণের বিষয়ে। যথাসম্ভব বংশ দলিল করার চেষ্টা করেছে। এর হিকমত হলো, বংশ প্রমাণিত না হলে একজন মানুষের জীবন তার কোনো অপরাধ ব্যতীত ধ্বংস হয়ে যায়। যদিও শরিয়ত স্বীয় আহকামে জারজ সন্তানের সংগে বিশেষ আচরণ করে না। এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা যে, সমাজে জারজ সন্তানদেরকে এমন স্থান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না, যেটি বংশ প্রমাণিত একজন মানুষের জন্য যেমনটি হয়ে থাকে।

আর বাস্তবে বংশ প্রমাণ এমন একটি বিষয়, যার তাত্ত্বিক নিশ্চিত জ্ঞান মা ব্যতীত আর কারো হতে পারে না। এমনকি বাবারও নয়। এজন্য এই মাসআলাটিকে বাহ্যিক আলামত তথা ফেরাশের ওপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। সুতরাং যেখানে ফেরাশ পাওয়া যাবে, সেখানে বংশ প্রমাণিত হবে। তবে শর্ত হলো, কোনো যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা আছে, না শরয়ি নিষেধ। এজন্য শিশুর জীবন যথার্থ করার জন্য তার বংশ সাব্যস্ত করা আবশ্যক এবং লি'আনের সুরতে স্বামীর হকের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ

অনুচ্ছেদ-৯ : কোনো পুরুষ কোনো মহিলা দেখে পছন্দ হলে (মতন পৃ. ২১৯)

١١٦١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِيْ مَعَهَا.

১১৬১। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মহিলাকে দেখলেন। ফলে তিনি হজরত জায়নাব রা.-এর নিকট প্রবেশ করে তাঁর হাজত পূর্ণ করলেন (সংগম করলেন) এবং বেরিয়ে এলেন। আর বললেন, যখন কোনো মহিলা সামনে আসে তখন সে শয়তানরূপে সামনে আসে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ কোনো মহিলা দেখে, তার নিকট তাকে ভালো লাগে তবে সে যেনো তার স্ত্রীর নিকট গমন করে। কেনোনা, তার সংগে তাই (সম্ভোগ উপকরণ) আছে যা সে মহিলার সংগে আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জাবের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

হিশাম আবু আবদুল্লাহ হলেন, দাস্তা তাওয়াঈর সাথি। তার নাম হচ্ছে, হিশাম ইবনে সামবার তার।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ : স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৯)

١١٦٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

১১৬২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কাউকে যদি কারো জন্য সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল, সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা, তাল্‌ক ইবনে আলি, উম্মে সালামা, আনাস ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি এই সূত্রে حسن غريب।

তথা মুহাম্মদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে।

١١٦٣ - عن أبيه طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ.

১১৬৩। **অর্থ :** তাল্‌ক ইবনে আলি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তার হাজতের (সহবাসের) জন্য ডাকে তখন সে যেনো অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেয়, যদিও সে চুলার নিকটেই থাকুক না কেনো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

١١٦٤ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

১১৬৪। **অর্থ :** উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা রাত্রি যাপন করে এমতাবস্থায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, তবে সে জান্নাতে যাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ–১১ : স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার প্রসংগে (মতন পৃ. ২১৯)

١١٦٥ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا.

১১৬৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হলো, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট আফজাল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেন, হজরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

١١٦٦ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ : أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ إِلَّا أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ فَلَا يُطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

১১৬৬। **অর্থ :** হাসান ইবনে আলি.....হজরত আমর ইবনুল আহওয়াস রা. বলেন যে, তিনি বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর হাম্‌দ ও ছানা পড়লেন। তারপর ওয়াজ-নসিহত করলেন। তারপর তিনি তার হাদিসে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, সাবধান! তোমরা আমার নিকট হতে মহিলাদের সংগে মঙ্গলজনক ব্যবহারের ওসিয়ত গ্রহণ করো। এরা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। তোমরা এছাড়া আর কিছুর অধিকার রাখো না। তবে যদি তারা সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। যদি তারা এ কাজ করে তবে তাদেরকে বিছানায় পরিত্যাগ করো। আর তাদেরকে হালকা প্রহার করো। তারপর যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের ব্যাপারে (নির্যাতনের) কোনো পথ তালাশ করো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার আছে এবং তোমাদের ওপরও আছে তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার। তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো, তোমরা যাদেরকে অপছন্দ করো, এমন লোকদের যেনো তারা তোমাদের বিছানা মাড়াতে না দেয় এবং তোমরা যাদেরকে অপছন্দ করো তাদেরকে যেনো তোমাদের ঘরে অনুমতি না দেয়। সাবধান! তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো, তাদের পোশাক ও খাবার-দাবারে তোমাদের ভালো ব্যবহার করা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

عوان عندكم উক্তিটির অর্থ হলো, তোমাদের নিকট তারা বন্দি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ-১২ : স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সংগম করা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২২০)

١١٦٧- عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اَلرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ فِي الْفَلَاةِ فَتَكُوْنُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ وَيَكُوْنُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا فَسَى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ.

১১৬৭। **অর্থ :** আলি ইবনে তাল্‌ক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক বেদুইন এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এক লোক ময়দানে থাকে এবং তার হতে হালকা বায়ু বের হয়, সেখানে পানিও কম। (সে কি করবে?) জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমাদের কেউ ক্ষীণ আওয়াজে বায়ু ছাড়ে, সে যেনো উযূ করে নেয় এবং স্ত্রীদের সংগে তাদের গুহ্যদ্বারে তোমরা কেউ সংগম করো না। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে সংকোচবোধ করেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, খুজায়মা ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আলি ইবনে তাল্‌কের একমাত্র এই হাদিসটি ব্যতীত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অন্য কোনো হাদিস সম্পর্কে জানি না। আর তাল্‌ক ইবনে আলি সুহাইমির হাদিসরূপে এ হাদিসটি জানি না। যেনো তিনি মনে করেছেন যে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য আরেকজন সাহাবি ছিলেন।

١١٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ

১১৬৮। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন পুরুষের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে কোনো পুরুষ কিংবা মহিলার গুহ্যদ্বারে সংগম করেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

١١٦٩ - عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا فَسَى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَعْجَازِهِنَّ.

১১৬৯। **অর্থ :** আলি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ক্ষীণ শব্দে বায়ু ছাড়ে তখন সে যেনো ওজু করে নেয়। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সংগম করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ আলি হলেন, আলি ইবনে তাল্‌ক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزِّيْنَةِ

অনুচ্ছেদ–১৪ : সজ্জিত হয়ে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২২০)

١١٧٠ - عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ (وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّيْنَةِ فِيْ غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا نُوْرَ لَهَا.

১১৭০। **অর্থ :** মাইমুনা বিনতে সাদ (তিনি ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবিকা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজের পরিবার (স্বামী) ব্যতীত অন্যত্রে সাজসজ্জা করে যে মহিলা অহঙ্কার করে বেড়ায় তার দৃষ্টান্ত কেয়ামতের দিবসের অন্ধকারের মতো, যার কোনো আলো নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি আমরা মুসা ইবনে উবায়দা ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। মুসা ইবনে উবায়দাকে স্মরণশক্তির দিক দিয়ে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। অবশ্য তিনি সত্যবাদী। অনেকে এটি মুসা ইবনে উবায়দা হতে বর্ণনা করেছেন, তবে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

অনুচ্ছেদ–১৪ : আত্মমর্যাদাবোধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২২০)

١١٧١ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّ اللهَ يَغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

১১৭১। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আত্মমর্যাদাবোধ রাখেন। ঈমানদারও আত্মমর্যাদাবোধ রাখে। আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ হয় যখন কোনো ঈমানদার ব্যক্তি তার ওপর আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসে লিপ্ত হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن غريب।

এটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবু সালামা-ওরওয়া-আসমা বিনতে আবু বকর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। উভয় হাদিসই সহিহ।

হাজ্জাজ সাওয়াফ হলেন, হাজ্জাজ ইবনে আবু উসমান। আবু উসমানের নাম হলো মাইসারা। হাজ্জাজের ডাক নাম হলো আবুস সাল্‌ত। ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল কাত্তান তাকে সেকাহ বলেছেন।

আবু ঈসা রহ. আবু বকর আর আত্তার-আলি ইবনে আবদুল্লাহ মাদিনি সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল কাত্তানকে হাজ্জাজ সাওয়াফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, তিনি সেকাহ, বুদ্ধিমান, বড় আলেম।

باب [১৭২৩]بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا

অনুচ্ছেদ–১৫ : মহিলার একাকি সফর করা নিষেধ (মতন পৃ. ২২০)

١١٧٢ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ اِبْنُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.

১১৭২। **অর্থ :** আবু সায়িদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাস করে তার জন্য বাপ কিংবা ভাই কিংবা স্বামী কিংবা ছেলে কিংবা তার কোনো মাহরাম ব্যতীত তিনদিন বা ততোধিক সময়ের জন্য কোনো সফর করা হালাল নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, কোনো মহিলা মাহরাম ব্যতীত যেনো একদিন একরাতের সফর না করে। ওলামায়ে কেরামের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা মহিলার জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করা অপছন্দ করেন। মহিলা যখন বিত্তশালী হয় এবং তার কোনো মাহরাম না থাকে, তবে সে হজ করবে কিনা– এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন।

অনেক আলেম বলেছেন, এ মহিলার ওপর হজ ওয়াজিব হবে না। কেনোনা, মাহরাম সাবিল তথা পাথেয়'র শামিল। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যে পাথেয়'র সামর্থ্য রাখে'। তারা বলেছেন, যখন মহিলার কোনো মাহরাম থাকবে না, তখন সে হজের পাথেয়'র ওপর সামর্থ্যবান হবে না। এটি সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত।

অনেক আলেম বলেছেন, যখন পথ নিরাপদ হয়, তখন সে লোকজনের সংগে হজে বের হবে। মালেক ইবনে আনাস ও শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব এটিই।

١١٧٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.

১১৭৩। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মহিলা মাহরাম ব্যতীত একদিন একরাতের সফর করবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

[১৭২৩] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

দরসে তিরমিযী

عن[১৯২৪] ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها

আবু হানিফা ও আহমদ রহ. প্রমুখের মতে মহিলা যদি মক্কা-মুকাররামা হতে সফরের পরিমাণ দূরত্বে থাকে তাহলে হজের সফরে স্বামী কিংবা মাহরাম সংগে থাকা আবশ্যক। আর এই শর্ত ব্যতীত তাঁদের মতে হজ ওয়াজিব হবে না। বরং হজের সফর বৈধও হবে না।

আর মালেক ও শাফেয়ি রহ.-এর মতে স্বামী কিংবা মাহরাম সংগে থাকা মহিলার ওপর হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত নয়। বরং এছাড়াও হজ আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হলো, হজের সফর এমন নিরাপদ সাথিদের সংগে হতে হবে, যাদের মধ্যে থাকবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলাও।[১৯২৫]

হজ ফরজ সংক্রান্ত ব্যাপক নসসমূহ মালেকি এবং শাফেয়িদের দলিল। যেগুলো এদিক দিয়ে ব্যাপক যে, এগুলোতে মাহরাম থাকার কোনো শর্ত নেই। যেমন, ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا[১৯২৬] হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ,

ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا[১৯২৭]

'হে লোক সকল! তোমাদের ওপর হজ ফরজ করা হয়েছে, সুতরাং তোমরা হজ করো।'

তাছাড়া আদি ইবনে হাতেম রা.-এর বর্ণনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে,

والذى نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى تخرج الظعينة من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار احد[১৯২৮]

'যার কুদরতি হাতে আমার জান তাঁর কসম, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এ (দীনের) বিষয়টি পূর্ণ করে ছাড়বেন। এমনকি একজন মুসাফির মহিলা হিয়ারা হতে বের হয়ে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করবে কারো সহযোগিতা ব্যতীত।'

হানাফি এবং হাম্বলিদের দলিলসমূহ

১. আবু সায়িদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস।

২. ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে,

---

[১৯২৪] সহিহ বোখারি : ১/২৫১, كتاب للحج، باب سفر المرأة مع محرم الخ, সহিহ মুসলিম : ১/৪৩৩, ابواب العمرة، باب حج النساء। -সংকলক।

[১৯২৫] দ্র., বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১/২৩৫, كتاب الحج الجنس الأول, ফতহুল কাদির : ২/৩৩০ كتاب الحج। -সংকলক।

[১৯২৬] সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৯৭, পারা-৪। -সংকলক।

[১৯২৭] সহিহ মুসলিম : ১/৪৩২, باب فرض الحج مرة في العمر। -সংকলক।

[১৯২৮] ৪/২৫৭, ৪/৩৭৮। -সংকলক।

لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم[১৯২৯]

'কোনো মহিলা সংগে মাহরাম ব্যতীত যেনো হজ্ব না করো।'

৩. আবু উমামা বাহেলি রা.-এর বর্ণনা,

قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأه مسلمة ان تحج لا مع زوج او ذي محرم[১৯৩০]

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, কোনো মুসলিম মহিলার জন্য স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত হজ্ব করা অবৈধ।'

৪. যৌক্তিক দলিল দ্বারাও হানাফিদের মাজহাবের সমর্থন হয়। সেটি হলো, মাহরাম ব্যতীত সফরে ফিৎনার আশঙ্কা আছে। আর মহিলার সংগে অন্য কেউ থাকলে আশঙ্কা আরো বৃদ্ধি পায়। এ কারণে পর নারীর সংগে নির্জনতা অবলম্বন করা হারাম। যদিও অন্য কোনো রমণীই উপস্থিত থাকুক না কেনো।[১৯৩১]

এসব দলিল যেগুলোর ব্যাপকতা দ্বারা শাফেয়ি এবং মালেকিগণ দলিল পেশ করেছেন, সেগুলো দলিল নয়। কেনোনা, এসব দলিলসমূহ স্বীয় ব্যাপকতার ওপর অবশিষ্ট নেই। বরং ইজমায়ীভাবে অনেক শর্তের সংগে শর্তায়িত। যেমন, রাস্তা নিরাপদ না হওয়ার শর্ত। সুতরাং ওপরযুক্ত দলিলসমূহের ভিত্তিতে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হবে এবং খাস করা হবে আর বলা হবে যে, স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত মহিলার ওপর না হজ আবশ্যক, না হজের সফর বৈধ। শায়খ ইবনে হুমাম রহ. এর বক্তব্যে যেমনটি জানলাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ

অনুচ্ছেদ–১৬ : স্বামী অনুপস্থিত অবস্থায় মহিলার নিকট প্রবেশ করা নিষিদ্ধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২২০)

١١٧٤ – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

১১৭৪। **অর্থ :** উকবা ইবনে আমের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সতর্ক থাকো। তারপর এক আনসারি ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হামও (দেবর-ভাসুর) সম্পর্কে কি বলেন? জবাবে তিনি বললেন, হামব হলো যম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, উমর, জাবের ও আমর ইবনুল 'আস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, উকবা ইবনে আমের রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

[১৯২৯] সুনানে দারাকুতনি : ২/২২৩, নং-৩০, কিতাবুল হজ। -সংকলক।

[১৯৩০] আত তা'লিকুল মুগনি আলা সুনানিদ দারাকুতনি : ২/২২৩, নং-৩২। -সংকলক।

[১৯৩১] ফতহুল কাদির : ২/৩৩৩। -সংকলক।

মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা নিষেধের অর্থ ঠিক এমনিই যেমন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সংগে নির্জনে কাটালে সেখানে অবশ্যই তৃতীয়জন থাকে শয়তান। আর হাম্‌ও শব্দের অর্থ বলা হয়, স্বামীর ভাই। যেনো তিনি স্বামীর ভাইও তার স্ত্রীর সংগে নির্জনতা অবলম্বনকে অপছন্দ করেছেন।

بَابٌ (بِلاَ تَرْجَمَةٍ)

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১৭ (মতন পৃ. ২২১)

١١٧٥ - عَنْ جَابِرٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ ؟ قَالَ وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ.

১১৭৫। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব মহিলার স্বামী উপস্থিত নেই তোমরা তাদের নিকট প্রবেশ করো না। কেনোনা, শয়তান তোমাদের মধ্যে এমনভাবে চলাচল করে যেমন রক্ত চলাচল করে। আমরা বললাম, আপনার দেহেও? বললেন হ্যাঁ। আমার দেহেও। তবে আল্লাহ তা'আলা এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং আমি নিরাপদ থাকি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এই সূত্রে غريب।

অনেকে মুজালিদ ইবনে সায়িদ সম্পর্কে তার স্মরণশক্তির ব্যাপারে কালাম করেছেন। আমি আলি ইবনে খাশরামকে বলতে শুনেছি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ولكن الله اعانني عليه، فأسلم এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অর্থাৎ, আমি শয়তান হতে নিরাপদ থাকি।

সুফিয়ান বলেন, শয়তান আত্মসমর্পণ করে না বা ইসলাম গ্রহণ করে না।

لا تلجوا على المغيبات, (যেসব মহিলার স্বামী কাছে নেই তোমরা তাদের নিকট প্রবেশ করো না।) এখানে المغيبات এর অর্থ হলো, এমন মহিলা যাদের স্বামী উপস্থিত নেই। আর المغيبات শব্দটি المغيبة এর বহুবচন।

بَابٌ (بِلاَ تَرْجَمَةٍ)

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১৮

١١٧٦ -عَنْ عَبْدِ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

১১৭৬। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলা হলো পর্দার জিনিস। যখন সে বাইরে বেরোয় তখন শয়তান তার দিকে তাকায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

بَابٌ (بِلَا تَرْجَمَةٍ)

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১৯ (মতন পৃ. ২২১)

١١٧٧ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

১১৭৭। **অর্থ :** হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখন ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট তার স্ত্রী হুর বলে, হে মহিলা! তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। কেনোনা, সে তোমার নিকট মুসাফির। শিগগিরই তোমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।

দরসে তিরমিযী

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে আমরা এটি জানি না। ইসমাইল ইবনে আইয়াশের বর্ণনাটি শামিদের সূত্রে আফজাল। হিজাজবাসী ও ইরাকবাসীদের সূত্রে তার অনেক মুনকার হাদিস আছে।

أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم

তালাক ও লিআন অধ্যায়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে

দরসে তিরমিযী

طلاق-এর আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দেওয়া, বর্জন করা। শরিয়তের পরিভাষায় বলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা।[১৭৩২]

ইসলামে তালাকের যে ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন যদি অন্যান্য ধর্মের সংগে তুলনা করা হয় এর হিকমতসমূহের কিছুটা আন্দাজ হতে পারে ।

ইহুদি ধর্মে তালাকের বিধান

ইহুদিদের আসল ধর্মে তালাকের সুস্পষ্ট অনুমতি ছিলো। এর এখতিয়ার ছিলো শুধু স্বামীর। তবে তাদের মতে তালাক শুধু লিখিতভাবেই হতে পারতো। তাছাড়া তালাকদাতা ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করা ও তালাকের পরেও হালাল হতো না।[১৭৩৩] অতিরিক্ত কোনো পাবন্দি স্বামীর ওপর ছিলো না। বরং তার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিলো। যখন এবং যেভাবে ইচ্ছা তালাক দিতে পারতো। তবে ইহুদিরা পরবর্তীতে তালাকের ওপর অনেক কড়াকড়ি আরোপ করে। ফলে ১১০০ হিজরি শতাব্দিতে তালাক হয়ে যায় একেবারেই নগণ্য।

খ্রিস্টান ধর্মে তালাকের বিধান

ইহুদিদের বিপরীত মূল খ্রিস্টান ধর্মে তালাক দেওয়া হারাম এবং মারাত্মক গোনাহের কাজ ছিলো। তবে মহিলা যদি ব্যভিচারকারিণী হতো, শুধু তখন ব্যতীত অন্য কোনো সুরতে তালাক প্রদানের অনুমতি ছিলো না। এজন্য ইঞ্জিলে মারাকিসে[১৭৩৪] হজরত ঈসা আ.-এর উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করেছে সে ব্যভিচার করেছে। আর যদি কোনো মহিলা স্বীয় স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করলো, সে ব্যভিচার করলো। ইঞ্জিলে লূকাতে[১৭৩৫] হজরত ঈসা আ.-এর এ বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করেছে সে ব্যভিচার করেছে।

সারকথা, খ্রিস্টান ধর্মে তালাক ছিলো নিষিদ্ধ। অপরদিকে একাধিক বিয়ে করাও ছিলো নিষিদ্ধ।[১৭৩৬] যার ফল এই ছিলো যে, যদি ভুলক্রমে দু'জন মানুষের সংগে বিয়ের সম্পর্ক কায়েম হতো, যাদের দু'জনের মাঝে বনিবনা

[১৭৩২] দ্র., কাওয়ায়িদুল ফিকহ : ৩৬২। -সংকলক।

[১৭৩৩] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা সাফারুত তাসনিয়া : ২৪:১-৪, সফরে আরমিয়া আ. : ৩/১ হতে গৃহীত। তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৩০। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য সেখানে দ্র.। -সংকলক।

[১৭৩৪] ১০/১১-১২, তাকমিলা : ১/১৩১। -সংকলক।

[১৭৩৫] ১৬/১৮, তাকমিলা। -সংকলক।

[১৭৩৬] সীরাতে মুস্তফা : ৩/৩৫৩। -সংকলক।

নেই। তখন এ দু'জনের জীবন হয়ে থাকতো, স্বতন্ত্র জাহান্নাম। যা হতে মুক্তির কোনো পথ ছিলো না। তবে স্পষ্ট যে, এমন বিষয় চলতে পারে না। ইসলামে যদিও তালাকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তথাপি অনেক খ্রিস্টান ইসলামের এই হুকুমের ওপরও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। তবে যেহেতু তালাকের অনুমতি না দেওয়া ছিলো একটি অস্বাভাবিক হুকুম, সেহেতু পরবর্তীতে স্বয়ং খ্রিস্টানরাও এর ওপর আমল করতে পারলো না। ধীরে ধীরে ঢিলে হতে লাগলো তালাকের ওপর আরোপিত কড়াকড়িগুলো এবং ব্যভিচার ব্যতীত অন্যান্য কোনো অসুবিধার কারণেও তালাকের অনুমতি স্বয়ং গীর্জা দিয়ে দিয়েছে। তারপর লোকজনের চাপে গীর্জা এসব ওজরের মধ্যে সংযুক্ত করতে শুরু করেছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে। তা সত্ত্বেও তালাকের ওজরসমূহ সীমিত ছিলো। তালাক দেওয়ার ওপর এখতিয়ার শুধু গীর্জার আদালতগুলোর ছিলো। স্বামী কিংবা স্ত্রী কারো কোনো প্রকার এখতিয়ার ছিলো না। তারা শুধু প্রয়োজন দেখা দিলে গীর্জার শরণাপন্ন হতো। অনুসন্ধানের পর নিজস্ব রায়ে সঠিক মনে করলে তালাকের হুকুম জারি করতো। তবে গীর্জার আদালত যথাসম্ভব আমলের চেষ্টা করতেন বাইবেলের দিক নির্দেশনার ওপর। এজন্য তাদের পক্ষ হতে তালাকের সিদ্ধান্ত কম হতো।

যাতে তালাকের এসব কড়াকড়ি উঠিয়ে দেওয়া হয় ইউরোপে পুনর্জীবন লাভের পর এ আন্দোলন তৈরি হয়েছিলো। অবশেষে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তালাকের এখতিয়ার গীর্জার আদালত হতে উঠিয়ে স্থানান্তরিত করা হয় রাষ্ট্রীয় সাধারণ আদালতে। তালাকের ওজরের ফিরিস্তি নেহায়েত দীর্ঘ তৈরি করা হয়। মজার ব্যাপার হলো, পুরুষ ব্যতীত মহিলাকেও আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তালাকের এখতিয়ার দেওয়া হয়। আর উভয় পক্ষের জন্য শুধু অপছন্দ হওয়া তালাকের আইনগত বৈধতার স্বীকৃতি পায়। যার পরিণতি এই হলো, বর্তমানে ইউরোপে তালাকের আধিকতা প্রাচ্যের দেশগুলোর লোকজন তার কল্পনাও করতে পারে না। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক সর্বদাই ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ শেষ হয়ে যাবে যাবে অবস্থায় থাকে।

হিন্দু ধর্মে তালাকের বিধান

হিন্দু ধর্মে তালাক নিষিদ্ধ ছিলো। এমনকি যদি মহিলা ব্যভিচার করতো তাহলেও স্বীয় ধর্ম হতে খারিজ মনে করা হতো, কিন্তু তালাকের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। হিন্দুরা যখন এই হুকুমে সংকীর্ণতা অনুভব করলো, তখন তাদের অনেক সম্প্রদায় এর অনুমতি দিলো যে, প্রয়োজনে স্বামী স্বীয় পণ্ডিত এবং পুরোহিত প্রমুখের নিকট তালাকের জন্য শরণাপন্ন হতে পারে। তাই দক্ষিণ ভারতে এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে তালাকের ধারাবাহিকতা আছে। অথচ উত্তর ভারত এখনও শুধুমাত্র কয়েকটি নিচু সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যদের মধ্যে তালাকের প্রচলন নেই এবং উঁচু পর্যায়ের হিন্দুদের মধ্যে এটাকে এখনও অবৈধ মনে করা হয়।[১৭৩৭]

ইসলামে তালাকের বিধান

তালাকের যে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা ইসলাম নির্ধারণ করেছে, সেটা এ চরম ও শিথিলপন্থা হতে পবিত্র। যেগুলো অন্যান্য ধর্মে পাওয়া যায়। ইসলাম তালাককে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেনি, আর না এর খোলামেলা অনুমতি দিয়েছে। মূলত ইসলামি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, দাম্পত্য সম্পর্ক যেনো দীর্ঘস্থায়ী এবং আনন্দময় হয়, আবার অপারগতার সময় তালাকেরও সুযোগ থাকে। যার কিছুটা আন্দাজ নিম্নেযুক্ত আহকাম দ্বারা হতে পারে।

১. বিয়ের আগে পুরুষকে প্রস্তাবিত কনেকে দেখে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

''فان[১৭৩৮] كرهتمو هن فعسى لن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا''

[১৭৩৭] 'তালাকে দীনে হুনুদ' শিরোনামের অধীনে ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক সংযুক্ত। এগুলো তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৩২ হতে গৃহীত। সূত্র দায়িরাতুল মা'আরিফিল বারিতানিয়া (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা) মাদ্দা Divorce, ছাপা : ১৯৫০ইং (৭/৪৫৩)। -সংকলক।

[১৭৩৮] সূরা নিসা : আয়াত-১৯, পারা-৪। -সংকলক।

(তারপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এক জিনিসকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন অনেক কল্যাণ।)

যাতে সে পছন্দ সহকারে বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করে এবং পরবর্তীতে তার কুশ্রী ইত্যাদি কারণে তাকে ডিভোর্স করতে না হয়।

২. অতি সাধারণ কথায় তাকে তালাক দেওয়া পছন্দ হয়নি। বরং স্বামীকে তাকিদ দেওয়া হয়েছে, যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে কোনো অসৌজন্যমূলক খারাপ আচরণ হয় বা এমন বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তাহলে তার সৌন্দর্যগুলোর চিন্তা করবে। তাছাড়া নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে,

لا يفرك مؤمن مؤمنة، ان كره منها خلقا رضي منه آخرا وقال غير"[১৭৩৯]

৩. এরপরও যদি স্বামীর জন্য অসহনীয় কোনো ব্যাপার হতে শুরু করে, তাহলেও তালাকের পরিবর্তে পুরুষকে আয়াত দ্বারা তাকিদ দেওয়া হয়েছে, যেনো সে ধীরে ধীরে তার সংশোধনের চিন্তা করে। তাই বলা হয়েছে,

والاتى[১৭৪০] تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا[১৭৪১]

'আর তোমরা যাদের মধ্যে অবাধ্যতার ভয় করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা অনুগত হয়, তাহলে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অবলম্বন করো না।

৪. তারপর যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রচণ্ড মতপার্থক্য হয় এবং সংশোধনের ওপরযুক্ত পদ্ধতিগুলো কাজে না লাগে, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনকে সংশোধনের চেষ্টা করার জন্য বলা হয়েছে। এজন্য এরশাদ আছে,

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ج 'আর যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশংকা কর তবে স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে এক জন সালিস নিযুক্ত করো।'

আরো এরশাদ আছে, ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ط والصلح خير ط[১৭৪২]

'তারা উভয়ে যদি মীমাংসা চায় আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মাঝে এর শক্তি দান করেন এবং সন্ধি করাই আফজাল।'

৫. তারপর যদি সংশোধনের এসব চেষ্টাও ফলদায়ক না হয়, তবে এর অর্থ এই যে, উভয়ের স্বভাব এতোটা সাংঘর্ষিক যে, এখন বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের ওপর চাপিয়ে রাখাও জুলুম। তখন পুরুষকে যদিও তালাক প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংগে সংগে এটাও বলা হয়েছে যে, ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق[১৭৪৩]

[১৭৩৯] সহিহ মুসলিম : ১/৪৭৫। -সংকলক।

[১৭৪০] সূরা নিসা : আয়াত-৩৪, পারা-৫। -সংকলক।

[১৭৪১] এই আয়াতে সংশোধনের তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে। ১. নসিহত-উপদেশ তথা নম্রভাবে বুঝানো। ২. বুঝানোর পরেও বিরত না হলে বিছানা ভিন্ন করা। ৩. তার পরেও যদি বিরত না হয়, তবে অপারগতার পর্যায়ে সাধারণ প্রহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., মা'আরিফুস কোরআন : ২/৩৯৯-৪০০। -সংকলক।

[১৭৪২] সূরা নিসা : আয়াত-৩৫, পারা-৫। -সংকলক।

[১৭৪৩] হজরত ইবনে উমর রা. হতে মারফূ' সূত্রে সুনানে আবু দাউদের বর্ণনা. (১/২৯৬, باب في كراهية الطلاق)। -সংকলক।

(আল্লাহ তা'আলার নিকট নিকৃষ্ট হালাল হলো, তালাক।) এর উদ্দেশ্য হলো, চিন্তা-ফিকির করে ভীষণ অপারগতা ব্যতীত তালাক দেওয়া অনুচিত।

৬. তারপর তালাকের জন্য এটাও আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, এটি এমন পবিত্রতার সময়ে সময়ে হবে যাতে তার সংগে সংগম করা হয়নি। যাতে তালাক কোনো সাময়িক ঘৃণার কারণে না দেওয়া হয় এবং তালাকের পর ইদ্দত গণনা করাও সহজ হয়।

৭. তাছাড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুধু এক তালাক দিয়েই যেনো ছেড়ে দেয়। এতে যদি অবস্থার উন্নতি ঘটে অর্থাৎ, যদি সংশোধনের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে ইদ্দতের সময় যেনো রুজু করাও সম্ভব হয় এবং ইদ্দতের পরেও বিয়ে নবায়নের অবকাশ থাকে।

৮. যদি স্বামী ইচ্ছা করে যে, মহিলা তালাকের পর তার নিকট ফিরে আসতে না পারে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তবুও তাকে এক পবিত্রতার ভিতরে তিন তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তার জন্য এই পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, প্রতিটি পবিত্রতায় একটি করে তালাক দিবে। অবশেষে তিন তালাক পূর্ণ হয়ে তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে এই হিকমত নিহিত যে, সে তখন প্রায় দু'মাস চিন্তা-ফিকিরের সময় পাবে। এই সময় সে তালাকের পরিণতি প্রত্যক্ষ করে ফয়সালা করতে পারবে। আর যদি তার নিকট স্ত্রীর সংশোধন অনুভূত হয়, তাহলে তিন তালাক পূর্ণ হওয়ার আগে পুনরায় তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। অথচ একই সময়ে তিন তালাক দিলে এই উপকারিতা অর্জিত হবে না।

৯. তারপর তালাকের এসব এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। কেনোনা, মহিলারা সাধারণত আবেগপ্রবণ এবং তাড়াহুড়াপ্রিয় হয়ে থাকে। তাই তালাকের ব্যাপারে তাদের কাছ হতে ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত কঠিন। সীমা লংঘনের আশঙ্কা রয়েছে।

তবে অনেক পদ্ধতি এমনও হতে পারে যে, মহিলা যৌক্তিক বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে বিচ্ছেদ চায়। তাহলে তার জন্য খোলার পথ রেখে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ অবস্থায় আদালতের মাধ্যমেও বিয়ে বাতিল করাতে পারে। যেমন, স্বামী পাগল, হারিয়ে গেছে, কাপুরুষ কিংবা খোরপোষ দেয় না কিংবা হারিয়ে যায়নি, তবে উধাও এবং মহিলার নিজের পাক-পবিত্রতা আশঙ্কাজনক অবস্থায় পতিত।

সেসব সমস্যার পথ এসব বিধিবিধানের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে, যেগুলো ওপরযুক্ত চরম ও শিথিলপন্থা থেকে সৃষ্টি হতে পারবে। বাস্তবতা হলো, যদি এই ব্যবস্থার ওপর সঠিকভাবে আমল করা যায়, তাহলে বিয়ে ও তালাকের সমস্ত সমস্যাই সহজে সমাধান হতে পারে অতি সহজে[১৭৪৪]।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَلَاقِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ : সুন্নত তরিকায় তালাক প্রসংগে (মতন পৃ. ২২২)

١١٧٨ - عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُّرَاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ ؟ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟

১১৭৮। **অর্থ :** ইউনুস ইবনে জুবায়র বলেন, ইবনে উমর রা.কে আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে মাসিক অবস্থায়, জবাবে তিনি বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনে

[১৭৪৪] এ বিষয়ের ওপর আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৩০-১৩৪। -সংকলক।

উমরকে চেনো? সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে মাসিক অবস্থায়। তারপর উমর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারি বলেন, আমি বললাম, সে তালাক ধর্তব্য হবে? জবাবে তিনি বললেন, থামো। তুমি কি মনে কর? যদি সে অক্ষম হয় ও আহমকি করে?

١١٧٩ – عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

১১৭৯। **অর্থ :** সালেমের পিতা হতে বর্ণিত যে, তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন মাসিক অবস্থায়। তখন উমর রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন, তাকে নির্দেশ দাও সে যেনো অবশ্যই তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। তারপর যেনো পবিত্র কিংবা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাকে তালাক দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত ইউনুস ইবনে জুবায়েরের হাদিসটি حسن صحيح। অনুরূপ ইবনে উমর রা. হতে সালেমের হাদিসটি। এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে ইবনে উমর রা.-এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। সুন্নত তালাক হলো, সংগম ব্যতীত পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। আর অনেকে বলেছেন, যদি স্ত্রীকে পবিত্র অবস্থায় তিন তালাক দেয় সেটিও সুন্নত তালাক হবে। এটি ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, যদি একটি একটি করে তালাক না দেয় তবে তালাক সুন্নত হবে না। এটি সাওরি ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। তাঁরা বলেছেন, (অন্তঃসত্ত্বা মহিলার তালাক সম্পর্কে) তাকে যখন ইচ্ছা তালাক দিতে পারবে। এটি শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, তাকে প্রতিমাসে এক তালাক দিবে।

দরসে তিরমিযী

তালাকে সুন্নতের অর্থ অধিকাংশের মতে, এমন পবিত্রতায় তালাক দেওয়া, যাতে সংগম করা হয়নি। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পবিত্রতায়ও এমনভাবে তালাক দেওয়া।

অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি তালাকে আহসান বা সর্বোত্তম তালাককেও তালাকে সুন্নত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৭৪৫] তালাকে আহসানের অর্থ হলো, এমন এক পবিত্রতায় এক তালাক দেওয়া যাতে সংগম হয়নি। তারপর অতিরিক্ত তালাক দিবে না; বরং ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দিবে।[১৭৪৬]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত যে, তিনি তিনটি ভিন্ন পবিত্রতায় ভিন্ন ভিন্নভাবে তালাকের ওপর তালাকে সুন্নত প্রয়োগ করেছেন। তাই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একস্থানে হজরত ইবনে উমর রা.কে বলেছেন,

ما هكذا امرك الله، انك قد أخطأت السنه، والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء"[১৭৪৭]

[১৭৪৫] এর সূত্র আহকার তালাশ করে পেলো না। -সংকলক।

[১৭৪৬] তালাকে সুন্নত এবং তালাকে আহসানের পরিভাষার জন্য দ্র., ফতহুল কাদির : ৩/৩২৭-২৮ باب الطلاق, আল-বাহরুর রায়েক : ৩/২৪৮, كتاب الطلاق। -সংকলক।

[১৭৪৭] সুনানে দারাকুতনি : ৪/৩১, নং-৮৪। -সংকলক।

"তোমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন নির্দেশ দেননি। তুমি সুন্নত লংঘন করেছো। সুন্নত হলো, পবিত্রতা সামনে নিয়ে তাতে প্রতি মাসিকের জন্য তালাক দেওয়া।"

তবে আল্লামা আলুসি রহ. বলেন যে, তালাকে সুন্নতের ওপর এটার প্রয়োগ এই হিসেবে নয় যে, এ পদ্ধতিতে তালাক দেওয়া পছন্দনীয় এবং সওয়াবের যোগ্য। বরং এটাকে সুন্নত বলা হয়েছে– এ হিসেবে যে, এই পদ্ধতিটিও শরিয়তে বৈধ। এমন করা শাস্তির কারণ নয়।[১৭৪৮]

বরং শামসুল আয়িম্মা সারাখসি রহ.-এর উস্তাদ ইমাম সাগদি রহ. স্বীয় ফতওয়ায় উল্লেখ করেছেন যে, তালাকে সুন্নি দুই প্রকার। এক. মুস্তাহাব, দুই. মাকরূহ। মুস্তাহাব সেটি, যেটিকে ইসলামি আইনবিদগণ তালাকে আহসান বলেন। অর্থাৎ, এমন পবিত্রতায় এক তালাক দিবে, যাতে সংগম হয়নি। তারপর অতিরিক্ত তালাক দেওয়ার পরিবর্তে ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দিবে। আর মাকরূহ হলো, প্রতিটি পবিত্রতায় এক তালাক দেওয়া। এভাবে তিন তালাক পূর্ণ হয়ে যাবে। এই তালাকে সুন্নি মাকরূহ। কেনোনা, এখানে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ নতুনভাবে কার্যকর করার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।[১৭৪৯]

সাগদি রহ.-এর এই ফতওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, তালাকে সুন্নির ওপরে এটি প্রয়োগ হয়েছে, তালাক বিদয়ির[১৭৫০] পরিপন্থী।

ঋতু অবস্থায় ইবনে ওমর রা.-এর তালাক

عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنه........ فانه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره ان يراجعها[১৭৫১]

রুজুর ওপরযুক্ত হুকুম শাফেয়িদের মতে মুস্তাহাব। অথচ এ ব্যাপারে হানাফিদের দুটি বর্ণনা আছে। এক. মুস্তাহাব দুই. ওয়াজিব। হিদায়া গ্রন্থকার ওয়াজিবের বর্ণনাটিকে আসাহ সাব্যস্ত করেছেন।[১৭৫২]

''قال : يونس بن جبير : قلت : فيعتد بتلك التطليقة؟ قال فمه'' فمه''

فما এর মূল, যাতে আছে 'ما استفهامية' অর্থাৎ, فما يكون ان لم تحتسب؟। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হা অক্ষরটি ওয়াক্‌ফের জন্য। তাছাড়া فمه তে হা অক্ষরটি আসল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তখন এটি

[১৭৪৮] রূহুল মা'আনি : ২/১৩৬, সূরা বাকারা الطلاق مرتان। -সংকলক।

[১৭৪৯] দ্র., আন-নুতাফ ফিল ফাতাওয়া : ১/৩১৯-৩২০, كتاب الطلاق أنواع الطلاق السني। -সংকলক।

[১৭৫০] তালাকে বিদয়ির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'সুন্নতের দুই প্রকার তথা আহসান ও হাসানের বিপরীত তালাক।' এই সংজ্ঞার আলোকে নিম্নেযুক্ত পদ্ধতিগুলো তালাকে বিদয়ির শামিল হবে। ১. এক শব্দে দুই তালাক প্রদান। ২. ভিন্ন ভিন্ন শব্দে এক তুহুরে তথা পবিত্রতায় দুই তালাক প্রদান। ৩. এমন পবিত্রতায় এক তালাক প্রদান যাতে সংগম করা হয়েছে। ৪. মাসিক অবস্থায় তালাক প্রদান। ৫. এক শব্দে তিন তালাক প্রদান। ৬. এক পবিত্রতায় দুই বা তিনটি তালাক ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রদান ইত্যাদি। দ্র., আল-বাহরুর রায়েক : ৩/২৩৯, কিতাবুত তালাক, কাওয়ায়িদুল ফিকাহ : ৩৬৩। -সংকলক।

[১৭৫১] এ হাদিসটি বোখারি শরিফেও এসেছে। দ্র., (২/৭৯০, باب إذا طلقت الحائض الخ, সহিহ মুসলিম : ১/৭৭৭, باب تحريم طلاق الحائض)। -সংকলক।

[১৭৫২] হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ৩/৩৩৮, كتاب الطلاق، باب طلاق السنة। -সংকলক।

সতর্কবাণীবোধক শব্দ। এর অর্থ হলো, ''كف عن هذا الكلام، فانه لا بد من وقوع الطلاق بذلك'' 'তুমি এই কথা হতে বিরত হও। কেনোনা, এর দ্বারা তালাক পতিত হয় আবশ্যকভাবে।'

أرأيت ان عجز واستحمق؟ দুটি অর্থ হতে পারে এই ইবারতটির। ১. যদি ইবনে উমর রা. বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তালাক দিতে অক্ষম হয়ে যান এবং ঋতু অবস্থায় তালাক দিয়ে নির্বুদ্ধিতার শিকার হন, তাহলে এটি তালাক পতিত হওয়ার জন্য কিভাবে প্রতিবন্ধক হতে পারে? নিশ্চয়ই তালাক তো হয়ে গেছে, তখন এ বাক্যটির অর্থ হবে- [১৯৫৩] ان عجز ابن عمرعن الرجعة وفعل فعل الاحمق في التطليق في حالة الحيض، الا يقع الطلاق؟ 'যদি সে যথার্থরূপে তালাক দিতে দিতে অক্ষম হয় এবং মাসিক অবস্থায় তালাকের ক্ষেত্রে বোকার মতো কাজ করো, তবে কি তালাক পতিত হবে না?'

দ্বিতীয় অর্থ হলো, যদি ইবনে উমর রা. স্বীয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হয়ে যেতেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম বাস্তবায়ন না করে আহমকির শিকার হতেন, তাহলেও সুস্পষ্ট তালাক হয়ে যেতো এবং তখন বাক্যটির অর্থ এই হবে,

ان عجز عن ايقاع الطلاق على وجهه وفعل فعل الاحمق في التطليق في حالة الحيض، الا يقع الطلاق؟[১৯৫৪]

'হজরত ইবনে ওমর যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হয় এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম তামিল না করে বোকার মতো কাজ করে, তবে কি তালাক হবে না?'

مره فليراجع ثم ليطلقها طاهرا او حاملا

হজরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনার দ্বিতীয় টুকরা এই অনুচ্ছেদে এসেছে। সুনানে আবু দাউদে[১৯৫৫] এই বর্ণনাটি মালেক-নাফে-আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সূত্রে এসেছে। তাতে এই তাফসিল আছে যে,

مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس.

'তাকে নির্দেশ দাও সে যেনো তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে, তারপর সে পবিত্র হয়ে মাসিকগ্রস্থ হবার পর পুনরায় পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের নিকট রাখে। তারপর ইচ্ছা করলে নিজের নিকট রাখবে আর ইচ্ছা করলে স্পর্শ করার আগে তাকে তালাক দেবে।'

হানাফিসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মত হলো এই হাদিসের ভিত্তিতে, যে ঋতুতে প্রথম তালাক দিয়েছিলো তার সংগে সংগে পবিত্রতায় তালাক দেওয়া হবে না। বরং তালাক দেওয়া হবে পরবর্তী তুহ্‌রে।[১৯৫৬] আল্লামা নববি

[১৯৫৩] আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৪৬-১৪৭, باب تحريم طلاق الحائض। -সংকলক।

[১৯৫৪] আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৪৬-১৪৭, باب تحريم طلاق الحائض। -সংকলক।

[১৯৫৫] ১/২৯৬, باب في طلاق السنة। -সংকলক।

[১৯৫৬] এতে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। আবু হানিফা ও শাফেয়ি রহ. উভয়ের আসাহ বর্ণনা হলো, যে মাসিকে তালাক দিয়েছিলো এর সংগে মিলিত পবিত্রতায় তালাক দেওয়া অবৈধ। যদিও তাদের উভয়ের একেকটি বর্ণনা বৈধতার আছে : অথচ

রহ.-এর উক্তি অনুযায়ি এর হিকমত হলো, এটা পরিপূর্ণভাবে সম্ভব যে, এতে স্বামীর ঘৃণা শেষ হয়ে যাবে এবং তালাকের প্রয়োজনই হয় না।[১৭৫৭]

মাসিক অবস্থায় তালাকের হুকুম এবং এ সংক্রান্ত মতপার্থক্য

সারকথা, এ অনুচ্ছেদের হাদিস এই বিষয়ে প্রমাণ যে, মাসিক অবস্থায় প্রদেয় তালাক যদিও হারাম তবুও এটি পড়ে যায়। কেনোনা, এতে এমন অবস্থায় রুজুর হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর স্পষ্ট বিষয় হলো, রুজু তালাক হওয়ার পরেই হতে পারে। তা না হলে রুজুর কোনো অর্থই হয় না। এজন্য এটাই ইমাম চতুষ্টয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত।[১৭৫৮]

অবশ্য আল্লামা ইবনে হাজম, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং হাফেজ ইবনে কাইয়িম রহ.-এর মাজহাব হলো, মাসিক অবস্থায় তালাক হয় না।[১৭৫৯]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে ইবনে উমর রা.-এর উক্তি فمه এবং ''ارأيت ان عجز او استحمق ও অধিকাংশের মাজহাবের সমর্থন করে। যেমন, এ দুটির ব্যাখ্যাই পেছনে গেছে।[১৭৬০]

ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে দ্বিতীয় তুহুরে তালাক দেওয়া মুস্তাহাব। যার অর্থ হলো, মিলিত তুহরেও তালাক দেওয়া বৈধ। মালেকিদের আলোচনাও এরই দাবি করে।

ফতহুল বারি : ৯/৩৪৯, باب قول الله تعالى : يا ايها النبي اذا طلقتم النساء الخ كتاب الطلاق, আল-বাহরুর রায়েক : ৩/২৪২।

উভয় পক্ষের দলিলসমূহের জন্য দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৩৭। -সংকলক।

[১৭৫৭] দ্র., শরহে নববি : ১/৪৭৫ تحريم طلاق الحائض الخ। আল্লামা নববি রহ. এস্থানে মিলিত তুহুরে তালাক না দেওয়ার চারটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৩৭-১৩৮। -সংকলক।

[১৭৫৮] দ্র., বাদায়িউস সানায়ে' : ৩/৯৬, فصل وأما حكم طلاق البدعة الخ, আল-মাজমু' শরহুল মুহাজ্জাব : ১৬/৭৮, الطلاق في الحيض يحتسب। -সংকলক।

[১৭৫৯] দ্র., আল-মুহাল্লা : ১০/১৬০, لا يحل لرجل أن يطلق امرأته في حيضتها الخ, নং-১৯৪৯, ফয়জুল বারি : ৪/৩১০, باب إذا طلقت الحائض الخ, জাদুল মা'আদ : ৫/২২১, حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض। -সংকলক।

[১৭৬০] ইবনে তাইমিয়া রহ. فمه এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন, তুমি তালাক পতিত হওয়ার যে ধারণা পোষণ করছো তা হতে বিরত হও। আর أن عجز واستحمق এর অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, শরিয়ত তার পরিবর্তন সাধনের কারণে পরিবর্তিত হবে না। যেহেতু শরিয়তের হুকুম তাতে আছে যে, মাসিকের মধ্যে তালাক গ্রহণযোগ্য নয়, সুতরাং তা কি পরিবর্তন করা ও এক তালাক ও তার আহমকি ধর্তব্যে আনা সম্ভব? কিন্তু হজরত কাশ্মীরি রহ.-এর এই জবাব দিয়েছেন যে, অনেক বর্ণনা এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, এ তালাক হিসাবে ধরা হয়েছিলো। এজন্য হজরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, হজরত আবদুল্লাহ রা. তাকে এক তালাক দিয়েছিলেন। তারপর তার এই তালাক ধর্তব্য হয়েছে। তাছাড়া ইবনে উমর রা. বলেন, তারপর আমি সেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি এবং আমি তাকে যে তালাক দিয়েছি সে তালাক ধর্তব্যে এনেছি। (এ দুটি বর্ণনা সহিহ মুসলিমে (১/৪৭৬, باب تحريم طلاق الحائض) এসেছে। ওপরযুক্ত জবাবের জন্য দ্র., ফয়জুল বারি : ৪/১৪০-১৪১। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

অনুচ্ছেদ–২ : নিজ স্ত্রীকে যে তালাকে বাইন দেয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২২২)

١١٨٠ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ وَاللهِ ؟ قُلْتُ وَاللهِ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ.

১১৮০। **অর্থ :** রুকানা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার স্ত্রীকে তালাকে বাইন দিয়েছি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই তালাক দ্বারা কি ইচ্ছা করেছো? বললাম, এক তালাক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কসম? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি বললেন, তাহলে তুমি যা নিয়ত করেছো তাই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আমরা এ হাদিসটি কেবল এ সূত্রে জানি। আমি এ হাদিসটি সম্পর্কে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এতে ইজতিরাব আছে। ইকরিমা সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করা হয় যে, রুকানা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণ বাত্তা বা তালাকে বাইন সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাত্তাকে এক তালাক সাব্যস্ত করেছেন। হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এটিকে তিন তালাক সাব্যস্ত করেছেন।

দরসে তিরমিযী

অনেক আলেম বলেছেন, এতে তালাকদাতা পুরুষের নিয়ত ধর্তব্য। এক তালাক নিয়ত করলে এক তালাক, আর তিন তালাক নিয়ত করলে তিন তালাক। আর যদি দুই তালাকের নিয়ত করে তাহলে শুধু একটিই হবে। সাওরি ও কুফাবাসীর মত এটিই।

মালেক ইবনে আনাস বলেছেন, যদি এই স্ত্রীর সংগে সে সংগম করে থাকে, তবে এটি তিন তালাক।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, সে যদি এক তালাকের নিয়ত করে, তাহলে এক তালাক। সে তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখে। আর যদি সে দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে দুই তালাক। আর তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই হবে।

عن[১৭৬১] عبد الله بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده قال : اتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله! اني طلقت امرأتي البتة فقال : ما اردت بها؟ قلت: واحدة، قال : والله؟ قلت : والله، قال : فهو ما أردت.

দুটি বিষয় আছে এখানে। প্রথম বিষয় যেটি এ অনুচ্ছেদের মূল্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সেটি হলো, যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে انت طالق বলে তবে এর হুকুম কি?

[১৭৬১] সুনানে আবু দাউদ : ১/৩০০, باب في البتة, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৪৮, باب طلاق البتة। -সংকলক।

এর দ্বারা এক তালাকে বাইন পতিত হবে হানাফিদের মতে, যদি সে একটি তালাকের নিয়ত করে থাকে কিংবা কোনো নিয়ত না করে থাকে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তিনটিই হবে। তবে যদি দুই তালাকের নিয়ত করে তাহলে পতিত হবে শুধু এক তালাক।[১৭৬২]

অথচ শাফেয়িদের মতে, একটির নিয়ত করলে এক তালাক রাজয়ি, দুটির নিয়ত করলে দুটি, আর তিনটির নিয়ত করলে তিনটি তালাক পতিত হবে। আর যদি কোনো নিয়ত না করে, তাহলে হবে একটি।

মালেকিদের মতে, যদি এই শব্দগুলো সংগমকৃতা মহিলাকে বলে, তাহলে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। নিয়ত না করলেও।[১৭৬৩]

তিনটির নিয়ত করলে হানাফিদের মতে ওপরযুক্ত শব্দে তিন তালাক পতিত হওয়া যদিও পূর্ণাঙ্গ জিন্‌স কিংবা হুকমি শাখা হিসেবে সঠিক আছে, কিন্তু নিয়ত করা সত্ত্বেও দু'তালাক পতিত হবে না। কারণ, এটি শুধু সংখ্যা। আর এই শব্দগুলো শুধু সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। তার যদি স্ত্রী বাঁদি হয়, তবে দুটির নিয়ত সঠিক আছে। কেনোনা, তার ক্ষেত্রে দুটিই পূর্ণ জিন্‌স এবং হুকমি ফরদ।[১৭৬৪]

তিন তালাক সংক্রান্ত আলোচনা

দ্বিতীয় বিষয় হলো, তিন তালাক সম্পর্কীয়। এই এ বিষয়ের অধীনে আছে দুটি মাসআলা।

তিন তালাক এক সংগে দেওয়া কি বৈধ?

প্রথম মাসআলা হলো, একই সময়ে তিন তালাক বাস্তবায়ন করা বৈধ কিনা? আবু হানিফা ও মালেক রহ.-এর মাজহাব হলো, এটা হারাম এবং বিদ'আত। ইমাম আহমদ রহ.-এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ। এটাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হজরত উমর ফারুক, আলি, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে উমর রা.-এর মাজহাবও।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে; এমনভাবে তালাক দেওয়া বৈধ।[১৭৬৫] আহমদ রহ.-এরও দ্বিতীয় বর্ণনাটি অনুরূপ।[১৭৬৬] এটিই আবু সাওর এবং দাউদ রহ.-এর মাজহাব। হাসান ইবনে আলি এবং আবদুর রহমান ইবনে

[১৭৬২] অবশ্য হানাফিদের মধ্য হতে ইমাম জুফার রহ.-এর মতে দুটির নিয়ত ধর্তব্য। মুহাল্লা : ১০/১৯১, مسألة ١٩٠٨ في الا لفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ। -সংকলক।

[১৭৬৩] মাজহাবসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এ অনুচ্ছেদেই বর্ণিত ইমাম তিরমিযী রহ.-এর আলোচনা হতেই গৃহীত। অবশ্য মুয়াফফাক রহ.-এর আলোচনা হতে কিছুটা সংযোজন হয়েছে। মুয়াফফাক আরো বলেছেন, ইমাম আহমদ রহ. হতে বেশির ভাগ বর্ণনা হলো যে, তিন তালাকের প্রতি তার ঝোঁক সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে ফতওয়া দিতে অপছন্দ করতেন। আর অনেকে বলেছেন, ইমাম আহমদ রহ. হতে দুই বর্ণনা আছে। একটি হলো এই। অপরটি হলো, সে যা নিয়ত করেছে তাই হবে। আর যদি সে তালাকদাতা কোনো নিয়তই না করে, তবে এক তালাক হবে। দ্র., বজলুল মাজহুদ : ১০/৩১৬, باب في البتة। -সংকলক।

[১৭৬৪] দ্র., নুরুল আনওয়ার : পৃষ্ঠা-৩০, بحث امر ، طلقي نفسك। -সংকলক।

[১৭৬৫] অবশ্য তাদের মতেও মুস্তাহাব হলো, এক তুহরে তিন তালাক না দেওয়া। আল-মুহাজ্জাব-শিরাজি (২/৭৯, তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৫২, باب طلاق الثلاث)। -সংকলক।

[১৭৬৬] ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর দলিল উয়াইমির আজলানি রা.-এর লেআনের ঘটনা। এটি বোখারিতে (২/৭৯১, كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث) হজরত সাহল ইবনে সাদ সাইদি রা.-এর বর্ণনায় বর্ণিত আছে। তাতে আছে- যখন তারা দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) লেআন হতে অবসর হলো, তখন উয়াইমির বললেন, আমি স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা কথা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তাকে রেখে দিই। তারপর তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেন।

আওফ রা. হতেও এমন বর্ণিত আছে।[১৭৬৭] হানাফিদের দলিল সুনানে নাসায়িতে[১৭৬৮] বর্ণিত মাহমুদ ইবনে লবিদের বর্ণনাটি,

اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ايلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم؟ حتى قام رجل وقال : يا رسول الله! الا اقتله[১৭৬৯]...

তিন তালাক পতিত হওয়ার বিধান

দ্বিতীয় মাসআলা তিন তালাক পতিত হওয়ার যেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মহা বিতর্কিত বিষয়। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি এক কথায় তিন তালাক দেয় কিংবা এক মজলিসে তিন তালাক দেয়, তবে সেটি পতিত হয় কিনা? একটি হয়, না তিনটি। এ সম্পর্কে তিনটি মাজহাব আছে।

১. প্রথম মাজহাব ইমাম চতুষ্টয়ের। সেটি হলো এমনভাবে তিন তালাক পতিত হবে এবং মহিলা চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ولا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره, এই মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতোক্ষণ না এছাড়া অন্য স্বামীর সংগে বিয়ের ঘর-সংসার (সংগম) করে। এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

মুসনাদে আহমদে (৫/৩৩৪, আবু মালেক সাহল ইবনে সাদ সাইদি রা.-এর হাদিসে) আছে, 'তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাকে রেখে দিই, তবে আমি তার ওপর জুলুম করবো। সে তালাক, সে তালাক, সে তালাক।'

তবে আবু বকর জাসসাস রহ. এর এই জবাব দিয়েছেন যে, এই ঘটনা দ্বারা ইমাম শাফেয়ি রহ. কর্তৃক তিন তালাকের বৈধতার ওপর দলিল পেশ করা ঠিক নয়। কেনোনা, তাঁর মাজহাব অনুসারে স্ত্রীর লেআনের আগে শুধু স্বামীর লেআন দ্বারা বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং তালাকের ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং তিন তালাক দেওয়া সম্পর্কে অস্বীকৃতির প্রয়োজনই বাকি থাকে না।

তবে হানাফিদের মতে যেহেতু লেআনের পর বিচারকের ফয়সালার ফলে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে যায়, (হিদায়া : ২/৪১০) সেহেতু তাঁদের মাজহাব অনুসারে এই জবাব চলবে না। এজন্য ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. হানাফিদের পক্ষ হতে জবাব দিতে গিয়ে বলেন, 'হতে পারে এটা ইদ্দতের মধ্যে তালাক সুন্নত হওয়া এবং এক তুহরে কয়েকটি তালাক একত্রিত করা নিষেধ হওয়ার আগের ঘটনা। এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি কোনো অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। আবার এটাও হতে পারে যে, যেহেতু সে মহিলা তালাক ব্যতীতই বিচ্ছেদের যোগ্য হয়েছিল। এ কারণে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। দ্র., আহকামুল কোরআন-জাসসাস : ১/৩৮৪। -সংকলক।

[১৭৬৭] ওপরযুক্ত মাজহাবগুলোর জন্য দ্র., আল-মুগনি : ৭/১০২, مسألة ولو طلقها ثلاثا। -সংকলক।

[১৭৬৮] এই বর্ণনা সম্পর্কে হাফেজ ইবনুত তারকুমানি রহ. বলেন, 'এ হাদিসটি সহিহ এবং স্পষ্ট।' আল-জাওহারুন নাকি বিজায়লি সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকি : ৭/৩৩৩, كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة। স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এর বর্ণনাকারিগণ সেকাহ। তবে এরপর হাফেজ রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, 'কিন্তু মাহমুদ ইবনে লাবিদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর থেকে তাঁর শ্রবণ প্রমাণিত নয়। যদিও অনেকে তাঁকে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের শামিল করেছেন। তবে সেটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনের কারণে। -ফতহুল বারি : ৯/৩৬২, باب من جوز الطلاق الثلاث। তবে হাফেজ রহ.-এর এই প্রশ্ন ঠিক নয়। কেনোনা, তখন এটি সর্বোচ্চ, সাহাবির মুরসাল হবে। যেটি অধিকাংশের মতে মুত্তাসিলের পর্যায়ভুক্ত। -মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/৯১, المرسل والمنقطع الخ। -সংকলক।

[১৭৬৯] হানাফিদের একটি দলিল হজরত আনাস রা.-এর হাদিস। হজরত উমর রা.-এর নিকট যখন এমন ব্যক্তিকে হাজির করা হতো, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, তিনি তার পিঠে আঘাত করতেন। এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সায়িদ ইবনে মানসুর রহ.। হাফেজ রহ. ফাতহুল বারিতে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এর সনদ সহিহ। দ্র., (৯/৩৬২)।

পরবর্তী মাসআলাতে (তিন তালাক পতিত হওয়াতে)ও বিভিন্ন বর্ণনা এমন উল্লিখিত হবে, যেগুলো হানাফিদের মাজহাব প্রমাণের সহায়ক

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত।[১৭৭০] দ্বিতীয় মাজহাব হলো, এমন এক তালাকও পতিত হবে না। শিয়া জাফরিয়াদের মাজহাব এটিই।[১৭৭১] হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, মুহম্মদ ইবনে ইসহাক এবং ইবনে মুকাতিলের দিকেও এই উক্তিটি সম্বন্ধযুক্ত।[১৭৭২]

৩. তৃতীয় মাজহাব হলো, এমনভাবে এক তালাক পতিত হবে। স্বামীর রুজু করার এখতিয়ার থাকবে। এটা অনেক আহলে জাহের, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িমে এবং ইকরিমা রহ. প্রমুখের মাজহাব।[১৭৭৩] আমাদের যুগে গাইরে মুকাল্লিদরাও এই বিষয়ে অস্পষ্ট ভূমিকার অধিকারি।

তবে ওপরযুক্ত তিনটি মাজহাবে এ বিষয়টি যৌথ শরিক যে, যদি তিন তালাক ভিন্ন ভিন্ন তিনটি পবিত্রতায় দেওয়া হয়, তাহলে এগুলো সবার মতেই পতিত হয়ে যাবে। এমন মহিলার চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কারো কোনো মতপার্থক্য নেই। এমনকি আহলে জাহের ও রাফেজিরাও এই তালাক পতিত হওয়ার প্রবক্তা।

তবে আমাদের দেশে যে পারিবারিক আইন বাস্তবায়িত হয় তাতে বলা হয়েছে যে, তিন পবিত্রতায় ভিন্ন ভিন্নভাবে তিন তালাক দিলেও তিন তালাক পতিত হবে না, বরং একটিই পতিত হবে। চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পদ্ধতি এই পারিবারিক আইনের আলোকে শুধু এটাই যে, স্বামী এক তালাক দিয়ে রুজু করবে। তারপর তালাক দিবে। তারপর রুজু করবে। পরে তালাক দিবে।

স্পষ্ট বিষয় যে, ওপরযুক্ত পদ্ধতি উম্মতের কোনো একজনেরও মাজহাব নয়। সুতরাং যেসব লোক এসব পারিবারিক আইনের সমর্থনে ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম কিংবা আহলে জাহেরকে পেশ করেন, তাদের এ কাজ কোনোক্রমেই বৈধতার স্তরে নেওয়া যায় না।

জমহুরের দলিলসমূহ

১. সুনানে নাসায়িতে[১৭৭৪] শা'বি রহ.-এর বর্ণনাটি আছে, তিনি বলেন,

حدثنا فاطمة بنت قيس، قالت : اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : انا بنت ال خالد وان زوجى فلانا ارسل الى بطلاقى، وانى سألت اهله النفقة والسكنى فأبو على، قالوا : يا رسول الله! انه ارسل اليها

[১৭৭০] বাহ্যত এ হুকুমটি তখনকার জন্য যখন স্ত্রীর সংগে সংগম করা হয়, আর যদি স্ত্রীর সংগে সংগম না হয়, তবে তখন হানাফিদের মতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। যদি এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া হয়। যেমন বলা হয়, তোমার ওপর তিন তালাক, তাহলে তখনও একসংগে তিন তালাক পড়ে যাবে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে তিন তালাক দেয়, চাই একই মজলিসে হোক না কেনো, যেমন– তুমি তালাক, তালাক, তালাক, তখন শুধু এক তালাকেই বিচ্ছিন্ন (বাইন) হয়ে অন্য তালাকগুলোর ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট থাকবে না। হিদায়া : ২/৩৭১, فصل في الطلاق قبل الدخول। -সংকলক।

[১৭৭১] শিয়া হিল্লি এ ব্যাপারে শারায়িউল ইসলামে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। (২/৫৭)-তাকমিলা : ১/১৫৩।

শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বলেন, ইমামিয়া হতে বর্ণিত আছে যে, ছালাছ বা 'তিন' শব্দ ব্যবহার করলে তালাক হবে না এবং মাসিক অবস্থায়ও তালাক হবে না। -ফতহুল কাদির : ৩/৩২৯, باب طلاق السنة। -সংকলক।

[১৭৭২] নববি শরহে মুসলিম : ১/৪৭৮, باب طلاق الثلاث। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের দ্বিতীয় বর্ণনা তৃতীয় মাজহাবের মতো এক তালাকে রাজয়ি পতিত হবে। সূত্র ঐ। -সংকলক।

[১৭৭৩] চতুর্থ আরেকটি মাজহাবও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্ত্রীর সংগে যদি সংগম হয়ে থাকে তবে তিন তালাক, আর যদি সংগম না হয়ে থাকে তবে এক তালাক হবে। -ফতহুল কাদির : ৩/৩২৯। এই চতুর্থ মাজহাবটিকে ইবনুল কাইয়িম রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর অনেক ছাত্র ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ.-এর আল-মুগনি : ৭/১০৪-১০৫ لو طلقها ثلاثا শরহে নববি : ১/৪৭৮। -সংকলক।

[১৭৭৪] ২/১০০ باب الرخصة في ذلك। -সংকলক।

بثلاث تطليقات، فقالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة.

'আমাকে ফাতেমা বিনতে কায়স হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমি খালেদ পরিবারের কন্যা। আমার স্বামী আমার নিকট খোরপোষের আবেদন করছি। তারা আমাকে তা দিতে অস্বীকার করেছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার স্বামী তার নিকট তিন তালাকের সংবাদ পাঠিয়েছেন। তখন ফাতেমা রা. বললেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খোরপোষ ও বাসস্থান মহিলার জন্য হবে কেবল তখনই, যখন তার স্বামীর জন্য অধিকার থাকে তাকে ফিরিয়ে আনার।'

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তালাকের সুরতে স্বামীকে রুজু করার অধিকার দেননি।

২.

عن سريد بن غفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند بن علي رضى الله عنه فلما قتل علي رضى الله عنه قالت : لتهنئك الخلافة، قال : بقتل علي تظهرين الشماتة! اذهبي، فأنت طالق، يعني ثلاثا، قال فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث اليها ببقية لها من صداقها وعشرة ألاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى ثم قال : لولا اني سمعت جدى، او حدثني ابي انه سمع جدي يقول : ايما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء او ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لرجعتها- رواه البيهقي.

'সুরাইদ ইবনে গাফালা বলেন, আয়েশা খাছ'আমিয়্যা ছিলেন হাসান ইবনে আলি রা.-এর নিকট (তাঁর স্ত্রী)। যখন আলি রা.কে শহিদ করা হলো, তখন আয়েশা বললেন, খেলাফত আপনাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছে। তখন হজরত হাসান রা. বললেন, আলি রা.-এর শাহাদাতের ঘটনায় তুমি আনন্দ প্রকাশ করছো! যাও- তুমি তালাক। অর্থাৎ, তিনটি। তিনি বললেন, তারপর আয়েশা তার কাপড়-চোপড় গায়ে চড়িয়ে বসে রইলেন এবং তার ইদ্দত পালন করলেন। তখন হজরত হাসান রা. তাঁর নিকট তাঁর মহরের বকেয়া পাঠিয়ে দিলেন। তাতে সংগে আরো দিলেন দশ হাজার দানস্বরূপ। যখন তার নিকট বার্তাবাহক এলো তখন আয়েশা বললেন, বিচ্ছিন্ন বন্ধুর কাছ হতে সামান্য ভোগসম্ভার মাত্র। যখন হজরত হাসান রা.-এর নিকট আয়েশার এই কথা পৌঁছলো, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, যদি আমি আমার নানার কথা না শুনতাম কিংবা বলেছেন, যদি আমার আব্বা আমাকে এ হাদিস বর্ণনা না করতেন যে, তিনি আমার নানাকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিকের সময় তিন তালাক দেয়, কিংবা অস্পষ্ট তিন (তালাক) দেয়, তখন সে মহিলা তার জন্য হালাল হয় না, যতোক্ষণ না অন্য স্বামীর সংগে বিয়ে ও সংগম হয়- তাহলে আমি অবশ্যই আয়েশাকে ফিরিয়ে আনতাম।' বায়হাকি।[১৭৭৫]

[১৭৭৫] সুনানে কুবরা : ৭/৩৩৬ كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات। - সংকলক।

৩.

عن عائشة رض الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاث فتزوجت، فطلق، فسئل النبى صلى الله عليه وسلم اتحل للاول، قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول - رواه البخارى.

'আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তারপর সে মহিলা বিয়ে করেছেন। তারপর তাকে স্বামী তালাক দিয়েছে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? জবাবে তিনি বললেন, না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার সামান্য মধু (দ্বিতীয়) স্বামী সম্ভোগ না করে, প্রথম স্বামী সম্ভোগ করেছিলো যেমনটি। বোখারি শরীফ।[১৯৯৬]

৪. বোখারিতেই[১৯৯৭] হজরত সাহল ইবনে সা'দ সাইদি রা.-এর হাদিস আছে, এতে তিনি উয়াইমির আজলানির লি'আনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উয়াইমির লি'আন হতে অবসর হওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

كذبت عليها يا رسول الله! ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাকে রেখে দিই, তাহলে তার প্রতি আমি মিথ্যা আরোপ করলাম। তারপর তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাকে নির্দেশ দেওয়ার আগেই।'

৫. মু'জামে তাবারানিতে হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

طلق بعض ابائى امرأته الفا فانطلق بنوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله! ان ابانا طلق امنا الفا فهل له من مخرج قال : ان اباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من امره مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسع مائة وسبع وتسعون اثم في عنقه[১৯৯৮]"

'আমার পিতা-প্রপিতাদের মধ্য হতে একজন তার স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়েছিলেন। তখন তার সন্তানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পিতা আমাদের মাকে হাজার তালাক দিয়েছেন। তার জন্য কি কোনো উপায় আছে? জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের পিতা আল্লাহকে ভয় করেনি যে, তিনি তার জন্য কোনো মুক্তির পথ করে দিবেন। মহিলা তার হতে সুন্নতের পরিপন্থী তিন তালাকের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর অবশিষ্ট ৯৯৭টি তালাক তার ঘাড়ে গোনাহ হিসেবে রয়ে গেছে।'

[১৯৯৬] ২/৭৯১, باب من اجاز طلاق الثلاث।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর ঝোঁক এদিকেই যে, ওপরযুক্ত বর্ণনার ঘটনা এবং হজরত রিফা'আ রা.-এর স্ত্রীর ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন। ফতহুল বারি : ৯/৩৬৭, باب من جوز الطلاق الثلاث। যেনো, এ দুটি ঘটনা স্বতন্ত্র দুটি দলিল। -সংকলক।

[১৯৯৭] সূত্র ঐ। -সংকলক।

[১৯৯৮] মাজমাউজ জাওয়াইদে (৪/৩৩৮, باب فيمن طلق أكثر من ثلاث) হাইছামি রহ. বলেছেন, এতে আছে- উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালিদ আল-ওয়াসসাফি আল-আজারি। তিনি জয়িফ।

তবে তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, তাঁর হাদিস লেখা যাবে। কেনোনা, তার মধ্যে জ্ঞান আছে, মিজানুল ই'তিদাল : ৩/১৭, নং-৫৪০৫।

সুতরাং তাঁর বর্ণনা সমর্থকরূপে পেশ করা যায়। এই বর্ণনাটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকেও (৬/৩৯৩, নং-১১৩৩৯ باب المطلق ثلاثا) এসেছে। তাছাড়া দ্র., সুনানে দারাকুতনি : ৪/২০, নং-৫৩। -সংকলক।

৬. পেছনের মাসআলার অধীনে মাহমুদ ইবনে লাবিদ রা.-এর হাদিস এসেছে। তাতে তিন তালাকের ওপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি প্রকাশও তিন তালাক পতিত হওয়ার দলিল।[১৭৭৯]

৭. তাবারানি ইবনে উমর রা. কর্তৃক মাসিক অবস্থায় তালাকের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যার শেষে নিম্নেযুক্ত শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে,

فقلت[১৭৮০] يا رسول الله! لو طلقتها ثلاثا كان لي ان اراجعها؟ قال اذا بانت منك وكان معصية

'তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম, তবে কি আমি তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখতাম? তিনি বললেন, তখন সে তোমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো এবং এটা তোমার জন্য হতো পাপ কাজ।'

৮. সুনানে দারাকুতনিতে[১৭৮১] হজরত আলি রা.-এর হাদিস আছে। তিনি বলেন,

قال سمع النبي صلي عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال تتخذون آيات الله هزوا او دين الله هزوا ولعبا؟ من طلق البتة الزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাকে বাইন দিয়েছে। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহর আয়াতগুলোকে ঠাট্টার বিষয় বানাচ্ছো? কিংবা বলেছেন, আল্লাহর দীনকে ঠাট্টা ও ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়ে পরিণত করছো? যে (তার স্ত্রীকে) নিশ্চিত তালাক দিয়ে দেয়, আমরা তার জন্য তিনটি তালাক আবশ্যক করে দিই। তার জন্য সে মহিলা ততোক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতোক্ষণ না অন্য স্বামীর সংগে বিয়ে বসে (এবং সংগম করে)।'

৯. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে[১৭৮২] জায়দ ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনা আছে, তাতে তিনি বর্ণনা করেন, হজরত উমর রা.-এর খেদমতে এমন এক ব্যক্তিকে পেশ করা হয়েছিলো, যে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিলো। জিজ্ঞাসাবাদ করলে লোকটি ওজর পেশ করলো, ''انما كنت العب'' আমি কেবল ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। এরপর হজরত উমর রা. তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন আর বলেছিলেন– انما يكفيك من ذلك ثلاثة [১৭৮৩] তথা তোমার জন্য তো তিন তালাকই যথেষ্ট ছিলো।'

[১৭৭৯] হাদিস এবং এর দ্বারা দলিল পেশ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৫৫। -সংকলক।

[১৭৮০] মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৪/৩৩৬, باب طلاق السنة وكيف الطلاق। আল্লামা হাইছামি রহ. এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, এতে আছেন আলি ইবনে সায়িদ রাজি। ইমাম দারাকুতনি রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি তেমন শক্তিশালী নন। তবে অন্যরা তাঁর ব্যাপারে সম্মানপূর্বক উক্তি করেছেন। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারিগণ সেকাহ।

তবে আলি ইবনে সায়িদ রাজিকে জয়িফ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দারাকুতনি রহ.কে একক মনে হয়। তা না হলে হাফেজ জাহাবি রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন, হাফেজ প্রচুর সফরকারি এবং বড় পর্যটক। ইবনে ইউনুস রহ.-এর উক্তি বর্ণনা করেন, 'তিনি বুঝতেন এবং হিফজ করতেন।' দ্র., মিজানুল ই'তিদাল : ৩/১৩২, নং-৫৮৫০। -সংকলক।

[১৭৮১] ৪/২০, নং-৫৫, كتاب الطلاق। -সংকলক।

[১৭৮২] ৬/৩৯৩, নং-১১৩৪০ باب المطلق ثلاثا। -সংকলক।

[১৭৮৩] ওপরযুক্ত বর্ণনাটি সুফিয়ান সাওরি-সালামা ইবনে কুহাইল রহ. সূত্রে বর্ণিত, অথচ এই বর্ণনাটি সুনানে কুবরা বায়হাকিতে শো'বা-সালামা ইবনে কুহাইল সূত্রে বর্ণিত আছে। দ্র., (৭/৩৩৪, كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات)।
উভয় সূত্রেই বর্ণনাকারিগণ সিহাহ সিত্তার বর্ণনাকারি। -তাকমিলা : ১/১৫৬। -সংকলক।

১০. মুয়াত্তা ইমাম মালেকে[১৭৮৪] মু'আবিয়া ইবনে আবু আইয়াশ আনসারির হাদিস আছে। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. এবং আসেম ইবনে উমরের নিকট বসা ছিলাম। তখন তার নিকট মুহাম্মদ ইবনে আয়াস ইবনে বুকায়র এসে বললো, এক বেদুইন তার এমন স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, যার সংগে সংগম করা হয়নি। এই মাসআলাতে আপনাদের দু'জনের কি অভিমত? জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রা. বললেন,

''ان هذا الامر ما بلغ لنا فيه قول فاذهب الى عبدالله بن عباس رض الله عنه وابى هريرة رضي الله عنه فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فاسألهما، ثم اتما فاخرنا''

'এ ব্যাপারে আমাদের নিকট কোনো উক্তি পৌছেনি। সুতরাং তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা.-এর নিকট যাও। কেনোনা, আমি তাদের দু'জনকে আয়েশা রা.-এর নিকট রেখে এসেছি। তাঁদের যেয়ে জিজ্ঞেস করো, তারপর আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে অবহিত করো।'

ফলে প্রশ্নকারি যেয়ে তাদের দু'জনকে জিজ্ঞেস করলো। ইবনে আব্বাস রা. জবাব দিলেন, أفته يا ابا هريرة! فقد جاءتك معضلة'' 'আবু হুরায়রা! আপনি তাকে ফতওয়া দিন। মুশকিল বিষয় আপনার নিকট এসেছে।' হজরত আবু হুরায়রা রা. জবাব দিলেন,

الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

'এক তালাক তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তিন তালাক তাকে হারাম করে দেয়, যতোক্ষণ না অন্য আরেক স্বামীর নিকট সে বিয়ে বসে' ইবনে আব্বাস রা.ও এই জবাবই দিলেন।[১৭৮৫] এখানে সর্বমোট দশটি দলিলে পূর্ণাঙ্গ জবাব হলো।

হাদিস গ্রন্থাবলিতে ওপরযুক্ত দলিলসমূহ ব্যতীত আরো বহু দলিল ও আছর[১৭৮৬] বিদ্যমান আছে। যেগুলো

[১৭৮৪] طلاق البكر ৫২১। -সংকলক।

[১৭৮৫] উস্তাদে মুহতারাম দা.বা. এই বর্ণনার অধীনে তাকমিলাতে (১/১৫৭-১৫৮) লিখেন, এই হাদিসটি আমাদের এদিকে পথপ্রদর্শন করছে যে, এই পাঁচজন সাহাবি (হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র, আসেম ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রা.) এক শব্দে তিন তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। আবু হুরায়রা রা. ও ইবনে আব্বাস রা.-এর মাজহাবতো স্পষ্ট। আর আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র ও আসেম ইবনে উমর রা. এ মাসআলাটিকে স্ত্রীর সংগে সংগম না করা হয়ে থাকার সুরতে জটিল মনে করেছেন। যদি তিনটি তালাক সংগমকৃতা মহিলার ক্ষেত্রে অর্থহীন হতো, তাহলে এটাকে তারা জটিল মনে করতেন না এবং স্ত্রী যদি সংগমকৃত না হয়ে থাকে তবে সে অবস্থায় আফজালরূপেই তারা দু'জন তালাক পতিত না হওয়ার ফতওয়া দিতেন। তারা দু'জন এ কারণেই এ মাসআলাটিকে জটিল মনে করেছেন যে, এটি ছিলো অসংগমকৃতা মহিলার ক্ষেত্রে আর আয়েশা রা.-এর যে ব্যাপারটি, ঘটনার পূর্বাপর দ্বারা স্পষ্ট এটাই যে, হজরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া প্রদানের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। -সংকলক।

[১৭৮৬] কয়েকটি বরাত নিম্নেযুক্ত– ১. হজরত আনাস রা.-এর বর্ণনায় হজরত উমর রা.-এর আছর- সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৭/৩৩৪। ২. হজরত উসমান গনি ও আলি রা.-এর আছর। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৬/৩৯৪, নং-১১৩৪১ باب المطلق ثلاثا। ৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.-এর আছর। -মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৫২১ طلاق البكر। ৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর আছর। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৬/৩৯৫, নং-১১৩৪৩। ৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর আছর। সূত্র ঐ। নং-১১৩৪৪। তাছাড়া দ্র., বায়হাকি : ৭/৩৩৫। ৬. হজরত আলি রা.-এর আরেকটি আছর। -বায়হাকি : ৭/৩৩৬। ৭. হজরত মাসলামা ইবনে জাফর আহমাসি রহ. বলেন, 'আমি জাফর ইবনে মুহাম্মদকে বললাম, একদল মনে করেন, যে অজ্ঞতাবশত তিন তালাক দিয়েছে, তাকে সুন্নতের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তারা এটিকে এক তালাক সাব্যস্ত করেন এবং আপনাদের মাজহাবের সংগে তারা এটি বর্ণনা করেন। জবাবে তিনি বললেন, নাউজুবিল্লাহ! এটা আমাদের মাজহাব নয়। যে তিন

একই সময়ে প্রদত্ত তিন তালাক পতিত হওয়া প্রমাণ করছে। এসব দলিলসমূহের কোনো কোনোটি যদিও জয়িফ, তবে এগুলোর সমষ্টি এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমায়ি তা'আমুল[১৭৮৭] অধিকাংশের মাজহাবের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে।

বিরোধী পক্ষের দলিলসমূহ ও এগুলোর জবাব

ওপরযুক্ত সুরতে শুধু এক তালাক পতিত হওয়ার ওপর আহলে জাহের এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের দলিল নিম্নেযুক্ত–

১. সহিহ মুসলিমে[১৭৮৮] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা আছে। তিনি বলেন,

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رض الله عنه : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরের যুগে এবং উমর রা.-এর খিলাফতের দু'বছর পর্যন্ত তিন তালাক ছিলো এক তালাক। তখন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বললেন, লোকজন এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া করেছে, যেটিতে তাদের ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা উচিত ছিলো। যদি আমরা তাদের ব্যাপারে এ বিষয়টি বাস্তবায়ন করে দিই, তবে ভালো হবে। তখন তিনি তাদের ব্যাপারে তা বাস্তবায়ন করে দেন।'

এই বর্ণনার একাধিক জবাব দেওয়া হয়েছে[১৭৮৯]।

১. বর্ণনায় উল্লিখিত সমস্ত ব্যাখ্যা সেসব মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার সংগে সংগম করা হয়নি। মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকজন সে মহিলাকে এমন তালাকই দিতেন, যার সংগে সংগম করা হয়নি। তারা বলতেন, ''انت طالق، انت طالق، انت طالق'' মানে তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক। তখন যেহেতু প্রথম তালাকেই সে মহিলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, যার সংগে সংগম করা হয়নি, সেহেতু পরবর্তী তালাকগুলো পতিত হতো না। এর বিপরীত হজরত উমর রা. এর যুগ হতে যখন লোকজন انت

তালাক দিবে সে যেরূপ বলেছে, অনুরূপই হবে। (তিন তালাক হবে)। -বায়হাকি : ৭/৩৪০, باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

[১৭৮৭] ইমাম তাহাবি রহ. তিন তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন। দ্র., শরহে মা'আনিল আছার : ২/২৯, باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا ।

ইবনে হাজার রহ.ও এর ওপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা উল্লেখ করেছেন। ফতহুল বারি : ৯/৩৬৫, باب من جوز الطلاق الثلاث । শায়খ ইবনে হুমাম রহ.ও ইজমা উল্লেখ করেন। ফতহুল কাদির : ৩/৩৩০ باب طلاق السنه ।

হাফেজ ইবনে আবদুর বার রহ.ও ইজমা বর্ণনা করেছেন। উমদাতুল আছাছ : ৩৬, জুরকানি শরহে মুয়াত্তা সূত্রে। (৩/১৬৭)।

আবু বকর ইবনুল আরাবি ও আবু বকর রাজি রহ.ও ইজমা উল্লেখ করেছেন। -উমদাতুল আছাছ : ৩৭, ইগাছাতুল লাহফান : ১/৩২৩ সূত্রে। -সংকলক।

[১৭৮৮] ১/৪৭০, باب طلاق الثلاث । -সংকলক।

[১৭৮৯] যেগুলো হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে (৯/৩৬৩-৩৬৫, باب من جوز الطلاق الثلاث) সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। সর্বমোট জবাব সংখ্যা হলো ৮টি। -সংকলক।

طالق ثلاثا শব্দে তালাক দিতে শুরু করে, তখন হজরত উমর রা. তিনটি তালাক পতিত হওয়ার হুকুম দেন।

এই জবাবটি মূলত ইমাম নাসায়ি রহ. হতে গৃহীত। কেনোনা, তিনি স্বীয় সুনানে[১৭৯০] ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনার ওপর এই শিরোনাম কায়েম করেছেন, ''باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة''

'অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর সংগে সংগমের আগে বিচ্ছিন্ন তিন তালাক প্রদান।' ইমাম নাসায়ি রহ. এই শিরোনামে স্ত্রীর সংগে সংগমের আগের যে শর্তারোপ করেছেন, তাতে স্পষ্ট যে, তাঁর নিকট এ সম্পর্কে কোনো হাদিস হতে থাকবে। কেনোনা, ইমাম বোখারি ও ইমাম নাসায়ি রহ.-এর শিরোনামের এই প্রসিদ্ধ পদ্ধতি আছে যে, তাঁরা যে বর্ণনাটিকে নিজেদের শর্ত অনুযায়ি পান না, সেদিকে শিরোনাম দ্বারাই ইঙ্গিত করতেন।

২. মূল মাসআলাটি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি তিনবার তালাক শব্দ ব্যবহার করতো, কিন্তু তিন তালাক প্রদান এর উদ্দেশ্য হতো না। বরং সে একটি তালাককেই তাকিদের জন্য বারবার বলতো, তখন দিয়ানত হিসেবে তিন তালাক পতিত হতো না, বরং শুধু হতো এক তালাক।

রিসালাত এবং খিলাফতে রাশেদার প্রাথমিক যুগে যেহেতু লোকজনের দীনদারির ওপর নির্ভরতা ছিলো এবং লোকজনের কাছ হতে এটা আশাও করা যেতো না যে, তারা মিথ্যা বলে হারামে লিপ্ত হবে, এজন্য সে যুগে যখন কোনো ব্যক্তি তিনবার তালাক শব্দ ব্যবহার করার পর বর্ণনা করতো যে, আমার নিয়ত ছিলো নতুন তালাকের পরিবর্তে তাকিদ করা, তার উক্তি বিচারের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হতো। তবে হজরত উমর রা. স্বীয় যুগে অনুভব করলেন যে, দীনদারির মানদণ্ড দিন দিন নিম্নে চলে যাচ্ছে। যদি লোকজনের বর্ণনা বিচারের ক্ষেত্রে গ্রহণ করার ধারা অব্যাহত থাকতো, তাহলে লোকজন মিথ্যা বলে বলে হারামে লিপ্ত হবে। এজন্য তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, এবার যদি কোনো ব্যক্তি তিনবার তালাকের শব্দ ব্যবহার করে তাহলে তাকিদের ওজর কবুল হবে না। বাহ্যিক শব্দের ওপর ফয়সালা করতে গিয়ে এটাকে তিন তালাক গণ্য করা হবে।[১৭৯১]

হজরত উমর রা.-এর এ সিদ্ধান্ত হয়েছিলো সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে। কেউ এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। সাহাবায়ে কেরাম এরপর সর্বসম্মতিক্রমে তদনুযায়ী ফয়সালা করতে শুরু করেন।[১৭৯২] এমনকি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. যার ওপরযুক্ত বর্ণনার ওপর আহলে জাহের গর্ব করেন, [১৭৯৩] তাঁর এই ঘটনা ইমাম আবু দাউদ রহ. সুনানে[১৭৯৪] বর্ণনা করেছেন,

---

[১৭৯০] ২/১০০। দ্র., সিনদির টীকা নাসায়ি সহ। -সংকলক।

[১৭৯১] এই জবাবটিকে আল্লামা নববি রহ. আসাহ সাব্যস্ত করেছেন। শরহে নববি : ১/৪৭৮। আল্লামা কুরতুবি রহ.ও এই জবাবটি পছন্দ করেছেন এবং হজরত উমর রা.-এর উক্তি 'লোকজন এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া, করেছেন......'- সমর্থকরূপে পেশ করেছেন। তাফসিরে কুরতুবি : ৩/১৩০, المسألة الخامسة ''الطلاق مرتان'' تحت تفسير । -সংকলক।

[১৭৯২] একাধিক ফতওয়া কিংবা এগুলোর বরাত পেছনে উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া সুনানে দারাকুতনিতে (৪/২১) হাবিব ইবনে আবু সাবেতের বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা.-এর নিকট এসে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছি। তখন হজরত আলি রা. বললেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার তিন তালাকই হারাম করে দিবে। আর বাকি তালাকগুলো তুমি তোমার স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।'

মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে (৫/১৩, في الرجل يطلق إمرأته مائة الخ)। মুগিরা ইবনে শো'বা রা.-এর ফতওয়া উল্লিখিত হয়েছে। তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে তার স্ত্রীকে একশত তালাক দিয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, তাকে তো লোকটির জন্য তিন তালাকই হারাম করে দিবে। আর বাকি ৯৭টি অতিরিক্ত। -সংকলক।

[১৭৯৩] উমদাতুল আছাছ : ৮০, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। -সংকলক।

[১৭৯৪] ٢٩٩/١، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث । -সংকলক।

عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس! يا ابن عباس! وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا اجدلك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك الخ

'মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট ছিলাম, তারপর এক ব্যক্তি এসে বললো, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তিনি নিরব থাকলেন। ফলে আমি মনে করলাম, তিনি মহিলাকে লোকটির নিকট ফিরিয়ে দিবেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যেয়ে আহমকি করবে, আর এরপর এসে বলতে শুরু করবে, ইবনে আব্বাস! ইবনে আব্বাস! অথচ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন বলেছেন, যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার মুক্তির পথ করে দিবেন। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করনি। সুতরাং আমি তোমার কোনো মুক্তির পথ পাই না। তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানি করেছো। তোমার থেকে তোমার স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনার ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা এজন্য আবশ্যক যে, যদি এই বর্ণনাটিকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা হয় তবে এর দাবি হলো, প্রতিটি অবস্থায় তিন তালাক এক তালাক গণ্য হবে, যদিও তিনটি ভিন্ন পবিত্রতাতেও দেওয়া হোক না কেনো। কেনোনা, ''كان الطلاق .....طلاق الثلاث واحدة'' বাক্য এক মজলিসে তিন তালাক এবং তিন পবিত্রতায় বিচ্ছিন্ন তিন তালাককেও শামিল করে। অথচ তিন পবিত্রতার তিনটি বিচ্ছিন্ন তালাককে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. প্রমুখও তিনটিই মনে করেন। স্পষ্ট বিষয় যে, এই হাদিসের ব্যাপকতায় তিনিও খাস করতে গিয়ে বলবেন যে, এটা তখনকার জন্য প্রযোজ্য, যখন একই মজলিসে তিন তালাক দেওয়া হয়। যখন তিনি এই বর্ণনায় খাছ করার জন্য বাধ্য, সুতরাং অধিকাংশের জন্য এটাকে তাকিদের ক্ষেত্রে খাস করে নিয়ার অবকাশ থাকবে না কেনো?

আহলে জাহের ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. প্রমুখের দ্বিতীয় দলিল মুসনাদে আহমদে[১৭৯৫] বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এরই আরেকটি বর্ণনা। তিনি বলেন,

طلق ركانة بن عبد يزيد اخو بني مطلب امرأته ثالثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ثلاثا، قال : فقال : في مجلس واحد؟ قال نعم، قال : فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت، قال : فرجعها

'বনু মুত্তালিবের এক ব্যক্তি রুকানা ইবনে আবদ ইয়াজিদ তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছিলেন। ফলে এর জন্য মারাত্মক উৎকণ্ঠিত হলেন। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কিভাবে তিন তালাক দিয়েছো? বর্ণনাকারি বললেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, একই মজলিসে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতো কেবল একটি তালাক। সুতরাং তুমি ইচ্ছা করলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো। বর্ণনাকারি বলেন, ফলে তিনি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন।'

এর জবাব হলো, হজরত রুকানা রা.-এর তালাকের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনাগুলো বিভিন্ন ধরনের। কোনোটিতে আছে ''طلق امرأته ثلاثا'' যেমন, ওপরযুক্ত বর্ণনায় আছে। আর কোনোটিতে আছে ''طلق البتة'' যেমন,

---

[১৭৯৫] ১/২৬৫, মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। -সংকলক।

আবু দাউদের বর্ণনায়[১৭৯৬] আছে। ইমাম আবু দাউদ রহ. ''البتة'' বিশিষ্ট বর্ণনাটিকে দুই কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমতো এই জন্য যে, এই বর্ণনাটি হজরত রুকানা রা.-এর পরিবার হতে বর্ণিত। তাঁরা এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞানের অধিকারি। দ্বিতীয়তো এজন্য যে, ''طلق ثلاثا'' বিশিষ্ট বর্ণনাগুলো মুজতারিব। কেনোনা, অনেক বর্ণনায় তালাকদাতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে রুকানা। যেমন, আহমদের বর্ণনায় আছে। আর কোনোটিতে এসেছে আবু রুকানা।[১৭৯৭] অথচ ''البتة'' বিশিষ্ট বর্ণনাটি ইজতিরাব শূন্য। এতে ঘটনার সংগে সংশিষ্ট ব্যক্তি সুনির্দিষ্টরূপে হজরত রুকানা রা.কেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তারপর হজরত রুকানা রা. স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দেননি; বরং বলেছিলেন– انت طالق البتة। যেহেতু প্রাচীন বাগধারায় طلاق البتة এর প্রয়োগ তিন তালাক প্রদানের ওপর হতো (তিনটির নিয়ত করার সুরতে) এ কারণে, অনেক বর্ণনাকারি অর্থগতভাবে হাদিস বর্ণনা করে ''طلق البتة'' কে ''طلق ثلاثا'' শব্দে ব্যক্ত করেছেন।[১৭৯৮]

যেহেতু প্রমাণিত হলো যে, রুকানা রা. ''انت طالق البتة'' বলেছিলেন, সেহেতু তার তালাককে এক সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এ কারণে আমাদের মতেও এ অবস্থায় এক তালাকে বাইন পতিত হয়।

তাছাড়া যদি মেনে নিয়ে স্বীকার করা হয় যে, হজরত রুকানা রা. তিন তালাক দিয়েছিলেন, তখনও এই হাদিস দ্বারা অধিকাংশের বিপক্ষে দলিল হতে পারে না। কেনোনা, এতে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক তালাক সাব্যস্ত করার আগে হজরত রুকানা রা.কে কসম দিয়ে এ বিষয়ে প্রশান্তি লাভ করেছিলেন যে, হজরত রুকানা রা.-এর নিয়ত ছিলো এক তালাক দেওয়া। যেমন, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আছে। বস্তুত পেছনে গেছে যে, রিসালাত জামানার পর এটাকে বিচারের ক্ষেত্রে গ্রহণের ধারা হজরত উমর রা. খতম করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, দিয়ানত হিসেবে এই নিয়ত আজও গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য।[১৭৯৯] এ

[১৭৯৬] باب في البتة ১/৩০০। তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের হাদিসে স্বয়ং হজরত রুকানা রা. বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে নিশ্চিত তালাক দিয়েছি। -সংকলক।

[১৭৯৭] আবু দাউদের হাদিস (১/২৯৮, باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث)। -সংকলক।

[১৭৯৮] তাছাড়া তিন তালাক বিশিষ্ট বর্ণনাটিকে দুর্বলও সাব্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য আল্লামা নববি রহ. বলেন, এটি দুর্বল বর্ণনা। অজ্ঞাত একদল লোক হতে বর্ণিত। শরহে নববি : ১/৪৭৮, طلق ثلاثا।

ইবনে হাজম রহ. বলেন, 'এটি সহিহ নয়। কারণ এটি আবু রাফে'য়ের সন্তানদের হতে নাম অনুল্লেখিত ব্যক্তি হতে বর্ণিত। আর বনূ আবু রাফে'য়ের মধ্যে শুধুমাত্র উবায়দুল্লাহ ব্যতীত আর এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা জানি না, যার দ্বারা দলিল পেশ করা হয়। অবশিষ্টরা অজ্ঞাত। -মুহাল্লা : ১০/১৬৮, بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث الخ। -সংকলক।

২ এটি ছিলো এক বাক্য কিংবা এক মজলিসে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্যকারিদের দলিলসমূহ ও এগুলোর জবাবাদির আলোচনা।

অবশিষ্ট আছে, অন্যান্য মাজহাবের ব্যাপার। যারা এমন সুরতে এক তালাকেরও প্রবক্তা নন। যেমন, অনেক রাফেজির মত আমরা বর্ণনা করে এসেছি, তাদের দলিল কোরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াত– الطلاق مرتان। -সূরা বাকারা : আয়াত-২৯, পারা-২। এতে مرتان শব্দ দলিল করছে যে, দুই তালাক একই সময়ে দেওয়া হবে না। বরং দুইবারে দেওয়া হবে। যার দাবি হলো, তিন তালাক একই সময়ে না দেওয়া; বরং তিনবারে দেওয়া।

এর জবাব হলো, এ দলিলটি ঠিক নয়। কেনোনা, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি ভ্রান্ত পদ্ধতিকে বাতিল সাব্যস্ত করা যেটি জাহেলি আমলে প্রচলিত ছিলো। লোকজন স্ত্রীদেরকে একটি তালাক দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতো। তারপর যখন চাইতো, তখন দ্বিতীয়বার তালাক দিয়ে ফিরিয়ে আনতো এবং তালাক ও ফিরিয়ে আনার এই ধারা অব্যাহত থাকতো। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত

ছিলো এই মাসআলাটির হাকিকত। কিছুদিন হতে বহু ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার এমন আইন তৈরি করছে, যেগুলোতে একই সময়ে প্রদত্ত তিন তালাককে চূড়ান্ত পর্যায়ের হারাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়নি। এর কারণ সাধারণত এই বর্ণনা করা হয় যে, লোকজন তিন তালাকের হাকিকত সম্পর্কে বেখবর। তারা মনে করেন, তিন তালাকের কমে তালাক হয় না। এজন্য সর্বদা তিন তালাক দেয়। এভাবে পরিবারের পর পরিবার উজাড় হয়ে গেছে। তবে বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, এই দোষ আইনের নয়; বরং আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা। আর এর প্রতিকার আইন পরিবর্তন করা নয়; বরং জনসাধারণকে তালাকের ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করা। যার পদ্ধতি হলো, প্রচার মাধ্যমের সমস্ত উপকরণ কাজে লাগিয়ে এ অজ্ঞতা দূর করা।

তাছাড়া যেহেতু তিন তালাক দেওয়া শরিয়ত মতে অবৈধ এবং গোনাহের কাজ, সেহেতু ইসলামি সরকারের জন্য একই সময়ে তিন তালাক প্রদানকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করার অবকাশ আছে। এজন্য সায়িদ ইবনে মানসুর রহ. হয়রত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন,

"ان عمر كان اذا أتى برجل طلق[১৮০০] امرأته ثلاثا اوجع ظهره"

'হজরত উমর রা.-এর নিকট যখন স্ত্রীকে তিন তালাক দানকারি ব্যক্তিকে হাজির করা হতো, তখন তিনি তার পিঠে আঘাত করতেন-তাকে প্রহার করতেন।'

সারকথা, অজ্ঞতার কারণে সৃষ্ট ওপরযুক্ত ত্রুটির ভিত্তিতে শরিয়তের আহকাম পরিবর্তন করার কোনো বৈধতা নেই।[১৮০১]

অবতীর্ণ করে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, দু'তালাক পর্যন্ত রুজু হতে পারে। তৃতীয় তালাকের পর তাকে আর ফিরিয়ে আনার অবকাশ নেই। তবে হালালার পরে পুনরায় বিয়ে করলে সেটা ব্যতিক্রম। এর সংগে এমন কোনো আলোচনা সম্পৃক্ত নেই যে, এসব তালাক একবারে দেওয়া হয়েছে, না দুইবারে।

আর যদি এটাও মেনে নেওয়া হয় যে, مرتان শব্দ নিয়ে বলা হচ্ছে যে, একবারের পর আবার তালাক দেওয়া যাবে তবুও এটা তালাকের শরয়ি পদ্ধতির বর্ণনা হবে।) সুতরাং তালাকে হাসান কিংবা তালাকে সুন্নির পদ্ধতি এটাই। যেমন, আগে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে।) যেনো, এই আয়াতে তালাক প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে। তবে আয়াতে এর ওপর কোনো দলিল নেই যে, যদি তিন তালাক একই সময়ে দেওয়া হয়, তাহলে এটি পতিত হবে না। والله اعلم। দ্র., শরহে বেকায়া ও উমদাতুর রেয়ায়া (২/৭১, قبيل باب ايقاع الطلاق)।

বাস্তবতা হলো, এ আয়াতটি অধিকাংশের মাজহাব পরিপন্থী নয়। বরং স্বয়ং তাদের মাজহাবের দলিল। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল আছাছ : ৫১-৫৪।

রাফেজিদের দ্বিতীয় দলিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد। সহিহ বোখারি : ১/৩৭১, كتاب الصلح باب اذا اصطلحوا على صلح الخ, সহিহ মুসলিম : ২৭৭, كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة, হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। যেহেতু একসংগে তিন তালাক দেওয়া বিদআত ও হারাম, সেহেতু এ অনুচ্ছেদের হাদিসের আলোকে এটিও প্রত্যাখ্যাত।

এতে স্পষ্ট বিষয় হলো, এ দলিল ঠিক নয়। কেনোনা, হাদিসের উদ্দেশ্য শুধু এটা বলা যে, দীনের মধ্যে কোনো এমন বিষয় শামিল করা যেটি দীনের অংশ নয়, সেটি প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং একসংগে তিন তালাক দেওয়াও বিদআত হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত এবং শরিয়ত এর অনুমতি দেয় না। বাকি আছে, একত্রিত তিনটি তালাক পতিত হওয়া- এটি ভিন্ন বিষয়। যেটি এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এ বিষয় নয়। বহু দলিল দ্বারা এটি পতিত হয় বলে প্রমাণিত। والله اعلم। -সংকলক।

[১৮০০] ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, এর সনদ সহিহ। ফতহুল বারি : ৯/৩৬২, باب من جوز الطلاق الثلاث। -সংকলক।

[১৮০১] তিন তালাক সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৫২-১৬০, باب طلاق الثلاث। তাছাড়া দ্র., উমদাতুল আছাছ ফি হুকমি তালাকাতিছ ছালাছ- লেখক হজরত মাওলানা মুহাম্মদ সারফরাজ খান। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ

অনুচ্ছেদ–৩ প্রসংগ : তোমার ব্যাপার তোমার হাতে (মতন পৃ. ২২২)

١١٨١ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّوْبَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي (أَمْرُكِ بِيَدِكِ) إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ لَا إِلَّا الْحَسَنُ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ كَثِيْرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم ثَلَاثٌ قَالَ أَيُّوْبُ فَلَقِيْتُ كَثِيْرًا مَوْلَى بَنِيْ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ.

১১৮১। **অর্থ :** হাম্মাদ ইবনে জায়দ বলেন, আমি আইয়ুবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানেন যে, শুধুমাত্র হাসান ব্যতীত কেউ বলেছেন, তোমার ব্যাপার তোমার হাতে এ কথাটি তিন তালাক? তিনি বললেন, না। শুধুমাত্র হাসান ব্যতীত আর কেউ বলেনি। তারপর বললেন, আয় আল্লাহ! ক্ষমা করো। তবে কাতাদা আমাকে বর্ণনা করেছেন, বনু সামুরার আজাদকৃত গোলাম কাসির-আবু সালামা-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এটি তিন তালাক।

আইয়ুব বলেন, তারপর আমি বনু সামুরার আজাদকৃত গোলাম কাসিরের সংগে সাক্ষাত করে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি তা জানলেন না। তারপর আমি কাতাদার নিকট ফিরে এসে তাকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তিনি ভুলে গেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা সুলায়মান ইবনে হরব-হাম্মাদ ইবনে জায়দ সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আমি মুহাম্মদকে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইবনে হরব হাম্মাদ ইবনে জায়দ হতে। আসলে এ হাদিসটি হলো হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে মাওকুফরূপে বর্ণিত। আবু হুরায়রা রা.-এর মারফু' হাদিসরূপে এটি জানা যায়নি। আলি ইবনে নসর ছিলেন হাফেজ এবং মুহাদ্দিস।

'তোমার এখতিয়ার তোমার হাতে-' এ উক্তিটি নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। আলেম সাহাবিগণের মধ্য হতে অনেকে বলেছেন, এটি এক তালাক। সেসব সাহাবির মধ্যে আছেন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। তাবেয়িন ও তৎপরবর্তী একাধিক আলেমের এ মতই।

উসমান ইবনে আফফান ও জায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেছেন, মহিলা যা পছন্দ করে তাই ফয়সালা। ইবনে উমর রা. বলেছেন, যখন কোনো স্বামী মহিলার এখতিয়ার তার হাতে দিয়ে দেয় এবং মহিলা নিজেকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, আর স্বামী অস্বীকার করে- সে বলে, আমিতো তার হাতে শুধুমাত্র এক তালাকের এখতিয়ার দিয়েছি, তাহলে স্বামীর কাছ হতে শপথ নেওয়া হবে এবং তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে কসম সহকারে।

সুফিয়ান ও কুফাবাসী হজরত উমর ও আবদুল্লাহ রা.-এর উক্তি অনুযায়ি মতপোষণ করেছেন। তবে মালেক ইবনে আনাস বলেছেন, মহিলা যা পছন্দ করে সেটিই ফয়সালা। এটি আহমদ রহ.-এর মাজহাব। তবে ইসহাক রহ. মতপোষণ করেছেন হজরত ইবনে উমর রা.-এর উক্তি অনুযায়ি।

قال ايوب : فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه. فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي.

তালাকে তাফবিজ যদি ''أمرك بيدك'' শব্দের মাধ্যমে দেওয়া হয়, তবে সেটি মজলিস পর্যন্ত সীমিত থাকে। তবে ''متى شئت'' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে এটাকে ব্যাপক করে দিলে, সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

তারপর এতে মতপার্থক্য আছে যে, এর ফলে কয়টি তালাক পতিত হয়। হানাফিদের মাজহাব হলো, নিয়ত করলে এর দ্বারা এক তালাকে বাইন পতিত হয়। তবে স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। হজরত উমর রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.ও এসব শব্দে এক তালাকের প্রবক্তা।

ইমাম মালেক রহ.-এর মতে মহিলার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, মহিলা যতো ইচ্ছা তালাক দিতে পারবে। ইমাম আহমদ রহ.-এরও এই উক্তি। হজরত উসমান গনি এবং জায়দ ইবনে সাবেত রা.-এরও এ মাজহাবই বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে স্বামীর নিয়ত ধর্তব্য। দুইয়ের নিয়তও তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য। এমন সুরতে তালাকে রাজয়ি পতিত হবে।[১৮০২]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

অনুচ্ছেদ–৪ : এখতিয়ার প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৩)

١١٨٢ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟

১১৮২। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন, আমরা এখতিয়ার গ্রহণ করেছিলাম। তবে কি এটা তালাক হয়েছিলো?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا سفيان عن، الاعمش، عن ابى الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها بمثله.

মুহাম্মদ ইবনে বাশশার....হজরত আয়েশা রা. হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরাম এখতিয়ার সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। হজরত উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, মহিলা যদি তার নিজেকে এখতিয়ার করে নেয় তবে এক তালাকে বাইনা এবং তাঁদের হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, এক তালাক হবে। পুরুষ তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখবে। আর যদি মহিলা স্বামীকে এখতিয়ার করে তবে কোনো কিছুই নেই (তালাক হবে না।)

হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যদি মহিলা তার নিজেকে এখতিয়ার করে নেয় তাহলে এক তালাকে বাইনা। আর যদি স্বামীকে এখতিয়ার করে তাহলে এক তালাক পড়বে, এখানে স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখবে।

[১৮০২] মাজহাবসমূহের ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা তিরমিযী, এ অনুচ্ছেদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/৫৩, الباب الخامس في التخيير و التمليك, বজলুল মাজহুদ : ১০/৩১১-৩১২, باب في أمرك بيدك হতে গৃহীত। আরো বিস্তারিত জানতে হলে দ্র., বজলুল মাজহুদ। -সংকলক।

জায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেছেন, মহিলা যদি স্বামীকে এখতিয়ার করে তাহলে এক তালাক। আর যদি নিজেকে এখতিয়ার করে তাহলে তিন তালাক। সাহাবা ও তৎপরবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও ফকিহ এ ব্যাপারে হজরত উমর ও আবদুল্লাহ রা.-এর উক্তিকে মাজহাবরূপে গ্রহণ করেছেন। এটি সাওরি ও কুফাবাসীর মত। তবে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মতপোষণ করেছেন হজরত আলি রা.-এর উক্তি অনুযায়ি।

''اختاري'' শব্দের মাধ্যমে তাফবিজে তালাকও (তালাকের কর্তৃত্ব অর্পণ করা) মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশ্য এর হুকুমে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। হানাফিদের মতে মহিলা যদি নিজেকে এখতিয়ার করে নেয়, তাহলে এক তালাকে বাইন পতিত হবে। আর যদি স্বামীকে এখতিয়ার করে নেয় তাহলে কোনো তালাক পতিত হবে না। এটাই উমর ফারুক ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এরও মাজহাব ।[১৮০৩] তাছাড়া তিনের নিয়ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে কোনো একজনের পক্ষ হতেও ধর্তব্য নয়।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে, মহিলা নিজেকে এখতিয়ার করার সুরতে হবে এক তালাক রাজয়ি পতিত। আর স্বামীকে এখতিয়ার করলে হানাফিদের মাজহাব অনুযায়ি কিছু হবে না। তিনটির নিয়ত করলে তিন তালাক পতিত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে মহিলা যদি নিজেকে এখতিয়ার করে তাহলে এক তালাকে বাইন পতিত হবে। আর যদি স্বামীকে এখতিয়ার করে তবুও এক তালাকে রাজয়ি পতিত হবে। হজরত আলি রা. হতেও বর্ণিত আছে এটাই।[১৮০৪]

এ অনুচ্ছেদের হাদিস আহমদ রহ.-এর বিরুদ্ধে দলিল। যাতে হজরত আয়েশা রা. বলেন,

''خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟''

'আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখতিয়ার দিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখতিয়ার গ্রহণ করেছি। এটা কি তালাক হয়েছে? এতে অস্বীকারমূলক প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ, এর দ্বারা কোনো তালাক পতিত হয়নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنٰى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

অনুচ্ছেদ–৫ : তিন তালাকপ্রাপ্তার খোরপোষ এবং তার বাসস্থান প্রসংগে (মতন পৃ.২২৩)

١١٨٣ – عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ ثَلَاثًا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَا سُكْنٰى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ قَالَ مُغِيْرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه و سلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِيْ أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةَ.

[১৮০৩] অবশ্য তাঁদের দু'জনের অন্য একটি বর্ণনা হলো, নিজেকে এখতিয়ার করার সুরতে এক তালাকে রাজয়ি পতিত হবে। যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। -সংকলক।

[১৮০৪] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বিবরণ তিরমিযীর এ অনুচ্ছেদ, ফতহুল কাদির : ৩/৪১০, باب تفويض الطلاق এবং বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/৫৩ হতে গৃহীত।

ইমাম মালেক রহ.-এর মতে যদি স্ত্রী সংগমকৃতা হয়, তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি সংগমকৃতা না হয়, তবে স্বামীর পক্ষ হতে এক তালাকের দাবিও গ্রহণ করা হবে। -ফতহুল কাদির : ৩/৪১৩। -সংকলক।

১১৮৩। **অর্থ :** ফাতেমা বিনতে কায়স রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কোনো খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকার নেই। মুগিরা রা. বলেন, আমি এ বিষয়টি ইবরাহিমের নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, উমর রা. বলেছেন, আমরা একজন মহিলার কথায় আল্লাহর কিতাব ও আমাদের নবীজির সুন্নত বর্জন করতে পারি না। আমরা জানি না, সে মহিলা স্মরণ রেখেছে, না ভুলে গেছে। হজরত উমর রা. এমন মহিলার জন্য বাসস্থান খোরপোষ দিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আহমদ ইবনে মানি'-হুশাইম-হুসাইন, ইসমাইল ও মুজাহিদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হুশাইম বলেন, আমাদেরকে দাউদও শা'বি হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ফাতেমা বিনতে কায়সের নিকট উপস্থিত হয়ে তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, তাঁর স্বামী তাকে বাত্তা তথা নিশ্চিত তালাক দিয়েছেন। তখন তিনি তাঁর নিকট খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকার নিয়ে মুকাদ্দমায় লড়েছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা করেননি।

দাউদের হাদিসে আছে, ফাতেমা বিনতে কায়স রা. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে যেনো আমি ইদ্দত পালন করি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি অনেক আলেমের মত। তার মধ্যে আছেন হাসান বসরি, আতা ইবনে আবু রাবাহ ও শাফেয়ি রহ.। আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন। তাঁরা বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য না বাসস্থানের অধিকার আছে, না খোরপোষের, যদি তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার না রাখে। আর অনেক আলেম সাহাবি বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকার আছে। সেসব সাহাবিগণের মধ্যে আছেন– হজরত উমর ও আবদুল্লাহ রা.। এটি সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত।

অনেক আলেম বলেছেন, এ মহিলার জন্য বাসস্থানের অধিকার আছে। তবে খোরপোষ নেই। এটি মালেক ইবনে আনাস, লাইস ইবনে সাদ ও শাফেয়ি র-এর মাজহাব। বস্তুত ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আমরা এ মহিলার জন্য রেখেছি কিতাবুল্লাহর আলোকে বাসস্থানের অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة

'তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর হতে বের করে দিয়ো না এবং তারাও যেনো ঘর হতে না বের হয়। তবে যদি তারা কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তবে সেটি ভিন্ন ব্যাপার।' তারা বলেছেন, এটি হলো বদ জবান হওয়া। অর্থাৎ, যে মহিলা তার স্বামীর সংগে বদ জবানি করে এবং এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, ফাতেমা বিনতে কায়সের জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসস্থানের অধিকার এজন্য দেননি যে, তিনি তার স্বামীর সংগে মুখ খারাপ করে কথা বলতেন।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, তার জন্য খোরপোষ নেই। কেনোনা, ফাতেমা বিনতে কায়সের হাদিসের ঘটনায় এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আছে।

দরসে তিরমিযী

عن[১৮০৫] الشعبي قال : قالت فاطمة بنت قيس : ''طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ''لا سكنى لك ولا نفقة... قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى احفظت ام نسيت.

উসূলে ফিকহের অনেক কিতাবে ''لا ندرى احفظت ام نسيت'' এর পরিবর্তে ''لا ندرى اصدقت ام كذبت'' শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে।[১৮০৬] যেগুলোকে ভিত্তি করে অনেক হাদিস অস্বীকারকারি হাদিসসমূহে সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, মিসরের প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যসৃষ্ট এবং আধুনিকতাপ্রিয় লেখক আহমদ আমিন মিসরি স্বীয় গ্রন্থ ফজরুল ইসলামে এই শব্দগুলো বর্ণনা করে এ হতে দুটি ফল বের করেছেন। ১. সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় একজন অপরজনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতেন। যা থেকে বুঝা গেলো, আদালতে সাহাবা তথা সাহাবায়ে কেরামের দীনদারির বিষয়টিকে সুনিশ্চিত মনে করা ভুল। ২. হজরত উমর রা. একটি হাদিসকে দলিলরূপে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন।

তবে বাস্তবতা হলো, আহমদ আমিন মিসরির এই দুটো প্রশ্ন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রথম বিষয়টি নির্ভরশীল ''اصدقت ام كذبت'' শব্দের ওপর। এই শব্দগুলো হাদিসের কোনো বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। এজন্য শায়খ মুস্তফা হাসান সাবায়ি স্বীয় গ্রন্থ আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিইল ইসলামিতে লিখেছেন যে, আমি এই বর্ণনাটি হাদিসের প্রচলিত সবগুলো কিতাবে দেখেছি। তবে কোথাও আমি ''اصدقت ام كذبت'' শব্দ পেলাম না।[১৮০৭] তাছাড়া আল্লামা ইবনুল কাইয়িম ''لا ندرى اصدقت ام كذبت'' সম্পর্কে বলেন, ليس في الحديث[১৮০৮] তথা এটি ভুল, হাদিসে নেই।' বাকি আছে, উসূলিগণ কর্তৃক এ শব্দটির উল্লেখ। তাঁদের সাধারণ অভ্যাস হলো, হাদিসের শব্দগুলোকে শুধু নিজের স্মরণশক্তির ভিত্তিতে বর্ণনা করেন। এই বর্ণনার সময় মূল গ্রন্থের শরণাপন্ন হন না। সুতরাং তাঁদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়।

বাকি আছে, হজরত উমর রা.-এর উক্তি। ''لا ندرى احفظت ام نسيت'' এর দ্বারা না কারো মিথ্যাপ্রতিপন্নতা আবশ্যক হয়, আর না এর হতে এই ফল বের করা বৈধ যে, হজরত উমর রা. শুধু নিজের রায়ের ভিত্তিতে হাদিস রদ করে দিয়েছিলেন। বাস্তবতা হলো, হজরত উমর রা.-এর নিকট হজরত ফাতেমা রা.-

---

[১৮০৫] মুসলিম : ১/৪৮৫, باب المطلقة البائن لا نفقة لها আবু দাউদ : ১/৩১২, باب في نفقة المبتوتة। -সংকলক।

[১৮০৬] দ্র., মুসাল্লামুস সুবূত : مسألة : الأكثر الأصل في الصحابة العدالة। তাছাড়া হিদায়া গ্রন্থকারও নিম্নোক্ত শব্দাবলি উল্লেখ করেছেন, لا ندري صدقت أم كذبت حفظت لم نسيت 'আমরা জানি না, সে মহিলা সত্য বলেছে না মিথ্যা বলেছে। মনে রেখেছে না ভুলে গিয়েছে? দ্র., (২/৪৪৩, باب النفقة:)। -সংকলক।

[১৮০৭] দ্র., দীনে ইসলাম মে সুন্নত ও হাদিস কা মাকাম- অনুবাদ আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা....। -মাওলানা আহমদ হাসান টুংকি। মূল কিতাব আহকার পেলো না। -সংকলক।

[১৮০৮] তাহজিবুল ইমাম ইবনিল কাইয়িম- মুখতাসার সুনানে আবু দাউদের টীকা। (৩/১৯৪, নং-২১৯৬, باب من ذكر ذلك على فاطمة رضــ)। -সংকলক।

এর বর্ণনার বিপরীতে কোরআন-হাদিসের মজবুত দলিলসমূহ বিদ্যমান ছিলো। তিনি মনে করতেন, হজরত ফাতেমা রা.-এর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং এর যোগসূত্র বা পূর্বাপর জানা নেই যে, তিনি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো অবস্থায় খোরপোষ এবং বাসস্থান দিতে অস্বীকার করেছেন। হতে পারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তার জন্য খোরপোষ ও বাসস্থান নির্ধারণ করেননি, সেটি এমন কোনো কারণে ছিলো যেটি হজরত ফাতেমা রা.-এর সংগে বিশেষিত। হতে পারে হজরত ফাতেমা রা. এর মনোযোগ সে কারণের দিকে ছিলো না। কিংবা সে কারণ তার মনে ছিলো না। তিনি খোরপোষ এবং বাসস্থান না দেওয়াকে একটি সাধারণ হুকুম সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। হজরত উমর রা.-এর ওপরযুক্ত কর্ম না হাদিস অস্বীকার এবং না এর দ্বারা হাদিস অস্বীকারের ওপর দলিল পেশ করা যায়। বর্ণনাসমূহে এ ধরনের পরখ ও সমালোচনা সর্বযুগে অব্যাহত ছিলো যে, একটি বর্ণনাকে অপরটির মাধ্যমে শর্তায়িত কিংবা বিশেষিত করা হতো। পরবর্তী তাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি সামনে আসবে যে, হজরত উমর রা.-এর এই ধারণা সম্পূর্ণ যথার্থ ছিলো যে, ফাতেমা রা.-এর ঘটনা দ্বারা যে ব্যাপকতা বুঝা যাচ্ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপকতার সংগে খোরপোষ ও বাসস্থানের কথা অস্বীকার করেননি।

এ অনুচ্ছেদের মাসআলা

এ ব্যাপারে ইসলামি আইনবিদগণের একমত যে, রাজয়ি তালাকপ্রাপ্তা কিংবা নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ইদ্দতের সময় খোরপোষ এবং বাসস্থান উভয়টির হকদার হয়। অবশ্য নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন মহিলা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে তিনটি মাজহাব আছে।

১. আবু হানিফা রহ. ও তাঁর ছাত্রদের মাজহাব হলো, অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন সুনিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ ও বাসস্থান ব্যাপক আকারে স্বামীর ওপর ওয়াজিব। হজরত উমর ইবনে খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর মাজহাবও এটাই। তাছাড়া সুফিয়ান সাওরি, ইবরাহিম নাখয়ি, ইবনে শুবরুমা এবং ইবনে আবু লায়লা রহ. প্রমুখও এর পক্ষে।

২. আহমদ, ইসহাক ও আহলে জাহেরের মাজহাব হলো, তার জন্য খোরপোষ আছে, বাসস্থান নয়। আলি ইবনে আব্বাস ও জাবের রা.-এর দিকেও এই মাজহাবটি সম্বন্ধযুক্ত। তাছাড়া এটাই হাসান বসরি, তাউস এবং আতা ইবনে আবু রাবাহ রা.-এর মাজহাবও।

৩. ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ.-এর মতে বাসস্থান ওয়াজিব, খোরপোষ ওয়াজিব নয়। এটা সপ্ত ফকিহ এবং হজরত আয়েশা রা.-এর মতও ।[১৮০৯]

হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রা.-এর হাদিস খোরপোষ এবং বাসস্থান না হওয়ার পক্ষে ইমাম আহমদ রহ. প্রমুখের দলিল।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ. খোরপোষ না হওয়ার ওপর হজরত ফাতেমা রা.-এর বর্ণনা দ্বারাই দলিল পেশ করেন। অবশ্য তারা বলেন,

اسكنو هن من حيث سكنتم من وجد كم و لا تضارو هن لتضيقوا عليهن[১৮১০]

[১৮০৯] মাজহাবসমূহের ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা উমদাতুল কারি : ২০/৩০৭-৩০৭, باب قصة فاطمة بنت قيس, কিতাবুত তালাক, আহকামুল কোরআন-জাসসাস : ৩/৪৫৯, باب السكنى للمطلقة, তাহজিবুল ইবনিল কাইয়িম মুখতাসার সুনানে আবু দাউদ-মুনজিরির টীকা (৩/১৯০-১৯১) হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৮১০] সূরা তালাক : আয়াত-৬, পারা-২৮। -সংকলক।

উক্ত আয়াত বাসস্থান সংক্রান্ত হজরত ফাতেমা রা.-এর বর্ণনার সংগে সাংঘর্ষিক। সুতরাং আমরা এই বর্ণনাটি পরিহার করেছি এবং আল্লাহর কিতাব অবলম্বন করেছি।[১৮১১]

হানাফিদের দলিলসমূহ

১. এই আয়াতে ''وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين'' (আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ি খরচ দেওয়া মুত্তাকিদের ওপর কর্তব্য) দ্বারা খোরপোষ ও বাসস্থান উভয়টিই উদ্দেশ্য। এই আয়াতের যোগসূত্র এটাই দলিল করছে। কেনোনা, এ আয়াতের আগে,

''والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج'' الآية

'আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যু বরণ করবে, তাদের স্ত্রীদের ঘর হতে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে....।' আয়াত এসেছে, তাতে متاعا দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে উদ্দেশ্য খোরপোষ এবং বাসস্থান। তারপর যেহেতু কারো এই সন্দেহ হতে পারতো যে, খোরপোষ ও বাসস্থান তো যে মহিলার স্বামী মারা গেছে তার সংগে বিশেষিত, এজন্য এ সন্দেহের অবসানের জন্য বলা হয়েছে ''وللمطلقت متاع بالمعروف''। অর্থাৎ, খোরপোষ ও বাসস্থান যার স্বামী মারা গেছে তার সংগে তালাকপ্রাপ্তদের জন্য। আর 'তালাকপ্রাপ্তারা' শব্দটি ব্যাপক। রজয়ি তালাকপ্রাপ্তা এবং নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা উভয় মহিলাকেই এটি শামিল করে।

২. ''اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن''

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ি যেমন গৃহে বাস করো, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না।

জাসসাস রহ. এই আয়াত হতে তিন পন্থায় হানাফিদের মাজহাব দলিল করেছেন।

ক. যেমনভাবে বাসস্থান একটি আর্থিক অধিকার এবং এ আয়াতের আলোকে ওয়াজিব, এমনভাবে খোরপোষও অর্থনৈতিক অধিকার হওয়ার কারণে ওয়াজিব।

খ. ولا تضاروهن দ্বারা তালাকপ্রাপ্তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। বস্তুত ক্ষতি যেমনভাবে বাসস্থান না দিলে হয়, অনুরূপভাবে খোরপোষ না দিলেও হয়ে থাকে।

গ. لتضيقوا عليهن অস্বচ্ছলতা এবং সংকীর্ণতা যেমনভাবে বাসস্থান না দেওয়ার পদ্ধতিতে হয়, এমনভাবে খোরপোষ না দিলেও হয়।

প্রশ্ন : এখানে যেহেতু প্রতিটি তালাকপ্রাপ্তার জন্য ইদ্দতকালে খোরাপোষ এবং বাসস্থান ওয়াজিব, তারপর পরবর্তীতে ''وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن'' বর্ণনা করার কি প্রয়োজন ছিলো?

[১৮১১] তাঁদের দলিল আরেকটি পদ্ধতিতেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, اسكنوهن من حيث سكنتم দ্বারা সাধারণ বাসস্থানের দলিল হলো, আর এই আয়াতের পরবর্তী অংশ وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن দ্বারা বুঝা যায় যে, খোরপোষও ওয়াজিব। অবশ্য খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার শর্ত আছে। এতে স্পষ্ট হলো যে, সে মহিলা যদি অন্তঃসত্ত্বা না হয় তবে তার খোরপোষ নেই। তখন তাদের দলিল হবে মাফহুমে মুখালেফ তথা বিপরীতে অর্থ দ্বারা। যেটি শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখের মতে দলিল। দ্র., ফতহুল বারি : ৯/৪৮০, باب قصة فاطمة بنت قيس। -সংকলক।

জবাব : ''اولات حمل'' শর্তারোপটি অন্যদেরকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়। আর না আমাদের মতে বিপরীতে অর্থ দলিল। অন্তঃসত্ত্বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করার মধ্যে এই হিকমত আছে যে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার ইদ্দত অনেক সময় দীর্ঘ হয়ে যায়। তখন স্বামীর পক্ষ হতে খোরপোষ পরিহারের সন্দেহ হতে পারতো। এজন্য সতর্ক করা হয়েছে যে, এই খোরপোষ সন্তান জন্মদান পর্যন্ত ওয়াজিব। চাই এর জন্য যতো সময়ই লাগুক না কেনো।[১৮১২]

৩. সুনানে দারাকুতনিতে[১৮১৩] উসমান ইবনে আহমদ দাককাক-আবদুল মালেক ইবনে মুহাম্মদ আবু কিলাবা-তার পিতা-হরব ইবনে আবুল আলিয়া-আবু জুবায়র-জাবের রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, ''المطلقة ثلاثا لها السكنى و النفقة'' তথা তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য খোরপোষ এবং বাসস্থান আছে।'

এই হাদিসে দারাকুতনির উস্তাদ এবং উস্তাদের উস্তাদ ব্যতীত সমস্ত বর্ণনাকারি মুসলিমের বর্ণনাকারি[১৮১৪] এবং এ দু'জন হলেন বিতর্কিত বর্ণনাকারি।[১৮১৫] সুতরাং এ হাদিসটি حسن অপেক্ষা নিম্নস্তরের না।[১৮১৬]

৪. তাহাবিতে[১৮১৭] হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রা.-এর ঘটনা সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, হজরত উমর রা. এটা শুনে বলেছিলেন,

لسنا بتاركى اية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لعلها اوهمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى و النفقة[১৮১৮]''

[১৮১২] হানাফিদের দলিলসমূহ হতে এতোটুকু পর্যন্ত আলোচনা তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/২০২-২০৩, এবং আহকামুল কোরআন-জাসসাস (৩/৪৫৯-৪৬০, باب السكنى) হতে সংকলকের ভাষায় গৃহীত।

তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিমে (১/২০৪) ওপরযুক্ত আয়াত দ্বারা নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার আরেকটি কারণও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ রা. এ আয়াতটি পাঠ করলেন- اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم। যেমন, আলুসি রহ. রূহুল মা'আনিতে (২৮/১৩৯) উল্লেখ করেছেন যে, শাজ কেরাত খবরে ওয়াহিদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে যায় না। -সংকলক।

[১৮১৩] ৪/২১, নং-৫৯ كتاب الطلاق। -সংকলক।

[১৮১৪] যেমন, আল্লামা উসমানি রহ. ইলাউস সুনানে (১১/২৯৫, باب إن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة) এ তাহকিক করেছেন। -সংকলক।

[১৮১৫] উসমান ইবনে আহমদ আদদাক্কাককে স্বয়ং দারাকুতনি রহ. নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন এবং হাফেজ জাহাবি রহ. বলেছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী। দ্র., মীযানুল ই'তিদাল : ৩/৩১, নং-৫৪৮৬।

আবদুল মালেক ইবনে মুহাম্মদ আবু কিলাবাকে ইমাম আবু দাউদ রহ. আমিন, মামুন বা আমানতদার নিরাপদ সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জারির রহ. বলেন, 'তার চেয়ে বড় হাফেজ আমি দেখিনি।' হাফেজ জাহাবি রহ. বলেন, 'তিনি প্রচুর হাদিস বর্ণনাকারি। মুহাদ্দিস এবং বুজুর্গ।' মিজানুল ই'তিদাল : ২/৬৬৩, নং-৫২৪৫। -সংকলক।

[১৮১৬] এই বর্ণনার বর্ণনাকারিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তাহকিকের জন্য দ্র., ইলাউস সুনান : ১১/২৯৫-২৯৬ এবং তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/২০৪-২০৫। -সংকলক।

[১৮১৭] শরহে মা'আনিল আছার : ২/৩৫, باب النفقة و السكنى لمعتدة الطلاق। -সংকলক।

[১৮১৮] এটাকে ইমাম তাহাবি রহ. ব্যতীত কাজি ইসমাইল রহ.ও উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল-জাওহারুন নাকি গ্রন্থকার আল্লামা মারদিনি রহ. বর্ণনা করেছেন। (৭/৪৭৬, كتاب النفقات، باب من قال لها النفقة)। তাছাড়া ইবনে হাজম রহ.ও এটি আল-মুহাল্লাতে (১০/২৯৭-২৯৮) উল্লেখ করেছেন। -সংকলক।

'আমরা একজন মহিলার কথায় আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পরিহার করতে পারি না। হতে পারে মহিলাটির ভুল হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তার জন্য বাসস্থান এবং খোরপোষ হবে।' এটা বাসস্থান ও খোরপোষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও মারফূ' হাদিস।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর শ্রবণ হজরত উমর রা. হতে প্রমাণিত নয়।

জবাব : ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মুরসালগুলো অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। এজন্য হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. আত-তামহিদে[১৮১৯] বলেন, ''ان مراسيل النخعي صحيحة'' তথা ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মুরসালগুলো বিশুদ্ধ।

এর ওপর অনেকে এই প্রশ্ন করেন যে, ইমাম বায়হাকি রহ. বলেছেন, এই হুকুম ইবরাহিম নাখয়ির সেসব মুরসাল সম্পর্কে, যেগুলো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, সমস্ত মুরসালের নয়।[১৮২০]

তবে ইমাম বায়হাকি রহ.-এর এ উক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের বিপরীত, যাঁরা ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর মুরসালগুলোকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন।[১৮২১]

৫. তারপর ওপরযুক্ত আলোচনা ছিলো তাহাবির ওপরযুক্ত বর্ণনা সংক্রান্ত। যাতে উমর রা.-এর পক্ষ হতে এ সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে,

''سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى و النفقة''

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' কে আমি বলতে শুনেছি, এ মহিলার জন্য বাসস্থান এবং খোরপোষ আছে। হজরত উমর ফারুক রা.-এর এ শব্দরাজি সহিহ মুসলিমে[১৮২২] বর্ণিত আছে,

''لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت او نسيت لها السكنى و النفقة''

যা থেকে এতোটুকু স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উমর রা.-এর নিকট ফাতেমা বিনতে কায়স রা.-এর ঘটনা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিপরীত ছিলো। যার অর্থ হলো, উমর রা.-এর নিকট ফাতেমা বিনতে কায়স রা.-এর ঘটনার বিপরীত কোনো সুস্পষ্ট হাদিস বিদ্যমান ছিলো। বস্তুত উসুলে হাদিসে এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, কোনো সাহাবি যদি السنة كذا তথা সুন্নত অনুরূপ বলেন, তাহলে তাঁর এই উক্তি মারফূ' হাদিসের পর্যায়ভুক্ত।[১৮২৩] অনেকে ''وسنة نبينا'' অতিরিক্ত শব্দটিকে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

[১৮১৯] ১/৩৭-৩৮, তাকমিলা : ১/২০৫। -সংকলক।

[১৮২০] যেমন, মুবারকপুরি রহ. তোহফাতুল আহওয়াজি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (২/২১৩, অনেক অনুচ্ছেদ। -সংকলক।

[১৮২১] ইবনে হাজার রহ. তাহজিবুত তাহজিবে বলেছেন, এক জামাত ইমাম তাঁর মুরসালগুলোকে সহিহ বলেছেন। যেমন, আল্লামা মুবারকপুরি রহ. তোহফাতুল আহওয়াজিতে এটি বর্ণনা করেছেন। (২/২১৩)।

আর ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন, 'ইবনে মাসউদ ও উমর রা. হতে তাঁর সমস্ত মুরসাল সহিহ। বরং এগুলোর মধ্য হতে মুরসালগুলো মুসনাদ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। ইয়াহইয়া আল-কাত্তান প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন। আল-জাওহারুন নাকি : ৭/৪৭৭, باب من قال له النفقة। -সংকলক।

[১৮২২] ১/৪৮৫। -সংকলক।

[১৮২৩] দ্র., ফতহুল মুলহিম : ১/১৩১, মুকাদ্দমা قول الصحابة أو التابعي من السنة كذا هل هو في حكم الرفع؟। -সংকলক।

মুসলিমের সহিহ বর্ণনায় এসব শব্দ আসার পর এই প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য বা সেকাহ নয়।[১৮২৪] বাকি আছে, ফাতেমা বিনতে কায়সের বর্ণনা। এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। বাসস্থান সম্পর্কে শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখের পক্ষ হতে এই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, ফাতেমা বিনতে কায়স স্বীয় স্বামী এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করতেন।[১৮২৫] এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বামীর ঘর হতে সরিয়ে দিয়েছেন।[১৮২৬]

দ্বিতীয় কারণ, সহিহ বোখারি ও মুসলিমে[১৮২৭] হজরত আয়েশা রা. প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতেমা বিনতে কায়স রা. স্বীয় স্বামীর ঘরে একাকি হওয়ার কারণে ভয় অনুভব করতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর ঘরে ইদ্দত পালনের অনুমতি দিয়েছেন।

অনেক হানাফি এর এই জবাব দিয়েছেন যে, তার স্বামীর উকিল তাকে খোরপোষের একটি পরিমাণ পাঠিয়েছিলেন। তবে ফাতেমা বিনতে কায়স এটাকে কম মনে করছিলেন। আরো বেশি কামনা করছিলেন। হতে পারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ হাদিসে খোরপোষ না হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ খোরপোষ অস্বীকার করা নয়। বরং উদ্দেশ্য অতিরিক্ত অংশ অস্বীকার করা।[১৮২৮]

দ্বিতীয় জবাব তাহাবি রহ. এই দিয়েছেন যে, কোরআনে কারিমে تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ''لا[১৮২৯] এর সংগে ''الا ان يأتين بفاحشة مبينة'' ব্যতিক্রমভুক্তি এসেছে এবং জবানদরাজিও সুস্পষ্ট অশ্লীলতার শামিল। এ কারণে ফাতেমা বিনতে কায়স বাসস্থান হতে বঞ্চিত থাকেন। আর যখন স্বামীর ঘরে না থাকে এবং এই ঘরে না থাকাও স্বয়ং তারই আচরণের কারণে হয়েছে, সুতরাং এটা সুস্পষ্ট অশালীনতার অধীনে

[১৮২৪] ওপরযুক্ত প্রশ্ন সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., তাহজিবুল ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওজিয়্যা। মুখতাসার সুনানে আবু দাউদের টীকা (৩/১৯৩, (باب من انكر ذلك على فاطمة)।

এই প্রশ্নের জবাব এবং وسنة نبينا বর্ধিত অংশের বিভিন্ন শাহেদ ও মুতাবি'য়ের জন্য দ্র., আল-জাওহারুন নাকি : ৭/৪৭৬, باب من قال لها النفقة। -সংকলক।

[১৮২৫] মিশকাতে শরহুস সুন্নাহ সূত্রে হজরত সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব রহ.-এর আছর বর্ণিত হয়েছে, انما نقلت فاطمة لطول لسانها على احمائها দ্র., ২/৯৯৪, নং-৩৩২৬। -সংকলক।

[১৮২৬] শরহে নববি : ১/৪৮৩, باب المطلقة البائن لا نفقة لها, ৪/৪৮৮। -সংকলক।

[১৮২৭] বোখারি (২/৮০২, كتاب الطلاق، باب المطلقة إذا خشي عليها أن يقتحم عليها الخ)তে এই বর্ণনাটি এভাবে এসেছে।
عن عروة أن عائشة رضــ أنكرت ذلك على فاطمة رضــ، وزاد ابن ابي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة رضــ اشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم।

এই বর্ণনা দ্বারা ফাতেমা বিনতে কায়সের ওপর আয়েশা রা.-এর ভীষণ অসন্তুষ্টিও স্পষ্ট। কেনোনা, বিশেষ অবস্থায় প্রদত্ত অনুমতিকেও তিনি সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর ঘরে থাকার অনুমতির উল্লেখ সহিহ মুসলিমের (১/৪৮৪-৪৮৫)। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। প্রকাশ থাকে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। সুনানে নাসায়ির (২/১১৯, الرخصة في خروج المبتوتة من بيعها الخ) বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। -সংকলক।

[১৮২৮] এর জবাবটি মুসলিমে (১/৪৮৩) বর্ণিত স্বয়ং হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রা.-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝে আসে। -সংকলক।

[১৮২৯] সূরা তালাক : আয়াত-১, পারা-২৮। -সংকলক।

শামিল হয়ে স্বামীর অবাধ্যতা হলো। বস্তুত স্বামীর অবাধ্যতার পর খোরপোষ ওয়াজিব হয় না।[১৮৩০] এটাই এখানে ইমাম জাসসাস রহ.-এর আলোচনার সারনির্যাসও।[১৮৩১]

আহকারের মতে, ফাতেমা বিনতে কায়স রা.-এর ঘটনার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এটাই যে, যখন স্বামীর ঘরে অবস্থান শেষ হয়ে গেছে, চাই ফাতেমা বিনতে কায়সের একাকিত্বের কারণে, কিংবা ভীতির কারণে, কিংবা তার জবানদরাজির কারণে, ফলে তার খোরপোষও বাতিল হয়ে গেছে। কেনোনা, খোরপোষ হলো নিজেকে আবদ্ধ রাখার প্রতিদান। আর এখানে নিজেকে আবদ্ধ রাখাই ছুটে গেলো।[১৮৩২]

এসব ব্যাখ্যার ওপর সুনানে নাসায়ির[১৮৩৩] সে বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন হয়, যাতে হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নেযুক্ত ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে।

''انما النفقة و السكنى للمرأة اذا كان لزر جها عليها الرجعة''

বাহ্যত এসব শব্দ বলছে যে, এই হুকুম ফাতেমা বিনতে কায়সের সংগে বিশেষিত নয়। বরং প্রতিটি সুনিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য ব্যাপক।

এই বর্ণনার কোনো প্রশান্তিদায়ক জবাব এছাড়া আহকারের নজরে পড়েনি[১৮৩৪] যে, এসব শব্দ বর্ণনাকারির তাসাররুফ।[১৮৩৫]

بَابُ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ–৬ প্রসংগ : বিয়ের আগে তালাক নেই (মতন পৃ. ২২৩)

١١٨٤ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

[১৮৩০] শরহে মাআনিল আছার : ২/৩৬-৩৭, باب المطلقة طلاقا بائنا الخ.।- সূরা তালাক। -সংকলক।

[১৮৩১] দ্র., আহকামুল কোরআন : ৩/৪৬২, باب السكنى للمطلقة। -সংকলক।

[১৮৩২] তাহলে মুসলিমে (১/৪৮৪, المطلقة بائنا لا نفقة لها) উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবার বর্ণনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নেযুক্ত শব্দ এসেছে– لا نفقة لك অর্থাৎ, তোমার কোনো খোরপোষ নেই। তারপর বর্ণনাকারি বলেন, ফলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। যার স্পষ্ট অর্থ এই যে, খোরপোষ না হওয়ার হুকুম লেগেছে প্রথমে এবং আবদ্ধ থাকার বিষয়টি বাদ পড়েছে পরে। তখন ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা খাটানো মুশকিল। তবে এতোটুকু বলা হতে পারে যে, স্বামীর অবাধ্যতার কারণে নিজেকে আবদ্ধ রাখার হুকুম খতম হয়ে গেছে, এটা সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এজন্য খোরপোষও না হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিলো। যদিও এ ধরনের বর্ণনায় প্রথমে খোরপোষ না হওয়ার উল্লেখ হয়েছে। আর নিজেকে আবদ্ধ রাখার হুকুম শেষ হয়ে যাওয়ার উল্লেখ আছে পরবর্তীতে। -সংকলক।

[১৮৩৩] (২/১০০, باب الرخصة في ذلك)। -সংকলক।

[১৮৩৪] তাহাবি রহ. এর বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। যার সারমর্ম হলো, এই বর্ণনাটি কিতাব ও সুন্নতের বিপরীত হওয়ার কারণে দলিল নয়। দ্র., শরহে মাআনিল আছার : ২/৩৬, باب المطلقة الثلاثة بائنا ما ذا لها على زوجها في عدتها। আল্লামা আইনি রহ.-এর এ জবাব বর্ণনা করেছেন। দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/৩১১, باب قصة فاطمة بنت قيس। -সংকলক।

[১৮৩৫] তাহাবি রহ.-এর জবাবের পর বর্ণনাটিকে বর্ণনাকারির তাসাররুফের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। -সংকলক।

১১৮৪। **অর্থ :** হজরত আমর ইবনে শো'আইবের দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন জিনিসে বনি আদমের মানত নেই যার সে মালেক নয় এবং তার গোলাম আজাদও নেই, যার সে মালেক নয় এবং তালাক নেই এমন ক্ষেত্রে যার সে মালেক নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি মু'আজ ইবনে জাবাল, জাবের, ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত এটি সবচেয়ে সুন্দর হাদিস। এটি সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মাজহাব। এটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আলি ইবনে আবু তালেব, ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা., সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব, হাসান, সায়িদ ইবনে জুবায়র, আলি ইবনে হুসাইন, শুরাইহ, জাবের ইবনে জায়দ ও একাধিক ফুকাহায়ে তাবেয়িন হতে। ইমাম শাফেয়ি রহ. এ মতই পোষণ করেন।

ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি মানসুবা তথা নির্ধারিত মহিলা সম্পর্কে বলেছেন, সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। ইবরাহিম নাখয়ি, শা'বি প্রমুখ আলেম হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, যখন সময় নির্ধারণ করে দিবে, তখন তার ওপর তালাক পতিত হবে। এটি সুফিয়ান সাওরি ও মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর মাজহাব। অর্থাৎ, যখন কেউ কোনো নির্দিষ্ট মহিলাকে বলে কিংবা কোনো সময় নির্ধারণ করে দেয় কিংবা বলে, আমি যদি অমুক গোত্রের মহিলাকে বিয়ে করি, তাহলে যদি সে তাকে বিয়ে করে তাহলে মহিলার ওপর তালাক পতিত হবে।

আল্লামা ইবনে মুবারক রহ. এ বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করেছেন। আবার তিনি (এটাও) বলেছেন, যদি এমন করে তবে আমি বলবো না, সে মহিলা হারাম। আর ইসহাক রহ. বলেছেন, নির্দিষ্ট মহিলার ব্যাপারে আমি অনুমতি দেবো। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, যদি সে বিয়ে করে তবে আমি তাকে তার স্ত্রী হতে বিচ্ছেদ ঘটাতে নির্দেশ দেবো না। ইসহাক রহ. অনির্দিষ্ট মহিলা সম্পর্কে উদারতা রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হতে বর্ণিত আছে, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, কোনো ব্যক্তি কসম খেয়েছে তালাক দেওয়ার (অর্থাৎ, সে বলেছে– আমি যে মহিলাকে বিয়ে করবো তার ওপর তালাক।) তারপর ইচ্ছে হলে, তাকে বিয়ে করবে, এমতাবস্থায় তাকে বিয়ে করা বৈধ হবে কিনা? অর্থাৎ, তাকে বিয়ে করলে তালাক পতিত হবে কিনা? এবং তার জন্য সেসব ফকিহের উক্তি মতো আমল করা বৈধ কিনা, যাঁরা তাকে বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন? তখন ইবনে মুবারক রহ. জবাব দিলেন, যদি এ ব্যক্তি এই বিপদের আগে তাদের উক্তিকে হক মনে করতো, যাঁরা তার বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন, তবে এখনও তাঁদের উক্তি অনুযায়ি আমল করা তার জন্য বৈধ। আর যে প্রথম হতে তাঁদের বক্তব্য পছন্দ করতো না, তার জন্য এই মুসিবতে পতিত হওয়ার পরও এর ওপর আমল করা বৈধ মনে করি না।

ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, পক্ষান্তরে যদি সে বিয়ে করে তাহলে আমি তাকে তার স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুকুম দিই না। ইসহাক রহ. বলেছেন, আমি অনুমতি দেই মানসুবা তথা নির্দিষ্ট কারণ, ইবনে মাসউদ রা.এর হাদিসে এর উল্লেখ আছে। আর যদি সে মহিলাকে বিয়ে করে, তার সম্পর্কে আমি বলি না যে, তার ওপর তার স্ত্রী হারাম। ইসহাক রহ. গর-মানসুবা তথা অনির্দিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে উদারতা দেখিয়েছেন।

দরসে তিরমিযী

عن[১৮৩৬] عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك''

এই হাদিসের কারণে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কোনো ব্যক্তি যদি অবিবাহিতা মহিলাকে انت طالق বলে, তাহলে তার ওপর তালাক পতিত হবে না। চাই পরবর্তীতে সে মহিলা তার বিবাহিতা স্ত্রীই হোক না কেনো।

আর যদি তালাকের সম্বন্ধ মালিকানার দিকে করা হয়, যেমন, ''ان نكحتك فأنت طالق তথা আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তুমি তালাক- তাহলে এ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে।

হানাফিদের মতে, এমন ঝুলন্ত বাক্য ব্যবহার করা সাধারণত বৈধ হয়ে যায়।[১৮৩৭] শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে, সাধারণত এ ধরনের ঝুলন্ত বাক্য বাতিল। মালেকিদের মতে, এতে তাফসিল আছে। যদি এই ঝুলন্ত বাক্যে ব্যাপকতা থাকে অর্থাৎ, এমনভাবে বলা হয়, যার ফলে কোনো মহিলার সংগেই বিয়ের সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে, যেমন, ''كلما نكحت امرأة فهي طالق'' তবে এমন ঝুলন্ত বাক্য ব্যবহার করা বাতিল। অবশ্য যদি কোনো বিশেষ মহিলা কিংবা কোনো বিশেষ এলাকা কিংবা বিশেষ গোত্র এবং সময়ের দিকে সম্বন্ধ করে বাক্য ঝুলন্ত রাখা হয়, তাহলে এমন ঝুলন্ত রাখা বৈধ। যেমন, 'যদি আমি অমুক মহিলাকে বিয়ে করি' কিংবা 'যদি অমুক শহর হতে বা গোত্র হতে বিয়ে করি' কিংবা 'যদি আমি এই মাসে বিয়ে করি।' এটাই আওজায়ি রহ. ও ইবনে আবু লায়লা রহ. প্রমুখেরও মাজহাব।[১৮৩৮] ইমাম তিরমিযী রহ. হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর মাজহাবও এটাই বর্ণনা করেছেন।

ব্যাপকতার সুরতে এমন ঝুলন্ত বাক্য দুরুস্ত না হওয়ার কারণ তাঁদের মতে এই যে, এটি একটি হালাল জিনিস তথা বিয়েকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেওয়ার সমার্থক। যার এখতিয়ার কোনো মানুষের নেই।[১৮৩৯]

শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। যাতে এরশাদ আছে, ''ولا طلاق له فيما لا يملك''

[১৮৩৬] এটি ইমাম আবু দাউদ ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বর্ণনা করেছেন। (১/২৯৮, باب في الطلاق قبل النكاح)। -সংকলক।

[১৮৩৭] এমনভাবে যদি আজাদিকে মালিকানার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এবং বলা হয়- ان ملكتك فأنت حر তথা যদি আমি তোমার মালিক হই, তবে তুমি স্বাধীন, কিংবা মালিকানার কারণের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা এবং বলা হয়- ان اشتريتك فأنت حر অর্থাৎ, আমি যদি তোমাকে ক্রয় করি তবে তুমি আজাদ, তাহলে এই শর্তায়ন হানাফিদের মতে বৈধ। এই মৌলিক বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., নুরুল আনওয়ার : ১৫৭, مبحث الوجوه الفاسدة، الوجه الثاني। -সংকলক।

[১৮৩৮] মাজহাবসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., বজলুল মাজহুদ : ১০/২৭২-২৭৩। -সংকলক।

[১৮৩৯] ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর একটি আছরও তাঁদের দলিল। তিনি বলেন, যখন কোনো মহিলা কিংবা কোনো গোত্রকে নির্ধারিত করে, তবে এটা বৈধ। আর যখন সব মহিলাকে ব্যাপকভাবে বলে, তবে সেটা ধর্তব্য নয়। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৬/৪২১, নং-১১৪৭১, باب الطلاق قبل النكاح। -সংকলক।

হানাফিদের পক্ষ হতে এর জবাব হলো, মালিকানার দিকে সম্বন্ধযুক্ত তালাককে অমালিকানার তালাক বলা যায় না। কেনোনা, তালাক পতিত হবে মালিকানা অর্জনের পর। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা হানাফিদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করা ঠিক নয়। হানাফিদের মতে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসের প্রয়োগক্ষেত্র তাৎক্ষণিক তালাক কিংবা এমন তালাক যেটি ৫ অমালিকানার সংগে ঝুলন্ত।

এই ব্যাখ্যার সমর্থন মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের[১৮৪০] একটি আছর দ্বারাও হয়,

''عن معمر عن الزهرى في رجل قال : كل امرأة اتزوجها فهي طالق وكل امة اشتريها فهي حرة نص : هو كما قال قال معمر فقلت اوليس قد جاء عن بعضهم انه قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة الا بعد الملك قال انما ذلك ان يقول الرجل امرأة فلان طالق وعبد فلان حر''

'জুহরি হতে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে বলেছিলো, যতো মহিলাকে আমি বিয়ে করবো, তারা সবাই তালাক। আর যতো বাঁদি আমি ক্রয় করবো সবাই মুক্ত জুহরি রহ. বললেন, সে যা বলেছে অনুরূপই। মা'মার বলেন, আমি বললাম, অনেকের হতে কি বর্ণিত নেই যে, তিনি বলেছেন, বিয়ের আগে তালাক নেই এবং মালিকানার আগে আজাদি নেই? জবাবে তিনি বললেন, এটা তো হলো তখন যখন কোনো পুরুষ বলবে, অমুকের স্ত্রী তালাক এবং অমুকের গোলাম আজাদ।'

হানাফিদের দলিল মুয়াত্তা মালিকে[১৮৪১] বর্ণিত হাদিস,

عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى انه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة ان هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضـــ ان هو تزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر

'সায়িদ জুরাকি হতে বর্ণিত, তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মদকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যে এক মহিলাকে তালাক দিয়েছিলো যদি সে তাকে বিয়ে করে, এই শর্তে। বর্ণনাকারি বললেন, তখন কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে তার ওপর তার মায়ের পিঠের মতো সাব্যস্ত করেছিলো, যদি সে তাকে বিয়ে করে। তখন উমর রা. তাকে নির্দেশ দিলেন, যদি সে তাকে বিয়ে করে তবে যেনো জিহারকারির কাফফারার মতো কাফফারা দেওয়ার আগে তার নিকট না যায়।'

এ ধরনের আরো অনেক আছর মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ইত্যাদিতে সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত আছে।[১৮৪২]

[১৮৪০] ৬/৪২১, নং-১১৪৭৫। -সংকলক।

[১৮৪১] ৫১৫, ظهار الحر كتاب الطلاق। -সংকলক।

[১৮৪২] হাদিসে আছে, মুহাম্মদ ইবনে কায়স বলেন, আমি ইবরাহিম ও শা'বি রহ.কে বিয়ের আগে তালাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তা শুনে তারা দু'জন বললেন, আসওয়াদ এক মহিলার নাম নির্ধারিত করে বললেন, যদি তিনি তাকে বিয়ে করেন, তবে সে তালাক। তারপর তিনি হজরত ইবনে মাসউদ রা.কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, সে মহিলা তোমার বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি তাকে প্রস্তাব দাও। (১১৪৭০)।

তাছাড়া আরেক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর নিকট এসে বললো, আমি যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করবো, সেই তিন তালাক। তখন উমর রা. তাকে বললেন, এটি তুমি যেমন বলেছো তেমনি। (১১৪৭৪, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৬/৪২০-৪২১)। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

অনুচ্ছেদ–৭ প্রসংগ : বাঁদির তালাক দু'টি (মতন পৃ. ২২৪)

١١٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

১১৮৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাঁদির তালাক দুটি। আর তার ইদ্দত দুই মাসিক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেছেন, আমাদেরকে আবু আসেম-মুজাহির সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আয়েশা রা.-এর হাদিসটি গরিব। এটিকে আমরা মুজাহির ইবনে আসলাম সূত্রেই কেবল মারফু'রূপে জানি। বস্তুত মুজাহিরের এ হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো ইলমি ব্যাপার জানা যায় না। সাহাবা প্রমুখ আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

عن[১৮৪৩] عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان

এ বিষয়ে এ হাদিসটি হানাফিদের দলিল যে, তালাকের সংখ্যার ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাধীনতা ও অস্বাধীনতা ধর্তব্য, পুরুষের নয়। অর্থাৎ, বাঁদি দু'তালাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে হারাম হয়ে যাবে, আর স্বাধীনা নারী তিন তালাকে। চাই স্বামী স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে, পুরুষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা ধর্তব্য। অর্থাৎ, পুরুষ যদি স্বাধীন হয়, তাহলে তার স্ত্রী তিন তালাকের কমে চূড়ান্ত পর্যায়ে হারাম হবে না। আর যদি গোলাম হয়, তাহলে স্ত্রী দু'তালাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে হারাম হয়ে যাবে। চাই স্ত্রী যাই হোক না কেনো।[১৮৪৪]

শাফেয়িদের দলিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখের হাদিস الطلاق بالرجال والعدة بالنساء[১৮৪৫] দ্বারা।

[১৮৪৩] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৫০, باب في طلاق الأمة وعدتها। -সংকলক।

[১৮৪৪] মাজহাবসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ : ৩/৩৪৮, فصل يقع طلاق كل زوج الخ। -সংকলক।

[১৮৪৫] এই বর্ণনাটি বিভিন্ন সাহাবি হতে মওকুফ আকারে বর্ণিত হয়েছে। দ্র., সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৭/৩৬৯-৩৭০ كتاب الرجعة। -সংকলক।

এর জবাব হলো, প্রথমতো এই বর্ণনাটি মওকুফ।[১৮৪৬] দ্বিতীয়তো এটি শাফেয়িদের মাজহাবের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। কেনোনা, এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, الطلاق موكول الى الرجال। অর্থাৎ, তালাকের এখতিয়ার শুধু পুরুষদের।

শাফেয়িদের দলিলের বিপরীত এ অনুচ্ছেদের হাদিস হানাফিদের মাজহাবের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্পষ্ট।

প্রশ্ন : এই বর্ণনায় এই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এটি মুজাহির ইবনে আসলাম হতে বর্ণিত, যিনি জয়িফ।[১৮৪৭]

জবাব : এর জবাব এই যে, তিনি একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারি। ইমাম ইবনে হাব্বান রহ. তাকে সেকাহদের শামিল গণ্য করেছেন।[১৮৪৮] শায়খ ইবনে হুমাম রহ. বর্ণনা করেন যে, ইমাম হাকেম রহ. তাকে বসরার একজন শায়খ বলেছেন।[১৮৪৯]

শায়খ শব্দটি সুয়ুতি রহ.-এর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ি তা'দিলবোধক।[১৮৫০] সুতরাং এই বর্ণনাটি হাসান অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের নয়। বিশেষত এই কারণে সুনানে দারাকুতনিতে[১৮৫১] হজরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত একটি বর্ণনা দ্বারাও এর সমর্থন হয়। বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত– قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان''

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাঁদির তালাক দু'টি, আর তার ইদ্দত হলো, দু'মাসিক।' এই বর্ণনাটি যদিও জয়িফ, কিন্তু সমর্থন ও শক্তি যোগানোর জন্য যথেষ্ট।[১৮৫২]

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ–৮ প্রসংগ : যে মনে মনে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য চিন্তা করে (মতন পৃ. ২২৫)

١١٨٦ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ.

[১৮৪৬] হাফেজ জায়লায়ি রহ. বলেন, 'এটি মারফু' আকারে গরিব' নসবুর রায়া : ৩/২২৫। হাফেজ রহ. বলেন, 'মারফু'রূপে আমি এটি পাইনি।' আদদিরায়া : ২/৭০। -সংকলক।

[১৮৪৭] হাফেজ রহ. তাকরিবে (২/২২৫, নং-১১৮৭) অনুরূপ বলেছেন। -সংকলক।

[১৮৪৮] মিজানুল ই'তিদাল : ৪/১৩১, নং-৮৬০২। -সংকলক।

[১৮৪৯] ফতহুল কাদির : ৩/৩৪৯, فصل يقع طلاق كل زوج الخ। -সংকলক।

[১৮৫০] দ্র., তাকরিবুন নববি ও তাদরিবুর রাবি : ১/৩৪৫, الثالثة عشرة في ألفاظ الجر والتعديل। -সংকলক।

[১৮৫১] ৪/৩৮, নং-১০৪। -সংকলক।

[১৮৫২] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিস আছে- তালাক কিংবা ইদ্দতের সুন্নত হলো মহিলার দিকে লক্ষ্য করে হওয়া। দ্র., (৫/৮২, باب ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة الخ)।

এ স্থানে হজরত আলি রা.-এর আছর আছে, তালাক এবং ইদ্দত হয় মহিলাদের দিকে লক্ষ্য করে।

তাছাড়া সুনানে কুবরা-বায়হাকিতে (৭/৩৭০, باب ما جاء في عدة طلاق العبد) ইবনে আব্বাস রা.-এর আছর আছে, তালাক এবং ইদ্দতের ক্ষেত্রে সুন্নত হলো মহিলার দিকে লক্ষ্য করে হওয়া। সাহাবায়ে কেরামের এসব আছার হানাফি মাজহাব প্রমাণ করে। তাছাড়া এগুলো যুক্তির মাধ্যমে অনুধাবিত না হওয়ার কারণে মারফু'র পর্যায়ভুক্ত। -সংকলক।

১১৮৬। **অর্থ :** আবু হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের সেসব বিষয় মাফ করে দিয়েছেন, যেগুলো তারা মনে মনে বলে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ না করে কিংবা সে অনুযায়ি কাজ না করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। কোনো ব্যক্তি যখন তালাকের কথা মনে মনে বলে তবে এটি কিছুই নয় (ধর্তব্য নয়), যতোক্ষণ না মুখে উচ্চারণ করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ

অনুচ্ছেদ–৯ : ঐচ্ছিক এবং ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৫)

١١٨٧ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

১১৮৭। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস ইচ্ছাকৃত করলে যেমন বাস্তবে সংঘটিত হয়, ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তেমনটি– বিয়ে, তালাক এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

সাহাবা প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবদুর রহমান হলেন, ইবনে হাবিব ইবনে আদরাক-আর মাদানি। ইবনে মাহাক হলেন, আমার মতে ইউসুফ ইবনে মাহাক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

অনুচ্ছেদ–১০ : খোলা প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৫)

١١٨٨ - عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

১১৮৮। **অর্থ :** রুবাইয়ি' বিনতে মুআওয়িজ ইবনে আফরা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খোলা করেছিলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো ইদ্দত পালন করার জন্য এক মাসিক পরিমাণ সময়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেন, রুবাইয়ি' বিনতে মুআওয়িজের হাদিসটি সহিহ। তাকে এক মাসিক পরিমাণ ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।

١١٨٩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

১১৮৯। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, সাবেত ইবনে কায়স রা.-এর স্ত্রী তার স্বামীর সংগে খোলা করেছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিয়েছেন এক মাসিক পর্যন্ত ইদ্দত পালন করার।

দরসে তিরমিযী

عن[১৮৫৩] الربيع بنت معوذ بن عفراء : انها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لو امرت ان تعتد بحيضة

এই অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয় পাঁচটি।

খোলার আভিধানিক অর্থ

খোলা শব্দটি خلع হতে উদ্ভূত। এর অর্থ, খুলে ফেলা। সামঞ্জস্য এই যে, কোরআনে করিম স্বামী-স্ত্রীর একজনকে অপর জনের পোশাক সাব্যস্ত করেছে। এরশাদ আছে هن لباس لكم و انتم لباس لهن[১৮৫৪] তথা তারা তোমাদের পরিচ্ছদ, আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আর খোলার মাধ্যমে পারস্পরিক বিচ্ছেদ পোশাক খুলে ফেলার সমার্থক।[১৮৫৫]

চারটি প্রায় সমার্থক শব্দ এবং এগুলোর মাঝে পার্থক্য

তারপর এ অনুচ্ছেদে চারটি শব্দ প্রায় সমার্থবোধক ব্যবহৃত হয়। ১. খোলা, ২. মালের ভিত্তিতে তালাক, ৩. ফিদিয়া, ৪. মুবারাত। ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারিতে[১৮৫৬], আল্লামা কুরতবি রহ. স্বীয় তাফসিরে[১৮৫৭] এবং আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ রহ. বিদায়াতুল মুজতাহিদে[১৮৫৮] এগুলোর মাঝে এই পার্থক্য করেছেন যে, পূর্ণ মহরকে বিনিময় সাব্যস্ত করা খোলা, আর আংশিক মহরকে বিনিময় সাব্যস্ত করা ফিদিয়া, মহিলা কর্তৃক স্বামীর দায়িত্ব

[১৮৫৩] সুনানে নাসায়ি : ২/১১২, عدة المختلعة, ইবনে মাজাহ : ১৪৮, باب عدة المختلعة। -সংকলক।

[১৮৫৪] সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭, পারা-২। -সংকলক।

[১৮৫৫] শরয়ি মতে এর অর্থ হলো, বিয়ের মালিকানা দূরীভূত করা। যা মহিলা কর্তৃক গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। খোলা কিংবা তার সমার্থক কোনো শব্দ। যেমন, মুবারাত শব্দ। কাওয়ায়িদুল ফিকাহ : ২৮১। -সংকলক।

[১৮৫৬] ৯/৪০৩, باب الخلع وكيف الطلاق। -সংকলক।

[১৮৫৭] আল-জামে' লিআহকামিল কোরআন (৩/১৪৫-১৪৬, সূরা বাকারা- الباب الثالث في الخلع আয়াতের অধীনে)। -সংকলক।

[১৮৫৮] ২/৫০, الباب الثالث في الخلع। -সংকলক।

হতে বিয়ে সংক্রান্ত অধিকার ছেড়ে দেওয়ার নাম মুবারাত। আর মালের ভিত্তিতে তালাকের বিষয়টি স্পষ্ট। অর্থাৎ, মহরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কোনো পরিমাণ নির্ধারিত করে তালাক দেওয়া। ওলামায়ে কেরামের বর্ণনার সারনির্যাস এটাই।

খোলাকারি মহিলার ইদ্দত

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম ইসহাক এবং ইবনুল মুনজির রহ. প্রমুখের মাজহাব হলো, খোলাকারিণীর ইদ্দত শুধু এক মাসিক। অধিকাংশের বক্তব্য হলো, খোলাকারিণীর ইদ্দত সেটাই, যেটা অন্যান্য তালাকপ্রাপ্তা মহিলার। অর্থাৎ, তিন মাসিক। অধিকাংশের মতে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে حيضة দ্বারা উদ্দেশ্য মাসিক জাতীয় বিষয়।

প্রশ্ন : এর ওপর অনেক বর্ণনা দ্বারা প্রশ্ন উথাপিত হয়, যেগুলোতে حيضة শব্দের সংগে واحدة তথা একের শর্তারোপ সুস্পষ্ট ভাষায় করা হয়েছে।[১৮৫৯]

জবাব : এটা বর্ণনাকারির তাসাররুফ। মূলত তিনি حيضة এর ''ة'' কে ''تاء وحدت'' মনে করেছেন এবং নিজের বুঝ অনুযায়ি ''حيضة واحدة'' বর্ণনা করে দিয়েছেন। অথচ حيضة এর তা وحدة এর জন্য নয়। বরং জাতি বুঝানোর জন্য তা ব্যবহার করা হয়েছে।

তাছাড়া এটাও বলা যেতে পারে যে, এই বর্ণনাটি খবরে ওয়াহিদ। এটি কোরআনের নস- ''والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء''[১৮৬০] এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না।[১৮৬১]

খোলা মানে কি বিয়ে রহিত, না তালাক?

ইমাম আহমদ রহ. এর মতে, খোলা মানে বিয়ে বাতিল হয়ে যাওয়া (ফসখ্)। এটিই ইসহাক ও আবু সাওর রহ. -এর মাজহাবও । ইমাম শাফেয়ি রহ. -এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ। তাছাড়া ইবনে আব্বাস রা. এর দিকে এটি সম্বন্ধযুক্ত।

অধিকাংশের মতে, খোলা হলো তালাক। উসমান গনি, আলি এবং ইবনে মাসউদ রা. হতেও এটাই বর্ণিত আছে।[১৮৬২]

ইমাম আহমদ রহ. এর দলিল হলো, কোরআনে কারিমে খোলার আলোচনা করা হয়েছে الطلاق مرتان এর পর। অর্থাৎ, فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به। এর পরবর্তী আয়াত হলো- فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

[১৮৫৯] নাসায়ির বর্ণনা : ২/১১২। -সংকলক।

[১৮৬০] নাসায়ির বর্ণনা : ২/১১২। -সংকলক।

[১৮৬১] ওপরযুক্ত দুটি জবাবের জন্য দ্র., আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২৬৭, বজলুল মাজহুদ : ১০/৩৩২ باب حكم الخلع। -সংকলক।

[১৮৬২] মাজহাবসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., আল-মুগনি : ৭/৫৬, مسألة : قال : والخلع فسخ الخ। এখানে আহমদ রহ.-এর একটি বর্ণনা অধিকাংশের মতই বর্ণিত হয়েছে। -সংকলক।

যা এর দলিল যে, খোলা সে তিন তালাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি খোলা স্বয়ং তালাক হতো তবে তালাক হয়ে যেতো চারটি। যার প্রবক্তা কেউ নেই।

এর জবাবে অধিকাংশের বক্তব্য হলো, কোরআনের পূর্বাপরের অর্থ হলো, যে তালাক দ্বারা স্ত্রী চূড়ান্ত পর্যায়ে হারাম হয় না, এমন তালাক দু'টি। তারপর এগুলোর মধ্যে দু'টি পদ্ধতি আছে। হয়ত মাল ব্যতীত তালাক হবে কিংবা মালসহ। الطلاق مرتان দ্বারা এখানে এমন তালাক দু'টি হওয়া বুঝা যায়, যে তালাক দ্বারা স্ত্রী চূড়ান্ত পর্যায়ে হারাম হয় না। এখানে এর ব্যাপকতা দ্বারা মালবিহীন তালাকের পদ্ধতিও বুঝে আসে। খোলার আয়াত দ্বারা মালসহ তালাকের আলোচনা হচ্ছে। সুতরাং খোলা مرتان হতে বহির্ভূত নয়। কাজেই فان طلقها দ্বারা তৃতীয় তালাকের উল্লেখ হবে। আর তালাক চারটি হওয়া আবশ্যক হবে না।[১৮৬৩]

তাছাড়া অধিকাংশের দলিল এটিও যে, যখন ছাবেত ইবনে কায়স রা.-এর স্ত্রী খোলার দাবি করলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাবেত ইবনে কায়স রা.কে বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ করো। আর তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।[১৮৬৪] প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাকে তালাক শব্দে ব্যক্ত করেছেন।[১৮৬৫]

খোলা কি রমণীর অধিকার?

আমাদের যুগে খোলা সম্পর্কে আধুনিকতাবাদীরা আরেকটি বিষয়ের জন্ম দিয়েছেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, সমস্ত ওলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে একমত আছেন যে, খোলা এমন একটি লেনদেন, যাতে উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক। কোনো দল অন্য দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে না বা বাধ্য করতে পারে না। তবে আধুনিকতাবাদীরা দাবি করেছেন যে, খোলা মহিলার একটি অধিকার। যা স্বামীর সম্মতি ব্যতীতও সে আদালত হতে উসুল করতে পারে। এমনকি পাকিস্তানে কিছুদিন আগে উচ্চ আদালত তথা সুপ্রীম কোর্ট তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এখন সমস্ত আদালতে এ ফয়সালা অনুযায়ি আইন হিসেবে কাজ চলছে। অথচ এই সিদ্ধান্ত কোরআন ও সুন্নতের দলিলসমূহ এবং অধিকাংশের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীত।[১৮৬৬]

এসব আধুনিকতাবাদীর মৌলিক দলিল নিম্নেযুক্ত– খোলার আয়াতটি হলো, فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به'' । এতে فان خفتم শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে বিচারকদেরকে। বহু মুফাসসির এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।[১৮৬৭] সুতরাং আয়াতের অর্থ এই হলো যে, যদি বিচারকগণ মনে করেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল হবে না, তাহলে তারা সঠিক মনে করলে তাদের রায় অনুযায়ি বিয়ে বাতিল করে দিতে পারেন।

[১৮৬৩] এই মাসআলাটির সংগে সংশ্লিষ্ট আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., নূরুল আনওয়ার : ২১, ২২ تحت قوله ولذالك صح ايقاع الطلاق بعد الخلع, মা'আরিফুল কোরআন : ১/৫৬১-৫৬২। -সংকলক।

[১৮৬৪] সহিহ বোখারি : ২/৭৯৮, باب الخلع وكيف الطلاق। -সংকলক।

[১৮৬৫] এর দ্বারা সে দলিলেরও জবাব হয়ে যায়, যেটি আল-মুগনিতে ইমাম আহমদ রহ.-এর পক্ষ হতে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আরেকটি কারণ হলো খোলা একটি বিয়ে বিচ্ছেদ, যেটি সুস্পষ্ট তালাক ও নিয়তশূন্য হয়েছে। সুতরাং এটি বিয়ে রহিত হওয়ার কারণ হবে অন্যান্য রহিত বিষয়ের মতো। দ্র., (৭/৫৭)। -সংকলক।

[১৮৬৬] উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক হওয়ার ওপর কোরআনে কারিমের দলিল পরবর্তীতে উস্তাদে মুহতারামের মূল বক্তব্যে আসছে। সুন্নত হতে দলিলের জন্য দ্র., আহকামুল কোরআন-জাসসাস : ১/৩৯৫। অধিকাংশের মাজহাবের জন্য দ্র., বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/৫১ الباب الثالث في الخلع، الفصل الثاني في شروطه وقوعه، المسألة الثالثة। -সংকলক।

[১৮৬৭] যেমন, দ্র., তাফসিরে কুরতুবি : ৩/১৩৮, রূহুল মা'আনি : ২/১৪০, তাফসিরে কবির : ৫/১০৬। -সংকলক।

চাই স্বামী এর ওপর সম্মত হোক বা না হোক। তা না হলে যদি বিচারকদের এই এখতিয়ার না হতো, তবে তাদের সম্বোধন করার কি প্রয়োজন ছিলো?

এর জবাব হলো, খোলার আয়াতে ন্যূনতম তিনটি শব্দ এমন আছে যেগুলো খোলার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত সাব্যস্ত করছে। কেনোনা, পূর্ণ আয়াতটি নিম্নেযুক্ত,

''ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به''

এখানে প্রথমতো الا ان يخافا الا يقيما حدود الله এর সুস্পষ্ট দলিল যে, আলোচনা সে সুরতের হচ্ছে, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে খোলার প্রয়োজন অনুভব করে। কিংবা কমপক্ষে এর জন্য সম্মত। দ্বিতীয়তো فلا جناح عليهما তে দ্বিবচনের শব্দ এর স্পষ্ট দলিল যে, আলোচনা চলছে উভয় পক্ষের সম্মতির সুরতে। তৃতীয়তো কোরআনে করিম খোলার জন্য ফিদিয়া শব্দ ব্যবহার করেছে। যেটি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণকে বলা হয়। এতে উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক হয়। সুতরাং এতেও তা আবশ্যক হবে। তাছাড়া আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা খোলার জন্য ফিদিয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেটি এর দলিল যে খোলাতে বিনিময়ের অর্থ বিদ্যমান। সুতরাং এতে উভয় পক্ষের সম্মতি ধর্তব্য হওয়া আবশ্যক।[১৮৬৮]

বাকি আছে فان خفتم-এর সম্বোধন। প্রথমতো মুফাসসিরগণের একটি দলের মতে এই সম্বোধন পরিবারের লোকজনের প্রতি।[১৮৬৯] হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ.ও বয়ানুল কোরআনে[১৮৭০] এটাই অবলম্বন করেছেন।

দ্বিতীয়তো যদি সম্বোধন বিচারকদেরই প্রতি করা হয়, তাহলেও এর দ্বারা এই ফল বের করা যায় না যে, বিচারকগণ স্বামীর সম্মতি ব্যতীত খোলা করতে পারেন। কেনোনা, বিচারকদের কাজ স্বামী-স্ত্রীকে পরামর্শ প্রদানও হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারনির্যাস এই যে, তখন[১৮৭১] বিচারকগণ স্বামী-স্ত্রীকে খোলার পরামর্শ দিবেন। যাতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে খোলা হতে পারে।

আধুনিকতাবাদীদের দ্বিতীয় দলিল হজরত ছাবেত ইবনে কায়স রা.-এর স্ত্রী হজরত জামিলা[১৮৭২] রা.-এর ঘটনা। যেটি তিরমিযীর এ অনুচ্ছেদেই সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। আর বোখারিতে[১৮৭৩] নিম্নেযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনার সংগে উল্লিখিত হয়েছে,

---

[১৮৬৮] দ্র., জাদুল মা'আদ : ৫/১৯৬, حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع। -সংকলক।

[১৮৬৯] আহকামুল কোরআনে (১/৩৯৫) ইমাম জাসসাস রহ.-এর বক্তব্যের সারমর্মও এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, খোলাতে উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক। তাছাড়া দ্র., মা'আরিফুল কোরআন-মুফতি আজম রহ. : ১/৫৫৩, মা'আরিফুল কোরআন-শায়খ কান্দলভি রহ. : ১/৩৩৭। -সংকলক।

[১৮৭০] ১/১৩৩। -সংকলক।

[১৮৭১] অর্থাৎ, যে অবস্থায় এই আশঙ্কা হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারবে না। -সংকলক।

[১৮৭২] এই নামটি প্রধান উক্তি অনুযায়ি। তা না হলে তাঁর নাম সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা আছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., ফতহুল বারি : ৯/৩৯৮-৩৯৯। -সংকলক।

[১৮৭৩] ২/৭৯৪, باب الخلع وكيف الطلاق। -সংকলক।

''عن ابن عباس رضـــ ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله! ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق لا دين ولكني اكره[১৮৭৪] الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة-

'ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, ছাবেত ইবনে কায়স রা.-এর স্ত্রী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ছাবেত ইবনে কায়সের চরিত্র এবং দীন সম্পর্কে আমি দোষারোপ করি না। তবে আমি ইসলামে কুফরি তথা অকৃতজ্ঞতা অপছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তাকে তার বাগান ফিরিয়ে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বাগান গ্রহণ করে নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ছাবেত রা.-এর সম্মতি জানেননি। বরং সরাসরি তাকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, হজরত ছাবেত ইবনে কায়স রা. সম্পর্কে হজরত জামিলা রা. এর অভিযোগ শুধু এই ছিলো যে, তুমি কুশ্রী।[১৮৭৫]

এই দলিলের জবাব হলো, খোলার এই সিদ্ধান্ত হজরত ছাবেত রা.-এর মর্জি মাফিকই হয়েছিলো। এজন্য সুনানে নাসায়িতে[১৮৭৬] নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে,

''فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال نعم''

'তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাবেতের নিকট সংবাদ পাঠালেন, তাকে বললেন, তুমি তোমার ওপর তার যে অধিকার ছিলো সেটি নিয়ে নাও। আর তার পথ মুক্ত করে দাও। তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ।'

এটি তার সুস্পষ্ট মঞ্জুরি।

বরং আবু বকর জাসসাস রহ. তো ছাবেত ইবনে কায়স রা.-এর কাহিনী দ্বারা এর ওপর দলিল পেশ করেছেন[১৮৭৭] যে, খোলার এখতিয়ার শুধু পুরুষের, বিচারপতির নয়। কেননা, এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাবেত রা.কে তালাক দেওয়ার জন্য বলেছেন, নিজে বিচ্ছেদ ঘটাননি। যদি এই বিষয়টি

[১৮৭৪] অর্থাৎ, আমি অপছন্দ করি– আমি যদি তাঁর নিকট অবস্থান করি, তাহলে কুফরের দিকে পৌছে দেয় এমন কাজে জড়িয়ে পড়তে পারি। এখানে কুফর দ্বারা মূল কুফরও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেনো তিনি এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, তিনি যে তাঁর স্বামীকে ভীষণ অপছন্দ করেন, এটা তাকে কুফরি প্রকাশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। যাতে তার বিয়ে সে স্বামী হতে রহিত হয়ে যায়। সে মহিলা জানেন যে, এটা হারাম। তবে আমি আশঙ্কা করি যে, ভীষণ বিদ্বেষ সে মহিলাকে কুফরের মধ্যে পতিত করতে পারে। (কুফর অপছন্দনীয় একটি বিষয়)। তাছাড়া কুফর দ্বারা স্বামীর অবাধ্যতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেনোনা, এটাতো হলো, স্বামীর অধিকারের ক্ষেত্রে স্ত্রী কর্তৃক ত্রুটি করা।

বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/২৬৩, باب الخلع, ফতহুল বারি : ৯/৪০০। -সংকলক।

[১৮৭৫] বিভিন্ন বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। এসব বর্ণনার জন্য দ্র., উমদাতুল কারি : ২০/২৬৩। -সংকলক।

[১৮৭৬] ২/১১২, عدة المختلعة। -সংকলক।

[১৮৭৭] আহকামুল কোরআন : ১/৩৯৫, ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه بالخلع। -সংকলক।

আদালতের হাতে থাকতো, তাহলে নিজেই বিচ্ছেদ ঘটাতেন। যেমন, লেআনের ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে।[১৮৭৮]

তারপর আধুনিকতাবাদীদের দলিল হাদিসে طلقها (তাকে তালাক দাও) এর নির্দেশ ওয়াজিব বুঝানোর জন্য নয়। বরং এই এরশাদ হলো মুস্তাহাব এবং পরামর্শের জন্য। (যেনো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের উদ্দেশ্য হলো, তোমার স্ত্রী কোনোক্রমেই তোমার সংগে থাকতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং তখন জোরপূর্বক তাকে তোমার স্ত্রী বানিয়ে রাখা তোমার জন্য সমীচীন নয়। -সংকলক)। যেমন, হাফেজ রহ. ফতহুল বারিতে[১৮৭৯], আইনি উমদাতুল কারিতে[১৮৮০] এবং কুসতুল্লানি রহ. এরশাদুস সারিতে[১৮৮১] এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

তাছাড়া কোরআনের আয়াত ''الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح'' ও এর দলিল যে, খোলা স্বামীর মর্জি ব্যতীত হতে পারে না। কেনোনা, এখানে সীমাবদ্ধতার[১৮৮২] সংগে বলা হয়েছে যে, বিয়ের গ্রন্থি পুরুষের হাতেই আছে। কেনোনা, যেটা পরে হওয়ার কথা সেটাকে আগে উল্লেখ করা হলে সীমাবদ্ধতা বুঝা যায়।[১৮৮৩]

প্রশ্ন : এর জবাবে আধুনিকতাবাদীরা বলেন যে, الذي بيده عقدة النكاح দ্বারা স্বামী উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, অভিভাবক। যেমন, বহু মুফাসসির বলেছেন।[১৮৮৪]

জবাব : প্রধান ব্যাখ্যা এখানে এটাই যে, এতে স্বামী উদ্দেশ্য। তাতে ইবনে জারির তাবারি রহ. এ উক্তিটির সমর্থনে বিস্তারিত দলিলসমূহ পেশ করে এটাকে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন।[১৮৮৫] তাছাড়া তাফসিরে এই বক্তব্যটির সমর্থনে একটি সূক্ষ্ম হিকমতও আবু সাউদে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৮৮৬]

[১৮৭৮] এজন্য লেআনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এক আনসারি ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে অপবাদ দিয়েছিলেন। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনকে শপথ করিয়েছিলেন, তারপর উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। সহিহ বোখারি : ২/৬৯৯, باب إحلاف الملاعن। -সংকলক।

[১৮৭৯] ৯/৪০০। -সংকলক।

[১৮৮০] ২/২৬৩। -সংকলক।

[১৮৮১] ৮/১৫১। -সংকলক।

[১৮৮২] সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৭, পারা-৩। -সংকলক।

[১৮৮৩] কারণ, মূল ইবারত ছিলো নিম্নেযুক্ত- الذي عقدة النكاح بيده। এতে بيده শব্দটি عقدة النكاح মুবতাদার খবর। এটিকে আগে উল্লেখ করে بيده عقدة النكاح বলা হয়েছে। -সংকলক।

[১৮৮৪] কাশশাফ : ১/২৮৬, আত তাফসিরুল কাবির : ৬/১৫৩-১৫৪। -সংকলক।

[১৮৮৫] দ্র., জামিউল বায়ান আন তাবীলি আ-ইল কোরআন : ২/৫৪৫-৫৫১ পর্যন্ত।

তাছাড়া ইমাম রাজি রহ.-এর অধীনে লিখেন, এ আয়াতটিতে দুটি উক্তি আছে। প্রথম উক্তিটি হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য স্বামী। এটি হলো, হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব ও প্রচুরসংখ্যক সাহাবি তাবেয়ির মাজহাব। এটিই আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব। -তাফসিরে কবির : ৬/১৫২।

আল্লামা আলুসি রহ.ও এই ব্যাখ্যাটিকে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন। রুহুল মা'আনি : ২/১৫৪।

তাছাড়া হাফেজ ইবনে কাসির রহ. ইবনে আবু হাতিমের সূত্রে একটি মারফূ' বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বিয়ে গ্রন্থির অধিকারি হলেন, স্বামী। এই বর্ণনাটি যদিও জয়িফ, কিন্তু এটিকে দলিলস্বরূপ পেশ করা হয়। দ্র., তাফসিরুল কোরআনিল আজিম-ইবনে কাসির : ১/২৮৯। -সংকলক।

[১৮৮৬] এজন্য তিনি বলেন, প্রথম উক্তিটি অর্থাৎ, বিবাহ বন্ধনের মালিক স্বামী হওয়া এটাই অধিক সঙ্গত। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وان تعفوا اقرب للتقوى। কেনোনা, নাবালিকার হক বাতিল করে দেওয়াতে কোনো তাকওয়া নেই। তাফসিরে আবুস সাউদ : ১/১৭৯। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

অনুচ্ছেদ-১১ : খোলা কামিনী রমণীর প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৬)

١١٩٠ - عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ عَنْ ثَوْبَانَ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

১১৯০। **অর্থ :** হজরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (বিনা কারণে) খোলা অন্বেষণকারিণীরা মুনাফিক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে غريب।

এর সনদ শক্তিশালী নয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে মহিলা তার স্বামী হতে কোনো অসুবিধা ব্যতীত খোলা করে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।

١١٩١ - أَنْبَأَنَا بِذٰلِكَ بُنْدَارٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلى الله عليه و سلم قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

১১৯১। **অর্থ :** এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বুনদার-আবদুল ওয়াহহাব সাকাফি-আইয়ুব-আবু কিলাবা-জনৈক বর্ণনাকারি-সাওবান রা. সূত্রে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে মহিলা তার স্বামীর নিকট কোনো অসুবিধা ব্যতীত তালাক কামনা করে তার ওপর জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

হাদিসটি বর্ণনা করা হয় আইয়ুব-আবু কিলাবা-আবু আসমা-সাওবান রা. সূত্রে। আর অনেকে এই সনদে এটি আইয়ুব হতে বর্ণনা করেছেন। তবে মারফু' আকারে নয়।

بَابُ[১৮৮৭] مَا جَاءَ فِيْ مُدَارَاةِ[১৮৮৮] النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২ : নারীদের সংগে নম্র ব্যবহার প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৬)

١١٩٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلٰى عِوَجٍ.

[১৮৮৭] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত। -সংকলক।

[১৮৮৮] مدارة এর অর্থ হলো, দুনিয়ার ভালো করার জন্য দুনিয়া ব্যয় করা। (পার্থিব সংশোধনের জন্য পার্থিব কোনো বিষয় খরচ করা) এবং দীন ঠিক করার জন্য দুনিয়া ব্যয় করা। তবে মুদাহানাতের অর্থ হলো, দুনিয়া ঠিক করার জন্য দীন নষ্ট করা। দ্র., আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২৬৭। -সংকলক।

১১৯২। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমণী হলো পাঁজরের হাড়ের মতো। তুমি এটিকে সোজা করতে গেলে ভেঙে ফেলবে। আর যদি তাকে এমনিই ছেড়ে দাও, তাহলে তার হতে উপকৃত হবে বক্রতা সহকারে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু জর, সামুরা ও আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি এই সনদে حسن صحيح غريب।

এর সনদ আফজাল।

দরসে তিরমিযী

عن[১৮৮৯] ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالضلع ان ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على عوج'

নারীকে পাঁজরের সংগে উপমা দান একটি উচ্চাঙ্গের ভাষা সাহিত্যগত দৃষ্টান্তই বটে। এতে এই হিকমতও আছে যে, হাওয়া আ. আদম আ.-এর বাম পাঁজরের সবচেয়ে ওপরের হাড্ডি দ্বারা তৈরি হয়েছেন, যা সমস্ত পাঁজরের হাড্ডি হতে বেশি ছোট এবং সবচেয়ে বাঁকা হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেলো, রমণীর বক্রতা তার স্বভাবজাত বিষয়ই।

অতএব হাদিসের অর্থ হলো যে, পুরুষদের জন্য স্ত্রীর বক্রতা সম্পূর্ণ শেষ করে দেওয়ার পেছনে না পড়া চাই। কেনোনা, এই ধরনের চেষ্টা সফল হতে পারে না। বরং এতে অমিল সৃষ্টি হয়ে বিচ্ছেদ ও তালাকের পর্যায় পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার আশংকা আছে। অবশ্য মধ্যপন্থায় তার সংশোধনের ফিকির করা যেতে পারে। যাতে তার বক্রতা আরো বৃদ্ধি না পায়। এভাবে সে স্ত্রী হতে উপকৃত হতে পারে।

এ হাদিসে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে। কেনোনা রমণীর মধ্যে কিছু বক্রতা, এটা দূষণীয় নয়। যেমনভাবে পাঁজরের হাড়ের বক্রতা সেটার জন্য দোষের ব্যাপার নয়। সুতরাং পুরুষের জন্য মেয়েদের মধ্যে পুরুষের মতো গুণ অন্বেষণ করা উচিত নয়। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা উভয় জাতিকে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

তারপর এ অনুচ্ছেদের হাদিসে ''استمتعت بها على عوج শব্দ দ্বারা নম্র ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য, মুদাহানাত (দীনি বিষয়ে ঢিলেমি ও নম্রতা) নয়। স্পষ্ট বিষয় যে, মহিলার বক্রতাকে বরদাশত করে মুদাহানাত দ্বারা কার্য উদ্ধারের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদিসের ওপর باب ما جاء في مدارة النساء শিরোনাম দাঁড় করেছেন।[১৮৯০]

[১৮৮৯] সহিহ বোখারি : ২/৭৭৯, باب المداراة مع النساء، كتاب النكاح, সহিহ মুসলিম : ১/৪৭৫, باب الوصية بالنساء، كتاب الرضاع। -সংকলক।

[১৮৯০] এই অনুচ্ছেদের সংগে সংশ্লিষ্ট পূর্ণ ব্যাখ্যা। আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২৫৭-২৬৮, তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১২২-১২৩ হতেই গৃহীত। -সংকলক।

بَابُ[১৮৯১] مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوْهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ

অনুচ্ছেদ–১৩ : পিতা ছেলেকে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৬)

١١٩٣ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ تَحْتِيْ امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِيْ يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِيْ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ! طَلِّقْ اِمْرَأَتَكَ.

১১৯৩। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, আমার অধীনে এক স্ত্রী ছিলো, তাকে আমি ভালোবাসতাম। আমার পিতা তাকে অপছন্দ করতেন। তাই আমার আব্বা আমাকে নির্দেশ দিলেন, যেনো আমি তাকে তালাক দিয়ে দিই। আমি তা করতে আপত্তি করলাম। তারপর এ বিষয়টি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর! তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি আমরা কেবল ইবনে আবু জিবের হাদিস রূপেই জানি।

দরসে তিরমিযী

عن[১৮৯২] ابن عمر رضي الله عنه قال كانت تحتي امرأة احبها وكان ابى يكرهها فأمرني ابي ان اطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر! طلق امرأتك''

এখানে দু'টি বিষয় আছে, ১. মাতা-পিতার ওয়াজিব ও গরওয়াজিব অধিকারের মধ্যে পার্থক্য। যেটি একটি ব্যাপক আলোচনার মর্যাদা রাখে। ২. এ বিষয়টি মাতা-পিতার পক্ষ হতে তালাক কামনা সংক্রান্ত, যা এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

কি কি বিষয়ে মাতা-পিতার আনুগত্য আবশ্যক আর কিসে নয়?

যেমনভাবে অনেক লোক শিথিল পন্থার শিকার হয়ে মাতা-পিতার অধিকার আদায়ে ত্রুটি করে এর বিপদ মাথার ওপর নেয়, এমনভাবে অনেক দীনদার ব্যক্তি চরম পন্থার শিকার হয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাতা-পিতার আনুগত্য করে অন্যান্য হকদার যেমন, স্ত্রী কিংবা সন্তানদের হক নষ্ট করে। যা থেকে এসব নস বাদ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যেগুলোতে তাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার অনেকে কোনো হকদারের হক তো নষ্ট করেন না, কিন্তু গরওয়াজিব অধিকারকে ওয়াজিব মনে করে সেগুলো আদায়ের চেষ্টা করেন। তারপর যেহেতু অনেক সময় তাদের সহ্য হয় না, এজন্য সংকীর্ণমনা হয়ে যান এবং কুধারণা সৃষ্টি হতে শুরু করে যে, কোনো কোনো শরয়ি আহকামে অসহনীয় কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আছে। এর ফলে অন্য আরেকজনের হক, তথা নফসের হক নষ্ট হয়। এসব ত্রুটি হতে বাঁচার জন্য ওয়াজিব অধিকার ও গরওয়াজিব অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। যার জন্য কতগুলো বিষয় জেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

[১৮৯১] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[১৮৯২] সুনানে আবু দাউদ : ২/৬৯৯, كتاب الأدب باب في بر الوالدين, ইবনে মাজাহ : ১৫১, باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته। -সংকলক।

১. যে বিষয়টি শরয়ি মতে ওয়াজিব এবং মাতা-পিতা তা হতে নিষেধ করলে এতে তাদের আনুগত্য বৈধই নয়, ওয়াজিব হওয়া তো দূরের কথা। যেমন, সম্পদের প্রাচুর্য নেই। মা-বাপের সেবা করলে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কষ্ট হবে। অর্থাৎ, তাদের ওয়াজিব হক নষ্ট হবে। তাহলে বিবি-বাচ্চাদের কষ্ট দিয়ে মাতা-পিতার পেছনে খরচ করা অবৈধ। কিংবা যেমন, যদি স্ত্রী স্বামীর মাতা-পিতা হতে ভিন্ন থাকার দাবি করে এবং মা-বাপ তাকে নিজেদের সংগে রাখতে বলে, তাহলে এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর মর্জির খেলাফ মাতা-পিতার সংগে তাকে রাখা অবৈধ। কিংবা যেমন, মাতা-পিতা ফরজ হজ কিংবা ফরজ পরিমাণ ইলম তলব করার উদ্দেশে যেতে না দেয়, তবে তাতেও তাদের আনুগত্য বৈধ হবে না।

২. যেসব বিষয় শরয়ি মতে অবৈধ এবং মাতা-পিতা তা করার নির্দেশ দিলেও তাতে তাদের আনুগত্য অবৈধ। যেমন, তারা কোনো অবৈধ চাকরি করার নির্দেশ দেন। কিংবা জাহেলি কুপ্রথা অবলম্বন করতে বলেন কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো অবৈধ কাজ করতে বলেন, তবে এসব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা অবৈধ।

৩. যেসব বিষয় শরয়িভাবে ওয়াজিব নয়, আবার নিষিদ্ধও নয়, বরং বৈধ। চাই মুস্তাহাবই হোক না কেনো এবং মা-বাপ তা করতে কিংবা না করতে বলেন। এতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

যদি সে জিনিসটি সে ব্যক্তির এতো প্রয়োজন হয় যে, তাছাড়া কষ্ট হবে। যেমন, গরিব লোক, তার নিকট পয়সা নেই এবং গ্রামে কোনো উপার্জনের পদ্ধতি নেই; কিন্তু মা-বাপ যেতে বাধা দিচ্ছে, তবে তখন মা-বাপের আনুগত্য করা আবশ্যক নয়।

আর যদি এ পর্যায়ের প্রয়োজন হয় যে, তাছাড়া কষ্ট হবে, তাহলেও এ কাজ হতে বিরত থাকা আবশ্যক নয়; বরং দেখতে হবে যে, এ কাজ করাতে তার কোনো আশঙ্কা বা ক্ষতি আছে কিনা। তাছাড়া আরো দেখতে হবে যে, এই ব্যক্তির এ কাজে ব্রত হওয়ার ফলে কোনো সেবক কিংবা সামানপত্র না হওয়ার কারণে মা-বাপের কষ্ট বরদাশত করার শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে কিনা?

১. এ কাজে যদি আশঙ্কা থাকে কিংবা তার অনুপস্থিতির ফলে আসবাব-উপকরণ না থাকার কারণে মা-বাপের কষ্ট হয়, তাহলে তাদের বিরোধিতা করা অবৈধ। যেমন, ওয়াজিব নয় এমন যুদ্ধে যাচ্ছে। কিংবা সফর করলে মা-বাপের খোঁজ-খবর রাখার কেউ নেই, সেবকের ব্যবস্থা করারও অবকাশ নেই এবং সে কাজ ও সফর আবশ্যক নয়। এমতাবস্থায় ওয়াজিব হবে মাতা-পিতার আনুগত্য করা।

২. এ দুটি বিষয়ের যদি কোনো একটি বিষয় না হয়, অর্থাৎ, না সে কাজে বা সফরে তার কোনো আশঙ্কা আছে, না মাতা-পিতার কষ্ট-তাকলিফের বাহ্যিক কোনো শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে, তাহলে বিনা প্রয়োজনেও সে কাজ কিংবা সফর মাতা-পিতার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বৈধ। এ সময়েও তাদের আনুগত্য করা মুস্তাহাব।[১৮৯৩]

মা-বাপের দাবি সত্ত্বে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিধান

পেছনে আলোচনার আলোকে এবার এটা বুঝাও সহজ যে, কোনো ব্যক্তির মা-বাপের যদি তার স্ত্রীর কারণে কষ্ট হয় এবং মাতা-পিতা তাকে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য বলে, তাহলে এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির দায়িত্বে

[১৮৯৩] ওপরযুক্ত আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ করে ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে হাকিমুল উম্মত হজরত থানবি রহ.-এর রিসালা তা'দিলু হুকূকিল ওয়ালিদাইন হতে গৃহীত। যেটি বাওয়াদিরুন নাওয়াদিরে (৪৮৩-৪৮৭) শামিল। বেহেশতি গাওহারের দ্বিতীয় পরিশিষ্টরূপে বেহেশতি যেওরের শেষে ছাপা হয়েছে। তাছাড়া ইমদাদুল ফাতাওয়ার চতুর্থ খণ্ডেও আছে। দলিলসমূহের বিস্তারিত বর্ণনাও এসব গ্রন্থরাজিতে বিদ্যমান আছে।

হজরত মাওলানা আশেক এলাহি রহ. স্বীয় রিসালা হুকূকুল ওয়ালিদাইনের শেষে হজরত থানবি রহ.-এর রিসালা সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ করে তৈরি করেছেন। -সংকলক।

তালাক দেওয়া ওয়াজিব।[১৮৯৪] তবে যদি এই স্ত্রীর কারণে মাতা-পিতার বাস্তবে কোনো কষ্ট না হয়, বরং মাতা-পিতা অনর্থক তাকে তালাক দিতে বলছে, তাহলে মাতা-পিতার হুকুমের ওপর আমল করা তার জন্য আবশ্যক নয়। বরং তখন তালাক দেওয়া মহিলার ওপর এক ধরনের জুলুম। তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট মারাত্মক খারাপ জিনিস। এটা শুধু অপারগতার সুরতে বৈধ রাখা হয়েছে।[১৮৯৫] অনর্থক তালাক দেওয়া জুলুম এবং মাকরূহ তাহরীমি। বিয়ে তো প্রণয়ন করা হয়েছে শুধুমাত্র মিলানোর জন্য। বিনা কারণে বিচ্ছেদ কিভাবে বৈধ হতে পারে?

বাকি আছে, হজরত ইবনে উমর রা.-এর ঘটনা। এতে হজরত উমর ফারুক রা. স্বীয় সাহেবজাদাকে তালাক প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুকুমের জোরদার সমর্থন করে বলেন, طلق امرأتك তথা তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। স্পষ্ট বিষয় যে, এর কোনো যৌক্তিক কারণ থাকবে। তা না হলে অনর্থক তালাক দেওয়া অন্যায়। উমর রা.-এর মতো সুমহান সাহাবি কারো প্রতি জুলুম কিভাবে করতে পারেন? আর যদি অসম্ভবকে মেনে নিয়ে তিনি এটা করতেন, তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কিভাবে সহ্য করতেন এবং কিভাবে জুলুমে সাহায্য করতেন? নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ছিলেন যে, উমর রা. যে তালাকের নির্দেশ দিয়েছেন এর কোনো যথার্থ কারণ থাকবে।[১৮৯৬] তখন মাতা-পিতার নির্দেশ পালন করা আবশ্যক। যেমন, পেছনে আলোচনা হয়েছে।

প্রশ্ন : যদি তখন হজরত ইবনে উমর রা.-এর জন্য স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশ পালন করা আবশ্যক হয়, তাহলে তিনি শুরুতে তালাক দিতে অস্বীকার কেনো করলেন? যার ফলে তাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বলতে হলো? এবং তিনি তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন?

জবাব : তাঁরা দৃষ্টি একদিকে স্বীয় পিতার হুকুমের দিকে ছিলো, অন্যদিকে ছিলো তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট মহা অপছন্দনীয় হওয়ার দিকে। যেনো, মাতা-পিতার অবাধ্যতা কিংবা মহা অপছন্দনীয় কাজ- এ দু'টি কাজের মধ্য হতে কোনো একটিকে সহজতর মনে করে তিনি প্রাধান্য দিতে পারছিলেন না। তালাকের যে যথার্থ কারণের দিকে হজরত উমর ফারুক রা.-এর মনোযোগ ছিলো, সেটি স্ত্রীর মহব্বতের কারণে তাঁর দৃষ্টির আড়াল ছিলো। এজন্য তিনি প্রথমতো তালাক হতে বিরত রইলেন। পরবর্তীতে তালাক দিয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে[১৮৯৭]।

[১৮৯৪] আল-মিসকুল জাকি : ১/৩২৯ (পাণ্ডুলিপি)। -সংকলক।

[১৮৯৫] শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. বলেন, তালাক দেওয়া বৈধ। যদিও মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এটি খুবই অপছন্দনীয় কাজ। আবার অনেকে আছেন, যারা বলেন, প্রয়োজন ব্যতীত তালাক দেওয়া অবৈধ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্বাদ গ্রহণকারি তালাকদাতার প্রতি লানত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা তার অবাধ্যতার কারণে তার স্বামী হতে খোলা করেছে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লানত। দ্র., মাবসূত-সারাখসি : ৬/২ أول كتاب الطلاق। -সংকলক।

[১৮৯৬] ওপরযুক্ত তাফসিল হাকিমুল উম্মত হজরত থানবি রহ.-এর রিসালা ইজালাতুল রাইন আন হুকুকিল ওয়ালিদাইন (১৩, ১৯) হতে গৃহীত। যেটি আদাবে জিন্দেগি ও ইসলাহি নিসাবের অংশ। -সংকলক।

[১৮৯৭] ওপরযুক্ত জবাব আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২৬৮ হতে গৃহীত। একটি জবাব এটি বুঝে আসে যে, যেহেতু তালাকের বিশুদ্ধ কারণ, তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ছিলো, সেহেতু বিনা কারণে তার মতে এমনিও তালাক প্রদান সঠিক ছিলো না। অথচ তাঁর স্ত্রীর সংগে আন্তরিক সম্পর্ক বেশি ছিলো। এজন্য প্রথমদিকে তিনি তালাক দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তারপর পরবর্তীতে যখন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান দ্বারা স্বীয় পিতার হুকুম মজবুত হয়ে গেলো, তখন তাঁর হুকুম তামিলার্থে তালাক দিয়ে দেন। والله أعلم। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

অনুচ্ছেদ-১৪ প্রসংগ : কোনো নারী যেনো সতীনের তালাক না চায় (মতন পৃ. ২২৬)

١١٩٤ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيءَ مَا فِيْ إِنَائِهَا.

১১৯৪। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কোনো মহিলা তার সতীন বোনের তালাক চাইবে না, তার পাত্রে যা কিছু আছে তা ফেলে দেওয়ার উদ্দেশে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী বলেছেন, হজরত উম্মে সালামা রা. হতে এ **অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।**

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.-এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ[১৮৯৮] مَا جَاءَ فِيْ طَلَاقِ الْمَعْتُوْهِ

অনুচ্ছেদ-১৫ : পাগলের তালাক প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৬)

١١٩٥ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ.

১১৯৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সব তালাকই বৈধ (পতিত হয়)। শুধুমাত্র মা'তূহ তথা পাগলের তালাক ব্যতীত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি মারফূ' আকারে আতা ইবনে আজলান সূত্রেই জানি। আতা ইবনে আজলান জয়িফ। তিনি হাদিস ভুলে যান। সাহাবা প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, মা'তূহ তথা পাগলের তালাক অবৈধ। তবে যদি এমন পাগল হয় যে, কখনো হুঁশ ফিরে আসে, তখন যদি সে হুঁশ অবস্থায় তালাক দেয়, সেটি ভিন্ন।

দরসে তিরমিযী

عن[১৮৯৯] ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله

[১৮৯৮] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

[১৮৯৯] শায়খ মুহাম্মদ আবদুল বাকির উক্তি অনুযায়ি এ হাদিসটি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। আল-জামিউস সহিহ : ৩/৪৯৬। -সংকলক।

كل طلاق তে সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিত। তা না হলে যদি সীমাবদ্ধতা যৌক্তিক মেনে নেওয়া হয়, তাহলে শিশুর তালাকও পতিত হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ ব্যাপারটি তা নয়। এজন্য এখানে সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিক সাব্যস্ত করা হবে। যেনো, জ্ঞানবান লোকের দিকে লক্ষ্য করে সীমাবদ্ধতা আছে।[১৯০০]

হজরত গাঙ্গুহি রহ. বলেন, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে معتوه দ্বারা উদ্দেশ্য পাগল। مجنون এর প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ,

''الذي ليس برشيد[১৯০১] وليس له كثير تجربة وخبرة وبصيرة في الامور

(যাকে প্রভূত অভিজ্ঞতাহীন, অন্তর্দৃষ্টিহীন এবং অবুঝ লোক দ্বারা ব্যক্ত করা যায়।)

কারণ, তার তালাক পতিত হয়। আইনি[১৯০২] রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ি পাগল এবং অনভিজ্ঞ-অবুঝ লোকের তালাক পতিত না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা আছে। তারপর তালাক পতিত না হওয়ার হুকুম ঘুমন্ত এবং বেহুঁশ ব্যক্তি ইত্যাদিকেও শামিল করে।

এখন ধারণা হতে পারে যে, ওপরযুক্ত মাজুর ও নেশাগ্রস্ত বেহুঁশের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।[১৯০৩] যেমনভাবে তাদের তালাক পতিত হয় না, এমনভাবে নেশাগ্রস্ত বেহুঁশেরও তালাক পতিত না হওয়া উচিত। অথচ হানাফিদের মাজহাব অনুযায়ি তার তালাক পড়ে যায়[১৯০৪]।

জবাব : পাগল ও অনভিজ্ঞ-অবুঝ লোকের জ্ঞান পরাভূত ও জয়িফ হওয়ার কারণ কুদরতি ও অনৈচ্ছিক। এমনভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম যদিও বাহ্যত ঐচ্ছিক বুঝা যায়, কিন্তু বাস্তবতা হলো এটাও অনৈচ্ছিক। চিন্তা-ফিকির করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অথচ নেশাগ্রস্ত বেহুঁশ ব্যক্তির বিবেক পরাভূত হওয়ার কারণ তার স্বউপার্জিত। তাছাড়া এটা গুনাহের কাজ। সুতরাং তার তালাক পতিত হবে।

[১৯০০] এ ব্যাখ্যা আল-মিসকুল জাকি : ১/৩৩০ পাণ্ডুলিপি হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৯০১] প্রকাশ থাকে যে, আধা পাগল ব্যক্তি ফিকহের পরিভাষায় এমন লোককে বলে যার বুঝ কম। কথাবার্তায় গড়বড় হয়। কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে করতে পারে না। লোকটি পাগলের মতো। এর কারণ, জন্মের সময় হতে তার বিবেকের মধ্যে কোনো আপদে কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে।-কাওয়াইদুল ফিকহ : ৪৯৪।

মা'তূহ এবং পাগলের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, মা'তূহ তথা আধা পাগল মারপিট ও গালাগালি করে না। তবে পাগল হতে এমন আচরণ হয়। -আল-বাহরুর রায়েক : ৩/২৪৯।

মা'তূহ এবং পাগলের তালাক পতিত হয় না। বাদায়িউস সানয়ি' : ৩/৯৯-১০০, كتاب الطلاق।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে মা'তূত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যার ব্রেনে সমস্যা আছে। এর মধ্যে মা'তূহ এবং পাগল উভয়ই এসে যায়। এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হজরত গাঙ্গুহি রহ. মা'তূহের যে প্রসিদ্ধ অর্থ বর্ণনা করেছেন, এটি তৃতীয় একটি অর্থ। যেটি মাজনুন (পাগল) এবং মা'তূহের পারিভাষিক অর্থের পরিপন্থি। باب الطلاق في الاغلاق। -সংকলক।

[১৯০২] উমদাতুল কারি : ২০/২৫১, باب الطلاق في الاغلاق والكره। -সংকলক।

[১৯০৩] কারণ, তাদের কারো মধ্যেই তখন হুঁশ-জ্ঞান ও অনুভব শক্তি থাকে না। -সংকলক।

[১৯০৪] **মাতালের তালাক**

মাতালের তালাক পড়বে কিনা, এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। হজরত সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব, হাসান বসরি, ইবরাহিম নাখয়ি, জুহরি, শা'বি, ইমাম আওজায়ি, সুফিয়ান সাওরি, আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রহ. মাতালের তালাক পতিত হওয়ার প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর আসাহ উক্তিও অনুরূপ। তাছাড়া ইমাম আহমদ রহ.এরও জয়িফ বর্ণনা এটিই।

বস্তুত আবুশ শা'ছা, তাউস, ইকরামা, কাসেম, উমর ইবনে আবদুল আজিজ, রবি'আ, লাইস, ইমাম ইসহাক এবং মুজানি রহ. মাতালের তালাক না পড়ার প্রবক্তা। ইমাম আহমদ রহ.-এর প্রধান এবং ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর জয়িফ বর্ণনাও অনুরূপ। হানাফিদের মধ্য হতে ইমাম তাহাবি রহ.-ও এ মতই অবলম্বন করেছেন। দ্র., ফতহুল বারি : ৯/৩৯১, باب الطلاق في الاغلاق। -সংকলক।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসাফির যদিও গোনাহ তথা, চুরি ইত্যাদির জন্য সফর করছে, তারপরেও সে সফরের অবকাশের সুযোগ পায়, সে কসর করে। এর দাবি হলো নেশাগ্রস্ত বেহুঁশ ব্যক্তিরও তালাক পতিত না হওয়ার অবকাশ লাভ হওয়া। যেমনভাবে গোনাহের সফরে গোনাহ ব্যক্তির অবকাশ শেষ করে দেয় না, এমনভাবে নেশাগ্রস্ততার গোনাহের ফলে তার আকল-বিবেক পরাস্ত হওয়ার ওজরও খতম না হওয়া উচিত।

জবাব : সফরের অবকাশ নির্ভরশীল সফরের ওপর। আর এটি গোনাহের অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে। ফলে সফরের অবকাশ লাভ হয়। আর গোনাহের অভিযোগ সেটি ভিন্ন আরেকটি বিষয়। যা তার ওপর অবশিষ্ট থেকে যায়। অথচ এখানে তালাক নির্ভরশীল হলো, তালাকের শব্দাবলির ওপর। মূলত এখানে তালাকের শব্দাবলি বিদ্যমান আছে। সুতরাং তালাক হয়ে যাবে।[১৯০৫] কাজেই, বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিন।[১৯০৬]

بِلَاتَرْجَمَةٍ[১৯০৭] بَابٌ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ ৩-১৬ (মতন পৃ. ২২৬)

١١٩٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَاللهِ ! لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِيْنِيْ مِنِّي وَلَا آوِيْكِ أَبَدًا قَالَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ وَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ}

১১৯৬। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, মানুষের অবস্থা এমন ছিলো যে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে যতো ইচ্ছা ততো তালাক দিতো। সে তাকে যখন ইদ্দতের ভেতর ফিরিয়ে আনতো তখন সে তার স্ত্রী হিসেবে থাকতো। তাকে সে শতবার বা ততোধিক তালাক দিকনা কেনো। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে এমন তালাক দেবো না, যার দ্বারা আমার হতে তোমার বিচ্ছেদ ঘটে। আবার তোমাকে আমি কখনও আশ্রয়ও দেবো না। সে মহিলা বললো, এটা কিভাবে? সে বললো, আমি তোমাকে তালাক দেবো। যখনই তোমার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হবে, তখন তোমাকে ফিরিয়ে আনবো। ফলে সে মহিলা হজরত আয়েশা রা. এর নিকট প্রবেশ করে এ সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। হজরত আয়েশা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন পর্যন্ত নীরব থাকলেন। তিনি এলে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোরআনের নিম্নেযুক্ত আয়াত নাজিল হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করলেন। আয়াতটি হলো– الصلاق مرتان فلأمساك بمعروف او تسريح باحسان তথা তালাক দু'বার। এরপর হয় তাকে নিয়ম মাফিক রেখে দেবে কিংবা নিয়ম অনুযায়ি সৌজন্যমূলকভাবে ছেড়ে দিবে।

[১৯০৫] তবে এ জবাবের পর এই জটিলতা হতে যায় যে, যদি তালাক শুধু শব্দের ওপর নির্ভরশীল হতো, তবে তো তালাকের শব্দ ঘুমন্ত ও পাগলের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়?

অবশ্য এই জবাব দেওয়া যায় যে, তালাকের নির্ভরতা তালাকের শব্দাবলির ওপর, তবে শর্ত হলো, তার বিবেক যেনো পরাস্ত না হয়। যদিও মাতাল ব্যক্তির বিবেক পরাস্ত, কিন্তু যেহেতু তার আকল পরাস্ত হয়েছে নিজের ইচ্ছা ও অর্জনের ফলে, এজন্য তার হুকুম অপরাজিত বা অপরাস্ত বিবেকবান ব্যক্তির মতো। সুতরাং তার তালাক পতিত হবে। -সংকলক।

[১৯০৬] এ অনুচ্ছেদের সংগে সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ ব্যাখ্যা আল-কাওকাবুদ দুররি (২/২৬৯-২৭০) হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৯০৭] অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত। -সংকলক।

দরসে তিরমিযী

হজরত আয়েশা রা. বললেন, তারপর শুরু হতে লোকজন পরবর্তীকালের জন্য তালাকের হিসাব রাখতে শুরু করলো। যে তালাক দিয়েছে সে-ও তালাক যে দেয়নি সে-ও।

حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء. حدثنا عبد الله بن ادريس، عن هشام بن عروة، عن ابيه، نحو هذا الحديث بمعناه. ولم يذكر فيه (عن عائشة رضي الله عنها)

আবু কুরায়ব....ওরওয়া সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি 'আয়েশা রা. হতে' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ টি ইয়ালা ইবনে শাবিবের হাদিস চাইতে আসাহ।

দরসে তিরমিযী

عن[১১০৮] عائشة رضي الله عنها قالت كان[১১০৯] الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة وان طلقها مائة مرة او اكثر ... حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان' ''قالت عائشة فاستانف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق''

অর্থাৎ, জাহেলিয়াতের আমলে মানুষের সাধারণ নিয়ম ছিলো মহিলাদের তালাক দেওয়ার এবং তাদের ইদ্দতের ভেতরে তাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনার স্বাধীনতা থাকতো। রুজু করলে মহিলা সে লোকের স্ত্রী গণ্য হতো। চাই যতোবারই তালাক দিক না কেনো এবং যতোবারই তাকে ফিরিয়ে আনুক না কেনো।

তারপর যখন কোরআনের আয়াত الاية ''الطلاق مرتان'' নাজিল হলো, তখন এটি দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে আনা গ্রহণযোগ্য এবং তৃতীয় তালাকের সময় নিশ্চিতরূপে চূড়ান্ত পর্যায়ে হারাম হওয়ার নির্দেশ।

আয়েশা রা.-এর ওপরযুক্ত বাক্যের অর্থ হচ্ছে, কোরআনের আয়াত নাজিল হওয়ার পর লোকজন তিন ধর্তব্যে আনতে শুরু করেছে এবং তিন সংখ্যা পূর্ণ হলে চূড়ান্ত পর্যায়ের হারামের হুকুম লাগাতে শুরু করে। অবশ্য আয়াত নাজিল হওয়ার আগে প্রদত্ত এ ধরনের তালাকগুলো অস্তিত্বহীনের মতো মনে করা হয়। যেগুলোর পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো।

জাহেলি যুগের কাজকর্ম নিষ্ফল

এ থেকে বুঝা গেলো যে, জাহেলি আমলে কাজকর্মগুলো নিষ্ফল। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটা প্রমাণিত নয়, তিনি নওমুসলিমকে এটা জিজ্ঞেস করেছেন যে, সে সম্পদ কোথা হতে অর্জন করেছে। অথচ তাদের নিকট জুয়া, সুদ ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিলো। এতে বুঝা গেলো, যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে এবং সে ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে থাকে, তবে এমন সম্পদ তার

[১১০৮] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুযায়ি তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি। আল-জামিউস সহিহ-তিরমিযী : ৩/৪৯৭। -সংকলক।

[১১০৯] كان الناس এর খবর উহ্য। অর্থাৎ, الرجل يطلق امرأته , জুমলায়ে হালিয়া। আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২৭০। -সংকলক।

জন্য বৈধ হবে এবং তাকে এ সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার কিংবা সদকা করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না। তবে শর্ত হলো সে সম্পদ তাদের সাবেক ধর্মের ভিত্তিতেও হালাল হতে হবে[১৯১০]।

بَابُ[১৯১১] مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

অনুচ্ছেদ-১৭ : স্বামীহারা গর্ভবতী মহিলা সন্তান প্রসব প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৬)

١١٩٧ - عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَّ عِشْرِيْنَ أَوْ خَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا.

১১৯৭। **অর্থ :** আবুস সানাবিল ইবনে বা'কাক বলেন, সুবাই'আ রা. তার স্বামীর ইনতেকালের তেইশ দিন কিংবা পঁচিশ দিন পর সন্তান প্রসব করেছেন। তারপর যখন নিফাস হতে পবিত্র হলেন, তখন প্রস্তুত হলেন বিয়ের (বিয়ের প্রস্তাবের) উদ্দেশে। ফলে তার ওপর এ ব্যাপারে প্রশ্ন উথাপিত হলো। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ বিষয়টি আলোচনা করা হলে, তিনি বললেন, যদি সে তা করে থাকে, তবে সমস্যা কি? তার ইদ্দত তো শেষ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আহমদ ইবনে মানি'-হাসান ইবনে মুসা-শায়বান-মানসুর সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত উম্মে সালাম রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, আবুস সানাবিলের হাদিসটি এ সূত্রে প্রসিদ্ধ। আবুস সানাবিল সূত্রে আসওয়াদের এছাড়া আর কিছুই আমরা জানি না। আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, আমি জানি না যে, আবুস সানাবিল নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর জীবিত ছিলেন।

হজরত সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার স্বামী মারা গেলে সে যখন সন্তান প্রসব করে, তখন তার জন্য অন্যের নিকট বিয়ে বসা হালাল হয়ে যায়। যদিও তার ইদ্দত পূর্ণ নাই হোক না কেনো। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটি। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, দুটি মেয়াদের মধ্যে যেটি পরবর্তী ওই পর্যন্ত সে ইদ্দত পালন করবে। তবে প্রথম উক্তিটি আসাহ।

١١٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَذَاكَرُوْا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِيْنَ تَضَعُ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِيْ يَعْنِيْ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلُوْا إِلٰى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَتْ قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

[১৯১০] ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২৭০ হতে গৃহীত। -সংকলক।

[১৯১১] এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক প্রদত্ত।

১১৯৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান রা. আলোচনা করলেন, যে মহিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং তার স্বামী মারা গেছে, তারপর সন্তান প্রসব করেছে, তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, সে ইদ্দত পালন করবে দুটি মেয়াদের শেষ মুদ্দত পর্যন্ত। হজরত আবু সালামা রা. বললেন, বরং সন্তান প্রসবের সময়ই তার বিয়ে হালাল হয়ে যাবে। আবু হুরায়রা রা. বললেন, আমার ভাতিজা অর্থাৎ, আবু সালামা রা.-এর সংগে আমি আছি। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্ধাঙ্গিনী হজরত উম্মে সালামা রা.-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, সুবাই'আ আসলামিয়া রা. তাঁর স্বামীর ইনতেকালের সামান্য পরই সন্তান জন্মদান করেছেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তাঁকে তখন বিয়ে করার নির্দেশ দেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

عن[১৯১২] الاسود عن ابي السنابل بن بعلك قال : وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما او خمسة وعشرين يوما فلما تعلت[১৯১৩] تشوفت[১৯১৪] للنكاح فأنكر عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل أجلها

যার স্বামী ইনতেকাল হয়েছে, তার ইদ্দতের বর্ণনা এসেছে নিম্নেযুক্ত আয়াতে,

والذين[১৯১৫] يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الاية

'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজের স্ত্রীদের ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হবে নিজেদেরকে চারমাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।'

গর্ভবতীর ইদ্দতের বর্ণনা এসেছে এই আয়াতে[১৯১৬]– واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

'গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।'

এ দু'টি আয়াতের আলোকে যার স্বামী মারা গছে এবং সে অন্তঃসত্ত্বাও নয়, এমন মহিলার ইদ্দত সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ, চারমাস দশদিন।[১৯১৭] যে মহিলার স্বামী ইনতেকাল করেছে এবং সে অন্তঃসত্ত্বা তার ইদ্দতও সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ, সন্তান প্রসব। অবশ্য একটি সুরতে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ, যে স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে

[১৯১২] নাসায়ি : ২/১১৩, باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها, ইবনে মাজাহ : ১৪৬, باب للحامل المتوفى عنها زوجها। -সংকলক।

[১৯১৩] অর্থাৎ, তা (নিফাস) দূরীভূত আছে এবং সে মহিলা পবিত্র হয়েছে। -সংকলক।

[১৯১৪] অর্থাৎ, সে মহিলা তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। -সংকলক।

[১৯১৫] সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৪, পারা-২। -সংকলক।

[১৯১৬] সূরা তালাক : আয়াত-৪, পারা-২৮। -সংকলক।

[১৯১৭] তবে শর্ত হলো, ইদ্দত চাঁদের প্রথম তারিখ হতে যেনো শুরু হয়। তা না হলে যদি ইদ্দত ইসলামি মাসের মধ্যখান হতে শুরু হয়, তাহলে ইদ্দতের সময় ১৩০ দিন হবে। যেনো, প্রথম সুরতে মাস ধর্তব্য। চাই মাস ২৯ দিনের হোক, কিংবা ৩০ দিনের। আর দ্বিতীয় সুরতে প্রতিটি মাস ৩০ দিনে নির্ধারিত। দ্র., বাদায়িউস সানায়ে' : ৩/১৯৫ فصل ولما بيان مقادير العدة الخ। -সংকলক।

এবং সে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। প্রথম আয়াতের দাবি হলো এই মহিলার ইদ্দত চারমাস দশদিন হওয়া। অথচ দ্বিতীয় আয়াতের দাবি হলো তার ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত হওয়া।

যে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য ছিলো। হজরত আলি রা.-এর মাজহাব হলো, সন্তান প্রসব এবং চারমাস দশদিন উভয়টি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। এটা অধিক সতর্কতামূলকও। এ মাজহাবটিকে এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে, এমন মহিলার ইদ্দত ওপরযুক্ত দুটি সময়ের মধ্য হতে সবচেয়ে দূরবর্তীটি। শুরুতে হজরত ইবনে মাসউদ রা.-এর মাজহাবও এটিই ছিলো। তখন ওপরযুক্ত বিরোধকে যেনো নিরসন করে দেওয়া হয়েছে সামঞ্জস্য বিধানের পন্তায়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবি এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মতে, এমন মহিলার ইদ্দত সুনির্দিষ্টরূপে সন্তান প্রসব। এ অনুচ্ছেদের ওপরযুক্ত হাদিস দ্বারা অধিকাংশের মাজহাবের সমর্থন হয়। এই বর্ণনাটির ওপর যদিও সনদগত বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন আছে, তা সত্ত্বেও এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারাও অধিকাংশের মাজহাব সমর্থন হয়। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন,

''ان ابا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وابا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنها تذاكروا ''المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس رضــ تعتد آخر الاجلين وقال ابو سلمة رضــ بل تحل حين تضع وقال ابو هريرة رضــ انا مع اني اخي يعني ابا سلمة رضــ، فأرسلوا الى ام سلمة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تتزوج''

তিরমিযী রহ. এই বর্ণনাটিকে حسن صحيح সাব্যস্ত করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা শোনার পরে অধিকাংশের মাজহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

বাস্তবতাও এটাই যে, দ্বিতীয় আয়াতটি অর্থাৎ, واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن প্রথম আয়াত তথা الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الاية এর জন্য পারস্পরিক বিরোধের সময় রহিতকারি। অথচ উভয় সুরতে কোনো বিরোধই নেই। যেমন, পেছনে গেছে। যারা দু'টি সময়ের মধ্যে দূরতম এর উক্তি অবলম্বন করেছেন, প্রথমতো একটি ব্যাখ্যা এও ছিলো যে, তাঁদের নিকট সুবাই'আ আসলামিয়া রা.-এর বর্ণনাটি পৌঁছেনি এবং দু'টি সময়ের মধ্য হতে দূরতমটি এখতিয়ার করাতে সতর্কতা ছিলো। দ্বিতীয়তো এর এই কারণ ছিলো যে, তাদের এ কথা জানা ছিলো না যে, কোনো আয়াতটি আগে নাজিল হয়ে রহিত হয়ে গেছে। আর কোনোটি পরবর্তীতে এসে অপরটির জন্য রহিতকারি হয়েছে। অথচ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى (سورة الطلاق) نزلت بعد التي في البقرة

"কেউ ইচ্ছা করলে আমি তার সংগে মুবাহালা করবো যে, ছোট সূরা নিসা তথা সূরা তালাক সূরা বাকারার আয়াতের পরে নাজিল হয়েছে।"

তাছাড়া হজরত উমর রা. বলেন, لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها ويحل لها ان تتزوج 'যদি স্বামী খাটিয়ার ওপর থাকা অবস্থায় স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তবুও তার ইদ্দত খতম হয়ে যাবে এবং তার জন্য অন্যত্র বিয়ে বসা বৈধ হয়ে যাবে'।[১৯১৮]

[১৯১৮] ওপরযুক্ত ব্যাখ্যার জন্য নিম্নেযুক্ত কিতাবাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, ফতহুল কাদির : ৪/১৪২ باب العدة, আল-বাহরুর রায়েক : ৪/১৩৩-১৩৪ باب العدة, আল-কাওকাবুদ দুররি : ২/২৭০-২৭২। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِدَّةِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ-১৮ : যে নারীর স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দত প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৬)

١١٩٩ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْ صُفْرَةِ خَلُوْقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ : وَاللهِ ! مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

আনসারি জায়নাব বিনতে আবু সালামা রা. হুমাইদ ইবনে নাফে'কে এ তিনটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

১১৯৯। **অর্থ :** জায়নাব বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্ধাঙ্গিনী উম্মে হাবিবা রা.-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ওফাত লাভ করেছিলেন। তখন তিনি এক ধরনের সুগন্ধি আনালেন, তাতে হলুদ রং ছিলো খালুকের। খালুক হলো আরবের এক প্রকার সুগন্ধি, যেটি জাফরান ইত্যাদি দ্বারা কিংবা হলুদ এক প্রকার জিনিস দ্বারা আরো কিছু জিনিস মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়। এই সুগন্ধি এক যুবতীকে তিনি লাগালেন। তারপর তিনি তার নিজের গণ্ডদ্বয়েও লাগালেন, তারপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি লাগানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো মহিলার জন্য বৈধ হবে কোনো মৃতের ওপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা, যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাস করে। তবে স্বামীর ওপর শোক পালন করবে চার মাস দশদিন পর্যন্ত।

١٢٠٠ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ ! مَالِيْ فِي الطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

১২০০। **অর্থ :** জায়নাব বলেছেন, তারপর আমি জায়নাব বিনতে জাহাশ রা.-এর নিকট প্রবেশ করলাম, যখন তাঁর ভাইয়ের ওফাত হলো। তিনি খুশবু আনালেন এবং তা স্পর্শ করলেন । তারপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমার কোনো খুশবুর প্রয়োজন নেই। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও পরকাল দিবসে যে মহিলা বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য কোনো মৃতের ওপর তিন রাতের বেশি শোক পালন করা অবৈধ। তবে শুধু স্বামীর বেলায় ভিন্ন। চারমাস দশদিন তার শোক পালন।

١٢٠١ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّيْ أُمَّ سَلَمَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَنَكْحَلُهَا ؟ فَقَالَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ.

১২০১। **অর্থ :** হজরত জায়নাব বলেন, আমার আম্মা উম্মে সালামা রা.কে আমি বলতে শুনেছি, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মৃত্যু বরণ করেছে। তার চোখে অসুখ হয়েছে, আমরা কি তাকে সুরমা দিতে পারবো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার কিংবা তিনবার বললেন, না। প্রত্যেকবারই তিনি বলছিলেন, না। তারপর তিনি বললেন, তার শোক পালনের সময় চারমাস দশদিন। অথচ তোমাদের একজন মহিলা জাহেলি আমলে এক বছরের শেষে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু সায়িদ খুদরি রা.-এর বোন ফুরাই'আ বিনতে মালেক ইবনে সিনান ও হাফসা বিনতে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, জায়নাবের হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, যে মহিলার স্বামী মারা গেছে, সে তার ইদ্দতের মধ্যে সুগন্ধি ও সাজসজ্জা হতে বিরত থাকবে। সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটিই।

দরসে তিরমিযী

قالت[১৯১৯] زينب دخلت على ام حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق[১৯২০] او غيره فدهنت به جارية، ثم مست بعار ضيها[১৯২১] ثم قالت : والله ما لى بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان[১৯২২] تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج، اربعة اشهر وعشرا

এই বর্ণনায় مست بعارضيها শব্দ দারা বুঝা গেলো যে, যদি সুগন্ধি কিংবা সাজ-সজ্জার উদ্দেশে কোনো কিছু গালে লাগায়, তবে সেটা বৈধ। মহিলাদের সাজ-সজ্জা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধিবিধান ফিকহি গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায় না। তবে কোরআন ও সুন্নতের সামগ্রিক দলিলসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, কয়েকটি শর্ত সহকারে সব ধরনের সাজ-সজ্জা করা মহিলার জন্য বৈধ।

[১৯১৯] সহিহ বোখারি : ১/১৭০, كتاب الجنائز، باب احداد المرأة على غير زوجها , সহিহ মুসলিম : ১/৪৮৬, باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك ألا ثلاثة أيام। -সংকলক।

[১৯২০] এটি একটি প্রসিদ্ধ সুগন্ধি। এটি জাফরান ইত্যাদি সুগন্ধি দ্বারা মিশ্রিত আকারে তৈরি করা হয়। লাল ও হলুদ এর ওপর প্রবল থাকে। -নিহায়া : ২/৭১। -সংকলক।

[১৯২১] আল্লামা সানুসি রহ. বলেন, আরিজা বলা হয়, থুতনির ওপর হতে কানের নিচ পর্যন্ত চেহারার অংশকে। উব্বি রহ. বলেছেন, আওয়ারিজ হলো, দাঁতসমূহ। এটিকে এখানে গণ্ডদ্বয়ের ক্ষেত্রে রূপকার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। কেনোনা, গণ্ডদ্বয় দাঁতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এটি সংশ্লিষ্ট রূপক কিংবা কারণের ফলে কোনো একটি জিনিসের নামকরণের শামিল। -আন নিহায়া : ১/৩৫২। -সংকলক।

[১৯২২] أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محد وحدت تحد وتحد فهي حاد তখন বলা হয়, যখন স্বামীর জন্য মহিলা উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হয় এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পোশাক পরিধান করে, সাজ-সজ্জা বর্জন করে। -আন নিহায়া : ১/৩৫২। -সংকলক।

১. গাইরে মাহরামের[১৯২৩] জন্য না হতে হবে। ২. আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন না হতে হবে।[১৯২৪]

অর্থাৎ, এমন সাজ-সজ্জা হতে পারবে না যেটি আসল রূপ পরিবর্তন করে দেয়। ৩. কাফেরদের সংগে সাদৃশ্য[১৯২৫] না হতে হবে।

শোক পালন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল[১৯২৬]

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বুঝা গেলো যে, স্বামী ব্যতীত কারো জন্য তিনদিনের অধিক শোক পালন করা অবৈধ। স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর চারমাস দশদিন শোক পালন করবে। এটা ওয়াজিব।

তারপর এই শোক সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি রহ.-এর মতে, যে মহিলার স্বামী মারা গেছে এবং সে ইদ্দত পালন করছে এমন সব মহিলার ওপরই এ শোক পালন করা আবশ্যক। চাই মহিলা ছোট হোক বা বয়স্ক, মুসলমান হোক কিংবা আহলে কিতাব।

আবু হানিফা রহ.-এর মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও কিতাবি মহিলার ওপর শোক পালন করা আবশ্যক নয়। আবু সাওর ও অনেক মালেকিরও এটাই মাজহাব।[১৯২৭]

এ অনুচ্ছেদের হাদিস আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবের দলিল। তাতে لا يحل لامرأة تؤمن بالله বাক্যে ঈমানদার বালেগা নারীকে সম্বোধন করা হয়েছে। যার সারকথা হলো, শোক পালন করা (বালেগা) মহিলার ওপর আবশ্যক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার ওপর না। ঈমানদার মহিলার ওপর আবশ্যক, কাফের মহিলার ওপর নয়।[১৯২৮]

[১৯২৩] স্পষ্ট বিষয় যে, না মাহরামের সামনে যাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং না মাহরামের জন্য সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হবে না কেন? তাছাড়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে, কোনো মহিলা যখন আতর তথা সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন সে এমন এমন অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী। -সুনানে তিরমিযী : ২/১১০, باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة الخ। -সংকলক।

[১৯২৪] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন সেসব রমণীর ওপর, যারা অপরের দেহে উলকি করে এবং যারা নিজের দেহে উলকি করায়। যারা চেহারার পশম উড়ানোর হুকুম দেয়। যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে। -সংকলক।

[১৯২৫] নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে, যে আমাদের ব্যতীত অন্যদের (বিধর্মীদের) সংগে সামঞ্জস্য অবলম্বন করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদিদের সংগে সামঞ্জস্য অবলম্বন করো না, না খ্রিস্টানদের সংগে। -তিরমিযী : ২/১১১, باب ما جاء في كراهية اشارة اليد في السلام। -সংকলক।

[১৯২৬] এখান হতে নিয়ে قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول الخ পর্যন্ত ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক লিখিত। -রশিদ আশরাফ।

[১৯২৭] দ্র., শরহে নববি : ১/৮৪৬। তাছাড়া আবু হানিফা রহ.-এর মতে বিবাহিতা বাঁদির ওপরও শোক করা ওয়াজিব নয়। অথচ অধিকাংশের মতে ওয়াজিব। সূত্র ঐ। -সংকলক।

[১৯২৮] উস্তাদে মুহতারাম তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিমে (১/২২৫) বলেন, হাফেজ রহ.-এর ফতহুল বারিতে (৯/৪৮৬, باب تحد المتوفى عنها الخ। -সংকলক।) বলেছেন, হানাফিদের এ দলিল মাফহুম (বিপরীত অর্থ) দ্বারা করা হয়েছে। তবে এটি বিশুদ্ধ নয়। কেনোনা, হানাফিদের মতে মাফহুমে মুকালিফ তথা বিপরীত অর্থ প্রামাণ্য নয়। আমাদের দলিলের সারমর্ম হলো, এ হাদিসটি দুটি অংশে বিভক্ত। ১. স্বামী ব্যতীত অন্যদের ব্যাপারে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হারাম। ২. স্বামীর জন্য শোক পালন করা ওয়াজিব। এ দুটি বিষয়ে অর্থাৎ, হারাম এবং ওয়াজিব উভয় ক্ষেত্রে সম্বোধন করা হয়েছে শুধু ঈমানদার মহিলাকে। নাবালিকা ও জিম্মি মহিলাকে সম্বোধন করা হতে হাদিসে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং তারা তাদের দু'জনের বিষয়ে মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সেটি হলো হারাম না হওয়া, ওয়াজিব না হওয়া। কেনোনা, প্রতিটি জিনিসের মূলনীতি হলো, বৈধ হওয়া। বিশেষত গাইরে মুকাল্লাফের জন্য। হানাফিগণ নাবালিকা এবং জিম্মি মহিলাকে শোকের আহকাম হতে ব্যতিক্রমভুক্ত এজন্য

অবশ্য এ অনুচ্ছেদের হাদিস لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا দ্বারা দলিল পেশ করা হয়েছে, যে শোক পালন করা আবশ্যক হওয়ার ওপর এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এই হাদিসে ইসতিসনা তথা ব্যতিক্রমভুক্তি হয়েছে অবৈধতা হতে। যেটি শুধু বৈধতা দলিল করে। সুতরাং এর দ্বারা শোক পালন আবশ্যক হওয়ার ওপর কিভাবে প্রমাণ পেশ করা যায়?

তাকমিলায়ে ফাতহিল মুলহিমে হজরত উসতাদে মুহতারাম দা. বা.[১৯২৯] বলেন, ব্যাখ্যাতাগণ এই প্রশ্নের যেসব জবাব দিয়েছেন এগুলোর ওপর মন প্রশান্ত হয় না। আমার মতে এর উত্তম জবাব হলো, এখানে ইসতিসনা বা ব্যতিক্রমভুক্তি বৈধ দলিল করার জন্য। বস্তুত বৈধতার দু'টি অর্থ আছে। ১. হারাম না হওয়া, এটি একটি ব্যাপক অর্থ যেটি ওয়াজিবকেও শামিল করে। ২. হারাম না হওয়া এবং ওয়াজিব না হওয়া যেটি একটি বিশেষ অর্থ। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে উভয় অর্থ সম্ভব। তবে আমাদের মতে এখানে প্রথম অর্থ তথা যেটি ওয়াজিবকেও শামিল করে, এটি বিভিন্ন দলিলসমূহের আলোকে প্রধান।

১. ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ রহ. সূত্রে মুসলিম শরিফে[১৯৩০] হজরত হাফসা রা.-এর বর্ণনায় স্বামীর ব্যতিক্রমভুক্তির পর শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত বর্ণিত হয়েছে, تحد عليه اربعة اشهر وعشرا তথা সে স্বামীর ওপর চারমাস দশদিন শোক পালন করবে। এ বাক্যটি যদিও খবরিয়া। তবে খবরও ইনশার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে ওয়াজিব বুঝায়।

২. হজরত হাফসা রা.-এর বর্ণনা উম্মে আতিয়্যা সূত্রে মুসলিমে[১৯৩১] বর্ণিত হয়েছে,

''قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط واظفار''

'তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হতো কোনো মৃতের ওপর তিনদিনের বেশি শোক করতে, তবে স্বামীর ওপর চারমাস দশদিনের শোক ব্যতিক্রম এবং আরো নিষেধ করা হয়েছে– সুরমা লাগাতে, সুগন্ধি ব্যবহার করতে, রঙিন কাপড় পড়তে এবং মহিলার জন্য তার পবিত্রতার সময়ে যখন সে মাসিক হতে (পবিত্র হয়ে) গোসল করে তখন এক টুকরা কুসত (চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধি কাঠ বিশেষ) এবং আজফার (সুগন্ধি এক প্রকার উদ্ভিদ) ব্যবহার করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে।'

৩. হজরত উম্মে সালামা রা.-এর বর্ণনায় মুসলিমেই[১৯৩২] স্বামী মারা যাওয়া স্ত্রীর জন্য সুরমা ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা এবং তার জন্য অনুমতি প্রদান না করার উল্লেখ আছে। এটা প্রমাণ করে শোক পালন ওয়াজিব।[১৯৩৩]

করেছেন। কেনোনা, এতোদুভয়ের জন্য কোনো হুকুম আসেনি। এ কারণে নয় যে, তারা বিপরীত অর্থ দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আমার নিকট এতোটুকু বিষয়ই প্রতিভাত হয়েছে। والله سبحانه اعلم। -সংকলক।

[১৯২৯] ১/২২৬। -সংকলক।

[১৯৩০] ১/৪৮৮, باب وجوب الإحداد الخ। -সংকলক।

[১৯৩১] ১/৪৮৮, باب وجوب الإحداد الخ। -সংকলক।

[১৯৩২] ১/৪৮৭। -সংকলক।

[১৯৩৩] এই বর্ণনাটি তিরমিযী শরিফের এ অনুচ্ছেদের শেষে আসছে। -সংকলক।

ওপরযুক্ত পূর্ণ বিস্তারিত বর্ণনা স্বামীহারা স্ত্রী সম্পর্কে ছিলো। বাকি আছে তালাকপ্রাপ্তা বিষয়টি। রজয়ি তালাকপ্রাপ্তার ব্যাপারে শোক পালন বর্জনীয়। এটা সর্বসম্মত বিষয়। অবশ্য বাইন তালাক বা চূড়ান্ত পর্যায়ের হারামকারি তালাকপ্রাপ্তা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। আবু হানিফা রহ. এবং তাঁর ছাত্রদের মতে, তার ওপরও শোক পালন ওয়াজিব। এটাই আবু সাওর, আবু উবাইদ এবং হাকাম রহ.-এর মাজহাবও। অধিকাংশের মতে তার ওপর শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। কেনোনা, স্বামী তাকে তালাক দিয়ে তার দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং তার ওপর আফসোস করার কোনো কারণ নেই।

এর জবাবে হানাফিগণ বলেন যে, শোক ওয়াজিব হয়েছে বিয়ের নেয়ামত ফওত হওয়ার কারণে।[১৯৩৪]

قالت زينب وسمعت امي ام سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله! ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينيها. افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال، مرتين او ثلاث مرات، كل ذلك يقول : لا

ইদ্দত পালনকারিণীর জন্য ওজর অবস্থায়[১৯৩৫] সুরমা ইত্যাদি লাগানোর হুকুম

এই বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করে জাহেরিগণ বলেন, ইদ্দত পালনকারিণীর জন্য সুরমা ইত্যাদি লাগানো অবৈধ। যদিও চোখে কোনো প্রকার কষ্ট হোক না কেনো।

অধিকাংশের মতে, বিনা ওজরে সুরমা লাগানো যদিও অবৈধ, কিন্তু ওজর অবস্থায় রাতে সুরমা লাগানো কোনো অসুবিধা নেই।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব এই দেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো জানতে পেরেছেন যে, এই মহিলার রোগ এই পর্যায়ে নয় যাতে সুরমা লাগানো আবশ্যক। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরমা লাগানোর অনুমতি দেননি। বাকি আছে, দিনের বিষয়টি। আবু হানিফা ও মালেক রহ.-এর মতে, ওজর অবস্থায় দিনেও সুরমা লাগানোর অনুমতি আছে। অথচ ইমাম শাফেয়ি রহ. দিনে ওজর সত্ত্বেও সুরমা লাগানোর অনুমতি দেন না।

শাফেয়ি রহ.-এর দলিল হজরত উম্মে হাকেম বিনতে উসায়দ রা.-এর হাদিস[১৯৩৬]। তিনি স্বীয় মাতা হতে বর্ণনা করেন,

"ان زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها فتكتحل بالجلاء[১৯৩৭] قال احمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها الى ام سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلى به الا من امر لا بد منه يشتد عليك تكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك ام سلمة دخل على رسول الله

[১৯৩৪] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., শরহে নববি : ১/৪৮৬, হিদায়া ফতহুল কাদিরসহ (৪/১৬০-১৬১, فصل قال وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها الخ)। -সংকলক।

[১৯৩৫] এই এ বিষয়টিও সংকলক কর্তৃক লিখিত। -সংকলক।

[১৯৩৬] আবু দাউদ : ১/৩১৫, باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها। -সংকলক।

[১৯৩৭] শব্দটির জীমের নিচে যের মদ সহকারে। এর অর্থ হলো, ইসমিদ সুরমা। আর অনেকে বলেছেন, এর জীমের ওপর যবর এবং এতে মদ নয়, বরং কসর হবে। এটি এক প্রকার সুরমা। -আন নিহায়া : ১/২৯০। -সংকলক।

صلى الله عليه وسلم حين توفى ابو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا؟ يا ام سلمة! فقلت انما هو صبر[১৯৩৮] يا رسول الله! ليس فيه طيب قال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار، الحديث

'যখন তাঁর স্বামী মারা গেছে, তখন তার চোখে রোগ ছিলো, ফলে চোখ পরিষ্কার করার তিনি এক প্রকার সুরমা ব্যবহার করতেন। আহমদ রহ. বলেন, সঠিক হলো, بكحل الجلاء। তারপর তাঁর এক আজাদকৃত বাঁদিকে হজরত উম্মে সালামা রা.-এর নিকট পাঠালেন জিলা নামক এক প্রকার সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য। তখন তিনি বললেন, তুমি ভীষণ আবশ্যক প্রয়োজন ব্যতীত এ সুরমা ব্যবহার করো না। সুরমা ব্যবহার করবে রাতে। দিনে তা মুছে ফেলবে। তারপর উম্মে সালামা রা. বললেন, আবু সালামা রা. যখন ওফাত লাভ করেছিলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার নিকট প্রবেশ করেছিলেন, আমি তখন আমার চোখে একটি তিক্ত গাছের রস লাগিয়েছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে সালামা! এটা কি? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হলো একটি তিক্ত গাছের রস। তাতে কোনো সুগন্ধি নেই। তা শুনে তিনি বললেন, এতো চেহারায় যৌবন দান করে। সুতরাং এটা তুমি কেবল ব্যবহার করবে রাতেই। দিনে ফেলে দেবে।'

ওজর অবস্থায় দিনে সুরমা ইত্যাদি লাগানোর বৈধতার ওপর হানাফিদের কোনো মজবুত দলিল তালাশ সত্ত্বেও পাওয়া গেলো না।[১৯৩৯]

জাহেলি আমলে নিয়ম ছিলো বিধবা একটি সংকীর্ণ রুমে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাপড় পরে সারাবছর আবদ্ধ থাকতো। এই সুদীর্ঘ সময়ে সব ধরনের সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা হতে পরহেজ করতো। বছর শেষ হওয়ার পর কোনো জন্তু তার রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, এই জন্তু কর্তৃক লেহনের মাধ্যমে সে মহিলা তার লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতো। তারপর রুম হতে বের হয়ে তাকে গোবর দেওয়া হতো। তা বহন করে সে এগুলো নিক্ষেপ করতো। এটা হতো ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার নিদর্শন।[১৯৪০] এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ওপরযুক্ত হাদিসের ওপরযুক্ত শব্দগুলোতে এদিকে ইঙ্গিত আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, জাহেলি আমলে ইদ্দতকালে মহিলা মারাত্মক কষ্ট বরদাশত করতো। ইসলাম সীমাতিরিক্ত সমস্ত পাবন্দি খতম করে দিয়েছে। এজন্য ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত হিকমত নির্ভর সাধারণ পাবন্দিগুলো খুশিতে সয়ে নেওয়া উচিত।

[১৯৩৮] এক প্রকার তিক্ত গাছের নিংড়ানো রস। -সংকলক।

[১৯৩৯] ওপরযুক্ত আলোচনা এবং এর সংগে সংশ্লিষ্ট মাজহাব ও দলিলসমূহের জন্য দ্র., শরহে নববি : ১/৪৮৭, وجوب الإحداد ফতহুল কাদির : ৪/১৬৩, فصل قال وعلى المبتوتة الخ, তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/২২৭। -সংকলক।

[১৯৪০] নাফউ কূতিল মুগতাজি আলা জামিইত তিরমিযী : ১/১৭৭।

এই গোবর নিক্ষেপের দ্বারা কি উদ্দেশ্য হতো, এতে বিভিন্ন উক্তি আছে, ১. এদিকে ইঙ্গিত যে, সে মহিলা ইদ্দত ছুড়ে ফেলেছে। ফলে গোবর নিক্ষেপ করেছে। (মূল বক্তব্যে এ বিষয়টি এসেছে।) ২. এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, সে যে সমস্ত কাজ করেছে অর্থাৎ অপেক্ষা ও তার ওপর পতিত বিপদে ধৈর্যধারণ যখন এর মুদ্দত শেষ হয়ে যায়, তখন সে মহিলার নিকট এসব কাজ ছিলো সে নিক্ষিপ্ত গোবরের মতো, যেটি সে এর প্রতি তাচ্ছিল্য করে নিক্ষেপ করেছে এবং তাঁর স্বামীর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক করেছে। ৩. সে মহিলা শুভ হালের ভিত্তিতে গোবর নিক্ষেপ করে যে, এমন পরিস্থিতির দিকে সে আর কখনো ফিরে আসবে না। দ্র., ফতহুল বারি : ৯/৪৯০, قبيل باب الكحل للحادة। -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ

অনুচ্ছেদ–১৯ প্রসংগ : যে জিহারকারি কাফফারা দেওয়ার আগে সংগম করে (মতন ২২৭)

١٢٠٢– عَنْ سَلَيمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَضِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَّاحِدَةٌ.

১২০২। **অর্থ** : হজরত সালামা ইবনে সাখর বায়াজি রা. সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কাফফারা দেওয়ার আগে যে জিহারকারি সংগম করেছে তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন 'একটি কাফফারা'।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটি।

আর অনেকে বলেছেন, যখন সে তার স্ত্রীর সংগে কাফফারা দেওয়ার আগে সংগম করবে, তখন তার ওপর দুটি কাফফারা। আবদুর রহমান ইবনে মাহদির মাজহাব এটি।

١٢٠٣ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّيْ قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِيْ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ ؟ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِيْ ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلَا تَقْرَبْهَا حَتّٰى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ.

১২০৩। **অর্থ** : ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংগে জিহার করে তার সংগে সংগম করে। সে এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল। আমি আমার স্ত্রীর সংগে জিহার করেছি। তারপর কাফফারা আদায়ের আগে তার সংগে সংগম করেছি। তা শুনে তিনি বললেন, তুমি এ কাজ কেনো করলে? আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। লোকটি বললো, আমি চাঁদের আলোতে তার পা-বন্ধনি দেখেছিলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর তার নিকটও যেও না, যতোক্ষণ না আল্লাহর আদিষ্ট হুকুম পালন করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছে, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

অনুচ্ছেদ–২০ : জিহারের কাফফারা প্রসংগে (মতন ২২৭)

١٢٠٤ – حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْخَزَّازُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ أَنْبَأَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ : أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدُ بَنِيْ بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتّٰى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضٰى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ

عَنْهَا لَيْلًا فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيْعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ (وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا) إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

১২০৪। **অর্থ :** বনু বায়াজার সালমান ইবনে সাখর আনসারি রা. স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, তুমি আমার ওপর এমন হারাম যেমন মায়ের পিঠ রমজান অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। যখন অর্ধ রমজান অতিক্রান্ত হলো, তখন তিনি, রাতে তার স্ত্রীর সংগে সংগম করে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাকে বললেন, তুমি একটি গোলাম মুক্ত করো। তিনি বললেন, আমি গোলাম পাবো না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে দু'মাস লাগাতার রোজা রাখো। লোকটি বললো, আমার পক্ষে তাও অসম্ভব। ফলে তিনি বললেন, ষাট মিসকিনকে খানা খাওয়াও। লোকটি বললো, তাও পারবো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফারওয়া ইবনে আমর রা.কে বললেন, ওই থলেটি তাকে দিয়ে দাও। (আরাক হলো এমন একটি থলে যার মধ্যে পনের অথবা ষোল সা' জিনিস ধরে।) ষাট মিসকিনের খাবার খাওয়ানো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

এ লোকটিকে সালমান ইবনে সাখরও বলা হয়, আবার বলা হয়, সালামা ইবনে সাখর বায়াজি। ওলামায়ে কেরামের মতে জিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত।

দরসে তিরমিযী

انبأنا[১৯৪১] ابو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان سلمان بن صخر الانصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا اجدها قال فصم شهرين متتابعين، قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا، قال لا اجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: اعطه ذلك العرق، (وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا اوستة عشر صاعا) اطعام ستين مسكينا''

এই বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করে শাফেয়ি ও আহমদ রহ. বলেন, যে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো হবে, তন্মধ্য হতে প্রত্যেককে এক মুদ[১৯৪২] গম দিতে হবে। কেনোনা, এই ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনের সা' দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এক সা' হয় চার মুদে। সুতরাং পনের সা' হলো, সাত মুদ। প্রতিজন ফকিরের ভাগে এক মুদ করে পড়লো।

[১৯৪১] আবু দাউদ : ১/৩০২, باب الظهار, ইবনে মাজাহ : ১৪৯, باب الظهار بتغير। ইষৎ পরিবর্তন সহকারে। -সংকলক।

[১৯৪২] মুদ শব্দটির মীমের ওপর পেশ। এটি ইমাম শাফেয়ি ও হিজাজবাসীর মতে ইরাকি এক রতল ও এক-তৃতীয়াংশ। আবু হানিফা রহ. ও ইরাকবাসীর মতে দুই রতল। -আন নিহায়া : ৪৫/৩০৮। -সংকলক।

এর বিপরীত হানাফিদের মতে প্রতিটি ফকিরকে এক সা' খেজুর কিংবা যব কিংবা অর্ধ সা' গম দিতে হবে। যেমন, হয়ে থাকে সদকাতুল ফিতরের মধ্যে।[১৯৪৩] হানাফিদের দলিল সুনানে আবু দাউদে[১৯৪৪] বর্ণিত সালামা ইবনে সাখর সূত্রে ইবনুল আলা আল-বায়াজির রেওয়ায়াত। এতে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, أطعم ستين مسكينا 'তুমি ষাটজন মিসকিনকে এক ওয়াসাক খেজুর খাওয়াও।' এক ওয়াসাক হয় ষাট সা' পরিমাণ।[১৯৪৫] এভাবে এক সা' করে জনপ্রতি মিসকিনের ভাগে আসে।

বাকি আছে এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এর ব্যাখ্যা এই যে, আবু দাউদের হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ি আসল হুকুম তো এক ওয়াসাকই ছিলো। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুতে أطعم ستين مسكينا বলে এরই হুকুম দিয়েছেন। তবে পরবর্তীতে যখন তিনি لا أجد বলে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু মওজুদ ছিলো তাকে তা দিয়ে দিয়েছেন। যেনো, তার বৈশিষ্ট্য ছিলো পনের সা' যথেষ্ট হওয়া।

এটাও সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একের পর এক চারবার এই থলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। আর এভাবে ষাট সা' পরিমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, তাহাবির[১৯৪৬] বর্ণনায় আছে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى مكتلين في كل منهما خمسة عشر صاعا

'তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি থলে দান করেছিলেন। প্রতিটিতে ছিলো পনের সা'।' এই বর্ণনা দ্বারা দাবি পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়নি। তবে এতোটুকু অবশ্যই বুঝা যায় যে, এক থলের ওপর ক্ষান্ত হননি। সম্ভবত দুই থলের পর আরো একটি থলেও দেওয়া হয়েছিলো বর্ণনাকারি তা জানতে পারেননি।

খাত্তাবি রহ. বলেন, সালামা ইবনে সাখরের বর্ণনা অধিক সতর্কতাপূর্ণ। আর পনের সা'বিশিষ্ট বর্ণনায়ও এই সম্ভাবনা আছে যে, শস্যের যে পরিমাণ তখন প্রস্তুত হয়েছিলো, সেটা সাময়িকভাবে সদকা করার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। অবশিষ্ট পরিমাণ ঋণ হিসেবে দায়িত্বে ওয়াজিব মনে করা হয়েছে। পরে অবকাশ হলে তা দিয়ে দেওয়া হবে। তখন স্পষ্ট বিষয় হলো যে, পনের সা'য়ের ওপর স্থির হয়নি।

তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের হাদিসে عرق শব্দ এসেছে। এটি থলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কি পরিমাণ ধরে সে সম্পর্কে বর্ণনাকারিদের মতপার্থক্য আছে। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যদিও বর্ণনাকারি এর ব্যাখ্যা مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا او ستة عشر صاعا দ্বারা করেছেন, কিন্তু আবু দাউদে এক বর্ণনায় এর ব্যাখ্যা এসেছে مكتل يسع ثلاثين صاعا (ত্রিশ সা' ধরে এমন একটি থলে।) আর সুনানে আবু দাউদেরই আরেকটি বর্ণনায় এর পরিমাণ ষাট সা'[১৯৪৭] বর্ণনা করা হয়েছে। এই শেষ বর্ণনাটি হানাফি মাজহাবের অনুকূল। এর প্রাধান্যতা এ হিসেবেও আছে যে, হানাফিদের দলিল ওয়াসাক তথা ষাট সা'বিশিষ্ট বর্ণনাটি এর সমর্থক।

[১৯৪৩] আল-মুগনি : ৭/৩৬৯-৩৭০ مسألة : قال : لكل مسكين مدة من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير । এখানে আল-মুগনিতে ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব এমন বর্ণনা করা হয়েছে, 'প্রতিটি মিসকিনের জন্য সব ধরনের জিনিসেরই দুই মুদ। -সংকলক।

[১৯৪৪] ১/৩০১, باب الظهار । -সংকলক।

[১৯৪৫] আন নিহায়া : ৫/১৮৫। -সংকলক।

[১৯৪৬] এই বর্ণনাটি তালাশ সত্ত্বেও তাহাবি কিংবা অন্য কোনো হাদিস গ্রন্থে পাওয়া গেলো না। -সংকলক।

[১৯৪৭] সুনানে আবু দাউদ : ১/৩০২, باب الظهار । -সংকলক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

অনুচ্ছেদ-২১ : ইলা (কসম) প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৭)

١٢٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : آلَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً.

১২০৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের নিকট না যাওয়ার ব্যাপারে শপথ করেছিলেন এবং হারাম করে দিয়েছিলেন। ফলে হারামকে হালাল করেছেন এবং কসমের কাফফারা দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু মুসা ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, মাসলামা ইবনে আলকামা-দাউদ সূত্রে হাদিসটি আলি ইবনে মুসহির প্রমুখ দাউদ-শা'বি সূত্রে মুরসালরূপে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এতে 'মাসরূক হতে আয়েশা রা. সূত্রে' শব্দটি নেই। এটি মাসলামা ইবনে আলকামার হাদিস চাইতে আসাহ।

দরসে তিরমিযী

ইলার অর্থ হলো, কোনো পুরুষ কর্তৃক তার স্ত্রীর নিকট চারমাস বা ততোধিক সময়ের জন্য নিকটবর্তী না হওয়ার কসম খাওয়া।

এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন, (কসমের পর) যখন চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, যখন চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন তাকে বিচারপতির সামনে দাঁড় করানো হবে। হয়তো সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবে, আর না হয় তালাক দিয়ে দিবে। ইমাম মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ.-এর মাজহাব এটাই।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, চারমাস অতিক্রান্ত হলে পরে এটি এক তালাকে বাইনা। এটি সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত।

অভিধানে হলফ বা শপথকে ইলা বলে। বলা হয় الى يولى ايلاء وألية শপথ করা। শরিয়তের পরিভাষায় منع النفس عن قربان المنكوحة اربعة اشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين তথা চারমাস বা ততোধিক পরিমাণ সময় স্ত্রীর নিকট যাওয়া হতে নিজেকে কঠোরভাবে কসমের মাধ্যমে বিরত রাখাকে বলা হয়।[১৯৪৮]

عن[১৯৪৯] عائشة رضي الله عنها قالت : الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة''

এই ইলা পারিভাষিক ইলা ছিলো না। কেনোনা, এটি চার মাসের কম মেয়াদের জন্য। তাই বোখারি শরিফে[১৯৫০] হজরত উম্মে সালামা রা.-এর বর্ণনায় এসেছে- ان النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه

[১৯৪৮] ইনায়া ফতহুল কাদিরের হাশিয়া (৪/৪০, باب الإيلاء)। -সংকলক।

[১৯৪৯] শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির উক্তি অনুসারে তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেননি। (৩/৫০৪, নং-১২০১)। -সংকলক।

[১৯৫০] ১/২৫৬, كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا الخ। -সংকলক।

شهر। তথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের নিকট যাওয়া হতে এক মাসের জন্য ইলা (কসম) করেছেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনায় এসেছে– ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه তথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছিলেন। তবে প্রধান এটাই যে, তিনি শুধু একমাসের জন্য বিচ্ছেদ অবলম্বন করেছেন। যেমন, এ অনুচ্ছেদের হাদিস তা দলিল করছে। বাকি আছে, ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত (এ অনুচ্ছেদের) হাদিস। প্রথমতো এর বিশুদ্ধতা জানা নেই। দ্বিতীয়তো এই বর্ণনাটি যদি সনদগতভাবে সহিহও হয়, তবুও উমর রা.-এর বর্ণনা এই প্রসিদ্ধি নির্ভর হতে পারে যা লোকজনের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করেছিলো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত পবিত্র স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। প্রবল ধারণা, মুনাফিকরা এ বিষয়টি ছড়িয়ে দিয়েছিলো যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র অর্ধাঙ্গিনীগণকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন। তাদের মাধ্যমে অনেক মুসলমানের মধ্যেও একথা ছড়িয়ে পড়েছিলো। তা না হলে বাস্তবতা তাই যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।[১৯৫১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তোষ এবং পবিত্র স্ত্রীগণ হতে ইলা করার বিভিন্ন কারণ ছিলো। ১. মধুর ঘটনা[১৯৫২], ২. মারিয়া রা.-এর ঘটনা[১৯৫৩], যদি এটি সঠিক হয়, যার ফলে يا ايها[১৯৫৪] النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم আয়াত নাজিল হয়েছে। তৃতীয় ঘটনা[১৯৫৫] পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষ হতে খোরপোষ বৃদ্ধির দাবির পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছিলো। এ ধরনের কারণে প্রিয়নবী

[১৯৫১] দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৮৮, باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية। -সংকলক।

[১৯৫২] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জায়নাব বিনতে জাহাশ রা.-এর নিকট মধুপান করতেন এবং তাঁর নিকট অবস্থান করতেন। একবার আমি ও হাফসা দু'জনই একমত হলাম, আমাদের যার নিকটই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবেশ ঘটুক না কেনো, সেই তাঁকে বলবে যে, আপনি মাগাফির খেয়েছেন। (এর এক বচন হলো مغفور এটি হলো, এক প্রকার গাছের নিংড়ানো রস। সে গাছটি হলো উরফুত। এর এই রস মিষ্টি নাতিফের (এক প্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্য বিশেষের) মতো। -নিহায়া : ৩/৩৭৪)। আমি আপনার নিকট হতে মাগাফিরের গন্ধ অনুভব করছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। আমি তো জায়নাব বিনতে জাহাশের নিকট মধুপান করি। আচ্ছা, তাহলে আর ভবিষ্যতে কখনো তা পান করবো না। কসম খেয়েছি, তুমি এ ব্যাপারে কাউকে বলো না। বোখারি : ২/৭২৯, كتاب التفسير، باب تبتغي مرضاة أزواجك الخ। -সংকলক।

[১৯৫৩] এটি তাবারানি ইশরাতুন নিসায় বর্ণনা করেছেন। ইবনে মারদুওয়াইহ আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান-আবু সালামা-আবু সালামা-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত হাফসা রা. এর ঘরে মারিয়া রা.-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন হজরত হাফসা রা. এসে তাঁকে তাঁর সংগে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার ঘরে অন্য স্ত্রীদের সংগে নয়, বরং আমার সংগে এ আচরণ করেছেন। তারপর বর্ণনাকারি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা রা.-এর নিকট কসম খেয়েছেন, তিনি তাঁর বাঁদির নিকট আর যাবেন না এবং বললেন, সে বাঁদি আমার ওপর হারাম। তখন তাঁর কসমের কাফফারার হুকুম অবতীর্ণ হলো।) ফতহুল বারি : ৮/৬৫৭, باب يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية সংকলক।

[১৯৫৪] সূরা তাহরিম : আয়াত-১, পারা-২৮। -সংকলক।

[১৯৫৫] এ ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর বর্ণনায় এসেছে। দ্র., সহিহ মুসলিম : ১/১৬৯-১৯৫, باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية। -সংকলক।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাসের জন্য স্বীয় পবিত্র স্ত্রীগণ হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছেন। একমাস পূর্ণ হওয়ার পর এখতিয়ার[১৯৫৬] দানের আয়াত[১৯৫৭] নাজিল হলো يٰٓ ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها الاية[১৯৫৮]

হলফকারির এখতিয়ার আছে, ইচ্ছে করলে চার মাসের আগে স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে কসম ভেঙে দিতে পারে। তখন কসমের কাফফারা আদায় করবে। আর ইচ্ছে করলে চারমাস অতিক্রান্ত হতে দিবে। তারপর হানাফিদের মতে চারমাস অতিক্রান্ত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইন তালাক পতিত হবে। বিচ্ছেদের জন্য বিচারকের বিচারের প্রয়োজন হবে না। ইমামত্রয়ের মতে চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিজে নিজে তালাক পতিত হয় না। বরং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর বিচারক স্বামীকে ডেকে এনে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিবে। যদি সে তাকে ফিরেয়ে আনে, তবে তো ঠিক আছে। তাকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেবে।[১৯৫৯]

ইমামত্রয়ের দলিল للذين[১৯৬০] يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فإن الله غفور فإن الله رحيم، وان عزموا الطلاق سميع عليم আয়াত। এতে চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তালাকের দৃঢ় ইচ্ছার উল্লেখ আছে। যা এর দলিল যে, শুধু মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে তালাক পড়ে না, বরং তালাকের সুদৃঢ় ইচ্ছা আবশ্যক।

হানাফিদের দলিল হজরত উমর, উসমান, আলি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, জায়দ ইবনে সাবেত রা.-এর আছর। যেগুলো এ ব্যাপারে একমত যে, চারমাস অতিক্রান্ত হলে নিজে নিজেই বাইন তালাক পতিত হয়।[১৯৬১]

বাকি আছে, কোরআনের আয়াত দ্বারা দলিল। এর ব্যাখ্যা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে الجماع والفئ الطلاق عزيمة الاربعة انقضاء[১৯৬২] চারমাস পূর্তি হলো তালাকের সুদৃঢ় ইচ্ছা। আর তাকে ফিরিয়ে আনা মানে সংগম করা।

[১৯৫৬] এখতিয়ার প্রদান সংক্রান্ত ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম : ১/১৬৯-১৯৫, باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية। -সংকলক।

[১৯৫৭] সূরা আহজাব : আয়াত-২৮, পারা-২১। -সংকলক।

[১৯৫৮] অনুচ্ছেদের শুরু হতে এতোটুকু পর্যন্ত ব্যাখ্যা সংকলক কর্তৃক বর্ধিত। -সংকলক।

[১৯৫৯] মাজহাবসমূহের ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র., আল-মুগনি : ৭/৩১৮-৩১৯, ان مضت أربعة أشهر ورافقه। -সংকলক।

[১৯৬০] সূরা বাকারা : আয়াত-২২৬-২২৭, পারা-২। -সংকলক।

[১৯৬১] হজরত উসমান ও জায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেন, যখন চার মাস অতিক্রান্ত হয়, তখন সেটি এক তালাক। সে মহিলা তার নিজের ব্যাপারে অধিক হকদার। সে তালাকপ্রাপ্ত মহিলার মতো ইদ্দত পালন করবে।

এ বিষয়টি হজরত আলি, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রা. হতেও বর্ণিত আছে। তাবেয়িগণের আছার এগুলো ভিন্ন। দ্র., মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৬/৪৫৩-৪৫৭, كتاب الطلاق باب انقضاء الأربعة, নং-১১৬৩৭, ১১৬৪৪, ১১৬৪৫. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে (২৬৩, باب الايلاء) হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর আছর আছে, যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংগে ইলা করে। তারপর তাকে ফিরিয়ে আনার আগে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন সে মহিলা এক তালাকে বায়েনা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। -সংকলক।

[১৯৬২] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৬/৪৫৪, নং-১১৬৪০। -সংকলক।

باب ما جاء في اللعان[১৯৬৩]

অনুচ্ছেদ–২২ : লেআন প্রসংগে (মতন পৃ. ২২৭)

١٢٠٧ – أَنبأنا قُتَيْبَةُ أَنبأنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَاعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ.

১২০৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, স্ত্রীর সংগে এক ব্যক্তি লেআন করেছিলো। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন এবং সন্তানটিকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের সংগে ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

দরসে তিরমিযী

عن[১৯৬৪] ابن عمر رضي الله عنه قال لا عن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالام''

লেআনের ব্যাপারটি ইলার বিপরীত। ইলাতে হানাফিদের মতে শুধু সময় অতিক্রান্ত হলেই তালাক হয়ে যায়। বিচারকের বিচ্ছেদের কোনো প্রয়োজন হয় না। অথচ লেআনে হানাফিদের মতে শুধু লেআনের দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটে না। বরং বিচারকের বিচ্ছেদ করে দেওয়া আবশ্যক।

ইমামত্রয় ছিলেন ইলাতে বিচারকের বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রবক্তা। তবে লেআনে বিচ্ছেদের জন্য বিচারের প্রয়োজন অনুভব করতেন না। বিচ্ছেদের জন্য শুধু লেআনকে যথেষ্ট সাব্যস্ত করতেন। বরং ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাজহাব হলো, লেআন নাই করে থাকুক। কেনোনা, এই বিচ্ছেদ হয় উক্তি দ্বারা। সুতরাং এটি শুধুমাত্র স্বামীর উক্তি দ্বারা অর্জিত হবে, যেমন, তালাক।[১৯৬৫]

[১৯৬৩] লেআন শব্দটি দূর দূর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। হানাফিদের মতে শরিয়তের পরিভাষায় লেআন হলো, এমন কতগুলো সাক্ষ্যের নাম, যেগুলো কসম দ্বারা তাকিদপূর্ণ এবং লানতের সংগে মিলিত, পুরুষের ক্ষেত্রে অপবাদের দণ্ডের স্থলাভিষিক্ত এবং মহিলার ক্ষেত্রে ব্যভিচারের দণ্ডের স্থলাভিষিক্ত। অথচ শাফেয়িদের মতে লেআন হলো, এমন কতগুলো কসম যেগুলো সাক্ষ্য দ্বারা তাকিদপূর্ণ.....। যেহেতু হানাফিদের মতে লেআনের হাকিকত হলো কসম দ্বারা তাকিদপূর্ণ সাক্ষ্য, সেহেতু তাদের মতে লেআনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষ্য যুক্ত হওয়া আবশ্যক। আর শাফেয়িদের মতে যেহেতু এর হাকিকত সাক্ষ্য দ্বারা তাকিদপূর্ণ কসম, সেহেতু তাঁদের মতে লেআনের জন্য কসমের যোগ্যতাই যথেষ্ট। والله اعلم। দ্র., হিদায়া টীকাসহ : ২/৪১৬-৪১৭, باب اللعان। -সংকলক।

[১৯৬৪] সহিহ বোখারি : ২/৮০১, كتاب الطلاق ، باب يلحق الولد بالملاعنة , মুসলিম : ১/৪৯০, كتاب اللعان। -সংকলক।

[১৯৬৫] ওপরযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা আল-মুগনি (৭/৪১০-৪১১, كتاب اللعان) হতে গৃহীত।

আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর উক্তি সম্পর্কে বলেন, আমরা এমন কাউকে জানি না, যিনি এ উক্তিতে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর সংগে একমত হয়েছেন। তাছাড়া আরো বলেন, বাস্তি হতে বর্ণিত আছে যে, লেআনের সংগে বিচ্ছেদের কোনো সম্পর্কে নেই। কেনোনা, বর্ণিত আছে, হজরত আজলানি রা. যখন তার স্ত্রীর সংগে লেআন করেছিলেন, তখন তিনি তাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তালাক বাস্তবায়ন করেছিলেন। যদি বিচ্ছেদ ঘটে যেতো, তবে তার তালাক বাস্তবায়িত হতো না। তারপর ইমাম শাফেয়ি ও বাস্তি রহ.-এর বক্তব্য রদ করে বলেন, 'দুটি উক্তি বিশুদ্ধ নয় ; কেনোনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন দুই লেআনকারির মাঝে... এবং সাহল রা. বলেছেন, সুতরাং

এ অনুচ্ছেদের দু'টি বর্ণনা হানাফিদের দলিল। এগুলোতে ثم فرق بينهما এবং وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما শব্দ এসেছে।

লেআন[১৯৬৬] দ্বারা হারাম প্রমাণিত হওয়ার পর্যায়

লেআন সংক্রান্ত আরেকটি এ বিষয় হলো, এর ফলে সাব্যস্ত হারামের পর্যায় কি?

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেন যে, লেআনের ফলে যে বিচ্ছেদ ঘটে এটি বাইন তালাকের পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য যতোক্ষণ পর্যন্ত লেআনের ওপর স্থির থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার বিয়েও দুরুস্ত নয়। তবে যদি স্বামী ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপে নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার ওপর অপবাদের দণ্ড কার্যকর হয়[১৯৬৭] কিংবা স্ত্রী স্বামীর অপবাদকে সঠিক সাব্যস্ত করে নিজেকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে তাহলে তাদের জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করা বৈধ হয়ে যাবে।

আবু ইউসুফ, জুফার এবং হাসান ইবনে জিয়াদ রহ. বলেন যে, লেআন হলো, তালাকবিহীন বিচ্ছেদ। আর এই বিচ্ছেদ দ্বারা সাব্যস্ত হারাম চিরস্থায়ী। যেমন, দুধ সংক্রান্ত ও শ্বশুর সংক্রান্ত হারাম।

তাঁদের দলিল সুনানে দারাকুতনিতে[১৯৬৮] বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর একটি মারফু' হাদিস। المتلاعنان اذا تفرقا لايجتمعان ابدا 'দুই লেআনকারির মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখন তারা হতে পারবে না একত্রিত আর কোনো কালেই।'

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর বক্তব্য হলো, উয়াইমির আজলানি রা.-এর লেআনের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে,

فلما فرغا من لاعنهم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله! ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين.

'তারা যখন তাদের লেআন হতে অবসর হলো, তখন উয়াইমির বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাকে রেখে দেই, তবে আমি তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলাম। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ দেওয়ার আগেই তাকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন। ইবনে শিহাব রহ. বলেছেন, সুতরাং এটি হলো দুই লেআনকারির সুন্নত।[১৯৬৯]

এটি তাদের পরবর্তী লোকদের জন্য সুন্নত হয়ে গেলো যে, দুই লেআনকারির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। উমর রা. বলেন, দুই লেআনকারির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তারা আর কখনো একত্রিত হতে পারবে না'। -সংকলক।

[১৯৬৬] এ আলোচনাটি সংকলক কর্তৃক বর্ধিত। -সংকলক।

[১৯৬৭] এই পদ্ধতিটি বাদায়িউস সানায়ে' হতে গৃহীত। অথচ ফতহুল কাদিরে (৪/১২০, باب اللعان)-এর বিভিন্ন পদ্ধতি এসেছে। যার সারমর্ম হলো, যদি স্বামী লেআন এবং বিয়ে বিচ্ছেদের পর নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তার জন্য পুনরায় সে মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ। চাই অপবাদের দণ্ড তার ওপর বাস্তবায়িত হোক কিংবা না হোক। আর যদি স্বামী লেআনের পর বিচ্ছেদের আগে নিজেকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে, তবে সে মহিলা তার জন্য বিয়ে নবায়নের আগেই হালাল। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র.. ফতহুল কাদির। -সংকলক।

[১৯৬৮] ৩/২৭৬, নং-১১৬ باب المهر সুনানে আবু দাউদে (১/৩০৬, باب في اللعان) হজরত সাহল ইবনে সাদ রা. বলেন, ফলে দুই লেআনকারির ব্যাপারে পরবর্তীতে এই সুন্নত চলে এসেছে যে, তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে; তারা দু'জন কখনো একত্রিত হতে পারবে না। -সংকলক।

[১৯৬৯] সহিহ বোখারি : ২/৮০০ باب اللعان। -সংকলক।

তালাক দেওয়ার ওপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরবতা অবলম্বন মানে তালাককে কার্যকর সাব্যস্ত করা। সুতরাং লেআনকারির ব্যাপারে আসল তো হলো, সে নিজে তালাক দিবে। আর যদি সে তালাক প্রদান হতে বিরত থাকে, তাহলে বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিচ্ছেদ করিয়ে দিবেন। যা হবে তালাকের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, কাপুরুষ সম্পর্কে হয়ে থাকে।

তাছাড়া এই বিচ্ছেদের কারণ যেহেতু স্বামীর কাজ তাই এটি তালাকের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেনোনা, এই বিচ্ছেদের কারণ হলো, স্বামীর অপবাদ। কারণ, এটি তো লেআনকে ওয়াজিব করে। আর লেআন সৃষ্টি করে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদকরণ সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতা। সুতরাং এসব মাধ্যমে বিচ্ছেদ সাবেক অপবাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলো। বস্তুত যেসব বিচ্ছেদ স্বামীর পক্ষ হতে হয় কিংবা স্বামীর কোনো কাজের কারণ হয়, সেটি হয়ে থাকে তালাক। যেমন, কাপুরুষ হলে এবং খোলা ও ইলার সুরতে হয়ে থাকে।

বাকি আছে, আবু ইউসুফ রহ.-এর দলিলের জবাব হলো, এর প্রকৃত অর্থ তো নিশ্চিতরূপে উদ্দেশ্য নয়। কেনোনা, লিআনকারি বাস্তবে স্বামী-স্ত্রীকে তখন পর্যন্ত বলা যাবে, যখন পর্যন্ত লিআনের কার্যক্রম চলে। যখন তারা দু'জন লি'আন হতে অবসর হয়ে যায়, তখন প্রকৃত অর্থে তারা দু'জন লিআনকারি থাকে না। স্পষ্ট বিষয়, এই অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেনোনা, লিআনের আগে বিচ্ছেদ প্রমাণিত হয় না। আর লিআন হতে অবসর হওয়ার পর তারা লিআনকারি থাকে না। স্পষ্ট বিষয়, এই অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেনোনা, লিআনের আগে বিচ্ছেদ প্রমাণিত হয় না। আর লিআন হতে অবসর হওয়ার পর তারা লি'আনকারি থাকে না। এ কারণে المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا এর অর্থ এই হবে যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা লিআনের গুণে গুণান্বিত হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা একত্রিত হতে পারবে না। তবে যখন স্বামী নিজেকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করলো, তখন স্বামীর অপবাদ যেটি লিআনের কারণ ছিলো, সেটি অবশিষ্ট থাকলো না। সুতরাং হুকমিভাবেও তারা লিআনকারি থাকলো না। যেহেতু লিআনই থাকলো না, সেহেতু একত্রিত হওয়ার হারামও অবশিষ্ট রইলো না। কেনোনা, এটা তো নির্দিষ্ট ছিলো দুই লিআনকারির সংগে।[১৯৭০]

هذا آخر ما اردنا ايراده من شرح ابواب الطلاق واللعان، وبه ينتهي الجزء الثالث من كتاب 'درس ترمذي' فلله الحمد أولا وآخرا-

وذلك بيوم الجمعة المبارك التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة احدى عشرة وأربعمائة بعد الالف من الهجرة النبوية على صاحبها الف صلوة وتحية ٢٩-١٢-١٤١١ هـ بعد ما طرأت عوارض وفترات طويلة لأثناء الترتيب والتحقيق، والله أسأل ان يوفقني لإكمال شرح بقية ابواب الكتاب العافية والسهولة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى رسوله افضل الصلوات والتسليمات وعلى أصحابه الطيبين ازواجه الطاهرات ويليه انشاء الله تعالى الجزء الرابع اوله ابواب البيوع.

رشيد اشرف السيفي عفا الله عنه

خويدم الطلبة بدار العلوم كراتشى، ١٤، باكستان

[১৯৭০] এই সর্বশেষ আলোচনা ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বাদায়িউস সানায়ে' (৩/২৪৫-২৪৬ كتاب اللعان، فصل ولما حكم اللعان الخ) হতে গৃহীত এবং সংকলক কর্তৃক লিখিত। او آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رشيد اشرف عفاه الله